আল কুরআনে এবং সৃষ্টির নিদর্শনে
আল্লাহ্ তা'আলার পরিচয়

ড. মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম খান

আল কুরআনে এবং সৃষ্টির নিদর্শনে

আল্লাহ্ তা'আলার পরিচয়

ড. মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম খান

আমেরিকা প্রবাসী রসায়নবিদ

আহ্সান পাবলিকেশন

কাটাবন ❖ বাংলাবাজার ❖ মগবাজার

www.pathagar.com

আল কুরআনে এবং সৃষ্টির নিদর্শনে আল্লাহ্ তা'আলার পরিচয়
ড. মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম খান

ISBN : 978-984-8808-43-6

গ্রন্থস্বত্ব : লেখক

প্রকাশনায় : আহ্সান পাবলিকেশন
কাটাবন মসজিদ কমপ্লেক্স, ঢাকা-১০০০

পরিবেশনায়
র‍্যাক্স পাবলিকেশন্স, ২৩০ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা।
মক্কা পাবলিকেশন্স, ৩৮/৩ বাংলাবাজার, ঢাকা।
মাওলা প্রকাশনী, ১৯১ বড় মগবাজার, ঢাকা।
খেয়া প্রকাশনী, ২৩০ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা।

প্রকাশকাল
মার্চ, ২০১৩
ফাল্গুন, ১৪১৯
রবিউস সানি, ১৪৩৪

প্রচ্ছদ : নাসির উদ্দিন

কম্পোজ : আহ্সান কম্পিউটার
কাটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৮৬২২১৯৫

মূল্য : তিন শত টাকা মাত্র।

AL QURANE EBONG SRISHTIR NIDORSHONE ALLAH TALAR PORICHOI written by Dr. Mohammad Nazrul Islam Khan Published by Ahsan Publication, Katabon Masjid Campus, Dhaka-1000, First Edition March-2013, Price **Tk. 300.00** only

AP-92

www.pathagar.com

ভূমিকা

প্রকৃত মানুষ হওয়ার লক্ষ্যে মানুষকে জ্ঞানচর্চা করতে হয়। কিন্তু পশু-পাখির এমন কোন দায় নেই। পশু-পাখি জন্মের প্রথম দিন থেকেই পশু-পাখি। এ জন্যই বলা হয়ে থাকে, পশু-পাখি সহজেই পশু-পাখি কিন্তু মানুষ সহজে মানুষ নয়। জ্ঞানচর্চার পথটিও একরকম নয়। এখানে রকমফের আছে, বিভ্রান্তি আছে, চোরাবালি আছে এবং আছে সঠিক ঠিকানাও।

জ্ঞানচর্চার শুরুতেই প্রশ্ন জাগে নিজকে নিয়ে, চারপাশের পরিবেশ নিয়ে। এখানে প্রশ্নের জবাব খুঁজতে গিয়ে সঙ্গতভাবেই চলে আসে স্রষ্টাপ্রসঙ্গ। কারণ স্রষ্টা ছাড়া কোনো সৃষ্টি সম্ভব নয়। যেখানেই সৃষ্টি সেখানেই স্রষ্টা– মানুষের অভিজ্ঞতা ও অভিজ্ঞান এমন সাক্ষ্যই দেয়। স্রষ্টা প্রসঙ্গে ভাবতে গেলে প্রশ্ন জাগে– তিনি আমাদের কেন সৃষ্টি করেছেন, আর মানবজীবনের লক্ষ্যটাই বা কী? এমন প্রশ্নের জবাব আল কুরআনে লিপিবদ্ধ আছে। তবে জবাবের মর্মে পৌঁছতে হলে আমাদের মহান আল্লাহর পরিচয় জানতে হবে। আল্লাহর পরিচয় বিধৃত রয়েছে ওহীগ্রন্থ আল কুরআনে এবং তাঁর সৃষ্টির মধ্যে। এই বিষয়টি স্পষ্ট করে তোলার জন্যই ড. মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম খান আমাদের জন্য রচনা করেছেন গুরুত্বপূর্ণ এক গ্রন্থ 'আল কুরআনে এবং সৃষ্টির নিদর্শনে আল্লাহ্ তা'আলার পরিচয়।'

লেখক পঠন-পাঠনে এবং পেশায় একজন বিজ্ঞানমনস্ক ব্যক্তি। তবে ওহীজ্ঞানের সুরক্ষা পাওয়ায় জীবনজিজ্ঞাসা কিংবা বস্তুভাবনায় জ্ঞানচর্চার চোরাবালিতে তিনি হারিয়ে যাননি। বরং সৌরজগৎ, প্রকৃতিজগৎ ও বিকশিত মানবজীবনের মধ্যে তিনি খুঁজে পেয়েছেন আলোকময় এক ঐকতান। এই ঐকতানে স্রষ্টার পরিচয় যেমন অনুরণিত হয়েছে, তেমনি উচ্চারিত হয়েছে সৃষ্টির আত্মসমর্পণের আকুতিও। গ্রন্থটিতে মহান আল্লাহর নেয়ামতরাজির কথা নানাভাবে বর্ণিত হয়েছে। উচ্চারিত হয়েছে পরীক্ষা, পুরস্কার এবং শাস্তির বার্তাও। যারা মহান আল্লাহর মহত্ত্ব ও সৃষ্টিতত্ত্ব উপলব্ধি করতে সক্ষম হবেন, তারা নির্দ্বিধায় অন্যান্য

www.pathagar.com

নেয়ামতের মতো তাঁর বিধিবিধানও মেনে নেবেন আনন্দচিত্তে। এমন মানুষরাই পরকালের অনন্ত আনন্দলোকে স্থান পাবেন। আর তাদের সাফল্যের মূলে রয়েছে বিজ্ঞান ও অধ্যাত্ম ভাবনায়, লৌকিক ও অলৌকিক প্রশ্নে আল কুরআনের আনুগত্য। বিজ্ঞান-প্রযুক্তির চরম উৎকর্ষের এই সময়ে মুসলিম মানসে বিরাজমান নানা প্রশ্নের জবাব খুঁজে পাওয়া যাবে গ্রন্থটিতে। তাই বলা যায়, সময়ের দাবী পূরণে ড. মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম খান এক গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। মহান আল্লাহ লেখকের এ প্রচেষ্টা কবুল করুন।

জয়নুল আবেদীন আজাদ
পরিচালক
ইসলামী অনুষ্ঠান বিভাগ, এনটিভি।

www.pathagar.com

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

আলহামদু লিল্লাহ! বস্তুত সমস্ত প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতার মালিক আল্লাহ তা'আলা। আমরা আল্লাহরই প্রশংসা করি, তাঁর কাছে সাহায্য এবং ক্ষমার জন্য প্রার্থনা করি। আমরা আল্লাহ তা'আলার কাছে আশ্রয় চাই আমাদের অন্তরের মন্দ চিন্তা-ভাবনা ও খারাপ কাজ থেকে। তিনি যাকে হেদায়েত দান করেন তাকে কেউ বিপথগামী করতে পারে না, আর তিনি যাকে বিপথগামী করেন তাকে কেউ হেদায়েত দিতে পারে না।

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, এক আল্লাহ ছাড়া আর দ্বিতীয় কোন মা'বুদ নাই, তাঁর কোন শরীক নাই এবং আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহর আব্দ (গোলাম বা বান্দা) ও রাসূল।

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴿١٠٢﴾

"হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহকে যথার্থভাবে ভয় কর (*আল্লাহর অনুগত হবে, অবাধ্য হবে না, আল্লাহকে সব ব্যাপারে স্মরণ করবে, আল্লাহর কৃতজ্ঞ হবে, অকৃতজ্ঞ হবে না*) এবং তোমরা আত্মসমর্পণকারী (*ঈমানসহ মৃত্যুর জন্য তৈরি থাকবে*) না হইয়া কোন অবস্থায় মরিও না ।" *(৩-আল-ইমরান : ১০২)*

জগতসমূহের সৃষ্টিকর্তা, প্রতিপালক, বিধানকর্তা, নিয়ন্ত্রণকারী আল্লাহ তা'আলাই সমস্ত প্রশংসার মালিক। যে কোন কাজের চেষ্টা বা উদ্যোগের তিনিই একমাত্র সফলতা দিতে পারেন এবং সাফল্য অর্জনে সাহায্য করতে পারেন। তাই মু'মিন-মুসলমানদের উচিত সব ব্যাপারে যথাসাধ্য চেষ্টা করে আল্লাহ তা'আলার দয়া ও শক্তির উপর পুরোপুরি নির্ভরশীল হওয়া। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

بِنَصْرِ ٱللَّهِ ۚ يَنصُرُ مَن يَشَآءُ ۖ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿٥﴾

"আল্লাহর সাহায্যে। তিনি যাহাকে ইচ্ছা সাহায্য করেন এবং তিনি পরাক্রমশালী পরম দয়ালু।" *(৩০-রূম : ৫)*

www.pathagar.com

بَلِ ٱللَّهُ مَوْلَىٰكُمْ ۖ وَهُوَ خَيْرُ ٱلنَّـٰصِرِينَ ۝

"আল্লাহই তো তোমাদের অভিভাবক এবং তিনিই শ্রেষ্ঠ সাহায্যকারী।" *(৩-আল ইমরান : ১৫০)*

قُل لَّن يُصِيبَنَآ إِلَّا مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَىٰنَا ۚ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ۝

"বল, 'আমাদের উপর আল্লাহ যাহা লিখিয়া রাখিয়াছেন তাহা ব্যতীত অন্য কোন বিপদ আসিবে না; তিনিই আমাদের রক্ষক এবং আল্লাহর উপরই মু'মিনদের নির্ভর করা উচিত।" *(৯-তাওবা : ৫১)*

প্রথমতঃ যে কোন তথ্যভিত্তিক বিষয়বস্তু, তত্ত্ব বা বিশ্বাস সম্বলিত বই লেখার জন্য পর্যাপ্ত জ্ঞান, পড়াশুনা ও গবেষণার প্রয়োজন হয় আর প্রয়োজন হয় সমন্বিত চিন্তা-ভাবনা, দৃঢ় মনোবল ও মানসিক প্রস্তুতি, বিশেষত বইটি যদি হয় ধর্মবিষয়ক। ইসলাম ধর্মের যে কোন বিষয় নিয়ে বই লেখা বিশাল এক দায়িত্বপূর্ণ কাজ, কেননা অনিচ্ছাকৃত সামান্যতম ভুলের জন্যও যদি কোন পাঠক কখনো বিভ্রান্ত হয় বা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় তাহলে লেখকের কাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্যটি ব্যর্থ হবে এবং লেখককে সেই দায়িত্ব বহন করতে হবে ইহকাল ও পরকাল চিরজীবন। আল্লাহ তা'আলার কাছে এবং নিজের বিবেকের কাছে তাকে জবাবদিহিতার জন্য দায়বদ্ধ থাকতে হবে শেষ বিচারের দিন পর্যন্ত। আর এই দায়বদ্ধতার পরিণাম আরো ভয়াবহ যদি আল্লাহ তা'আলার নির্দেশিত পথ থেকে পাঠক বা লেখকের ঘটে কোন বিচ্যুতি এবং চিন্তা-চেতনায় বিভ্রান্তি। তাই মানুষ হিসেবে যতটা সম্ভব সতর্কতা অবলম্বনের চেষ্টা করেছি কিন্তু মানুষতো কখনোই একশভাগ perfect নয়, কাজেই আমার জানা নেই এই ভার বহন করার ক্ষমতা আছে কিনা এবং আমার জ্ঞানের পরিধি যথেষ্ট কিনা সেটা জানেন একমাত্র আল্লাহ তা'আলা। তবে এই বইটি বাস্তব রূপ পাওয়ার পেছনে যে মানসিক শক্তি, সাহস, আত্মবিশ্বাস, সময়, সুযোগ, চেষ্টা, ইচ্ছা ও উদ্যোগের প্রয়োজন ছিল তার সবটাই সম্ভব হয়েছে আল্লাহ তা'আলার অসীম রহমতের কারণে। অতএব আল্লাহ তা'আলার কাছে কৃতজ্ঞতা জানানোর ভাষা আমার জানা নেই, সমস্ত প্রশংসা, সমস্ত কৃতিত্ব আল্লাহ তা'আলারই প্রাপ্য।

দ্বিতীয়তঃ দীর্ঘদিন দেশের বাইরে অবস্থানের কারণে বিভিন্ন দেশের মুসলমানদের সাথে ঘনিষ্ঠ হওয়ার সুযোগ আমার হয়েছে। তাতে জানতে পেরেছি ইসলাম কত উদার, সহজ এবং জীবন ঘনিষ্ঠ একটি দ্বীন *(জীবন ব্যবস্থা)* বা ধর্ম, জীবন যাপনের প্রতি মুহূর্তেই যার অনুসরণই একমাত্র মানুষকে দিতে পারে পরিপূর্ণ সফলতা। এ কাজ আল্লাহ তা'আলার পরিচয় সম্পর্কে সুস্পষ্ট জ্ঞান অর্জন ব্যতীত সম্ভব হবে না। তাছাড়া খ্যাতিমান জ্ঞানী ইসলামিক স্কলার ও চিন্তাবিদদের

www.pathagar.com

বক্তৃতা, আলোচনা পর্যালোচনা শোনার এবং তাদের সান্নিধ্যে আসার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। বিখ্যাত জ্ঞানলব্ধ বিভিন্ন দেশী বিদেশী পণ্ডিতজন ও স্কলারদের প্রচুর বই সংগ্রহ করা ও পড়ার সুযোগ পেয়েছি। দেশে থাকলে এই সুবিধা থেকে বঞ্চিত থাকতাম এবং "জন্মসূত্রে মুসলমান আর শুনে ও দেখে ইসলাম চর্চার" মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতো আমার চিন্তা-ভাবনা ও জ্ঞানের পরিধি। দেশে থাকাকালীন সময়ে ইসলামকে নতুন করে জানা বা বুঝার কথা কখনো মনে জাগেনি। তাই বলা যায়, এটা অবশ্যই আল্লাহ্ তা'আলার অপার কৃপা ও রহমত এবং সেজন্য তাঁর প্রতি আমার সমস্ত কৃতজ্ঞতা।

আজ শুধু বাংলাদেশে নয় সারাবিশ্বেই ধর্ম তথা ইসলামী মূল্যবোধ নিয়ে যে রাজনীতি, বাকবিতণ্ডা ও টানাপোড়ন চলছে তার মূল কারণই হচ্ছে প্রকৃত প্রতিপালক আল্লাহ্ তা'আলা এবং তাঁর প্রতিষ্ঠিত দ্বীন ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞানের অভাব এবং ইসলাম সম্পর্কে ভুল ধারণা। এই সমস্যার একমাত্র সমাধানই হচ্ছে আল-কুরআন ও সুন্নাহর প্রদত্ত জীবনে ফিরে যাওয়া, ইসলামী মূল্যবোধের আসল রূপকে জানা ও বুঝা এবং অনুসরণ করা। আল্লাহ্ তা'আলা মুসলিমদেরকে আদেশ করেছেন :

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا۟ ٱلرَّسُولَ وَأُو۟لِى ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ فَإِن تَنَـٰزَعْتُمْ فِى شَىْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ
وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْـَٔاخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

"হে বিশ্বাসীগণ! যদি তোমরা আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাস করো তবে তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর (*আল-কুরআনের বিধান*), আনুগত্য কর রাসূলের (*সুন্নাহ, রাসূল (সা.) নির্দেশিত আদেশ-উপদেশ*) এবং তাহাদের, যাহারা তোমাদের মধ্যে (*মুসলিমদের মধ্যে*) ক্ষমতার অধিকারী; কোন বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতভেদ ঘটিলে উহা উপস্থাপিত করো আল্লাহ্ ও রাসূলের নিকট (*আল-কুরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে সমাধান করো*)। ইহাই উত্তম এবং পরিণামে প্রকৃষ্টতর।" *(৪-নিসা : ৫৯)*

তৃতীয়তঃ বইটি বাংলাদেশে টাইপ করার কারণে ম্যানস্ক্রিপ্ট আনা নেয়া করতে যারা আমাকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সাহায্য করেছেন তাদের সবার প্রতি আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি বিশেষ করে আমার শ্যালক মীর হাফিজের সাহায্য সহযোগিতা ছাড়া এই বইটির বাস্তবরূপ পাওয়া ছিল অসম্ভব সে জন্য তার প্রতি আমার সবিশেষ ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা। এছাড়া যার সমালোচনা, পরামর্শ সহযোগিতা ছাড়া বইটি সম্পূর্ণতা পেত না সে হচ্ছে আমার প্রিয়তমা স্ত্রী। বিদেশের ব্যস্ত জীবনে শত কাজের মাঝেও সে আমাকে সময় দিয়ে সাহায্য করেছে নানাভাবে। এটাও আল্লাহ্ তা'আলার সাহায্য ও দয়ার আর একটি প্রমাণ। কারণ যে কোন কাজের সুষ্ঠু সম্পাদন এবং সমাধান করার সুযোগ অন্য

www.pathagar.com

কারও মাধ্যমে একমাত্র আল্লাহই দিতে পারেন, তাই আল্লাহ তা'আলার কাছে আমার প্রার্থনা "হে আল্লাহ! তুমি এদের সবাইকে এই দুনিয়ায় তোমার প্রদর্শিত সরল-সহজ রাস্তায় প্রতিষ্ঠিত থাকতে সাহায্য করো এবং আখেরাতের জীবনে পুরস্কৃত করো।

হে বিশ্বজগতের প্রতিপালক! তুমি এই লেখার পেছনে ইচ্ছা সৃষ্টিতে, সুস্বাস্থ্য, মানসিক শক্তি, আত্মবিশ্বাস, সময়, সুযোগ, অনুপ্রেরণা এবং প্রতিনিয়ত রহমত দিয়ে আমাকে সাহায্য করেছ তার জন্য অন্তরের গভীর স্থান থেকে তোমার রহমতের জন্য শুকরিয়া আদায় করছি এবং এই কাজের সমস্ত কৃতিত্ব ও প্রশংসা তোমারই। তোমার সন্তুষ্টির জন্যই এই মহাদায়িত্বের কাজ আমি হাতে নিয়েছিলাম, আমার দুর্বলতা, উদাসিনতা, অজ্ঞতা সম্পর্কে তুমি সবিশেষ অবগত আছ। তাই ইচ্ছাকৃত, অনিচ্ছাকৃত, জানা, অজানা সমস্ত ভুলের জন্য আমাকে ক্ষমা করো। যে সমস্ত আলেম, মুসলিম চিন্তাবিদ এবং পণ্ডিতদের লেখা ধর্ম বিষয়ের গ্রন্থ, আল কুরআনের ও হাদীসের অনুবাদ এবং ব্যাখ্যা এই লেখায় সাহায্যে এসেছে এবং তথ্যনির্দেশ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে, হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি তাদের সকলকে এই দুনিয়ায় এবং আখেরাতে তোমার সীমাহীন রহমতে স্থান দিয়ে পুরস্কৃত করো। হে বিশ্বজগতের প্রতিপালক! আমার পিতা-মাতা, স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি এবং সমস্ত বিশ্বাসী নর-নারীদেরকে ক্ষমা করো। আমাদের সন্তানদের তোমার আনুগত্যে প্রতিষ্ঠিত রেখে তাদের জীবনকে সুন্দর করো, ইসলামী মূল্যবোধের আদর্শে জীবন যাপন করতে তাদেরকে তাওফীক দাও এবং দুনিয়ার ফিতনা থেকে তাদের রক্ষা করো। তোমার হাবিব, বিশ্বজগতের প্রতি প্রেরিত তোমার রহমত, আমাদের প্রাণপ্রিয় রাসূল, মুহাম্মদ (সা.)-এর পরিবারের সদস্যদের এবং সাথীদের উপর অশেষ রহমত ও শান্তি বর্ষণ করো। রাসূল (সা.)-এর প্রতিষ্ঠিত ইসলামী মূল্যবোধ এবং রেখে যাওয়া আদেশ-উপদেশ অনুযায়ী জীবন যাপন করতে আমাদেরকে তাওফীক দান করো, অনুপ্রাণিত করো, আমিন ॥

ড. মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম খান
আইওয়া, যুক্তরাষ্ট্র।

www.pathagar.com

সূচিপত্র

ভূমিকা ॥ ১১
লেখার অভিপ্রায় ॥ ৩৩
আল কুরআন ও হাদীসের অনুবাদ, তথ্যনির্দেশ এবং আরো অন্যান্য বিষয় ॥ ৪৯
উল্লেখযোগ্য উক্তি বা উচ্চারণ সম্পর্কে সতর্কতা ॥ ৫১
অধ্যায়-১: জ্ঞান অর্জনের জন্য প্রশ্ন করার প্রয়োজনীয়তা ॥ ৫৩
– জ্ঞান অর্জনের পন্থা ॥ ৫৭
– আল্লাহ্ তা'আলা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের তিন পদ্ধতি ॥ ৬১
– আল কুরআনে বর্ণিত আরো উদাহরণ ॥ ৭৩
– আদম সন্তানকে আল্লাহ্ তা'আলা পরিবেষ্টন করে রেখেছেন ॥ ৭৫
অধ্যায়-২: আল্লাহ্ তা'আলার পরিচয় ॥ ৭৮
আল কুরআনে বর্ণিত আল্লাহ্ তা'আলার পরিচয় ॥৭৮
তিনিই আল্লাহ্ তা'আলা, যিনি :
– আল কুরআনে নিজের পরিচয় সুস্পষ্টভাবে দিয়েছেন ॥ ৮৩
– সীমাহীন জ্ঞান দিয়ে সবকিছু জানেন ॥ ৮৯
– জীবনোপকরণ দান করেন ॥ ৯৫
– আসমানী কিতাব ও নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন ॥ ৯৯
– নবী-রাসূল পাঠিয়ে সতর্ক না করার পূর্বে কোন জনপদকে ধ্বংস করেননি ॥ ১০৪
– নবী-রাসূলদের কাছ থেকে স্বীকারোক্তি নিয়েছিলেন ॥ ১০৬
– উম্মিকে আল-কুরআনসহ শেষ রাসূল হিসেবে প্রেরণ করেছেন ॥ ১১০
– বলেছেন ইবাদতে কাউকে শরীক করা চরম জুলুম ॥ ১১৯
– রাজাধিরাজ শাহানশাহ্ ॥ ১৩৭
– মা-লিকি ইয়াওমিদ্দীন ॥ ১৪২
– বান্দাদের প্রতি দয়ার্দ্র, ক্ষমাশীল ॥ ১৪৭
– দৃশ্য ও অদৃশ্য সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা, প্রতিপালক ॥ ১৫২
– প্রাকৃতিক দুর্যোগ দিয়ে বান্দাদের পরীক্ষা করেন ॥ ১৫৬
– শেষ বিচার দিবসে মানব জাতিকে তিন দলে বিভক্ত করবেন ॥ ১৫৮
– প্রেরণ করেন বায়ু এবং বৃষ্টি ॥ ১৬১
– আদম সন্তানকে হেদায়েত দান করেন ॥ ১৬৪
– মুসলিম উম্মতের দায়িত্ব সম্পর্কে সুস্পষ্ট বর্ণনা দিয়েছেন ॥ ১৬৭
– বলেছেন শেষ বিচার দিবসে তাদের ভয় নেই ॥ ১৮২
– বলেছেন পার্থিব জীবন হচ্ছে প্রতারণামূলক ॥ ১৮৫
– বলেছেন পরকালের জীবনই চিরস্থায়ী আসল জীবন ॥ ১৮৭

www.pathagar.com

অধ্যায়-৩: আল কুরআনে বর্ণিত নিদর্শনে আল্লাহ্ তা'আলার পরিচয় ॥ ১৮৯
– মানব শরীরে রয়েছে সৃষ্টির অন্যতম নিদর্শন ॥ ১৯৪
– আল কুরআন সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন ॥ ২০১
আল কুরআনে বর্ণিত নিদর্শন থেকে কারা লাভবান হবেন
১. দৃঢ় বিশ্বাসী মু'মিন ॥ ২১০
২. চিন্তাশীল সম্প্রদায় ॥ ২১৩
৩. অনুধাবনকারী সম্প্রদায় ॥ ২১৫
৪. বোধশক্তিসম্পন্ন সম্প্রদায় ॥ ২১৬
৫. যারা উপদেশ গ্রহণ করে ॥ ২১৯
৬. যারা শ্রবণ করে ॥ ২২০
৭. ধৈর্যশীল ও কৃতজ্ঞ ব্যক্তি ॥ ২২১
অধ্যায়-৪: বিশ্বজাহান সৃষ্টিতে নিদর্শন : ২২৭
– মানব সন্তানের সৃষ্টি পদ্ধতিতে রয়েছে নিদর্শন ॥ ২২৭
– সৌরজগতের সৃষ্টিতে নিদর্শন ॥ ২৩৫
– সৌরজগতের সাথে বস্তুজগতের সদৃশ ॥ ২৪৫
– নিদ্রার সৃষ্টিতে নিদর্শন ॥ ২৫২
– বৃষ্টির পানি ও বায়ুতে নিদর্শন ॥ ২৫৪
জীবপ্রাণী ও বস্তুজগতের জন্য বৃষ্টির গুরুত্ব ॥ ২৫৬
বায়ুমণ্ডলের সৃষ্টিতে নিদর্শন ॥ ২৬৫
পাহাড়-পর্বতের সৃষ্টিতে নিদর্শন ॥ ২৭২
দিন-রাত্রির পরিবর্তনে রয়েছে নিদর্শন ॥ ২৭৭
বীজ ও গাছ-পালায় নিদর্শন ॥ ২৮৮
নদী, সমুদ্র, সাগর এবং তার পানিতে নিদর্শন ॥ ২৯৩
গবাদি পশুতে রয়েছে নিদর্শন ॥ ৩১৭
সবকিছু জোড়ায়-জোড়ায় সৃষ্টিতে রয়েছে নিদর্শন ॥ ৩২১
মানব সন্তানের জ্ঞানের সীমা নির্ধারিত ॥ ৩২৬
অধ্যায়-৫: ইসলাম ও বিজ্ঞান ॥ ৩৩৬
– দি বিগ ব্যাং তত্ত্ব এবং ব্ল্যাক হোল ॥ ৩৪২
– রাসূল (সা.)-এর সপ্তাকাশে ভ্রমণ ॥ ৩৫৯
– সিদ্‌রাত আল-মুনতাহ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা ॥ ৩৬৮
– ব্ল্যাক হোল (কৃষ্ণ বিবর) ॥ ৩৭৩
– আল্লাহ্ তা'আলা বান্দার প্রতি ন্যায়বিচারক ॥ ৩৮৩
– কিয়ামতের নমুনা বর্ণনায় আল্লাহ্ তা'আলার পরিচয় ॥ ৩৮৬
উপসংহার ॥ ৩৯০
সন্ধান পুস্তক ॥ ৪১২

www.pathagar.com

ভূমিকা

আল-কুরআন বিশ্বজাহানের প্রতিপালক দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্ তা'আলার শাশ্বত পবিত্র বাণী। যা মানব জাতির জন্য সৎপথ প্রাপ্তির দিকনির্দেশনা হিসেবে আল্লাহ্ তা'আলা কলুষমুক্ত অবস্থায় সংরক্ষণ করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বলেছেন,

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَـٰفِظُونَ ﴿٩﴾

"আমি স্বয়ং এ উপদেশ গ্রন্থ নাযিল করেছি এবং আমি নিজেই এর সংরক্ষক।" *(১৫-হিজর : ৯)*

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ بِٱلذِّكْرِ لَمَّا جَآءَهُمْ ۖ وَإِنَّهُۥ لَكِتَـٰبٌ عَزِيزٌ ﴿٤١﴾

لَّا يَأْتِيهِ ٱلْبَـٰطِلُ مِنۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِۦ ۖ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴿٤٢﴾

"নিশ্চয় কুরআন আসার পর যারা তা অস্বীকার করে, তাদের মধ্যে চিন্তা-ভাবনার অভাব রয়েছে। এটা অবশ্যই এক সম্মানিত গ্রন্থ।" *(৪১-হা-মীম সিজদাহ : ৪১)*

"এতে মিথ্যার প্রভাব নেই, সামনের দিক থেকেও নেই এবং পেছন দিক থেকেও নেই। এটা প্রজ্ঞাময়, প্রশংসিত আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ।" *(৪১-হা-মীম সিজদাহ : ৪২)*

এ জন্যই আল-কুরআন এবং তাতে বর্ণিত বিষয়বস্তু নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করার আদেশ মানব জাতির প্রতি দিয়ে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন,

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَآ ﴿٢٤﴾

"তারা কি কুরআন সম্পর্কে গভীর চিন্তা করে না। না তাদের অন্তর তালাবদ্ধ?" *(৪৭-মুহাম্মদ : ২৪)*

বস্তুত আল-কুরআন হচ্ছে অত্যুৎকৃষ্ট অপ্রতিদ্বন্দ্বী ভাষার মাধুর্যে মাহাত্ম্যে, ঘটনার বিবরণে সুনিপুণ বিন্যাসে এবং শ্রেষ্ঠত্বের ক্ষেত্রে একটি অসাধারণ কিতাব। এই কিতাবে বর্ণিত বিষয়বস্তুর মধ্যে আত-তাওহীদের [আল্লাহ্ তা'আলার একত্ববাদের] সঠিক উপস্থাপনা এবং বর্ণনা হচ্ছে অন্যতম। আল-কুরআন নাযিল হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত, সমস্ত মানব জাতি আল্লাহ্ তা'আলার প্রকৃত পরিচয় এবং আল্লাহ্ তা'আলার সাথে নিজেদের সম্পর্ক ও দায়িত্ব সম্পর্কে বিভ্রান্ত হয়ে মানব জাতি শিরকের অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল। এ প্রসঙ্গে Abul Hasan Ali Nadwi, in his work Islam and the World, has done a remarkable job of describing the situation of the world before the coming of the time of the Messenger of Allah, Muhammad (SA). He has mentioned, *"The sixth century of the Christian era, it is generally agreed, represented*

www.pathagar.com

the darkest phase in the history of our race. Humanity had reached the edge of the precipice, towards which it had been tragically proceeding for centuries, and there appeared to be no agency or power in the whole world which could come to its rescue and save it from crashing into the abyss of destruction.

In his melancholy progress from God-forgetfulness to self-forgetting, man had lost his moorings. He had grown indifferent to his destiny. The teachings of the prophets had been fogotten; the lamps that they had kindled had either been put out by the storms of moral anarchy or the light they shed had become so feeble that it could illuminate the hearts of but a few men, most of whom had sought refuge in passivity and resignation. [*Islam and the World, pp 13-44, International Islamic Federation of Student organizations, 1983*]

এমতাবস্থায় মানব জাতিকে শিরকের অন্ধকার এবং নৈতিক অবক্ষয় থেকে মুক্ত করে চিরন্তন দোজখের শাস্তি থেকে উদ্ধার করার জন্য দয়াময় আল্লাহ্ তা'আলা আল-কুরআন নাযিল করেন। বিশ্বজাহানের প্রতি প্রেরিত 'রহমত' আল্লাহর হাবিব, শেষ রাসূল মুহাম্মদ (সা.)-এর কাছে আল্লাহ্ তা'আলার নূর আল-কুরআন নাযিল করে আত-তাওহীদের শ্রেষ্ঠত্ব ও গুরুত্ব সম্পর্কে সুস্পষ্ট বর্ণনা দিয়ে আল্লাহ্ তা'আলার সঠিক পরিচয় প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এজন্যই উপরোল্লিখিত আয়াতে আল-কুরআনে বর্ণিত বিষয়বস্তু নিয়ে ধ্যান-চিন্তা করতে আল্লাহ্ তা'আলা আদেশ দিয়েছেন। যাতে আল্লাহ্ তা'আলার আসল পরিচয় সম্পর্কে সুস্পষ্ট জ্ঞান অর্জন করে আল্লাহ্ তা'আলার সাথে মানব সন্তানের যে সম্পর্ক [মালিক-গোলাম] রয়েছে সে ব্যাপারে বিভ্রান্তি থেকে বেরিয়ে আসতে পারে। মানব সৃষ্টির পেছনে প্রতিপালক আল্লাহ্ তা'আলার যে মহান উদ্দেশ্য রয়েছে সে সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান অর্জন করে আব্দ [গোলাম] হিসেবে প্রভুর কৃপা লাভে ইহলোক ও পরলোকে সফল হতে পারে। মানব সৃষ্টি সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন,

وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

"আমার ইবাদত করার জন্যই আমি মানব ও জিন জাতি সৃষ্টি করেছি।" *(৫১-যারিয়াত : ৫৬)*

এই আয়াত থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, মানব সন্তান হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলার আব্দ বা গোলাম। অতএব গোলাম হিসেবে মালিকের সঠিক পরিচয় ও বৈশিষ্ট্যের ব্যাপারে পরিষ্কার জ্ঞান না থাকলে মালিকের ন্যায্য প্রাপ্য ও অধিকার যেমন আদায় করতে পারবে না তেমন মালিকের দয়া ও রহমত থেকেও তারা বঞ্চিত থাকবেন। আল-কুরআন নাযিল হওয়ার সময়ের মতো বর্তমানেও মানব

www.pathagar.com

জাতির প্রায় ৭৮% মানুষই আল্লাহ তা'আলার সঠিক পরিচয় সম্পর্কে বিভ্রান্ত হয়ে শিরকে জড়িত আছেন। কাজেই কৃতজ্ঞ বান্দা হওয়ার প্রত্যাশায় প্রতিটি আদম সন্তানের প্রশ্ন থাকা উচিত তার প্রতিপালকের আসল পরিচয় কী এবং কোথায় পাওয়া যাবে তার সঠিক উত্তর? এ ব্যাপারে অধিকাংশ আদম সন্তান উদাসীন থাকলেও পার্থিব জীবনের কল্যাণে তাদের অগণিত প্রশ্ন থাকে, যার উত্তর অনুসন্ধানে মানব সন্তান জীবনের অনেকটা সময় ব্যয় করে দেয়। প্রশ্ন থাকার জন্যই মানুষ তার সঠিক উত্তর খোঁজার প্রয়াসে জীবন সংগ্রামে ব্রতী হয়। তবে সকল প্রশ্নই সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ নয়। অনেকেই প্রশ্নের গুরুত্ব সঠিকভাবে নির্ধারণ করতে পারেন না তাই বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই তারা অপ্রয়োজনীয় এবং গুরুত্বহীন প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধানে মূল্যবান সময় ব্যয় করেন। সঠিক প্রশ্ন এবং তার গুরুত্ব নিরূপণ করতে দরকার হয় বৈষয়িক বা জাগতিক এবং পারলৌকিক অথবা আধ্যাত্মিক উভয় জ্ঞান। কারণ প্রতিটা আদম সন্তানের জন্য এই দুই জগতের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। যদিও দুর্ভাগ্যবশতঃ অধিকাংশ আদম সন্তান পরকালের গুরুত্ব নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করেন না। যা হোক, এই দুইয়ের সমন্বয় না ঘটলে পার্থিব জীবনের উদ্দেশ্য যেমন পরিপূর্ণতা লাভ করে না তেমন হৃদয়ের আঙ্গিনায় জন্মিত প্রশ্নের গুরুত্ব নির্ধারণ এবং তার সঠিক উত্তর সংগ্রহ করাও অপূর্ণ থেকে যায় অথবা আদৌ সম্ভব হয় না। তবে এটা অতি সত্য কথা যে, অধিকাংশ মানুষ জাগতিক বিষয় সম্পর্কে সৃষ্ট প্রশ্ন ও ক্ষণস্থায়ী পার্থিব জীবনের কল্যাণে সম্পৃক্ত প্রশ্নের গুরুত্ব বেশি দিয়ে সর্বক্ষণ তার সমাধানে ব্যস্ত থাকেন। আধ্যাত্মিক ও পারলৌকিক জীবন সম্পৃক্ত প্রশ্ন থাকলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে তার যথার্থ গুরুত্ব না পাওয়ায় এবং কর্মব্যস্ত জীবনে সেটা আজীবন অবহেলায় অজ্ঞাত অবস্থায় থেকে যায়।

শস্য-শ্যামলা সবুজের সুসজ্জিত বাগান ভূপৃষ্ঠে আদম সন্তানের একা বসবাস নয় এবং পৃথিবীতে তাদের আগমন ও স্বল্পকালের জন্য প্রতিষ্ঠিত হওয়াও কোন আকস্মিক ঘটনা নয়। আদম সন্তানের পারিপার্শ্বিকে অবস্থিত সমস্ত বস্তুর সুশৃঙ্খল বিস্তৃতি ও পরিবর্তন পরিশোধন পুনরুজ্জীবন এবং সৌরমণ্ডলে প্রতিষ্ঠিত সূর্য চন্দ্র ও তারকারাজির সুসামঞ্জস্য বিন্যাস, উদয় অস্তের অপরিবর্তিত বিধানও কোনো দৈবাৎ ঘটনা নয়। ভূপৃষ্ঠের নয়নাভিরাম দৃশ্য ও খুঁটিবিহীন প্রতিষ্ঠিত সৌরমণ্ডলের চিত্তাকর্ষক মনোরম পরিবেশ মানুষকে সর্বদাই বিমোহিত করে অথচ এই অকল্পনীয় শৃঙ্খলতা এবং এত বিশাল কর্মের পেছনে যে সর্বশক্তিমান প্রতিপালকের আদেশ সর্বত্র সর্বদা কাজ করছে, সে সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান অর্জনের প্রয়োজনীয়তা অধিকাংশ আদম সন্তানের কাছে গুরুত্বহীন। আদম সন্তানের মধ্যে বিজ্ঞানীরা সৌরমণ্ডল ও ভূপৃষ্ঠের যাবতীয় বস্তুর পরিবর্তন পরিশোধন ও

www.pathagar.com

পুনরুজ্জীবন সম্পর্কে বেশী জ্ঞান রাখেন। অথচ অধিকাংশ বিজ্ঞানীরাই আধ্যাত্মিক জ্ঞানের অভাবে, এ সমস্তের পেছনে যে অদৃশ্য সর্বজ্ঞ আল্লাহ্ তা'আলার সম্পৃক্ততা ও আধিপত্য আছে, সে সম্পর্কে এবং তাঁর আসল পরিচয়ের ব্যাপারে উদাসীন থাকেন অথবা এ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের কোন প্রয়োজন আছে সেটা তারা বিশ্বাস করেন না। যদিও বিজ্ঞানীরা গবেষণায় সর্বত্র মহান সৃষ্টিকর্তার নিদর্শন নিয়ে রাত-দিন ব্যস্ত থাকেন তবুও তাদের চিত্তে সৃষ্টিকর্তার পরিচয় সম্পর্কে জানার জন্য অনুসন্ধিৎসার উদ্বেগ হয় না। তাই বলা যায়, আদম সন্তানের মধ্যে একমাত্র ধীশক্তিসম্পন্ন বুদ্ধিবৃত্তিক ব্যক্তি, যারা জাগতিক ও পারলৌকিক বিষয়ে জ্ঞান রাখেন তারাই এইগুলোর অবস্থিতি, সুবিন্যস্ত নিয়ন্ত্রণ, গুরুত্ব এবং তাদের সৃষ্টিকর্তা ও পরিচালকের ব্যাপারে প্রশ্ন করে সঠিকভাবে জানার চেষ্টা করবেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَـٰفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱلْفُلْكِ ٱلَّتِي تَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَآ
أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن مَّآءٍ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَّةٍ وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيَـٰحِ وَٱلسَّحَابِ
ٱلْمُسَخَّرِ بَيْنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ لَـَٔايَـٰتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿١٦٤﴾

"নিশ্চয়ই আসমান ও জমিনের সৃষ্টিতে, রাত ও দিনের বিবর্তনে এবং নদীতে নৌকাসমূহের চলাচলে মানুষের জন্য কল্যাণ রয়েছে। আর আল্লাহ তা'আলা আকাশ থেকে যে পানি নাযিল করছেন, তা দ্বারা মৃত জমিনকে সজীব করে তুলেছেন এবং তাতে ছড়িয়ে দিয়েছেন সবরকম জীব-জন্তু। আর আবহাওয়া পরিবর্তনে এবং মেঘমালায় যা তারই হুকুমের অধীনে আসমান ও জমিনের মাঝে বিচরণ করে নিশ্চয়ই সে সমস্ত বিষয়ের মাঝে নিদর্শন রয়েছে বুদ্ধিমান সম্প্রদায়ের জন্যে।" *(২-বাকারাহ : ১৬৪)*

আদম সন্তানের উৎপাদনে নর-নারীর যৌন সম্পৃক্ততা, দেহের ক্রমবিকাশ ও পরিবর্তনে পারিপার্শ্বিকে অবস্থিত বিভিন্ন বস্তুর স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতা এবং মানব শরীরের অভ্যন্তরে ঘটিত হাজার রকমের রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া যে প্রতি মুহূর্তে তাকে বাঁচিয়ে রাখতে অবদান রাখছে, সে সম্পর্কে অনেকের জানা থাকলেও, এই অনুগ্রহ ও অবদানের পেছনে যে অদৃশ্য মহাশক্তির আদেশ কাজ করছে তার সম্পর্কে অধিকাংশ আদম সন্তান উদাসীন ও অজ্ঞ। তবে জ্ঞানী ব্যক্তিরা *(এই ব্যক্তিরা শুধুমাত্র বৈষয়িক বিষয়ে জ্ঞানী ব্যক্তি নয়)* এ ব্যাপারে স্বতন্ত্রধর্মী। কারণ তারা আল্লাহ তা'আলার নিদর্শনের মধ্যেই তার আসল পরিচয় অনুসন্ধান করেন। এ প্রসঙ্গে সূরা আর-রূমে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

وَمِنْ ءَايَـٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَآ أَنتُم بَشَرٌ تَنتَشِرُونَ ﴿٢٠﴾

www.pathagar.com

"তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে এক নিদর্শন এই যে, তিনি মৃত্তিকা থেকে তোমাদের সৃষ্টি করেছেন। এখন তোমরা মানুষ পৃথিবীতে ছড়িয়ে আছ।"

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

"আর এক নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের সঙ্গিনীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তিতে *(যৌন প্রশান্তি, সন্তান উৎপাদন ও মানসিক শান্তি)* থাক এবং তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি *(স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অকৃত্রিম প্রেম-ভালোবাসা)* ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয় এতে চিন্তাশীল লোকদের জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে।"

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦ خَلْقُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَٰفُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَٰنِكُمْ ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّلْعَٰلِمِينَ ﴿٢٢﴾

"তাঁর আরও এক নিদর্শন হচ্ছে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সৃজন এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র্য! নিশ্চয় এতে জ্ঞানীদের জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে।"

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦ مَنَامُكُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱبْتِغَآؤُكُم مِّن فَضْلِهِۦٓ ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ﴿٢٣﴾

"তাঁর আরও নিদর্শন : রাতে ও দিনে তোমাদের নিদ্রা এবং তার কৃপা অন্বেষণ। নিশ্চয় এতে মনোযোগী সম্প্রদায়ের জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে।"

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦ يُرِيكُمُ ٱلْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَيُحْىِۦ بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَآ ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ

لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٢٤﴾

"তাঁর আরও নিদর্শন তিনি তোমাদেরকে দেখান বিদ্যুৎ, ভয় ও ভরসার জন্যে এবং আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন, অতঃপর তা দ্বারা ভূমির মৃত্যুর পর তাকে পুনরুজ্জীবিত করেন। নিশ্চয় এতে বুদ্ধিমান লোকের জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে।"

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَن تَقُومَ ٱلسَّمَآءُ وَٱلْأَرْضُ بِأَمْرِهِۦ ۚ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ إِذَآ أَنتُمْ تَخْرُجُونَ ﴿٢٥﴾

"তাঁর অন্যতম নিদর্শন এই যে, তারই আদেশে আকাশ *(খুঁটিবিহীন)* ও পৃথিবী *(ভাসমান অবস্থায়)* প্রতিষ্ঠিত আছে। অতঃপর যখন তিনি মৃত্তিকা থেকে (কবর থেকে) উঠার জন্য তোমাদের ডাক দেবেন *(শেষ বিচার দিনে)*, তখন তোমরা উঠে আসবে।"

وَلَهُۥ مَن فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ كُلٌّ لَّهُۥ قَٰنِتُونَ ﴿٢٦﴾

"নভোমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, সব তাঁরই, সবাই তাঁর আজ্ঞাবহ।"

وَهُوَ ٱلَّذِى يَبْدَؤُا۟ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ ۚ وَلَهُ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَىٰ فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿٢٧﴾

"তিনিই প্রথমবার সৃষ্টিকে অস্তিত্বে আনয়ন করেন, অতঃপর পুনর্বার তিনি সৃষ্টি

www.pathagar.com

করবেন। এটা তাঁর জন্যে সহজ। আকাশ ও পৃথিবীতে সর্বোচ্চ মর্যাদা তাঁরই এবং তিনিই পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।" *(৩০-রূম : ২০-২৭)*

وَفِي ٱلْأَرْضِ ءَايَٰتٌ لِّلْمُوقِنِينَ ﴿٢٠﴾ وَفِىٓ أَنفُسِكُمْ ۚ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿٢١﴾

"বিশ্বাসীদের জন্যে পৃথিবীতে নিদর্শনাবলী রয়েছে।" *(৫১-যারিয়াত : ২০)*

"এবং তোমাদের নিজেদের মধ্যেও, তোমরা কি অনুধাবন. করবে না?" *(৫১-যারিয়াত : ২১)*

আদম সন্তানকে বংশ পরম্পর প্রতিনিধিত্ব করার জন্য পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করে আল্লাহ তা'আলা ভূপৃষ্ঠের এবং সৌরজগতের সব কিছুকে তাদের কল্যাণে বা সেবায় নিয়োজিত করেছেন। যাতে তারা সুশৃঙ্খল পরিবেশে শান্তিপূর্ণভাবে পৃথিবীতে বসবাস করতে পারে। এটাও উদ্দেশ্যহীন ও দৈবাৎ কোনো ঘটনা নয়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ ۖ وَٱلنُّجُومُ مُسَخَّرَٰتٌۢ بِأَمْرِهِۦٓ ۗ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿١٢﴾

وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِى ٱلْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَٰنُهُۥٓ ۗ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَةً لِّقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ ﴿١٣﴾

وَهُوَ ٱلَّذِى سَخَّرَ ٱلْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا۟ مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا۟ مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى ٱلْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا۟

مِن فَضْلِهِۦ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٤﴾

"তিনিই তোমাদের কাজে নিয়োজিত করেছেন রাত্রি, দিন, সূর্য এবং চন্দ্রকে। তারকাসমূহ তাঁরই বিধানের কর্মে নিয়োজিত রয়েছে। নিশ্চয়ই এতে বোধশক্তিসম্পন্নদের জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে।" *(১৬-নাহল : ১২)*

"তোমাদের জন্যে পৃথিবীতে যেসব রঙ-বেরঙের বস্তু ছড়িয়ে দিয়েছেন, সেগুলোতে নিদর্শন রয়েছে তাদের জন্যে যারা চিন্তা-ভাবনা করে।" *(১৬-নাহল : ১২)*

"তিনিই কাজে লাগিয়ে দিয়েছেন সমুদ্রকে, যাতে তা থেকে তোমরা তাজা মাংস খেতে পার এবং তা থেকে বের করতে পার পরিধেয় অলঙ্কার। তুমি তাতে জলযানসমূহকে পানি চিরে চলতে দেখবে এবং যাতে তোমরা আল্লাহর কৃপা অন্বেষণ কর এবং যাতে তার অনুগ্রহ স্বীকার করো।" *(১৬-নাহল : ১৪)*

أَمَّن جَعَلَ ٱلْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَٰلَهَآ أَنْهَٰرًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَٰسِىَ وَجَعَلَ بَيْنَ ٱلْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ۗ أَءِلَٰهٌ مَّعَ ٱللَّهِ ۚ بَلْ

أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٦١﴾

أَمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلسُّوٓءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَآءَ ٱلْأَرْضِ ۗ أَءِلَٰهٌ مَّعَ ٱللَّهِ ۚ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴿٦٢﴾

أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِى ظُلُمَٰتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ ٱلرِّيَٰحَ بُشْرًۢا بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِهِۦٓ ۗ أَءِلَٰهٌ مَّعَ ٱللَّهِ ۚ تَعَٰلَى ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٦٣﴾

www.pathagar.com

أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَٰتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ ٱلرِّيَٰحَ بُشْرًۢا بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِهِۦٓ ۗ أَءِلَٰهٌ مَّعَ ٱللَّهِ ۚ تَعَٰلَى ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٦٣﴾

"বল তো কে পৃথিবীকে বাসোপযোগী করেছেন এবং তার মাঝে নদ-নদী প্রবাহিত করেছেন এবং তাকে স্থির রাখার জন্যে পর্বত স্থাপন করেছেন এবং দুই সমুদ্রের মাঝখানে অন্তরায় রেখেছেন। অতএব, আল্লাহর সাথে অন্য কোন উপাস্য আছে কি? বরং তাদের অধিকাংশই জানে না।" *(২৭-নামল : ৬১)*

"বল তো কে নিঃসহায়ের ডাকে সাড়া দেন যখন সে ডাকে এবং কষ্ট দূরীভূত করেন এবং তোমাদেরকে পৃথিবীতে পূর্ববর্তীদের স্থলাভিষিক্ত করেন। সুতরাং আল্লাহর সাথে অন্য কোন উপাস্য আছে কি? তোমরা অতি সামান্যই ধ্যান করো।" *(২৭-নামল : ৬২)*

"বল তো কে তোমাদেরকে জলে ও স্থলে অন্ধকারে পথ দেখান এবং যিনি, তার অনুগ্রহের পূর্বে সুসংবাদবাহী বাতাস প্রেরণ করেন অতএব, আল্লাহর সাথে অন্য কোন উপাস্য আছে কি? তারা যাকে শরীক করে, আল্লাহ তা থেকে অনেক উর্ধ্বে।" *(২৭-নামল : ৬৩)*

"বল তো কে প্রথমবার সৃষ্টি করেন, অতঃপর পুনরায় সৃষ্টি করবেন *(শেষ বিচার দিনে জীবিত অবস্থায় পুনরুত্থান হওয়া)* এবং কে তোমাদেরকে আকাশ ও পৃথিবী থেকে রিযিক দান করেন। সুতরাং আল্লাহর সাথে অন্য কোন উপাস্য আছে কি। বল, তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে তোমাদের প্রমাণ উপস্থিত করো।" *(২৭-নামল : ৬৪)*

أَلَمْ تَرَوْا۟ أَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُۥ ظَٰهِرَةً وَبَاطِنَةً ۗ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَٰدِلُ

فِى ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَٰبٍ مُّنِيرٍ ﴿٢٠﴾

"তোমরা কি দেখ না আল্লাহ নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলে যা কিছু আছে, সবই তোমাদের কাছে নিয়োজিত করে দিয়েছেন এবং তোমাদের প্রতি তাঁর প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য নিয়ামতসমূহ পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন? এমন লোকও আছে; যারা জ্ঞান, পথনির্দেশ ও উজ্জ্বল কিতাব ছাড়াই আল্লাহ সম্পর্কে বাকবিতণ্ডা করে।" *(৩১-লোকমান : ২০)*

উপরোক্ত আয়াতে বর্ণিত বিষয়বস্তু আদম সন্তানের পার্থিব জীবনের কল্যাণ সাধনে আল্লাহ তা'আলার অশেষ অনুগ্রহ। যাতে এগুলো ব্যবহার করে তারা আল্লাহ তা'আলার কৃতজ্ঞ বান্দা হতে পারেন এবং প্রকৃত জ্ঞান নিয়ে সঠিকভাবে তার ইবাদত বন্দেগী করতে পারেন। অথচ পারিপার্শ্বিকে অবস্থিত বস্তুর উৎপত্তি, তাদের উপর আদম সন্তানের আধিপত্য এবং ঋতুর সাথে এগুলোর পরিবর্তন দেখে অধিকাংশ আদম সন্তানরা মনে করে প্রাকৃতিক উপায়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগুলো ঘটছে। প্রকৃতি কোন কিছুই সৃষ্টি করতে পারে না, বিষয়বস্তুর ভালো-

www.pathagar.com

মন্দের উপর এবং সব কিছুর সুবিন্যস্ত বিস্তৃতি ও নিয়ন্ত্রণে প্রকৃতির নিজস্ব কোন ক্ষমতা নাই। বরং প্রকৃতি নিজেই আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টি এবং সর্বদা তার আধিপত্য এবং আদেশে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে, এ ব্যাপারে কোন গঠনমূলক ও বুদ্ধিবৃত্তিক প্রশ্ন চৈতন্যহারা অধিকাংশ আদম সন্তানের অন্তরে সৃষ্টি হয় না। এগুলোর সৃষ্টি, ঋতুর সাথে বৈচিত্র্যপূর্ণ পরিবর্তন, পরিশোধন এবং সুশৃঙ্খল বিন্যাস আল্লাহ তা'আলা নিজের আধিপত্যে রেখেছেন এজন্য যে, তাঁর মনোনীত খলিফারা যেন বংশ পরম্পর প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব পালনে কোন সমস্যার সম্মুখীন না হয়। এই সবের নিয়ন্ত্রণ যদি মানব সন্তানের আধিপত্যে থাকতো তাহলে তাদের প্রবৃত্তির চাহিদায় সব কিছুতেই বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হতো। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

أَمْ يَقُولُونَ بِهِۦ جِنَّةٌۢ ۚ بَلْ جَآءَهُم بِٱلْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَـٰرِهُونَ ۝

وَلَوِ ٱتَّبَعَ ٱلْحَقُّ أَهْوَآءَهُمْ لَفَسَدَتِ ٱلسَّمَـٰوَٰتُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ ۚ بَلْ أَتَيْنَـٰهُم بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَن ذِكْرِهِم مُّعْرِضُونَ ۝

"না তারা *(অবিশ্বাসীরা)* বলে যে, তুমি *(মুহাম্মদ সা.)* পাগল? বরং সে তাদের কাছে সত্য নিয়ে *(আল্লাহ তা'আলার পবিত্র বাণী)* নিয়ে আগমন করেছে এবং তাদের অধিকাংশ সত্যকে অপছন্দ করে।" *(২৩-মুমিনুন : ৭০)*

"সত্য যদি তাদের কাছে কামনা-বাসনার *(মানব সন্তানের চাহিদা অনুযায়ী কিতাব নাযিল, নবী মনোনীত করা, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের নিয়ন্ত্রণ)* অনুসারী হত, তবে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল এবং এগুলোর মধ্যবর্তী সবকিছুই বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ত। বরং আমি তাদেরকে দান করেছি উপদেশ, কিন্তু তারা তাদের উপদেশ অনুধাবন করে না।" *(২৩-মু'মিনুন : ৭১)*

তাই বলা যায়, এগুলোর সঠিক ও সুশৃঙ্খল নিয়ন্ত্রণ হচ্ছে মানব সন্তানের জন্য আল্লাহ তা'আলার সীমাহীন অনুগ্রহ। তাদের প্রতি এই অতুলনীয় অনুগ্রহ এজন্যই যে, যাতে মানব সন্তান কৃতজ্ঞতা দেখিয়ে আল্লাহ তা'আলার কাছে আত্মসমর্পণ করে একমাত্র তারই আব্দ হয়। বস্তুত আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করার জন্যই তিনি আদম সন্তানদের সৃষ্টি করেছেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ۝

"আমার ইবাদত করার জন্যই আমি মানব ও জিন জাতি সৃষ্টি করেছি।" *(৫১-যারিয়াত : ৫৬)*

অথচ অধিকাংশ মানব সন্তানরা সঠিকভাবে জানে না, আল্লাহ তা'আলা কেন তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, আল্লাহ তা'আলার সাথে তাদের প্রকৃত সম্পর্ক কী ধরনের এবং ক্ষণস্থায়ী পৃথিবীতে নশ্বর দেহ নিয়ে তাদের আগমনের আসল উদ্দেশ্য কি। তাই আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্বে বিশ্বাস করলেও অজ্ঞতাবশতঃ তারা

www.pathagar.com

আল্লাহ্ তা'আলার সাথে শরীক স্থির করেন। আল্লাহ্ তা'আলার পরিবর্তে নিজেদের মনগড়া স্থিরীকৃত শরীকদের কাছে আত্মসমর্পণের মাধ্যমে, তাদের আব্‌দ *(গোলাম)* হয়ে তারা জীবন যাপন করে পরকালে চলে যান। এক্ষেত্রে উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায়, খৃষ্টানরা যেমন ঈসা (আ.) কে আল্লাহর পুত্র হিসেবে স্থির করে ট্রিনিটির ইবাদত করছেন। তদুপরি মানব সন্তানের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ তো আল্লাহ্ তা'আলার অস্তিত্বেই বিশ্বাস করে না। অতএব এ রকম শিরকে লিপ্ত ব্যক্তিরা নিজের বিবেকের কাছে প্রশ্ন এবং চিন্তা করেন না যে, একজন সৃষ্টিকর্তার অংশীদার হিসেবে যদি আরও কেউ থাকতো তাহলে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সব কিছুতেই বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হত। সৃষ্টিকর্তার সব অংশীদাররা নিজ নিজ সৃষ্টির উপর আধিপত্য বিস্তারে ব্রতচারী হত। ফলে মানুষের অংশীদারের মত সৃষ্টিকর্তারাও বিবাদে লিপ্ত হত তাতে সুবিন্যস্ত সুশৃঙ্খল সৃষ্টির ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যেত। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন :

مَا ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُۥ مِنْ إِلَٰهٍ ۚ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍۭ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ سُبْحَٰنَ ٱللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿٩١﴾

عَٰلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَٰدَةِ فَتَعَٰلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٩٢﴾

"আল্লাহ্ কোন সন্তান গ্রহণ করেননি এবং তাঁর সাথে কোন মা'বুদ নেই। থাকলে প্রত্যেক মা'বুদ নিজ নিজ সৃষ্টি নিয়ে চলে যেত এবং অন্যজনের উপর প্রবল হয়ে যেত। তারা যা বলে, তা থেকে আল্লাহ্ পবিত্র।" *(২৩-মুমিনুন : ৯১)*

"তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্যের জ্ঞানী। তারা যে শরীক করে, তিনি তা থেকে উর্ধ্বে।" *(২৩-মু'মিনুন : ৯২)*

পারিপার্শ্বিক এবং সৌরজগতের সব কিছুর সুসামঞ্জস্য বিন্যাস ও সুশৃঙ্খল নিয়ন্ত্রণ সর্বদাই মানব সন্তানরা দেখছে তবুও তাদের অধিকাংশ এক আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদত করে একত্ববাদের স্বীকৃতি দিচ্ছে না। অথচ এই সুবিন্যস্ত বিন্যাস ও সুশৃঙ্খল নিয়ন্ত্রণ দেখে বিস্ময় প্রকাশ করে তারা পরোক্ষভাবে সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, বস্তুত এক আল্লাহ্‌র আধিপত্য ও নিয়ন্ত্রণ ছাড়া এই অকল্পনীয় কাজ সম্ভব হত না। অতএব বিশ্বজাহানের সৃষ্টিকর্তা, নিয়ন্ত্রণকর্তা, মা'বুদ, একমাত্র উপাস্য হচ্ছেন, পরাক্রমশালী আল্লাহ তা'আলা। তাই নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত যা কিছু আছে তা সংরক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণে আল্লাহ্ তা'আলার সৃষ্টি অন্য কারও সাহায্য আদৌ আল্লাহ্ তা'আলার দরকার নাই কারণ সৃষ্টির সকলেই সর্ববিষয়ে সম্পূর্ণরূপে তাঁর মুখাপেক্ষী এবং তাঁরই উপর নির্ভরশীল অথচ তিনি কারও উপর কোন ব্যাপারেই নির্ভরশীল নন। আল্লাহ্ তা'আলার দয়া ও রহমতের উপরই সমস্ত সৃষ্টির অস্তিত্ব নির্ভর করে। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন :

www.pathagar.com

وَإِلَـٰهُكُمْ إِلَـٰهٌ وَاحِدٌ ۖ لَّا إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَـٰنُ الرَّحِيمُ ﴿١٦٣﴾

"আর তোমাদের উপাস্য, একমাত্র উপাস্য। তিনি ছাড়া মহাকরুণাময় দয়ালু কেউ নেই।" (২-*বাকারাহ : ১৬৩*)

وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَـٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَـٰهٌ ۚ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ ﴿٨٤﴾

وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٨٥﴾

"তিনিই উপাস্য নভোমণ্ডলে এবং তিনিই উপাস্য ভূমণ্ডলে। তিনি প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ।" *(৪৩-যুখরুফ : ৮৪)*

"বরকতময় তিনিই, নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সব কিছু যার। তাঁরই কাছে আছে কিয়ামতের জ্ঞান এবং তাঁরই দিকে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।" *(৪৩-যুখরুফ : ৮৫)*

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴿١﴾ اللَّهُ الصَّمَدُ ﴿٢﴾ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ﴿٣﴾ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ ﴿٤﴾

"বল, তিনি আল্লাহ, এক, আল্লাহ অমুখাপেক্ষী, তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং কেউ তাকে জন্ম দেয়নি এবং তাঁর সমতুল্য কেউ নেই।" (১১২-*ইখলাস : ১-৪*)

এই আয়াতে উল্লিখিত বিষয়বস্তুতে একনিষ্ঠভাবে হৃদয়ে বিশ্বাস স্থাপন করে মুখে প্রকাশ করাকে বলা হয় ঈমানে প্রতিষ্ঠিত হওয়া এবং তাওহীদের স্বীকৃতি দেয়া অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদে বিশ্বাস করা। তাই এই আয়াতে এবং শেষ রাসূল, মুহাম্মদ (সা.) নবুওয়াতে বিশ্বাস করার মাধ্যমে আদম সন্তানরা মুসলিম *(আত্মসমর্পণকারী)* হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করে আল্লাহ তা'আলার আব্‌দতে পরিণত হয়। যা হোক, পুরোগত আলোচনা থেকে একটা বিষয় সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, আদম সন্তানের জাগতিক ও পারলৌকিক বিষয়ে যত প্রকার প্রশ্ন আছে, তার মধ্যে সর্বপ্রধান এবং গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হচ্ছে :

(১) আদম সন্তানের মা'বুদ ও সৃষ্টিকর্তা কে এবং তাঁর বিশুদ্ধ পরিচয় কী ?

উপরোল্লিখিত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের সঠিক উত্তর জানার সাথে জড়িত রয়েছে পার্থিব ও পরকাল জীবনের সফলতা ও বিফলতা। তাই উভয় জীবন সম্পর্কে সচেতন ও ধীশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিরাই সাধারণত এই প্রশ্নগুলোর গুরুত্ব দিয়ে, তার সঠিক উত্তর অনুসন্ধানে উদ্বুদ্ধ হয়ে থাকেন। এই প্রশ্নগুলোর নির্ভুল উত্তর জানার সাথে জড়িত রয়েছে পার্থিব জীবন যাপনের জন্য সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা, সামাজিক স্বস্তি ও মানসিক শান্তি এবং এক উপাস্য আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করার জন্য নির্ধারিত সঠিক রাস্তা। বস্তুত পরকাল ও পার্থিব জীবনের সাথে রয়েছে এক অভঙ্গুর যোগসূত্র

www.pathagar.com

কারণ তারা পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। তাই পার্থিব জীবন যাপনের বিভিন্ন পর্যায়ে আল্লাহ্ তা'আলার প্রদত্ত ও নির্ধারিত বিধি-নিষেধের অনুকরণে অর্জন করা যায় পরকালের সফলতা অর্জনের উপাদান। দুর্ভাগ্যবশতঃ, অধিকাংশ আদম সন্তানরা এই প্রশ্নগুলোর গুরুত্ব না দিয়ে, শুধুমাত্র জাগতিক বৈষয়িক প্রশ্নের সমাধানে জীবনের সব সময়, শক্তি এবং অর্জিত অর্থ ব্যয় করেন। তাতে পরিবার ও সমাজ জীবনের বিভিন্ন আঙ্গিকে সমস্যার প্রকৃত সমাধানের পরিবর্তে সমস্যার জটিলতা আরও বেড়ে যায়। কারণ পারলৌকিক সম্পর্কিত প্রশ্নের গুরুত্ব না দেয়ায়, আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত বিধানের উপর বিশ্বাস স্থাপন ও যথাযথ মূল্যায়ন না করে জীবনের সর্বক্ষেত্রে তা বাস্তবায়ন করা থেকে তারা বিরত থাকেন। যার ফলে শেষ বিচার দিবসে নিজ কৃতকর্মের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার সম্মুখে জবাবদিহিতার কোন পরোয়া তারা করেন না। এজন্যই মানুষ পরকালকে উপেক্ষা করে দুনিয়ার ভোগ বিলাস ও ব্যক্তি স্বার্থ উদ্ধারে সর্বতোভাবে জড়িয়ে পড়েন, ফলে বৃহত্তর স্বার্থের পরিবর্তে ব্যক্তি ও গোষ্ঠী স্বার্থই তাদের কাছে বেশি প্রাধান্য পায়। দুর্নীতি ও অবৈধ, অশ্লীল এবং অন্যায় কাজে জড়িত হতে তারা সংকোচ করেন না। যার জন্য হিংসা, বিদ্বেষ, নরহত্যা, ঝগড়া-বিবাদ ও অর্থ উপার্জনে নারী-পুরুষের অশ্লীলতা হয়ে যায় সভ্য সমাজের একটা বিরাট সমস্যা। তদুপরি এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলোকে উপেক্ষা করায়, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ জীবনধারা প্রতিষ্ঠিত করতে সমাজের বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে যে ন্যায্যতা, সততা, সহমর্মিতা, উদারতা, জবাবদিহিতা, সমাজ কল্যাণের সদিচ্ছা, আদম সন্তানরা যে ভ্রাতৃবন্ধনে আবদ্ধ এবং পরকাল জীবনই যে চিরস্থায়ী আসল জীবন, তা হয়ে যায় ব্যবহারিক বিষয়ের পরিবর্তে তাত্ত্বিক বিষয়। উল্লিখিত সবগুলো উপাদানের সম্পৃক্ততা ছাড়া মানব সমাজে প্রকৃত শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না আর আল্লাহ্ তা'আলার পবিত্র কিতাব আল-কুরআনের বিধি-নিষেধ পরিপূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত না করলে এগুলোর মধ্যে সম্পৃক্তির সৃষ্টি হবে না। দুর্ভাগ্যবশতঃ বর্তমানে মুসলিম সমাজেও আল্লাহ তা'আলার বিধান প্রায়োগিক গুরুত্ব হারিয়ে তাত্ত্বিক বিষয়ে পরিণত হয়েছে। এজন্যই আল্লাহ তা'আলার উৎকৃষ্ট বিধি ব্যবস্থার ব্যবহারিক কোন উদাহরণ সৃষ্টি হচ্ছে না এবং আদম সন্তানরা মানব সন্তানের রচিত সব ব্যবস্থার উপর আল্লাহ তা'আলার নির্ধারিত ব্যবস্থার উৎকর্ষতা দেখতে পাচ্ছে না। ফলে মানব সমাজ ক্রমশঃ নানাবিধ সমস্যায় জর্জরিত হচ্ছেন। ইতোমধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ, হিংসা, প্রতিহিংসা, সহিংসা, সন্ত্রাসী কার্যকলাপে পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় জনজীবন হয়েছে নিরাপত্তাহীন এবং অনেকেই আতঙ্কগ্রস্ত। আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত বিধান উপেক্ষা করায় মুসলিমরা আরও বেশী সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন কারণ তাদের একটা দল বিভ্রান্ত হয়ে ধর্মের নামে নানা অনাচারে লিপ্ত হয়েছেন। আল্লাহ্

www.pathagar.com

তা'আলার শেষ আসমানী কিতাবের বিধানে মুসলিমরা বিশ্বাসী এবং পরকাল জীবন সম্পর্কে সুনিশ্চিত ও সঠিক বর্ণনা তাদের কাছে আছে, তবুও অধিকাংশ মুসলিম এই প্রশ্নগুলোর উত্তর সঠিকভাবে জানার ব্যাপারে তেমন গুরুত্ব দেয় না। তাই ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ এবং রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে আল্লাহ তা'আলার বিধান পরিপূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত করা যে কত গুরুত্বপূর্ণ, তা তারা বুঝতে পারছেন না। প্রায় সব মুসলিম দেশই আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত ধর্মীয় মূল্যবোধের চেতনায় প্রতিষ্ঠিত বিধান ব্যতিরেকে মানুষের তৈরি জীবনাদর্শ ও শাসনতন্ত্রের ভিত্তিতে শাসিত হচ্ছে। ফলে ব্যক্তি ও বিশেষ কোন গোষ্ঠীর স্বার্থই আপামর জনগণের স্বার্থের উপর প্রাধান্য পাচ্ছে তাই দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি ও ক্ষমতার লড়াই এখন মুসলিম দেশের রাজনৈতিক অঙ্গনের গৃহীত সংস্কৃতি। এজন্যই এই সমস্যাগুলো সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সুস্পষ্টভাবে বিরাজমান আছে।

যা হোক, আদম সন্তানের অনেকেই উপরোক্ত উল্লিখিত প্রশ্নগুলোর উত্তর অনুসন্ধানে উদ্বুদ্ধ হয়েছেন, তবে দুর্ভাগ্যবশতঃ তাদের অধিকাংশই আল্লাহ তা'আলার প্রকৃত পরিচয় ও আল্লাহ তা'আলার সাথে নিজেদের সম্পর্কের ব্যাপারে ভুল তথ্যের অনুসরণে বিভ্রান্ত হয়েছেন এবং মানব সহজাত প্রকৃতির *(আল-ফিতরাত)* বিপরীতে মনগড়া ব্যাখ্যা দিয়ে আপত্তিকর নতুন ধর্মের জন্ম দিয়েছেন। এক্ষেত্রে আসমানী কিতাবের বাহক খৃষ্টান ও ইয়াহুদীরা অন্যতম। তারা আসমানী কিতাবসমূহ *(তাওরাত ও ইঞ্জীল)* নিজেদের চাহিদা অনুযায়ী পরিবর্তন ও পরিশোধন করে নতুন ধারণা সংযোগের মাধ্যমে অবিশ্বাসের অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়েছেন। মুসলিমরা ছাড়া, মানব জাতির আর বাকী অংশ আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্বে বিশ্বাস করলেও নিজেদের হাতে গড়া মূর্তি অথবা সূর্য, চন্দ্র বা কল্পিত কোন বস্তুকে আল্লাহ তা'আলার সাথে শরীক স্থির করে তাদের পূজায় বা ইবাদতে আত্মনিয়োগ করেছেন। এই সমস্ত ভ্রান্ত ধারণা ও বিশ্বাসের প্রকৃত অবস্থান সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ

فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ ۗ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿٣٩﴾

أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُّجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ سَحَابٌ ۚ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا

أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا ۗ وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُّورٍ ﴿٤٠﴾

"যারা কাফের *(যারা আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদ সম্পর্কে জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও শিরকে লিপ্ত থাকেন অথবা একত্ববাদকে অস্বীকার করেন)*, তাদের কর্ম মরুভূমির মরীচিকা সদৃশ, যাকে

www.pathagar.com

পিপাসার্ত ব্যক্তি পানি মনে করে *(এদের মনগড়া উপাস্য কোন সাহায্যে আসবে না)*। এমনকি সে যখন তার কাছে যায়, তখন কিছুই পায় না এবং পায় সেখানে আল্লাহকে *(আল্লাহর কাছেই তাকে ফিরে যেতে হবে, আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া কারও কোন গতি নাই)*, অতঃপর আল্লাহ্ তার হিসাব চুকিয়ে দেন *(মৃত্যুর পরই তারা বুঝতে পারে তাদের অন্ধবিশ্বাসের পরিণাম কি ভয়ঙ্কর)*। আল্লাহ্ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।" *(২৪-নূর : ৩৯)*

"অথবা প্রমত্ত *(তাদের বিশ্বাসের অবস্থান ও কর্ম)* সমুদ্রের বুকে গভীর অন্ধকারের মত, যাকে উদ্বেলিত করে তরঙ্গের উপর তরঙ্গ, যার উপরে ঘন কালো মেঘ আছে। একের উপর এক অন্ধকার। যখন সে তার হাত বের করে, তখন তাকে একেবারেই দেখতে পায় না। আল্লাহ্ যাকে জ্যোতি দেন না, তার কোন জ্যোতিই নেই।" *(২৪-নূর : ৪০)*

আল্লাহ্ তা'আলার সাথে কাউকে শরীক করা যে কতটুকু গর্হিত কাজ, তার সুস্পষ্ট বর্ণনা আল্লাহ্ তা'আলা উপরোল্লিখিত আয়াতে দিয়েছেন। একমাত্র আদম সন্তান এবং জিন ব্যতিরেকে বিশ্বজাহানের আর কেউ এই অমার্জনীয় অপরাধকে সহ্য করতে চায় না। কারণ তারা সর্বদাই এক প্রভু আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদতে এবং গুণগানে মশগুল থাকে। এমতাবস্থায় সকলের একমাত্র উপাস্য, প্রতিপালকের সাথে আদম সন্তানরা যখন কাউকে শরীক স্থির করিয়ে তাঁর সার্বভৌমত্বে অংশীদার সৃষ্টি করায়, তখন তারা হয় মর্মাহত। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন :

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَٰنُ وَلَدًا ۝ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا ۝ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا ۝

أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَٰنِ وَلَدًا ۝ وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَٰنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا ۝ إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَٰنِ عَبْدًا ۝

"তারা বলে : দয়াময় আল্লাহ্ সন্তান গ্রহণ করেছেন। নিশ্চয় তোমরা তো এক অদ্ভুত কাণ্ড করেছ। হয় তো এর কারণেই এখনই নভোমণ্ডল ফেটে পড়বে, পৃথিবী খণ্ড-বিখণ্ড হবে এবং পর্বতমালা চূর্ণ-বিচূর্ণ হবে। এ কারণে যে, তারা দয়াময় আল্লাহর জন্যে সন্তান স্থির করে। অথচ সন্তান গ্রহণ করা দয়াময়ের জন্যে শোভনীয় নয়। নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে এমন কেউ নেই যে, দয়াময় আল্লাহর কাছে দাস হয়ে উপস্থিত হবে না।" *(১৯-মরিয়ম : ৮৮-৯৩)*

যা হোক মহানবী মুহাম্মদ (সা.)-এর উপর পবিত্র বাণী আল-কুরআন নাযিল করে মানব জাতির কাছে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর প্রকৃত পরিচয় সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন এবং সত্য-মিথ্যা ও ভালো-মন্দের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণের জন্য একটা স্থায়ী মানদণ্ড প্রতিষ্ঠিত করেছেন। আল-কুরআন সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন :

الر ۚ كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ۝

www.pathagar.com

"আলিফ লা-ম রা-; এটি একটি গ্রন্থ, যা তোমার প্রতি নাযিল করেছি যাতে তুমি মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করে আনতে পার পরাক্রান্ত, প্রশংসার যোগ্য পালনকর্তার নির্দেশে তাঁরই পথের দিকে।" *(১৪-ইব্রাহীম : ১)*

تَبَارَكَ ٱلَّذِى نَزَّلَ ٱلْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِۦ لِيَكُونَ لِلْعَٰلَمِينَ نَذِيرًا ﴿١﴾

ٱلَّذِى لَهُۥ مُلْكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُۥ شَرِيكٌ فِى ٱلْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَىْءٍ فَقَدَّرَهُۥ تَقْدِيرًا ﴿٢﴾

"পরম কল্যাণময় তিনি যিনি তাঁর বান্দার প্রতি ফয়সালার *(সত্য-মিথ্যা ও ভালো-মন্দের মধ্যে পার্থক্য করার)* গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছেন, যাতে সে বিশ্বজগতের জন্যে সতর্ককারী হয়।"

"তিনি হলেন, যার রয়েছে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের রাজত্ব। তিনি কোন সন্তান গ্রহণ করেননি। রাজত্বে তাঁর কোন অংশীদার নেই। তিনি প্রত্যেক বস্তু সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তাকে শোধিত করেছেন পরিমিতভাবে।" *(২৫-ফুরকান : ১, ২)*

কিয়ামতের পূর্ব পর্যন্ত আদম সন্তান যেন আল্লাহ্ তা'আলার পরিচয় সম্পর্কে আল-কুরআন থেকে সঠিক তথ্য গ্রহণ করে হিদায়েত প্রাপ্ত হতে পারেন, তার জন্য আল-কুরআনকে সব রকম কলুষ থেকে মুক্ত রাখার প্রতিশ্রুতি আল্লাহ তা'আলা দিয়েছেন। বলাবাহুল্য পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহ মানুষের চাহিদায় কলুষিত হয়ে আল্লাহ তা'আলার সম্পর্কে সঠিক তথ্য দিতে যোগ্যতা হারিয়েছে। তাই আল-কুরআন কোন পরিবর্তন পরিশোধন ব্যতিরেকে সংরক্ষিত অবস্থায় বিদ্যমান আছে। পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহকে সংরক্ষণ করার কোন প্রতিশ্রুতি আল্লাহ তা'আলা দেননি, তাই সময়ের দাবীতে মানুষের চাহিদায় এগুলোর আমূল পরিবর্তন হয়েছে। যার ফলে আল্লাহ তা'আলার প্রকৃত পরিচয় সম্পর্কে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে, তাতে বহু মানব সন্তানকে বিপথগামী করা হয়েছে এবং প্রতিদিনই অগণিত মানুষ এই বিভ্রান্তির বেড়াজালে নিজেকে জড়িত করছেন। আল-কুরআন সংরক্ষণ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَٰفِظُونَ ﴿٩﴾

"আমি স্বয়ং এ উপদশ গ্রন্থ *(আল-কুরআন)* অবতীর্ণ করেছি এবং নিজেই এর সংরক্ষক।" *(১৫-হিজর : ৯)*

অতএব উল্লিখিত আয়াত থেকে সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায়, আল-কুরআনই নাযিলকৃত একমাত্র আসমানী কিতাব, যার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার সঠিক পরিচয় সুস্পষ্টভাবে পাওয়া যায়। তদুপরি রাসূল (সা.)-এর হাদীসে রয়েছে আল্লাহ তা'আলার পরিচয় সম্পর্কে পরিষ্কার বর্ণনা। আল্লাহ তা'আলার সঠিক পরিচয়

www.pathagar.com

জানার প্রথম ধাপ হচ্ছে– "তাওহীদ অথবা একত্ববাদে" "আশ্হাদু আন লা-ইলাহা ইল্লাল্লা-হু, ওয়াহদাহু লা-শারীকা লাহু", "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ছাড়া আর কোন উপাস্য নাই, তাঁর কোন শরীক নাই" ।) একনিষ্ঠ অন্তরে বিশ্বাস করা। আদম সন্তানরা বিভ্রান্ত হয়ে আল্লাহ তা'আলার সাথে যে শরীক স্থির করেন, মহিমাময় আল্লাহ তা'আলা তা থেকে অনেক ঊর্ধ্বে। আদম সন্তানদের অনেকেই যখন মানব রচিত ধর্মীয় মতাদর্শে প্রাপ্ত আল্লাহ তা'আলার পরিচয় সম্পর্কে সন্দেহ মুক্ত হওয়ার জন্য ধর্মীয় মূল্যবোধে দেয়া আল্লাহ তা'আলার পরিচয় নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করেন কিন্তু সন্তোষজনক উত্তর পান না তখন তারা আল-কুরআনের সংস্পর্শে এসে আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে বর্ণিত তাওহীদের পবিত্রতায় মুগ্ধ হয়ে সন্তোষজনক চিত্তে তাওহীদে বিশ্বাস স্থাপন করেন। বিশ্বজাহানের সৃষ্টিকর্তা, প্রতিপালক একচ্ছত্র অধিপতি আল্লাহ তা'আলার সঠিক পরিচয় পেয়ে আত্মসমর্পণের মাধ্যমে জিজ্ঞাসিত হৃদয়ে প্রশান্তি লাভ করেন। প্রতিদিনই অগণিত আদম সন্তান আল-কুরআনের সংস্পর্শে এসে আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছায় তাওহীদে বিশ্বাসী হয়ে অবিশ্বাসের অন্ধকার থেকে মুক্তি লাভ করছেন।

এই পর্যায়ে একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হচ্ছে যে, আল্লাহ তা'আলার আসল পরিচয় সম্পর্কে সঠিকভাবে জানা কি শুধুমাত্র অমুসলিমদের জন্য দরকার, নাকি সকলের জন্যই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। এটা অনস্বীকার্য যে, আল্লাহ তা'আলার সম্পর্কে সঠিকভাবে জেনে তাওহীদের দাওয়াত গ্রহণ করা সব অমুসলিমদের জন্যই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তবে আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত পবিত্র ধর্মীয় মূল্যবোধের বিধি-বিধানে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করে "ইবাদুর রহমানে অথবা আল্লাহ তা'আলার গোলামে" পরিণত হওয়ায় আল্লাহ তা'আলার পরিচয় সম্পর্কে আরও বিস্তারিতভাবে জ্ঞান অর্জন করা সকল মুসলিমদের জন্যও অত্যাবশ্যকীয় দায়িত্ব। কারণ মুসলিমরা ঈমানের গভীরতার ক্ষেত্রে এবং ধর্মীয় মূল্যবোধের বিধি-নিষেধ পালনে সকলেই এক পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত নন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

"অতঃপর আমি কিতাবের অধিকারী করেছি তাদেরকে (মুসলিমদের) যাদেরকে আমি আমার বান্দাদের মধ্য থেকে মনোনীত করেছি। তাদের কেউ কেউ নিজের প্রতি অত্যাচারী, কেউ মধ্যমপন্থা অবলম্বনকারী এবং তাদের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহর নির্দেশক্রমে কল্যাণের পথে এগিয়ে গেছে। এটাই মহাঅনুগ্রহ।" *(৩৫-ফাতির : ৩২)।* উল্লিখিত আয়াতের আলোকে তাওহীদে বিশ্বাসীরা সাধারণত তিন শ্রেণীতে বিভক্ত :

প্রথম শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে সকল মুসলিমরা, যারা কালেমা তইয়্যাবাতে বিশ্বাস করে মুসলিম হয়। তাদের অনেকেই এই বিশ্বাসের উপরই নির্ভরশীল কিন্তু

www.pathagar.com

বিশ্বাসের ভিত্তিতে ইবাদত করা এবং ধর্মীয় মূল্যবোধের বিধি-নিষেধ মেনে চলায় অবহেলা করেন। অনেকেই ইবাদতে সঠিকভাবে ধর্মীয় মূল্যবোধের বিধি-নিষেধ মেনে চলার চেষ্টা এবং ধর্মের পাঁচটা স্তম্ভের যথার্থ মূল্যায়ন মাঝে মধ্যে করেন, আবার অভ্যাস ছেড়ে দেন।

দ্বিতীয় শ্রেণীর ব্যক্তিরা জীবন যাপনের সর্বক্ষেত্রে সর্ববিষয়ে তাওহীদের প্রকাশ্য রূপ দেখতে পায়। তারা পার্থিব জীবনের চাকচিক্য, ধন-সম্পদ, ক্ষমতার প্রত্যাশা ও লোভ-লালসার প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে, সব ব্যাপারেই আল্লাহ্ তা'আলার শক্তির কাছে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করে ইবাদুর রহমান হয়ে যান। জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যা কিছু ঘটুক সবই আল্লাহ্ তা'আলার আদেশে ঘটে এটাই তাদের দৃঢ় বিশ্বাস। সব ব্যাপারেই নিজেদের বুদ্ধি, শক্তি ও সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করেন সফলতা অর্জনের জন্য, তবুও তারা বিশ্বাস করেন ভালো-মন্দ যা কিছু ঘটে সবই তাদের মঙ্গলের জন্য হয়ে থাকে। নিজেদের চেষ্টা তদবির করার পরও বস্তুত তারা আল্লাহ্ তা'আলার দয়া ও অনুগ্রহের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল বান্দা হিসেবে মনে করেন, অন্যের দয়া ও অনুগ্রহের উপর তারা নির্ভরশীল নয়। তাই সব ব্যাপারেই সাহায্য ও সহানুভূতির জন্য আল্লাহ্ তা'আলার কাছে প্রার্থনা করেন, ফলে ভালো কিছু ঘটলে আলহামদু লিল্লাহ্ বলে শুকরিয়া আদায় করেন এবং অপ্রত্যাশিত কিছু ঘটলে বলেন, "ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন" অর্থাৎ "নিশ্চয় আমরা আল্লাহর জন্য এবং আল্লাহর কাছেই আমরা ফিরে যাবো"। দৃঢ় বিশ্বাসে এই বাক্য উচ্চারণ করার প্রবৃত্তিকেই বলা হয় সর্ববিষয়ে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করার শক্তি। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন :

وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَىْءٍ مِّنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ ٱلْأَمْوَٰلِ وَٱلْأَنفُسِ وَٱلثَّمَرَٰتِ ۗ وَبَشِّرِ ٱلصَّٰبِرِينَ ﴿١٥٥﴾

ٱلَّذِينَ إِذَآ أَصَٰبَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوٓا۟ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّآ إِلَيْهِ رَٰجِعُونَ ﴿١٥٦﴾

أُو۟لَٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَٰتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۖ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُهْتَدُونَ ﴿١٥٧﴾

"এবং অবশ্যই আমি তোমাদিগকে পরীক্ষা করব কিছুটা ভয়, ক্ষুধা, মাল ও জানের ক্ষতি ও ফল-ফসল বিনষ্টের মাধ্যমে। তবে সুসংবাদ দাও সবরকারীদের- যখন তারা বিপদে পতিত হয়, তখন বলে, 'নিশ্চয় আমরা সবাই আল্লাহর জন্য এবং আমরা সবাই তারই সান্নিধ্যে ফিরে যাবো।

তারা সে সমস্ত লোক, যাদের প্রতি আল্লাহর অফুরন্ত অনুগ্রহ ও রহমত রয়েছে এবং এসব লোকই হেদায়েতপ্রাপ্ত।" *(২-বাকারাহ : ১৫৫-১৫৭)*

অর্থাৎ এই শ্রেণীর ব্যক্তিরা সর্বক্ষেত্রে আল্লাহ্-সচেতন হয়ে কাজ করেন। আল্লাহ্

www.pathagar.com

তা'আলা যে তার সীমাহীন জ্ঞানের মাধ্যমে সর্বক্ষেত্রে উপস্থিত আছেন সে বিষয়ে তারা সর্বদাই সজাগ থাকেন এবং পার্থিব জীবনের সব কৃতকর্মের জন্য শেষ বিচার দিনে জবাবদিহিতার ভয়ে ভীত থাকেন। এই শ্রেণীর ব্যক্তিরা পারিপার্শ্বিক বস্তুতে যে এক সৃষ্টিকর্তার নিদর্শন পরিষ্কারভাবে বিদ্যমান আছে, তা সুস্পষ্টভাবে অবলোকন করে আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্ব সম্পর্কে সুনিশ্চিত হন। তদুপরি তারা মনে করেন, মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা ও দয়ার উপরই বিশ্বজাহানের অন্তর্ভুক্ত সব কিছুর অস্তিত্ব নির্ভরশীল। একমাত্র আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ এবং দয়া ব্যতীত এসবের অস্তিত্ব যে কোন সময় বিলুপ্ত হতে পারে তাই পরকাল জীবনকে বেশী প্রাধান্য দিয়ে পার্থিব ক্ষণস্থায়ী জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নয়নমূলক কাজে অবদান রাখলেও অতিশয় চাকচিক্যের আকর্ষণে তারা হারিয়ে যায় না অর্থাৎ জীবনের সর্বক্ষেত্রে তারা উভয় জীবনের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করে চলেন। এই শ্রেণীর ব্যক্তিরা আল-কুরআন থেকে আল্লাহ তা'আলার আসল পরিচয় একত্ববাদ সম্পর্কে সুনিশ্চিতভাবে অবগত আছেন। এটাই হচ্ছে ইবাদুর রহমানের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং মুসলিম শব্দের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক অর্থ। এই শ্রেণীর ব্যক্তিদের কাছে পার্থিব জীবনের প্রকৃত রূপ প্রকাশ পায়। ভূপৃষ্ঠের পারিপার্শ্বিকে অবস্থিত সব বস্তু এবং আকাশমণ্ডলীর সব সৃষ্টিকে তারা পার্থিব জীবন বা দুনিয়ার অংশ হিসেবে গণ্য করেন না। তারা মনে করেন এই সমস্ত সৃষ্টি হচ্ছে "আলামাল্লাহ" অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার নিদর্শন এবং "আসবাব" অর্থাৎ উপায় অথবা মাধ্যম। এগুলোর ব্যবহার করে তারা আল্লাহ তা'আলার দয়া ও অনুগ্রহ অনুসন্ধান করেন এবং ইবাদতের বিভিন্ন পন্থা দেখেন। তাই এই সমস্ত নিদর্শনের মাধ্যমে তারা আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্ব সম্পর্কে দৃঢ়বিশ্বাসে প্রতিষ্ঠিত হন এবং তাদের সুবিন্যস্ত অবস্থিতি ও সুশৃঙ্খল নিয়ন্ত্রণে তারা আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদের সুস্পষ্ট প্রমাণ দেখতে পায়। ক্ষণস্থায়ী পার্থিব জীবন বা দুনিয়া বলতে তারা মনে করেন মানব সন্তানের প্রবৃত্তির চাহিদা, ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি, লোভ-লালসা, প্রতিপত্তি ও ক্ষমতা দখলের লড়াই, উদ্ধত চরিত্র, ধর্মীয় বিশ্বাসের সততা এবং মানব জীবনের সময়কাল ইত্যাদি। যার ফলে, এই বৈশিষ্ট্যগুলোর সঠিক নিয়ন্ত্রণে, সংরক্ষণে ও পরিশোধনে তারা সর্বদাই সতর্কতা অবলম্বন করেন। কারণ পার্থিব জীবন শেষে মানুষ এইগুলোর ফলাফল [*ভালো-মন্দ*] সঙ্গে করে আল্লাহ তা'আলার কাছে ফিরে যায়, আর আলামাল্লাহ এবং আসবাব পেছনে রেখে যায়। যা হোক, পার্থিব জীবনের প্রকৃত পরিচয় সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

وَمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ ۖ وَلَلدَّارُ ٱلْـَٔاخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ ۗ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٣٢﴾

www.pathagar.com

"পার্থিব জীবন ক্রীড়া ও কৌতুক ব্যতীত কিছুই নয়। পরকালের আবাস পরহেযগারদের জন্য শ্রেষ্ঠতর। তোমরা কি বুঝ না?" *(৬-আন'আম : ৩২)*

ٱلْمَالُ وَٱلْبَنُونَ زِينَةُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ وَٱلْبَٰقِيَٰتُ ٱلصَّٰلِحَٰتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ﴿٤٦﴾

"ধনৈশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য এবং স্থায়ী সৎকর্মসমূহ আপনার পালনকর্তার কাছে প্রতিদানপ্রাপ্তি ও আশা লাভের জন্যে উত্তম।" *(১৮-কাহ্ফ : ৪৬)*

إِنَّمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ ۚ وَإِن تُؤْمِنُوا۟ وَتَتَّقُوا۟ يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْـَٔلْكُمْ أَمْوَٰلَكُمْ ﴿٣٦﴾

"পার্থিব জীবন তো কেবল খেলাধুলা, যদি তোমরা বিশ্বাসী হও এবং সংযম অবলম্বন কর, আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের প্রতিদান দেবেন এবং তিনি তোমাদের ধন-সম্পদ চাইবেন না।" *(৪৭-মুহাম্মদ : ৩৬)*

ٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌۢ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِى ٱلْأَمْوَٰلِ وَٱلْأَوْلَٰدِ ۖ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ ٱلْكُفَّارَ نَبَاتُهُۥ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَىٰهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَٰمًا ۖ وَفِى ٱلْءَاخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَٰنٌ ۚ وَمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا مَتَٰعُ ٱلْغُرُورِ ﴿٢٠﴾

"তোমরা জেনে রাখ, পার্থিব জীবন ক্রীড়া-কৌতুক, সাজ-সজ্জা, পারস্পরিক অহমিকা এবং ধন ও জনের প্রাচুর্য ব্যতীত আর কিছু নয়, যেমন এক বৃষ্টির অবস্থা, যার সবুজ ফসল কৃষকদেরকে চমৎকৃত করে, এরপর তা শুকিয়ে যায়, ফলে তুমি তাকে পীতবর্ণ দেখতে পাও, এরপর তা খড়কুটা হয়ে যায়। আর পরকালে আছে কঠিন শাস্তি এবং আল্লাহর ক্ষমা ও সন্তুষ্টি। পার্থিব জীবনে প্রতারণার উপকরণ বৈ কিছু নয়।" *(৫৭-হাদীদ : ২০)*

উপরোল্লিখিত আয়াতে বর্ণিত বিষয়বস্তুই প্রকৃতপক্ষে মানব সন্তানদের মধ্যে বিভিন্ন সমস্যার সৃষ্টি করে। ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হওয়া এবং ধন-সম্পদ অর্জনে এবং ক্ষমতার লিপ্সায়, শয়তানের প্ররোচনায় হিংসাবশতঃ পারস্পরিক প্রতিযোগিতায় ন্যায় পথ পরিত্যাগ করে অসৎপথ অবলম্বন করায়, আদম সন্তানরা আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত বিধানের অবাধ্য হওয়ায় অনুপ্রাণিত হয়। তারা পার্থিব জীবনে এগুলো নিয়ে অতিমাত্রায় মত্ত থেকে অনন্তকাল আখেরাত জীবনকে ভুলে যায়। অথচ ভূপৃষ্ঠে প্রতিষ্ঠিত আল্লাহ তা'আলার কোনো নিদর্শন বা বস্তুই আদম সন্তানকে আল্লাহ তা'আলার অবাধ্য হতে অনুপ্রাণিত করে না বরং এগুলোতে আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্ব সুস্পষ্টভাবে বিদ্যমান আছে।

তৃতীয় শ্রেণীর ব্যক্তিরা হচ্ছেন তাওহীদের স্বীকারোক্তিতে এতটা নিমগ্ন থাকেন যে, প্রতিপালকের অস্তিত্ব ছাড়া আর কোন কিছুরই অস্তিত্ব তারা দেখতে পান না,

www.pathagar.com

এমনকি নিজের অস্তিত্ব সম্পর্কে তারা ভুলে থাকেন। বস্তুত এই শ্রেণীর ব্যক্তিদের পরিমাণ অত্যন্ত সীমিত। সংসারত্যাগী সূফী তরিকায় বিশ্বাসী ব্যক্তিরা এই দলের অন্তর্ভুক্ত। তবে একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্মর্তব্য যে, নবী-রাসূল এবং আউলিয়ারা সম্মিলিতভাবে দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন কারণ তারা সকলেই ছিলেন আল্লাহ্ তা'আলার কাছে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণকারী ও সান্নিধ্যপ্রাপ্ত অথচ সংসারত্যাগী ছিলেন না বরং তারা ছিলেন সংসার জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আল্লাহ্ তা'আলার প্রদত্ত আদেশ ও বিধানের আদর্শ অনুযায়ী নিজেদের কর্ম দিয়ে পার্থিব জীবনের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করে অন্যদের জন্য তারা উদাহরণ সৃষ্টি করেছেন। সংসার জীবনে প্রতিষ্ঠিত সব সমস্যার সম্মুখীন হয়েই তাওহীদের আলো সব আদম সন্তানের হৃদয়ে প্রজ্বলিত করার জন্য তারা আপ্রাণ সংগ্রাম করেছেন। নবী-রাসূলরা প্রেরিত হয়েছিলেন আল্লাহ্ তা'আলার আসল পরিচয় মানব সন্তানের কাছে সুস্পষ্টভাবে পৌঁছে দেয়ার জন্য তাই তারা মানব সমাজে একজন সদস্য হিসেবে বসবাস করে, নানা সমস্যার সমাধানে তাওহীদে বিশ্বাস স্থাপন করা এবং আল্লাহ্ তা'আলার আদেশ জীবন যাপন করা যে কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ, তারা সেটা পরিষ্কারভাবে প্রচার করেছেন। সংসারত্যাগী হলে একাজ তারা সুচারুভাবে করতে পারতেন না। রাসূল (সা.) এবং অন্যান্য নবী-রসূলদের দায়িত্ব সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন,

هُوَ ٱلَّذِى بَعَثَ فِى ٱلْأُمِّيِّـۧنَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا۟ عَلَيْهِمْ ءَايَـٰتِهِۦ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَـٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا۟

مِن قَبْلُ لَفِى ضَلَـٰلٍ مُّبِينٍ ۝

"তিনিই নিরক্ষরদের মধ্য থেকে একজন রাসূল প্রেরণ করেছেন, যিনি তাদের কাছে পাঠ করেন তার আয়াতসমূহ, তাদেরকে পবিত্র করেন এবং শিক্ষা দেন কিতাব ও হিকমত। ইতোপূর্বে তারা ছিল ঘোর পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত।" *(৬২-জুমু'আ : ২)*

وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِۦ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ ۖ فَيُضِلُّ ٱللَّهُ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ ۚ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۝

"আমি সব পয়গম্বরকেই তাদের স্বজাতির ভাষাভাষী করেই প্রেরণ করেছি, যাতে তাদেরকে পরিষ্কারভাবে বুঝাতে পারে। অতঃপর আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা, পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে ইচ্ছা সৎপথ প্রদর্শন করেন। তিনি পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়।" *(১৪-ইব্রাহীম : ৪)*

আল্লাহ্ তা'আলার কাছ থেকে সরাসরি ওহী প্রাপ্ত হয়ে নবী-রাসূলরা ছিলেন মানব সন্তানের মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলার আসল পরিচয় সম্পর্কে সবচেয়ে জ্ঞানী ব্যক্তি। কারণ তারা তাওহীদের বাণী মানুষের কাছে প্রচার করার জন্যই প্রেরিত

www.pathagar.com

হয়েছিলেন। অথচ বর্তমানে তাওহীদে বিশ্বাসীদের একটা সিংহভাগের বাহ্যিক কার্যকলাপে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, তারা আল্লাহ তা'আলার আসল পরিচয় সম্পর্কে অবগত থাকা সত্ত্বেও তাওহীদের গুরুত্বের মূল্যায়ন করেন না। তাই বলাবাহুল্য, তাদের অবস্থান দ্বিতীয় শ্রেণীর পরিবর্তে প্রথম শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত, যদিও তাদের অবস্থান দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয় এবং আল্লাহ তা'আলার একনিষ্ঠ আব্দ হওয়ার জন্য আবশ্যক। বাংলাদেশের মুসলিমদের উদাহরণ দিয়ে বলা যায়, বাংলাদেশ মুসলিম অধ্যুষিত দেশ অথচ অমুসলিম দেশের তুলনায় রাজনৈতিক মহলে ও সামাজিক বিভিন্ন অংশে অনিয়ম, দুর্নীতি, সহিংসা, সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড, নিমকহারামী আচরণ, মোনাফেকী ও স্বার্থান্বেষী চরিত্র এবং পার্থিব জীবনের সাফল্যে ধর্মীয় মূল্যবোধের অধঃপতন ইত্যাদিতে প্রসিদ্ধ। তাওহীদে বিশ্বাসী হওয়া সত্ত্বেও অধিকাংশ মুসলিম বাংলাদেশীরা আল্লাহ তা'আলার আসল পরিচয় সম্পর্কে সম্যক অবগত নয়, ফলে অধিকাংশ মুসলিম বাংলাদেশীরা জীবন যাপনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভারসাম্যহীন। আল্লাহ তা'আলা যে তার সীমাহীন জ্ঞান দিয়ে সর্বত্র উপস্থিত আছেন এবং তাদের সব কর্ম দেখছেন, পরকালে এসবের জন্য তাদেরকে জবাবদিহি করতে হবে, সে সম্পর্কে তাদের অনেকের অন্তরে কোন ভয় নাই। সর্বত্র আল্লাহ তা'আলার উপস্থিতি সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَٰنَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِۦ نَفْسُهُۥ ۖ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ ﴿١٦﴾

"আমি মানুষ সৃষ্টি করেছি এবং তার মন নিভৃতে যে কুচিন্তা করে, সে সম্বন্ধেও আমি অবগত আছি। আমি তাঁর গ্রীবাস্থিত ধমনী থেকেও অধিক নিকটবর্তী [*জ্ঞানের মাধ্যমে*]।" *(৫০-ক্বাফ : ১৬)*

আল্লাহ তা'আলা অন্তর্যামী, সবকিছু সর্বদা দেখছেন এবং আদম সন্তানের ভালো-মন্দ সব কর্মই সুরক্ষিত কিতাবে নিয়মিতভাবে লিপিবদ্ধ হচ্ছে, যা শেষ বিচার দিনে উপস্থিত করা হবে। এ ব্যাপারে অধিকাংশ সরকারী/বেসরকারী আমলা, ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক কর্মীদের হৃদয়ে ভয় নাই কারণ শেষ বিচার দিবসে জবাবদিহিতার সম্পর্কে তারা কোনো চিন্তা করেন না। যার ফলে, ব্যক্তি বিশেষে ও সাংগঠনিক এবং বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মীরা গোপনে/প্রকাশ্যে অন্যায় অবৈধ কাজে জড়িত হতে দ্বিধা করেন না। তদুপরি দুর্ভাগ্যবশতঃ ধর্মের কর্ণধার ও জ্ঞানী ব্যক্তিরাও মাঝে মধ্যে নিজের কাজকর্মে ধর্মীয় মূল্যবোধকে অতিক্রম করেন অথচ নিজের কৃতকর্মের জন্য জনগণের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী হওয়া আত্মমর্যাদাহানী বলে মনে করেন। বস্তুত এই জটিল সমস্যার সত্যিকার সমাধান হচ্ছে আল-কুরআন থেকে আল্লাহ তা'আলার আসল পরিচয়

সম্পর্কে অবগত হয়ে নিজেদের ব্যক্তি ও সামাজিক দায়িত্ব সম্পাদন আল্লাহ্-সচেতন হয়ে পার্থিব এবং পরকাল জীবনের মধ্যে ভারসাম্য সৃষ্টি করা। একটা সত্য কথা সকলের স্মরণ রাখা উচিত যে, আল্লাহ্ তা'আলা যেমন তাঁর বান্দার প্রতি পরম দয়ালু, ক্ষমাপরায়ণ, অনুগ্রহশীল তিনি তেমন শেষ বিচার দিনের মালিক, হিসাব গ্রহণকারী এবং পাপের জন্য শাস্তি দানে অত্যন্ত কঠোর। এজন্যই মানব সন্তানের ধর্মীয় বিশ্বাস, পার্থিব জীবনের সব কর্ম পূর্ণাঙ্গভাবে সুস্পষ্ট কিতাবে লিপিবদ্ধ হচ্ছে, যার ব্যতিক্রম হওয়ার কোন উপায় নাই। উপরন্তু, শেষ বিচার দিবসে হিসাব নিকাশের জন্য হাজির হওয়া ছাড়া মানব সন্তানেরও কোন গতি নাই। এটা হচ্ছে মুসলিমদের ঈমান ও বিশ্বাসের ভিত্তির একটা অন্যতম স্তম্ভ। আল্লাহ্ তা'আলা প্রকাশ্য-গোপন সব কিছু দেখছেন, শেষ বিচার দিবসে সব কিছু হাজির করা হবে এবং তিনি শাস্তি দানে কঠোর তবে অতিশয় ক্ষমাপরায়ণ, এ সম্পর্কে কিছু আয়াত উল্লেখ করা হলো।

"বস্তুত যে কোন অবস্থাতেই তুমি থাক এবং কুরআনের যে কোন অংশ থেকেই পাঠ করো কিংবা যে কোন কাজই তোমরা করো অথচ আমি তোমাদের নিকটে উপস্থিত থাকি যখন তোমরা তাতে আত্মনিয়োগ করো। পরওয়ারদেগার থেকে গোপন থাকে না একটি কণাও জমিনের এবং না আসমানের। না এর চেয়ে ক্ষুদ্র কোন কিছু আছে, না বড় যা এই সুরক্ষিত কিতাবে নাই।" *(১০-ইউনুস : ৬১)*

أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ ۖ مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَىٰ ثَلَٰثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَآ أَدْنَىٰ مِن ذَٰلِكَ وَلَآ أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا۟ ۖ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا۟ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ ﴿٧﴾

"তুমি কি ভেবে দেখনি যে, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, আল্লাহ তা জানেন। তিন ব্যক্তির এমন কোন পরামর্শ হয় না যাতে তিনি চতুর্থ না থাকেন এবং পাঁচ জনেরও হয় না, যাতে তিনি ষষ্ঠ না থাকেন। তারা এতদপেক্ষা কম হোক বা বেশী হোক, তারা যেখানেই থাকুক না কেন তিনি তাদের সাথে আছেন, তারা যা করে, তিনি কিয়ামতের দিন তা তাদেরকে জানিয়ে দিবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সম্যক জ্ঞাত।" *(৫৮-মুজাদালাহ : ৭)*

يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِن سُوٓءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُۥٓ أَمَدًۢا بَعِيدًا ۗ وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَهُۥ ۗ وَٱللَّهُ رَءُوفٌۢ بِٱلْعِبَادِ ﴿٣٠﴾

www.pathagar.com

كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ ٱلْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ ٱلنَّارِ وَأُدْخِلَ ٱلْجَنَّةَ

فَقَدْ فَازَ وَمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا مَتَٰعُ ٱلْغُرُورِ

"সেদিন [*শেষ বিচার দিবসে*] প্রত্যেকেই যা কিছু ভালো কাজ করেছে; চোখের সামনে দেখতে পাবে এবং যা কিছু মন্দ কাজ করেছে তাও, ওরা তখন কামনা করবে, যদি তার এবং এসব কর্মের মধ্যে ব্যবধান দূরের হতো [*মন্দ কাজগুলো যদি মুছে ফেলা যেতো*]। আল্লাহ তার নিজের সম্পর্কে তোমাদের সাবধান করছেন, আল্লাহ তার বান্দাদের প্রতি অত্যন্ত দয়ালু।"

"প্রত্যেক প্রাণীকে আস্বাদান করতে হবে মৃত্যু। আর তোমরা কিয়ামতের দিন পরিপূর্ণ বদলা প্রাপ্ত হবে [*ভালো-মন্দ সব কর্মের*]। তারপর যাকে দোজখ থেকে দূরে রাখা হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে, তার কার্যসিদ্ধি ঘটবে [*সফলকাম হবে*]। আর পার্থিব জীবন ধোঁকা ছাড়া অন্য কোন সম্পদ নয়।" ***(৩-ইমরান : ৩০, ১৮৫)***

عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ ۝ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَٰفِظِينَ ۝

كِرَامًا كَٰتِبِينَ ۝ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ۝

"তখন [*শেষ বিচার দিবস*] প্রত্যকে জেনে নিবে সে কি অগ্রে প্রেরণ করেছে এবং কি পশ্চাতে ছেড়ে এসেছে। অবশ্যই তোমাদের উপর তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত আছে। সম্মানিত লেখকবৃন্দ [*কিরামন ও কাতেবিন, যারা সমস্ত আমল লিপিবদ্ধ করছেন*]।

তারা জানে যা তোমরা করো।" (*৮২-ইনফিতার : ৫, ১০- ১২*)

إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُۥ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ

".....নিঃসন্দেহে তোমার পালনকর্তা শীঘ্র শাস্তিদানকারী এবং তিনি ক্ষমাকারী, দয়ালু।" ***(৭-আরাফ : ১৬৭)***

وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ ٱلْعِقَابِ

".....তোমার পালনকর্তা মানুষকে তাদের অন্যায় সত্ত্বেও ক্ষমা করেন এবং তোমার পালনকর্তা কঠিন শাস্তিদাতাও বটে।" ***(১৩-রা'দ : ৬)***

উপরোল্লিখিত আয়াতে বর্ণিত বিষয় মুসলিমদের হৃদয়ে তখনই ভয়ের সৃষ্টি করবে এবং তাদের জীবন যাপনে প্রভাব ফেলবে, যখন তারা আল্লাহ তা'আলার আসল পরিচয় সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করে শেষ বিচার দিবসে নিজের কৃতকর্মের জবাবদিহিতার ভয়ে আল্লাহ তা'আলাকে সর্বক্ষেত্রে ভয় করবেন। আদম সন্তান

www.pathagar.com

হিসেবে খারাপ কাজে জড়িত হলেও আবার অনুতপ্ত হয়ে নিজের কাজ সংশোধন করে আল্লাহ তা'আলা এবং ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী হবেন। তাই বলা যায়, মুসলিমদের পার্থিব জীবনের সকল কর্ম, নিজের এবং জনকল্যাণের প্রয়োজনে ন্যায়নীতির ভিত্তিতে সঠিকভাবে করতে অবশ্যই আল্লাহ তা'আলার সম্পর্কে সম্যকভাবে জ্ঞান অর্জন করার প্রয়োজন আছে। এই লিখায় পবিত্র বাণী আল-কুরআনে আল্লাহ তা'আলার বর্ণনায় তাঁর নিজের পরিচয় এবং ভূপৃষ্ঠে ও আকাশমণ্ডলীতে অবস্থিত আল্লাহ তা'আলার নিদর্শনের ভিত্তিতে আল্লাহ তা'আলার সঠিক পরিচয় অনুসন্ধান করার চেষ্টা করা হয়েছে।

লেখার অভিপ্রায়

প্রত্যেকটা কাজের পেছনে মানুষের একটা সুনির্দিষ্ট অভিসন্ধি অথবা নিয়ত থাকে। অভিসন্ধির সততার উপর নির্ভর করে কাজের সততা এবং গুণাগুণ। এ সম্পর্কে রাসূল (সা.) বলেছেন : "*সব কাজই নিয়ত অনুযায়ী হয়। আর প্রত্যেক ব্যক্তি যা নিয়ত করে তাই পায়। কজেই যার হিজরত দুনিয়া লাভের বা কোন মেয়েকে বিয়ে করার অভিপ্রায়ে হয়েছে তার হিজরত উক্ত উদ্দেশ্যেই হয়েছে।*" *(সহীহ আল-বুখারী, খণ্ড ১, হাদীস নম্বর ১)*। উদ্দেশ্যটার গুরুত্ব সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে কাজটার ব্যবহারিক গুরুত্বের উপর। আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টির সেরা জীব মানুষ প্রকৃতিগতভাবেই অনুসন্ধিৎসু জীব তাই সব বিষয়ে তাদের প্রশ্ন থাকে এবং গবেষণা করে যুক্তিসঙ্গত উত্তর বের করার চেষ্টা তারা করেন। তবে সবার প্রশ্নের ধরন এবং প্রশ্ন করার অভিপ্রায় এক রকম নয়। বিজ্ঞানীর প্রশ্ন বিজ্ঞান সম্বন্ধীয়, অর্থনীতিবিদদের প্রশ্ন অর্থনীতির বিষয়ে, সমাজ বিজ্ঞানীর প্রশ্ন মূলত সমাজ সম্পর্কীয়, চিকিৎসকের প্রশ্ন সাধারণত মানব শরীরের সংক্রান্ত হয়ে থাকে অর্থাৎ সব প্রশ্নেরই নিজস্ব রূপ ও প্রয়োজনীয়তা আছে।

পেশাগতভাবে আমি একজন রসায়নবিদ এবং গবেষক। আজীবন রসায়ন বিদ্যার অনুরাগী ছাত্র এবং গবেষক হিসেবে রাসায়নিকের বিশেষ বৈশিষ্ট্য নিরূপণের জন্য বহু উল্লেখযোগ্য প্রশ্নের সমাধান করার সুযোগ আল্লাহ তা'আলা আমাকে দিয়েছেন। বিভিন্ন রাসায়নিক বস্তুর চরিত্রে, রাসায়নিক প্রতিক্রিয়ার ক্ষেত্রে যে অদ্ভুত মিল এবং সুস্পষ্ট বিন্যাস ও সুশৃঙ্খল ব্যবহার দেখেছি তাতে আশ্চর্যান্বিত হওয়া ছিল অত্যন্ত স্বাভাবিক ব্যাপার। বিজ্ঞানীদের অক্লান্ত পরিশ্রমে ধারাবাহিক গবেষণায় রাসায়নিকের এ ধরনের ব্যবহারের ব্যাখ্যায় হাজার ধরনের তথ্যের সৃষ্টি হয়েছে এবং পরীক্ষার মাধ্যমে গবেষণাগারে তথ্যের বৈধতা প্রমাণিত

www.pathagar.com

হয়েছে। তাতে এ সম্পর্কে জ্ঞান পিপাসার্ত হৃদয় আপাতদৃষ্টিতে সন্তুষ্ট হলেও রাসায়নিকের এই সুশৃঙ্খল বিন্যাস যে দৈবাৎ কোন ঘটনা নয় সে সম্পর্কে একটা ন্যায্য প্রশ্ন সৃষ্টি হয়েছে। নিশ্চয় এদের সুশৃঙ্খল ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে একটা অদৃশ্য শক্তির প্রভাব ও আদেশ প্রতিনিয়ত কাজ করছে। আমার এই অনুভূতিই আমাকে এ ব্যাপারে গভীরভাবে চিন্তা করার সুযোগ দিয়েছে তার জন্য আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলার কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

তদুপরি ভূপৃষ্ঠে আমাদের বসবাস, আমরা পরিবেষ্টিত আছি পারিপার্শ্বিক প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাকুঞ্জে। বিভিন্ন ঋতুকে কেন্দ্র করে প্রতিবৎসরই এই সৌন্দর্যের আমূল পরিবর্তন হয়, কখনও ফুলে ফলে সুশোভিত মনোরম দৃশ্য আবার কখনও সবুজ জীবন হারিয়ে পীতবর্ণের খড়। এই পরিবর্তনের সাথে জড়িত আছে মহাশূন্যে অবস্থিত গ্রহ, উপগ্রহের নিয়ন্ত্রণাধীন আবর্তন। যার ফলে সৃষ্টি হয় বিভিন্ন ঋতুর, দিন-রাত্রির পরিবর্তন এবং তাপ-মাত্রার ব্যবধানে জল বায়ুর পরিবর্তনে সৃষ্টি হয় বৃষ্টি। তাই বলা যায়, ভূপৃষ্ঠে অবস্থিত জীবপ্রাণী, সবুজ গাছপালা, বিভিন্ন বর্ণের ফুল-ফল এবং নদী-নালার সাথে মহাশূন্যের ঘূর্ণমান গ্রহ, উপগ্রহের একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে, তারা পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। আবহমান কাল ধরে একই নিয়মে একইভাবে চলে আসছে। তাই এই পদ্ধতি ও প্রক্রিয়াকে বিজ্ঞানীরা বলেন প্রাকৃতিক ঘটনা অথবা মাদার নেইচারের অবদান। বিজ্ঞানের ছাত্র হিসেবে সকলেই এই তথ্যে বিশ্বাসী, তবে ধীশক্তিসম্পন্ন, বুদ্ধিবৃত্তিক ও চিন্তাশীল ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে এ ব্যাপারে স্বতন্ত্র কথা। কারণ তারা বিশ্বাস করেন প্রকৃতপক্ষে মাদার নেইচারের কোন ক্ষমতা নাই। মাদার নেইচার নিজের ইচ্ছায় প্রচলিত হয় না, সে তার সৃষ্টিকর্তার আদেশে সর্বদাই বাধ্য থাকে। অতএব মাদার নেইচার হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার নিদর্শন। আল্লাহ তা'আলার পবিত্র বাণী আল-কুরআনে বিশ্বাসী বলেই মুসলিমদের অনেকেই নিয়মিতভাবে আল-কুরআন পাঠ করে থাকেন। তারা সাধারণত আল-কুরআন পাঠ করেন দু'টো প্রয়োজনে :

প্রথমটা হচ্ছে : আল-কুরআন, আল্লাহ তা'আলার পবিত্র বাণী, যা পাঠ করলে ঈমানদার হিসেবে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের মাধ্যমে নিজের মনে প্রশান্তি লাভ করা যায় এবং প্রতি অক্ষর পাঠ করার জন্য দশটি করে নেকী পাওয়া যায়। এ আশ্বাস আল্লাহ তা'আলা এবং তার হাবিব (সা.) মুসলিমদের দিয়েছেন। নামায আদায় করার সময় আল-কুরআন পাঠ করা হয়। তদুপরি অন্য সময়ও আল-কুরআন পাঠ করার আদেশ আল্লাহ তা'আলা দিয়েছেন :

أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ ٱلَّيْلِ وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ إِنَّ قُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴿٧٨﴾

www.pathagar.com

"সূর্য ঢলে পড়ার সময় থেকে রাত্রির অন্ধকার পর্যন্ত নামায কায়েম করো এবং ভোরে কুরআন পাঠ করো, নিশ্চয় ভোরে কুরআন আবৃত্তিতে সব সময় বেশী মনোযোগ দেয়া হয়।" *(১৭-বনী ইসরাঈল : ৭৮)*

اُتْلُ مَآ أُوحِىَ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِتَٰبِ وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ ۖ إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرِ ۗ وَلَذِكْرُ ٱللَّهِ أَكْبَرُ ۗ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴿٤٥﴾

"তোমার প্রতি প্রত্যাদিষ্ট কিতাব [*আল-কুরআন*] পাঠ কর এবং নামায কায়েম করো। নিশ্চয় নামায অশ্লীল ও গর্হিত কার্য থেকে বিরত রাখে। আল্লাহর স্মরণ সর্বশ্রেষ্ঠ। আল্লাহ্ জানেন তোমরা যা করো।" *(২৯-আনকাবূত : ৪৫)*

পারিবারিক ও সামাজিক বিভিন্ন অনুষ্ঠানেও মুসলিমরা আল-কুরআন পাঠ করে থাকেন, অধিকাংশ মুসলিমই এ কাজ করে থাকেন। তাদের বিশ্বাস, বিশ্বাসী হিসেবে আল-কুরআনকে নিয়ে এই পরিমাণ ইবাদতই যথেষ্ট। ফলে পবিত্র বাণী, আল-কুরআনের মূল উদ্দেশ্য সম্পর্কে তারা অনবহিত থেকে যান।

দ্বিতীয়টা হচ্ছে : নিয়মিতভাবে আল-কুরআন পাঠ করা ছাড়াও আয়াতের অর্থ বুঝে এবং ব্যাখ্যা থেকে জ্ঞান অর্জন করে আল-কুরআনে বর্ণিত আল্লাহ্ তা'আলার প্রদত্ত বিধান জীবন যাপনে প্রতিষ্ঠিত করা। তদুপরি আল-কুরআনে বর্ণিত আল্লাহ্ তা'আলার সৃষ্টির বিভিন্ন আয়াত [*নিদর্শন*] নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা ভাবনা ও গবেষণা করা। এ ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন :

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَآ ﴿٢٤﴾

"তারা কি কুরআন সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করে না। না তাদের অন্তর তালাবদ্ধ।" *(৪৭-মুহাম্মদ : ২৪)*

আল-কুরআনে বর্ণিত বিষয় নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করার আদেশ আল্লাহ্ তা'আলা দিয়েছেন। এজন্যই সব মুসলিমদের এ ব্যাপারে সমানভাবে দায়িত্ব রয়েছে, তবে বিশেষ করে শিক্ষিতদের। অথচ অতি অল্পসংখ্যক ব্যক্তিরা এই পবিত্র আদেশের মূল্যায়ন করে থাকেন। আল-কুরআনের ভাষা বুঝি না এ ধরনের অজুহাত দেয়ার কোন সুযোগ এখন আর নেই। যা হোক, আল-কুরআনের আয়াত নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা করার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলাকে ভালোভাবে জানা, তার বৈচিত্র্যপূর্ণ সুনিপুণ, সুশোভিত, সুশৃঙ্খল সব সৃষ্টি এবং মানব সন্তানের সৃষ্টির উদ্দেশ্য, প্রতিপালকের সাথে মানব সন্তানের কি ধরনের সম্পর্ক এবং ইহকাল ও পরকালের মধ্যে যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে তা কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ, এগুলো হচ্ছে অন্যতম। অথচ বর্তমানে মুসলিম জাতির একটা

www.pathagar.com

বিরাট অংশ আল-কুরআনকে নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করা তো অনেক বেশী প্রত্যাশার কথা, এমনকি নিয়মিতভাবে পাঠ করা থেকে বিরত আছেন, বিশেষভাবে শিক্ষিত সম্প্রদায় এ ব্যাপারে আরও বেশী উদাসীন। তাই উল্লিখিত বিষয়সমূহ সম্পর্কে এবং ইসলাম যে আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত মানব জাতির জন্য পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা, সেটার প্রকৃত মূল্যায়ন তারা করতে পারেন না। যার ফলে নিজের জীবনে, সমাজে ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ইসলামী মূল্যবোধের বিধি-বিধান প্রতিষ্ঠিত করতে তারা উদ্বুদ্ধ হন না। তাতে শিক্ষিত মুসলিম সম্প্রদায়ের উপর নির্ভরশীল অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত জনগণও সমাজে ও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে আল-কুরআন ও সুন্নাহ বর্ণিত বিধানের শ্রেষ্ঠত্ব দেখতে পান না। অন্যথা পবিত্র আল-কুরআনে বর্ণিত আল্লাহ তা'আলার নিদর্শন ও বিধি-বিধান নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করার দায়িত্ব পড়েছে সমাজের একশ্রেণীর ব্যক্তিদের উপর, যারা আর্থিক অনটন, পারিবারিক অজ্ঞতা ও সামাজিক বিধি-নিষেধের শিকার হয়ে ধর্মীয় শিক্ষায় আত্মনিয়োগ করলেও শিক্ষা অর্জনের পদ্ধতিতে দুর্বলতা ও ত্রুটি থাকায়, তারা শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য ও আল-কুরআনে বর্ণিত নিদর্শনের সাথে বিজ্ঞান, সাহিত্য, সংস্কৃতি, অর্থনীতির সুব্যবস্থা, প্রকৃতি ও পরিবেশ সংক্রান্ত এবং আকাশমণ্ডলীর যে ব্যবহারিক সম্পৃক্ততা রয়েছে, সে সম্পর্কে অজ্ঞতায় থেকে যান। ফলে গোটা সমাজই জ্ঞানের ধন-ভাণ্ডার আল-কুরআনের আসল উদ্দেশ্য এবং আল্লাহ তা'আলার পবিত্র বিধানের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা থেকে বঞ্চিত থাকছেন। শিক্ষিত ও সুশীল সমাজের একটা বিরাট অংশের ধারণা ধর্মীয় শিক্ষায় যারা আত্মনিয়োগ করেছেন তাদের কাছ থেকে নামায, রোযা ও যাকাত এবং হজ্জ সম্পর্কে কিছুটা জ্ঞান অর্জন করতে পারলেই তারা দায়িত্ব মুক্ত হবেন। অথচ তারা বুঝতে পারেন না যে, নামায, রোযা হচ্ছে ইবাদতের একটা বিশেষ অংশ তবে পরিপূর্ণ ইবাদত নয়। পরিপূর্ণ ইবাদত সম্পর্কে পরিষ্কারভাবে জানতে হলে আল-কুরআনে ও হাদীসে বর্ণিত আল্লাহ তা'আলার পরিচয় এবং জীবন যাপনের বিধি-নিষেধ সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে অবগত হওয়ার প্রয়োজন আছে। সূরা আল-ফাতিহা হচ্ছে আল-কুরআনের সারমর্ম, যাকে বলা হয় উম্মুল কুরআন। এই সূরায় আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

مَٰلِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ ۝ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۝ ٱهْدِنَا ٱلصِّرَٰطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ۝

"যিনি বিচার দিবসের মালিক। আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি এবং শুধুমাত্র তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি। আমাদেরকে সরল পথ দেখাও।"
(১-ফাতিহা : ৩-৫)

www.pathagar.com

এই তিনটা আয়াতে বর্ণিত বিষয়বস্তুর সম্পর্কে প্রতিটা মুসলিমের পরিষ্কার জ্ঞান থাকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। কারণ এই আয়াতে রয়েছে শেষ বিচার দিবসে জবাবদিহিতার এবং বিচারের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার সম্মুখে অবশ্যই উপস্থিত হতে হবে, তার সুস্পষ্ট প্রমাণ ও অঙ্গীকার। এই সূরা পাঠ করে মুসলিমরা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা দেয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া অন্য কারও ইবাদত আমরা করি না এবং সর্ববিষয়ে একমাত্র তারই কাছে আমরা সাহায্য চাই। সুতরাং সঠিকভাবে ইবাদত ও সাহায্য প্রার্থনা করতে আমাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন করো। সঠিক পদ্ধতিতে ইবাদত ও সাহায্য প্রার্থনা করার নীল নকশা হচ্ছে আল-কুরআন। ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইসলাম হচ্ছে পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা এবং আল-কুরআন ও হাদীস হচ্ছে ইসলামের ভিত্তি। তাই ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের ব্যবহারিক ব্যবস্থার সাথে আল-কুরআনে বর্ণিত বিষয়বস্তু ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এজন্যই আল্লাহ্ তা'আলা, আল-কুরআনকে বক্রতা মুক্ত রেখেছেন এবং একমাত্র মুত্তাকী [*পরহেযগার*] ব্যক্তিকে আল-কুরআন সঠিক পথের নির্দেশনা দেয়, কারণ তারা আল-কুরআনে বর্ণিত বিষয়বস্তু নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করেন এবং জীবনে প্রতিষ্ঠিত করায় প্রত্যয়ী হন। সূরা আল-ফাতিহা পাঠের মাধ্যমে মুসলিমরা যে প্রার্থনা করেন, তার উত্তরে আল্লাহ্ তা'আলা সূরা আল-বাকারার শুরুতেই উল্লিখিত বিষয় সম্পর্কে বলেছেন :

ذَٰلِكَ ٱلْكِتَٰبُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ۝

"এ [*আল-কুরআন*] সেই কিতাব যাতে কোনই সন্দেহ নেই। পথ প্রদর্শনকারী পরহেযগারদের জন্য।" *(২-বাকারাহ : ২)*

কারণ মুত্তাকীরাই আল-কুরআন থেকে আল্লাহ্ তা'আলার সঠিক পরিচয় লাভ করে, নিজেদেরকে ইবাদতে পরিপূর্ণরূপে আত্মনিয়োগ করেন। আল্লাহ্ তা'আলার পরিচয় সম্পর্কে পরিষ্কারভাবে জ্ঞান অর্জন না করলে "ইবাদত ও সরল পথের" সঠিক ও পরিপূর্ণ অর্থ বুঝা যাবে না। যার জন্য মুসলিমরা প্রতিদিন নামাযে এই সূরা অনেকবার পাঠ করলেও, তাতে বর্ণিত বিষয়বস্তুর বাস্তব প্রভাব তাদের জীবন যাপনে সঠিকভাবে প্রতিফলিত হচ্ছে না। নামায মুসলিমদের সবরকম অন্যায়, অবৈধ ও অশ্লীল কার্যকলাপ থেকে দূরে রাখায় সাহায্য করার কথা। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন :

ٱتْلُ مَآ أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِتَٰبِ وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ ۖ إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرِ ۗ وَلَذِكْرُ ٱللَّهِ أَكْبَرُ

وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ۝

"তুমি তোমার প্রতি প্রত্যাদিষ্ট কিতাব পাঠ করো এবং নামায কায়েম [*নিয়মিতভাবে*

www.pathagar.com

আদায়] করো। নিশ্চয় নামায অশ্লীল ও গর্হিত কার্য থেকে বিরত রাখে। আল্লাহর স্মরণ সর্বশ্রেষ্ঠ। আল্লাহ্ জানেন তোমরা যা করো।" *(২৯-আনকাবূত : ৪৫)*

অথচ মুসলিম উম্মতের অনেকেই নিয়মিতভাবে নামায আদায় করেও গর্হিত কর্ম ও অশ্লীলতায় জড়িত হওয়া থেকে বিরত থাকতে পারছেন না এবং আল্লাহ তা'আলার বিধান প্রতিষ্ঠিত করতে উদ্যোগী হন না বরং অনেকেই বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিরোধিতা করে থাকেন। কারণ তারা দুর্ভাগ্যবশতঃ আল্লাহ তা'আলার প্রকৃত পরিচয় সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে অবহিত নহেন এবং আল-কুরআনে বর্ণিত ইবাদুর রহমানের বৈশিষ্ট্যেও তারা প্রতিষ্ঠিত নন। আল্লাহ্ তা'আলা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা, প্রতিপালক, একচ্ছত্র অধিপতি আর সৃষ্টিকুলের সব কিছুই হচ্ছে তার গোলাম। তাই সিজদায় অবনত হয়ে তারা প্রভু, আল্লাহ্ তা'আলার কাছে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করে, তবে এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হচ্ছে মানব সন্তানের কার্যকলাপ। মানব সন্তানের অধিকাংশই সিজদায় অবনত হয়ে আল্লাহ্ তা'আলার কাছে আত্মসমর্পণ করতে অস্বীকার করেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন :

أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يَسْجُدُ لَهُۥ مَن فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَن فِى ٱلْأَرْضِ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ وَٱلنُّجُومُ وَٱلْجِبَالُ وَٱلشَّجَرُ وَٱلدَّوَآبُّ

وَكَثِيرٌ مِّنَ ٱلنَّاسِ ۖ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ ٱلْعَذَابُ ۗ وَمَن يُهِنِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُۥ مِن مُّكْرِمٍ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ۩ ﴿١٨﴾

"তুমি কি দেখনি যে, আল্লাহকে সিজদা করে যা কিছু আছে নভোমণ্ডলে, যা কিছু আছে ভূমণ্ডলে, সূর্য, চন্দ্র, তারকারাজি পর্বতরাজি, বৃক্ষলতা, জীবজন্তু এবং অনেক মানুষ। আবার অনেকের উপর অবধারিত হয়েছে শাস্তি *[যারা সিজদা করতে অস্বীকার করে]*। আল্লাহ্ যাকে লাঞ্ছিত করেন, তাকে কেউ সম্মান দিতে পারে না। আল্লাহ্ যা ইচ্ছা তাই করেন।" *(২২-হাজ্জ : ১৮)*

إِن كُلُّ مَن فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّآ ءَاتِى ٱلرَّحْمَٰنِ عَبْدًا ﴿٩٣﴾

"নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে কেউ নাই যে, দয়াময় আল্লাহর কাছে দাস হয়ে উপস্থিত হবে না *[শেষ বিচার দিবসে]*।" *(১৯-মরিয়ম : ৯৩)*

মানব সন্তানের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হওয়ার প্রধান কারণ হচ্ছে, তাদের নিজের ভালো-মন্দ, ধর্মীয় বিশ্বাস বেছে গ্রহণ করার স্বাধীনতা, প্রতিপালকের পরিচয় সম্পর্কে *[মানবের মনগড়া সৃষ্টি বিভ্রান্তি বিশ্বাসকে লালন করা]* এবং প্রভুর সাথে গোলামের প্রকৃত সম্পর্ক সম্বন্ধে অজ্ঞতা। মুসলিম শব্দের অর্থ আত্মসমর্পণকারী বান্দা অথচ অধিকাংশ মুসলিম আত্মসমর্পণ করার প্রকৃত তাৎপর্য এবং আত্মসমর্পণ করলে প্রভুর সাথে কি ধরনের সম্পর্ক গড়ে উঠে সে সম্পর্কে ব্যবহারিক অর্থে অবগত নন। যার জন্য মুসলিম উম্মত আজ পবিত্র আল-কুরআনে প্রদত্ত আল্লাহ্ তা'আলার শ্রেষ্ঠ বিধান থেকে বস্তুত কোন লাভবান হতে পারছেন না। সুতরাং

www.pathagar.com

মুসলিম উম্মতের সার্বিক উন্নতিতে এবং দেশ শাসনে ব্যক্তি স্বার্থের উর্ধ্বে ন্যায়নীতিসম্পন্ন বিধান প্রতিষ্ঠিত করতে আল্লাহ তা'আলার সাহায্য প্রাপ্ত হওয়া থেকে তারা বঞ্চিত। এ ব্যাপারে তারা সম্পূর্ণরূপে উদাসীন, যদিও সূরা আল-ফাতিহা পাঠ করে প্রতি নামাযে তারা আল্লাহ তা'আলার সাহায্য ও সরল পথ দাবী করেন।

বাঙ্গালীর সন্তান হিসেবে বাংলা ভাষাভাষী ভাই-বোনদের জন্যই আমার এই নগণ্য প্রচেষ্টা তাই উদাহরণ হিসেবে বাংলাদেশীদের ব্যাপারই এক্ষেত্রে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। পাকিস্তান সৃষ্টি হয়েছিল দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে মুসলিমদের নিয়ে ইসলামী মূল্যবোধের ভিত্তিতে দেশ শাসন করার প্রতিশ্রুতিতে। পাকিস্তান সৃষ্টির গোড়া থেকেই শাসনতন্ত্রে ইসলামী মূল্যবোধের কথা উল্লেখ থাকলেও বাস্তবে বিশেষ কিছু জায়গায় ছাড়া সার্বিকভাবে ইসলামী বিধি-নিষেধেও আইনের কোন মূল্যায়ন করা হয়নি বরং ইসলামী মূল্যবোধের বহির্ভূত সব ধরনের অন্যায় কাজে পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছিলেন। তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে ধর্মের নামে বাঙ্গালী জাতিকে সর্বদিক দিয়ে শোষণ ও নির্যাতন করা। বর্তমানেও তাত্ত্বিকভাবে পাকিস্তানের মূল আদর্শের কোন পরিবর্তন হয়নি বস্তুত ব্যবহারিকভাবে তারা একই পর্যায়ে রয়ে গেছেন। যা হোক, লাখ শহীদের রক্তের বিনিময়ে আমরা নিজের মাতৃভূমি শাসন করার সুযোগ পেয়েছি প্রায় অর্ধ শতাব্দী আগে। পাকিস্তানীদের শোষণ, নির্যাতন ও নির্মমতা থেকে মুক্তি পেলেও দুর্নীতিবাজ, স্বার্থান্ধ রাজনৈতিক কিছু ব্যক্তিত্ব, সরকারী কিছু আমলা এবং পাকিস্তানী কায়দার পৃষ্ঠপোষক কিছু ব্যক্তির শোষণ থেকে সহজ সরল বাঙ্গালীরা আজও মুক্তি পাননি। প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম বারবারই প্রতিহত হয়েছে, নিরীহ ও সৎ নেতা-নেত্রীবৃন্দ, শিক্ষক ও সাধারণ মানুষকে হত্যার মাধ্যমে এবং একটা গোষ্ঠীর ব্যক্তি স্বার্থসিদ্ধির প্রয়াসে। এ সমস্ত ঘটেছে এবং এখনও ঘটছে, তার প্রধান কারণ মুসলিম হিসেবে আল-কুরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ধর্মীয় মূল্যবোধের কোন মূল্য না দেয়ায় এবং প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলার সাথে সম্পর্কের যথার্থ মূল্যায়ন না করায়। পৃথিবীর সব দেশেই সমস্যা আছে, তারা নিজের সততা ও বিদ্যাবুদ্ধি দিয়ে সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করছেন, অনেকেই সফলতা অর্জন করেছেন যদিও তার স্থায়িত্ব স্বল্পকালীন। তবে সব উন্নয়নশীল মুসলিম দেশেই সমস্যার পরিমাণ ও ধরন বহুবিধ, যা সমাজের সর্বস্তরে বিস্তৃত অথচ এর অর্থবহ সমাধানে মুসলিমরা মানুষের তৈরি নানা প্রকার তথ্য প্রয়োগ করেও তারা আজ পর্যন্ত কোন সুব্যবস্থার সৃষ্টি করতে পারেনি বরং বারবার ব্যর্থতার মালা গলায় তুলে নিয়েছেন। কারণ মুসলিমরা তাওহীদে বিশ্বাসী অথচ নিজের অন্যায় অবৈধ কৃতকর্মের জন্য তারা আল্লাহ তা'আলার কাছে

www.pathagar.com

জবাবদিহিতার ভয় করেন না, বিশেষ করে দেশ শাসনের সাথে জড়িত ব্যক্তিদের একটা বিরাট অংশ। মুসলিম উপাধি নেয়ার অর্থ হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত ধর্মীয় মূল্যবোধের চেতনায় সৃষ্ট জীবনাদর্শ সর্বস্তরে পরিপূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত করার প্রতিশ্রুতিতে তারা আবদ্ধ হয়েছেন। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ۝

"হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে যেমন ভয় করা উচিত ঠিক তেমনিভাবে ভয় করতে থাক এবং অবশ্যই, মুসলিম না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না।" *(৩-ইমরান : ১০২)*

সর্ববিষয়ে আল্লাহ-সচেতন হয়ে তাঁর প্রদত্ত বিধিবিধানে পুরোপুরিভাবে যে আত্মসমর্পণ করা হয়, তার নামই মুসলিম। এজন্যই মুসলিমদেরকে সম্পূর্ণরূপে ইসলামে অনুপ্রবেশ করার আদেশ দিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না।

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱدْخُلُوا۟ فِى ٱلسِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا۟ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيْطَـٰنِ ۚ إِنَّهُۥ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ۝

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না- নিশ্চিতভাবে সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।" *(২-বাকারাহ : ২০৮)*

উপরের আয়াতের বিধান বাস্তবে পরিণত করতে যে স্বার্থত্যাগী প্রবৃত্তি, আত্মশক্তি, অনুপ্রেরণা, উৎসাহ এবং উদ্দীপনার দরকার হয়, তার ভিত্তি হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার পরিচয় সম্পর্কে পরিষ্কার জ্ঞান। অন্যান্য অমুসলিম জাতিরা নিজের সততা ও কর্তব্যপরায়ণতা, ন্যায়নীতির অনুসরণে যথেষ্ট উন্নত হয়েছে। পার্থিব জীবনে তারা আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহে লাভবান হচ্ছেন, তাদের শ্রমের মর্যাদা পাচ্ছেন, বস্তুত পার্থিব জীবনে তাদের সব আশা আকাঙ্ক্ষা আল্লাহ তা'আলা পূরণ করবেন, এ প্রতিশ্রুতি আল্লাহ তা'আলা দিয়েছেন কিন্তু আখেরাতে তাদের জন্য কোন পুরস্কার থাকবে না বরং অবিশ্বাসের জন্য কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَـٰلَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ ۝

أُو۟لَـٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِى ٱلْـَٔاخِرَةِ إِلَّا ٱلنَّارُ ۖ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا۟ فِيهَا وَبَـٰطِلٌ مَّا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ۝

"যে ব্যক্তি পার্থিব জীবন ও তার চাকচিক্যই কামনা করে, আমি দুনিয়াতেই তাদের কর্মের প্রতিফল ভোগ করিয়ে দেব এবং তাতে তাদের প্রতি কিছুমাত্র কমতি করা হয় না। এরাই হল সেসব লোক আখেরাতে যাদের জন্য আগুন ছাড়া

www.pathagar.com

নেই [*তারা অবিশ্বাসের অন্ধকারে আবদ্ধ হয়ে আখেরাতকে ভুলে পার্থিব জীবন নিয়ে সর্বদা ব্যস্ত থাকতো*]। তারা এখানে যা কিছু করেছিল সবই বরবাদ করেছে, আর যা কিছু উপার্জন করেছিল, সবই বিনষ্ট হল।" *(১১-হূদ : ১৫, ১৬)*

وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُم بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ

الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمْ تَفْسُقُونَ ﴿٢٠﴾

"যেদিন কাফেরদেরকে জাহান্নামের কাছে উপস্থিত করা হবে, সেদিন বলা হবে, তোমরা তোমাদের সুখ পার্থিব জীবনেই নিঃশেষ করেছ এবং সেগুলো ভোগ করেছ সুতরাং আজ তোমাদেরকে অপমানকর আযাবের শাস্তি দেয়া হবে; কারণ, তোমরা পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে অহংকার [*ঔদ্ধত্য দেখিয়ে অবিশ্বাসে লিপ্ত থাকতো*] করতে এবং তোমরা পাপাচার করতে।" *(৪৬-আহ্কাফ : ২০)*

সকল আদম সন্তানই আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টি তাই ন্যায় বিচারক হিসেবে আল্লাহ তা'আলা কারও শ্রমের ফল বৃথা যেতে দিবেন না। ইহকাল, পরকাল অথবা উভয় কালেই [*বিশ্বাসীদের ক্ষেত্রে*] পরিপূর্ণভাবে দিয়ে দিবেন। উল্লিখিত আয়াতে রয়েছে তার সুস্পষ্ট প্রমাণ এবং বাস্তবেও তা প্রতীয়মান। অন্যথা মুসলিমরা আল্লাহ তা'আলার বিধান মানার প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ হয়ে তা অবহেলা করার দরুন তারা অন্যদের কাছে হচ্ছেন অপমানিত ও লাঞ্ছিত। তবুও মুসলিম উম্মত অত্যন্ত ভাগ্যবান কারণ সমাজ জীবন ও রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'আলার প্রদত্ত বিধানে অবাধ্য হওয়া সত্ত্বেও পূর্ববর্তী অনেক জাতির [*অবাধ্য জাতি, নূহ, আদ, সামূদ, মাদিয়ান ও লূত*] মতো সমূলে ধ্বংস হয়নি। দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ তা'আলার সীমাহীন দয়া তাদের উপর আছে, এটাই হল তার সুস্পষ্ট প্রমাণ। তবে হাদীস থেকে জানা যায় কিয়ামত পর্যন্ত মুসলিমদের একটা দল থাকবে যারা সব সময় তাওহীদের পতাকা ধরে রাখবেন এবং ন্যায়নীতি মেনে চলবেন ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবেন। The Messenger of Allah (SA) said: "There will remain a group of my Ummah adhering to the truth, and those who forsake them or oppose them will not harm them until the Day of Resurrection[a], until the command of Allah comes to pass and they are like that[b], until they fight Dajjal[c]. {[a]Muslim 1:137; [b]Muslim 3:1523; [c]Ahmad 437}

পূর্ববর্তী নবীদের ইতিহাস থেকে জানা যায়, অবাধ্যদের ধ্বংস করলেও আল্লাহ তা'আলা সব সময় তাওহীদি জনতাকে রক্ষা করেছেন। তাই সত্যনিষ্ঠায় প্রতিষ্ঠিত ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামী মুসলিমদের সৌজন্যেই আল্লাহ্ তা'আলা অন্যদের রক্ষা করবেন, এ ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলাই ভালো জানেন। তবে যারা রাসূল

www.pathagar.com

(সা.) এর উম্মত হওয়া সত্ত্বেও তাঁর প্রতিষ্ঠিত বিধান পরিত্যাগ করে নিজেদের মনগড়া মতবাদে জীবন যাপন করবেন তাদের ব্যাপারে একটা শিক্ষামূলক হাদীস আছে। *ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "নবী করীম (সা.) আমাদের মধ্যে ভাষ্যদানের উদ্দেশ্যে দাঁড়ালেন। অতঃপর বললেন : নিশ্চয়ই [কিয়ামতের দিনে] তোমাদেরকে নগ্নপদ, নগ্নদেহ এবং খাতনাবিহীন অবস্থায় হাজির করা হবে।" (যথা আল্লাহ বলেন :) "প্রথম যে অবস্থায় (মানুষকে) সৃষ্টি করেছিলাম, একই অবস্থায় আমি তাকে ফিরিয়ে নেব (পুনরায় সৃষ্টি করব)।" কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম ইব্রাহীম (আ.)-কে পোশাক পরানো হবে। আর বাঁ হাতে আমলনামা প্রাপ্ত আমার উম্মতের কতিপয় ব্যক্তিকে হাজির করে তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। আমি আরজ করব : হে রব! এরা আমার উম্মতভুক্ত। (আল্লাহ) বলবেন : তুমি জান না তোমার পরে এরা যে কি সব (মনগড়া মতবাদ, বিদয়াত ইত্যাদি) নতুন কথা আবিষ্কার করেছে। তখন আমি সে একই আবেদন করব, যা পুণ্য ব্যক্তি [ঈসা (আ.)] পেশ করবেন যে, (আল্লাহর বাণী) "জীবিতকাল পর্যন্ত আমি তাদের সাক্ষী ছিলাম..... আল- হাকীম (সূরা মায়িদা, ১১৭) পর্যন্ত। [নবী (সা.) বলেন,] অতঃপর বলা হবে : নিশ্চয় সর্বদা এরা দ্বীন ইসলাম ত্যাগ করে পূর্বাবস্থায় ফিরে যেত।" (সহীহ আল-বুখারী, খণ্ড ৬, নম্বর ৬০৭৬)*

আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদে বিশ্বাস করে, তাঁর প্রদত্ত বিধি-বিধান ছাড়া মানুষের তৈরি কোন বিধানেই মুসলিমরা অন্যদের মতো সফলতা অর্জন করতে পারবে না। আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত বিধান মেনে চললে মুসলিমরা শ্রেষ্ঠ জাতি হিসেবে আল্লাহ তা'আলার সাহায্য প্রাপ্ত হবেন, সে প্রতিশ্রুতি তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা দিয়ে বলেছেন :

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُم مَّا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى

الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ۝

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ

لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ

ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ۝

"বল : আল্লাহর আনুগত্য করো এবং রাসূলের আনুগত্য করো। অতঃপর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে তার উপর ন্যস্ত দায়িত্বের জন্যে সে দায়ী [*রাসূল (সা.), তাঁর দায়িত্ব ১০০% পালন করেছেন*] এবং তোমাদের উপর ন্যস্ত দায়িত্বের জন্যে তোমরা দায়ী [*এখন মুসলিম উম্মতের দায়িত্ব, তাদের জীবনে ইসলামকে পরিপূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত করা*]। তোমরা যদি তাঁর আনুগত্য করো [*তাঁর প্রদর্শিত জীবন বিধান সম্পূর্ণভাবে মেনে চল*],

www.pathagar.com

তবে সৎ পথ পাবে [*তোমাদের সমস্যার সমাধানে সঠিক পথ পাবে*]। রাসূলের দায়িত্ব তো কেবল সুস্পষ্টভাবে পৌঁছে দেয়া।

তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে [*ইসলামের বিধি-নিষেধ সব মেনে চলে*], আল্লাহ তাদেরকে ওয়াদা দিয়েছেন যে, তাদেরকে অবশ্যই পৃথিবীতে শাসন কর্তৃত্ব দান করবেন [*ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা অর্ধ দুনিয়া শাসন করেছেন, তখন মুসলিমরা ছিল সুপ্রিম শক্তি*]। যেমন তিনি শাসন কর্তৃত্ব দান করেছেন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে এবং তিনি অবশ্যই সুদৃঢ় করবেন তাদের ধর্মকে, যা [*ইসলাম*] তিনি তাদের জন্য পছন্দ করেছেন [*সূরা আল-মায়িদা, আয়াত নং ৩, দ্রষ্টব্য*] এবং তাদের ভয়-ভীতির পরিবর্তে অবশ্যই তাদেরকে শান্তি দান করবেন। তারা আমার ইবাদত করবে এবং আমার সাথে কাউকে শরীক করবে না। এরপর যারা অকৃতজ্ঞ হবে, তারাই অবাধ্য।" *(২৪-নূর : ৫৪, ৫৫)*

মুসলিম উম্মতের অধঃপতনের মূলে রয়েছে আরেকটা উল্লেখ্য কারণ, মুসলিমদের অধিকাংশ আল-কুরআন অধ্যয়ন করা ও তার বিধান সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করে প্রয়োগসিদ্ধভাবে প্রতিষ্ঠিত করা থেকে দূরে সরে গেছেন। যারা নিয়মিতভাবে আল-কুরআন পাঠ করেন, তাদেরও একটা বিরাট অংশ আল-কুরআনের অর্থ বুঝেন না এবং পবিত্র বিধানের গুরুত্ব সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করেন না। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

وَإِذَا قُرِئَ ٱلْقُرْءَانُ فَٱسْتَمِعُوا۟ لَهُۥ وَأَنصِتُوا۟ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٢٠٤﴾

"আর যখন কুরআন পাঠ করা হয়, তখন তাতে কান লাগিয়ে রাখো এবং নিশ্চুপ থাকো যাতে তোমাদের উপর রহমত হয়।" *(৭-আরাফ : ২০৪)*

উল্লিখিত আয়াতের একটা ব্যাখ্যা হচ্ছে যে, আল-কুরআনের পাঠ মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করো এবং আয়াতে বর্ণিত বিধি-নিষেধ নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করো, নিজের জীবন যাপনে তা প্রতিষ্ঠিত করো। সাহাবারা আল-কুরআন পাঠে এবং অর্থ বুঝায় ও জীবন যাপনে প্রতিষ্ঠিত করায় মনোযোগী ছিলেন বিধায় তাদের জীবন ছিল প্রশান্তিতে ভরা। আল-কুরআনের বিধানই তাদেরকে শ্রেষ্ঠ জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে সাহায্য করেছিল। তাদের বিশ্বাসের দৃঢ়তা সম্পর্কে আল-কুরআন থেকে জানা যায়।

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا۟ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۚ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿٥١﴾

وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَخْشَ ٱللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْفَآئِزُونَ ﴿٥٢﴾

"মু'মিনদের বক্তব্য কেবল এ কথাই যখন তাদের মধ্যে ফয়সালা করার জন্য

www.pathagar.com

আল্লাহ [*আল-কুরআন*] ও তাঁর রাসূলের [*সুন্নাহ বা হাদীস*] দিকে আহ্বান করা হয়, তখন তারা বলে ঃ আমরা শুনলাম ও আদেশ মান্য করলাম। তারাই সফলকাম।

"যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে আল্লাহকে ভয় করে ও তার শাস্তি থেকে বেঁচে থাকে তারাই কৃতকার্য।" *(২৪-নূর : ৫১, ৫২)*

দুর্ভাগ্যবশতঃ বর্তমানে মুসলিম উম্মতের কার্যকলাপ হচ্ছে এই পবিত্র আয়াতের বিপরীতে। ইয়াহুদীরা অথবা বনী ইসরাঈলীরা ছিলেন চৌজেন জাতি। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ ٱلْكِتَـٰبَ وَٱلْحُكْمَ وَٱلنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَـٰهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَـٰتِ وَفَضَّلْنَـٰهُمْ عَلَى ٱلْعَـٰلَمِينَ ۝

"আমি বনী ইসরাঈলকে কিতাব, রাজত্ব ও নবুওয়াত দান করেছিলাম এবং তাদেরকে পরিচ্ছন্ন রিয্ক দিয়েছিলাম এবং বিশ্ববাসীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলাম।" *(৪৫-জাসিয়া : ১৬)*। চৌজেন জাতি "ইয়াহুদীরা" আল্লাহ্ তা'আলার বিধানকে উপেক্ষা করে এবং নবীদের অবাধ্য হয়ে লানতগ্রস্ত হয়েছেন, এ সম্পর্কে আল-কুরআনে অনেক আয়াত আছে। আর মুসলিমরা এখন আল্লাহ্ তা'আলার বিধানকে সঠিকভাবে প্রচার ও প্রতিষ্ঠিত করার দায়িত্ব পেয়েও নিজেরা অবাধ্য হয়ে নানা সমস্যায় জর্জরিত হয়ে দুনিয়ার মানুষের কাছে সন্ত্রাসীর উপাধি পেয়েছেন, উপহাসের এবং করুণার পাত্র হয়ে পাশ্চাত্য অমুসলিম শক্তির খেয়াল খুশির উপর নির্ভরশীল হয়েছেন।

যা হোক, গোলাম যদি প্রভুর আসল পরিচয় সম্পর্কে ও প্রভুকে সন্তুষ্ট করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে পরিষ্কারভাবে অবগত থাকেন তাহলে গোলাম অবশ্যই প্রভুর শাস্তির ভয় এবং ভালো কাজের জন্য পুরস্কার পাওয়ার আশা করবেন। প্রতিপালক সম্পর্কে যতবেশী জানবে ততবেশী প্রতিপালককে ভালোবাসবেন এবং ভয়ও করবেন, সব ব্যাপারে প্রভুর উপর নির্ভরশীল হবেন তাই প্রভুর প্রদত্ত বিধি-নিষেধের বিরুদ্ধে ইচ্ছাকৃতভাবে কোন কাজ সে করবেন না। ইসলামী ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, ইসলামী রাষ্ট্রের প্রথম কয়েক যুগের মুসলিমদের আল্লাহ্ তা'আলার আসল পরিচয় এবং তাদের সাথে আল্লাহ্ তা'আলার সম্পর্ক সম্বন্ধে সুস্পষ্ট জ্ঞান ছিল, তাই আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রাসূল (সা.)-কে তারা নিজের জীবন থেকেও বেশী ভালোবেসে ছিলেন। তাদের জীবন যাপনে, বিভিন্ন কাজকর্মে প্রতিপদে তার প্রতিফলন ঘটেছিল, এজন্যই এই যুগগুলো হচ্ছে মুসলিমদের স্বর্ণযুগ, ইতিহাসে এ ব্যাপারে উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত রয়েছে।

বাংলাদেশে থাকাকালীন আল-কুরআনে বর্ণিত বিধি-নিষেধ ও তার বিষয়বস্তু সম্পর্কে আমার কোন পরিষ্কার জ্ঞান ছিল না কারণ দেশের চলমান শিক্ষাব্যবস্থা ও রীতিনীতি এবং চাকুরীর ক্ষেত্রে এর কোন প্রয়োজন আদৌ হয় না। যারা ধর্ম

www.pathagar.com

সম্পর্কীয় জ্ঞান অর্জনের জন্য আত্মনিয়োগ করেন, তাদের জীবিকার অন্বেষণের ক্ষেত্রে বিশেষ ব্যবস্থার সৃষ্টি করা হয়েছে, সেখানে যেমন চলমান শিক্ষা ও রাজনীতি এবং দেশের শাসনতন্ত্র সংক্রান্ত বিষয়ের কোন মূল্য নাই তেমনি দেশের যাবতীয় কর্মক্ষেত্রে ধর্মীয় শিক্ষার কোন প্রয়োজন পড়ে না। তাই মুসলিম পিতা-মাতার ঘরে ও সমাজে জন্ম হয়েছে, ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান সম্পর্কে গতানুগতিকভাবে যা জেনেছি, মুসলিম হিসেবে সেটাই যথেষ্ট, এটাই অধিকাংশ বাংলাদেশী মুসলিমদের বিশ্বাস। বিদেশে আসার পর অমুসলিম সমাজে বসবাস করে বুঝতে পেরেছি বিশুদ্ধভাবে জীবন যাপন করতে ধর্মীয় মূল্যবোধের জ্ঞান কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ। বস্তুত বর্তমানে প্রতিটা মুসলিম সমাজে এই জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা আরও বেশী গুরুত্বপূর্ণ। যারা পূর্বপুরুষের পারিবারিক ধর্ম ত্যাগ করে ইসলামী আলোতে প্রবেশ করে আত্মসমর্পণী বান্দা হয়েছেন, তাদের সংস্পর্শে এসে বুঝতে পেরেছি আল-কুরআনে বর্ণিত আল্লাহ তা'আলার সঠিক পরিচয় ও জীবন যাপনের বিধি-নিষেধের জ্ঞান ছাড়া কোন মানুষই পার্থিব জীবনে প্রশান্তি ও সফলতা অর্জনের জন্য ন্যায়নীতিসম্পন্ন সরল সহজ পথ পাবেন না। তদুপরি নিত্যদিনের খাবার সম্পর্কে হালাল-হারাম নির্ধারণের সাথে যে প্রশ্ন আছে, তার সঠিক উত্তর অনুসন্ধানে অর্থ ও ব্যাখ্যাসহ আল-কুরআন অধ্যয়ন শুরু করি ২৭ বৎসর আগে। দীর্ঘ দিনের চর্চায় ও অনুবাদ পড়ার সময় যখন সূরা আল-হাজের ১৮ নম্বর আয়াতের অনুবাদ ও ব্যাখ্যার সম্মুখীন হলাম তখন আচমকাভাবে আমার হৃদয়ে একটা আলোড়ন সৃষ্টি হল। এই পবিত্র আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন– "একমাত্র মানব সন্তানের একটা অংশ ছাড়া আর সৃষ্টির সকলেই আল্লাহ তা'আলার প্রতি সিজদায় অবনত হয়" অর্থাৎ সৃষ্টির অন্য কোন বস্তু আল্লাহ তা'আলার অবাধ্য নয়, এমনকি মানব দেহে যে সমস্ত রাসায়নিক উপাদান আছে [*যেমন, কার্বন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন, অক্সিজেন, ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, সালফার ইত্যাদি*], তারা সকলেই আল্লাহ তা'আলার প্রতি সিজদা করছে এবং একমাত্র সহজলভ্য হাইড্রোজেন ছাড়া [*মানব দেহের সংগঠনে যে সমস্ত অরগ্যানিক উপাদান আছে, তাতে যে হাইড্রোজেন আছে, তার পরমাণুর কেন্দ্রে কোন নিউট্রোন সাধারণত পাওয়া যায় না*] প্রতিটা এলিমেন্টসের পরমাণুতে রয়েছে ইলেকট্রন, প্রোটনস এবং নিউট্রোনস, তারাও আল্লাহ তা'আলার প্রতি সিজদা করে। তাহলে বলা যায়, মানব দেহের সৃষ্টিতে ব্যবহারিত উপাদান নয় বরং মানবের আত্মা/নাফ্সই [*রূহ*] আল্লাহ তা'আলার অবাধ্য হয়। কারণ "নাফ্স বা রূহ" মানব দেহের মত কোন এলিমেন্টস দিয়ে তৈরি নয় তাই মানব দেহের সব অঙ্গ প্রত্যঙ্গ [*এগুলো এলিমেন্টস দিয়ে তৈরি*] শেষ বিচার দিবসে নাফ্সের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে, এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

www.pathagar.com

حَتَّىٰٓ إِذَا مَا جَآءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَـٰرُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿٢٠﴾

وَقَالُوا۟ لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا ۖ قَالُوٓا۟ أَنطَقَنَا ٱللَّهُ ٱلَّذِىٓ أَنطَقَ كُلَّ شَىْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢١﴾

وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَآ أَبْصَـٰرُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَـٰكِن ظَنَنتُمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا

مِّمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٢٢﴾ وَذَٰلِكُمْ ظَنُّكُمُ ٱلَّذِى ظَنَنتُم بِرَبِّكُمْ أَرْدَىٰكُمْ فَأَصْبَحْتُم مِّنَ ٱلْخَـٰسِرِينَ ﴿٢٣﴾

"তারা যখন জাহান্নামের কাছে পৌঁছবে, তখন তাদের কান, চক্ষু ও ত্বক তাদের কর্ম সম্পর্কে সাক্ষ্য দেবে।

তারা তাদের ত্বককে বলবে, তোমরা আমাদের বিপক্ষে সাক্ষ্য দিলে কেন? তারা বলবে, যে আল্লাহ্ সবকিছুকে বাকশক্তি দিয়েছেন, তিনি আমাদেরকেও বাকশক্তি দিয়েছেন। তিনিই তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন এবং তোমরা তারই দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে।

তোমাদের কান, তোমাদের চক্ষু এবং তোমাদের বিপক্ষে সাক্ষ্য দেবে না এ ধারণার বশবর্তী হয়ে তোমরা তাদের কাছে কিছু গোপন করতে না [*হৃদয়ের গোপন অসৎ চিন্তাকে বাস্তবে যখন পরিণত করতে, তখন এরা সব দেখে প্রত্যক্ষ সাক্ষী হয়ে যেত*]। তবে তোমাদের ধারণা ছিল যে, তোমরা যা করো তার অনেক কিছুই আল্লাহ্ জানেন না।

তোমাদের পালনকর্তা সম্বন্ধে তোমাদের এ ধারণাই তোমাদেরকে ধ্বংস করেছে [*আল্লাহ্ তা'আলা আসল পরিচয় সম্পর্কে তারা অজ্ঞ ছিল*]। ফলে তোমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছো।" *(৪১-হা-মীম-সিজদাহ : ২০-২৩)*

ٱلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰٓ أَفْوَٰهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَآ أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا۟ يَكْسِبُونَ ﴿٦٥﴾

"আজ [*কিয়ামতের বিচারে*] আমি তাদের মুখে মোহর এঁটে দেবো, তাদের হাত আমার সাথে কথা বলবে এবং তাদের পা তাদের কৃতকর্মের সাক্ষ্য দেবে।" *(৩৬-ইয়াসিন : ৬৫)*

পৃথিবীর বস্তুজগতে ও আকাশমণ্ডলীতে যত ধরনের বস্তু [*নক্ষত্রসমূহ, গ্রহ, উপগ্রহসমূহ ইত্যাদি*] আছে, সকলেই বর্তমানে জানা এলিমেন্টস দিয়ে গঠিত হয়েছে, এমনকি সূর্যের অভ্যন্তরে মানুষের জানা Periodic Table এর অন্তর্ভুক্ত ৭০টা এলিমেন্টসের অস্তিত্ব পাওয়া গেছে। বস্তুজগতের কেউ আল্লাহ্ তা'আলার কাছে আত্মসমর্পণ করে গোলাম হতে অস্বীকার করে না, তারা আল্লাহ্ তা'আলার পরিচয় সম্পর্কে সম্যক অবগত আছে এবং বস্তুত অবাধ্য হওয়ার কোন স্বাধীনতা তাদের নাই তাই প্রবৃত্তির কোন চাহিদাও তাদের নাই। তবে মানব সন্তানের অবাধ্য হওয়ার স্বাধীনতা আছে, তা সত্ত্বেও তারা যদি আল-কুরআন ও হাদীস

www.pathagar.com

থেকে আল্লাহ তা'আলার সঠিক পরিচয় এবং আল্লাহ তা'আলার সাথে নিজের সম্পর্ক সম্বন্ধে সঠিকভাবে জ্ঞান লাভ করতে পারেন, তাহলে তাদের নাফস/আত্মাও অবাধ্য হতে পারবে না। কারণ তখন নাফস বা আত্মার প্রবৃত্তির চালক হবে শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহ, তারা আল্লাহ তা'আলার আব্দ তাই আত্মাকেও আব্দতে পরিণত করতে তারা সাহায্য করবে। আল-কুরআনের জ্ঞান ছাড়া নাফসের অবৈধ চাহিদা হয়ে যায় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের চালক। তখন মানুষের নাফস হয়ে যায় প্রতিপালকের সমতুল্য বিধায় আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত বিধান ব্যতিরেকে নাফসের সবরকম অন্যায় চাহিদা হয়ে যায় জীবন যাপনের উৎস ও উদ্দেশ্য। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

أَرَءَيْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَـٰهَهُۥ هَوَىٰهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ﴿٤٣﴾

أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ ۚ إِنْ هُمْ إِلَّا كَٱلْأَنْعَـٰمِ ۖ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا ﴿٤٤﴾

"তুমি কি তাকে দেখ না, যে তার প্রবৃত্তিকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করে? তবুও কি তুমি তার জিম্মাদার হবে?

তুমি কি মনে করো যে, তাদের অধিকাংশ শোনে অথবা বুঝে? তারা তো চতুষ্পদ জন্তুর মতো; বরং আরও পথভ্রান্ত।" *(২৫-ফুরকান : ৪৩, ৪৪)*

নবী-রাসূলরা মানব সন্তান ছিলেন তবুও তারা ছিলেন সর্বদাই আল্লাহ তা'আলার কাছে আত্মসমর্পণী গোলাম কারণ তারা আল্লাহ তা'আলার সম্পর্কে সবচেয়ে জ্ঞানী ছিলেন। যা হোক, আল্লাহ তা'আলার পবিত্র কালাম আল-কুরআন থেকে আল্লাহ তা'আলার সম্পর্কে এবং আল্লাহ তা'আলার সাথে নিজের প্রকৃত সম্পর্ক কী, সে সম্বন্ধে সামান্যতম জ্ঞান অর্জন করার সাথে আমার বৈষয়িক ও আধ্যাত্মিক চিন্তা-ভাবনার যে পরিবর্তন হয়েছে, তাতে বললে অত্যুক্তি হবে না যে, আল্লাহ তা'আলার সীমাহীন দয়ায় আমি প্রচুর লাভবান হয়েছি। তাই নিজের অভিজ্ঞতার ফলপ্রসূ হচ্ছে এই সামান্য প্রচেষ্টা, যাতে বাংলাদেশী ভাই-বোনেরাও উপকৃত হতে পারেন। আমার বিশ্বাস এই লেখা তাদের জ্ঞান অর্জনে সাহায্য করবে, তাতে ইনশাআল্লাহ, পার্থিব জীবনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে তাদের দৃষ্টিভঙ্গির আমূল পরিবর্তন হতে পারে, যে রকমভাবে পরিবর্তন হয়েছে আমার জীবনে। বস্তুত এক্ষেত্রে সমস্ত কৃতিত্ব এবং প্রশংসার মালিক, দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ তা'আলা। তাঁর শাশ্বত পবিত্র বাণী আল-কুরআনের সংস্পর্শ ও তাঁর সাহায্য ছাড়া কেউ হেদায়েত প্রাপ্ত হতে পারে না। যা হোক, আল-কুরআন ও হাদীস এবং

www.pathagar.com

প্রখ্যাত বিভিন্ন আলেমদের বক্তৃতা থেকে আল্লাহ তা'আলা এবং ইসলাম সম্পর্কে যে সামান্য জানার সুযোগ আমার হয়েছে তাতে আমার চিন্তা-ভাবনায় উগ্রতা ও গোঁড়া ধার্মিকের প্রভাব সৃষ্টি হয়নি বরং প্রজ্ঞাময় আল্লাহ তা'আলার সীমাহীন ব্যাপ্তি, শক্তি, বিশালতা এবং দয়ার কাছে আত্মসমর্পণ করা ও অন্যদের আহ্বান করায় অনুপ্রেরণা দিচ্ছে। তাই বাংলাদেশী ভাই-বোনদের আহ্বান করছি যে, আপনাদের কর্মব্যস্ত জীবন থেকে সামান্য সময় এ কাজে ব্যয় করে দেখুন আল্লাহ তা'আলা অপার কৃপায় কিভাবে জীবনের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হয়। পরকাল জীবনে এই সময়ই হবে সকলের সঞ্চয়ী ব্যাংকে গচ্ছিত রাখা অমূল্য সম্পদ। সবার মনে রাখা উচিত, প্রতিটা মানুষই সময়ের ব্যাপারে ক্ষতিগ্রস্ত প্রতি মুহূর্তে আমরা পার্থিব জীবনের নির্ধারিত সময় অতিক্রম করে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। পার্থিব জীবন ক্ষণস্থায়ী অথচ এই স্বল্প সময় অনন্ত জীবন আখেরাতের জন্য অত্যন্ত মূল্যবান, তাই ইহকাল জীবনের সঞ্চিত সময়টুকু যারা যথাযথভাবে সদ্ব্যবহার করে ভারসাম্যভাবে জীবন যাপন করেন তারাই পরকাল জীবনে সফলকাম হবেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা, তাঁর বান্দাদের উপদেশ দিয়ে বলেছেন :

وَالْعَصْرِ ۝ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۝ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ۝

"শপথ সময়ের, নিশ্চয় মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত; কিন্তু তারা নয়, যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দেয় ও ধৈর্যের উপদেশ দেয়।" *(১০৩-আস্‌র : ১-৩)*। উল্লিখিত ৩ নম্বর আয়াত হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে বিশ্বাসীদের জন্য ইহকালের জীবন মানচিত্র। ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি তবুও পরিশেষে প্রিয় পাঠকমণ্ডলীকে স্মরণ করিয়ে বলতে চাই, একমাত্র আল্লাহ তা'আলার শাশ্বত বাণী আল-কুরআন এবং রাসূল (সা.) সহীহ হাদীস ছাড়া মানুষের লিখা কোন বই ত্রুটিমুক্ত নয় অর্থাৎ বিশেষ কিছু নবী-রাসূল ছাড়া আর কোন মানুষই ভুল-ভ্রান্তির উর্ধ্বে নয়। আল্লাহর মনোনীত নবী হয়েও ইউসুফ (আ.) বলেছিলেন, "আমি নিজেকে নির্দোষ বলি না"। এ সম্পর্কে আল-কুরআন থেকে জানা যায়,

وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي ۚ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي ۚ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝

"আমি [*ইউসুফ (আ.)*] নিজেকে নির্দোষ বলি না। নিশ্চয় মানুষের মন [নাফ্‌স] মন্দ কর্মপ্রবণ কিন্তু সে নয়-আমার পালনকর্তা যার প্রতি অনুগ্রহ করেন। নিশ্চয় আমার পালনকর্তা ক্ষমাশীল, দয়ালু।" *(১২-ইউসুফ : ৫৩)*

www.pathagar.com

তথাপি রসায়ন বিজ্ঞানে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত রসায়নবিদ এবং ছাত্র হিসেবে রসায়নের বহির্ভূত কোন কিছু লিখা নিজের বুদ্ধিবৃত্তির উপর যেমন অস্বাভাবিক মানসিক চাপ সৃষ্টি করে তেমন অত্যন্ত ভয়েরও বিষয়, লেখাটা যদি মানব জাতির হেদায়েতের জন্য আল্লাহ তা'আলার শাশ্বত বাণী, আল-কুরআন এবং তাতে বর্ণিত তাঁর আসল পরিচয় ও গুণাগুণ সম্পর্কিত হয়। তাই দ্বীন-ধর্ম সম্পর্কিত শিক্ষায় পেশাগত কোন প্রশিক্ষণ না থাকায়, এই লেখায় অনিচ্ছাকৃতভাবে অনেক ভুল-ত্রুটি থাকবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। আমার অজ্ঞতা, অবহেলা ও অযোগ্যতা ভুল-ত্রুটির জন্য দায়ী। ফলে আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলা এবং পাঠকমণ্ডলীর কাছে আমি ক্ষমাপ্রার্থী। তদুপরি পাঠকমণ্ডলীরা যখন এই লেখায় তথ্যভিত্তিক কোন ভুল-ত্রুটির সম্মুখীন হবেন তখন অনুগ্রহপূর্বক ভুল সংশোধন করে প্রকাশকের মাধ্যমে আমাকে অবহিত করলে আমি ইনশাআল্লাহ সাদরে তা গ্রহণ করব।

আল-কুরআন ও হাদীসের অনুবাদ, তথ্যনির্দেশ এবং আরো অন্যান্য বিষয়

আল-কুরআন আরবী ভাষায় নাযিলকৃত আল্লাহ তা'আলার পবিত্র বাণী তাই ভাষার শ্রেষ্ঠতা, সমৃদ্ধি ও গভীরতা চলমান আরবী ভাষার তুলনায় সম্পূর্ণ আলাদা। আল-কুরআনের প্রতিটি শব্দই অত্যন্ত গভীর ভাবার্থ বহন করে যা থেকে একটা আয়াতের অর্থ অন্য ভাষায় বিভিন্নভাবে অনুবাদ করা যায়।

উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায়, 'আয়াত' শব্দের অর্থ বাংলা বা ইংরেজীর একটা মাত্র শব্দ দিয়ে বুঝানো অসম্ভব। 'আয়াত' শব্দের অর্থ বাংলা ভাষায় হতে পারে *(প্রমাণ, নিদর্শন, আল-কুরআন, সাক্ষ্যপ্রমাণ, দৃষ্টান্ত, প্রকাশ করা, আল্লাহ তা'আলার নবী-রাসূল, কিয়ামত, প্রকৃতির সব নিদর্শন ইত্যাদি)*। তারপর 'ওয়াত্তাকুল্লাহ' শব্দকে সাধারণত আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করো বা Fear Allah হিসেবে অনুবাদ করা হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ শব্দের অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক *(সবকিছুতেই আল্লাহ তা'আলার উপস্থিতি সম্পর্কে সচেতনতা, পুরস্কার হারানো এবং শাস্তির ভয়, আল্লাহ তা'আলাকে স্মরণ করে নিজেকে রক্ষা করা, পাপ কর্ম বর্জন করা এবং ভাল কাজের উৎকৃষ্টতা অর্জনে চেষ্টা করা ইত্যাদি)*। যার ফলে অনেক বিষয়ে অন্য ভাষায় শুধুমাত্র একটা শব্দ ব্যবহারে অনুবাদ করে আল-কুরআনের প্রকৃত ভাবার্থ বুঝানো অত্যন্ত কঠিন কাজ অর্থাৎ সম্ভব নয়। তাই অন্য ভাষায় আল-কুরআনের অনুবাদ উল্লেখ করার সময় বলতে হয়, "আল্লাহ তা'আলা যা বলেছেন তার সম্ভাবিত অর্থ [*possible meaning*]"। প্রতিটি আয়াতের অনুবাদ লেখার সময় এই বাক্যটি উল্লেখ করা উচিত, কিন্তু যেহেতু এই লেখায়

অসংখ্য আয়াত তথ্যনির্দেশ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে সেহেতু প্রতিবারই এই বাক্য উল্লেখ করা সম্ভব নয় তাই এখানে একবার পাঠকমণ্ডলীকে এ ব্যাপারে স্মরণ করানো হলো যাতে তারা আয়াতের অনুবাদ পড়ার সময় এ বিষয়টি মনে রাখেন। পাঠকমণ্ডলীর সুবিধার্থে প্রতিটি আয়াতের ব্যাপারে সূরা নাম এবং নম্বর উল্লেখ করা হয়েছে যাতে প্রয়োজনে তারা এই সমস্ত আয়াতের বিস্তারিত ব্যাখ্যা অনুসন্ধান করতে পারেন।

রাসূল (সা.)-এর অসংখ্য হাদীস সংগ্রহ করে বিভিন্ন সূত্রে সংকলন করা হয়েছে তাই হাদীস গ্রন্থগুলো বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত। এই সমস্ত সংকলনের মধ্যে ছয়টি সূত্র বা গ্রন্থকে 'সিহাহে সিত্তাহ' হিসেবে আমাদের কাছে বিদ্যমান আছে, যেমন : সহীহ আল-বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, সুনান আবু দাউদ, ইবনে মাজা এবং আন-নাসাঈ ইত্যাদি। এই লেখায় যে সমস্ত হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে তার সবগুলোই উল্লিখিত হাদীস গ্রন্থসমূহ থেকে গ্রহণ করার চেষ্টা করা হয়েছে এবং প্রতিটি হাদীস উল্লেখ করে বন্ধনীর [*bracket*] মধ্যে তার সূত্রের নাম দেয়া হয়েছে। তাছাড়া আত-তাবারী, মুসনাদে আহমাদ, বাইহাকী এবং আরও অন্যান্য থেকেও হাদীস গ্রহণ করা হয়েছে।

আল-কুরআনের আয়াত ও হাদীসের অনুবাদে ব্যবহৃত গভীর অর্থবহ শব্দকে পরিষ্কার করে বুঝানোর জন্য বন্ধনীর মধ্যে বাঁকা ছাদের ছাপায় [*italic*] বন্ধনীর মধ্যে ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। তাই আয়াতের অনুবাদ পড়ার সময় পাঠকমণ্ডলীকে মনে রাখতে হবে যে, বন্ধনীর মধ্যে উল্লিখিত বর্ণনা মূল আয়াতের আক্ষরিক অর্থ নয় তবে আয়াতের ভাবার্থের সাথে সম্পৃক্ত। তাছাড়া গুরুত্বপূর্ণ কোনো কোনো বিষয় পরিষ্কারভাবে বুঝার জন্য বিভিন্ন authentic সূত্রের সাহায্যে উক্ত বিষয়ের উপর মন্তব্য ও সমালোচনাও বাঁকা ছাদের ছাপে দেয়া হয়েছে। আরো কিছু বিশেষ ক্ষেত্রে প্রয়োজন অনুযায়ী আল-কুরআন এবং হাদীসের অর্থ পরিষ্কারভাবে বুঝানোর জন্য বাংলা ও ইংরেজী অনুবাদ এক সাথে অথবা আলাদা করে উল্লেখ করা হয়েছে।

আদম সন্তানকে সৎপথে পরিচালিত করার জন্য আল্লাহ তা'আলা মানব জাতির কাছে বহু নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন। তাদের মধ্যে সব রাসূলই ছিলেন নবী কিন্তু নবীরা কেউ রাসূল নন অর্থাৎ রাসূলগণ আসমানী কিতাবসহ মানব জাতির কাছে প্রেরিত হয়েছিলেন যেমন– নূহ, ইব্রাহীম, মূসা, ঈসা এবং মুহাম্মদ (সা.) আর নবীদের কাছে কোনো আসমানী কিতাব নাযিল করা হয়নি একমাত্র দাউদ ও ইদ্রীস (আ.) ব্যতিরেকে। আল-কুরআনে সর্বমোট ২৫ জন নবী-রাসূলের নাম আল্লাহ তা'আলা উল্লেখ করেছেন।

www.pathagar.com

উল্লেখযোগ্য উক্তি বা উচ্চারণ সম্পর্কে সতর্কতা

সংক্ষিপ্ত শব্দ	সংজ্ঞা
(সা.)	সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (শেষ রাসূল মুহাম্মদ (সা.) এর ক্ষেত্রে)
(আ.)	আলাইহিস সালাম (সব নবী-রাসূলদের ক্ষেত্রে)
(রা.)	রাদিআল্লাহু আনহু (পুরুষ সাহাবা)
	রাদিআল্লাহু আনহা (মহিলা সাহাবা)
	রাদিআল্লাহু আনহুমা (দুইজন সাহাবা)
	রাদিআল্লাহু আনহুম (দুইয়ের অধিক সাহাবা)
(রাহ.)	রাহিমাহুল্লাহ (পরলোকগত আলেম এবং পরহেযগার মুসলিমদের ক্ষেত্রে)

পাঠকমণ্ডলীকে অনুরোধ করা হচ্ছে যে, আপনারা বই পড়ার সময় যখনই এই সংক্ষিপ্ত শব্দগুলোর সম্মুখীন হবেন তখনই শব্দের পুরো বাক্যটি উচ্চারণ করলে ইনশাআল্লাহ সওয়াবের ভাগী হবেন। আল্লাহ তা'আলা, তার প্রেরিত সব নবী-রাসূল, রাসূলদের সঙ্গী-সাথি এবং সব নিবেদিত মুসলিম আলেমদের (scholars) প্রতি সম্মান দেখানো ও ভালোবাসার বহির্প্রকাশ হিসেবে এই সমস্ত বাক্য তাদের নামের সাথে উচ্চারণ করা হয়। বিশেষ করে আল্লাহ তা'আলার হাবিব, শেষ রাসূল (সা.)-এর নামের সাথে দরূদ পড়া এবং সালাম পাঠানোর আদেশ মু'মিনদেরকে আল্লাহ তা'আলা আল-কুরআনে দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা নিজে এবং তাঁর ফিরিশতাগণও নবীর জন্য সালাত প্রেরণ করেন।

إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَـٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِىِّ ۚ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ صَلُّوا۟ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا ٥٦

"আল্লাহ ও তাঁর ফিরিশতাগণ নবীর প্রতি সালাত *(রহমত, দোয়া ও প্রশংসাকীর্তন ইত্যাদি)* প্রেরণ করেন। হে মু'মিনগণ! তোমরা নবীর জন্যে সালাত *(রহমতের তরে দোয়া)* প্রার্থনা করো এবং তাঁর প্রতি সালাম প্রেরণ কর।" *(৩৩-আহযাব : ৫৬)।* [*(তাই নবী (সা.) এর প্রতি দরূদ ও সালাম প্রেরণ করায় মু'মিনদের অত্যন্ত যত্নবান হওয়া উচিত, প্রকৃতপক্ষে মু'মিনদের জন্য এ কাজটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার কারণ আল্লাহ তা'আলা এবং তাঁর ফিরিশতারা যে কাজ করেন সেরকম কাজ করার সুযোগ দিয়ে আল্লাহ তা'আলা মুসলিমদেরকে সম্মানিত করে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। অধিকাংশ ইমামের মতে রাসূল (সা.) এর নাম বললে বা শুনলে দরূদ পাঠ করা ওয়াজিব হয়ে যায়, কারণ হাদীস শরীফে এ ব্যাপারে অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে এবং দরূদ পাঠ না করলে শাস্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। রাসূল (সা.) বলেছেন, "সেই ব্যক্তি অপমানিত হোক যার সামনে আমার নাম উচ্চারণ করা হলে দরূদ পাঠ করে না অথবা সেই ব্যক্তি কৃপণ, যার কাছে আমার নাম উচ্চারণ করা হলে দরূদ পাঠ করে না।" (তিরমিযী)*

www.pathagar.com

একই মজলিসে বার বার নাম উচ্চারিত হলে একবার দরূদ পাঠ করলেই ওয়াজিব আদায় হয়ে যায়। কিন্তু প্রত্যেকবার পাঠ করা মুস্তাহাব (পবিত্র কুরআনুল করীম, অনুবাদ ও সম্পাদনা : মাওলানা মুহিউদ্দীন খান) তাই মুখে বলার সময় দরূদ যেভাবে পাঠ করা হয় তেমনভাবে লেখার সময় সংক্ষেপে (সা.) দেখে পুরো দরূদ পাঠ করতে হয়। একজন মু'মিনের জীবন যাপন এবং তার ব্যবহার কাজকর্ম সব কিছুই আল্লাহ তা'আলা এবং রাসূল (সা.)কে কেন্দ্র করে হবে, রাসূল (সা.) শুধুমাত্র দুনিয়াতেই মু'মিনদেরকে হিদায়েতের রাস্তা দেখাননি তিনি আখেরাতেও মু'মিনদের জন্য আল্লাহ তা'আলার কাছে সুপারিশকারী। শেষ বিচার দিবসে অন্যান্য নবী-রাসূলরা নিজ নিজ জাতির পক্ষে সুপারিশ করার সুযোগ পেলেও সর্বশেষে রাসূল (সা.)-এর সুপারিশকে বেশি গুরুত্ব দেয়া হবে। আল্লাহ তা'আলা রাসূল (সা.) কে এ রকম ক্ষমতা দিয়ে অন্যদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন এবং মুসলিমদের প্রতি অশেষ অনুগ্রহ ও দয়া দেখিয়েছেন তাই রাসূল (সা.) এর উম্মত হিসেবে তাঁকে ভালোবাসা, তাঁর প্রতি সালাত, দরূদ এবং সালাম পাঠানো মু'মিনদের জন্য আনন্দের ব্যাপার, যে কাজে মু'মিনরা ক্লান্ত হবে না বরং মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তারা এ কাজ ইনশাআল্লাহ স্বতঃস্ফূর্তভাবে করে যাবেন।

www.pathagar.com

অধ্যায় : ১

জ্ঞান অর্জনের জন্য প্রশ্ন করার প্রয়োজনীয়তা

সর্ববিষয়ে প্রশ্ন করে উত্তর জানা মানব চরিত্রের একটা উল্লেখযোগ্য এবং প্রশংসনীয় বৈশিষ্ট্য। এ জন্যই মানব জাতি আল্লাহ তা'আলার অন্যান্য সৃষ্টির তুলনায় আলাদা, "আশরাফুল মাখলুকাত" সৃষ্টির সেরা জীব। প্রশ্ন একমাত্র তারাই করেন যারা অজানা বিষয়ে জানার জন্য উদ্দীপিত হয়ে অনুপ্রাণিত হয়ে থাকেন। প্রশ্ন ব্যতিরেকে সাধারণত কোন অজানা বিষয়ে উত্তর পাওয়া যায় না। তাই যে কোন বিষয়ে জ্ঞান অর্জনের জন্য প্রশ্ন করাটা একটা সুপরিচিত অন্যতম পদ্ধতি, যা মানব জাতির গোড়া পত্তন থেকে সুপ্রতিষ্ঠিত। মানব সন্তানের প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণে ও জীবন যাপনকে সহজ করার প্রয়োজনে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নতির ক্রমবিকাশে গঠনমূলক প্রশ্ন করে, তার সঠিক সমাধান বের করার জন্য মানব সন্তান সর্বদাই ধৈর্যসহ অক্লান্ত শ্রম দিয়ে গবেষণায় নিয়োজিত আছেন। যার ফলশ্রুতিতে সমাজবিজ্ঞান, অর্থনীতি, প্রযুক্তিবিজ্ঞান, চিকিৎসা শাস্ত্র, চিত্তবিনোদন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা ইত্যাদিতে অপ্রত্যাশিত উন্নতি হয়েছে। বিশেষ করে জীবন যাপনের পদ্ধতি সহজ থেকে সহজতর করার জন্য প্রতিদিনই নতুন নতুন বস্তু আবিষ্কার করা হচ্ছে। একটা প্রশ্নের সমাধান করতে গিয়ে আরেকটা নতুন প্রশ্নের সৃষ্টি হচ্ছে, যার উত্তর অনুসন্ধানে আরও নতুন পদ্ধতিতে গবেষণার সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে। আদম সন্তান ছাড়াও আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টিকুলের আরেকটা অন্যতম সৃষ্টি এবং অদৃশ্য সদস্য হচ্ছে "ফিরিশতা"। তাদের চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সর্বদাই আল্লাহ তা'আলার আদেশ পালনে বাধ্য থাকা তাই কোন বিষয়ে পছন্দ-অপছন্দ করা অথবা যাচাই করে বেছে নেয়ার কোন স্বাধীনতা তাদের নেই। ফলে আল্লাহ তা'আলার হুকুম [*আদেশ*] মান্য করার জন্য তারা সর্বক্ষণ নিয়োজিত থাকেন। আদম সন্তানের মতো তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে প্রবৃত্তির চাহিদা, লোভ-লালসা, যৌনবাসনা, সন্তান-সন্ততি উৎপাদন ও ধন-সম্পত্তির প্রতি কোন আকর্ষণ নেই, তাই যুক্তির সাথে বলা যায়, কোন ব্যাপারেই তাদের কোন প্রশ্ন থাকার কথা নয়। তা সত্ত্বেও মানব সৃষ্টির পূর্বে আল্লাহ তা'আলা যখন ফিরিশতাদেরকে বললেন, "বস্তুত, আমি পৃথিবীতে প্রতিনিধি [*মানব জাতির বংশ পরম্পর প্রতিনিধি*] সৃষ্টি করিতেছি।" তখন তারা [*ফিরিশতারাও*] প্রশ্ন করে প্রতিনিধির প্রকৃতি সম্পর্কে জানার জন্য উদ্দীপিত হয়েছিলেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

www.pathagar.com

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَٰٓئِكَةِ إِنِّى جَاعِلٌ فِى ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوٓا۟ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَآءَ

وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّىٓ أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

"স্মরণ করো যখন তোমার প্রতিপালক ফিরিশতাদের বলিলেন, 'আমি পৃথিবীতে প্রতিনিধি [*মানব জাতি, বংশ পরম্পর প্রতিনিধি*] সৃষ্টি করিতেছি। তাহারা [*ফিরিশতারা*] বলিল, 'আপনি কি সেখানে এমন কাহাকেও সৃষ্টি করিবেন যে অশান্তি ঘটাইবে ও রক্তপাত করিবে? আমরাই তো আপনার সপ্রশংস স্তুতিগান ও পবিত্রতা ঘোষণা করি। "তিনি বলিলেন, 'আমি জানি যাহা তোমরা জানো না।" *(২-বাকারাহ : ৩০)*

মানুষ যেহেতু ফিরিশতাদের তুলনায় সম্পূর্ণরূপে আলাদা এবং প্রবৃত্তির স্বাধীনতা [*মন-হৃদয়ে*] ও পছন্দ-অপছন্দ করার শক্তি নিয়েই সৃষ্টি হয়েছে, সেহেতু অজানা বিষয়ে, কম জানা বিষয়ে, অপরিষ্কারভাবে জানা বিষয়ে, জ্ঞানের দৃঢ়তা ও পরিপূর্ণতা অর্জনের এবং হৃদয়ের প্রশান্তির জন্য, প্রশ্ন করে জ্ঞান অর্জন করা অথবা জানা, তার [*মানুষের*] চরিত্রের একটা অন্যতম বৈশিষ্ট্য হতে পারে। তাই প্রশ্ন করার স্বাধীনতা যেমন তার আছে, তেমন ভালো-মন্দ সবরকম প্রশ্ন করার অধিকারও তার আছে। মানব জাতির জন্য আল্লাহ তা'আলার সীমাহীন অনুগ্রহের মধ্যে একটা অন্যতম অনুগ্রহ হলো, মানব সন্তানের কথা বলার যোগ্যতা এবং ভাষায় মনের ভাব ব্যক্ত করে ও লিখে সবার সাথে যোগাযোগ সৃষ্টি করার ক্ষমতা। মানবকে সৃষ্টি করার পরই আল্লাহ তা'আলা তাকে কথা বলার শিক্ষা দিয়েছেন, যাতে মানব সন্তান প্রশ্ন করে, বই পড়ে, গবেষণা এবং বিভিন্ন পদ্ধতিতে শিখে জ্ঞান অর্জন করতে পারেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

خَلَقَ ٱلْإِنسَٰنَ ۝ عَلَّمَهُ ٱلْبَيَانَ ۝

"তিনিই সৃষ্টি করিয়াছেন মানুষ, তিনিই তাহাকে [*মানুষকে*] শিখাইয়াছেন ভাব প্রকাশ করিতে।" *(৫৫-রহমান : ৩, ৪)*

ٱلَّذِى عَلَّمَ بِٱلْقَلَمِ ۝ عَلَّمَ ٱلْإِنسَٰنَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۝

"যিনি [*আল্লাহ*] কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন, শিক্ষা দিয়াছেন মানুষকে যাহা সে জানিত না।" *(৯৬-আলাক : ৪, ৫)*

তাই বলা যায়, আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টির সেরা জীব এবং পৃথিবীতে নিয়োজিত প্রতিনিধি হিসেবে প্রত্যেক ব্যক্তির দায়িত্ব হচ্ছে প্রশ্ন করে অজানা বিষয়ে জেনে নিয়ে সঠিকভাবে জ্ঞান অর্জন করা। তবুও ঈমানদার মুমিন/মুসলিমের কাছ থেকে "আল্লাহ তা'আলা কে বা তার পরিচয় কী", এই ধরনের প্রশ্নের উদ্রেকে নিশ্চয়ই

www.pathagar.com

বিস্মিত হওয়ার যথেষ্ট কারণ আছে। তথাপি প্রশ্নকারী যদি বয়স্ক ব্যক্তি হয়, তাহলে তো আশ্চর্যের সীমা আর থাকে না। অথচ গভীরভাবে চিন্তা করলে একটা বিষয় পরিষ্কার যে, জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে জাতি, ধর্ম ও বয়স কোন ব্যাপার নয়। মানব সন্তান জন্মের পর থেকে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত জীবন যাপনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবহারিক এবং আধ্যাত্মিক জ্ঞান অর্জন করে থাকেন তাই সে হচ্ছে অফুরন্ত জ্ঞানের বিদ্যালয়ে আজীবনের তরে একজন শিক্ষার্থী। ইসলাম ব্যতিরেকে অন্য ধর্মাবলম্বীর ঘরে জন্ম নিয়ে জীবন যাপনে ধর্মের প্রভাব ও বিশ্বাসের ভিত্তির সত্যতা সম্পর্কে অনেকেই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে থাকেন। যার ফলে উদ্ভূত প্রশ্নের সঠিক উত্তর এবং সত্যের সন্ধানে তারা যাত্রা শুরু করেন। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায়, খৃষ্টানদের ধর্মীয় বিশ্বাসের ভিত্তি ও তার ব্যাখ্যা অধিকাংশ খৃষ্টানদের কাছে পরিষ্কার নয়, বিশেষ করে ঈসা (আ.) সম্পর্কে। ঈসা (আ.) কে আল্লাহ তা'আলার পুত্র হিসেবে সাব্যস্ত করে ট্রিনিটিতে [*"একের ভেতর তিন"*] বিশ্বাস করা। এজন্যই সত্য সন্ধানী ব্যক্তিদের অনেকেই আল্লাহ তা'আলা এবং ঈসা (আ.) প্রকৃত পরিচয় সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে জ্ঞান অর্জনের জন্য আল-কুরআনের সান্নিধ্যে এসে ধর্মান্তর হয়ে ইসলাম ধর্মে প্রত্যাবর্তন করেন, যা আল্লাহ তা'আলার সীমাহীন দয়ায় প্রতিদিনই ঘটছে। বর্তমানে তাদের মধ্যে উল্লেখ্য ব্যক্তিরা হচ্ছেন, আমেরিকার শেখ হামযা ইউসুফ, ইমাম জায়েদ সাকের, প্রফেসর জিফ্রেরী ল্যাঙ্গ, ড. জামাল আল-দিন এম. যারাবুজু, ইমাম শুয়াইব ওয়েব, ইমাম সিরাজ ওয়াহাজ, ড. আবদুল্লাহ কুইক, সিসটার ন্যানসি আলী ইত্যাদি, আর ব্রিটেনের ইউসুফ ইসলাম [*ক্যাট স্টিভেনস*]। তাদের বর্ণিত অতীত জীবনের ইতিহাস থেকে জানা যায়, প্রশ্ন করার মাধ্যমেই তারা সত্যের সন্ধান পেয়ে ইসলাম ধর্মে প্রত্যাবর্তন করেছেন। প্রফেসর ল্যাঙ্গ এ ব্যাপারে একটা বই লিখেছেন যার শিরোনাম হচ্ছে "Even Angels Ask"। এই বইয়ে মুখবন্ধে প্রফেসর ল্যাঙ্গ উল্লেখ করেছেন, সে তার বাবাকে প্রশ্ন করেন "Dad, do you believe in Heaven?" এর উত্তরে বাবা বললেন, "I could believe in Hell easily enough, because there's plenty of that on earth, but heaven"- he paused for a few seconds and then shook his head- "I can't conceive of it". এ ধরনের উত্তর প্রফেসর ল্যাঙ্গের জ্ঞান পিপাসু হৃদয়কে সন্তুষ্ট করতে পারেনি। তাই প্রফেসর ল্যাঙ্গ আরও লিখেছেন, "I continue to have problems with heaven, because evey time I imagined that it was within God's power to create such a world, I had to wonder why He created this one [*earth*]. Why, in other words, did He not place us permanently in heaven from the start, with us free of the weaknesses for which He would punish us with earthly suffering? Why not simply make us into

www.pathagar.com

angels or something better? Of course, I heard all the talk of God's infinite sense of justice; but I did not choose my nature; I did not create temptation; I did not ask to be born; and I did not eat from the tree! *(খৃষ্টানরা অরিজিন্যাল সীনে বিশ্বাস করে)* Did it occur to no one that the punishment far exceeded the crime?! Even if only an allegory, it does tell us something of the divine nature, something that is extremely difficult to reconcile with "love" and "mercy" অর্থাৎ খৃষ্টানদের বিশ্বাসের ভিত্তি হচ্ছে God's Love and Mercy, আল্লাহ তা'আলা নিজের পুত্র সন্তানকে ক্রুশে হত্যার মাধ্যমে তার প্রবাহিত রক্ত দিয়ে মানব জাতির সমস্ত পাপ মুছে দিয়েছেন।

তাই বলাবাহুল্য, মানুষ হিসেবে মুসলিম এবং অমুসলিম সকলের জন্য এই ধরনের প্রশ্ন করে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে প্রকৃত জ্ঞান অর্জন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, তথাপি মৌলিক দায়িত্ব ও কর্তব্য। আল্লাহ তা'আলা "এক ও অদ্বিতীয়, যার কোন শরীক নাই", অর্থাৎ তাওহীদে মুসলমানরা অবশ্যই বিশ্বাস করেন, এজন্যই তারা বিশ্বাসী হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছেন। তবুও প্রশ্ন করা যেতে পারে, বস্তুত সাধারণ মুসলিম হিসেবে আল্লাহ তা'আলার প্রকৃত পরিচয় সম্পর্কে আমরা কতটুকু জানি। আল্লাহ তা'আলার পরিচয় সম্পর্কে যতবেশী আমরা জানতে পারব, নিজেদের স্বার্থে ততবেশী আল্লাহ তা'আলাকে আমরা ভালোবেসে তাকে সর্বত্র ভয় করব এবং তার প্রদত্ত আসমানী কিতাবের আদেশ ও বিধি-নিষেধ অনুসারে জীবন প্রতিষ্ঠিত করতে অনুপ্রাণিত হব। আল্লাহ তা'আলা, যে দয়াময় পরম দয়ালু, সর্বোত্তম ক্ষমাকারী এবং ক্ষমা করতে ভালোবাসেন অথচ শাস্তি প্রদানেও তিনি অত্যন্ত কঠোর, সে ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে তার কাছে পুরোপুরিভাবে আত্মসমর্পণ করতে দ্বিধা করব না এবং তার ক্ষমা থেকেও নিরাশ হব না। মানুষ জাতির মধ্যে আল্লাহ তা'আলার পরিচয় এবং পরকাল, বেহেশত-দোজখ সম্পর্কে সবচেয়ে বেশী জ্ঞানী ছিলেন আল্লাহ তা'আলার মনোনীত নবী-রাসূলরা, এ ব্যাপারে রাসূল (সা.) এর জ্ঞান সম্পর্কে তার হাদীস থেকে আমরা আরও জানতে পারি।

আবু যার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "রাসূল (সা.) বলেছেন : আমি যা দেখতে পাচ্ছি, তোমরা তা দেখতে পাচ্ছো না। আকাশ উচ্চৈঃস্বরে শব্দ করছে, আর এর উচ্চৈঃস্বরে শব্দ করার অধিকার আছে। কেননা তাতে চার আঙ্গুল পরিমাণ জায়গায়ও খালি নাই বরং ফিরিশতারা তাতে আল্লাহর জন্যে সিজদায় তাদের কপাল ঠেকিয়ে রেখেছেন। আল্লাহর শপথ! আমি যা জানি, যদি তোমরা তা জানতে পারতে, তাহলে তোমরা হাসতে কম, কাঁদতে বেশী; আর তোমরা

www.pathagar.com

স্ত্রীদের সাথে বিছানায় শুয়ে আমোদ-আহলাদ করতে না এবং মহান আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়ার জন্যে বনে জঙ্গলে বেরিয়ে যেতে।" (তিরমিযী, রিয়াদুস সালেহীন, খণ্ড ২, নম্বর ৪০৬) । নবী-রাসূলরা অনেকেই আল্লাহ তা'আলার ক্ষমতা স্বচক্ষে দেখার জন্য প্রশ্ন করেছিলেন আল্লাহ তা'আলা কীভাবে মৃতকে জীবিত করেন। এমনকি আল্লাহ তা'আলাকে এই দুনিয়াতেই খালি চোখে দেখার ইচ্ছাও প্রকাশ করেছিলেন। আল্লাহ তা'আলার পরিচয় সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি জ্ঞানী হওয়া সত্ত্বেও নবী-রাসূলরাও প্রশ্ন করতেন। তাই নিশ্চিতভাবে বলা যায়, জ্ঞান অর্জনের জন্য আমাদের মতো সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে প্রশ্ন করাটা অতি স্বাভাবিক, প্রত্যাশিত এবং বস্তুত প্রশংসার ব্যাপার।

জ্ঞান অর্জনের পন্থা

মানব সন্তানরা সাধারণত তিন পদ্ধতিতে জ্ঞান অর্জন করে থাকেন। জ্ঞান পিপাসার্ত ব্যক্তির জ্ঞান অর্জনের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে কোন বিষয়ের সত্যতা সম্পর্কে সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণ করা, যাতে সে বিষয়ের উপর বিশ্বাস স্থাপনে তার কোন প্রকার সন্দেহ এবং দ্বিধা সংকোচ না থাকে। সন্দেহ মুক্ত হয়ে নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করাকে আরবী ভাষায় বলা হয় "ইয়াকীনের" সাথে বিশ্বাস করা। কোন বিষয়ের উপর দৃঢ় বিশ্বাস বা "ইয়াকীন" অর্জনের জন্য আল- কুরআনে আল্লাহ তা'আলা তিন ধরনের পদ্ধতির কথা উল্লেখ করেছেন। যেমন :

১) ইলমুল ইয়াকীন অর্থাৎ যুক্তি ও জ্ঞান ভিত্তিক বিশ্বাস।

২) আইনুল ইয়াকীন অর্থাৎ চোখে দেখে বা দৃষ্টি ভিত্তিক বিশ্বাস।

৩) হাক্কুল ইয়াকীন অর্থাৎ বাস্তববোধ ভিত্তিক বিশ্বাস।

জ্ঞান অর্জনের জন্য আল্লাহ তা'আলাই মানুষকে বিভিন্ন পদ্ধতির উদ্ভাবন করার শিক্ষা দিয়েছেন। তাই মানুষ প্রকৃতিগতভাবে [*Naturally*] সাধারণত উল্লিখিত তিন পদ্ধতিতে জ্ঞান অর্জন করে থাকেন। আরও সহজ ভাষায় এই পদ্ধতিগুলোর সম্পর্কে বুঝাতে বলা যায় :

১) গল্প শুনে, বই পড়ে এবং সত্যবাদীর মুখে গল্প শুনে জ্ঞান অর্জন করা [*ইলমুল ইয়াকীন*]

২) স্বচক্ষে দেখে, তার সত্যতা প্রমাণের মাধ্যমে [*আইনুল ইয়াকীন*]

৩) স্বচক্ষে দেখে এবং নিজের হাত দ্বারা স্পর্শ করে সত্যতা প্রমাণের মাধ্যমে [*হাক্কুল ইয়াকীন*]।

www.pathagar.com

উপরোল্লিখিত পদ্ধতির মধ্যে তিন নম্বর পদ্ধতি হচ্ছে কোন বিষয়ের উপর নিশ্চিতভাবে জ্ঞান অর্জনের জন্য উত্তম পদ্ধতি এবং কোন বিষয়ের উপর দৃঢ় বিশ্বাসের জন্যও নির্ভুল ব্যবস্থা। এ ব্যাপারে উল্লেখ্য : প্রথম শ্রেণীতে পড়ার সময় অংকের স্যার বলেছিলেন ২+২= ৪ হয়। ছোট বয়সে ২+২= ৪ হওয়ার কারণ কি, কেনই বা ৪ ছাড়া অন্য নম্বর হতে পারবে না সেটা বুঝার ক্ষমতা আমাদের ছিল না। অংকের স্যার বলেছেন, তদুপরি তিনি একজন জ্ঞানী ও সম্মানিত ব্যক্তি তাই সে কখনও মিথ্যা বলতে পারেন না। যার জন্য ৪ হওয়ার কারণটা বুঝতে না পারলেও স্যারের কথা সত্য হিসেবে আমরা বিশ্বাস করেছিলাম। কিন্তু পরবর্তীতে উপরের শ্রেণীতে পড়ার সময় ২+২= ৪ হওয়ার পেছনে কারণ কি সেটা ভালোভাবে বুঝতে পেরেছিলাম। তদুপরি গবেষণা ও অনুসন্ধানের মাধ্যমে ২+২= ৪ হওয়ার যুক্তির উপর দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করেছি যা মৃত্যুর আগ পর্যন্ত পরিবর্তন হবে না, ইনশাআল্লাহ।

আরেকটা উদাহরণ হচ্ছে, ভূগোলবিদ্যার বইয়ে পড়েছিলাম চীন [*চায়না*] নামে এক দেশ আছে, ভূমণ্ডলে তার অবস্থান বাংলাদেশের পূর্বদিকে। তখন চীন দেশে ভ্রমণ করে স্বচক্ষে দেখার সৌভাগ্য আমাদের হয়নি, খুব অল্প সংখ্যক লোকের ভাগ্যে এ সুযোগ ঘটে। তাই ভূগোলবিদ্যার স্যার এবং ভূগোলবিদ্যার বই যে ব্যক্তি লিখেছেন, তাদের কথা/গল্পই ছিল আমাদের বিশ্বাস স্থাপনের জন্য যথেষ্ট। পরবর্তী সময়ে অনেকের সৌভাগ্যে হয়েছে চীন দেশে ভ্রমণ করার, স্বচক্ষে দেখার এবং লোকজনের সঙ্গে কথা বলার। এইভাবেই ভূগোলবিদ্যার শিক্ষকের এবং ভূগোল বইয়ের লেখকের কথার সত্যতা প্রমাণ হয়েছে, চীন দেশ সম্পর্কে আমাদের বিশ্বাস আরও দৃঢ় হয়েছে। কারণ জ্ঞান অর্জনের জন্য এবং কোন বিষয়ের সত্যতা প্রমাণের জন্য যে কয়টা পদ্ধতি আছে তার সবগুলোই চীন দেশের ব্যাপারে আমরা ব্যবহার করেছি।

আল্লাহ তা'আলার উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছি এবং আল্লাহ তা'আলার উপর বিশ্বাসকে আমরা আরও দৃঢ় করতে চাই, সেটা কিভাবে সম্ভব। চীন দেশে ভ্রমণ করে স্বচক্ষে দেখে চীন দেশ সম্বন্ধে আমাদের বিশ্বাস আরও দৃঢ় করেছি কিন্তু আল্লাহ তা'আলার নিকট স্বশরীরে ভ্রমণ করে তাকে স্বচক্ষে দেখার সুযোগ পৃথিবীতে জীবিত থাকা অবস্থায় কোন মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয়। তবে ইনশাআল্লাহ, বিশ্বাসীরা অবশ্যই আল্লাহ তা'আলার নিকট ভ্রমণের সুযোগ পাবেন এবং আল্লাহ তা'আলাকে স্বচক্ষে দেখার সুযোগও বিশ্বাসীরা পাবেন, সেটাতো অনেক পরের/দূরের কথা অর্থাৎ মৃত্যুর পর, কিয়ামত দিবসে শেষ বিচারের পর। পার্থিব জীবনে যারা আল্লাহ তা'আলা এক, অদ্বিতীয় এবং তার কোন শরীক নাই,

www.pathagar.com

অর্থাৎ জীবিত অবস্থায় তাওহীদে বিশ্বাস করে না, তাদের জন্য কিয়ামতের দিনে তাওহীদে বিশ্বাস কোন কাজে আসবে না এবং দুর্ভাগ্যবশতঃ তারা আল্লাহ তা'আলাকে স্বচক্ষে দেখার সুযোগ পাবে না। প্রকৃতপক্ষে আদম (আ.) থেকে শুরু করে কিয়ামত পর্যন্ত যত আদম সন্তান পৃথিবীতে এসেছেন এবং আগামীতে আসবেন তারা সকলেই [*মানব সন্তানের রূহ*] জন্মের পূর্বেই আল্লাহ তা'আলা যে তাদের একমাত্র মা'বুদ, তা বিশ্বাস করে আল্লাহ তা'আলার নিকট এ ব্যাপারে স্বীকারোক্তির মাধ্যমে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছেন [*এটা হচ্ছে মানব সন্তানের সহজাত প্রকৃতি বা আল-ফিতরাত*]। অথচ মানুষ পৃথিবীতে এসে অদৃশ্য শয়তানের অনুপ্রেরণায়, পরিবার ও সমাজ এবং পরিবারে প্রতিষ্ঠিত ধর্মের প্রভাবে আল্লাহ তা'আলার সাথে অন্য সৃষ্টিকে শরীক করেন। এই প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِيٓ ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا۟ بَلَىٰ

شَهِدْنَآ أَن تَقُولُوا۟ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَـٰذَا غَـٰفِلِينَ ﴿١٧٢﴾

أَوْ تَقُولُوٓا۟ إِنَّمَآ أَشْرَكَ ءَابَآؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّنۢ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴿١٧٣﴾

وَكَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْـَٔايَـٰتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿١٧٤﴾

"স্মরণ করো, তোমার প্রতিপালক আদম সন্তানের পৃষ্ঠদেশ হইতে তাহার বংশধরকে [*প্রত্যেক ব্যক্তির রূহকে, যা জন্মের আগ পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলার কাছে জমা থাকে*] বাহির করেন এবং তাহাদিগের নিজদিগের সম্বন্ধে স্বীকারোক্তি গ্রহণ করেন এবং বলেন, 'আমি কি তোমাদিগের প্রতিপালক নহি? তাহারা [*আদম সন্তানের রূহ*] বলে, "নিশ্চয়ই, আমরা সাক্ষী রহিলাম।' এই স্বীকৃতি গ্রহণ এই জন্যে যে, তোমরা যেন কিয়ামতের দিন না বল, আমরা তো এই বিষয়ে গাফিল ছিলাম।

কিংবা তোমরা যেন না বল, 'আমাদিগের পূর্ব পুরুষগণই তো আমাদিগের পূর্বে শিরক করে, আর আমরা তো তাহাদিগের পরবর্তী বংশধর; তবে কি পথভ্রষ্টদিগের কৃতকর্মের জন্য তুমি আমাদিগকে ধ্বংস করিবে?

এইভাবে বিশদভাবে বিবৃতি করি যাহাতে তাহারা প্রত্যাবর্তন করে।" *(৭-আরাফ : ১৭২-১৭৪)*

এ প্রসঙ্গে হাদীস থেকে আরও জানা যায় : *The Messenger of Allah (SA) said' "Every child is born on the state of Fitrah* (*সহজাত বা সত্য প্রকৃতি*) *and his/her parents convert him/her to Judaism or Christianity or Magianism* (*মূর্তি ও অগ্নিপূজক*)*, as an animal delivers a perfect baby animal. Do you find him multilated?" (Sahee Al-Bhukhari, Vol. 2, Hadith No. 467)*

www.pathagar.com

তাই দুনিয়ার জীবনে অধিকাংশ মানুষই পূর্ব-পুরুষের প্রতিষ্ঠিত ধর্মকেই নিজেদের ধর্ম হিসেবে গ্রহণ করে আল্লাহ্ তা'আলার সাথে শরীক দাঁড় করায়। কিন্তু শেষ বিচার দিবসে আল্লাহ্ তা'আলার সম্মুখে নিজের পাপের জন্য অন্য কাউকে দোষী করার সুযোগ মানুষের জন্য আর থাকবে না। নিজের মা-বাবা, পূর্বপুরুষ এবং সমাজের মানুষ দিয়ে প্রভাবিত হয়ে বিধর্মী হলেও নিজের পাপের জন্য তাদের উপর দোষ চাপিয়ে দিতে পারবে না। অতএব সহজাত প্রকৃতির প্রভাবে প্রতিটা মানুষের উচিত ধর্মের ভিত্তি সম্পর্কে প্রশ্ন করে সঠিক উত্তর অনুসন্ধান করে আল্লাহ তা'আলা সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞান অর্জন করা। কারণ সহজাত প্রকৃতির প্রভাবে প্রতিটা আদম সন্তানই আল্লাহ্ তা'আলার একত্ববাদে বিশ্বাস করার যোগ্যতা রাখেন অথচ অধিকাংশ মানুষই আল্লাহ্ তা'আলার সাথে অন্য কাউকে শরীক স্থির করে অবিশ্বাসী হয়ে যায়। আল্লাহ্ তা'আলা আরও বলেছেন মানুষ কেন তার সত্যপ্রকৃতি [*ফিতরাত*] পরিবর্তন করে বিপথগামী হয়।

وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱلَّذِىٓ ءَاتَيْنَٰهُ ءَايَٰتِنَا فَٱنسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ ٱلشَّيْطَٰنُ فَكَانَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ ﴿١٧٥﴾

"তাহাদিগের ঐ ব্যক্তির [*দুর্বলচিত্ত, লোভী, উদ্ধত এবং জাহেল বা অজ্ঞ*] বৃত্তান্ত পড়িয়া শুনাও যাহাকে আমি দিয়াছিলাম নিদর্শন অতঃপর সে উহা বর্জন করে ও শয়তান তাহার পিছনে লাগে, আর সে বিপথগামীদের অন্তর্ভুক্ত হয়।" *(৭-আরাফ : ১৭৫)*

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা আল-কুরআন পাঠিয়েছেন মানুষের জন্য নিদর্শন হিসেবে কিন্তু অধিকাংশ মানুষ আল-কুরআনের উপর বিশ্বাস করা থেকে মুখ ফিরায়। যা হোক, শেষ বিচার দিবসেও আল্লাহ্ তা'আলা অবিশ্বাসীদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবেন। শেষ বিচার দিবসে বিচার সমাপ্ত হওয়ার পর বিশ্বাসীরা যে আল্লাহ্ তা'আলাকে স্বচক্ষে দেখবেন সে ব্যাপারে আল-কুরআনের শাশ্বত বাণী এবং রাসূল (সা.) এর হাদীস থেকে জানা যায়। আল্লাহ্ তা'আলা এ প্রসঙ্গে বলেছেন :

وَٱللَّهُ يَدْعُوٓا۟ إِلَىٰ دَارِ ٱلسَّلَٰمِ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٢٥﴾

"For those who have done good is the best, and even more. Neither darkness nor dust nor any humiliating disgrace shall cover their faces, they are the dwellers of Paradise, they will abide there in forever." *(10-Younus, 26)*

In this ayat Allah (SWT) said, "For those who have done good is the best, and even more" meaning of this; the reward on the good deeds one multiplied ten times to seven hundred times and even more on the top of that. The reward for believe in Allah (SWT) and followed by good deeds are includes what Allah will give them in Paradise, such as: 1.The palaces 2.Al- Hur (Virgins of Paradise) 3. And His (SWT)

www.pathagar.com

pleasure upon them 4. He (SWT) will give them what was hidden for them of the delight of their eyes.

And Allah (SWT) will grant for them on the top of all these and even better: the honour of looking (seeing) at His (SWT) noble face. This surprising re-ward of course believers will not deserve because of their actions/deeds, but rather they will receive it Insha Allah by the grace of Allah and his Mercy. This was the explanation of above Ayah. (Ibn Kathir, Vol. 4, Page 593). The Messenger of Allah (SWT) further said, 'When the people of Paradise enter Paradise, a caller will say: 'O people of Paradise, Allah has promised you something that He wishes to fulfill.' They will reply: 'What is it? Has He not made our Scale heavy? Has He not made our faces white and delivered us from Fire?' Allah will then remove the veil and they will see Him. By Allah, they have not been given anything dearer to them and more delightful than looking at Him." (Ahmad 4:333, Muslim 1:163, Ibn Kathir, Vol. 4, page 594).

আল্লাহ্ তা'আলা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনে তিন পদ্ধতি

এখন আলোচনা করা যাক, মানব সন্তানের মধ্যে কারা উল্লিখিত তিন পদ্ধতির মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা সম্পর্কে বিশ্বাসের দৃঢ়তা অর্জন করেছিলেন। পৃথিবীতে জীবিত থাকা অবস্থায় দুইজন রাসূলের সাথে আল্লাহ্ তা'আলা সরাসরি কথা বলেন। একজন আমাদের প্রাণপ্রিয় রাসূল (সা.) আর অন্যজন মূসা (আ.)। রাসূল (সা.) আল-ইসরা ও মিরাজের রাতে আল্লাহ্ তা'আলার নৈকট্য লাভের [*শারীরিকভাবে আল্লাহ্ তা'আলার নিকটবর্তী হওয়ার*] সুযোগ পেয়েছিলেন। রাসূল (সা.) কে মিরাজে নিয়ে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সঙ্গে কথা বলেছেন, তবে রাসূল (সা.) আল্লাহ্ তা'আলাকে স্বচক্ষে দেখতে পারেননি [এ সম্পর্কে আলেমদের বিভিন্ন মতামত রয়েছে]। আল-ইসরা ওয়া আল-মিরাজ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন,

سُبْحَٰنَ ٱلَّذِىٓ أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِۦ لَيْلًا مِّنَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ إِلَى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْأَقْصَا ٱلَّذِى بَٰرَكْنَا حَوْلَهُۥ لِنُرِيَهُۥ

مِنْ ءَايَٰتِنَآ ۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ۝١

"পবিত্র ও মহিমান্বিত তিনি যিনি তাঁহার বান্দাকে [*রাসূল (সা.)*] রজনীযোগে ভ্রমণ করাইয়াছিলেন মসজিদুল হারাম [*কা'বা*] হইতে মসজিদুল আকসায়, যাহার পরিবেশ করিয়াছিলাম বরকতময়, তাহাকে আমার নিদর্শন দেখাইবার জন্য; তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।" *(১৭-বনী ইসরাঈল : ১)*

www.pathagar.com

মিরাজের কাহিনী বর্ণনা করে আল্লাহ তা'আলা সূরা আন-নাজমে আরও বলেছেন : প্রথম ৭ আয়াত (৫-১১), হচ্ছে আল-কুরআন নাযিল হওয়ার সময়ে মক্কার কথা এবং পরের ৭ আয়াত (১২-১৮) হলো আল মিরাজের বর্ণনা,

عَلَّمَهُۥ شَدِيدُ ٱلْقُوَىٰ ۝ ذُو مِرَّةٍ فَٱسْتَوَىٰ ۝ وَهُوَ بِٱلْأُفُقِ ٱلْأَعْلَىٰ ۝ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ ۝

فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ ۝ فَأَوْحَىٰٓ إِلَىٰ عَبْدِهِۦ مَآ أَوْحَىٰ ۝ مَا كَذَبَ ٱلْفُؤَادُ مَا رَأَىٰٓ ۝

"তাহাকে *(মুহাম্মদ সা.)* শিক্ষা দান করে শক্তিশালী। *(জিব্রাঈল আ.)* প্রজ্ঞাসম্পন্ন *(প্রকৃতিগতভাবে শক্তিশালী, আকৃতিতে খুবই সুন্দর, জ্ঞান ও বুদ্ধিতে পূর্ণতা প্রাপ্ত)* সে নিজে আকৃতিতে স্থির হইয়াছে। তখন সে ঊর্ধ্বদিগন্তে, অতঃপর সে তাহার নিকটবর্তী হইল, অতি নিকটবর্তী, ফলে, তাহাদিগের মধ্যে দুই ধনুকের ব্যবধান রহিল অথবা উহারও কম, তখন আল্লাহ তাঁহার বান্দার প্রতি যাহা ওহী করিবার তাহা ওহী করিলেন। যাহা সে দেখিয়াছে তাহার অন্তঃকরণ তাহা অস্বীকার করে নাই।" *(৫৩-নাজম : ৫-১১)*

আল-মিরাজ হতে প্রত্যাবর্তন করে রাসূল (সা.) যখন মিরাজের রাতে সংঘটিত ঘটনার বর্ণনা করেছিলেন, তখন অধিকাংশ মাক্কাবাসী সে ঘটনা বিশ্বাস করে নাই। এমনকি কিছু দুর্বল ঈমান ও চিত্তের মুসলমানও অবিশ্বাস করেছিল। তাই আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

أَفَتُمَٰرُونَهُۥ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ ۝ وَلَقَدْ رَءَاهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ۝ عِندَ سِدْرَةِ ٱلْمُنتَهَىٰ ۝ عِندَهَا جَنَّةُ ٱلْمَأْوَىٰٓ ۝

إِذْ يَغْشَى ٱلسِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ ۝ مَا زَاغَ ٱلْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ ۝ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ ءَايَٰتِ رَبِّهِ ٱلْكُبْرَىٰٓ ۝

"সে যাহা দেখিয়াছে [*মিরাজে*] তোমরা কি সে বিষয়ে তাহার সঙ্গে বিতর্ক করিবে? নিশ্চয়ই সে তাহাকে [*জিব্রাঈল (আ.) কে পূর্ণাকৃতিতে*] আরেক বার দেখিয়াছিল। প্রান্তবর্তী বদরী বৃক্ষ [*সিদরাতুল মুনতাহা*] নিকট, যাহার নিকট অবস্থিত বাসোদ্যান [*মু'মিনদের জন্য বেহেশত*], যখন বৃক্ষটি, যা দ্বারা [*আল্লাহ তা'আলার নূর*] আচ্ছাদিত হইবার তা দ্বারা ছিল আচ্ছাদিত [*বৃক্ষটি আল্লাহ তা'আলার নূরে আবৃত ছিল*], তাহার দৃষ্টি বিভ্রম হয় নাই, দৃষ্টি লক্ষ্যচ্যুতও হয় নাই, সে তো তাহার প্রতিপালকের মহান নিদর্শনাবলী দেখিয়াছিল।" *(৫৩-নাজম : ১২-১৮)*

উপরোল্লিখিত আয়াতের ব্যাখ্যায় বর্তমানে কিছু আলেম দাবী করেন যে, রাসূল (সা.) মিরাজের রাতে আল্লাহ তা'আলাকে দেখেছিলেন। অথচ পূর্ববর্তী আলেমরা যেমন ইবনে কাসীর (রহ.) বিভিন্ন হাদীস ও আয়েশা (রা.) বক্তব্যের উদ্ধৃতি দিয়ে তার প্রখ্যাত তফসিরে উল্লেখ করেছেন যে, রাসূল (সা.) জিব্রাঈল (আ.)-কে দেখেছিলেন, প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা'আলাকে দেখেননি। ইবনে কাসীর (রহ.)

www.pathagar.com

উল্লেখ করেছেন যে, মাসরূখ (রা.) বলেছেন, 'আমি আয়েশাকে (রা.) জিজ্ঞেস করেছিলাম, মুহাম্মদ (সা.) কি তাঁর প্রতিপালককে দেখেছেন? সে বলল, 'তুমি যা বললে তা শ্রবণ করে আমার মাথার চুল দাঁড়িয়ে যাচ্ছে [*আশ্চর্যজনক কথা শুনে*]'। মাসরূখ [*এ কথা শুনে*] বলল, 'তবে লক্ষ্য করুন এই আয়াত "নিশ্চয় সে তার প্রতিপালকের মহান নিদর্শনাবলী দেখিয়াছিল"। আয়েশা (রা.) বললেন, 'তুমি কিভাবে এরকম চিন্তা করতে পারলে?' ইহা ছিল জিব্রাঈল। তোমাকে যদি কেউ বলে যে, মুহাম্মদ (সা.) তার প্রতিপালককে দেখেছেন অথবা তার কাছে যা নাযিল হয়েছে তার কিছু অংশ গোপন করেছেন অথবা পাঁচটা গায়েবী বিষয়ের [*সূরা লুকমান, আয়াত নম্বর ৩৪*] কোন একটা সম্পর্কে জ্ঞান রাখেন। তাহলে সে মিথ্যা বলেছে। রাসূল (সা.) শুধুমাত্র জিব্রাঈলকে দুইবার দেখেছেন। *(সহীহ আল-বুখারী, খণ্ড ৪, নম্বর ৪৪৮৮)*। একবার সিদ্‌রাতুল আল-মুনতাহার কাছে এবং আরেকবার মাক্কায় ছয়শত পাখায় সমস্ত দিগন্তবৃত্ত পরিবেষ্টিত অবস্থায় দেখেছিলেন। (ইবনে কাসীর, খণ্ড ৯, পৃষ্ঠা ৩১৩)। আবু যার (রা.) বলেছেন, আমি রাসূল (সা.)-কে জিজ্ঞেস করেছিলাম, আপনি কি আপনার প্রতিপালককে দেখেছেন? তিনি বললেন, 'কিভাবে আমি দেখব, সেখানে শুধু জ্যোতি ছিল? তাই আমি শুধুমাত্র জ্যোতি দেখেছি।' (মুসলিম, ১:১৬১)

যা হোক, রাসূল (সা.)-এর হাদীস থেকে বিস্তারিতভাবে জানা যায়, মিরাজের রাতে কি ধরনের নিদর্শন তিনি দেখেছিলেন : *আনাস ইবনে মালেক (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন– মক্কায় থাকাকালীন এক রাত্রে আমার ঘরের ছাদ বিদীর্ণ করা হয় এবং জিব্রাঈল (আ.) অবতরণ করে আমার বক্ষ বিদীর্ণ করলেন। তারপর তা যমযমের পানি দিয়ে ধৌত করলেন। অতঃপর জ্ঞান ও ঈমানে পরিপূর্ণ একটি স্বর্ণ পাত্র এনে আমার বক্ষে ঢেলে দিলেন। তারপর তা বন্ধ করলেন। তারপর তিনি আমার হাত ধরে আকাশের দিকে নিয়ে গেলেন। যখন আমি নিকটবর্তী আকাশে উপনীত হলাম, তখন জিব্রাঈল আকাশের দ্বাররক্ষীকে বললেন- দরজা খোল। সে বলল, কে? জিব্রাঈল বললেন, আমি। সে বলল, আপনার সঙ্গে কেউ আছে কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ আমার সঙ্গে মুহাম্মদ (সা.)। সে পুনরায় বলল, তাকে কি ডাকা হয়েছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তারপর আমার নিকটবর্তী আকাশে আরোহণ করে দেখি, সেখানে একজন লোক বসে আছে এবং তার ডান ও বাঁ পাশে অনেকগুলো লোক। সে ডান দিকে তাকালে হাসে এবং বা দিকে তাকালে কাঁদে। সে বলল খোশ আহমদ, হে পুণ্যবান নবী! হে পুণ্যবান সন্তান! আমি তার সম্পর্কে জিব্রাঈলকে জিজ্ঞাসা করলাম, সে কে? তিনি জবাব দিলেন, আদম। ডানে ও বামে এগুলো তার সন্তানের রূহ। ডান দিকের এগুলো বেহেশতী এবং বা দিকের এগুলো দোজখী। এ জন্য তিনি যখন ডান দিকে*

তাকান হাসেন এবং যখন বাম দিকে তাকান কাঁদেন। তারপর তিনি আমাকে নিয়ে দ্বিতীয় আকাশে আরোহণ করলেন এবং দ্বাররক্ষীকে বললেন, দরজা খোল। সে তাকে প্রথম দ্বাররক্ষীর ন্যায় জিজ্ঞেস করল। তারপর দরজা খুলল। মতান্তরে আনাস বলেন, তিনি (আবু যার) বলেছেন, নবী (সা.) আকাশসমূহে আদম, ইদ্রীস, মূসা, ঈসা ও ইব্রাহীমের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন। কিন্তু তিনি (আবু যার) তাদের নির্দিষ্ট অবস্থানের কথা বলেননি। শুধু এতটুকু বর্ণনা করেছেন, নবী (সা.) আদমকে নিকটবর্তী আকাশে ও ইব্রাহীমকে ৬ষ্ঠ আকাশে দেখেছিলেন। আনাস বলেন, "জিব্রাঈল (আ.) নবী (সা.) কে নিয়ে ইদ্রীসের নিকট পৌছলে তিনি বলেন, খোশ আমদেদ, হে পুণ্যবান নবী! হে পুণ্যবান ভ্রাতা আমি বললাম, ইনি কে? তিনি জানালেন ইনি মূসা (আ.)। তারপর ঈসা (আ.) এর নিকট গেলাম। তিনি বললেন, খোশ আমদেদ, হে পুণ্যবান নবী! হে পুণ্যবান ভ্রাতা। আমি বললাম, ইনি কে? তিনি উত্তর দিলেন, ঈসা (আ.)। তারপর ইব্রাহীমের নিকট গেলাম। তিনি বললেন, খোশ আমদেদ, হে পুণ্যবান নবী! হে পুণ্যবান সন্তান। আমি প্রশ্ন করলাম, ইনি কে? তিনি বললেন, ইব্রাহীম (আ.)। মতান্তরে ইবনে আব্বাস ও আবু হাব্বা আনসারী বলতেন, নবী (সা.) বলেছেন, তারপর আমাকে উর্ধ্বে আরোহণ করা হলো এবং এমন এক সমতল ভূমিতে পৌছালাম যেখানে কলমের ঘচ ঘচ শব্দ শুনা যেতে লাগল। মতান্তরে আনাস ইবনে মালেক (রা.) বলেন, নবী (সা.) বলেছেন, আল্লাহ আপনার উম্মতের উপর পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন। ফেরার সময় আমি মূসা (আ.) এর নিকট পৌছলে, তিনি বলেন, আপনার উম্মতের উপর আল্লাহ কি ফরয করেছেন। আমি জানালাম, পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায। তিনি বললেন, আপনার রবের নিকট ফিরে যান, কেননা আপনার উম্মত এত নামায আদায় করতে সক্ষম হবে না। আমি ফিরে গেলাম। আল্লাহ কিছু অংশ কম করে দিলেন। তারপর আবার মূসা (আ.) এর নিকট ফিরে এসে বললাম। কিছু কম করে দিলেন। তিনি পুনরায় বললেন, আবার যান। কেননা আপনার উম্মত এও আদায় করতে সক্ষম হবে না। আমি আবার গেলাম। আল্লাহ বলেন, পাঁচ ওয়াক্ত, এটিই (আসলে সওয়াবের দিক থেকে) পঞ্চাশ (ওয়াক্তের সমান!) আমার কথা পরিবর্তন হয় না। আমি আবার মূসার নিকট আসলে তিনি আবার বললেন, আবার ফিরে যান। আমি বললাম, আমার যেতে লজ্জা করছে। তারপর আমাকে "সিদরাতুলে নিয়ে যাওয়া হলো। তা রঙে ঢাকা ছিল। আমি জানি না তা কি? অবশেষে আমাকে বেহেশতে প্রবেশ করান হলো। আমি দেখি সেখানে মুক্তার হার এবং সেখানকার মাটি কস্তুরী। (সহীহ আল-বুখারী, খণ্ড ১, হাদীস নং ৩৩৬)। উল্লিখিত আয়াত এবং হাদীস থেকে বুঝা যায়, আল্লাহ তা'আলা, তার হাবিব রাসূল (সা.)কে আল-ইসরা [মাক্কা হতে মসজিদুল আকসা,

জেরুজালেম] ও আল মিরাজ [*সপ্তম আকাশে*] ভ্রমণে নিয়েছিলেন তার নিদর্শন দেখানোর জন্য, যাতে রাসূল (সা.) মক্কার বৈরী জীবনে হৃদয়ে প্রশান্তি লাভ করতে এবং বিশ্বাসে আরও দৃঢ়তা অর্জন করতে সক্ষম হন। এই অলৌকিক ঘটনা তখনই ঘটেছিল যখন রাসূল (সা.) এর নবুওয়াতে মক্কা জীবন ছিল অত্যন্ত দুর্বিষহ ও যন্ত্রণাময়। মক্কার মুশরিক ও কাফেরদের উপেক্ষা ও অবজ্ঞা এবং নানা ধরনের মানসিক যন্ত্রণা দিয়ে রাসূল (সা.) মক্কা জীবনকে করেছিল অত্যন্ত কষ্টকর। নবুওয়াত লাভের পর মক্কা জীবনে নিজের প্রাণপ্রিয় স্ত্রী ছিল সর্বব্যাপারে সাহায্যকারিণী সমস্ত দুঃখ কষ্টের অংশীদার, তার [*খাদীজা (রা.)*] মৃত্যুর পরপরই একমাত্র সাহায্যকারী ও রক্ষাকারী চাচা আবু তালেবও মারা গেলেন। যদিও চাচা আবু তালেব ইসলাম ধর্ম গ্রহণ না করে মারা গেছেন তবুও জীবিত অবস্থায় তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.) কে নানাভাবে সমর্থন দিয়ে তার নবুওয়াতের কাজে সাহায্য করেছিলেন।

উক্ত দুই প্রিয় এবং সাহায্যকারী ব্যক্তির মৃত্যুর পর, আল্লাহ তা'আলার হাবিব, মানব জাতির জন্য প্রেরিত রহমত এবং মুসলিম উম্মতের জন্য দুনিয়া ও আখেরাতের একমাত্র বন্ধু, রাসূল (সা.) একেবারেই অসহায় হয়ে পড়েছিলেন। অতঃপর মক্কার নিকটবর্তী শহর তায়েফে গিয়ে কোন সমর্থন পেলেন না বরং তায়েফবাসীরা নিজের সন্তানদের লেলিয়ে দিয়ে পাথর ছুঁড়ে আল্লাহ তা'আলার হাবিবকে ক্ষত করেছিল। রাসূল (সা.) ভারাক্রান্ত হৃদয় নিয়ে যখন মক্কায় ফিরে আসলেন, তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁর হাবিবের নবুওয়াত জীবনের প্রথম দিকে মক্কায় এত বড় একটা অলৌকিক ঘটনার অবতারণা করলেন। যা দ্বারা রাসূল (সা.) মক্কার কষ্টকর জীবনে প্রচুর প্রশান্তি লাভ করেছিলেন। এজন্যই নিঃসন্দেহে বলা যায়, মিরাজে আল্লাহ তা'আলার সান্নিধ্য লাভের পর রাসূল (সা.) মানসিক দিক দিয়ে আরও শক্তিশালী হয়ে মক্কার অজ্ঞ ও উদ্ধত কাফেরদের দেয়া যন্ত্রণাকে উপেক্ষা করে বিশ্বাসের দৃঢ়তা অর্জন করেছিলেন।

রাসূল (সা.) মিরাজে আল্লাহ তা'আলার নিদর্শন বেহেশত ও দোজখ স্বচক্ষে দেখেছেন সেটা উল্লিখিত হাদীস থেকে বুঝা যায়। পৃথিবীতে জীবিত থাকাকালীন অন্য কোন নবী/রাসূলদের স্বচক্ষে বেহেশত ও দোজখ দেখার সৌভাগ্য হয়নি। এজন্য আমরাও রাসূল (সা.) এর উম্মত হিসেবে অত্যন্ত সৌভাগ্যবান কারণ তাঁর হাদীসে বর্ণিত আল্লাহ তা'আলার নিদর্শনাবলীতে আমরা বিশ্বাসী এবং তাঁর মাধ্যমেই আল্লাহ তা'আলাকে আরও বেশী করে জানার সুযোগ আমাদের হয়েছে, যা মানব জাতির অন্য কারও হয়নি। আল্লাহ তা'আলার এই সীমাহীন অনুগ্রহের জন্য আমরা তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ।

www.pathagar.com

আল্লাহ তা'আলা তাঁর পবিত্র বাণী আল-কুরআনে তাঁর নিজের অনেক নিদর্শনের কথা বর্ণনা করেছেন, তাতে রাসূল (সা.) এর বিশ্বাস এই সমস্ত নিদর্শনাবলীর প্রতি অটল ছিল তাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু নিদর্শন স্বচক্ষে দেখে নিজের বিশ্বাসের দৃঢ়তা আরও বেড়েছিল। আল্লাহ তা'আলা এবং তাঁর নিদর্শনের উপর উম্মতের বিশ্বাস দৃঢ় করার জন্য স্বচক্ষে দেখা নিদর্শনসমূহ তিনি হাদীসে বর্ণনা করেছেন। কাজেই বলাবাহুল্য, এটাও রাসূল (সা.) উম্মতদের জন্য আল্লাহ তা'আলার অশেষ দয়া ও কৃপা। শুধু তাই নয়- রাসূলকে (সা.) মিরাজে নিয়ে আল্লাহ তা'আলা বুঝালেন যে, মক্কার অজ্ঞ মুশরিক কাফেররা তোমাকে অবজ্ঞা ও উপেক্ষা করলেও তোমার মহিমাময় প্রতিপালকের কাছে তোমার স্থান ও মর্যাদা অনেক উপরে। তাই বলার অপেক্ষা রাখে না যে, জ্ঞান অর্জনের এবং বিশ্বাসকে দৃঢ় করার জন্য স্বচক্ষে নিদর্শন দেখা একটা অন্যতম পদ্ধতি। মানব জাতির জন্য আল্লাহ তা'আলার প্রেরিত পূর্ববর্তী রাসূলদের কাহিনী [*আল-কুরআনে বর্ণিত*] পর্যালোচনা করলে জানা যায়, আল্লাহ তা'আলা কিভাবে মৃতকে জীবন দান করেন, ইব্রাহীম (আ.) তা স্বচক্ষে দেখার জন্য আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করেছিলেন। আল্লাহ তা'আলা এ সম্পর্কে বলেছেন :

وَإِذْ قَالَ إِبْرَٰهِـۧمُ رَبِّ أَرِنِى كَيْفَ تُحْىِ ٱلْمَوْتَىٰ ۖ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِن ۖ قَالَ بَلَىٰ وَلَـٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِى ۖ قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً

مِّنَ ٱلطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ ٱجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ٱدْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا ۚ وَٱعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٦٠﴾

"যখন ইব্রাহীম বলিল, 'হে আমার প্রতিপালক! কিভাবে তুমি মৃতকে জীবিত কর আমাকে দেখাও; তিনি [*আল্লাহ*] বলিলেন, 'তবে কি তুমি বিশ্বাস করো নাই? সে বলিল, 'কেন করিব না, তবে ইহা কেবল আমার চিত্ত প্রশান্তির জন্য! তিনি [*আল্লাহ*] বলিলেন, 'তবে চারটি পাখী ধরো, অতঃপর নিজের অনুগত করিয়া রাখ, তৎপর এক এক টুকরা এক এক পাহাড়ের উপর স্থাপন করো। অতঃপর উহাদিগকে ডাক দাও, উহারা দ্রুতগতিতে তোমার নিকট আসিবে। জানিয়া রাখ যে, আল্লাহ প্রবল পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।" *(২-বাকারাহ : ২৬০)*

এই আয়াতের ব্যাখ্যা বিখ্যাত মুফাস্সীন ইবনে কাসীর (রহ.) এর তফসীর থেকে এখানে উল্লেখ করা হলো। ইবনে কাসীর (রহ.) বলেছেন– বেশ কিছু আলেমদের মতে উল্লিখিত আয়াতে বর্ণিত ইব্রাহীম (আ.) যে আল্লাহ তা'আলার নিকট এই ধরনের অনুরোধ করেছিলেন তার পেছনে একটা বিশেষ কারণ ছিল। ইব্রাহীম (আ.) জালিম বাদশাহ নমরূদের সাথে আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদ নিয়ে তর্ক করার সময় যা বলেছিলেন, আল্লাহ তা'আলা তা আল-কুরআনে সেটা উল্লেখ করে বলেছেন :

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِى حَآجَّ إِبْرَٰهِـۧمَ فِى رَبِّهِۦٓ أَنْ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَٰهِـۧمُ رَبِّىَ ٱلَّذِى يُحْىِۦ

www.pathagar.com

وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِۦ وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَٰهِـۧمُ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَأْتِى بِٱلشَّمْسِ مِنَ ٱلْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ

ٱلْمَغْرِبِ فَبُهِتَ ٱلَّذِى كَفَرَ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿٢٥٨﴾

"তুমি কি ঐ ব্যক্তিকে [নমরূদ] দেখ নাই, যে ইব্রাহীমের সহিত তাহার প্রতিপালকের সম্বন্ধে বিতর্কে লিপ্ত হইয়াছিল, যেহেতু আল্লাহ তাহাকে কর্তৃত্ব দিয়াছিলেন। যখন ইব্রাহীম বলিল, 'তিনি [আল্লাহ] আমার প্রতিপালক যিনি জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান, সে [নমরূদ] বলিল, 'আমিও তো জীবন দান করি ও মৃত্যু ঘটাই। ইব্রাহীম বলিল, 'আল্লাহ সূর্যকে পূর্ব দিক হইতে উদয় করান, তুমি উহাকে পশ্চিম দিক হইতে উদয় করাও। অতঃপর যে কুফরি করিয়াছিল সে হতবুদ্ধি হইয়া গেল। আল্লাহ জালিম সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না।" *(২-বাকারাহ : ২৫৮)*।

তাই বিশ্বাস ও জ্ঞানকে আরও দৃঢ় করার এবং মনে [হৃদয়ে] প্রশান্তির জন্য ইব্রাহীম (আ.) স্বচক্ষে দেখতে চেয়েছিলেন যে, আল্লাহ তা'আলা কিভাবে মৃতকে জীবিত করেন। উল্লিখিত আয়াতের ব্যাপারে রাসূল (সা.) বলেছেন, *[আল্লাহর কুদরতে (শক্তিতে) সন্দেহ করতে হলে] আমরাই সন্দেহ করার ব্যাপারে ইব্রাহীমের চাইতে বেশী হকদার। তিনি বলেছিলেন– আল্লাহ বলেন : তুমি কি বিশ্বাস করো না [যে আমি মৃতকে জীবিত করতে পারি]? ইব্রাহীম বললেন, হ্যাঁ বিশ্বাস করি। কিন্তু স্বচক্ষে দেখে অন্তরে প্রশান্তি লাভ করতে চাই। (সহীহ আল-বুখারী, খণ্ড ৪, নম্বর ৪১৭৭ এবং ফাতহুল-বারী, ৮:৪৯)*

অর্থাৎ সাধারণ মানুষ হিসেবে আমরা আল্লাহ তা'আলার কুদরত/শক্তি/জ্ঞান সম্পর্কে আরও বেশী সন্দেহপ্রবণ হতে পারি এবং তাই প্রশ্নও করতে পারি। গভীর বিশ্বাস ও মুখে স্বীকার করেও অন্তরে প্রশান্তির জন্য প্রশ্ন করে তার উত্তর অনুসন্ধান করতে পারি। আল্লাহ তা'আলা মৃতকে কিভাবে জীবিত করেন সেটা স্বচক্ষে দেখার পূর্বেই ইব্রাহীম (আ.) অবশ্যই এ ব্যাপারে গভীর বিশ্বাসে বিশ্বাসী ছিলেন, তাই জালিম বাদশাহ নমরূদকে "আল্লাহ তা'আলাই একমাত্র প্রভু, যে মৃতকে জীবন দান করেন ও জীবিতকে মৃত্যুতে পতিত করেন" এই কথা অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে বলেছিলেন। তবুও নিজের বিশ্বাস আরও দৃঢ় করার এবং অন্তরে প্রশান্তির জন্য আল্লাহ তা'আলাকে অনুরোধ করেছিলেন। আল্লাহ তা'আলার প্রশ্নের উত্তরে ইব্রাহীম (আ.) এই কথাই বলেছেন *(২/২৬০ দ্রষ্টব্য)*। নবী-রাসূলরা আল্লাহ তা'আলার মনোনীত ব্যক্তি এবং জিব্রাঈল (আ.) মাধ্যমে সরাসরি ওহীপ্রাপ্ত হওয়ার পরও আল্লাহ তা'আলার শক্তি ও কুদরত স্বচক্ষে দেখার জন্য প্রশ্ন করেছেন। তাই আমাদের মতো সাধারণ মানুষের পক্ষে প্রশ্ন করা অত্যন্ত স্বাভাবিক ব্যাপার এবং তাতে কোন দোষ নাই বরং প্রশ্ন করার আমরা বেশী হকদার। *(উপরোল্লিখিত রাসূল (সা.)-এর হাদীস দ্রষ্টব্য)*

www.pathagar.com

আলোচিত আয়াত থেকে শিক্ষণীয় বিষয় নিয়ে আরও আলোচনা করা হলো:

যা হোক আলোচিত আয়াতে ইব্রাহীমকে (আ.) আল্লাহ্ তা'আলা আদেশ করলেন : "চারটা পাখী লও এবং উহাদিগকে তোমার বশীভূত করিয়া লও।" ইবনে আব্বাস, ইকরিমা, সা'দ ইবনে জোবায়ের (রা.) এবং আরও অনেকে বলেছেন এর অর্থ হলো, 'পাখীগুলোকে হত্যা করে টুকরো টুকরো করে কেটে লও' [*ইবনে আবি হাতিম*]। অতঃপর ইব্রাহীম (আ.) চারটা পাখী হত্যা করে তাদের পালক তুলে টুকরো করে একত্রে মিশালেন। মিশ্রিত পাখীগুলোকে চার ভাগে ভাগ করে চারটা পাহাড়ে ছড়িয়ে দিলেন। ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন– ইব্রাহীমের (আ.) চোখের সামনে পাখীগুলোর পালক, মাংস, রক্ত এবং হাড় নিজ নিজ পাখীর নিকট উড়ে গিয়ে নিজস্ব শরীরে পরিণত হলো, যতক্ষণ না জীবিত অবস্থায় প্রতিটা পাখী ইব্রাহীম (আ.) এর নিকট নিজ মাথার জন্য হাজির হলো। ইব্রাহীম (আ.) যখন এক পাখীকে অন্য পাখীর মাথা দিতে গেলেন তখন পাখীগুলো নিজের মাথা ছাড়া অন্য পাখীর মাথা গ্রহণ করতে অস্বীকার করল। আল্লাহ্ তা'আলার হুকুম এবং কুদরতের বলে ইব্রাহীম (আ.) যখন পাখীগুলোকে নিজ নিজ মাথা দিলেন, তখন পাখীগুলো সেটা সহজেই গ্রহণ করল। *(আল-কুরতুবী ৩:৩০০)* তাই আল্লাহ্ তা'আলা আয়াতের শেষে বলেছেন : "জানিয়া রাখ যে, আল্লাহ্ প্রবল, পরাক্রমশীল, প্রজ্ঞাময়।" *(ইবনে কাসীর, ইংরেজী তফসির, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৪৩)*; আব্দুর রাজ্জাক (রা.) বর্ণনা করেন যে, ইব্রাহীমের (আ.) উক্তি, 'তবে ইহা কেবল আমার চিত্ত [অন্তরে] প্রশান্তির জন্য।" এ সম্বন্ধে ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন– "আমার নিকট আল- কুরআনের সব আয়াতের মধ্যে এই আয়াত হলো মুক্তির জন্য [*আল্লাহ তা'আলার ক্ষমা পাওয়ার আশায়*] সবচেয়ে বড় আশার প্রদীপ। *(আত-তবারী, ৫:৪৮৯)*। যে কোন পাপের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার কাছ থেকে ক্ষমা প্রাপ্তির ব্যাপারে আশ্বস্ত হওয়ার আরও আয়াত আছে। এ প্রসঙ্গে ইবনে হাতিম (রা.) বর্ণনা করেন যে, ইবনে আব্বাস (রা.), আবদুল্লাহ ইবনে আমর বিন আল-আস (রা.) কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আল-কুরআনের কোন্ আয়াত আমাদের পাপের ক্ষমার জন্য মুক্তির আশা বহন করে?" ইবনে আমর (রা.) বললেন, "সূরা আয-যুমার, আয়াত নং- ৫৩, আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন :

• قُلْ يَـٰعِبَادِىَ ٱلَّذِينَ أَسْرَفُوا۟ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا۟ مِن رَّحْمَةِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُۥ

هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿٥٣﴾

"বল, 'হে আমার বান্দাগণ। তোমরা যাহারা নিজদিগের প্রতি অবিচার করিয়াছ। আল্লাহর অনুগ্রহ হইতে নিরাশ হইও না; আল্লাহ্ সমুদয় পাপ ক্ষমা করিয়া দিবেন। তিনি তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" *(আয যুমার, ৫৩)*

www.pathagar.com

ইবনে আব্বাস (রা.) বললেন, "অথচ আমি মনে করি যে, ইব্রাহীম (রা.) এর উক্তি, যা আল্লাহ তা'আলার প্রশ্নের জবাবে বলেছিলেন, ২/২৬০, "তবে কি তুমি বিশ্বাস করো নাই? সে বলিল, 'কেন করিব না, তবে ইহা কেবল আমার চিত্ত প্রশান্তির জন্য।" অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা ইব্রাহীম (আ.) এর সহজ সরল মুখের উক্তিকে "হ্যাঁ, আমি বিশ্বাস করি" স্বীকৃতি হিসেবে গ্রহণ করেছেন। এই আয়াত অনুযায়ী বিশ্বাসীদের হৃদয়ে শয়তানের প্রভাবে যখন আল্লাহ তা'আলা সম্বন্ধে কোন প্রকার সন্দেহের উদ্বেগ হয় তখন সহজ-সরল সাধারণভাবে আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদকে স্বীকার করলেই মুক্তি পাওয়ার আশা করা যেতে পারে। *(ইবনে আবি হাতিম, ৩:১০৩২)*

শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে রেহাই পাওয়ার ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَٰنِ نَزْغٌ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ إِنَّهُۥ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝

إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا۟ إِذَا مَسَّهُمْ طَٰٓئِفٌ مِّنَ ٱلشَّيْطَٰنِ تَذَكَّرُوا۟ فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ ۝

"যদি শয়তানের কুমন্ত্রণা তোমাকে প্ররোচিত করে তবে আল্লাহর স্মরণ লইবে, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

যাহারা তাকওয়ার অধিকারী হয় তাহাদিগকে শয়তান যখন কুমন্ত্রণা দেয় তখন তাহারা আত্মসচেতন হয় এবং তৎক্ষণাৎ তাহাদিগের চক্ষু খুলিয়া যায়।" *(৭-আরাফ : ২০০, ২০১)*

সূরা আল-বাকারাহর, আয়াত নং-২৬০ [*ইব্রাহীম (আ.) প্রশ্নের কারণে ঘটিত ঘটনা দিয়ে*] আল্লাহ তা'আলা মানব জাতিকে [*বিশেষ করে নাস্তিক এবং মুশরিক*] দেখিয়েছেন যে, শুধুমাত্র মৃতই নয়, মৃতকে কেটে টুকরো টুকরো করে ছড়িয়ে দাও অথবা মাটির সঙ্গে মিশে যাক, তবুও আল্লাহ তা'আলা মৃতকে নিখুঁতভাবে পুনরায় জীবিত করবেন বা করার ক্ষমতা রাখেন। নাস্তিকরা আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন না, আর মুশরিকরা আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদকে অস্বীকার করেন। নাস্তিকদের বিশ্বাস যে, পৃথিবীর জীবনই একমাত্র জীবন এবং মৃত্যুই হলো, তার শেষ পরিণতি। মারা যাওয়ার পর তাদের দেহ মাটিতে মিশে গেলে আবার সে দেহ পুনরায় কিভাবে জীবিত হবে। তাদের বিশ্বাস, পরকাল জীবন এবং শেষ বিচার দিবস বলতে কিছু নাই। আল-কুরআন নাযিল হওয়ার সময় এই ধরনের ভ্রান্ত চিন্তা-ভাবনা এবং অন্ধ বিশ্বাস ছিল মক্কার কাফেরদের। যা হোক এ প্রসঙ্গে আরও কিছু আয়াত উল্লেখ করা হলো, যেমন নাস্তিক ও মুশরিকরা মনে করেন পৃথিবীর জীবনই হলো একমাত্র জীবন, তাদের বিশ্বাস সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

www.pathagar.com

وَقَالُوٓا۟ إِنْ هِىَ إِلَّا حَيَاتُنَا ٱلدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ۝

وَلَوْ تَرَىٰٓ إِذْ وُقِفُوا۟ عَلَىٰ رَبِّهِمْ ۚ قَالَ أَلَيْسَ هَـٰذَا بِٱلْحَقِّ ۚ قَالُوا۟ بَلَىٰ وَرَبِّنَا ۚ قَالَ فَذُوقُوا۟ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ ۝

"তাহারা [*মুশরিক ও নাস্তিকরা*] বলে, 'আমাদিগের পার্থিব জীবনই একমাত্র জীবন এবং আমরা পুনরুত্থিতও হইব না।

"তুমি যদি দেখিতে পাইতে তাহাদিগকে যখন তাহাদিগের প্রতিপালকের সম্মুখে দাঁড় করানো হইবে এবং তিনি বলিবেন, 'ইহা কি প্রকৃত সত্য নহে? তাহারা বলিবে, 'আমাদিগের প্রতিপালকের শপথ নিশ্চয়ই সত্য। তিনি বলিবেন, 'তবে তোমরা যে কুফরি করিতে তজ্জন্য তোমরা তখন শাস্তি ভোগ করো।" *(৬-আন'আম : ২৯, ৩০)*

إِنْ هِىَ إِلَّا حَيَاتُنَا ٱلدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ۝

"একমাত্র পার্থিব জীবনই আমাদিগের জীবন, আমরা মরি বাঁচি এখানেই এবং পুনরুত্থিত হইব না।" *(২৩-মু'মিনুন : ৩৭)*

إِنْ هِىَ إِلَّا مَوْتَتُنَا ٱلْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُنشَرِينَ ۝

"আমাদিগের প্রথম মৃত্যু ব্যতীত আর কিছুই নাই এবং আমরা আর পুনরুত্থিত হইব না।" *(৪৪-দুখান : ৩৫)*

وَيَقُولُ ٱلْإِنسَـٰنُ أَءِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا ۝

أَوَلَا يَذْكُرُ ٱلْإِنسَـٰنُ أَنَّا خَلَقْنَـٰهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْـًٔا ۝

"মানুষ বলে, 'আমার মৃত্যু হইলে আমি কি জীবিত অবস্থায় পুনরুত্থিত হইব? মানুষ কি স্মরণ করে না যে, আমি তাহাকে পূর্বে সৃষ্টি করিয়াছি যখন সে কিছু ছিল না?" *(১৯-মরিয়ম : ৬৬, ৬৭)*

মৃত্যুর পর মাটিতে মিশে গিয়ে কিয়ামতের দিন পুনরায় জীবিত হওয়া সম্পর্কে নাস্তিকদের বিস্ময়ের কথা উল্লেখ করে আল্লাহ তা'আলা আরও বলেছেন :

• وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَءِذَا كُنَّا تُرَٰبًا أَءِنَّا لَفِى خَلْقٍ جَدِيدٍ ۗ أُو۟لَـٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ بِرَبِّهِمْ ۖ وَأُو۟لَـٰٓئِكَ ٱلْأَغْلَـٰلُ فِىٓ أَعْنَاقِهِمْ ۖ وَأُو۟لَـٰٓئِكَ أَصْحَـٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَـٰلِدُونَ ۝

"যদি তুমি বিস্মত হও, তবে বিস্ময়ের বিষয় উহাদিগের কথা, 'মাটিতে পরিণত হওয়ার পরও কি আমরা নূতন জীবন লাভ করিব? উহারাই উহাদিগের প্রতিপালককে অস্বীকার করে এবং উহাদিগের গলদেশে থাকবে লৌহশৃঙ্খল। উহারাই অগ্নিবাসী ও সেখানে উহারা স্থায়ী হইবে।" *(১৩-রা'দ : ৫)*

www.pathagar.com

أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُم مُّخْرَجُونَ ﴿٣٥﴾

قَالُوا أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴿٨٢﴾

"সে কি তোমাদিগকে এই প্রতিশ্রুতিই দেয় যে, তোমাদিগের মৃত্যু হইলে এবং তোমরা মৃত্তিকা ও অস্থিতে পরিণত হইলে তোমাদিগকে পুনরুত্থিত করা হইবে?

উহারা বলে, 'আমাদিগের মৃত্যু ঘটিলে ও আমরা মৃত্তিকা ও অস্থিতে পরিণত হইলেও কি আমরা পুনরুত্থিত হইব?" *(২৩-মু'মিনুন : ৩৫, ৮২)*

أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ ﴿٥٣﴾

"আমরা যখন মরিয়া যাইব এবং আমরা মৃত্তিকা ও অস্থিতে পরিণত হইব তখনও কি আমাদিগকে প্রতিফল দেওয়া হইবে?" *(৩৭-ফাতির : ৫৩)*

وَكَانُوا يَقُولُونَ أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴿٤٧﴾ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ ﴿٤٨﴾

"উহারা বলিত, "মরিয়া অস্থি ও মৃত্তিকা পরিণত হইলেও কি পুনরুত্থিত হইব আমরা? এবং আমাদিগের পূর্ব পুরুষগণও?" *(৫৬-ওয়াকি'আ : ৪৭, ৪৮)*

নাস্তিকরা আরও বলে থাকেন তাদের হাড় চূর্ণ-বিচূর্ণ হইলেও কি তাদের জীবিত করা হবে? আল্লাহ তা'আলা তাদের এই কথা উল্লেখ করে উত্তর দিয়ে বলেছেন,

وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ﴿٤٩﴾ ۞ قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا ﴿٥٠﴾

أَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ

وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هُوَ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا ﴿٥١﴾

يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٥٢﴾

"উহারা বলে, 'আমরা অস্থিতে পরিণত ও চূর্ণ/বিচূর্ণ হইলেও কি নতুন সৃষ্টিরূপে পুনরুত্থিত হইব? বল, 'তোমরা হইয়া যাও পাথর অথবা লৌহ, "অথবা এমন কিছু যাহা তোমাদিগের ধারণায় খুবই কঠিন; তাহারা বলিবে, কে আমাদিগকে পুনরুত্থিত করিবে? বল, 'তিনিই যিনি তোমাদিগকে প্রথমবার সৃষ্টি করিয়াছেন। অতঃপর উহারা তোমার সম্মুখে মাথা নাড়িবে ও বলিবে, উহা কবে? বল, 'হইবে সম্ভবত শীঘ্রই'। যেদিন তিনি তোমাদিগকে আহ্বান করিবেন এবং তোমরা তাহার প্রশংসার সহিত তাহার আহ্বানে সাড়া দিবে [*কবর থেকে উঠে আসবে*] এবং তোমরা মনে করিবে তোমরা অল্প কালই [*পার্থিব জীবন এবং কবরে*] অবস্থান করিয়াছিলে।"

(১৭-বনী ইসরাঈল : ৪৯-৫২)

www.pathagar.com

এই ধরনের ভ্রান্ত চিন্তা এবং বিস্ময়ের উত্তরে মানুষকে তার নিজের সৃষ্টি ও অস্তিত্বের কথা স্মরণ করিয়ে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন :

أَوَلَمْ يَرَ ٱلْإِنسَٰنُ أَنَّا خَلَقْنَٰهُ مِن نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ﴿٧٧﴾ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِىَ خَلْقَهُۥ ۖ قَالَ مَن يُحْىِ ٱلْعِظَٰمَ وَهِىَ رَمِيمٌ ﴿٧٨﴾

قُلْ يُحْيِيهَا ٱلَّذِىٓ أَنشَأَهَآ أَوَّلَ مَرَّةٍ ۖ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ﴿٧٩﴾ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُم مِّنَ ٱلشَّجَرِ ٱلْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَآ أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ ﴿٨٠﴾

أَوَلَيْسَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ بِقَٰدِرٍ عَلَىٰٓ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم ۚ بَلَىٰ وَهُوَ ٱلْخَلَّٰقُ ٱلْعَلِيمُ ﴿٨١﴾

فَسُبْحَٰنَ ٱلَّذِى بِيَدِهِۦ مَلَكُوتُ كُلِّ شَىْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٨٣﴾

"মানুষ কি দেখে না আমি তাহাকে সৃষ্টি করিয়াছি শুক্রবিন্দু হইতে? অথচ পরে সে হইয়া পড়ে প্রকাশ্য বিতণ্ডাকারী এবং সে আমার [*আল্লাহর*] সম্বন্ধে উপমা রচনা করে অথচ সে তার নিজের সৃষ্টির কথা ভুলিয়া যায়; বলে, 'অস্থিতে প্রাণ সঞ্চার করিবে কে যখন উহা পচিয়া গলিয়া যাইবে? বল, 'উহার মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করিবেন তিনিই যিনি ইহা প্রথমবার সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তিনি প্রত্যেকটি সৃষ্টি সম্বন্ধে সম্যক পরিজ্ঞাত। যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী প্রথমবার সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি কি তাহাদিগের অনুরূপ সৃষ্টি করিতে সমর্থ নহেন? হ্যাঁ নিশ্চয়ই তিনি মহাস্রষ্টা, সর্বজ্ঞ। তাহার ব্যাপার শুধু এই, তিনি যখন কোন কিছুর ইচ্ছা করেন, তিনি উহাকে বলেন, 'হও' ফলে উহা হইয়া যায়। অতএব পবিত্র ও মহান তিনি যাহার হস্তে প্রত্যেক বিষয়ের সার্বভৌম ক্ষমতা এবং তাহারই নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হইবে।" *(৩৬-ইয়াসিন : ৭৭-৮৩)*

শুধুমাত্র মানুষই নয়, বরং জীবজন্তু এবং পাখীসহ ভূ-পৃষ্ঠে বিচরণশীল সব কিছুকে আল্লাহ তা'আলা শেষ বিচারের দিনে পুনরুত্থিত করে একত্র করবেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন :

وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِى ٱلْأَرْضِ وَلَا طَٰٓئِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّآ أُمَمٌ أَمْثَالُكُم ۚ مَّا فَرَّطْنَا فِى ٱلْكِتَٰبِ مِن شَىْءٍ ۚ

ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ﴿٣٨﴾

"ভূ-পৃষ্ঠে বিচরণশীল এমন জীব নাই অথবা নিজ ডানার সাহায্যে এমন কোন পাখী উড়ে না যাহা তোমাদিগের মতো একটি উম্মত নয় [*এরা সকলেই আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টি, তাঁর গোলাম এবং তাই আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত বিধানে জীবন যাপন ও ইবাদত করে*]। কিতাবে [*লাওহ মাহফূযে বা আল-কুরআনে*] কোন কিছুই আমি বাদ দেই নাই; অতঃপর স্বীয় প্রতিপালকের দিকে তাহাদের সকলকেই একত্র করা হইবে।" *(৬-আন'আম : ৩৮)* এই আয়াত প্রসঙ্গে হাদীস থেকে আরও জানা যায় :

Narrated Abu Haraira (R:) that the Messenger of Allah (SA) said about the statment of Allah "But are Umma like you. We have

neglected nothing in the Book, then unto their Lord they (all) shall be gathered" All creatures will be gathered on the day of Resurrection, The birds, beasts and all others. Allah's Justice will be so perfcet that the un-horned sheep will receive retribution from the horned sheep. Allah will then command them, "Be dust!" This is when the disbelievers will say. Woe to me! Would that I became dust." (আত-তবারী ১১: ৩৪৭)

নাস্তিক ও মুশরিকদের এই ধরনের প্রশ্ন করার পেছনে উদ্দেশ্য ছিল রাসূল (সা.) এবং আল-কুরআনের পবিত্র বাণী নিয়ে উপহাস এবং ব্যঙ্গ করা। জানার উদ্দেশ্যে এবং জ্ঞান অর্জনের প্রয়োজনে তারা প্রশ্ন করেনি, তবুও দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্ তা'আলা তাদের প্রতিটা প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। তবুও তারা পুনরুত্থান এবং শেষ বিচার দিনের নিশ্চয়তা সম্পর্কে বিশ্বাস করেনি। আজ পর্যন্ত মানব জাতির এ দলের মানসিক অবস্থা এবং চিন্তা-ভাবনা অনুরূপ আছে। যা হোক, এখন ফিরে আসা যাক আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তুতে। সূরা আল-বাকারাহ্র, আয়াত নং-২৬০ থেকে সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায়, প্রশ্ন করলে অথবা স্বচক্ষে কোন নিদর্শন দেখার ইচ্ছা করলে ঈমানের দুর্বলতা আছে সেটা বলা যায় না এবং বলা উচিত হবে না। কারণ ইব্রাহীম (আ.) ছিলেন আল্লাহ্ তা'আলার রাসূল এবং খলিলুউল্লাহ [*আল্লাহ তা'আলার বন্ধু*], তবুও নিজের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত বিশ্বাসকে আরও দৃঢ় করার জন্যেই এই নিদর্শন স্বচক্ষে দেখতে চেয়েছিলেন।

আল-কুরআনে বর্ণিত আরো উদাহরণ

মূসাও (আ.) আল্লাহ্ তা'আলার অন্যতম রাসূল, তাঁকে নবুওয়াত দান করার সময় তূর পর্বতে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সাথে কথা বলেছেন। তবুও আল্লাহ্ তা'আলাকে এই দুনিয়াতেই স্বচক্ষে দেখার জন্য মূসা (আ.) প্রার্থনা করেছিলেন। সে কাহিনীও আল্লাহ্ তা'আলা মানব জাতির জন্য নিদর্শনস্বরূপ আল-কুরআনে লিপিবদ্ধ করেছেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন :

وَلَمَّا جَآءَ مُوسَىٰ لِمِيقَٰتِنَا وَكَلَّمَهُۥ رَبُّهُۥ قَالَ رَبِّ أَرِنِىٓ أَنظُرْ إِلَيْكَ ۚ قَالَ لَن تَرَىٰنِى وَلَٰكِنِ ٱنظُرْ إِلَى ٱلْجَبَلِ فَإِنِ
ٱسْتَقَرَّ مَكَانَهُۥ فَسَوْفَ تَرَىٰنِى ۚ فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُۥ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُۥ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا ۚ فَلَمَّآ أَفَاقَ قَالَ سُبْحَٰنَكَ
تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا۠ أَوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿١٤٣﴾

"মূসা যখন আমার নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত হইল এবং তাহার প্রতিপালক তাহার

www.pathagar.com

সহিত কথা বলিলেন তখন সে বলিল, 'হে আমার প্রতিপালক। আমাকে দর্শন দাও, আমি তোমাকে দেখিব, তিনি বলিলেন তুমি আমাকে কখনই দেখিতে পাইবে না। তুমি বরং পাহাড়ের প্রতি লক্ষ্য করো উহা স্বস্থানে স্থির থাকিলে তবে তুমি আমাকে দেখিবে। যখন তাহার প্রতিপালক পাহাড়ে জ্যোতি প্রকাশ করিলেন তখন উহা পাহাড়কে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিল, আর মূসা সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িল। যখন সে জ্ঞান ফিরিয়া পাইল, তখন বলিল, 'মহিমাময় তুমি, আমি অনুতপ্ত হইয়া তোমাতেই প্রত্যাবর্তন করিলাম এবং মু'মিনদিগের মধ্যে আমি প্রথম।" *(৭-আরাফ : ১৪৩)*।

এই আয়াত থেকে বুঝা যায়, মূসা (আ.) বিশ্বাস স্থাপনের জন্য তিনটা পদ্ধতির মধ্যে দুইটা আগেই লাভ করেছিলেন, যেমন আল্লাহ তা'আলা সম্বন্ধে তার জ্ঞান ছিল, বিশ্বাস ছিল এবং আল্লাহ তা'আলা তার সঙ্গে কথাও বলেছিলেন। তাই তিন নম্বর পদ্ধতি পূরণের জন্য আল্লাহ তা'আলাকে স্বচক্ষে দেখার জন্য মূসা (আ.) প্রার্থনা করেছিলেন। কিন্তু কোন মানুষের পক্ষে এমনকি নবী-রাসূলদের পক্ষে [*তারাও ছিলেন মানুষ*] এই দুনিয়াতে আল্লাহ তা'আলাকে স্বচক্ষে দেখা সম্ভব নয়, উল্লিখিত আয়াতে সে কথা আল্লাহ তা'আলা বলেছেন। ইতোপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলার অশেষ রহমতে যারা বেহেশতবাসী হবেন একমাত্র তাদেরকেই আল্লাহ তা'আলা দেখা দিবেন। এটা হবে বিশ্বাসীদের জন্য সবচেয়ে বড় পুরস্কার কারণ তারা পার্থিব জীবনে অদৃশ্য আল্লাহ তা'আলার উপর একনিষ্ঠভাবে বিশ্বাস স্থাপন ও ভয় করে তার কাছে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করে একমাত্র তাঁরই ইবাদত করেছিলেন।

যা হোক, উল্লিখিত আয়াত থেকে বুঝা যায়, আল্লাহ তা'আলা, তার প্রিয় বান্দাদের বিশেষ বিশেষ দোয়া ও প্রার্থনা কবুল করেন। নবী-রাসূলগণ ছিলেন মানব জাতির মধ্য থেকে আল্লাহ তা'আলার মনোনীত এবং একনিষ্ঠ বিশ্বাসী বান্দা তাই তাদের কোন কোন প্রার্থনাকে আল্লাহ তা'আলা সাথে সাথেই কবুল করেছেন। তাদেরকে বিশেষ কিছু অলৌকিক ক্ষমতা বা Miracle দিয়েছিলেন যাতে তাওহীদ প্রচার কাজে তাদের বিশ্বাস আরও দৃঢ় হয় এবং Miracle এর মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, তারা আল্লাহ তা'আলার মনোনীত নবী-রাসূল। আল্লাহ তা'আলার পবিত্র বাণী পৃথিবীর মানুষের নিকট পৌঁছাতে তাদেরকে অকল্পনীয় কষ্ট ও নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছে, তদুপরি যে সমস্ত সম্প্রদায়ের কাছে তারা আল্লাহ তা'আলার পবিত্র বাণী পৌঁছে দিতেন তাদের অধিকাংশই ছিল রাজা-বাদশাহ এবং প্রভাবশালী ব্যক্তিদের দিয়ে প্রচলিত, শাসিত ও নিয়ন্ত্রিত। রাজা-বাদশাহরা যাদুমন্ত্র দিয়ে সাধারণ মানুষদের বশে রাখত। তাই আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত অলৌকিক ক্ষমতার সাহায্যে রাসূলরা রাজা-বাদশাহদের বুঝাতেন যে, তারা

www.pathagar.com

আল্লাহ তা'আলার মনোনীত রাসূল। কারণ নবী-রাসূলদেরকে যে সমস্ত অলৌকিক নিদর্শন দেখানোর ক্ষমতা আল্লাহ তা'আলা দিয়েছিলেন সেগুলো একমাত্র নবী-রাসূল ছাড়া আর কেউ দেখাতে পারত না। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায়, ফিরাউনের দরবারে মূসার (আ.) অলৌকিক নিদর্শন। মূসার (আ.) হাতের লাঠি জীবন্ত সর্পে পরিণত হয়ে যাদুকরদের সমস্ত যাদু গিলে ফেলা, লাঠির স্পর্শে সাগরের পানি দ্বিখণ্ডিত হয়ে পায়ে হাঁটার জন্য শুকনো রাস্তা তৈরি করা ইত্যাদি। তাই বলা যায়, সবরকম প্রতিকূল পরিস্থিতিতে আল্লাহ তা'আলার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস এবং আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত অলৌকিক ক্ষমতাই তাদের জন্য Driving force হিসেবে কাজ করেছে।

দীর্ঘ আলোচনা থেকে বুঝা যায়, অতি সাধারণ মানুষ ও বিশ্বাসী বান্দা হিসেবে আল্লাহ তা'আলার সম্পর্কে আরও বেশী জানার এবং অন্তরের বিশ্বাস আরও দৃঢ় করার এবং প্রশান্তি লাভের জন্য নানা ধরনের প্রশ্ন আমরা করতে পারি, তাতে আমাদের কোন অন্যায় বা অপরাধ হবে না। যা হোক, এখন আমাদের সামনে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হলো "কিভাবে এবং কোথা থেকে আমরা উল্লিখিত প্রশ্নের উত্তর পাব?" সাধারণ মানুষ হিসেবে আমরা কেউ জীবিত অবস্থায় আল্লাহ তা'আলার নিকট ভ্রমণ করতে পারব না, শেষ বিচার সম্পন্ন হওয়ার আগে বিশ্বাসীরা আল্লাহ তা'আলাকে স্বচক্ষে দেখতেও পারবে না এবং আল্লাহ তা'আলা আমাদের সঙ্গে কথাও বলবেন না, আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহে যা সম্ভব হয়েছিল মূসা (আ.) এবং রাসূল (সা.) এর জন্য। তাহলে কি আমাদের কোন সুযোগ আছে আল্লাহ তা'আলার সম্পর্কে আরও বেশী জানার অথবা আল্লাহ তা'আলাকে আরও বেশী জানার জন্য আমরা কি ধরনের পদ্ধতির ব্যবহার করতে পারি? এই দীর্ঘ আলোচনা থেকে একটা বিষয় পরিষ্কার যে, আল্লাহ তা'আলার সঠিক পরিচয় সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে জানার জন্য, ইতোপূর্বে উল্লিখিত জ্ঞান অর্জনের প্রথম ও দ্বিতীয় পদ্ধতিই শুধুমাত্র আমাদের জন্য প্রাপ্তি সাধ্য আছে।

আদম সন্তানকে আল্লাহ তা'আলা পরিবেষ্টন করে আছেন

আল্লাহ তা'আলার সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনার পূর্বে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্মর্তব্য যে, আল্লাহ তা'আলা অদৃশ্যে থাকলেও সীমাহীন জ্ঞান দিয়ে সর্বক্ষণ আমাদেরকে পরিবেষ্টন করে রেখেছেন অথচ সেটা আমরা অনুধাবন করতে পারি না। আল-কুরআন নাযিল হওয়ার সময়, আল্লাহ তা'আলা কোথায় এই ধরনের প্রশ্ন উঠেছিল, তার উত্তরে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

www.pathagar.com

وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ وَلَٰكِن لَّا تُبْصِرُونَ ۝

"আর আমি [*আল্লাহ*] তোমাদিগের অপেক্ষা তাহার [*বান্দাদের মৃত্যুর সময়*] নিকটতর, তবুও তোমরা দেখিতে পাও না।" *(৫৬-ওয়াকি'অ : ৮৫)*

أُولَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُا۟ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا بِٱلْءَاخِرَةِ ۖ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ۝

"আমার বান্দাগণ যখন আমার সম্বন্ধে তোমাকে প্রশ্ন করে, আমি তো নিকটেই। আহ্বানকারী যখন আমাকে আহ্বান করে আমি তাহার আহ্বানে সাড়া দেই। সুতরাং তাহারাও আমার ডাকে সাড়া দিক এবং আয়াতে বিশ্বাস স্থাপন করুক যাহাতে তাহারা ঠিক পথে চলিতে পারে।" *(২-বাকারাহ : ৮৬)*

وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَٰنَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِۦ نَفْسُهُۥ ۖ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ ۝

"আমিই মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছি এবং তাহার প্রবৃত্তি তাহাকে যে কুমন্ত্রণা দেয় তাহা আমি জানি। আমি তাহার গ্রীবাস্থিত ধমনী অপেক্ষাও নিকটতর।" *(৫০-কাফ : ১৬)*

সুতরাং আল্লাহ তা'আলার সীমাহীন জ্ঞানের কাছে আমরা কোন কিছুই গোপন করতে পারব না। আমাদের অন্তরের গভীরে গোপন চিন্তা-ভাবনা, কল্পনা এবং ন্যায়-অন্যায়ের মন্ত্রণা ও কুমন্ত্রণা সবই আল্লাহ তা'আলার জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত। মানুষ অন্যদের কাছ থেকে খারাপ বা ভালো কাজের ও গোপনে পরামর্শের গোপনীয়তা রক্ষা করার চেষ্টা করে সফল হলেও তাদের সবকিছুই আল্লাহ তা'আলা জানেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

لِّلَّهِ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ ۗ وَإِن تُبْدُوا۟ مَا فِىٓ أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ ٱللَّهُ ۖ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ

مَن يَشَآءُ ۗ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ۝

"আসমান ও জমিনে যাহা কিছু আছে সবই আল্লাহরই। তোমাদের মনে যাহা আছে তাহা প্রকাশ কর অথবা গোপন রাখ, আল্লাহ উহার হিসাব তোমাদের নিকট হইতে গ্রহণ করিবেন। অতঃপর যাহাকে ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করিবেন এবং যাহাকে খুশি শাস্তি দিবেন। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।" *(২-বাকারাহ : ২৮৪)*

هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ فِى سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ۚ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِى ٱلْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا

وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا ۖ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ ۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝

"তিনিই ছয় দিবসে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন; অতঃপর আরশে সমাসীন হইয়াছেন। তিনি জানেন যাহা কিছু ভূমিতে নামে ও আকাশে যাহা কিছু উত্থিত হয়। তোমরা যেখানেই থাক না কেন তিনি তোমাদিগের সঙ্গে আছেন; তোমরা যাহা কিছু করো আল্লাহ তাহা দেখেন।" *(৫৭-হাদীদ : ৪)*

www.pathagar.com

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَىٰ ثَلَٰثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَىٰ مِن ذَٰلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَٰمَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٧﴾

"তুমি কি অনুধাবন করো না, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে আল্লাহ তাহা জানেন, তিন ব্যক্তির মধ্যে এমন কোন গোপন পরামর্শ হয় না যাহাতে চতুর্থজন হিসেবে তিনি উপস্থিত থাকেন না; পাঁচজনের মধ্যে তিনি ষষ্ঠজন হিসেবে উপস্থিত থাকেন; উহারা এতদ্ব্যতীত কম হউক বা বেশী হউক; উহারা যেখানেই থাকুক না কেন আল্লাহ উহাদিগের সঙ্গে আছেন। উহারা যাহা করে; তিনি উহাদিগকে কিয়ামতের দিন তাহা জানাইয়া দিবেন। আল্লাহ সর্ববিষয়ে, সম্যক অবগত।" *(৫৮-মুজাদালা : ৭)*

এই আয়াত থেকে বুঝা যায়, আল্লাহ তা'আলা সর্বক্ষণ, সর্বত্র ও সর্ববিষয়ে এবং প্রতিটা আদম সন্তানকে পরিবেষ্টন করে রেখেছেন। মানুষ যদিও আল্লাহ তা'আলাকে স্বচক্ষে দেখতে পারে না কিন্তু জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সব মানুষই প্রতিদিন, প্রতিমুহূর্তে তাহার নিদর্শন প্রত্যক্ষ এবং তারই নিদর্শনের মধ্যেই বসবাস করছেন। তাই সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব হিসেবে প্রতিটা মানুষের উচিত, তার সৃষ্টিকর্তা ও প্রতিপালককে ভালোভাবে জানা। আল্লাহ তা'আলার সঠিক পরিচয় সম্পর্কে ভালোভাবে জানতে না পারলে, সর্বত্র সর্ববিষয়ে তার উপস্থিতি সম্পর্কেও অন্তরে ভয় সৃষ্টি হবে না, তাঁর অপরিসীম দয়া সম্পর্কে জানা যাবে না এবং তাঁর ইবাদতও সঠিকভাবে করা যাবে না। আব্দ-এর অন্তরে প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলার প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসাও সৃষ্টি হবে না। আদম সন্তানকে সৃষ্টি করে বংশ পরম্পরায় প্রতিনিধিত্ব করার জন্য দুনিয়াতে প্রেরণ করার পেছনে আল্লাহ তা'আলা প্রধান উদ্দেশ্য হলো, মানব প্রতিনিধিরা তাদের প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলার সাথে অন্য কাউকে শরীক না করে একমাত্র তাঁরই ইবাদত-বন্দেগী করবে। এজন্যই আল্লাহ তা'আলা আদম সন্তান সৃষ্টি করেছেন, এই প্রসঙ্গে বলেছেন :

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

"আমি সৃষ্টি করিয়াছি জিন এবং মানুষকে এই জন্য যে, তাহারা আমারই ইবাদত করিবে।" *(৫১-যারিয়াত : ৫৬)*

www.pathagar.com

অধ্যায় : ২

আল্লাহ্ তা'আলার পরিচয়

মানবের পরিচয় ঘটে তার কার্যকলাপে, আচরণে এবং চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে। দুইজনের মধ্যে ভালোবাসা ও বন্ধুত্ব গড়ে উঠে যখন তারা পরস্পরকে সঠিকভাবে জানতে পারেন। বিয়ে-শাদীতে উভয় পক্ষই বংশ পরিচয়, শিক্ষা, আচার-আচরণ, সৌন্দর্য এবং ধন-সম্পদকে বেশি প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। কারণ নর-নারীর সামাজিক অবস্থান ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে সামঞ্জস্য না হলে ভবিষ্যতে সুসম্পর্ক সৃষ্টির ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা যায়। অতএব পরিচয় সম্পর্কে সঠিক তথ্যের ভিত্তিতে সম্পর্ক গড়ে না উঠলে তা বেশি দিন টিকে থাকে না অথবা জীবন-যাপন হয় কন্টকযুক্ত বিষাদে পরিপূর্ণ অর্থাৎ বন্ধুত্বে এবং বিবাহিত জীবনে তারা সাফল্যের চেহারা দেখতে পারেন না। শুধুমাত্র মানবই নয় বরং সৃষ্টিকুলের সবকিছুই সঠিক পরিচয়ের ভিত্তিতে নিজেদের মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে তোলে। অনুরূপ আল্লাহ্ তা'আলার সঠিক পরিচয় সম্পর্কে স্পষ্ট জ্ঞান না থাকলে তার সাথে মানবের সুসম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে না। মানবের মধ্যে সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্ক এবং ন্যায়-বিচারে প্রতিষ্ঠিত শান্তির সমাজ গড়তে চাইলে আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহ অবশ্যই দরকার। কারণ আল্লাহ্ তা'আলাই বিশ্বজাহানের সৃষ্টিকর্তা, প্রতিপালক, নিয়ন্ত্রণকর্তা, বিধানকর্তা, ত্রাণকর্তা, সর্বশক্তিমান প্রভু। বিশ্বজাহানের সবকিছু প্রতিপালক আল্লাহ্ তা'আলার রহমতের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল। তাই ইবাদতের পদ্ধতির পরিশোধন এবং আল্লাহ্ তা'আলাই যে মানুষের একমাত্র উপাস্য, অন্তরে এ বিশ্বাসকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আল্লাহ্ তা'আলার আসল পরিচয় সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করা প্রতিটা আদম সন্তানের জন্য অত্যাবশ্যকীয় কর্তব্য। এ কারণেই মানব জাতির সামনে সহজ ও ন্যায্য এবং সুস্পষ্ট প্রশ্ন হচ্ছে : আল্লাহ্ তা'আলার পরিচয় সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান অর্জন করতে নির্ভুল সূত্র কোথায় পাওয়া যাবে? উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন "তাহারা আমরাই ইবাদত করিবে"। এই কথার পর আল্লাহ্ তা'আলা, তাঁর আসল পরিচয় না দিয়ে এবং ইবাদত করার সঠিক রাস্তা না দেখিয়ে আদম সন্তানকে ছেড়ে দেননি। আদম সন্তানরা যাতে আল্লাহ্ তা'আলার পরিচয় সম্পর্কে নির্ভুল ও বিশুদ্ধ জ্ঞান অর্জন করতে পারে, সেজন্য বিভিন্ন রাসূলের মাধ্যমে মানব জাতির কাছে আল্লাহ্ তা'আলা পর্যায়ক্রমে আসমানী কিতাব নাযিল করেছেন। এজন্যই আল্লাহ্ তা'আলার সম্পর্কে নির্ভুল এবং বিশুদ্ধ জ্ঞান অর্জনের জন্য

www.pathagar.com

আসমানী কিতাব অধ্যয়ন করা ছাড়া মানব সন্তানের সামনে আর কোন দ্বিতীয় ব্যবস্থা নাই। বর্তমানে মানব জাতির কাছে তিনটা আসমানী কিতাব বিদ্যমান আছে, তাওরাত [*Old Testament*]; ইঞ্জীল [*New Testament*] এবং সর্বশেষ কিতাব আল-কুরআন। এই কিতাবগুলোর মধ্যে একমাত্র আল-কুরআনই আল্লাহ তা'আলার পরিচয় সম্পর্কে নির্ভুল ও বিশুদ্ধ জ্ঞান দিতে পারে কারণ মানব জাতির জন্য প্রেরিত শেষ আসমানী কিতাব, আল-কুরআনকে কলুষমুক্ত রাখার প্রতিশ্রুতি আল্লাহ তা'আলা দিয়েছেন, যা এখন পর্যন্ত কলুষমুক্ত আছে, ইনশাআল্লাহ কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَٰفِظُونَ ۝٩

"আমিই কুরআন অবতীর্ণ করিয়াছি এবং আমিই উহার সংরক্ষক।" *(১৫-হিজর : ৯)*

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ بِٱلذِّكْرِ لَمَّا جَآءَهُمْ ۖ وَإِنَّهُۥ لَكِتَٰبٌ عَزِيزٌ ۝٤١

لَّا يَأْتِيهِ ٱلْبَٰطِلُ مِنۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِۦ ۖ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ۝٤٢

"যাহারা উহাদিগের নিকট কুরআন আসিবার পর উহা প্রত্যাখ্যান করে তাহাদিগের কঠিন শাস্তি দেওয়া হইবে; ইহা [*আল-কুরআন*] অবশ্যই এক সম্মানিত মহিমাময় গ্রন্থ। কোন মিথ্যা ইহাতে [*আল-কুরআনে*] অনুপ্রবেশ করিবে না অগ্র হইতেও নহে, পশ্চাত হইতেও নহে। ইহা প্রজ্ঞাময়, প্রশংসিত আল্লাহর নিকট হইতে অবতীর্ণ।" *(৪১-ফুসসিলাত : ৪১, ৪২)*

আল-কুরআন ছাড়া অন্যান্য আসমানী কিতাব যেমন তাওরাত এবং ইঞ্জীল সময়ের সাথে মানুষের প্রবৃত্তির চাহিদায় পরিবর্তনের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার আসল পরিচয়কে কলুষিত করেছে [*ঈসা (আ.)কে আল্লাহ তা'আলার পুত্র হিসেবে সাব্যস্ত করে*]। আল-কুরআন ছাড়াও রাসূলের (সা.) হাদীস আরেকটা নির্ভুল সূত্র, যা আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহে এবং অনুপ্রেরণায় আল্লাহ তা'আলার ভীরু কতিপয় মু'মিন বান্দার অক্লান্ত পরিশ্রম এবং গবেষণার মাধ্যমে হাদীসে বর্ণিত বিষয়বস্তুর সত্যতা প্রমাণ এবং বর্ণনাকারীর চরিত্র সম্পর্কে বিশ্লেষণ করে সংরক্ষণ হয়েছে। এই হাদীস গ্রন্থগুলো হচ্ছে সহীহ আল-বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, দারু কুতনি, বাইহাকী, মুসনাদে আহমদ, ইবনে মাজা এবং মুয়াত্তা [*ইমাম মালেক (রহ.)*] ইত্যাদি আল্লাহ তা'আলার সম্বন্ধে নির্ভুল জ্ঞান দিতে পারে।

মুসলমান হিসেবে যারা দাবী করেন, সকলকেই সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করা উচিত আল্লাহ তা'আলা সম্বন্ধে পরিষ্কারভাবে জ্ঞান অর্জন করা। তারা যেহেতু আল-কুরআনে বিশ্বাসী সেহেতু আল-কুরআনের মাধ্যমেই আল্লাহ তা'আলার পরিচয়

www.pathagar.com

সম্পর্কে অনুসন্ধান করে তাদের জানা উচিত আল-কুরআনে নিজের সম্বন্ধে আল্লাহ তা'আলা কি বলেছেন এবং নিজের পরিচয় কীভাবে দিয়েছেন। এখন দেখা যাক, আল্লাহ তা'আলা তাঁর পরিচয় সম্পর্কে আল-কুরআনে কি বলেছেন? সহজ ও সুস্পষ্টভাবে বুঝার জন্য, আল্লাহ তা'আলার সঠিক পরিচয় অনুসন্ধানের পদ্ধতিকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হলো।

ক. আল-কুরআনে বর্ণিত উপমায় আল্লাহ্ তা'আলার পরিচয়।

খ. আল-কুরআনে বর্ণিত নিদর্শনে আল্লাহ্ তা'আলার পরিচয়।

ক. আল-কুরআনে বর্ণিত আল্লাহ্ তা'আলার পরিচয়।

আল-কুরআনের অসংখ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলার পরিচয় মানব জাতির কাছে আল্লাহ্ তা'আলা সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন। সর্বপ্রথম আলোচনা করা যাক, আল-কুরআনের প্রথম সূরা আল-ফাতিহার আয়াত সম্পর্কে, যাকে বলা হয় উম্মুল কুরআন [*কুরআনের মূল বা সারাংশ*] এবং "আস-সাবা আল-মাছানী" [*পুনঃ পুনঃ পঠিত সাতটা আয়াত*]। পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের প্রতি রাকআতে এই মহামূল্যবান সূরা পাঠ করতে হয়। এই সূরা প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন :

وَلَقَدْ ءَاتَيْنَٰكَ سَبْعًا مِّنَ ٱلْمَثَانِى وَٱلْقُرْءَانَ ٱلْعَظِيمَ ﴿٨٧﴾

"আমি তো তোমাকে দিয়াছি সাত আয়াত [*আস-সাবা আল-মাছানী*] যাহা পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি হয় এবং দিয়াছি মহাকুরআন।" *(১৫-হিজর : ৮৭)*

সূরা আল-ফাতিহার তাৎপর্য সম্পর্কে রাসূল (সা.) বলেছেন : Narrated Abu Sai'd bin Al-Mu'alla (RA): While I was praying in the mosque, Allah's Messenger (SA) called me but I did nor respond to him. Later I said, 'O Allah's Messenger, I was praying.' He said, 'Didn't Allah say- Answer Allah (*by obeying Him*) and His Messenger when he (SA) calls you' {*The Qur'an, 8:24*}. He (SA) then said to me, "I will teach you a *Surah* which is the greatest *Surah* in the Qur'an, before you leave the mosque." Then he got hold of my hand, and when he intended to leave (*the mosque*), I said to him, "Didn't you say to me: I will teach you a *Surah* which is the greatest *Surah* in the Qur'an?" He (SA) said, "Al-Hamdu-Lillah Rabbil Alamin [*i.e. all the praises and thanks be to Allah, the Lord of the Alamin (mankind, jinns and all that exists)*,"] Surat Al-Fatiha which is the As-Saba AL-Mathani (*i.e. seven repeatedly recited Verses*) and the Grand Qur'an which has been given to me." (*Sahee Al-Bukhari, Vol. 6, Hadith No. 1*)

পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে মুসলিমরা প্রতিদিন সূরা আল-ফাতিহা কমপক্ষে ১৭ বার [*ফরয নামাযে*] পাঠ করেন। এই সূরায় আল্লাহ্ তা'আলা নিজের পরিচয় দিয়ে বলেছেন;

www.pathagar.com

তিনি সমস্ত কিছুর [*আসমান জমিনে যা আছে এবং মানুষ ও জিন জাতির*] সৃষ্টিকর্তা ও প্রতিপালক, তিনি দয়াময় পরম দয়ালু এবং বিচার দিবসের মালিক। এই সূরার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা মানব জাতিকে আদেশ দিয়ে বলেছেন, নামায আদায়ের মাধ্যমে একমাত্র তারই শক্তির কাছে তোমরা আত্মসমর্পণ করে তারই ইবাদত এবং সরল-সোজা পথে [*ইসলামে*] পরিচালিত হওয়ার জন্য তাঁর কাছেই সাহায্য প্রার্থনা কর অর্থাৎ মুসলমানরা নামাযের প্রতি রাকআতে সচেতন বা অবচেতন [*অর্থ না বুঝে*] প্রতিদিনই আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদ এবং সার্বভৌমত্বকে হৃদয়ে স্বীকার করে গভীর বিশ্বাসে আল্লাহ তা'আলার সঠিক পরিচয় সম্পর্কে সাক্ষ্য দিচ্ছেন। সূরা আল-ফাতিহায় আল্লাহ তা'আলা নিজের পরিচয় সম্পর্কে বলেছেন :

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ. ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ۝ مَٰلِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ ۝

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۝ ٱهْدِنَا ٱلصِّرَٰطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ۝

صِرَٰطَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلضَّآلِّينَ ۝

"প্রশংসা জগৎসমূহের (রব) প্রতিপালক আল্লাহরই প্রাপ্য, যিনি দয়াময়, পরম দয়ালু, কর্মফল [*বিচার দিবস, হাশরের ময়দানের*] মালিক। আমরা শুধু তোমারই 'ইবাদত করি', শুধু তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি। আমাদিগকে সরল পথ প্রদর্শন করো, তাহাদিগের পথ, যাহাদিগকে তুমি অনুগ্রহ দান করিয়াছ, যাহারা ক্রোধ নিপতিত নহে, পথভ্রষ্টও নহে।" *(ফাতিহা : ১-৭)*

[رب] 'রব' শব্দের অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক যেমন প্রতিপালক, স্রষ্টা, সংরক্ষক ও বিধায়ক ইত্যাদি। প্রথমে তিনি সৃষ্টিকর্তা, অতঃপর তিনি সৃষ্টির সংরক্ষক, সর্ববিষয়ে পরিচালক, পরিদর্শক, প্রতিপালক, বিধানদাতা। যা হোক, এ পর্যায়ে তাওহীদ বা আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদ সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হলো। এই অংশটা লওয়া হয়েছে [*আল-কুরআনের ইংরেজী অনুবাদ, পৃষ্ঠা নম্বর ১০০২, ড. মুহাম্মদ তাকী-উদ-দীন আল-হিলালী এবং ড. মুহাম্মদ মুহসিন খান, প্রকাশক মাক্তবা দার-উস-সালাম, সৌদী আরব*] থেকে। "রব" শব্দের পরিপূর্ণ অর্থ বুঝার জন্য তাওহীদের ভাবার্থ সম্পর্কে আলোচনার প্রয়োজন অনস্বীকার্য। আল্লাহ তা'আলার সৃজিত সব বস্তুর উপর তার একচ্ছত্র আধিপত্যকে সাধারণত তিন ভাগে বিভক্ত করে বুঝানো হয়ে থাকে। এগুলো হচ্ছে : (১) তাওহীদ-আর-রুবুবি'য়্যা [*বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে যা কিছু আছে তার কর্তৃত্বে আল্লাহ তা'আলার একচ্ছত্র আধিপত্য*] : আল্লাহ তা'আলাই বিশ্বজাহানে একমাত্র মা'বুদ, তিনিই সৃষ্টিকর্তা, নিয়ন্ত্রণকারী, পরিচালক, পরিকল্পক, প্রতিপালক, নিরাপত্তা প্রদানকারী ইত্যাদিতে একনিষ্ঠভাবে বিশ্বাস করা। (২) তাওহীদ-আল-উলুহি'য়্যা [*আল্লাহ তা'আলাই একমাত্র উপাস্য*] : বিশ্বাস করা যে, আল্লাহ তা'আলা ছাড়া

www.pathagar.com

আর কারও উপাস্য হওয়ার অধিকার ও যোগ্যতা নাই। ইবাদতের জন্য যত ধরনের পদ্ধতি আছে, যেমন : নামায, রোযা, যাকাত, হজ্জ, কোন বস্তুকে উৎসর্গ, আত্মত্যাগ, জিহাদ বা সংগ্রাম করা ইত্যাদি সবই আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত বিধান অনুসারে একমাত্র তার সন্তুষ্টির জন্যই পালন করা হয়ে থাকে। মুসলিমদের প্রতি আদেশ দিয়ে এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٢﴾

"তুমি বল, আমার নামায, আমার কুরবানি এবং আমার জীবন ও মরণ বিশ্ব-প্রতিপালক আল্লাহরই জন্য।" *(৬-আন'আম : ১৬২)*

(৩) তাওহীদ-আল আস্‌মা-এর ওয়া আস-সিফাত : (ক) বিশ্বাস করা যে, আল-কুরআনে ও রাসূল (সা.) হাদীসে যে সমস্ত নাম আল্লাহ তা'আলার জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে, সেগুলোই আল্লাহ তা'আলার উৎকৃষ্ট নাম। তা ব্যতীত অন্য কোন নামে আল্লাহ তা'আলাকে সম্বোধন না করা। (খ) আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টিকুলের কাউকে আল্লাহ তা'আলার নামের অনুকরণে হুবহু নামে নামকরণ না করা, যেমন কাউকে আল-করিম, আল-হাকিম, আল-আজিজ ইত্যাদি। এই নামগুলোর 'আল'-এর [*একমাত্র, অদ্বিতীয়, সর্বশ্রেষ্ঠ*] পরিবর্তে আবদুল [*সর্বশ্রেষ্ঠের গোলাম*] যোগ করে যেমন আবদুল করিম, আব্দুল হাকিম, আবদুল আজিজ ইত্যাদি নামে নামকরণ করা শুধুমাত্র গ্রহণযোগ্যই নয় বরং ইসলামী মূল্যবোধে উৎসাহিত করা হয়েছে। এই বিষয়টা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তাই বাচ্চাদের নামকরণের সময় সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। তদুপরি কারও নাম যদি আবদুল করিম হয় তবে শুধুমাত্র "করিম" না বলে আবদুল করিম হিসেবে সম্বোধন করা উচিত। (গ) আল-কুরআন ও হাদীসে আল্লাহ তা'আলার যে সমস্ত নাম আছে সেগুলোর অর্থ বিকৃত করে সৃজিত কোন বস্তুর নাম অনুসারে আল্লাহ তা'আলাকে ডাকা সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। আল্লাহ তা'আলার নামই উত্তম নাম, এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন

هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ ۖ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ ۚ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٢٤﴾

"তিনিই আল্লাহ তা'আলা, স্রষ্টা, উদ্ভাবক, রূপদাতা, উত্তম নামসমূহ তারই।" *(৫৯-আল-হাশর : ২৪)*

(ঘ) আল্লাহ তা'আলার হাত, চোখে দেখা, কানে শোনার ব্যাপারে আল-কুরআনে অনেক আয়াত আছে এবং কুরসীর বা আসনের উপর অধিষ্ঠিত হওয়া সম্পর্কেও আয়াত আছে, এই আয়াতে যদিও আল্লাহ তা'আলার হাত, চোখ, কান এবং আসনের কথা উল্লেখ আছে তবুও এগুলোর সাথে সৃষ্টির কোন বস্তুর হাত, চোখ, কান ও আসনের কোন সাদৃশ্য নাই। কারও সাথেই আল্লাহ তা'আলার কোন

www.pathagar.com

তুলনা হয় না, তিনি সম্পূর্ণরূপে আলাদা এবং সৃজিত সব বস্তুর উপর অধিষ্ঠিত, অতুলনীয়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন :

لَيْسَ كَمِثْلِهِۦ شَىْءٌ ۖ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴿١١﴾

"...কোন কিছুই তাঁর সাদৃশ্য নয়। তিনি সব শুনেন, সব দেখেন।" *(৪২-শূরা : ১১)*

যা হোক, আল্লাহ্ তা'আলার ৯৯ নামের বা Attributes [*গুণাগুণ*]-এর মধ্যে রয়েছে তাঁর আসল পরিচয়, যা আল-কুরআন এবং হাদীসের মাধ্যমে জানা যায়। নিজের নাম সম্বন্ধে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, তাঁর নামই সর্বশ্রেষ্ঠ এবং উত্তম নাম। অতএব উত্তম নাম ধরেই তোমরা আমাকে ডাক। উপরোল্লিখিত আয়াত ছাড়াও নিজের নাম সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা আরও বলেছেন :

وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ فَٱدْعُوهُ بِهَا ۖ وَذَرُوا۟ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِىٓ أَسْمَٰٓئِهِۦ ۚ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿١٨٠﴾

"উত্তম নামসমূহ আল্লাহরই; তোমরা তাহাকে সেই সব নামেই ডাকিবে; যাহারা তাহার নাম বিকৃত করে তাহাদিগকে বর্জন করিবে [*আল্লাহ তা'আলার সাথে শরীক স্থির করে অবজ্ঞা দেখানো*]; তাহাদিগের কৃতকর্মের ফল তাহাদিগকে দেওয়া হইবে।" *(৭-আরাফ : ১৮০)*

قُلِ ٱدْعُوا۟ ٱللَّهَ أَوِ ٱدْعُوا۟ ٱلرَّحْمَٰنَ ۖ أَيًّا مَّا تَدْعُوا۟ فَلَهُ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ ۚ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا

وَٱبْتَغِ بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا ﴿١١٠﴾

"বল, তোমরা আল্লাহ্ নামে আহ্বান করো বা রহমান নামে আহ্বান করো, তোমরা যে নামেই আহ্বান করো সকল সুন্দর নামই তো তাহার। সালাতে [*নামাযে*] স্বর উচ্চ করিও না এবং অতিশয় ক্ষীণও করিও না; এই দুইয়ের মধ্যপথ অবলম্বন করো।" *(১৭-বনী ইসরাঈল : ১১০)*

আল্লাহ তা'আলার নাম সম্পর্কে রাসূল (সা.) বলেছেন : Allah has ninety-nine Names, i.e. One-hundred minus one, and whoever believes in their meanings and acts accordingly, will enter Paradise, and Allah witr (One) and Loves 'the Witr' [বিতের নামায]. (Sahee Al-Bukhari, Vol. 8, Hadith No. 419)

তিনিই আল্লাহ্ তা'আলা, যিনি আল-কুরআনে নিজের পরিচয় সুস্পষ্টভাবে সহজ ভাষায় দিয়েছেন। অতএব আল-কুরআনের আয়াতে বর্ণিত আল্লাহ তা'আলার আসল পরিচয় অনুসন্ধান করতে, প্রথমে ইনশাআল্লাহ্ "আয়াতুল কুরসী" এবং সূরা হাশরের শেষের কিছু আয়াতের মাধ্যমে শুরু করা হলো। এই আয়াতে নিজের পরিচয় সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন :

www.pathagar.com

ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلْحَىُّ ٱلْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُۥ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَّهُۥ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ مَن ذَا ٱلَّذِى يَشْفَعُ عِندَهُۥٓ

إِلَّا بِإِذْنِهِۦ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَىْءٍ مِّنْ عِلْمِهِۦٓ إِلَّا بِمَا شَآءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ

وَٱلْأَرْضَ وَلَا يَـُٔودُهُۥ حِفْظُهُمَا وَهُوَ ٱلْعَلِىُّ ٱلْعَظِيمُ ﴿٢٥٥﴾

"আল্লাহ, তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ [*উপাস্য*] নাই। তিনি চিরঞ্জীব, সবকিছুর ধারক। তাহাকে তন্দ্রা অথবা নিদ্রা স্পর্শ করে না। আকাশ ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে সমস্তই তাহার। কে সে, যে তাহার অনুমতি ব্যতীত তাহার নিকট সুপারিশ করিবে? তাহার সম্মুখে ও পশ্চাতে যাহা কিছু আছে তাহা তিনি অবগত। যাহা তিনি করেন তাহা ব্যতীত তাহার জ্ঞানের কিছুই তাহারা আয়ত্ত করিতে পারে না। তাহার আসন [*কুরসী*] আকাশ ও পৃথিবীময় পরিব্যাপ্ত; ইহাদের রক্ষণাবেক্ষণ তাহাকে ক্লান্ত করে না; তিনি মহান, শ্রেষ্ঠ।" *(২-বাকারাহ : ২৫৫)*

هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِى لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَٰلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَٰدَةِ هُوَ ٱلرَّحْمَٰنُ ٱلرَّحِيمُ ﴿٢٢﴾

هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِى لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلْمَلِكُ ٱلْقُدُّوسُ ٱلسَّلَٰمُ ٱلْمُؤْمِنُ ٱلْمُهَيْمِنُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْجَبَّارُ ٱلْمُتَكَبِّرُ سُبْحَٰنَ ٱللَّهِ عَمَّا

يُشْرِكُونَ ﴿٢٣﴾ هُوَ ٱللَّهُ ٱلْخَٰلِقُ ٱلْبَارِئُ ٱلْمُصَوِّرُ لَهُ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ يُسَبِّحُ لَهُۥ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿٢٤﴾

"তিনিই আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নাই; তিনি অদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা; তিনি দয়াময়, পরম দয়ালু।

তিনিই আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নাই। তিনিই অধিপতি, তিনিই পবিত্র, তিনিই শান্তি, তিনিই নিরাপত্তা বিধায়ক, তিনিই রক্ষক, তিনিই পরাক্রমশালী, তিনিই প্রবল, তিনিই অতীব মহিমান্বিত, উহারা যাহাকে শরীক স্থির করে আল্লাহ তাহা হইতে পবিত্র, মহান।

তিনিই আল্লাহ, সৃজনকর্তা, উদ্ভাবনকর্তা, রূপদাতা, সকল উত্তম নাম তাহারই। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে সমস্তই তাহার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।" *(৫৯-হাশর : ২২-২৪)*

উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলার ৯৯ নামের অনেকগুলো নাম আল্লাহ তা'আলা উল্লেখ করেছেন। তবে একটা বিষয় লক্ষণীয় যে, উল্লিখিত নামগুলোর মধ্যে কোন 'ও' 'এবং' নাই। এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার সব গুণাগুণ তার মধ্যে একই সময় উপস্থিত থাকে, অর্থাৎ তিনি শুধুমাত্র সৃষ্টিকর্তা নন একই সময় যেমন তিনি প্রতিপালক, নিয়ন্ত্রণকর্তা তেমন তিনি রক্ষক, নিরাপত্তা প্রদানকারী।

নিজের গুণাগুণ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা আরও বলেছেন :

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿١﴾

www.pathagar.com

لَهُۥ مُلْكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ يُحْيِۦ وَيُمِيتُ ۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢﴾

هُوَ ٱلْأَوَّلُ وَٱلْءَاخِرُ وَٱلظَّٰهِرُ وَٱلْبَاطِنُ ۖ وَهُوَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ ﴿٣﴾

هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ فِى سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ۚ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِى ٱلْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا

وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا ۖ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ ۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٤﴾

لَهُۥ مُلْكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ﴿٥﴾

يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِى ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِى ٱلَّيْلِ ۚ وَهُوَ عَلِيمٌۢ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿٦﴾

"আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে সবই আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব তাহারই; তিনি জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান; তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। তিনিই আদি, তিনিই অন্ত; তিনিই ব্যক্ত ও তিনিই গুপ্ত এবং তিনি সর্ববিষয়ে সম্যক অবহিত। তিনি ছয় দিবসে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন; অতঃপর আরশে সমাসীন হইয়াছেন। তিনি জানেন যাহা কিছু ভূমিতে প্রবেশ করে ও যাহা কিছু ইহা হইতে বাহির হয় এবং আকাশ হইতে যাহা কিছু নামে ও আকাশে যাহা কিছু উত্থিত হয়। তোমরা যেখানেই থাক না কেন তিনি তোমাদিগের সঙ্গে আছেন, তোমরা যাহা কিছু করো আল্লাহ তাহা জানেন। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব তাহারই এবং আল্লাহরই দিকে সমস্ত বিষয় প্রত্যাবর্তিত হইবে। তিনি রাত্রিকে প্রবেশ করান দিবসে এবং দিবসকে প্রবেশ করান রাত্রিতে এবং তিনি অন্তর্যামী।" *(৫৭-হাদীদ : ১, ৬)*

উপরোল্লিখিত আয়াত আল্লাহ তা'আলার আসল পরিচয় সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলার পরিচয় এমনভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে যেখানে নির্বোধদের জন্য প্রশ্ন করার অবকাশ থাকলেও ধীশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য রয়েছে স্পষ্ট তথ্য। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যা কিছু আছে সকলেই দিবানিশি আল্লাহ তা'আলার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছে। মানব সন্তানের তসবীহ্ বা পবিত্র ঘোষণা করা দেখা যায় বা বুঝা যায়, তদ্ব্যতীত অন্য কারোও তসবীহ্ করার পদ্ধতি মানব সন্তান বুঝতে পারেন না, এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "সপ্ত আকাশ ও পৃথিবী এবং এগুলোর মধ্যে যা কিছু আছে সমস্ত কিছু তাঁরই পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে এবং এমন কিছু নেই যা তার সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে না। কিন্তু তাদের পবিত্রতা, মহিমা ঘোষণা তোমরা অনুধাবন করতে পার না। নিশ্চয় তিনি অতি সহনশীল, ক্ষমাপরায়ণ।" *(১৭-বনী*

www.pathagar.com

ইসরাঈল : ৪৪)। তসবীহ্ সম্পর্কে ড. ইসরার আহমদ (রহ.) বলেছেন, তসবীহ্ শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে ভাসমান রাখা। অতএব আল্লাহ্ তা'আলার তসবীহ্ বা পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করার মানে হচ্ছে তার পবিত্রতা ও মহিমাকে ভাসমান অবস্থায় রাখা, অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার পবিত্রতা ও মহিমার সাথে কোন কিছুরই তুলনা করা যায় না। আল্লাহ্ তা'আলার পবিত্রতা, শক্তি, প্রজ্ঞা, জ্ঞান, দয়া, রহমত, অস্তিত্ব, চিরঞ্জীব, সদাজাগ্রত প্রকৃতি, তাঁর আকার, দৃশ্য-অদৃশ্যের জ্ঞান ইত্যাদি সৃষ্টিজগতের সবকিছু থেকে স্বতন্ত্র। এ রকম বিশ্বাস করে আল্লাহ্ তা'আলার পবিত্রতাকে সম্পূর্ণরূপে আলাদা করে সবকিছুর উপর ভাসমান অবস্থায় রাখা অর্থাৎ কাউকে তার পবিত্রতার সাথে জড়িয়ে শিরকে লিপ্ত হওয়া কোন প্রকারেই গ্রহণযোগ্য হবে না। তসবীহ্র ব্যাপারে হাদীস থেকে জানা যায়, আবু হুরাইরা (রা.) বলেন, রাসূল (সা.) রাত্রিতে যখন বিছানায় যেতেন, তখন প্রার্থনা করতেন, "O Allah, Lord of the seven heavens and Lord of the Magnificent Throne! Our Lord, and the Lord of everything, Revealer of the Tawrah, the Injil and the Furqan [Al-Qur'an], the Splitter of the grain of corn and the date stone! I seek refuge with You from the evil of everything whose forhead You have control over. O Allah! You are Al-Awwal, nothing is before You; Al-Akhir, nothing is after You; Az-Zahir, nothing is above You; and Al-Batin, nothing is below You. Remove the burden of debt from us and free from poverty." *(Ahmad 2:404, Ibn Kathir, Vol. 9, Page/463)*

বস্তুত বিশ্বজাহানের অস্তিত্ব নির্ভর করছে আল্লাহ্ তা'আলার অস্তিত্বের এবং তাঁর দয়ার উপর। কারণ তিনিই সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা, প্রতিপালক। তাঁর দয়া ও অনুগ্রহ ব্যতীত কোন কিছুই অস্তিত্বে থাকতে পারে না। এমনকি যারা একত্ববাদে এবং তাঁর অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন না তারাও আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহ ব্যতিরেকে একমুহূর্তও অস্তিত্বে থাকবে না। আল্লাহ্ তা'আলাই বিশ্বজাহানের সবকিছুর মালিক। পার্থিব জীবনে মানব সন্তান আল্লাহ্ তা'আলার সীমাহীন অনুগ্রহে ধন-সম্পদের ও নিজের শরীরের মালিক হয়ে থাকেন অথচ মৃত্যুর পরই তাদের মালিকানা শেষ হয়ে যায়। ধন-সম্পত্তির মালিকানা চলে যায় আত্মীয়স্বজনের কাছে আর শরীর বা রূহের মালিকানা চলে যায় আল্লাহ্ তা'আলার হাতে। এই মালিকানা বাধ্যতামূলক, মৃত ব্যক্তি ইচ্ছা করুক বা না করুক, ওয়ারিশ ব্যক্তি আপনা-আপনি মালিক হয়ে যায়। উপরোক্ত আয়াতে বিশ্বজাহানের উপর আল্লাহ্ তা'আলার সার্বভৌম মালিকানাকে মিরাস শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করার রহস্য এই যে,

www.pathagar.com

তোমরা ইচ্ছা করো বা না করো, তোমরা আজ যে জিনিসের মালিক বলে গণ্য হও, সেগুলো অবশেষে আল্লাহ্ তা'আলার বিশেষ মালিকানায় চলে যাবে। সবকিছুর প্রকৃত মালিক পূর্বেও আল্লাহ্ তা'আলাই ছিলেন, কিন্তু তিনি কৃপাবশতঃ কিছু বস্তুর মালিকানা তোমাদের নামে দিয়েছিলেন। এখন তোমাদের সেই বাহ্যিক মালিকানাও অবশিষ্ট থাকবে না। এক্ষেত্রে মৃত ব্যক্তির করার কিছুই থাকে না। বংশ পরম্পরায় এইভাবে চলতে থাকলেও বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যখন ধ্বংস হয়ে যাবে তখন সবকিছুর মালিকানা আল্লাহ তা'আলার হাতে চলে যাবে।

উপরোল্লিখিত আয়াতে বর্ণিত বিষয়, আউয়াল, আখের, যাহের ও বাতেন বিশেষভাবে উল্লেখ্য। আউয়াল শব্দের অর্থ নির্দিষ্ট, অর্থাৎ অস্তিত্বের দিক দিয়ে সকল সৃষ্টজগতের অগ্রে ও আদি। কারণ তিনি ব্যতীত সবকিছুই তাঁরই সৃজিত, তাই তিনি সবার আদি। আখের শব্দের অর্থ, সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পরও তিনি থাকবেন। তাই তিনি সবার অন্ত। যাহের বলে সেই সত্তা বুঝানো হয়েছে, যেসব বস্তু অপেক্ষাকৃত অধিক প্রকাশমান। প্রকাশমান হওয়া অস্তিত্বের একটা অন্যতম শাখা। অতএব, আল্লাহ্ তা'আলার অস্তিত্ব যখন সবার উপরে ও অগ্রে, তখন তার আত্মপ্রকাশও সবার উপরে হবে। জগতে তার চাইতে অধিক কোন বস্তু প্রকাশমান নয়। তাঁর প্রজ্ঞা, শক্তি-সামর্থ্যের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বা নিদর্শন বিশ্বের প্রতিটা কণায় কণায় বিদ্যমান। *(তফসীর মা'আরেফুল কুরআন, পৃষ্ঠা ১৩৩২-১৩৩৩)*

সূরা আল-ইমরানে, আল্লাহ তাঁর হাবিব রাসূল (সা.) এবং মানব জাতির সকলকে আদেশ দিয়ে বলেছেন, তারা যেন আল্লাহ্ তা'আলার সার্বভৌমত্বকে স্বীকার করে দৃঢ়চিত্তে ঘোষণা দেয় :

"বল, হে সার্বভৌম শক্তির মালিক আল্লাহ। তুমি যাহাকে ইচ্ছা ক্ষমতা প্রদান করো এবং যাহার নিকট হইতে ইচ্ছা ক্ষমতা কাড়িয়া লও; যাহাকে ইচ্ছা তুমি সম্মানিত করো, আর যাহাকে ইচ্ছা তুমি ক্ষমতাশালী করো, আর যাহাকে ইচ্ছা তুমি হীন করো। কল্যাণ তোমার হাতেই। তুমি সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান। তুমিই রাত্রিকে দিবসে পরিণত এবং দিবসকে রাত্রিতে পরিণত করো; তুমিই মৃত হইতে জীবন্তের আবির্ভাব ঘটাও, আবার জীবন্ত হইতে মৃতের আবির্ভাব ঘটাও। তুমি যাহাকে ইচ্ছা অপরিমিত জীবনোপকরণ দান করো।" *(৩-ইমরান : ২৬)*

আল্লাহ্ তা'আলা সবকিছুর সাক্ষী, সব কিছু দেখেন, তিনি মানবের অতি নিকটেই আছেন, কোন কিছুই তার কাছ হতে গোপন করা যাবে না। এই প্রসঙ্গে ইতোমধ্যে কিছু আয়াত উল্লেখ করা হয়েছে। অন্যান্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন :

www.pathagar.com

وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ﴿٦٠﴾

"তুমি যে কোন কর্মে রত হও এবং তুমি তৎসম্পর্কে কুরআন হইতে যাহা আবৃত্তি কর এবং তোমরা যে কোন কার্য করো, আমি তোমাদিগের পরিদর্শক যখন তোমরা উহাতে প্রবৃত্ত হও। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর অণু পরিমাণও তোমার প্রতিপালকের অগোচরে নহে এবং উহা অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর অথবা বৃহত্তর কিছুই নাই যাহা সুস্পষ্ট কিতাবে নাই।" *(১০-ইউনুস : ৬১)*

يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا ۚ أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ ۚ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿٦﴾

"সেইদিন, যেইদিন [*কিয়ামত দিবসে*] উহাদিগের সকলকে একত্রে পুনরুত্থিত করা হইবে এবং উহাদিগকে জানাইয়া দেওয়া হইবে যাহা উহারা করিত; আল্লাহ্ উহার হিসাব রাখিয়াছেন, যদিও উহারা তাহা বিস্মৃত হইয়াছে। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সম্যক দ্রষ্টা।" *(৫৮-মুজাদালা : ৬)*

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۖ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿١٨٦﴾

"আমার বান্দা যখন আমার সম্বন্ধে তোমাকে প্রশ্ন করে, আমি তো নিকটেই। আহ্বানকারী যখন আমাকে আহ্বান করে আমি তাহার আহ্বানে সাড়া দেই। সুতরাং তাহারাও আমার ডাকে সাড়া দিক এবং আমাতে বিশ্বাস স্থাপন করুক যাহাতে তাহারা ঠিক পথে চলিতে পারে।" *(২-বাকারাহ : ১৮৬)*

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ ۖ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ﴿١٦﴾

"আমিই মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছি এবং তাহার প্রবৃত্তি তাহাকে যে কুমন্ত্রণা দেয় তাহা আমি জানি। আমি তাহার গ্রীবাস্থিত ধমনী অপেক্ষাও নিকটতর।" *(৫০-কাফ : ১৬)*

وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ وَلَٰكِن لَّا تُبْصِرُونَ ﴿٨٥﴾

"আর আমি তোমাদিগের অপেক্ষা তাহার [*মৃত্যুমুখে পতিত হওয়া ব্যক্তি*] নিকটতর, কিন্তু তোমরা দেখিতে পাও না।" *(৫৬-ওয়াকি'আ : ৮৫)*

قُلْ إِن ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَىٰ نَفْسِي ۖ وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي ۚ إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ ﴿٥٠﴾

"বল, 'আমি বিভ্রান্ত হইলে বিভ্রান্তির পরিণাম আমারই এবং যদি আমি সৎপথে থাকি তবে তাহা এই জন্য যে, আমার প্রতিপালক ওহী প্রেরণ করেন। তিনি সর্বশ্রোতা, সন্নিকট।" *(৩৪-সাবা : ৫০)*

উল্লিখিত আয়াতে বর্ণিত বিষয় সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, আল্লাহ্ তা'আলা

www.pathagar.com

সীমাহীন জ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়। তাঁর সীমাহীন জ্ঞান দিয়েই মানব জাতির সকলকেই পরিবেষ্টন করে আছেন, সর্বদা দেখছেন। আল্লাহ তা'আলা এ সম্পর্কে আরও বলেছেন :

وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ ۚ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ ۚ

وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا ﴿٦٠﴾

"স্মরণ করো, আমি তোমাকে বলিয়াছিলাম যে, তোমার প্রতিপালক মানুষকে পরিবেষ্টন করিয়া আছেন। আমি যে দৃশ্য [*মিরাজে দেখা দৃশ্য*] তোমাকে দেখাইয়াছি তাহা এবং কুরআনে উল্লিখিত অভিশপ্ত বৃক্ষটিও [*যাক্কুম বৃক্ষ, পাপী বান্দাদের জন্য তৈরি করে রেখেছেন*] কেবল মানুষের পরীক্ষার জন্য। উহা উহাদিগকে [*মানুষকে*] ভীতি প্রদর্শন করি [যাতে মানুষ সৎপথে ফিরে আসে], কিন্তু ইহা উহাদিগের ঘোর অবাধ্যতাই বৃদ্ধি করে।" *(১৭-বনী ইসরাঈল : ৬০)*

বিশ্বজাহানে যা কিছু আছে তার উপর আল্লাহ তা'আলার যে একক আধিপত্য আছে, সেগুলো থেকে বিশেষ কিছু বিষয় সম্পর্কে আয়াত নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করে পৃথকভাবে আলোচনা করা হলো।

তিনিই আল্লাহ তা'আলা, যিনি সীমাহীন জ্ঞান দিয়ে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর ভেতর-বাহির, গোপন-প্রকাশ যেখানে-সেখানে যা কিছু প্রতিমুহূর্তে ঘটছে সবই তিনি জানেন এবং তিনি হলেন সকলের দৃষ্টির বহির্ভূত কিন্তু সকলেই হলো তার দৃষ্টিতে [জ্ঞানে] অধিগত। এই ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ۚ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا

وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا ۖ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٤﴾

"তিনিই ছয় দিবসে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন; অতঃপর 'আরশে' সমাসীন হইয়াছেন। তিনি জানেন যাহা কিছু ভূমিতে প্রবেশ করে ও যাহা কিছু উহা হইতে বাহির হয় এবং আকাশ হইতে যাহা কিছু নামে ও আকাশে যাহা কিছু উত্থিত হয়। তোমরা যেখানেই থাক না কেন তিনি তোমাদিগের সঙ্গে আছেন; তোমরা যাহা কিছু কর আল্লাহ তাহা দেখেন।" *(৫৭-হাদীদ : ৪)*

يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴿١٦﴾

"হে বৎস! কোন কিছু যদি সরিষার দানা পরিমাণও হয় এবং উহা যদি থাকে শিলাগর্ভে অথবা আকাশে কিংবা মৃত্তিকার নীচে, আল্লাহ তাহাও উপস্থিত করিবেন। আল্লাহ সূক্ষ্মদর্শী, খবর রাখেন সকল বিষয়ে।" *(৩১-লোকমান : ১৬)*

www.pathagar.com

ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ خَٰلِقُ كُلِّ شَىْءٍ فَٱعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ وَكِيلٌ

لَّا تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَٰرُ وَهُوَ يُدْرِكُ ٱلْأَبْصَٰرَ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ

"এই তো আল্লাহ, তোমাদিগের প্রতিপালক, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নাই; তিনিই সবকিছুর স্রষ্টা; সুতরাং তোমরা তাহার ইবাদত কর; তিনি সবকিছুর তত্ত্বাবধায়ক। তিনি দৃষ্টির অধিগম্য নহেন কিন্তু দৃষ্টিশক্তি তাহার অধিগত এবং তিনিই সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক পরিজ্ঞাতা।" *(৬-আন'আম : ১০২, ১০৩)*

পাঁচটা বিষয়ের জ্ঞান যেমন, কিয়ামত কখন হবে, বৃষ্টি কোথায় কখন হবে অথবা আদৌ হবে না, একমাত্র আল্লাহ তা'আলার এখতিয়ারে। মাতৃগর্ভে কি আছে এবং কি জন্ম নিবে; ভবিষ্যতে কি হবে এবং কোন জায়গায় সে মারা যাবে এ সমস্ত আল্লাহ তা'আলা ছাড়া কেউ জানেন না। এই ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُۥ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ ٱلْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِى ٱلْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِى نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا

وَمَا تَدْرِى نَفْسٌۢ بِأَىِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌۢ

"কিয়ামতের জ্ঞান কেবল আল্লাহর নিকট রহিয়াছে, তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং তিনি জানেন যাহা জরায়ুতে আছে। কেহ জানে না আগামীকল্য সে কি অর্জন করিবে এবং কেহ জানে না কোন স্থানে তাহার মৃত্যু ঘটিবে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ সর্ববিষয়ে অবহিত।" *(৩১-লোকমান : ৩৪)*

এ প্রসঙ্গে রাসূল (সা.) বলেছেন : "The Keys of the unseen are five: Verily Allah! With Him (Alone) is the Knowledge of the Hour [*Day of the Judgement*], He Sends down the rain, and knows what is in the wombs. No person knows what he will earn tomorrow, and no person knows in what land he will die, Verily, Allah is All-Knower, All-Aware". (*Sahee Al-Bukhari, Vol. 6, Hadith No. 151)*

উল্লিখিত পাঁচটি গায়েবী বিষয় সম্পর্কে বাড়তি আলোচনা করা হলো

বৃষ্টির সৃষ্টি হয় আল্লাহ তা'আলার আদেশেই: বর্তমানে বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব অবদানে বৃষ্টি সৃষ্টির আলামত এবং আবহাওয়ার বা বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা ক্রমবিকাশের উপর নির্ভর করে বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা সম্পর্কে আবহাওয়া বিজ্ঞানীরা কিছুটা পূর্বাভাস দিতে পারেন। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বিজ্ঞানীদের দেয়া পূর্বাভাস বাস্তবে পরিণত হয়। তবে বৃষ্টি না হলে অথবা অতি বৃষ্টি হলে তাদের করার কিছু থাকে না, অর্থাৎ বৃষ্টির প্রথমধাপ জলীয় বাষ্প জমে আকাশে মেঘ সৃষ্টি হওয়া অথবা না হওয়া সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ তা'আলার আধিপত্যে এবং তাঁর জ্ঞান ও ক্ষমতার উপর নির্ভরশীল। তাই বলাবাহুল্য তিনিই আল্লাহ তা'আলা, যিনি

www.pathagar.com

সৃষ্টির কল্যাণে প্রয়োজন মতো তার 'রহমত' বৃষ্টি প্রেরণ করেন। এই প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

هُوَ ٱلَّذِىٓ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً ۖ لَّكُم مِّنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ ﴿١٠﴾

"তিনিই আকাশ হইতে বৃষ্টি বর্ষণ করান; উহাতে তোমাদিগের জন্য রহিয়াছে পানীয় এবং উহা হইতে জন্মায় উদ্ভিদ যাহাতে তোমরা পশু চারণ করিয়া থাক।" *(১৬-নাহল, ১০)*

وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءًۢ بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّٰهُ فِى ٱلْأَرْضِ ۖ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍۭ بِهِۦ لَقَٰدِرُونَ ﴿١٨﴾

"এবং আমি আকাশ হইতে বৃষ্টি বর্ষণ করি পরিমিতভাবে; অতঃপর আমি উহা মৃত্তিকায় সংরক্ষিত করি, আমি উহাকে অপসারিত করিতেও সক্ষম।" *(২৩-মু'মিনুন, ১৮)*

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنَّكَ تَرَى ٱلْأَرْضَ خَٰشِعَةً فَإِذَآ أَنزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ ٱهْتَزَّتْ وَرَبَتْ ۚ إِنَّ ٱلَّذِىٓ أَحْيَاهَا لَمُحْىِ ٱلْمَوْتَىٰٓ ۚ

إِنَّهُۥ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ﴿٣٩﴾

"এবং তাহার একটি নিদর্শন এই যে, তুমি ভূমিকে দেখিতে পাও শুষ্ক উষর, অতঃপর আমি উহাতে বৃষ্টি বর্ষণ করিলে উহা আন্দোলিত ও স্ফীত হয়; যিনি ভূমিকে জীবিত করেন তিনিই মৃত্যুর জীবনদানকারী। তিনিতো সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।" *(৪১-ফুসসিলাত, ৩৯)*

বস্তুত বৃষ্টি হচ্ছে 'রহমত', বৃষ্টি বর্ষণের পানি দিয়ে ভূপৃষ্ঠের সব জীবপ্রাণী বেঁচে থাকে তাই মানুষ এবং অন্যান্য জীবপ্রাণী সকলের জন্যই বৃষ্টি হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার 'রহমত বা দয়া' রহমতের নিদর্শন। এজন্যই পানির অপর নাম জীবন। পৃথিবীতে সবকিছুর জীবন ধারণ করার জন্য দরকার আল্লাহ তা'আলার 'রহমত' অর্থাৎ বৃষ্টির পানি। বৈজ্ঞানিকরা মহাশূন্যের অন্য গ্রহে যেমন Mars [*মঙ্গল গ্রহে*] প্রাণীর অস্তিত্ব অনুসন্ধান করতে গিয়ে প্রথমেই পানির অস্তিত্ব সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার চেষ্টা করছেন। যা হোক, পরবর্তীতে বৃষ্টি সৃষ্টি হওয়ার কৌশলে যে আল্লাহ তা'আলার নিদর্শন রয়েছে এ ব্যাপারে ইনশাআল্লাহ বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হবে।

মাতৃগর্ভে সৃষ্ট ভ্রূণের সেক্স সম্পর্কে একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই জানেন

মাতৃগর্ভ বা জরায়ু হচ্ছে অন্ধকারে নিমজ্জিত, কারও পক্ষে সদ্য সৃষ্ট ভ্রূণের সেক্স সম্পর্কে জানা সম্ভব নয়। তবে বিজ্ঞানের অবদানে বর্তমানে Ultrasound-এর সাহায্যে জন্মের পূর্বেই মাতৃগর্ভে থাকা অবস্থায় সন্তানের sex নির্ধারণ করা যায় তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিত হওয়া যায় না। Ultrasound দিয়ে

www.pathagar.com

সন্তানের সেক্স, sex organ formed করার পরেই নির্ণয় করা যায়। কিন্তু ভ্রূণ মাতৃগর্ভে যখন সবেমাত্র conceived করে তখন কোন বিজ্ঞানী অথবা অত্যাধুনিক কোন যন্ত্রই পূর্বাভাস দিতে পারবে না যে, এই conceived ভ্রূণ পূর্ণাঙ্গতা লাভ করার পর ছেলে না মেয়ে সন্তান হবে। একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই সেটা জানেন, কারণ ভ্রূণ conceived করার পূর্বেই আল্লাহ তা'আলা জানেন প্রতিটা আদম সন্তানকে কি ধরনের সন্তান তিনি নিয়ামত হিসেবে দান করবেন অথবা অনেকেই এই নিয়ামত থেকে বঞ্চিত থাকবেন। এই ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

لِّلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ يَهَبُ لِمَن يَشَآءُ إِنَٰثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَآءُ ٱلذُّكُورَ ﴿٤٩﴾

أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَٰثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَآءُ عَقِيمًا إِنَّهُۥ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿٥٠﴾

"আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব আল্লাহরই। তিনি যাহা ইচ্ছা তাহাই সৃষ্টি করেন। তিনি যাহাকে ইচ্ছা কন্যা সন্তান দান করেন এবং যাহাকে ইচ্ছা পুত্র সন্তান দান করেন অথবা দান করেন পুত্র ও কন্যা উভয়ই এবং যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে করিয়া দেন বন্ধ্যা; তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান।" *(৪২-শূ'রা : ৪৯, ৫০)*

বস্তুত আল্লাহ তা'আলা মানব সৃষ্টির প্রারম্ভ থেকেই জানেন কিয়ামত পর্যন্ত প্রতিটা আদম সন্তান তথা দম্পত্তির ঘরে কি ধরনের এবং কতজন সন্তান জন্ম নিবে। আদমকে (আ.) সৃষ্টি করে অতঃপর তার ভবিষৎ সব সন্তানদের পৃষ্ঠদেশ [*loin কমোরের পশ্চাদ্ভাগ*] থেকে তার বংশধর সকলকেই [*আদম (আ.) এর প্রথম সন্তান হতে শুরু করে কিয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ আসবে*] এক সঙ্গে সৃষ্টি করেন এবং আল্লাহ তা'আলা যে, একমাত্র প্রতিপালক তার স্বীকারোক্তি প্রতিটা আদম সন্তানদের রূহের কাছ থেকে গ্রহণ করেন। আল-কুরআনের আয়াত থেকে এ ব্যাপারে জানা যায় :

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنۢ بَنِىٓ ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا۟ بَلَىٰ شَهِدْنَآ أَن

تَقُولُوا۟ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَٰفِلِينَ ﴿١٧٢﴾

"স্মরণ করো! তোমার প্রতিপালক আদম সন্তানের পৃষ্ঠদেশ হইতে তাহার বংশধরকে বাহির করেন এবং তাহাদিগের নিজদিগের সম্বন্ধে স্বীকারোক্তি গ্রহণ করেন এবং বলেন, 'আমি কি তোমাদিগের প্রতিপালক নহি? তাহারা বলে, 'নিশ্চয়; আমরা সাক্ষী রহিলাম। এই জন্যে যে, তোমরা যেন কিয়ামতের দিন না বল, 'আমরা তো এ বিষয়ে গাফিল ছিলাম।" *(৭-আরাফ : ১৭২)*

অর্থাৎ প্রতিটা আদম সন্তান, কে কখন কোথায় জন্মগ্রহণ করবে এবং কার কতজন সন্তান হবে, ছেলে না মেয়ে হবে অথবা আদৌ হবে না, সবই আল্লাহ তা'আলা পূর্ব থেকেই [*মানুষ সৃষ্টির শুরু থেকেই*] জানেন। কারণ সব আদম সন্তানের রূহ আল্লাহ তা'আলা এক সাথে সৃষ্টি করেছেন। *(সূরা আরাফ, আয়াত নম্বর ১৭২ দ্রষ্টব্য)*

www.pathagar.com

আদম সন্তানের ভাগ্য সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া আর কেউ জানে না

ভাগ্যের লিখন বলতে বুঝায় ভবিষ্যতের কথা। তিনিই আল্লাহ তা'আলা, যিনি সবার ভাগ্য নির্ধারণ [*Decree বা তাকদির*] করেন এবং একমাত্র তিনিই জানেন কার ভাগ্যে কি আছে অর্থাৎ আগামীকাল কি ঘটবে। এ কারণেই বিশ্বাসীরা কখনোই ভাগ্যের লিখন গণনা করে জানার জন্য গণকের নিকট যাবেন না। গণক নামধারী ব্যবসায়ী অথবা অন্য যে কোন মানুষের পক্ষেই জানা সম্ভব নয় আগামীকাল কি ঘটবে? তাই এ স্পর্শকাতর ব্যাপারে প্রতিটা মুসলিমের পরিষ্কার জ্ঞান থাকা বাঞ্ছনীয়। বিষয়টা স্পষ্ট করে বুঝার জন্য একটা শিক্ষণীয় গল্প উল্লেখ করা হলো *"একজন প্রবীণ শিক্ষিত আলেম প্রতিদিন ভোরবেলা ফজরের নামাযের পর রাস্তায় বের হন হাঁটার জন্য। হাঁটতে হাঁটতে প্রায় প্রতিদিনই দেখেন রাস্তার পার্শ্বে এক ব্যক্তি [গণক] অনেক লোকের ভিড়ের মধ্যে বসে তাদের হাত গণনা করে। এইভাবে কিছু দিন দেখার পর ভাবলেন এই "হারাম" কাজটা বন্ধ করার জন্য একটা কিছু করা দরকার। যে চিন্তা সেই কাজ, পরের দিন আলেম সাহেব উনার হাতের লাঠি দিয়ে গণককে কষে দিলেন এক শক্ত ঘা। গণক নামধারী ব্যক্তি এই কাজের প্রতিবাদে বলল, "কেন আমাকে অন্যায়ভাবে মারলে? আলেম সাহেব বললেন, ব্যাটা! তুই প্রতিদিন অন্যের ভাগ্য গণনা করছিস অথচ তুই কি জানিস না, আজ সকালে তোর কপালে এমন একটা শক্ত লাঠির ঘা আছে? গণকের ক্ষমতা হচ্ছে এতটুকু, সে নিজের ভাগ্যের লিখন সম্পর্কে জানে না।*

মুসলিমদের কেউ যদি বিশ্বাস করেন যে, হাত দেখে গণনা করে গণক বলতে পারবে তার ভাগ্যে কি আছে, তাহলে নিঃসন্দেহে সেটা হবে "শিরকের" সমতুল্য। কারণ ভাগ্যের লিখন জানার জন্য গণককে সে আল্লাহ্ তা'আলার গায়েবী জ্ঞানের সাথে প্রতিযোগিতায় শরীক করেছে। তাই তাওহীদে বিশ্বাস করে ভাগ্য গণনার জন্য গণকের নিকট যাওয়া উচিত নয়। "তাকদির" ভাগ্য বা Decree এর ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন :

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ۚ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ﴿٣٨﴾

يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ ۖ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ ﴿٣٩﴾

"তোমার পূর্বেও অনেক রাসূল প্রেরণ করিয়াছিলাম এবং তাহাদিগকে স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি দিয়াছিলাম। আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত কোন নিদর্শন উপস্থিত করা কোন রাসূলের কাজ নহে। প্রত্যেক বিষয়ের [*Decree*] নির্ধারিত কাল লিপিবদ্ধ [*নির্ধারণ করা আছে*]। আল্লাহ যাহা ইচ্ছা তাহা নিশ্চিহ্ন করেন এবং যাহা ইচ্ছা তাহা

www.pathagar.com

প্রতিষ্ঠিত রাখেন এবং তাহারই নিকট আছে কিতাবের মূল [*উম্মুল কিতাব*]।" *(১৩-রা'দ : ৩৮, ৩৯)*

অর্থাৎ মানুষের ভাগ্যের লিখন এবং অন্যান্য বিষয়ের ব্যাপারে উম্মুল কিতাবে [*যাহা লাওহে মাহফুযে সংরক্ষিত*] আগে থেকেই লিপিবদ্ধ আছে, তবে আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করলে প্রয়োজন অনুসারে সেটার পরিবর্তন করতে পারেন বা করেন। তাই ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা [*আমিরুল মুমিনীন*] ওমর বিন আল-খাত্তাব (রা.) বলেছেন : "Once Umar Ibn Al-Khattab (RA) while circumambulating [*তাওয়াফ করা (Tawaf)*] of the Ka'ba was weeping and Saying : O Allah if you have written me among the blessed ones [*হেদায়েত প্রাপ্তদের একজন*] then please keep me firm with them, but if You have written me among the wretched Sinners [*হতভাগ্য পাপীদের একজন*] then please change it to the blessed ones [*ভাগ্যবান*] and to whom you bless them with Your pardon [*ক্ষমা প্রাপ্তদের*], as it is You who blots out [*পাপ মুছে ফেলা*] what You will and with you is the Mother of the Book [*লাওহে মাহফুয*]. *(Al-Tabari 16:481)*

এ ব্যাপারে লাইলাতুল কদরের উপমা দিয়ে আল্লাহ তা'আলা আরও বলেছেন :

أَمْرًا مِّنْ عِندِنَآ ۚ إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ﴿٥﴾ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ ۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿٦﴾

"আমার আদেশক্রমে [*লাইলাতুল কদরের রাতে সব বিষয়ে নির্ধারণ করা হয় বা Decreed*], ইহা সমাধান হয়, আমি তো রাসূল প্রেরণ করিয়া থাকি। তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহস্বরূপ; তিনি তো সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।" *(৪৪-দুখান : ৫, ৬)*

অর্থাৎ ভাগ্য নির্ধারণ/পরিবর্তন সবই একমাত্র আল্লাহ তা'আলার সীমাহীন জ্ঞান ও শক্তির উপর নির্ভরশীল। তিনি যখন কোন কিছু করার ইচ্ছা করেন তখন শুধুমাত্র বলেন "হও" সঙ্গে সঙ্গে সেটা হয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলা এ প্রসঙ্গে বলেছেন :

بَدِيعُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ وَإِذَا قَضَىٰٓ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ ﴿١١٧﴾

"আল্লাহ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর স্রষ্টা এবং যখন তিনি কিছু করিতে সিদ্ধান্ত করেন শুধু বলেন, "হও", আর উহা হইয়া যায়।" *(২-বাকারাহ : ১১৭)*

إِنَّمَآ أَمْرُهُۥٓ إِذَآ أَرَادَ شَيْـًٔا أَن يَقُولَ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ ﴿٨٢﴾

"তাহার [*আল্লাহর*] ব্যাপার শুধু এই, তিনি যখন কোন কিছুর ইচ্ছা করেন, তিনি উহাকে বলেন, "হও", ফলে উহা হইয়া যায়।" *(৩৬-ইয়াসিন : ৮২)*

هُوَ ٱلَّذِى يُحْىِۦ وَيُمِيتُ ۖ فَإِذَا قَضَىٰٓ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ ﴿٦٨﴾

www.pathagar.com

"তিনিই জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান এবং যখন তিনি কিছু করার স্থির করেন তখন তিনি বলেন, "হও" এবং উহা হইয়া যায়।" *(৪০-মু'মিন : ৬৮)*

ধন-সম্পত্তির মালিক, ক্ষমতাবান, প্রভাবশালী, রাজা-বাদশাহ হওয়া অথবা গরিব হওয়া, সবই আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা ও আদেশ অনুযায়ী হয়ে থাকে। কিন্তু পূর্বেই কেউ সঠিকভাবে নিশ্চিত করে বলতে পারবেন না যে, কে অথবা কারা ধন-সম্পত্তির মালিক হবেন বা ক্ষমতা পাবেন। দুর্বল ঈমান অস্থির চিত্তের অতি অনুসন্ধিৎসু এবং অবিশ্বাসী মানুষরাই সাধারণত এই ব্যাপারে জানার জন্য গণকের কাছে যান। যা হোক, মানব ইতিহাসে বহু উদাহরণ আছে, ধনবান অথবা ক্ষমতাশালী হওয়ার ক্ষেত্রে মানুষের কল্পনার বহির্ভূত অনেক কিছু ঘটেছে এবং সব সময় ঘটছে। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

قُلِ ٱللَّهُمَّ مَٰلِكَ ٱلْمُلْكِ تُؤْتِى ٱلْمُلْكَ مَن تَشَآءُ وَتَنزِعُ ٱلْمُلْكَ مِمَّن تَشَآءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَآءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَآءُ

بِيَدِكَ ٱلْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٦﴾

تُولِجُ ٱلَّيْلَ فِى ٱلنَّهَارِ وَتُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِى ٱلَّيْلِ وَتُخْرِجُ ٱلْحَىَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَىِّ

وَتَرْزُقُ مَن تَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٢٧﴾

"বল, 'হে সার্বভৌম শক্তির মালিক আল্লাহ। তুমি যাহাকে ইচ্ছা ক্ষমতা প্রদান করো এবং যাহার নিকট হইতে ক্ষমতা কাড়িয়া লও; যাহাকে ইচ্ছা তুমি সম্মানিত করো, আর যাহাকে ইচ্ছা তুমি হীন করো। কল্যাণ তোমার হাতেই। তুমি সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান। তুমিই রাত্রিকে দিবসে পরিণত এবং দিবসকে রাত্রিতে পরিণত করো; তুমিই মৃত হইতে জীবন্তের আবির্ভাব ঘটাও, আবার জীবন্ত হইতে মৃতের আবির্ভাব ঘটাও। তুমি যাহাকে ইচ্ছা অপরিমিত জীবনোপকরণ দান করো।" *(৩-ইমরান : ২৬, ২৭)*

এই আয়াত হচ্ছে মুসলিমদের জন্য একটা অর্থবহ প্রার্থনা। যা নিয়মিতভাবে পাঠ করার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা যে সর্ববিষয়ে শক্তিশালী, সার্বভৌমত্বের মালিক, তা একনিষ্ঠভাবে স্বীকার করে ঘোষণা দেয়া হয়। তাই মোনাজাত করার সময় অথবা নামাযে এই আয়াত নিয়মিতভাবে পাঠ করা অত্যন্ত ভালো কাজ।

তিনিই আল্লাহ তা'আলা, যিনি মানুষ এবং সব জীব প্রাণীর জন্য জীবনোপকরণ দান করেন। একমাত্র আদম সন্তান ছাড়া জীবপ্রাণীর আর কেউ ধন-সম্পদ জমা করে রাখে না এবং প্রচুর পরিমাণে উৎপাদনের জন্যও চেষ্টা করে না। তবে একটা বিষয় সকলের জানা আছে যে, সম্পদ বৃদ্ধি অথবা প্রচুর অর্জন করতে চেষ্টা করলেও অনেকেই ইচ্ছা পূরণ করতে পারেন না অর্থাৎ উল্লিখিত

www.pathagar.com

আয়াত থেকে বুঝা যায় আল্লাহ্ তা'আলার আদেশ ও ইচ্ছা ছাড়া কেউ সম্পদ উপার্জন করতে পারে না। তাই ইচ্ছা করলেই মানুষ তার ভাগ্য পরিবর্তন করতে পারেন না। তবে সঠিক পদ্ধতিতে ন্যায়নীতি অবলম্বনে তাকে চেষ্টা করতে হবে, আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছায় তার পরিবর্তন হতেও পারে। জীবপ্রাণীর জীবনোপকরণ সম্বন্ধে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَٰجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ ۚ

أَفَبِٱلْبَٰطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ ٱللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

"এবং আল্লাহ্ তোমাদিগ হইতেই তোমাদিগের জোড়া সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তোমাদিগের যুগল হইতে তোমাদিগের জন্য পুত্র-পৌত্রাদি সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তোমাদিগকে উত্তম জীবনোপকরণ দান করিয়াছেন। তবুও কি উহারা মিথ্যাতে বিশ্বাস করিবে এবং উহারা কি আল্লাহ্র অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে?" *(১৬-নাহল : ৭২)*

وَكَأَيِّن مِّن دَآبَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا ٱللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ ۚ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿٦٠﴾

"এমন কত জীবজন্তু যাহারা নিজদিগের খাদ্য মওজুদ রাখে না; আল্লাহ্ই রিযক দান করেন উহাদিগকে ও তোমাদিগকে; এবং তিনি সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞ।" *(২৯-আনকাবূত : ৬০)*

وَلَوْ بَسَطَ ٱللَّهُ ٱلرِّزْقَ لِعِبَادِهِۦ لَبَغَوْا۟ فِى ٱلْأَرْضِ وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَآءُ ۚ إِنَّهُۥ بِعِبَادِهِۦ خَبِيرٌۢ بَصِيرٌ ﴿٢٧﴾

"আল্লাহ্, তাহার সকল বান্দাকে [*আব্দ*] জীবনোপকরণে প্রাচুর্য দিলে তাহারা পৃথিবীতে অবশ্যই বিপর্যয় সৃষ্টি করিত; কিন্তু তিনি তাহার ইচ্ছা মতো পরিমাণেই দিয়া থাকেন। তিনি তাহার বান্দাদিগকে সম্যক জানেন ও দেখেন।" *(৪২-শূ'রা: ২৭)*

أَمَّنْ هَٰذَا ٱلَّذِى يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُۥ ۚ بَل لَّجُّوا۟ فِى عُتُوٍّ وَنُفُورٍ ﴿٢١﴾

"এমন কে আছে, যে তোমাদিগকে জীবনোপকরণ দান করিবে, তিনি যদি জীবনোপকরণ বন্ধ করিয়া দেন? বস্তুত উহারা অবাধ্যতা ও সত্যবিমুখতায় অবিচল রহিয়াছে।" *(৬৭-মুলক : ২১)*

মানব ইতিহাসে এ ব্যাপারে প্রচুর উদাহরণ রয়েছে, আদম সন্তানের অনেকেই আল্লাহ তা'আলার কৃপায় ক্ষমতাশালী ও সম্পদশালী হওয়ার পর আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহের কথা ভুলে গিয়ে অবাধ্য হয়েছে। সম্পদের গরমে আত্মগরিমায় অন্যদের প্রতি অন্যায় জুলুম অত্যাচার করতে দ্বিধাবোধ করেননি এবং নিজের জ্ঞান ও যোগ্যতার বলে সম্পদ অর্জন করেছেন, এরকম দাবী করে বলেছিলেন যে সমাজের গরিব অসহায় সম্বলহীন কারও অধিকার তার সম্পদের

উপর নেই। মূসা (আ.) এর সময় কুরাহ্ বা কারূন হচ্ছে তাদের মধ্যে অন্যতম। সূরা আল-কাসাসের আয়াত নম্বর ৭৬-৮২, আল্লাহ্ তা'আলা কারূনের কাহিনী বর্ণনা করেছেন।

তিনিই আল্লাহ্ তা'আলা, যিনি পরীক্ষা করার জন্য তার বান্দাদের জীবনোপকরণ [*Provision*] কম-বেশী করে থাকেন। আদম সন্তানের অনেকেই জীবনের একসময় সম্পদহীন থাকেন, অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহে সম্পদশালী হয়ে যায়, আবার অনেকেই সম্পদশালী অবস্থা থেকে সম্পদহীন হয়ে যায়। এই অবস্থার পরিবর্তন আল্লাহ্ তা'আলার হুকুমে হয়। যার জন্য সম্পদশালী হয়ে গর্ব করার কিছু নাই। আর সম্পদহীন হলেও দুঃখ করার কিছু নাই। সম্পদ পরীক্ষাস্বরূপ, এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন :

إِنَّمَآ أَمْوَٰلُكُمْ وَأَوْلَٰدُكُمْ فِتْنَةٌ ۚ وَٱللَّهُ عِندَهُۥٓ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿١٥﴾

"তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তো কেবল পরীক্ষাস্বরূপ।" *(৬৪-তাগাবুন : ১৫)*

জীবনোপকরণ কম-বেশী করার এ ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা আরও বলেছেন :

ٱللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ ۚ وَفَرِحُوا۟ بِٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا فِى ٱلْءَاخِرَةِ إِلَّا مَتَٰعٌ ﴿٢٦﴾

"আল্লাহ্ যাহার জন্য ইচ্ছা তাহার জীবনোপকরণ বর্ধিত করেন এবং সংকুচিত করেন; কিন্তু ইহারা পার্থিব জীবনে উল্লসিত, অথচ ইহজীবন তো পরজীবনের তুলনায় ক্ষণস্থায়ী ভোগমাত্র।" *(১৩-রা'দ : ২৬)*

ٱللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِۦ وَيَقْدِرُ لَهُۥٓ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ ﴿٦٢﴾

"আল্লাহ্ তাহার বান্দাদিগের মধ্যে যাহার জন্য ইচ্ছা তাহার রিযক বর্ধিত করেন এবং যাহার জন্য ইচ্ছা উহা সীমিত করেন। আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সম্যক অবহিত।" *(২৯-আনকাবূত : ৬২)*

قُلْ إِنَّ رَبِّى يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾

قُلْ إِنَّ رَبِّى يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِۦ وَيَقْدِرُ لَهُۥ ۚ وَمَآ أَنفَقْتُم مِّن شَىْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُۥ ۖ وَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّٰزِقِينَ ﴿٣٩﴾

"বল, 'আমার প্রতিপালক যাহার প্রতি ইচ্ছা তাহার রিযক বর্ধিত করেন অথবা ইহা সীমিত করেন; কিন্তু অধিকাংশ লোকই ইহা জানে না।

বল, 'আমার প্রতিপালক তাহার বান্দাদিগের মধ্যে যাহার প্রতি ইচ্ছা তাহার রিযক বর্ধিত করেন অথবা উহা সীমিত করেন। তোমরা যাহা কিছু ব্যয় করিবে তিনি তাহার প্রতিদান দিবেন। তিনিই শ্রেষ্ঠ রিযকদাতা।" *(৩৪-সাবা : ৩৬, ৩৭)*

www.pathagar.com

لَهُۥ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُۥ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ ۝

"আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর কুঞ্জি [*চাবি*] তাহারই নিকট তিনি যাহার প্রতি ইচ্ছা তাহার রিযক বর্ধিত করেন অথবা সংকুচিত করেন। তিনি সর্ববিষয়ে সবিশেষ অবগত।" *(৪২-শূরা : ১২)*

জীবনোপকরণ, মান-সম্মান, ধন-সম্পত্তি ও বিদ্যাবুদ্ধি সবই আল্লাহ্ তা'আলার হাতে এবং প্রত্যেক ব্যক্তির ভাগ্যে জন্মের পূর্ব থেকে লেখা থাকে। তবুও আমরা কোন রকম চেষ্টা ও পরিশ্রম না করে এবং সৎ সঠিক পথে ধন-সম্পত্তি অর্জনের জন্য সংগ্রাম না করে শুধুমাত্র ভাগ্যের উপর ছেড়ে দিতে পারি না। আল্লাহ তা'আলাই আমাদেরকে বিদ্যাবুদ্ধি দিয়ে যথাসাধ্য চেষ্টার সাথে সতর্কতা অবলম্বনে সংগ্রাম করতে বলেছেন এবং সততার সাথে ন্যায় রাস্তায় তার দেয়া জীবনোপকরণ অনুসন্ধান করতে বলেছেন। এ ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন:

لَهُۥ مُعَقِّبَٰتٌ مِّنۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِۦ يَحْفَظُونَهُۥ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا۟

مَا بِأَنفُسِهِمْ وَإِذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِقَوْمٍ سُوٓءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُۥ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِۦ مِن وَالٍ ۝

"মানুষের জন্য তাহার সম্মুখে ও পশ্চাতে একের পর এক প্রহরী থাকে; উহারা আল্লাহর আদেশে তাহার রক্ষণাবেক্ষণ করে এবং আল্লাহ কোন সম্প্রদায়ের অবস্থা পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ না উহারা নিজ অবস্থা নিজে পরিবর্তন করে। কোন সম্প্রদায়ের সম্পর্কে যদি আল্লাহ অশুভ কিছু ইচ্ছা করেন তবে তাহা রদ করিবার কেহ নাই এবং তিনি ব্যতীত উহাদের কোন অভিভাবক নাই।" *(১৩-রা'দ : ১১)*

এই আয়াতে বর্ণিত "সম্প্রদায়ের অবস্থা" বলতে বুঝায়, সম্প্রদায়ে বসবাসকারী প্রতিটা নাগরিকের আধ্যাত্মিক, নৈতিক এবং অর্থনৈতিক অবস্থা। একটা সমাজের সার্বিক উন্নতি নির্ভর করে এই তিনটা বিষয়ের সমন্বয়ে সৃষ্ট ভিত্তির উপর। অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিকে টিকিয়ে রাখতে দরকার হয় আধ্যাত্মিক উন্নতি যা মানুষকে উপহার দেয় সততা ও ন্যায়নীতি সম্পৃক্ত নৈতিক চরিত্র, যা সম্পদের সুষম বন্টন, বিভিন্ন ব্যবসায় সঠিক বিনিয়োগ ও সমাজে বসবাসকারী জনগণের মধ্যে বৈষম্য নিরূপণের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মানব জাতির ইতিহাস থেকে জানা যায় অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি লাভ করার পর মানুষ আধ্যাত্মিক ও নৈতিক চরিত্রের দুর্বলতার জন্য তাদের সমৃদ্ধিকে বেশী দিন টিকিয়ে রাখতে পারেনি। আল্লাহ্ তা'আলার প্রদত্ত ও নির্দেশিত সরল সোজা পন্থায় হেদায়েত অনুসন্ধান করা প্রতিটা মানুষের দায়িত্ব রয়েছে কারণ আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য আল্লাহ্ তা'আলার পবিত্র বাণী ব্যতিরেকে আর কোন বিকল্প ব্যবস্থা নাই, ইতিহাসও সে সাক্ষ্য দেয়। সম্পদ

www.pathagar.com

বণ্টনে ও বিনিয়োগে বৈষম্যতা ও মানব সন্তানের অতিলোভ এবং প্রতারণার জন্য বর্তমানে বিভিন্ন দেশের অর্থনীতির ভিত্তিতে বিরাট সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। এ ব্যাপারে উল্লেখ্য, আমেরিকার হাউজিং মার্কেট, ওয়ালস্ট্রীট এবং ব্যাংকের প্রতারণা এবং গ্রীসে অর্থনীতির ধস। বাংলাদেশে তো সব সময়ই এ সমস্যা বিরাজমান আছে। যা হোক, আল-কুরআন নাযিল হওয়ার পূর্বে আরবীয়রা ছিল আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত আসমানী কিতাব সম্পর্কে অজ্ঞ তাই সঠিক হেদায়েতের অভাবে তারা অসভ্যতাকে জীবন যাপনে গ্রহণ করেছিলেন। ঝগড়া-বিবাদ, মারামারি ও সন্ত্রাসী, অর্থনৈতিক বৈষম্যে সামাজিক মান-মর্যাদা নিরূপণ এবং দাসত্ব প্রথার জুলুম ছিল তাদের সমাজের নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। আল-কুরআনের সংস্পর্শে এসে আধ্যাত্মিকভাবে সমৃদ্ধি লাভ করে, এ সমস্ত অনৈতিক কাজ পরিত্যাগ করে পৃথিবীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সমাজ প্রতিষ্ঠিত করতে তারা সামর্থ্যবান হয়েছিলেন। আল্লাহ তা'আলার বিধানে অধিষ্ঠিত হলে আজও তা বাস্তবে পরিণত করা সম্ভব। তাই সমাজের প্রতিটা ব্যক্তিকে চেষ্টা করতে হবে নিজের আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনের, যা তাকে অনুপ্রাণিত করবে ন্যায়নীতি অবলম্বনে জীবন যাপন এবং সৎপথে জীবনোপকরণের জন্য সংগ্রাম করতে। আল্লাহ তা'আলার উপর নির্ভরশীল হয়ে তার প্রদত্ত জীবন বিধান অনুসরণে নিজেদেরকে সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করতে হবে। তাহলে দয়াময় পরম দয়ালু সে সমাজের ভাগ্য পরিবর্তনে সাহায্য করবেন। বাংলাদেশের জন্য এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার।

তিনিই আল্লাহ তা'আলা, যিনি আসমানী কিতাব ও নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন। মানব জাতির পিতা ও প্রথম মানব এবং নবী আদম (আ.) থেকে শুরু করে শেষ রাসূল মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ (সা.) পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে মানব জাতির হেদায়েতের জন্য পর্যায়ক্রমে আসমানী কিতাবসহ নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন। তিনিই আল্লাহ তা'আলা, যিনি আদম-হাওয়া (আ.) এবং লানত প্রাপ্ত ইবলিসকে বেহেশত থেকে দুনিয়াতে প্রেরণ করার সময় এই মর্মে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, পরবর্তীতে তোমাদের নিকট আল্লাহ তা'আলার তরফ থেকে নবী-রাসূলরা আসমানী কিতাব [*সৎপথের নির্দেশ*] সহ প্রেরিত হবে। মানব জাতির মধ্যে যারা তাদেরকে অনুসরণ করবে তারাই সৎপথ পাবে এবং পরকালে তাদের কোন ভয় থাকবে না। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا ۖ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٣٨﴾

"আমি বলিলাম, 'তোমরা সকলেই [*আদম-হাওয়া ও ইবলিস অথবা আদম-হাওয়া, তাদের সন্তান এবং ইবলিস*] এই স্থান হইতে নামিয়া যাও। পরে যখন আমার পক্ষ হইতে

www.pathagar.com

তোমাদের নিকট সৎপথের কোন নির্দেশ আসিবে তখন যাহারা আমার সৎপথের নির্দেশ অনুসরণ করিবে তাহাদের কোন ভয় নাই এবং তাহারা দুঃখিতও হইবে না।" *(২-বাকারাহ : ৩৮)*

۞ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰٓ ءَادَمَ وَنُوحًا وَءَالَ إِبْرَٰهِيمَ وَءَالَ عِمْرَٰنَ عَلَى ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٣٣﴾

ذُرِّيَّةًۢ بَعْضُهَا مِنۢ بَعْضٍ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٤﴾

"নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ আদম, নূহ ও ইব্রাহীমের বংশধর এবং ইমরানের খান্দানকে নির্বাচিত করেছেন। যারা বংশধর ছিলেন পরস্পরের। আল্লাহ্ শ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী।" *(৩-ইমরান : ৩৩, ৩৪)*

ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَلَمْ يَلْبِسُوٓا۟ إِيمَٰنَهُم بِظُلْمٍ أُو۟لَٰٓئِكَ لَهُمُ ٱلْأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ ﴿٨٢﴾

وَتِلْكَ حُجَّتُنَآ ءَاتَيْنَٰهَآ إِبْرَٰهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِۦ ۚ نَرْفَعُ دَرَجَٰتٍ مَّن نَّشَآءُ ۗ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿٨٣﴾

وَوَهَبْنَا لَهُۥٓ إِسْحَٰقَ وَيَعْقُوبَ ۚ كُلًّا هَدَيْنَا ۚ وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ ۖ وَمِن ذُرِّيَّتِهِۦ دَاوُۥدَ وَسُلَيْمَٰنَ وَأَيُّوبَ

وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَٰرُونَ ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿٨٤﴾

وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ ۖ كُلٌّ مِّنَ ٱلصَّٰلِحِينَ ﴿٨٥﴾

وَإِسْمَٰعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا ۚ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٨٦﴾

وَمِنْ ءَابَآئِهِمْ وَذُرِّيَّٰتِهِمْ وَإِخْوَٰنِهِمْ ۖ وَٱجْتَبَيْنَٰهُمْ وَهَدَيْنَٰهُمْ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٨٧﴾

ذَٰلِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِۦ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِۦ ۚ وَلَوْ أَشْرَكُوا۟ لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿٨٨﴾

أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَٰهُمُ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْحُكْمَ وَٱلنُّبُوَّةَ ۚ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَٰٓؤُلَآءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا

لَّيْسُوا۟ بِهَا بِكَٰفِرِينَ ﴿٨٩﴾

"যারা ঈমান আনে এবং স্বীয় বিশ্বাসকে শিরকের সাথে মিশ্রিত করে না, তাদের জন্যই শান্তি এবং তারাই সুপথগামী। এটা ছিল আমার যুক্তি, যা আমি ইব্রাহীমকে তার সম্প্রদায়ের বিপক্ষে প্রদান করেছিলাম। আমি যাকে ইচ্ছা মর্যাদায় সমুন্নত করি। তোমার প্রতিপালক প্রজ্ঞাময়, মহাজ্ঞানী। আমি তাকে দান করেছি ইসহাক এবং ইয়াকুব। প্রত্যেককেই আমি পথ-প্রদর্শন করেছি এবং পূর্বে আমি নূহকে পথ-প্রদর্শন করেছি-তার সন্তানদের মধ্যে দাউদ, সুলায়মান, আইউব, ইউসুফ, মূসা ও হারূনকে। এমনিভাবে আমি সৎকর্মীদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকি। আরও যাকারিয়া, ইয়াহিয়া, ঈসা এবং ইলিয়াসকে। তারা সবাই পুণ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত

www.pathagar.com

ছিল এবং ইসরাইল, ইয়াসা, ইউনুস, লূতকে- প্রত্যেককেই আমি সারা বিশ্বের উপর গৌরবান্বিত করেছি। আর তাদের কিছু সংখ্যক পিতৃপুরুষ, সন্তান-সন্ততি ও ভ্রাতাদেরকে; আমি তাদেরকে মনোনীত করেছি এবং সরল পথ প্রদর্শন করেছি। এটা আল্লাহর হেদায়েত। স্বীয় বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা, এ পথে চালান। যদি তারা শিরক করত, তবে তাদের কাজকর্ম তাদের জন্য ব্যর্থ হয়ে যেত। তাদেরকেই আমি গ্রন্থ, শরীয়ত ও নবুওয়াত দান করেছি। অতএব, যদি এরা [*আহ্লে কিতাবীরা, খৃষ্টান ও ইয়াহুদী*] তোমার [*মুহাম্মদ (সা.)*] নবুওয়াত অস্বীকার করে, তবে এর জন্য এমন সম্প্রদায় [*আরবীয়দের*] নির্দিষ্ট করেছি, যারা এতে অবিশ্বাসী হবে না।" *(৬-আন'আম : ৮২-৮৯)*

উল্লিখিত ৮৯ নম্বর আয়াত মুসলিমদের জন্য বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ আয়াত। এই আয়াতে রাসূল (সা.) এবং আল-কুরআনে মুসলিমদের বিশ্বাস এবং আনুগত্যের কথা উল্লেখ করেছেন। আল-কুরআন ও রাসূল (সা.)-এর প্রতি আনুগত্য এবং মূসা (আ.) ও তাওরাতের প্রতি ইয়াহুদীদের আনুগত্যের মধ্যে বিরাট তফাৎ আছে। আমরা আল-কুরআন থেকে জানতে পারি যে, বনী ইসরাঈলীরা তাওরাত ও মূসা (আ.) উপর বিশ্বাস স্থাপন করেও মূসা (আ.)কে বিভিন্নভাবে যন্ত্রণা দিয়েছে, আদেশের অমান্য করেছে, অপ্রয়োজনীয় প্রশ্ন করে সমস্যার সৃষ্টি করেছে। তদুপরি পরবর্তীতে অনেক নবীকে হত্যা করেছে এবং ঈসা (আ.)কেও হত্যা করার চেষ্টা করেছিল। তাছাড়া রাসূল (সা.)-এর নবুওয়াত সম্পর্কে নিশ্চিত হয়েও আল-কুরআন ও রাসূলকে স্বীকৃতি দেয়নি। তাই উল্লিখিত আয়াতে প্রতিশ্রুতি দিয়ে সুস্পষ্টভাবে বলেছেন যে, আহ্লে কিতাবীরা এবং দুনিয়ার সব মানুষ [*তৎকালীন*] আল-কুরআনকে প্রত্যাখ্যান করলেও মুহাজির ও আনসাররা প্রত্যাখ্যান করবে না এবং আল-কুরআনের একটা অক্ষরও অবিশ্বাস করবে না। আল্লাহ তা'আলার এই প্রতিশ্রুতির প্রভাব আজও মুসলিমদের অন্তরে বিদ্যমান আছে। মুসলিমদের অনেকেই ধর্মীয় বিধানে পুরোপুরি আত্মসমর্পণ করে জীবন যাপন না করলেও আল-কুরআনের একটা অক্ষর ও রাসূল (সা.)কে অবিশ্বাস তারা করেন না বরং আল-কুরআন ও রাসূল (সা.)-কে ভালোবাসতে তাদের কোন সংকোচ ও কার্পণ্য নাই। ইনশাআল্লাহ কিয়ামত পর্যন্ত একই ধারায় চলতে থাকবে।

তিনিই আল্লাহ তা'আলা, যিনি পৃথিবীর প্রত্যেক জাতির বা সম্প্রদায়ের নিকট পর্যায়ক্রমে নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন, সৎপথের নিদর্শনসহ কিতাব নাযিল করে উপদেশ দিয়েছেন। প্রেরিত নবী-রাসূলদের দাওয়াতে অবাধ্য হওয়ার জন্য শাস্তিস্বরূপ পূর্ববর্তী বহু জাতিকে আল্লাহ তা'আলা সমূলে ধ্বংস করেছেন, যাতে

www.pathagar.com

তাদের কাহিনী থেকে পরবর্তী সম্প্রদায় শিক্ষা লাভ করে সতর্ক হতে পারে। নবী-রাসূল প্রেরণ করার সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা আল-কুরআনে বলেছেন :

وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِى نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ ٱللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ ﴿٤٦﴾

"প্রত্যেক জাতির জন্য আছে একজন রাসূল [*অতীতে সব জাতির কাছে প্রেরিত নবী-রাসূল*] এবং যখন উহাদিগের রাসূল আসিয়াছে তখন ন্যায় বিচারের সহিত উহাদিগের মীমাংসা হইয়াছে এবং উহাদিগের প্রতি জুলুম করা হয় নাই।" *(১০-ইউনুস : ৪৭)*

ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَا كُلَّ مَا جَآءَ أُمَّةً رَّسُولُهَا كَذَّبُوهُ فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُم بَعْضًا وَجَعَلْنَٰهُمْ أَحَادِيثَ

فَبُعْدًا لِّقَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ ﴿٤٤﴾

"অতঃপর আমি একের পর এক আমার রাসূল প্রেরণ করিয়াছি। যখনই কোন জাতির নিকট তাহার রাসূল আসিয়াছে তখনই উহারা তাহাকে মিথ্যাবাদী বলিয়াছে। অতঃপর আমি উহাদিগের একের পর একেকে [*যেমন- নূহ, আদ, সামূদ, লূত ও মাদিয়ান জাতিসমূহ*] ধ্বংস করিলাম। আমি উহাদিগকে কাহিনীর বিষয় করিয়াছি। সুতরাং ধ্বংস হউক অবিশ্বাসীরা।" *(২৩-মু'মিনূন : ৪৪)*

وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَٰبَ وَقَفَّيْنَا مِنۢ بَعْدِهِۦ بِٱلرُّسُلِ وَءَاتَيْنَا عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيِّنَٰتِ وَأَيَّدْنَٰهُ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ

أَفَكُلَّمَا جَآءَكُمْ رَسُولٌۢ بِمَا لَا تَهْوَىٰٓ أَنفُسُكُمُ ٱسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ ﴿٨٧﴾

"এবং নিশ্চয় মূসাকে কিতাব দিয়াছি এবং তাহার পর পর্যায়ক্রমে রাসূলগণকে প্রেরণ করিয়াছি, মরিয়ম তনয় ঈসাকে স্পষ্ট প্রমাণ দিয়াছি এবং পবিত্র আত্মা [*রূহ, জিব্রাঈল (আ.)*] দ্বারা তাহাকে শক্তিশালী করিয়াছি। তবে কি যখনই কোন রাসূল এমন কিছু আনিয়াছে যাহা তাহাদের মনঃপূত নহে তখনই তোমরা অহংকার করিয়াছ আর কতককে অস্বীকার করিয়াছ এবং কতককে হত্যা করিয়াছ?" *(২-বাকারাহ : ৮৭)*

يَٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَىٰ فَتْرَةٍ مِّنَ ٱلرُّسُلِ أَن تَقُولُوا۟ مَا جَآءَنَا مِنۢ بَشِيرٍ

وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَآءَكُم بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٩﴾

"হে কিতাবীগণ! রাসূল প্রেরণ বিরতির পর আমার রাসূল [*মুহাম্মাদ (সা.)*] তোমাদিগের নিকট আসিয়াছে, সে তোমাদের নিকট স্পষ্ট ব্যাখ্যা করিতেছে যাহাতে তোমরা বলিতে না পার, 'কোন সুসংবাদবাহী ও সাবধানকারী আমাদের নিকট আসে নাই, এখন তো তোমাদের নিকট একজন সুসংবাদবাহী ও সাবধানকারী আসিয়াছে। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।" *(৫-মায়িদা : ১৯)*

www.pathagar.com

উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মানব জাতিকে সতর্ক করে বুঝাতে চেয়েছেন যে, "মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহ তা'আলার তরফ থেকে তোমাদের কাছে প্রেরিত রাসূল, সে তোমাদের কাছে পূর্ববর্তী কিতাবের সাক্ষ্য দিচ্ছে, হেদায়েতের জন্য সুস্পষ্ট রাস্তা প্রদর্শন করছে এবং সে হচ্ছে তোমাদের জন্য সুসংবাদবাহী ও সাবধানকারী। সুতরাং তোমরা তাঁকে বিশ্বাস করে আল-কুরআনকে গ্রহণ কর নতুবা শেষ বিচার দিবসে আল্লাহ তা'আলার বিচার সম্পর্কে তোমাদের অভিযোগ করার কোন সুযোগ থাকবে না।

তিনিই আল্লাহ তা'আলা, যিনি প্রত্যেক সম্প্রদায়-জাতির নিকট তাদের নিজস্ব ভাষায় তাদের একজনকে নবী-রাসূল হিসেবে মনোনীত করেছেন, যাতে স্বজাতির মানুষ তার কথা-বার্তা, আদেশ-উপদেশ ও নিষেধাজ্ঞা পরিষ্কারভাবে বুঝে নবী-রাসূলের অনুগামী হতে পারে। শেষ রাসূল (সা.) আরবী ভাষার মানুষ, তার উপমা দিয়েও আল্লাহ তা'আলা আয়াত নাযিল করছেন। কারণ নবী-রাসূলদের দায়িত্ব ছিল স্বজাতিকে তাওহীদে বিশ্বাস করার গুরুত্ব পরিষ্কার করে বুঝানো। নবী ও স্বজাতির ভাষা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِۦ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ ۖ فَيُضِلُّ ٱللَّهُ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ ۚ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿٤﴾

"আমি প্রত্যেক রাসূলকেই তাহার স্বজাতির ভাষা-ভাষী করিয়া পাঠাইয়াছি তাহাদিগের নিকট পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করিবার জন্য, আল্লাহ যাহাকে ইচ্ছা বিভ্রান্ত করেন এবং যাহাকে ইচ্ছা সৎপথে পরিচালিত করেন এবং তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।" *(১৪-ইব্রাহীম : ৪)*

إِنَّآ أَنزَلْنَٰهُ قُرْءَٰنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٢﴾

"আমি একে [*আল-কুরআনকে*] আরবী ভাষায় কুরআনরূপে অবতীর্ণ করেছি, যাহাতে তোমরা বুঝতে পার।" *(১২-ইউসুফ : ৪)*

هُوَ ٱلَّذِى بَعَثَ فِى ٱلْأُمِّيِّۦنَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا۟ عَلَيْهِمْ ءَايَٰتِهِۦ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ

وَإِن كَانُوا۟ مِن قَبْلُ لَفِى ضَلَٰلٍ مُّبِينٍ ﴿٢﴾

"তিনিই নিরক্ষরদের মধ্য থেকে একজন রাসূল প্রেরণ করিয়াছেন, যে তাহাদের কাছে পাঠ করে তার আয়াতসমূহ, তাহাদেরকে পবিত্র করে এবং শিক্ষা দেয় কিতাব ও হিকমত। ইতোপূর্বে তাহারা ছিল ঘোর পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত।" *(৬২-জুমু'আ : ২)*

তিনিই আল্লাহ তা'আলা, যিনি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের নিকট নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন সাবধানকারী ও সুসংবাদ বাহক হিসেবে। যার মাধ্যমে প্রত্যেক জাতির মানুষ জানতে পারে যে, মানুষ বস্তুত আল্লাহ তা'আলার আব্দ [*বান্দা বা গোলাম*] এবং

www.pathagar.com

সৃষ্টির মধ্যে সেরা এবং পৃথিবীতে প্রেরিত প্রতিষ্ঠিত সম্মানিত প্রতিনিধি। তাই আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদে ঈমান আনয়ন করে তারা যদি পার্থিব জীবনে সৎ ও সঠিক পথের অনুসারী হয়, তাহলে তাদের জন্য রয়েছে পরকালে সুখময় জীবন। অতএব পরকালের ব্যাপারে তাদের ভয় করার কিছু নাই। তদুপরি আদম সন্তান যাতে শেষ বিচার দিনে অভিযোগে বলতে না পারে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! তোমার নিকট হতে আমাদের কাছে কোন সতর্ককারী আসেনি, তাই আমাদেরকে কেন শাস্তি দিবে? তাই যে কেউ রাসূলে অবিশ্বাস করে আল্লাহ তা'আলার পবিত্র বাণী প্রত্যাখ্যান করে বিরোধিতা করবে, তার জন্য রয়েছে ইহকাল ও পরকাল উভয় স্থানেই কঠিন শাস্তি। আল-কুরআনে আল্লাহ তা'আলা এ সম্পর্কে বলেছেন :

رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةٌۢ بَعْدَ ٱلرُّسُلِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿١٦٥﴾

"সুসংবাদ ও সাবধানকারী রাসূল প্রেরণ করিয়াছি যাহাতে রাসূল আসার পর আল্লাহর বিরুদ্ধে মানুষের কোন অভিযোগ না থাকে এবং আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।" *(৪-নিসা : ১৬৫)*

وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ۖ فَمَنْ ءَامَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٤٨﴾

وَٱلَّذِينَ كَذَّبُوا۟ بِـَٔايَـٰتِنَا يَمَسُّهُمُ ٱلْعَذَابُ بِمَا كَانُوا۟ يَفْسُقُونَ ﴿٤٩﴾

"রাসূলগণকে তো শুধু সুসংবাদবাহী ও সতর্ককারীরূপেই প্রেরণ করি, কেহ ঈমান আনিলে ও নিজকে সংশোধন করিলে তাহার কোন ভয় নাই এবং সে দুঃখিতও হইবে না। যাহারা আমার নিদর্শনাবলীকে [*আসমানী কিতাব অর্থাৎ আল-কুরআন ও রাসূল (সা.)*] মিথ্যা বলে, তাহাদেরকে তাহাদের নাফরমানীর জন্যে আযাব স্পর্শ করিবে।" *(৬-আন'আম : ৪৮, ৪৯)*

তিনিই আল্লাহ তা'আলা, যিনি নবী-রাসূল পাঠিয়ে সতর্ক না করার পূর্বে কোন জনপদকেই ধ্বংস করেননি। পূর্ববর্তীতে মানব জাতির অনেক জনপদকে তাদের অবাধ্যতার কারণে আল্লাহ তা'আলা ধ্বংস করেছেন। এই সমস্ত জনপদ ছিল ধন-সম্পদে সমৃদ্ধ। ধন-সম্পদের আভিজাত্যে তারা গর্বিত হতো এবং তাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহের কথা ভুলে গিয়ে তারা নানা অনৈতিক ও গর্হিত কাজে লিপ্ত হতো। এমতাবস্থায় আল্লাহ তা'আলা নবী-রাসূল প্রেরণ করে সত্যপথের দাওয়াত দিলে তারা দম্ভ করে ঔদ্ধত্যের সাথে নবী-রাসূলদের প্রত্যাখ্যান করত অথবা হত্যা করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হতো। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍۭ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا ۖ فَتِلْكَ مَسَـٰكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَن مِّنۢ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا ۖ وَكُنَّا نَحْنُ ٱلْوَٰرِثِينَ ﴿٥٨﴾

www.pathagar.com

وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا ۚ وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَىٰ إِلَّا

ظَالِمُونَ ﴿٥٩﴾

"কত জনপদকে আমি ধ্বংস করিয়াছি যাহার বাসিন্দারা নিজদিগের ভোগ সম্পদের দম্ভ করিত। এইগুলিই তো উহাদিগের ঘরবাড়ী; উহাদিগের পর এইগুলিতে লোকজন সামান্যতমই বসবাস করিয়াছে। আর আমি তো চূড়ান্ত মালিকানার অধিকারী। তোমার প্রতিপালক জনপদসমূহকে ধ্বংস করেন না উহার কেন্দ্রে তাহার আয়াত আবৃত্তি [*আল্লাহ তা'আলার দেয়া আদেশ-নিষেধ*] করিবার জন্য রাসূল প্রেরণ না করিয়া এবং আমি জনপদসমূহকে তখনই ধ্বংস করি যখন ইহার বাসিন্দারা জুলুম [*আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে শরীক করা, অন্যায় কাজে লিপ্ত হওয়া, স্বৈরাচারী/উদ্ধত ব্যবহার; তাওহীদে অবিশ্বাস এবং অন্যদের অধিকারে বরখেলাফ ও শোষণ নির্যাতন ইত্যাদি*] করে।" *(২৮-কাসাস : ৫৮, ৫৯)*

তিনিই আল্লাহ তা'আলা, যিনি এই সমস্ত জনপদের কর্মদোষের পরিণতিকে উদাহরণ হিসেবে আল-কুরআনে উল্লেখ করেছেন যাতে আদম সন্তানরা নিজেদের ভুল বুঝে সংশোধন হতে পারে এবং এক আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর প্রেরিত রাসূলে বিশ্বাস করে সৎপথে ফিরে আসার সুযোগ পায়। এ ব্যাপারে আল-কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٣٦﴾

فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ ﴿٣٧﴾

وَعَادًا وَثَمُودَا وَقَد تَّبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَاكِنِهِمْ ۖ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا

مُسْتَبْصِرِينَ ﴿٣٨﴾

وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ ۖ وَلَقَدْ جَاءَهُم مُّوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ ﴿٣٩﴾

فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ ۖ فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ

وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَقْنَا ۚ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٤٠﴾

"আমি মাদিয়ানবাসীদিগের প্রতি তাহাদিগের ভ্রাতা শুয়াইবকে পাঠাইয়াছিলাম। সে বলিয়াছিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো, শেষ দিবসকে ভয় করো এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় ঘটাইও না। কিন্তু উহারা তাহার প্রতি মিথ্যা আরোপ করিল, অতঃপর উহারা ভূমিকম্প দ্বারা আক্রান্ত হইল, ফলে উহারা নিজ গৃহে নতজানু অবস্থায় শেষ হইয়া গেল এবং আমি 'আদ [*হূদ (আ.) এর সম্প্রদায়*] ও সামূদকে [*ছালেহ (আ.)-এর সম্প্রদায়*] ধ্বংস করিয়াছিলাম; উহাদিগের

www.pathagar.com

বাড়ীঘরই তোমাদিগের জন্য ইহার সুস্পষ্ট প্রমাণ। শয়তান উহাদিগের কাজকে উহাদিগের দৃষ্টিতে শোভন করিয়াছিল এবং উহাদিগকে সৎপথ অবলম্বনে বাধা দিয়াছিল, যদিও উহারা ছিল বিচক্ষণ এবং আমি সংহার করিয়াছিলাম কারূন, ফিরাউন ও হামানকে; মূসা উহাদিগের নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শন আনিয়াছিল; তখন তাহারা দেশে দম্ভ করিত; কিন্তু উহারা আমার শাস্তি এড়াইতে পারে নাই। উহাদিগের প্রত্যেককেই তাহার অপরাধের জন্য শাস্তি দিয়াছিলাম। উহাদিগের কাহারও প্রতি প্রেরণ করিয়াছি প্রস্তরসহ প্রচণ্ড ঝটিকা, উহাদিগের কাহাকেও আঘাত করিয়াছিল মহানাদ, কাহাকেও আমি প্রোথিত করিয়াছিলাম ভূ-গর্ভে এবং কাহাকেও করিয়াছিলাম নিমজ্জিত। আল্লাহ তাহাদিগের প্রতি কোন জুলুম করেন নাই; তাহারা নিজেরাই নিজদিগের প্রতি জুলুম করিয়াছিল।" *(২৯-আনকাবূত:৩৬-৪০)*

তিনিই আল্লাহ তা'আলা, যিনি সব আদম সন্তানের [আদম (আ.) থেকে শুরু করে কিয়ামত পর্যন্ত যারা পৃথিবীতে আসবে] কাছ থেকে স্বীকারোক্তি নিয়েছেন যে, "আল্লাহ তা'আলাই তাদের একমাত্র উপাস্য", তাই তারা যেন শুধুমাত্র তাদের প্রতিপালকের ইবাদত বন্দেগী করে। আদম সন্তানদের জন্মের পূর্বে তাদের রূহের কাছ থেকে এই স্বীকারোক্তি এই মর্মে লওয়া হয়েছে যে, শেষ বিচারের দিনে তারা যেন বলতে না পারে যে, এই ব্যাপারে তারা ছিল অজ্ঞ অথবা তাদের পূর্ববর্তীদের দিয়ে প্রতিষ্ঠিত ধর্মাবলম্বনে তারা বিভ্রান্তি হয়ে অসৎপথে পরিচালিত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِيٓ ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا۟ بَلَىٰ

شَهِدْنَآ أَن تَقُولُوا۟ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَٰفِلِينَ ﴿١٧٢﴾

أَوْ تَقُولُوٓا۟ إِنَّمَآ أَشْرَكَ ءَابَآؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّنۢ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴿١٧٣﴾

وَكَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْءَايَٰتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿١٧٤﴾

"স্মরণ করো, তোমার প্রতিপালক আদম সন্তানের পৃষ্ঠদেশ হইতে তাহার বংশধরকে বাহির করেন এবং তাহাদিগের নিজদিগের সম্বন্ধে স্বীকারোক্তি গ্রহণ করেন এবং বলেন, 'আমি কি তোমাদিগের প্রতিপালক নহি? তাহারা বলে, হ্যাঁ। 'নিশ্চয়ই, আমরা সাক্ষী রহিলাম।' এই স্বীকৃতি গ্রহণ এই জন্য যে, তোমরা যেন কিয়ামতের দিনে না বল, 'আমরা তো এ বিষয়ে গাফিল ছিলাম।' কিংবা তোমরা যেন না বল, 'আমাদিগের পূর্ব পুরুষগণই তো আমাদিগের পূর্বে শিরক করে, আর আমরা তো তাহাদিগের পরবর্তী বংশধর; তবে কি পথভ্রষ্টদিগের কৃতকর্মের জন্য তুমি আমাদিগের ধ্বংস করিবে? এইভাবে নিদর্শন বিশদভাবে বিবৃতি করি যাহাতে তাহারা প্রত্যাবর্তন করে।" *(৭-আরাফ : ১৭২-১৭৪)*

www.pathagar.com

তিনিই আল্লাহ তা'আলা, যিনি প্রেরিত নবী-রাসূলদের নিকট থেকে এই মর্মে স্বীকারোক্তি-অঙ্গীকার নিয়েছিলেন যে, তারা প্রত্যেকে যেন নিজ সম্প্রদায় এবং জাতিকে জানিয়ে দেয় সর্বশেষ রাসূলের [*মুহাম্মদ (সা.)*] আগমনের কথা। কোন বিশেষ সম্প্রদায় নয় বরং মানব জাতির কাছে শেষ রাসূলকে প্রেরণ করা হবে, পূর্ববর্তী সম্প্রদায়ের কাছে যে আসমানী কিতাব বিদ্যমান থাকবে, সে তার সমর্থক হবে, তাই তারা যেন শেষ রাসূলের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে তার আনীত কিতাব এবং তাওহীদ প্রচারে সাহায্য করে। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَـٰقَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ لَمَآ ءَاتَيْتُكُم مِّن كِتَـٰبٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِۦ

وَلَتَنصُرُنَّهُۥ قَالَ ءَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِى قَالُوٓا۟ أَقْرَرْنَا قَالَ فَٱشْهَدُوا۟ وَأَنَا۠ مَعَكُم مِّنَ ٱلشَّـٰهِدِينَ ﴿٨١﴾

"স্মরণ করো, যখন আল্লাহ নবীদের অঙ্গীকার লইয়াছিলেন, 'তোমাদিগের কিতাব ও হিকমত যাহা কিছু দিয়াছি তাহার শপথ আর তোমাদের কাছে যাহা আছে তাহার সমর্থকরূপে যখন একজন রাসূল [*মুহাম্মদ (সা.)*] আসিবে তখন নিশ্চয়ই তোমরা তাহাকে বিশ্বাস করিবে এবং তাহাকে সাহায্য করিবে। 'তিনি বলিলেন, তোমরা কি স্বীকার করিলে এবং এই সম্পর্কে আমার অঙ্গীকার তোমরা কি গ্রহণ করিলে? তাহারা বলিল, 'আমরা স্বীকার করিলাম। তিনি বলিলেন, 'তবে তোমরা সাক্ষী থাক এবং আমিও তোমাদের সহিত সাক্ষী রহিলাম।" *(৩-ইমরান : ৮১)*

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ مِيثَـٰقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُّوحٍ وَإِبْرَٰهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَـٰقًا غَلِيظًا ﴿٧﴾

لِّيَسْـَٔلَ ٱلصَّـٰدِقِينَ عَن صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَـٰفِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿٨﴾

"স্মরণ করো, যখন আমি নবীদিগের নিকট হইতে অঙ্গীকার গ্রহণ করিয়াছিলাম এবং তোমার [*মুহাম্মদ (সা.)*] নিকট হইতেও এবং নূহ, ইব্রাহীম, মূসা, মরিয়ম তনয় ঈসার নিকট হইতে, তাহাদের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছিলাম দৃঢ় অঙ্গীকার। সত্যবাদীদিগকে [*আল্লাহ তা'আলার নবী-রাসূল*] তাহাদিগের সত্যবাদিতা [*তাওহীদের দাওয়াত পৌঁছানোর দায়িত্ব তাদেরকে দেয়া হয়েছিল সে সম্পর্কে*] সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিবার জন্য তিনি কাফিরদিগের জন্য প্রস্তুত রাখিয়াছেন মর্মন্তুদ শাস্তি।" *(৩৩-আহযাব : ৭, ৮)*

শেষ রাসূল (সা.) নিকট থেকেও অঙ্গীকার নিয়েছেন এই মর্মে যে, তিনি সমস্ত নবী-রাসূলদের ব্যাপারে সাক্ষ্য দিবেন এবং তাদের আনীত সত্যের সমর্থক হিসেবে মানব জাতির কাছে তাওহীদের বাণী প্রচার করবেন। আল-কুরআনে, আল্লাহ তা'আলা সর্বমোট ২৫ জন নবী-রাসূলের নাম উল্লেখ করেছেন, তাদের মধ্যে পাঁচজন আসমানী কিতাব বহনকারী। তাদের কথাই উল্লিখিত আয়াতে

www.pathagar.com

আল্লাহ তা'আলা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন এবং তাদের নিকট থেকেই দৃঢ় অঙ্গীকার নিয়েছেন। বর্তমানে মানব জাতির কাছে তিনটা আসমানী কিতাব, যেমন তাওরাত [*Old Testament, ইয়াহুদীদের*], ইঞ্জীল [*New Testament or Gospel খৃষ্টানদের*] এবং আল-কুরআন [*মুসলিমদের*]। আল-কুরআন হলো পূর্বে প্রেরিত সব কিতাবের abstract বা সারাংশ অর্থাৎ অন্যান্য কিতাবে তাওহীদ সম্পর্কে যে সত্য ছিল, তার সবই আল্লাহ তা'আলা আল-কুরআনে শেষবারের মতো মানব জাতির জন্য লিপিবদ্ধ করেছেন, যাতে তারা বুঝতে পারে সব নবী-রাসূলদের উদ্দেশ্য এবং প্রচারিত দাওয়াতের মধ্যে কোন তারতম্য ছিল না। বস্তুত সব নবী-রাসূলরাই তাওহীদ প্রচার করেছেন, তারা সকলেই আল্লাহ তা'আলার কাছে আত্মসমর্পণকারী অর্থাৎ মুসলিম ছিলেন, তাই ইয়াহুদী ও খৃষ্টানরা যদিও বিশ্বাস করেন যে, তারা মূসা (আ.) ও ঈসা (আ.) এর অনুসারী কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা সত্যচ্যুত হয়ে বিপথগামী হয়েছেন, কারণ ইব্রাহীম (আ.) বংশধর থেকে যত নবী-রাসূল মনোনীত হয়েছেন তারা কেউ ইয়াহুদ বা খৃষ্টান নয়। এমনকি ঈসার (আ.) সাহাবারাও [*হাওয়ারিন বা সাহায্যকারী*] স্বীকার করেছেন তারা মুসলিম। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ ﴿١٣٩﴾

أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ وَمَنْ

أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿١٤٠﴾

تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٤١﴾

"তুমি বলে দাও [*ইয়াহুদী এবং খৃষ্টানদের*], তোমরা কি আমাদের সাথে আল্লাহ সম্পর্কে তর্ক করছ? অথচ তিনিই আমাদের পালনকর্তা এবং তোমাদেরও পালনকর্তা। আমাদের জন্যে আমাদের কর্ম, তোমাদের জন্যে তোমাদের কর্ম এবং আমরা তাঁরই প্রতি একনিষ্ঠ। অথবা তোমরা কি বলছ যে, নিশ্চয়ই ইব্রাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব (আ.) ও তাদের সন্তানগণ ইহুদী অথবা খৃষ্টান ছিলেন? তুমি বলে দাও, তোমরা বেশী জান, না আল্লাহ বেশী জানেন? তার চাইতে অত্যাচারী কে, যে আল্লাহর পক্ষ থেকে তার কাছে প্রমাণিত সাক্ষ্যকে [*তাওরাত ও ইঞ্জীলে বর্ণিত সত্যকে*] গোপন করে? আল্লাহ তোমাদের কর্ম সম্পর্কে বেখবর নন।..." (২-বাকারাহ : ১৩৯, ১৪০)

مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَٰكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٦٧﴾

"ইব্রাহীম ইহুদী ছিলেন না এবং খৃষ্টানও ছিলেন না, কিন্তু তিনি ছিলেন 'হানিফ'

www.pathagar.com

[*সব মিথ্যা ধর্মের প্রতি বিমুখ*] এবং আত্মসমর্পণকারী (*মুসলিম*) এবং তিনি মুশরিক ছিলেন না।" *(৩-ইমরান : ৬৭)*

وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى ٱلْحَوَارِيِّۦنَ أَنْ ءَامِنُوا۟ بِى وَبِرَسُولِى قَالُوٓا۟ ءَامَنَّا وَٱشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ ﴿١١١﴾

"আর যখন হাওয়ারীদের [*ঈসা (আ.) সাহাবা*] মনে জাগ্রত করলাম যে, আমার প্রতি এবং আমার রাসূলের [*ঈসা (আ.)*] প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করো, তখন তারা বলতে লাগল, আমরা বিশ্বাস স্থাপন করলাম এবং আপনি সাক্ষী থাকুন যে, আমরা আনুগত্যশীল [*মুসলিম*]।" *(৫-মায়িদা : ১১১)*

তিনিই আল্লাহ তা'আলা, যিনি সমস্ত নবী-রাসূলদের এবং মুসলিমদের উপর রাসূল (সা.)-কে সাক্ষী করেছেন। আর মুসলিমদের সাক্ষী করেছেন সমস্ত মানব জাতির উপর। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِى كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِّنْ أَنفُسِهِمْ ۖ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰٓؤُلَآءِ ۚ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ تِبْيَٰنًا

لِّكُلِّ شَىْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ﴿٨٩﴾

"সেই দিন [*শেষ বিচারের দিনে*] আমি উত্থিত করিব প্রত্যেক সম্প্রদায়ে তাহাদিগেরই মধ্যে হইতে তাহাদিগের বিষয়ে এক একজন সাক্ষী [*প্রত্যেক সম্প্রদায়ের কাছে প্রেরিত নবী-রাসূলরাই হবেন তাদের নিজস্ব সম্প্রদায়ের উপর সাক্ষী*] এবং তোমাকে [*রাসূল (সা.)*] আমি আনিব সাক্ষীরূপে ইহাদিগের বিষয়ে [*সব নবী-রাসূলদের বিষয়ে*] আমি আত্মসমর্পণকারীদিগের জন্য প্রত্যেক বিষয়ে স্পষ্ট ব্যাখ্যাস্বরূপ পথ-নির্দেশ দয়া ও সুসংবাদস্বরূপ তোমার প্রতি কিতাব [*আল-কুরআন*] অবতীর্ণ করিলাম।" *(১৬-নাহল : ৮৯)*

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَٰكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا۟ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴿١٤٣﴾

"এইভাবে আমি তোমাদিগকে [*মুসলিম উম্মত*] এক [*ভারসাম্যশীল*] মধ্যমপন্থী জাতিরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি, যাহাতে তোমরা মানব জাতির উপর সাক্ষীস্বরূপ এবং রাসূল তোমাদের উপর সাক্ষীস্বরূপ হইবে [*আয়াতে আরবী শব্দ "ওয়াসাত" অর্থাৎ ভারসাম্যশীল" Balanced/Just, চরমও নয় এবং নরমও নয় মাঝামাঝি*]।" *(২-বাকারাহ : ১৪৩)*

রাসূল (সা.)-এর হাদীস থেকেও জানা যায় কিয়ামতের বিচারে, রাসূল (সা.) এবং তার উম্মত হবেন অন্যান্য নবী-রাসূলদের পক্ষে সাক্ষী। শেষ বিচার দিবসে নূহ (আ.)-এর উক্তি থেকে এ ব্যাপারে সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায় :

Allah's Messenger (SA) Said, "Noah will be called on the Day of Resurrection and he will say, 'Labbaik and Sa'daik [*I respond to Your call and I am obedient to Your Order*] O my Lord! Allah will Say, 'Did you Convey Our Message of Islamic Monotheism?' Noah will Say, 'Yes'.

www.pathagar.com

His nation will then be asked. 'Did he convey Our Message of Islamic Monotheism to you? They will Say, 'No warner came to us.' Then Allah will say (to Noah), 'who will bear witness in you favor? He will say, 'Muhammad (SA) and his followers, so they [*i.e. Muslims*] will testify that he conveyed the Message, and the Messenger [*Muhammad (SA)*] will be witness over you, and that is what is meant by the state of Allah (SWT) in the above Ayah # 143: We made you a just nation that you be witness over mankind and the Messenger [*Muhammad (SA)*] will be a witness over you." *(Sahee Al-Bukhari, Vol. 6, Hadith No. 14)*

তিনিই আল্লাহ্ তা'আলা, যিনি কোন কোন নবী-রাসূলকে অন্যান্যদের তুলনায় প্রাধান্য বা গুরুত্ব দিয়েছেন। সব নবী-রাসূলকেই আল্লাহ্ তা'আলা দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন তাওহীদ প্রচারের কাজে তবে মাত্র কয়েকজনের উপর আসমানী কিতাব নাযিল করেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন :

• تِلْكَ ٱلرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ ٱللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَٰتٍ وَءَاتَيْنَا عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيِّنَٰتِ وَأَيَّدْنَٰهُ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ

"এই সকল রাসূলদের কোন কোন জনকে, আমি অপরদের উপর প্রাধান্য *(গুরুত্ব)* দিয়াছি। তাহাদের মধ্যে কাহারও সহিত আল্লাহ্ কথা বলিয়াছেন। আবার কাহাকেও উচ্চ স্থানে [*মর্যাদায়*] উন্নীত করিয়াছেন। মরিয়ম তনয় ঈসাকে আমি স্পষ্ট প্রমাণ [*দলিল*] প্রদান করিয়াছি এবং পবিত্র আত্মা [*জিব্রাঈল (আ.)*] দ্বারা সাহায্য করিয়াছি। .." *(২-বাকারাহ : ২৫৩)*

তিনিই আল্লাহ্ তা'আলা, যিনি একজন উম্মিকে [লেখা পড়া জানেন না এবং আল-কুরআন নাযিলের পূর্বে প্রেরিত আসমানী কিতাব সম্পর্কে জ্ঞানী ছিলেন না] রাসূল হিসেবে পাঠিয়েছেন। যার কথা তাওরাত ও ইঞ্জীলে উল্লেখ আছে এবং আল্লাহ্ তা'আলার আদেশে ঈসা (আ.) বনী ইসরাঈলীদের কাছে উম্মি নবীর আগমনের সুসংবাদ দিয়েছিলেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন :

ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبِىَّ ٱلْأُمِّىَّ ٱلَّذِى يَجِدُونَهُۥ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِى ٱلتَّوْرَىٰةِ وَٱلْإِنجِيلِ .

"যাহারা সেই রাসূলের অনুসরণ করিতেছে, যে উম্মি নবী, যাহার সম্বন্ধে তাহারা লিখিত দেখে নিজেদের কাছে তাওরাত ও ইঞ্জীলে।" *(৭-আরাফ : ১৫৭)*

وَإِذْ قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ يَٰبَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ إِنِّى رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُم مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَىَّ مِنَ ٱلتَّوْرَىٰةِ وَمُبَشِّرًۢا بِرَسُولٍ يَأْتِى مِنۢ بَعْدِى ٱسْمُهُۥٓ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَآءَهُم بِٱلْبَيِّنَٰتِ قَالُوا۟ هَٰذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ

www.pathagar.com

"এবং স্মরণ করো যখন মরিয়মের পুত্র ঈসা বলিল, 'হে বনী ইসরাঈল, নিশ্চয় আমি তোমাদের নিকটে আল্লাহর প্রেরিত রাসূলরূপে আসিয়াছি। আমার পূর্বে তাওরাত নাযিল হইয়াছে আমি তাহাকে সত্য বলিয়া সমর্থন করিতেছি এবং আমার পরে আহমদ নামে যে রাসূল [*মুহাম্মদ (সা.)*] আসিবে তাহার আগমনের সু-সংবাদ দিতেছি। কিন্তু পরে যখন সেই রাসূল [*মুহাম্মদ (সা.)*] তাহাদের নিকট প্রকাশ্য দলিলসহ উপস্থিত হইল তখন তাহারা বলিতে লাগিল, 'ইহা তো সুস্পষ্ট যাদু'।" *(৬১-সাফ্ফ : ৬)*

তিনিই আল্লাহ তা'আলা, যিনি রাসূল (সা.)কে পাঠিয়েছেন মানব জাতির কাছে শেষ রাসূল এবং বিশ্ব রাসূল হিসেবে এবং সৃষ্টির সবকিছুর জন্য "রহমত" হিসেবে। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

قُلْ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّى رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ٱلَّذِى لَهُۥ مُلْكُ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ يُحْىِۦ
وَيُمِيتُ ۖ فَـَٔامِنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِىِّ ٱلْأُمِّىِّ ٱلَّذِى يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَكَلِمَـٰتِهِۦ وَٱتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٥٨﴾

"বল, হে লোক সকল! অবশ্যই আমি তোমাদের সকলের নিকট আল্লাহর রাসূল, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্বের অধিকারী, তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নাই; তিনিই জীবিত করেন ও মৃত্যু ঘটান, সুতরাং তোমরা ঈমান আন আল্লাহর প্রতি ও তাহার বার্তাবাহক উম্মি নবীর প্রতি যে আল্লাহ ও তাহার বাণীতে ঈমান আনে এবং তোমরা তাহার অনুসরণ করো যাহাতে তোমার পথ পাও।" *(৭-আরাফ : ১৫৮)*

وَمَآ أَرْسَلْنَـٰكَ إِلَّا كَآفَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٨﴾

"আমি তো তোমাকে [*মুহাম্মদ (সা.)*] সমগ্র মানব জাতির প্রতি সু-সংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করিয়াছি; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না।" *(৩৪-সাবা : ২৮)*
আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন :

مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَآ أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَـٰكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمًا ﴿٤٠﴾

"মুহাম্মদ তোমাদিগের মধ্যে কোন পুরুষের পিতা নহে, বরং সে আল্লাহর রাসূল এবং শেষ নবী। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ।" *(৩৩-আহযাব : ৪০)*

وَمَآ أَرْسَلْنَـٰكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَـٰلَمِينَ ﴿١٠٧﴾

"আমি তো তোমাকে [*মুহাম্মদ (সা.)*] বিশ্ব-জগতের প্রতি কেবল রহমতরূপেই প্রেরণ করিয়াছি।" *(২১-আম্বিয়া : ১০৭)*

তিনিই আল্লাহ তা'আলা, যিনি তার শেষ রাসূল (সা.)-এর নিকট প্রেরিত ওহীতে

www.pathagar.com

[*আল-কুরআনে*] কিছু কিছু নবী-রাসূলদের কথা উল্লেখ করেছেন, আবার অনেকের কথা উল্লেখ করেননি। আল্লাহ্ তা'আলা এ সম্পর্কে বলেছেন :

وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَٰهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ ۚ وَكَلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا ﴿١٦٤﴾

"অনেক রাসূল [*নবী-রাসূল*] প্রেরণ করিয়াছি যাহাদের কথা পূর্বে তোমাকে বলিয়াছি এবং অনেক রাসূল, যাহাদের কথা তোমাকে বলি নাই এবং মূসার সহিত আল্লাহ সরাসরি কথা বলিয়াছেন।" *(৪-নিসা : ১৬৪)*

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ ۗ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ

أَن يَأْتِىَ بِـَٔايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۚ فَإِذَا جَآءَ أَمْرُ ٱللَّهِ قُضِىَ بِٱلْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴿٧٨﴾

"আমি তো তোমার পূর্বে অনেক রাসূল প্রেরণ করিয়াছিলাম; তাহাদিগের কাহারও কথা তোমার নিকট বিবৃতি করিয়াছি এবং কাহারও কাহারও কথা তোমার নিকট বিবৃতি করি নাই। আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত কোন নিদর্শন উপস্থিত করা কোন রাসূলের কাজ নহে। আল্লাহর আদেশ আসিলে [*শেষ বিচার দিনে*] ন্যায়সঙ্গতভাবে ফয়সালা হইয়া যাইবে। তখন মিথ্যাশ্রয়ীরা ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।" *(৪০-মু'মিন : ৭৮)*

তিনিই আল্লাহ তা'আলা, যিনি সব নবী-রাসূলদের ওহীসহ পাঠিয়েছেন মানব জাতির নিকট এবং সব নবী-রাসূলরাই আল্লাহ তা'আলার হুকুম অনুযায়ী সৎপথে পরিচালিত হয়েছিলেন। তিনিই আল্লাহ তা'আলা যিনি বলেছেন, মুহাম্মদ এর অনুসারীরা আল্লাহ তা'আলার আয়াত [*আল-কুরআন ও নিদর্শন*] কে প্রত্যাখ্যান করবে না। আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন :

إِنَّآ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ كَمَآ أَوْحَيْنَآ إِلَىٰ نُوحٍ وَٱلنَّبِيِّـۧنَ مِنۢ بَعْدِهِۦ ۚ وَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰٓ إِبْرَٰهِيمَ وَإِسْمَٰعِيلَ وَإِسْحَٰقَ

وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَٰرُونَ وَسُلَيْمَٰنَ ۚ وَءَاتَيْنَا دَاوُۥدَ زَبُورًا ﴿١٦٣﴾

"তোমার [*মুহাম্মদ (সা.)*] নিকট ওহী [*আল্লাহর বাণী, আদেশ-নিষেধ ও হুকুম*] প্রেরণ করিয়াছি যেমন নূহ্)] ও তাহার পরবর্তী নবীগণের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলাম, ইব্রাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব ও তাহার বংশধরগণ, ঈসা, আইয়ুব, ইউনুস, হারূন এবং সুলায়মানের নিকট ওহী প্রেরণ করিয়াছিলাম এবং দাউদকে যাবুর দিয়াছিলাম।" *(৪-নিসা : ১৬৩)*

وَوَهَبْنَا لَهُۥٓ إِسْحَٰقَ وَيَعْقُوبَ ۚ كُلًّا هَدَيْنَا ۚ وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ ۖ وَمِن ذُرِّيَّتِهِۦ دَاوُۥدَ وَسُلَيْمَٰنَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ

وَمُوسَىٰ وَهَٰرُونَ ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿٨٤﴾ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ ۖ كُلٌّ مِّنَ ٱلصَّٰلِحِينَ ﴿٨٥﴾

وَإِسْمَٰعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا ۚ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٨٦﴾

www.pathagar.com

وَمِنْ ءَابَآئِهِمْ وَذُرِّيَّـٰتِهِمْ وَإِخْوَٰنِهِمْ ۖ وَٱجْتَبَيْنَـٰهُمْ وَهَدَيْنَـٰهُمْ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٨٧﴾

ذَٰلِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِۦ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِۦ ۚ وَلَوْ أَشْرَكُوا۟ لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿٨٨﴾

أُو۟لَـٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَـٰهُمُ ٱلْكِتَـٰبَ وَٱلْحُكْمَ وَٱلنُّبُوَّةَ ۚ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَـٰٓؤُلَآءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوا۟ بِهَا بِكَـٰفِرِينَ ﴿٨٩﴾

أُو۟لَـٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ ۖ فَبِهُدَىٰهُمُ ٱقْتَدِهْ ۗ قُل لَّآ أَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا ۖ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْعَـٰلَمِينَ ﴿٩٠﴾

"এবং তাহাকে [*ইব্রাহীম (আ.)*] দান করিয়াছিলাম ইসহাক ও ইয়াকুব ও ইহাদের প্রত্যেককে সৎপথে পরিচালিত করিয়াছিলাম; পূর্বে নূহকে সৎপথে পরিচালিত করিয়াছিলাম এবং তাহার বংশধর দাউদ, সুলায়মান, আইয়ুব, ইউসুফ, মূসা ও হারূনকেও; আর এইভাবেই সৎকর্মপরায়ণদিগকে পুরস্কৃত করি এবং যাকারিয়া, ইয়াহিয়া, ঈসা এবং ইলিয়াসকেও সৎপথে পরিচালিত করিয়াছিলাম ইসরাঈল, আল-ইয়াসা, ইউনুস ও লূতকে এবং শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছিলাম বিশ্বজগতের উপর প্রত্যেককে [*মানব জাতির মধ্যে নবী-রাসূলরাই শ্রেষ্ঠ*]। এবং ইহাদিগের পিতৃপুরুষ, বংশধর এবং ভ্রাতৃবৃন্দের কতককে; তাহাদিগকে মনোনীত করিয়াছিলাম এবং সরল পথে পরিচালিত করিয়াছিলাম। ইহা আল্লাহর হেদায়েত স্বীয় বান্দাদিগের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা তিনি ইহা দ্বারা সৎপথে পচালিত করেন; তাহারা যদি শিরক করিত তবে তাহাদিগের কৃতকর্ম নিষ্ফল হইত [*তারা সর্বদাই আল্লাহ তা'আলার আদেশের বাধ্য থাকতেন*]। উহাদিগকেই কিতাব, কর্তৃত্ব ও নবুওয়াত প্রদান করিয়াছি, অতঃপর যদি ইহারা [*কিতাবীগণ, ইয়াহুদী ও খৃষ্টান এবং অন্যান্য মানুষ*] এইগুলিকে প্রত্যাখ্যানও করে তবে আমি তো এমন এক সম্প্রদায়ের প্রতি [*মুহাম্মদ (সা.) এর অনুসারী*] এইগুলির ভার অর্পণ করিয়াছি যাহারা এইগুলি [*আল-কুরআন এবং অন্যান্য আসমানী কিতাব*] প্রত্যাখ্যান করিবে না [*মুসলিমরা আল-কুরআন ও রাসূল (সা.) ভালোবাসে*]। উহাদিগকেই আল্লাহ সৎপথে পরিচালিত করিয়াছেন, সুতরাং তুমি তাহাদিগের পথের অনুসরণ করো [*অন্যান্য সব নবী-রাসূলদের পথ*]; বল, 'ইহার জন্য আমি তোমাদিগের নিকট পারিশ্রমিক চাহি না, ইহা তো শুধু বিশ্বজগতের জন্য উপদেশ।" *(৬-আন'আম : ৮৪-৯০)*

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَٰهِيمَ وَجَعَلْنَا فِى ذُرِّيَّتِهِمَا ٱلنُّبُوَّةَ وَٱلْكِتَـٰبَ ۖ فَمِنْهُم مُّهْتَدٍ ۖ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَـٰسِقُونَ ﴿٢٦﴾

"আমি নূহ এবং ইব্রাহীমকে রাসূলরূপে প্রেরণ করিয়াছিলাম এবং আমি তাহাদিগের বংশধরগণের জন্য স্থির করিয়াছিলাম নবুওয়াত ও কিতাব, কিন্তু উহাদিগের অল্পই সৎপথ অবলম্বন করিয়াছিল এবং অধিকাংশই ছিল সত্যত্যাগী।" *(৫৭-হাদীদ : ২৬)*

তিনিই আল্লাহ তা'আলা, যিনি সর্বশেষে আসমানী কিতাব আল-কুরআন নাযিল করেছেন মানব জাতিকে অন্ধকার [*অবিশ্বাস, শিরক এবং সব ধরনের অন্যায়, অসৎ ও*

www.pathagar.com

বিভ্রান্তিমূলক কাজ] থেকে আলোর [*সত্যপথ, ন্যায়পথ ও তাওহীদের পথে; ইসলামের আদর্শে*] মধ্যে আনার জন্য। যখন আল্লাহ তা'আলা আল-কুরআন নাযিল করেন তখন মানব জাতির কেউ তাওহীদে বিশ্বাসী ছিল না। তাই উপাস্য হিসেবে এক আল্লাহ তা'আলার আব্দ কেউ ছিল না, সকলেই শিরকে লিপ্ত ছিল। আসমানী কিতাবী হয়েও খৃষ্টান ও ইয়াহুদীরা বর্তমানের মতো তখনও ঈসা (আ.)কে এবং ওজায়েরকে আল্লাহ তা'আলার পুত্র বানিয়ে শিরকে জড়িত ছিল। আল-কুরআন নাযিলের সময় মানব জাতির ধর্মীয় বিশ্বাস সম্পর্কে বিশ্ববিখ্যাত আলেম আবুল হাসান আলি নাদভী (রহ.) "Islam and the World" বইয়ে বলেছেন : "The sixth century of the Christian era, it is generally agreed, represented the darkest phase in the history of our race. Humanity had reached the edge of the precipice, towards which it had been tragically proceeding for centuries, and there appeared to be no agency or power in the whole world which could come to its rescue and save it from crashing into the abyss of destruction." যা হোক আল-কুরআনে আদম সন্তানের অবস্থা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

الٓر كِتَٰبٌ أَنزَلْنَٰهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ ٱلنَّاسَ مِنَ ٱلظُّلُمَٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَىٰ صِرَٰطِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ ۝١

"আলিফ লাম রা', এই কিতাব, ইহা তোমার প্রতি অবতীর্ণ করিয়াছি যাহাতে তুমি মানব জাতিকে তাহাদিগের প্রতিপালকের নির্দেশক্রমে বাহির করিয়া আনিতে পার অন্ধকার [*মানব জাতির সকলেই অবিশ্বাসের অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল*] হইতে আলোকে, তাহার পথে [*ইসলামের সরল সোজা পথে*], যিনি পরাক্রমশালী প্রশংসার্হ।" *(১৪-ইব্রাহীম : ১)*

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُم بُرْهَٰنٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا ۝١٧٤

"হে মানব তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে তোমাদের নিকট প্রমাণ [*রাসূল (সা.)*] আসিয়াছে এবং আমি তোমাদের প্রতি স্পষ্ট জ্যোতি [*আল-কুরআন*] অবতীর্ণ করিয়াছি।" *(৪-নিসা : ১৭৪)*

وَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰٓ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِىٓ إِنَّكُم مُّتَّبَعُونَ ۝

"এইভাবে আমি তোমার প্রতি প্রত্যাদেশ করিয়াছি রূহ* তথা আমার নির্দেশ; তুমি

---

* রূহ বলতে সাধারণত আমরা বুঝে থাকি আমাদের আত্মা বা প্রাণ কিন্তু এই আয়াতে রূহ বলতে বুঝানো হয়েছে আল-কুরআনকে, কারণ একমাত্র আল-কুরআনই মানুষের আত্মাকে আধ্যাত্মিক জীবন দান করে সুষ্ঠু, স্বচ্ছ এবং পরিষ্কার রাখতে পারে। আল-কুরআনের প্রধান দায়িত্ব মানুষের আত্মাকে পবিত্র করা, পরিশোধন করা। তাই যে হৃদয়ে আল-কুরআনের আলো নাই, সে হৃদয় বা আত্মা শারীরিকভাবে জীবিত থাকলেও (Spiritually) আধ্যাত্মিকভাবে মৃত বা অন্ধ।

www.pathagar.com

তো জানিতে না কিতাব কি এবং ঈমান কি? পক্ষান্তরে আমি ইহাকে [*আল-কুরআন*] করিয়াছি আলো যাহা দ্বারা আমি আমার বান্দাদিগের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা পথ নির্দেশ করি; তুমি তো প্রদর্শন করো কেবল সরল পথ [*আল-ইসলাম*]।" *(২৬-শু'আরা : ৫২)*

قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَٰدَةً قُلِ ٱللَّهُ شَهِيدٌۢ بَيْنِى وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِىَ إِلَىَّ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانُ لِأُنذِرَكُم بِهِۦ وَمَنۢ بَلَغَ أَئِنَّكُمْ

لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ ٱللَّهِ ءَالِهَةً أُخْرَىٰ قُل لَّآ أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَٰحِدٌ وَإِنَّنِى بَرِىٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ﴿١٩﴾

"বল, সাক্ষ্য প্রদানে কোন্ জিনিস সর্বশ্রেষ্ঠ? বল, তোমাদের ও আমার মধ্যে আল্লাহই *[শ্রেষ্ঠ]* সাক্ষী এবং এই কুরআন আমার নিকট নাযিল হইয়াছে যাহাতে তোমাদিগকে এবং যাহার নিকট ইহা পৌঁছাবে তাহাদিগকে এর দ্বারা সতর্ক করি; তোমরা কি এই সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহর সহিত অন্য ইলাহও আছে? বল, আমি সে সাক্ষ্য দেই না; বল, তিনি একক ইলাহ এবং তোমরা যে শরীক করো তাহা হইতে আমি নির্দোষ [innocent]।" *(৬-আন'আম : ১৯)*

তাওহীদের আলো ছাড়া মানুষের হৃদয় হয়ে যায় অন্ধকারে আবৃত। আল্লাহ্ তা'আলার একত্ববাদের অনুপস্থিতি হৃদয়ের উপমা দিয়ে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন :

أَوْ كَظُلُمَٰتٍ فِى بَحْرٍ لُّجِّىٍّ يَغْشَىٰهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِۦ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِۦ سَحَابٌ ظُلُمَٰتٌۢ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ

إِذَآ أَخْرَجَ يَدَهُۥ لَمْ يَكَدْ يَرَىٰهَا وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ ٱللَّهُ لَهُۥ نُورًا فَمَا لَهُۥ مِن نُّورٍ ﴿٤٠﴾

"অথবা [*কাফেরদের বিশ্বাস ও কর্ম*] প্রমত্ত সমুদ্রের বুকে গভীর অন্ধকারের মতো, যাকে উদ্বেলিত করে তরঙ্গের উপর তরঙ্গ, যার উপরে ঘন কালো মেঘ আছে। একের উপর এক অন্ধকার। যখন সে তার হাত বের করে, তখন তাকে একেবারেই দেখতে পায় না। আল্লাহ্ যাকে জ্যোতি দেন না, তার কোন জ্যোতি নেই।" *(২৪-নূর : ৪০)*

তিনিই আল্লাহ্ তা'আলা, যিনি উম্মি রাসূলকে [*শেষ রাসূলকে*] আদেশ করেছেন যে, আল-কুরআনের সাহায্যে মানব জাতিকে শিক্ষা দেয়ার জন্য। শেষ রাসূলের (সা.) কাছে আল-কুরআন প্রেরণ করে ইসলামকে সকল দ্বীন-ধর্মের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তদুপরি সর্বপ্রথম আরবীয়দের এবং অতঃপর মানব জাতির সকলকে সব রকম "শিরক" থেকে মুক্ত করে পবিত্র করার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা আল-কুরআন নাযিল করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা এ প্রসঙ্গে বলেছেন :

هُوَ ٱلَّذِى بَعَثَ فِى ٱلْأُمِّيِّـۧنَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا۟ عَلَيْهِمْ ءَايَٰتِهِۦ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ

وَإِن كَانُوا۟ مِن قَبْلُ لَفِى ضَلَٰلٍ مُّبِينٍ ﴿٢﴾

www.pathagar.com

"তিনি উম্মিদিগের মধ্যে তাহাদিগের একজনকে পাঠিয়েছেন রাসূলরূপে যে তাহাদিগের নিকট আবৃত্তি করে তাহার আয়াত, তাহাদিগের পবিত্র করে এবং শিক্ষা দেয় কিতাব ও হিকমত; ইতোপূর্বে তো ইহারা ছিল ঘোর বিভ্রান্তিতে।" *(৬২-জুমু'আ : ২)*

ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبِيَّ ٱلْأُمِّيَّ ٱلَّذِى يَجِدُونَهُۥ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِى ٱلتَّوْرَىٰةِ وَٱلْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَىٰهُمْ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَٰٓئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَٱلْأَغْلَٰلَ ٱلَّتِى كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۚ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِهِۦ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَٱتَّبَعُوا۟ ٱلنُّورَ ٱلَّذِىٓ أُنزِلَ مَعَهُۥٓ ۙ أُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿١٥٧﴾

"যাহারা সেই রাসূলের অনুসরণ করিতেছে যে নবী উম্মি [*লেখাপড়া জানে না*] যাহার সম্বন্ধে তাহারা লিখিত দেখে নিজেদের কাছে তাওরাত ও ইঞ্জীলে, সে তাহাদের ভালো-কাজের হুকুম দেয় এবং মন্দ কাজ করিতে মানা [*নিষেধ*] করে এবং তাহাদের জন্য পবিত্র জিনিস সকল হালাল করে ও তাহাদের জন্য অপবিত্র জিনিস সকল হারাম করিয়া দেয় এবং যে মুক্ত করে তাহাদিগকে তাহাদিগের গুরুভার [*আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে দেয়া অঙ্গীকার*] হইতে ও শৃঙ্খল [*দায়িত্ব বন্ধন, bindings*] হইতে যাহা তাহাদিগের উপর ছিল। সুতরাং যাহারা তাহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, তাহাকে সম্মান করে, তাহাকে সাহায্য করে এবং যে নূর [*আল-কুরআন*] তাহার সাথে অবতীর্ণ হইয়াছে উহার অনুসরণ করে তাহারাই সফলকাম।" *(৭-আরাফ : ১৫৭)*

هُوَ ٱلَّذِىٓ أَرْسَلَ رَسُولَهُۥ بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُۥ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِۦ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ ﴿٩﴾

"তিনিই তাহার রাসূলকে প্রেরণ করিয়াছেন হিদায়েত ও সত্য দ্বীনসহ সকল দ্বীনের উপর উহাতে [*ইসালাম*] শ্রেষ্ঠত্ব দানের জন্য; যদিও মুশরিকগণ উহা অপছন্দ করে।" *(৬১-সাফ্ফ : ৯)*

তিনিই আল্লাহ তা'আলা, যিনি ইসলামকেই একমাত্র দ্বীন [*জীবন ব্যবস্থা*] হিসেবে মানব জাতির জন্য মনোনীত করে বলেছেন ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম বা দ্বীন তিনি গ্রহণ করবেন না। ইসলাম ছাড়া আর সকল ধর্ম মানুষ প্রবৃত্তির অবৈধ চাহিদা অনুসারে এবং পরস্পরে বিদ্বেষবশতঃ সৃষ্টি হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَٰمَ دِينًا ۚ فَمَنِ ٱضْطُرَّ فِى مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ ۙ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣﴾

"...আজ তোমাদের [*মানব জাতির*] জন্য তোমাদের দ্বীন পূর্ণাঙ্গ করিলাম ও

www.pathagar.com

তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ [*আল-কুরআন*] সম্পূর্ণ করিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দ্বীন হিসেবে মনোনীত করিলাম।" *(৫-মায়িদা : ৩)*

وَمَن يَبۡتَغِ غَيۡرَ ٱلۡإِسۡلَٰمِ دِينٗا فَلَن يُقۡبَلَ مِنۡهُ وَهُوَ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ مِنَ ٱلۡخَٰسِرِينَ ﴿٨٥﴾

إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلۡإِسۡلَٰمُۗ وَمَا ٱخۡتَلَفَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ إِلَّا مِنۢ بَعۡدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلۡعِلۡمُ بَغۡيَۢا بَيۡنَهُمۡۗ

وَمَن يَكۡفُرۡ بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلۡحِسَابِ ﴿١٩﴾

"কেহ ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দ্বীন গ্রহণ করিতে চাহিলে তাহা কখনও কবুল করা হইবে না এবং সে হইবে পরলোকে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত। ইসলাম আল্লাহর নিকট একমাত্র দ্বীন। যাহাদিগকে কিতাব দেওয়া হইয়াছিল তাহারা পরস্পরে বিদ্বেষবশতঃ তাহাদের নিকট জ্ঞান আসিবার পর মতানৈক্য ঘটাইয়াছিল। আর কেহ আল্লাহর নির্দেশকে প্রত্যাখ্যান করিলে আল্লাহ হিসাব গ্রহণে অত্যন্ত তৎপর।" *(৩-ইমরান : ৮৫)*

তিনিই আল্লাহ তা'আলা, যিনি সব নবী-রাসূলদের এক সত্য বাণী তাওহীদের দাওয়াত দেওয়ার জন্য তাদের স্ব স্ব জাতির নিকট প্রেরণ করেছেন। তাই নবী-রাসূলদের সত্যের ভিত্তি, উৎপত্তির সূত্র এবং প্রচারে কোন বিরোধ বা বিভিন্ন মতাদর্শ ছিল না। আল্লাহ তা'আলা এক-অদ্বিতীয় তার কোন শরীক নাই, এই শাশ্বত বাণী প্রচারই এবং এক আল্লাহ তা'আলার ইবাদত-বন্দেগী করার আদেশই ছিল তাদের দাওয়াতের মূল উদ্দেশ্য। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

وَلَقَدۡ بَعَثۡنَا فِي كُلِّ أُمَّةٖ رَّسُولًا أَنِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱجۡتَنِبُواْ ٱلطَّٰغُوتَۖ فَمِنۡهُم مَّنۡ هَدَى ٱللَّهُ وَمِنۡهُم مَّنۡ حَقَّتۡ

عَلَيۡهِ ٱلضَّلَٰلَةُۚ فَسِيرُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَٱنظُرُواْ كَيۡفَ كَانَ عَٰقِبَةُ ٱلۡمُكَذِّبِينَ ﴿٣٦﴾

"আল্লাহর ইবাদত করিবার ও তাগুতকে* [*সব ধরনের মিথ্যা উপাস্য*] বর্জন করিবার নির্দেশ দিবার জন্য আমি তো প্রত্যেক জাতির মধ্যেই রাসূল পাঠাইয়াছি। অতঃপর উহাদিগের কতককে আল্লাহ সৎপথে পরিচালিত করেন এবং উহাদিগের কতকের উপর পথভ্রান্তি সাব্যস্ত হইয়াছিল; সুতরাং পৃথিবীতে পরিভ্রমণ কর এবং দেখ যাহারা সত্যকে মিথ্যা বলিয়াছে তাহাদিগের পরিণাম কি হইয়াছে?" *(২৭-নাহল : ৩৬)*

---

* The word Taghut [তাগুত] covers a wide range of meanings: It means anything worshipped other then the Real God (Allah), ie all the false deities (gods). It may be saitan, devils, iodots, stones, Sun, stars, angels, human being e.g. Jesus, Messengers of Allah, who were falsely worshipped and taken as Taghuts, Similarly saints, rulers, leaders etc. are falsely worshipped and wrongly followed.]

www.pathagar.com

এ ক্ষেত্রে, উদাহরণস্বরূপ পূর্ববর্তী নবী-রাসূলদের কথা উল্লেখ করা যায়, নূহ, সালেহ, হূদ, শুয়াইবের (আ.) কথা। তারা যে, নিজ নিজ জাতির কাছে তাওহীদ প্রচার করেছিলেন সে সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِۦٓ إِنِّى لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٢٥﴾ أَن لَّا تَعْبُدُوٓا إِلَّا ٱللَّهَ إِنِّىٓ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ ﴿٢٦﴾

وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَٰقَوْمِ ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُۥٓ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ ﴿٥٠﴾

يَٰقَوْمِ لَآ أَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِىَ إِلَّا عَلَى ٱلَّذِى فَطَرَنِىٓ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٥١﴾

وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَٰلِحًا قَالَ يَٰقَوْمِ ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُۥ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَٱسْتَعْمَرَكُمْ
فِيهَا فَٱسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوٓا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّى قَرِيبٌ مُّجِيبٌ ﴿٦١﴾

"আর অবশ্যই আমি নূহকে তার জাতির প্রতি প্রেরণ করেছি, [*নূহ বললেন*] নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য প্রকাশ্য সতর্ককারী। তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত কারো ইবাদত করবে না। নিশ্চয় আমি তোমাদের ব্যাপারে এক যন্ত্রণাদায়ক দিনের আযাবের ভয় করছি। আর আদ জাতির প্রতি আমি তাদের ভাই হূদকে প্রেরণ করেছি; সে বলল, হে আমার জাতি! আল্লাহর বন্দেগী করো, তিনি ভিন্ন তোমাদের কোন মাবুদ নেই, তোমরা সবাই মিথ্যা আরোপ করছ। হে আমার জাতি! আমি এজন্য তোমাদের কাছে কোন মজুরী চাই না; আমার মজুরী তারই কাছে যিনি আমাকে পয়দা করেছেন, তবু তোমরা কেন বুঝ না। আর সামুদ জাতির প্রতি তাদের ভাই সালেহকে প্রেরণ করি; সে বলল- হে আমার জাতি! আল্লাহর বন্দেগী করো, তিনি ছাড়া তোমাদের কোন উপাস্য নাই। তিনিই জমিন হতে তোমাদেরকে পয়দা করেছেন, তন্মধ্যে তোমাদের বসতি দান করেছেন। অতএব; তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো অতঃপর তারই দিকে ফিরে চল। আমার পালনকর্তা নিকটেই আছেন, কবুল করে থাকেন, সন্দেহ নেই।" *(১১-হূদ : ২৫-২৬, ৫০-৫১, ৬১)*

وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَٰقَوْمِ ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُۥ قَدْ جَآءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا
ٱلْكَيْلَ وَٱلْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِى ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَٰحِهَا ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن
كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٨٥﴾

"আমি মাদিয়ানের প্রতি তাদের ভাই শু'য়াইবকে প্রেরণ করেছি। সে বলল : হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো। তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন উপাস্য নাই। তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে প্রমাণ এসে গেছে।..." *(৭-আরাফ : ৮৫)*

كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿١٦٠﴾ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٦١﴾

www.pathagar.com

إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٦٢﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿١٦٣﴾

"লূতের সম্প্রদায় পয়গম্বরগণকে মিথ্যাবাদী বলেছে। যখন তাদের ভাই লূত তাদেরকে বললেন, "তোমরা কি ভয় কর না? আমি তোমাদের বিশ্বস্ত পয়গম্বর। অতএব, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং আমার আনুগত্য কর।" *(২৬-শু'আরা : ১৬০-১৬৩)*

তিনিই আল্লাহ তা'আলা, যিনি বলেছেন : ইবাদত-বন্দেগীতে আল্লাহ তা'আলার সাথে অন্য কোন কিছুকে অংশীদার [শিরক] করা সবচেয়ে বড় জুলুম। যারা শিরকে লিপ্ত থেকে মৃত্যুবরণ করবে, তিনি তাদেরকে ক্ষমা করবেন না। কারণ শিরকে জড়িত হওয়া এবং থাকা হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় মিথ্যা সৃষ্টি করা। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা আল-কুরআনের বিভিন্ন সূরায় বলেছেন :

وَإِذْ قَالَ لُقْمَٰنُ لِابْنِهِۦ وَهُوَ يَعِظُهُۥ يَٰبُنَىَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ ۖ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴿١٣﴾

"স্মরণ করো, যখন লুকমান তাহার পুত্রকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলিয়াছিল, 'হে আমার পুত্র! আল্লাহর সহিত কোন শরীক করিও না। নিশ্চয় শিরক চরম জুলুম।" *(৩১-লোকমান : ১৩)*

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِۦ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُ ۚ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَٰلًۢا بَعِيدًا ﴿١١٦﴾

"আল্লাহ তাহার শরীক করার অপরাধ ক্ষমা করবেন না, ইহা ব্যতীত সবকিছু যা হোক ইচ্ছা ক্ষমা করেন এবং কেহ আল্লাহর শরীক করিলে সে ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট হয় [*যারা শিরকে লিপ্ত থেকে মারা যান*]।" *(৪-নিসা : ১১৬)*

أَمْ لَهُمْ شُرَكَٰٓؤُا۟ شَرَعُوا۟ لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنۢ بِهِ اللَّهُ ۚ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِىَ بَيْنَهُمْ ۗ

وَإِنَّ الظَّٰلِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢١﴾

"ইহাদিগের কি এমন কতক দেবতা আছে যাহারা ইহাদিগের জন্য বিধান দিয়াছে এমন দ্বীনের যাহার অনুমতি আল্লাহ দেন নাই*? ফয়সালা করার [*বিচার দিবসের*]

---

*অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত বিধান-দ্বীন অনুসরণ করার পরিবর্তে তারা অনুসরণ করে শয়তান, মানুষ ও জিনের আদেশ ও বিধি-নিষেধ। এমন কতগুলো আচার-অনুষ্ঠান তারা পালন করে, যার আদেশ আল্লাহ তা'আলা দেননি। তারা মানুষের তৈরি মতাদর্শ এবং কুসংস্কার অনুসরণ করে নিজের উপর জুলুম করে। বাংলাদেশের মুসলিম সমাজে কিছু কিছু আচার-আচরণ আছে যা অন্য ধর্মের কুসংস্কার থেকে মুসলিম সংস্কৃতিতে অনুপ্রবেশ করেছে। তৎকালীন আরবীয়দের কুসংস্কারের একটা উদাহরণ আল্লাহ তা'আলা আল-কুরআনে দিয়ে বলেছেন :

www.pathagar.com

ঘোষণা না থাকিলে ইহাদিগের বিষয়ে তো সিদ্ধান্ত হইয়া যাইত। নিশ্চয়ই যালিমদের [*যারা শিরক করে*] জন্য রহিয়াছে মর্মন্তুদ শাস্তি।" *(৪২-শূরা : ২১)*

أَلَآ إِنَّ لِلَّهِ مَن فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَن فِى ٱلْأَرْضِ ۗ وَمَا يَتَّبِعُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ شُرَكَآءَ ۚ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴿٦٦﴾

"জানিয়া রাখ। যাহারা আকাশমণ্ডলে আছে এবং যাহারা পৃথিবীতে আছে তাহারা আল্লাহরই। যাহারা আল্লাহ ব্যতীত অপরকে শরীকরূপে ডাকে, তাহারা কিসের অনুসরণ করে? তাহারা তো শুধু অনুমানেরই অনুসরণ করে এবং তাহারা শুধু মিথ্যা বলে।" *(১০-ইউনুস : ৬৬)*

وَإِذَا رَءَا ٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا۟ شُرَكَآءَهُمْ قَالُوا۟ رَبَّنَا هَٰٓؤُلَآءِ شُرَكَآؤُنَا ٱلَّذِينَ كُنَّا نَدْعُوا۟ مِن دُونِكَ ۖ فَأَلْقَوْا۟ إِلَيْهِمُ ٱلْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَٰذِبُونَ ﴿٨٦﴾

"মুশরিকরা [*মূর্তি পূজকরা*] যাহাদিগকে আল্লাহর শরীক করিয়াছিল, তাহাদিগকে যখন দেখিবে তখন তাহারা বলিবে, হে আমাদিগের প্রতিপালক! ইহারাই [*মূর্তি*] তাহারা যাহাদিগকে আমরা তোমার শরীক করিয়াছিলাম। যাহাদিগকে আমরা

مَا جَعَلَ ٱللَّهُ مِنۢ بَحِيرَةٍ وَلَا سَآئِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ ۙ وَلَٰكِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ ۖ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿١٠٣﴾

"আল্লাহ 'বাহিরা, 'সায়েবা', অসিলা এবং হামীকে শরীয়তসিদ্ধ করেননি। কিন্তু যারা কাফের, তারা আল্লাহর উপর মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে। তাদের অধিকাংশেরই বিবেক বুদ্ধি নেই।" *(৫-মায়িদা : ১০৩)*

এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা কতগুলো নাম উল্লেখ করেছেন, যেমন বাহিরা, সায়েবা, অসিলা এবং হামী। এই নামগুলোর সৃষ্টিতে অজ্ঞ আরবীয়দের ভ্রান্তি বিশ্বাস জড়িত ছিল। ইবনে কাসির (রহ.) তফসিরে বিভিন্ন সহীহ হাদীসের সূত্র থেকে এই নামগুলোর উৎপত্তির কারণ দিয়েছেন। "বাহিরা" হচ্ছে একটা জন্তু, যার কানগুলো কাটা। তাই নিজের স্ত্রী, কন্যা অথবা বাড়ীর কাউকে এই জন্তুর দুধ, পশম ও চুল ব্যবহার করতে দিত না, তবে এই জন্তু মারা যাওয়ার পর তার গোশত সবাই খেতে পারত। "সায়েবা" এমন জন্তু যাকে মূর্তির নামে ছেড়ে দিয়ে স্বাধীনভাবে চরে খেতে দেয়া হত এবং মূর্তির সন্নিকটে এটা ঘোষণা করা হত। "অসিলা" এমন একটা ভেড়া যে ছয়বার বাচ্চা জন্ম দেয়ার পর সপ্তমবার জন্ম দিলে তার কান ও শিং কেটে বলা হত ইহার অসিলা [দুই প্রসবের মধ্যে সংযোগ সাধন করা] আছে তাই তারা ইহাকে হত্যা করত না এবং যে কোন কূপ বা লেইক থেকে পানি পান করতেও বাধা দিত না। [ইবনে আবি হাতিম ৪:১২২০]। তারপর "হাম" হচ্ছে পুরুষ উট [যাকে দিয়ে যৌনসঙ্গম করিয়ে] যে বাচ্চা হত, সে বাচ্চা আবার আরেক বাচ্চা জন্ম দিলে তখন তারা বলত এই পুরুষ উট হল 'হামী' [রক্ষিতা]। যার ফলে এই পুরুষ উটকে তারা কোন কিছু বহন করার কাজে ব্যবহার করত না, তার পশম কাটত না, ইহাকে স্বাধীনভাবে ছেড়ে দেয়া হত যে কোন জায়গায় চরে বেড়াতে, পানি পান করতে দেয়া হত যদিও এই জমি ও কূপ বা লেইক উট মালিকের নিজস্ব সম্পত্তির অন্তর্ভুক্ত ছিল না।" (ইবনে আবি হাতিম ৪:১২২০ ও ১২২৫)

www.pathagar.com

আহ্বান করিতাম তোমার পরিবর্তে; অতঃপর তদুত্তরে উহারা [*মূর্তি বা আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে যাদাহাদেরকে অংশীদার করা হইত*] বলিবে, তোমরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী।" *(১৬-নাহল : ৮৬)*

তিনিই আল্লাহ তা'আলা, যিনি মানব জাতিকে অবহিত করেছেন যে, ইবাদতে আল্লাহ তা'আলার সাথে অন্য কাউকে শরীক করা বস্তুত শেষ বিচারের দিনে কোন কাজে আসবে না। যদিও শিরকে লিপ্ত ব্যক্তিরা [*কাফের-মুশরিক এবং অবিশ্বাসীরা*] মনে করেন যে, শিরকের বস্তু এবং উপাস্যগুলো শেষ বিচার দিবসে আল্লাহ তা'আলার কাছে তাদের পক্ষে সুপারিশ করবে, যাতে তারা শাস্তি থেকে মুক্তি পায়। আল্লাহ তা'আলা এদের প্রসঙ্গে বলেছেন :

وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِىَ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿٦٢﴾

قَالَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ رَبَّنَا هَٰٓؤُلَآءِ ٱلَّذِينَ أَغْوَيْنَآ أَغْوَيْنَٰهُمْ كَمَا غَوَيْنَا تَبَرَّأْنَآ إِلَيْكَ مَا كَانُوٓا۟ إِيَّانَا يَعْبُدُونَ ﴿٦٣﴾

وَقِيلَ ٱدْعُوا۟ شُرَكَآءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا۟ لَهُمْ وَرَأَوُا۟ ٱلْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا۟ يَهْتَدُونَ ﴿٦٤﴾

وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِىَ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿٧٤﴾

وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا۟ بُرْهَٰنَكُمْ فَعَلِمُوٓا۟ أَنَّ ٱلْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا۟ يَفْتَرُونَ ﴿٧٥﴾

"এবং সেই দিন তিনি [*আল্লাহ তা'আলা*] উহাদিগকে [*মুশরিক-কাফের*] আহ্বান করিয়া বলিবেন, 'তোমরা যাহাদিগকে আমার শরীক গণ্য করিতে, তাহারা কোথায়? যাহাদিগের জন্য শাস্তি অবধারিত হইয়াছে তাহারা বলিবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! ইহাদিগকেই আমরা বিভ্রান্ত করিয়াছিলাম; যেমন আমরা বিভ্রান্ত হইয়াছিলাম; এখন আপনার সমীপে আমরা দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি চাহিতেছি [*ইহাদের দুষ্কর্মের এবং বিভ্রান্তি হওয়ার জন্য আমাদেরকে দায়ী করবেন না। কারণ ইহারা নিজেদের ইচ্ছারই অনুসরণ করিত*]। ইহারা আমাদিগের 'ইবাদত করিতই না।' উহাদিগকে বলা হইবে, 'তোমাদের দেবতাগুলিকে আহ্বান কর। তখন ইহারা উহাদিগকে [*পূজার দেবতাদের*] ডাকিবে। কিন্তু উহারা তাহাদের ডাকে সাড়া দিবে না। তাহারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করিবে। হায়! তাহারা যদি সৎপথ অনুসরণ করিত। সেইদিন [*কিয়ামতের মাঠে*] তিনি তাহাদিগকে [*যারা দেব-দেবীর পূজা করত*] আহ্বান করিয়া বলিবেন, 'তোমরা যাহাদিগকে আমার শরীক গণ্য করিতে, তাহারা কোথায়? প্রত্যেক সম্প্রদায় হইতে আমি একজন সাক্ষী [*নবী অথবা রাসূল*] বাহির করিয়া আনিব এবং বলিব, তোমাদের প্রমাণ উপস্থিত কর। তখন তাহারা জানিতে পারিবে ইলাহ হইবার অধিকার [*একমাত্র*] আল্লাহরই এবং তাহারা যাহা উদ্ভাবন করিত তাহা তাহাদিগের নিকট হইতে অন্তর্হিত হইবে।" *(২৮-কাসাস : ৬২-৬৪, ৭৪-৭৫)*

www.pathagar.com

ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ۖ هَلْ مِن شُرَكَآئِكُم مَّن يَفْعَلُ مِن ذَٰلِكُم مِّن شَىْءٍ ۚ

سُبْحَٰنَهُۥ وَتَعَٰلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٤٠﴾

"আল্লাহই তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন, অতঃপর তোমাদিগকে রিযক দিয়াছেন, তিনি তোমাদিগের মৃত্যু ঘটাইবেন ও পরে তোমাদিগকে জীবিত করিবেন। তোমাদিগের দেব-দেবীগুলির এমন কেহ আছে কি, যে এ সমস্তের কোন একটিও করিতে পারে। উহারা যাহাদিগকে শরীক করে, আল্লাহ উহা হইতে পবিত্র, মহান।" *(৩০-রূম : ৪০)*

ইতোপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে যে, আসমানী কিতাবের মধ্যে আল-কুরআনই একমাত্র কিতাব, সব রকম কলুষ থেকে মুক্ত রেখে সংরক্ষণ করার প্রতিশ্রুতি আল্লাহ তা'আলা দিয়েছেন। তাই অন্যান্য আসমানী কিতাব যেমন তাওরাত [*ইয়াহুদীদের*] ও ইঞ্জীল [*খৃষ্টানদের*] সময়ের সাথে নানা ধরনের মিথ্যা ও মানুষের প্রবৃত্তির চাহিদা অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে ভ্রান্ত ধারণার অনুপ্রবেশের মাধ্যমে কলুষিত হয়েছে। ফলে, আল্লাহ তা'আলার পবিত্র বাণীর সাথে মানুষের তৈরি ধারণা মিশ্রণ করে আসমানী কিতাবের পবিত্রতা নষ্ট করা হয়েছে। যারা এইভাবে পবিত্র কিতাবকে কলুষ করেছেন তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

لُعِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِنۢ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُۥدَ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ ۚ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوا۟ وَّكَانُوا۟ يَعْتَدُونَ ﴿٧٨﴾

"বনী ইসরাঈলের মধ্যে যারা কাফের, তাদেরকে দাউদ ও মরিয়ম তনয় ঈসার মুখে অভিসম্পাত করা হয়েছে। এটা এ কারণে যে, তারা অবাধ্যতা করত এবং সীমালঙ্ঘন করত।" *(৫-মায়িদা : ৭৮)*

এই কিতাবগুলোতে সবচেয়ে বড় মিথ্যার অনুপ্রবেশ হল "মরিয়ম তনয়-ঈসা (আ.) ও ওজায়রকে" আল্লাহ তা'আলার পুত্র হিসেবে ঘোষণা দিয়ে তাতে বিশ্বাস করা। শুধু তাই নয়, নিজেরা বিশেষ করে খৃষ্টান ধর্মাবলম্বীরা এই জঘন্য মিথ্যার উদ্ভাবন করে নিজেদের ক্ষতি করছেন এবং মিশনারীর মাধ্যমে ধর্মের প্রচার দ্বারা বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় অনেক অভাবী গরিব ও সরল মানুষকেও এই ভ্রান্তি বিশ্বাসে লিপ্ত করে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছেন। বাংলাদেশের গরিব-অসহায় ও অশিক্ষিত অনেকেই এদের অর্থ সম্পদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পার্থিব জীবনের সামান্য সুখ-শান্তির জন্য চিরন্তন আখেরী জীবনকে বিসর্জন দিচ্ছেন। এই দুর্দশা ও দুঃখজনক পরিস্থিতির জন্য অবশ্যই বাংলাদেশের সরকার ও সমাজপতিরা দায়ী কারণ গরিবরা যে মানুষ ও তাদের বাঁচার অধিকার আছে, সেটা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই অবহেলিত ও উপেক্ষিত তাই বিভিন্নভাবে তারা শোষিত হয়। গরিবদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয় এবং তাদের মৌলিক চাহিদা পূরণে

www.pathagar.com

সমাজের ধনী-প্রভাবশালীরা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে উদ্যোগ গ্রহণ করেন না। সরকারের সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়কেই এ ব্যাপারে সতর্ক হয়ে এবং অন্যান্যদেরকে জনহিতকর কাজে উদ্বুদ্ধ করে গরিব অভাবী মুসলিমের এই শিরকি পাপ থেকে উদ্ধার করতে হবে। বাংলাদেশের সরকার মুসলিম তাই তারা এ ব্যাপারে তাদের দায়িত্ব কোনভাবেই এড়াতে পারবেন না। শেষ বিচার দিনে আল্লাহ তা'আলার কাছে তাদের দায়িত্বহীনতার জন্য অবশ্যই জবাবদিহি করতে হবে। মুসলিম সমাজ ও দেশের শাসন করার দায়িত্ব গ্রহণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ কারণ তাদের কাজের জবাবদিহিতা শুধুমাত্র দুনিয়াতেই নয় বরং আখেরাতে আরো বেশী কঠিন হবে। কারণ সরকারী ও আধাসরকারী প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত কর্মকর্তাদের দায়িত্ব পালনে অবহেলা ও দুর্নীতিসহ নানা অনৈতিক কাজে জড়িত হওয়ায় যে অর্থনৈতিক বৈষম্য সৃষ্টি হয় তাতে সমাজের গরিবরাই বেশী ভুক্তভোগী। তাই অভাবের তাড়নায় বাঁচার তাগিদে মুসলিমদের অনেকেই অর্থের লোভে মিশনারীর আহ্বানে অন্যায়াপজীবী হয়ে যায়। মুসলিম শাসকদের সম্পর্কে রাসূল (সা.) বলেছেন : *"আল্লাহ তার কোন বান্দাকে প্রজা সাধারণের তত্ত্বাবধায়ক বানাবার পর সে যদি তাদের সাথে খেয়ানত করে এবং যেদিন তার মৃত্যু অবধারিত, সেদিন মৃত্যু বরণ করে; নিশ্চিতভাবে আল্লাহ তার উপর জান্নাত হারাম করে দেবেন। অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে সেই ব্যক্তি যদি প্রজাদের কল্যাণ ও মঙ্গল সাধনে আত্মনিয়োগ না করে, তাহলে সে জান্নাতের গন্ধও পাবে না। (সহীহ আল-বুখারী, খণ্ড ৬, ৬৬৫২, ৬৬৫১)*

যা হোক, মানব জাতির সঠিক হেদায়েত ও কল্যাণের জন্য আল্লাহ তা'আলার প্রেরিত সর্বশেষ আসমানী কিতাব আল-কুরআনে আল্লাহ তা'আলা তাদের মিথ্যা বিশ্বাস ও দাবীকে অন্যায় দাবী, বিভ্রান্ত দাবী ও ধ্বংসের দাবী হিসেবে ঘোষণা দিয়েছেন। যারা এ ধরনের বিশ্বাসে অটল থাকবেন তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা আখ্যায়িত করেছেন সৃষ্টির অধম ও নিকৃষ্ট জীব হিসেবে। তিনিই আল্লাহ তা'আলা, যিনি আহ্লে কিতাবীদের এবং মুশরিকদের সম্বোধন করে শিরকের ব্যাপারে বলেছেন :

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ وَٱلْمُشْرِكِينَ فِى نَارِ جَهَنَّمَ خَٰلِدِينَ فِيهَآ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ هُمْ شَرُّ ٱلْبَرِيَّةِ ۝٦

"কিতাবীদের মধ্যে যাহারা কুফরি করে [*আল্লাহ তা'আলার সাথে শরীক দাঁড় করায় এবং আল-কুরআন ও ইসলামকে অস্বীকার করে*] তাহারা এবং মুশরিকরা জাহান্নামের অগ্নিতে স্থায়ীভাবে অবস্থান করিবে; উহারাই সৃষ্টির অধম [*Worst creatures*]।"
(৯৮-বাইয়েনা : ৬)

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ وَٱلْمُشْرِكِينَ فِى نَارِ جَهَنَّمَ خَٰلِدِينَ فِيهَآ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ هُمْ شَرُّ ٱلْبَرِيَّةِ ۝٦

www.pathagar.com

"তিনিই [*আল্লাহ*] তোমাদিগকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করিয়াছেন। সুতরাং কেহ কুফরি করিলে তাহার কুফরির জন্য সে নিজেই দায়ী হইবে। কাফিরদিগের কুফরি কেবল তাহাদিগের প্রতিপালকের ক্রোধই বৃদ্ধি করে এবং কাফিরদিগের কুফরি তাহাদিগের ক্ষতিই বৃদ্ধি করে।" *(৩৫-ফাতির : ৩৯)*

হাদীস থেকে এ ব্যাপারে আরো জানা যায় : It is obligatory to have belief in the Messenger ship of Muhammad (SA). Narrated Abu Huraira (RA): Allah's Messenger (SA) said: By Him (Allah) in whose Hand Muhammad's soul is, there is none from amongst the Jews and Christians [*of these present nations*] who hears about me and then dies without believing in the Messenger with which I have been sent, but he will be from the dwellers of the (Hell) Five"[Sahee Muslim, Vol. 1, Hadith No. 240]

এ প্রসঙ্গে আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উল্লেখ্য : মুসলিম দেশেও প্রয়াত আউলিয়া ও দরবেশদের প্রকৃত কবর [*মাজার*] অথবা বিশেষ কোন জায়গায় চিহ্নিত করে, সে জায়গায়কে ইবাদতের স্থান হিসেবে নির্ধারণ করা হয়। অজ্ঞ মুসলিমরা এই সমস্ত জায়গায় গিয়ে মৃত ব্যক্তির কাছে সাহায্যের জন্য প্রার্থনা করেন এবং কোন কিছুর অসিলায় মানত করেন। মুসলিম আউলিয়াদের কবর যিয়ারত করা যেমন অত্যন্ত ভালো কাজ তেমন মৃত ব্যক্তিদের কাছে সাহায্যের জন্য প্রার্থনা করাও অত্যন্ত গর্হিত কাজ। ইসলামী চিন্তাবিদ ও প্রখ্যাত আলেমদের মতে, এই ধরনের কাজকেও শিরকের সাথে তুলনা করা যায়। কারণ অজ্ঞ ব্যক্তিরা মনে করেন এই খোদাভীরু মৃত ব্যক্তিদের ভালো-মন্দের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার কাছে সুপারিশ করার ক্ষমতা আছে। তাই অজ্ঞ মুসলিমরা মৃত আউলিয়াদের প্রয়োজনের তুলনায় বেশী প্রশংসা করেন। জীবিত থাকা অবস্থায় আউলিয়ারা মানুষের উপকার করেছেন, তাদের দোয়া অনেক মানুষের কাজে লেগেছে। আল্লাহ তা'আলা অনুগ্রহপূর্বক কোন কোন আউলিয়াকে বিশেষ কেরামতি দিয়েছিলেন কিন্তু মৃত্যুর পর, সে কেরামতি বন্ধ হয়ে গেছে। এমনকি রাসূল (সা.) মুসলিমদের আদেশ করেছেন তারা যেন খৃষ্টানদের মতো [*ঈসা (আ.)কে নিয়ে*] রাসূল (সা.)কে নিয়ে অতিরঞ্জিত প্রশংসা না করে। এ ব্যাপারে হাদীস থেকে জানা যায় : Narrated 'Umar (RA): I heared the Messenger of Allah (SA) saying, "Do not exaggerate in praising me as the Christians praised the son of Mary [*The Christians over-praised Jesus (AS) till they took him as a god beside Allah (SWT)*], for I am only a slave. So call me the slave of Allah and His Messenger." *(Sahee Al-Bukhari, Vol. 4, Hadith No. 654)*.

তিনিই আল্লাহ তা'আলা, যিনি কিতাবীদেরকে আল-কুরআন অবতীর্ণ করে

www.pathagar.com

অবহিত করেছেন যে, যারা ঈসা (আ.) ও ওজায়েরকে আল্লাহ তা'আলার পুত্র হিসেবে সাব্যস্ত করে সে বিশ্বাসে প্রতিষ্ঠিত থাকে, তারা প্রকৃতপক্ষে কুফরি করেছে এবং চরম বিভ্রান্তিতে পতিত হয়েছে। শুধু তাই নয়, কিতাবীরা মনে করে যে, তারা সকলেই আল্লাহ তা'আলার প্রিয়পাত্র এবং পুত্রের সমতুল্য। তাদের এই ধরনের দাবী হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার নামে অপবাদ দেয়া, কুফরি এবং বিভ্রান্তি কর কারণ তাদের কাছে এই দাবীর সমর্থনে আল্লাহ তা'আলা কোন দলিল প্রেরণ করেন নাই। আল্লাহ তা'আলা এ সম্পর্কে বলেছেন :

وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ عُزَيْرٌ ٱبْنُ ٱللَّهِ وَقَالَتِ ٱلنَّصَٰرَى ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ ٱللَّهِ ۖ ذَٰلِكَ قَوْلُهُم بِأَفْوَٰهِهِمْ ۖ يُضَٰهِـُٔونَ

قَوْلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِن قَبْلُ ۚ قَٰتَلَهُمُ ٱللَّهُ ۚ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ ﴿٣٠﴾

"ইয়াহুদী বলে, 'ওজায়ের আল্লাহর পুত্র এবং খৃষ্টান বলে, মসীহ [*ঈসা ইবনে মরিয়ম (আ.)*] আল্লাহর পুত্র। উহা তাহাদিগের মুখের কথা [*ভিত্তিহীনভাবে তৈরি করা হয়েছে*]। পূর্বে যাহারা কুফরি করিয়াছিল উহারা তাহাদিগের মত কথা বলে। আল্লাহ উহাদিগকে ধ্বংস করুন। উহারা কেমন করিয়া সত্যবিমুখ হয়।" *(৯-তাওবা : ৩০)*

لَّقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا۟ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَمَ ۚ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ ٱللَّهِ شَيْـًٔا إِنْ أَرَادَ أَن يُهْلِكَ ٱلْمَسِيحَ

ٱبْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُۥ وَمَن فِى ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ۗ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۚ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ۚ وَٱللَّهُ

عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٧﴾

"যাহারা বলে, 'মরিয়ম তনয় মসীহই আল্লাহ*' তাহারা তো কুফরি করিয়াছেই। বল, 'আল্লাহ মরিয়ম তনয় মসীহ, তাহার মাতা এবং দুনিয়ার সকলকে যদি ধ্বংস করিতে ইচ্ছা করেন তবে তাহাকে বাধা দিবার শক্তি কাহার আছে? আসমান ও জমিনের এবং ইহাদের মধ্যে যাহা কিছু আছে তাহার সার্বভৌমত্ব আল্লাহরই। তিনি যাহা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন এবং আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।" *(৫-মায়িদা : ১৭)*

وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ وَٱلنَّصَٰرَىٰ نَحْنُ أَبْنَٰٓؤُا۟ ٱللَّهِ وَأَحِبَّٰٓؤُهُۥ ۚ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم ۖ بَلْ أَنتُم بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ ۚ يَغْفِرُ

لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ ۚ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۖ وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ﴿١٨﴾

"ইয়াহুদী ও খৃষ্টানগণ বলে, 'আমরা আল্লাহর পুত্র ও তাহার প্রিয়। বল 'তবে কেন তিনি তোমাদের পাপের জন্য তোমাদিগকে শাস্তি দেবেন? না, তোমরা মানুষ

---

* খৃষ্টানরা ঈসা (আ.) শুধুমাত্র আল্লাহ তা'আলার পুত্র বলেই ক্ষান্ত নয় তারা মরিয়ম তনয়-ঈসা (আ.) কেই আল্লাহ হিসেবে সম্বোধন করে। যেমন চার্চে প্রার্থনা করার সময় তারা বলে My Lord Jesus or Our Lord Jesus ইত্যাদি। যদিও তারা এক আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্বে বিশ্বাস করে তবুও মরিয়ম তনয়-ঈসা (আ.) নিকটই তারা অধিকাংশ সময় প্রার্থনা করে থাকেন।

www.pathagar.com

তাহাদেরই মতো যাহাদিগকে আল্লাহ সৃষ্টি করিয়াছেন।' যাহাকে ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করেন এবং যাহাকে ইচ্ছা তিনি শাস্তি দেন; আসমান ও জমিনের এবং ইহাদের মধ্যে যাহা কিছু আছে তাহার সার্বভৌমত্ব আল্লাহরই আর প্রত্যাবর্তন তাহারই দিকে।" *(৫-মায়িদা : ১৮)*

لَقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا۟ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَمَ ۖ وَقَالَ ٱلْمَسِيحُ يَٰبَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ رَبِّى وَرَبَّكُمْ ۖ إِنَّهُۥ مَن يُشْرِكْ بِٱللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأْوَىٰهُ ٱلنَّارُ ۖ وَمَا لِلظَّٰلِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ ﴿٧٢﴾ لَّقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا۟ إِنَّ ٱللَّهَ ثَالِثُ ثَلَٰثَةٍ ۘ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّآ إِلَٰهٌ وَٰحِدٌ ۚ وَإِن لَّمْ يَنتَهُوا۟ عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٧٣﴾

"যাহারা বলে, 'আল্লাহই মরিয়ম তনয় মসীহ, 'তাহারা তো কুফরি করিয়াছেই। অথচ মসীহ বলিয়াছিল, 'হে বনী ইসরাঈল। তোমরা আমার প্রতিপালক ও তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহর ইবাদত করো। কেহ আল্লাহর শরীক করিলে আল্লাহ তাহার জন্য জান্নাত নিষিধ করিবেন ও তাহার আবাস জাহান্নাম, যালিমদের জন্য কোন সাহায্যকারী নাই। যাহারা বলে, 'আল্লাহ তো তিনের মধ্যে একজন [*Trinity হলো খৃষ্টানদের বিশ্বাসের ভিত্তি*]; তাহারা তো কুফরি করিয়াছেই যদিও এক ইলাহ ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নাই। তাহারা যাহা বলে তাহা হইতে নিবৃত্ত না হইলে তাহাদের মধ্যে যাহারা কুফরি করিয়াছে তাহাদের উপর মর্মন্তুদ শাস্তি আপতিত হইবেই।" *(৫-মায়িদা : ৭২-৭৩)*

তিনিই আল্লাহ তা'আলা, যিনি বলেছেন মরিয়ম তনয় ঈসা আল্লাহ তা'আলার প্রেরিত অন্য রাসূলদের মতোই একজন অন্যতম বান্দা এবং রাসূল। ঈসা (আ.) ছিলেন অন্যদের মতো মানুষ, খাদ্য খাইতেন, ঘুমাতেন এবং পরিশ্রম করে ক্লান্ত হলে বিশ্রাম নিতেন। মরিয়ম তনয় ঈসা (আ.), আল্লাহ তা'আলার রাসূল হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যা করেছেন [*অলৌকিক নিদর্শন, মৃতকে জীবিত, জন্মান্ধত্ব দূর করা ইত্যাদি*] সবই আল্লাহ তা'আলার আদেশে করেছেন। অন্যান্য রাসূলদের মতোই আল্লাহ তা'আলাই তাকে এ সমস্ত করার ক্ষমতা দিয়েছিলেন। বনী ইসরাঈলীদের উদ্দেশ্যে ঈসা (আ.) বলেছিলেন আমি তোমাদের কাছে প্রেরিত আল্লাহ তা'আলার মনোনীত রাসূল। ঈসা (আ.) অলৌকিক জন্মের ব্যাপারটা বিশ্ববাসীর কাছে সুস্পষ্ট করার জন্য আল-কুরআনে সর্বজনীন একটা উপমা উল্লেখ করে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন যে, আদমের মতোই ঈসাকে আল্লাহ তা'আলার আদেশ [*আমরুল্লাহ, কুন ফাইয়াকুন, হও, হয়ে যায়*] দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

www.pathagar.com

مَّا ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ وَأُمُّهُۥ صِدِّيقَةٌ ۖ كَانَا يَأْكُلَانِ ٱلطَّعَامَ ۗ ٱنظُرْ كَيْفَ
نُبَيِّنُ لَهُمُ ٱلْـَٔايَٰتِ ثُمَّ ٱنظُرْ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ ﴿٧٥﴾

"মরিয়ম তনয় মসীহ্ তো কেবল একজন রাসূল; তাহার পূর্বে বহু রাসূল গত হইয়াছে এবং তাহার মাতা সত্যনিষ্ঠ ছিল। তাহারা উভয়ে খাদ্যাহার করিত। দেখ, উহাদের জন্য আয়াত কিরূপ বিশদভাবে বর্ণনা করি; আরও দেখ, উহারা কিভাবে সত্যবিমুখ হয়।" *(৫-মায়িদা : ৭৫)*

وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ ۖ كُلٌّ مِّنَ ٱلصَّٰلِحِينَ ﴿٨٥﴾

"এবং যাকারিয়া, ইয়াহিয়া, ঈসা এবং ইলয়াসকেও সৎপথে পরিচালিত করিয়াছেন, ইহারা সকলে সৎকর্মদিগের অন্তর্ভুক্ত।" *(৬-আন'আম : ৮৫)*

إِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ يَٰمَرْيَمُ إِنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ ٱسْمُهُ ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْـَٔاخِرَةِ
وَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ﴿٤٥﴾

"স্মরণ করো, যখন ফিরিশতাগণ বলিল, 'হে মরিয়ম! আল্লাহ্ তোমাকে তাহার পক্ষ হইতে একটি কালেমার* সুসংবাদ দিতেছেন। তাহার নাম মসীহ্** তনয় ঈসা, সে ইহলোক ও পরলোকে সম্মানিত এবং সান্নিধ্যপ্রাপ্তগণের অন্যতম হইবে।" *(৩-ইমরান : ৪৫)*

وَيُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِى ٱلْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ ٱلصَّٰلِحِينَ ﴿٤٦﴾

قَالَتْ رَبِّ أَنَّىٰ يَكُونُ لِى وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِى بَشَرٌ ۖ قَالَ كَذَٰلِكِ ٱللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ۚ إِذَا قَضَىٰٓ أَمْرًا
فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ ﴿٤٧﴾ وَيُعَلِّمُهُ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَٱلتَّوْرَىٰةَ وَٱلْإِنجِيلَ ﴿٤٨﴾

وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ أَنِّى قَدْ جِئْتُكُم بِـَٔايَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ ۖ أَنِّىٓ أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ ٱلطِّينِ كَهَيْـَٔةِ ٱلطَّيْرِ
فَأَنفُخُ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًۢا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۖ وَأُبْرِئُ ٱلْأَكْمَهَ وَٱلْأَبْرَصَ وَأُحْىِ ٱلْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ ٱللَّهِ

---

* এখানে "কালেমা" অর্থ আল্লাহ তা'আলার বাণী বা "Word of God"। ঈসা (আ.)-কে আল্লাহ তা'আলার বাণী বা "Word of God" বলা হয় কারণ আল্লাহ তা'আলা তাকে সৃষ্টি করেছিলেন প্রকৃতিগত পদ্ধতির ব্যতিরেকে মানব পিতা ছাড়া, মানব মাতার গর্ভে, আল্লাহ তা'আলার পবিত্র বাণী "হও" শব্দ দিয়ে। আল্লাহ তা'আলা যখনই বলেন "হও" [কুন ফাইয়াকুন] তখনই সবকিছু হয়ে যায়। পরবর্তীতে উল্লিখিত সূরা আল-ইমরান, আয়াত ৪৭-৫১ ও সূরা মায়িদার আয়াত ৫৯ থেকে সেটা পরিষ্কারভাবে বুঝা যাবে।

** মসীহ শব্দের অর্থ কোন কিছুর উপর হাত বুলানো। ঈসা (আ.) আল্লাহ তা'আলার হুকুমে রোগীর রোগমুক্ত করতেন হাত বুলাইয়ে, যার জন্য তাকে বলা হয় "মসীহ"।

www.pathagar.com

وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٤٩﴾

"সে [*ঈসা (আ.)*] দোলনায় থাকা অবস্থায় ও পরিণত বয়সে মানুষের সহিত কথা বলিবে এবং সে হইবে পুণ্যবানদের একজন। সে [*মরিয়ম*] বলিল, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে কোন পুরুষ স্পর্শ করে নাই আমার সন্তান হইবে কিভাবে। তিনি বলিলেন 'এইভাবেই' আল্লাহ যাহা সৃষ্টি করেন। তিনি যখন কিছু স্থির করেন তখন বলেন, 'হও' এবং উহা হইয়া যায়। এবং তিনি [*আল্লাহ*] তাহাকে [*ঈসা (আ.)*] শিক্ষা দিবেন কিতাব, হিকমত, তাওরাত ও ইঞ্জীল 'এবং তাহাকে [*ঈসা (আ.)*] বনী ইসরাঈলের জন্য রাসূল করিবেন। সে বলিবে, 'আমি তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হইতে তোমাদের নিকট নিদর্শন লইয়া আসিয়াছি। আমি তোমাদের জন্য কর্দম দ্বারা একটি পক্ষীসদৃশ আকৃতি গঠন করিব; অতঃপর উহাতে আমি ফুৎকার প্রদান করব; ফলে আল্লাহর হুকুমে উহা পাখী হইয়া যাইবে। আমি জন্মান্ধ ও কুষ্ঠ ব্যাধিগ্রস্তকে নিরাময় করিব এবং আল্লাহর হুকুমে মৃতকে জীবন্ত করিব। তোমরা তোমাদের গৃহে যাহা আহার করো ও মওজুদ করো তাহা তোমাদিগকে বলিয়া দিব। তোমরা যদি মুমিন হও তবে ইহাতে তোমাদের জন্য নিদর্শন রহিয়াছে।" *(৩-ইমরান : ৪৬-৪৯)*

[*এই আয়াতে উল্লিখিত ক্ষমতাগুলো ঈসা (আ.)কে আল্লাহ তা'আলা দিয়েছিলেন Miracle বা মুজিযা হিসেবে। প্রায় সব নবী-রাসূলকেই আল্লাহ তা'আলা কিছু Miracle দিয়েছিলেন। ঈসা (আ.) Miracles বা অলৌকিক ক্ষমতা ছিল মানব জাতির জন্য পরীক্ষা ও নিদর্শনস্বরূপ। বনী ইসরাঈলের জন্য ঈসা (আ.) ছিলেন আল্লাহ তা'আলার তরফ থেকে নিদর্শন ও উদাহরণস্বরূপ [পিতা ছাড়া তার জন্ম]। কারণ ঈসা (আ.) মানব পিতাহীন জন্মই প্রমাণ করে যে, আল্লাহ তা'আলা যা ইচ্ছা তাই করেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :*

وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ ﴿٥٠﴾

"এবং আমি মরিয়ম তনয় ও তাহার জননীকে করিয়াছিলাম এক নিদর্শন, তাহাদিগকে আশ্রয় দিয়াছিলাম এক নিরাপদ ও প্রস্রবণবিশিষ্ট উচ্চ ভূমিতে।" *(২৩-মু'মিনুন : ৫০)*

إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿٥٩﴾

"সে [ঈসা (আ.)] তো ছিল আমারই এক বান্দা, যাহাকে আমি অনুগ্রহ করিয়াছিলাম এবং করিয়াছিলাম বনী ইসরাঈলের জন্য দৃষ্টান্ত।" *(৪৩-যুখরুফ : ৫৯)*

وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُم بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُم بِآيَةٍ

مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿٥٠﴾ إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ ﴿٥١﴾

"আমি [*ঈসা (আ.)*] আসিয়াছি আমার সম্মুখে তাওরাতের যাহা রহিয়াছে উহার

www.pathagar.com

সমর্থকরূপে ও তোমাদের জন্য যাহা নিষিদ্ধ ছিল উহার কতকগুলিকে বৈধ [*বনী ইসরাঈলীদের অবাধ্যতার জন্য শাস্তিস্বরূপ আল্লাহ তা'আলা কিছু খাবার যেমন মাংসের মধ্যে চর্বি খাওয়া তাদের জন্য হারাম ছিল*] করিতে এবং আমি তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হইতে তোমাদের নিকট নিদর্শন লইয়া আসিয়াছি। সুতরাং আল্লাহকে ভয় করো আর আমাকে অনুসরণ করো। আল্লাহ্ আমার প্রতিপালক এবং তোমাদের প্রতিপালক, সুতরাং তোমরা তাহার ইবাদত করিবে। ইহাই সরল পথ।" *(৩-ইমরান : ৫০, ৫১)*

قُلْ يَٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ هَلْ تَنقِمُونَ مِنَّآ إِلَّآ أَنْ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَٰسِقُونَ ﴿٥٩﴾

"আল্লাহ নিকট ঈসার দৃষ্টান্ত আদমের দৃষ্টান্ত সদৃশ। তাহাকে [*আদম (আ.)*] মৃত্তিকা হইতে সৃষ্টি করিয়াছিলেন; অতঃপর তাহাকে বলিয়াছিলেন, 'হও' ফলে সে হইয়া গেল।" *(৫-মায়িদা : ৫৯)*

তিনিই আল্লাহ্ তা'আলা, যিনি শেষ বিচার দিবসে, মরিয়ম তনয় ঈসার (আ.) প্রতি তাঁর অনুগ্রহকে স্মরণ করিয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করবেন যে, খৃষ্টানরা যে কুফরিতে [*ঈসা (আ.)কে আল্লাহ তা'আলার পুত্র হিসেবে সাব্যস্ত করা*] লিপ্ত ছিল, তার জন্য ঈসা (আ.) কি আদেশ দিয়েছিলেন। অবশ্যই ঈসা (আ.) এ প্রশ্নের উত্তরে বলবেন, খৃষ্টানদের কুফরি সম্পর্কে তার কোন জ্ঞান নাই কারণ ঈসা (আ.)-এর উপস্থিতিতে তার অনুসারীরা ছিল মুসলিম, তবে পরবর্তীতে তারা ঈসা (আ.)কে আল্লাহ তা'আলার পুত্র হিসেবে সাব্যস্ত করে নিজেরা খৃষ্টান ধর্মের আবিষ্কার করেন। তাই খৃষ্টানদের কুফরিতে লিপ্ত হওয়ার ব্যাপারে ঈসার (আ.) কোন ধারণা নাই। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন :

إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَٰعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱذْكُرْ نِعْمَتِى عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَٰلِدَتِكَ إِذْ أَيَّدتُّكَ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ تُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِى ٱلْمَهْدِ

وَكَهْلًا ۖ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَٱلتَّوْرَىٰةَ وَٱلْإِنجِيلَ ۖ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ ٱلطِّينِ كَهَيْـَٔةِ ٱلطَّيْرِ بِإِذْنِى فَتَنفُخُ

فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًۢا بِإِذْنِى ۖ وَتُبْرِئُ ٱلْأَكْمَهَ وَٱلْأَبْرَصَ بِإِذْنِى ۖ وَإِذْ تُخْرِجُ ٱلْمَوْتَىٰ بِإِذْنِى ۖ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ

عَنكَ إِذْ جِئْتَهُم بِٱلْبَيِّنَٰتِ فَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِنْهُمْ إِنْ هَٰذَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿١١٠﴾

"আল্লাহ বলিবেন, [*শেষ বিচারের দিনে*], 'হে মরিয়ম তনয় ঈসা! তোমার প্রতি ও তোমার জননীর প্রতি আমার অনুগ্রহ স্মরণ করো। পবিত্র রূহ [*জিব্রাঈল (আ.)*] দ্বারা আমি তোমাকে শক্তিশালী করিয়াছিলাম এবং তুমি দোলনায় থাকা অবস্থায় ও পরিণত বয়সে মানুষের সহিত কথা বলিতে; তোমাকে কিতাব, হিকমত, তাওরাত ও ইঞ্জীল শিক্ষা দিয়াছিলাম; তুমি কর্দম দ্বারা আমার অনুমতিক্রমে পাখী সদৃশ আকৃতি গঠন করিতে এবং উহাতে ফুৎকার দিতে, ফলে আমার অনুমতিক্রমে উহা পাখী হইয়া যাইত; জন্মান্ধ ও কুষ্ঠ ব্যাধিগ্রস্তকে তুমি আমার অনুমতিক্রমে নিরাময়

করিতে এবং আমার অনুমতিক্রমে তুমি মৃতকে জীবিত করিতে; আমি তোমা হইতে বনী ইসরাঈলকে নিবৃত্ত [*ঈসা (আ.)কে তার যেন হত্যা না করতে পারে*] রাখিয়াছিলাম। তুমি যখন তাহাদের নিকট স্পষ্ট নিদর্শন আনিয়াছিলে তখন যাহাদের মধ্যে যাহারা কুফরি [*ঈসা (আ.)-এর দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করেছিল*] করিয়াছিল তাহারা বলিয়াছিল, 'ইহা তো স্পষ্ট যাদু'।" *(৫-মায়িদা : ১১০)*

وَإِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَٰعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ وَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ٱتَّخِذُونِى وَأُمِّىَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالَ سُبْحَٰنَكَ

مَا يَكُونُ لِىٓ أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِى بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُۥ فَقَدْ عَلِمْتَهُۥ تَعْلَمُ مَا فِى نَفْسِى وَلَآ أَعْلَمُ مَا

إِنَّكَ أَنتَ عَلَّٰمُ فِى نَفْسِكَ ٱلْغُيُوبِ ﴿١١٦﴾

"আল্লাহ্ যখন বলিবেন, 'হে মরিয়ম-তনয় ঈসা! তুমি কি লোকদিগকে বলিয়াছিলে যে, তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত আমাকে ও আমার জননীকে ইলাহরূপে গ্রহণ কর? সে বলিবে, 'তুমিই মহিমান্বিত! যাহা বলার অধিকার আমার নাই তাহা বলা আমার পক্ষে শোভন নহে। যদি আমি তা বলিতাম তবে তুমি তো তাহা জানিতে। আমার অন্তরের কথা তো তুমি অবগত আছ, কিন্তু তোমার অন্তরের কথা [*তোমার ইচ্ছা ও উদ্দেশ্য*] আমি অবগত নহি; তুমি তো অদৃশ্য সম্বন্ধে সম্যক পরিজ্ঞাত।" *(৫-মায়িদা : ১১৬)*

مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَآ أَمَرْتَنِى بِهِۦٓ أَنِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ رَبِّى وَرَبَّكُمْ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ

فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِى كُنتَ أَنتَ ٱلرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ شَهِيدٌ ﴿١١٧﴾

"তুমি আমাকে যে আদেশ করিয়াছ তাহা ব্যতীত তাহাদিগকে আমি কিছুই বলি নাই; তাহা এই যে 'তোমরা আমার ও তোমাদিগের প্রতিপালক আল্লাহর ইবাদত করো এবং যতদিন আমি তাহাদিগের মধ্যে ছিলাম ততদিন আমি ছিলাম তাহাদিগের কার্যকলাপের সাক্ষী; কিন্তু যখন তুমি আমাকে তুলিয়া লইলে তখন তুমিই তো ছিলে তাহাদিগের কার্যকলাপের তত্ত্বাবধায়ক এবং তুমিই সর্ববিষয়ে সাক্ষী।" *(৫-মায়িদা : ১১৭)*

[খৃষ্টানরা বিশ্বাস করেন ঈসা (আ.) হলেন ত্রাণকর্তা [Savior]; কিয়ামতের বিচারে সে ত্রাণকর্তা হিসেবে তাদের পক্ষে সমর্থন করবেন। অথচ উল্লিখিত আয়াত থেকে বুঝা যায়, খৃষ্টানরা প্রকৃতপক্ষে বিভ্রান্তিতে আত্মনিয়োগ করে নিজেরা পথভ্রষ্ট হয়েছেন এবং তা প্রচার করে অন্যদেরকেও পথভ্রষ্ট করছেন। তারপর ঈসার (আ.) ক্ষেত্রে আরেকটা বিষয় উল্লেখ্য, আল-কুরআনে আল্লাহ তা'আলা সর্বমোট ২৫ জন নবী-রাসূলের কথা উল্লেখ করেছেন, তাদের সম্পর্কে বর্ণনা দিতে সকলের ব্যক্তিগত নাম ধরে সম্বোধন করে বর্ণনা করেছেন একমাত্র ঈসার (আ.) ব্যতিক্রম দেখা যায়। ঈসার (আ.) ব্যাপারে মায়ের নামের সাথে সংযুক্ত করে, যেমন "মরিয়ম তনয় ঈসা [ঈসা ইবনে মরিয়ম]" হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এর সাহায্যে সারা দুনিয়ার মানুষকে আল্লাহ তা'আলা পরিষ্কারভাবে বুঝাতে চেয়েছেন যে, ঈসা (আ.) প্রকৃতপক্ষে মরিয়মের

www.pathagar.com

পুত্র তাই সে তোমাদের মতো মানব সন্তান। বস্তুত কোন মানব সন্তানই আল্লাহ তা'আলার পুত্র নয় বা হতে পারে না এবং কাউকে পুত্র হিসেবে গ্রহণ করার প্রয়োজন তার নাই। আরেকটা বিষয় গুরুত্বপূর্ণ যে উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ঈসা (আ.) মাতার কথা উল্লেখ করেছেন কারণ পূর্ববর্তী জামানার খৃষ্টানরা ঈসার (আ.) মাকেও ইলাহ হিসেবে বিশ্বাস করত, এখন সেটা পরিবর্তন করে তারা হোলি গোষ্ট (Holy Ghost) কে ট্রিনিটিতে সংযোগ করেছেন। এটাও আরেকটা প্রমাণ যে, তারা বাইবেলকে ইচ্ছা মতো চাহিদা অনুযায়ী পরিবর্তন করে থাকেন।]

তিনিই আল্লাহ তা'আলা, যিনি তাঁর শাশ্বত পবিত্র বাণী, কলুষমুক্ত এবং সংরক্ষিত সর্বশেষ আসমানী কিতাব আল-কুরআন নাযিল করে শেষ রাসূলের (সা.) মাধ্যমে মানব জাতিকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি কোন পুত্র বা কন্যা সন্তান গ্রহণ করেননি, তিনি এই সমস্ত সবকিছুর অনেক উর্ধ্বে। আল্লাহ তা'আলা আল-কুরআনে এ সম্পর্কে বলেছেন :

وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا ۗ سُبْحَانَهُ ۖ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ ﴿١١٦﴾

"এবং তাহারা [*ইয়াহুদী এবং খৃষ্টান*] বলে, 'আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করিয়াছেন।' তিনি অতি পবিত্র। বরং আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে সব আল্লাহরই। সবকিছু তাহারই একান্ত অনুগত।" *(২-বাকারাহ : ১১৬)*

وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ ۖ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۚ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿١٠٠﴾

بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُن لَّهُ صَاحِبَةٌ ۖ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ ۖ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٠١﴾

"তাহারা [*মুশরিক মক্কার*] জিনকে আল্লাহর শরীক করে, অথচ তিনিই ইহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং উহারা অজ্ঞতাবশতঃ আল্লাহর প্রতি পুত্র কন্যা আরোপ করে; তিনি মহিমান্বিত এবং উহারা যাহা বলে তিনি তাহার উর্ধ্বে। তিনি আসমান ও জমিনের স্রষ্টা, তাহার সন্তান হইবে কিরূপে? তাহার তো কোন ভার্যা [*স্ত্রী*] নাই; তিনিই তো সমস্ত কিছু সৃষ্টি করিয়াছেন এবং প্রত্যেক বস্তু সম্বন্ধে তিনিই সবিশেষ অবহিত।" *(৬-আন'আম : ১০০, ১০১)*

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ﴿٦٧﴾

"তাহারা বলে, 'আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করিয়াছেন 'তিনি মহান, পবিত্র! তিনি অভাবমুক্ত! আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে তাহা তাহারই। এ বিষয়ে তোমাদিগের নিকট কোন সনদ [*প্রমাণ*] দলিল নাই। তোমরা কি আল্লাহ সম্বন্ধে এমন কিছু বলিতেছ যে বিষয়ে তোমাদিগের কোন জ্ঞান নাই?" *(১০-ইউনুস : ৬৮)*

مَا كَانَ لِلَّهِ أَن يَتَّخِذَ مِن وَلَدٍ ۖ سُبْحَانَهُ ۚ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿٣٥﴾

"সন্তান গ্রহণ করা আল্লাহর কাজ নহে, তিনি পবিত্র মহিমাময়। তিনি যখন কিছু স্থির করেন তখন বলেন, 'হও" এবং ইহা হইয়া যায়।" *(১৯-মরিয়ম : ৩৫)*

www.pathagar.com

مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ

"আল্লাহ কোন সন্তান গ্রহণ করেন নাই এবং তাহার সহিত অপর কোন ইলাহ নাই; যদি থাকিত তবে প্রত্যেক ইলাহ স্বীয় সৃষ্টি লইয়া পৃথক হইয়া যাইত এবং একে অপরের উপর প্রাধান্য বিস্তার করিত। উহারা যাহা বলে তাহা হইতে আল্লাহ কত পবিত্র।" *(২৩-মু'মিনুন : ৯১)*

وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ ۙ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ

"উহারা [*মক্কার মুশরিকগণ*] নির্ধারণ করে আল্লাহর জন্য কন্যা সন্তান। তিনি পবিত্র, মহিমান্বিত এবং উহাদিগের জন্য তাহাই, যাহা উহারা কামনা করে।" *(১৬-নাহল, ৫৭)*

তিনিই আল্লাহ তা'আলা, যিনি সূরা আল-ইখলাস অথবা আত-তাওহীদ নাযিলের মাধ্যমে ঈসা সম্পর্কে আরো সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দিয়েছেন। আল-ইখলাস আল-কুরআনের তিনটা সংক্ষিপ্ত সূরার মধ্যে একটা, যেমন– সূরা আল-আছর, সূরা আল-কাওসার এবং সূরা আল-ইখলাস। সূরা আল-ইখলাসের চারটা অতি সংক্ষিপ্ত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর পরিচয় অতি স্পষ্টভাবে মানব জাতির সামনে তুলে ধরেছেন। তাই এই সূরার আরেকটা নাম "আত-তাওহীদ" অর্থাৎ একত্ববাদের সূরা। কারণ ইসলামের ৫টা স্তম্ভের প্রথম ভিত্তি বা স্তম্ভ হচ্ছে– তাওহীদ [*একত্ববাদ, এক উপাস্যবাদ*], যার সুস্পষ্ট প্রমাণ ও দলিল বহন করছে সূরা আল-ইখলাস।

প্রখ্যাত আলেম এবং আল-কুরআনের তফসীরকারকদের মতে, এই সূরা রাসূল (সা.) এর নবুওয়াতের প্রথমদিকে মক্কায় নাযিল হয়। তখন মক্কার বেশীর ভাগ লোকই ছিল জাহেল এবং মূর্তিপূজক [*মুশরিক*]। নিজেদের হাতে কাঠ, পাথর, স্বর্ণ ও রৌপ্য এবং আরও অন্যান্য বস্তু দিয়ে বিভিন্ন আকৃতিতে তৈরি করে মূর্তিকে তারা উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করেছিল। মক্কার পার্শ্ববর্তী এলাকায় যেমন অগ্নি উপাসকদের [*পারসিয়ায়*], Sabians [*তারকা-নক্ষত্র পূজক, ইরাক*], বসবাস ছিল। তাছাড়াও আহ্লে কিতাবীরা যেমন খৃষ্টান [*সিরিয়া*] এবং ইয়াহুদীরা [*মদীনা বা ইয়াতরীব*] এক আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্বে বিশ্বাস করলেও, মরিয়ম তনয় ঈসা (আ.) এবং ওজায়েরকে আল্লাহ তা'আলার পুত্র হিসেবে গ্রহণ করে শিরকে লিপ্ত ছিল। আজও খৃষ্টানরা পূর্বের বিশ্বাসে বলবৎ রয়েছেন এবং শিরক প্রচারে খৃষ্টানদের তৎপরতা আরও বহুগুনে বেড়ে গেছে। তবে ইয়াহুদীরা নিজ ধর্ম প্রচারের বিরুদ্ধে, একমাত্র জন্মসূত্রে ইয়াহুদী হওয়া ছাড়া ধর্মান্তর হয়ে কেউ

www.pathagar.com

ইয়াহুদীর সমান মর্যাদায় উপনীত হতে পারবে না। তাই বলা যায়, বর্তমানে আদম সন্তানের মধ্যে ইয়াহুদীরা হচ্ছে এ ব্যাপারে চরম সাম্প্রদায়িক।

এমতাবস্থায়, আল-কুরআনে বর্ণিত তাওহীদের ভিত্তিতে রাসূল (সা.) যখন মক্কাবাসীকে ইসলামের দাওয়াত দিয়ে এক আল্লাহ তা'আলার ইবাদত-বন্দেগী করার জন্য আহ্বান করলেন, তখন মাক্কার মুশরিকদের প্রশ্ন ছিল মুহাম্মদ (সা.) যে তাওহীদের দিকে আহ্বান করছেন সেটা আসলে কি এবং যে আল্লাহ তা'আলার ইবাদত-বন্দেগী করার জন্য আহ্বান করছেন সে আল্লাহ তা'আলার প্রকৃত পরিচয় কি ? বস্তুত তখন [*আল-কুরআন নাযিলের সময়*] মানব জাতির আদম সন্তানরা ইবাদত-বন্দেগীর ব্যাপারে তিন দলে বিভক্ত ছিল, যেমন আহ্‌লে কিতাবী [*খৃষ্টান ও ইয়াহুদী*], মুশরিক [*মূর্তি, অগ্নি ও সূর্য-চন্দ্র বা তারকা পূজক*] এবং নাস্তিক [*আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্বে যারা বিশ্বাসী নয়*]। তাই আল্লাহ তা'আলা শুধুমাত্র মক্কার মুশরিকদের জন্য নয়, মানব জাতির সকলের জন্যই এই অতি সংক্ষিপ্ত সূরার মাধ্যমে তাওহীদের [*আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদের*] ভিত্তি আরো সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। বস্তুত ইসলামের দাওয়াত হচ্ছে মানব জাতির জন্য মনোনীত আল্লাহ তা'আলার সর্বশেষ দ্বীন [*পরিপূর্ণ জীবন যাপনের ব্যবস্থা*]। সূরা ইখলাসে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۝ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ ۝

"বল, 'তিনিই আল্লাহ, একক ও অদ্বিতীয়; আল্লাহ আস-সামাদ [*আল্লাহ কারও মুখাপেক্ষী নহেন সকলেই তাহার মুখাপেক্ষী*]; তিনি কাহাকেও জন্ম দেন নাই এবং তাহাকেও জন্ম দেওয়া হয় নাই; এবং তাহার সমতুল্য কেহই নাই।" *(১১২-ইখ্‌লাস : ১-৪)*

আল্লাহ তা'আলার সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে জ্ঞান অর্জন, তাঁর একত্ববাদে বিশ্বাস স্থাপন এবং তিনি যে একক উপাস্য [*Alone to be Worshipped*], চিরন্তন, শাশ্বত, চিরস্থায়ী-চিরঞ্জীব ও একমাত্র মা'বুদ সে ব্যাপারে দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করার জন্য সূরা আল-ইখলাসের সংক্ষিপ্তভাবে ব্যাখ্যা আলোচিত বিষয়ের ব্যাপারে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তাই পাঠকদের সৌজন্যে সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা দেয়া হলো। আল-কুরআনের ব্যাখ্যায় বিখ্যাত তাফসীরকারক, যেমন তাফহীমুল কুরআন [*সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী*] এবং ইবনে কাসীর (রহ.) এই সূরার বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এই সমস্ত তাফসীরের আলোকে সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করা হলো।

আল্লাহ তা'আলা নিজের পরিচয় দিতে এই সূরার প্রথম আয়াতে আরবী শব্দ "আহাদ" [*একক, Alone, শুধুমাত্র একা*] ব্যবহার করেছেন। আহাদ শব্দটা আরবীয়রা সাধারণত আরবী ভাষায় ব্যবহার করে না। আহাদ শব্দের পরিবর্তে "ওয়াহীদ"

www.pathagar.com

শব্দ ব্যবহার করা হয় [*এক, একজন বা one*]। তাই আল্লাহ্ তা'আলা "আহাদ" শব্দ ব্যবহার করে নিজের পরিচয় সম্পর্কে বলেছেন "বলে দাও, আল্লাহ্ হলেন "আহাদ" অর্থাৎ তিনি একক, শুধুমাত্র একা তার বান্দাদের সাহায্যকারী এবং একমাত্র তিনিই চিরস্থায়ী, চিরঞ্জীব, সর্বশ্রোতা, নিরঙ্কুশ শক্তি, সর্বস্রষ্টা, সংরক্ষক, সর্বজ্ঞ-সুবিবেচক, দয়াবান, সমস্ত মর্যাদার অধিকারী, গৌরবের অধিকারী সবার জন্য অনুগ্রহশীল এবং সর্বশ্রেষ্ঠ ক্ষমাশীল। কেবলমাত্র তিনি-ই-এক, তিনি-ই-এক একক ও তিনি-ই অদ্বিতীয়। দ্বিতীয় আয়াতে বলেছেন- "আল্লাহ্ আস-সামাদ" অর্থাৎ 'তিনি কাহারও মুখাপেক্ষী নহেন বরং সকলেই তাহার মুখাপেক্ষী। তিনি সম্পূর্ণরূপে অভাবমুক্ত এবং কোন কিছুর জন্যই কারও সাহায্যের প্রয়োজন আল্লাহ তা'আলার দরকার নাই। আস-সামাদ শব্দের অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক তাই একটা-দু'টা শব্দে এর তাৎপর্য বুঝানো যায় না। আমরা আরবী ভাষার লোক নই তাই আরবী শব্দের উৎপত্তির মূল সম্পর্কে আমাদের কোন ধারণা নাই। যার জন্য আস-সামাদ শব্দের ভাবার্থ এবং প্রভাব আমাদের হৃদয়ে তেমন আলোড়নের সৃষ্টি করে না। কিন্তু তৎকালীন আরবীয়দের অনেকেই আরবী ভাষায় পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত হওয়ায় আস-সামাদ শব্দের ভাবার্থ এবং তাৎপর্য তারা বুঝেছিলেন তাই এই শব্দের প্রভাব তাদেরকে প্রভাবিত করেছিল। যেহেতু আল্লাহ-ই একক ও অদ্বিতীয়, বিশ্বজাহানের সমস্ত কিছুর সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা এবং তাঁর শক্তি ও জ্ঞানের মধ্যে আকাশ-জমিনের ভেতর ও বাইরের সবকিছু অন্তর্নিহিত সেহেতু তিনি কারও মুখাপেক্ষী নহেন বরং আকাশ-জমিন এবং তাদের মধ্যবর্তী যা কিছু আছে সবই তাঁর মুখাপেক্ষী, প্রতিমুহূর্তে তারই অনুগ্রহের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল। আস-সামাদ শব্দের ব্যাখ্যা, ইবনে আব্বাস (রা.) যেভাবে দিয়েছেন, তা উল্লেখ করা হলো : Allah As-Samad" This means as Ali bin Abi Talhah reported from Ibn Abbas (RA), "He is the Master Who is Perfect in His Sovereignty, the Most Noble Who is Perfect in His nobility, the Most Magnificent Who is Perfect in His Magnificence, the Most Forbearing Who is Perfect in His Forbearance, the All-Knowing Who is Perfect in His Knowledge, and the Most Wise Who is Perfect in His Wisdom. He is the One, Who is Perfect in all aspects of Nobility and Authority, He is Allah. Glory be unto Him. These attributes are not befitting anyone other than Allah. He has no co-equal and nothing is like Him. Glory be to Allah, the One, the Irresistible." *[Ibn Kathir from At-Tabari 24:692]*

www.pathagar.com

তৃতীয় ও চতুর্থ আয়াতে, মানব জাতিকে বিশেষ করে আহ্‌লে কিতাবীদের [*খৃষ্টান ও ইয়াহুদী*] আল্লাহ তা'আলা সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যে, *"তিনি কোন সন্তান জন্ম দেন নাই এবং তাকেও কেউ জন্ম দেয় নাই" এবং কেউই তাঁর সমতুল্য নহে।"* সন্তান জন্ম দেয়া, প্রসব করা, অন্তঃসত্তা হওয়া, প্রথমে কারও সন্তান হওয়া এবং পরে নিজে সন্তান জন্ম দেয়া একমাত্র মানুষ, জীবজন্তু, স্তন্যপায়ী প্রাণীর কাজ। আল্লাহ তা'আলাই এদেরকে সৃষ্টি করে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাদের বংশ বিস্তার এবং ধারা বজায় রাখার জন্য নারী-পুরুষের যৌন অনুভূতি এবং পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার এক অভিনব ব্যবস্থা দিয়েছেন। তাই মানব নারী-পুরুষদের যৌনমিলনের বৈধ সম্পর্ক সৃষ্টির জন্য বিবাহের বিধান দিয়েছেন। যৌনমিলনে তারা উভয়ে প্রশান্তি উপভোগ করেন, তারই ফলশ্রুতি হচ্ছে সন্তান জন্ম দেয়া, বংশ বৃদ্ধি করা এবং মানব ও অন্যান্য জীবজন্তুর বংশ ধারা রক্ষা করার অন্যতম পদ্ধতি।

সন্তান জন্ম দেয়া অথবা পুত্র হিসেবে কাউকে গ্রহণ করার প্রসঙ্গে আল-কুরআনে, আল্লাহ তা'আলা মানব জাতির সামনে কয়েকটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তুলে ধরেছেন যাতে তারা ব্যাপারটা সহজে বুঝতে পারে। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ ۖ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ ﴿٦١﴾

ٱللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِۦ وَيَقْدِرُ لَهُۥٓ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ ﴿٦٢﴾

وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ مِنۢ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ ۚ قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ۚ

بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿٦٣﴾

"যদি তুমি উহাদিগকে [*অবিশ্বাসী*] জিজ্ঞাসা কর, 'কে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন এবং চন্দ্র সূর্যকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছেন? উহারা অবশ্যই বলিবে, 'আল্লাহ।' তাহা হইলে, উহারা কোথায় ফিরিয়া যাইতেছে। আল্লাহ তাহার বান্দাদিগের মধ্যে যাহার জন্য ইচ্ছা তাহার রিযক বর্ধিত করেন এবং যাহার জন্য ইচ্ছা উহা সীমিত করেন। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সম্যক অবহিত। যদি তুমি উহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর, ভূমি মৃত হইবার পর আকাশ হইতে বারি বর্ষণ করিয়া কে উহাকে জীবিত করে? উহারা অবশ্যই বলিবে, 'আল্লাহ! বল, প্রশংসা আল্লাহরই। কিন্তু উহাদিগের অধিকাংশই ইহা অনুধাবন করে না?" [*তবে কেন তার শরীক স্থির করো?*] *(২৯-আনকাবূত : ৬১-৬৩)*

قُل لِّمَنِ ٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهَآ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٨٤﴾ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ ۚ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٨٥﴾

www.pathagar.com

قُلْ مَن رَّبُّ ٱلسَّمَٰوَٰتِ ٱلسَّبْعِ وَرَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ﴿٨٦﴾ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿٨٧﴾

قُلْ مَنۢ بِيَدِهِۦ مَلَكُوتُ كُلِّ شَىْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُطَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٨٨﴾

سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّىٰ تُسْحَرُونَ ﴿٨٩﴾

"জিজ্ঞাসা করো, 'এই পৃথিবী এবং ইহাতে যাহারা আছে তাহারা কাহার, যদি তোমরা জান? উহারা বলিবে, 'আল্লাহর! বল, 'তবুও কি তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করিবে না [*তবুও কিভাবে তোমরা তাঁর শরীক দাঁড় করো*]? জিজ্ঞাসা করো, 'কে সপ্তাকাশ এবং মহাআরশের অধিপতি? উহারা বলিবে, 'আল্লাহ! বল, 'তবুও কি তোমরা সাবধান হইবে না? জিজ্ঞাসা করো, 'সমস্ত কিছুর কর্তৃত্ব কাহার হাতে, যিনি আশ্রয় দান করেন এবং যাহার উপর আশ্রয়দাতা নাই, যদি তোমরা জান? উহারা বলিবে, 'আল্লাহর! বল তবুও তোমরা কেমন করিয়া বিভ্রান্ত হইতেছ [*অথচ তোমরা কিভাবে তাঁর শরীক স্থির করো*]? *(২৩-মু'মিনুন : ৮৪-৮৯)*

هُنَالِكَ تَبْلُوا۟ كُلُّ نَفْسٍ مَّآ أَسْلَفَتْ وَرُدُّوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَىٰهُمُ ٱلْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا۟ يَفْتَرُونَ ﴿٣٠﴾

"বল, কে তোমাদিগকে আকাশ ও পৃথিবী হইতে জীবনোপকরণ সরবরাহ করে অথবা শ্রবণ ও দৃষ্টি শক্তি কাহার কর্তৃত্বাধীন, কে জীবিতকে মৃত হইতে নির্গত করে এবং কে মৃতকে জীবিত হইতে নির্গত করে এবং কে সকল বিষয়ে নিয়ন্ত্রিত করে? তখন তাহারা বলিবে, 'আল্লাহ'! বল, 'তবুও কি তোমরা সাবধান হইবে না?" *(১০-ইউনুস : ৩১)*

এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর হ্যাঁ সূচকভাবে স্বীকারোক্তি করার পর এবং আল্লাহ্ তা'আলাকে একক, অদ্বিতীয় মা'বুদ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে আবার কিভাবে আল্লাহ্ তা'আলারই সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ আদম সন্তান বিশ্বাস করতে পারে "আল্লাহ্ তা'আলা পুত্র সন্তান গ্রহণ করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলার একচ্ছত্র আধিপত্যকে স্বীকার করেও কিভাবে তারই অন্য সৃষ্টিকে আল্লাহ্ তা'আলার সাথে শরীক হিসেবে স্থির করতে পারে? তাদের এই বিভ্রান্তি চিন্তাকে দূর করার জন্যই আল্লাহ্ তা'আলা অতি সংক্ষিপ্ত এবং সহজ ভাষায় মানব জাতিকে অবহিত করেছেন যে, "তিনি কাহাকেও জন্ম দেন নাই এবং তাহাকেও জন্ম দেওয়া হয় নাই।"

এইভাবে সুস্পষ্ট জ্ঞানসম্পন্ন কিতাব মানব জাতির কাছে উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও যারা এই ধরনের বিভ্রান্তি দাবী করেন, তাদের দাবী যে কত বড় অন্যায় এবং বীভৎস, সেটা বুঝানোর জন্য আল্লাহ্ তা'আলা আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী ও পাহাড়-পর্বতের অনুভূতির উপমা দিয়ে আল-কুরআনে বলেছেন :

وَقَالُوا۟ ٱتَّخَذَ ٱلرَّحْمَٰنُ وَلَدًا ﴿٨٨﴾ لَّقَدْ جِئْتُمْ شَيْـًٔا إِدًّا ﴿٨٩﴾ تَكَادُ ٱلسَّمَٰوَٰتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ ٱلْأَرْضُ وَتَخِرُّ ٱلْجِبَالُ هَدًّا ﴿٩٠﴾

www.pathagar.com

أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَٰنِ وَلَدًا ۝ وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَٰنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا ۝ إِن كُلُّ مَن فِي السَّمَٰوَٰتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَٰنِ عَبْدًا ۝

لَّقَدْ أَحْصَىٰهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا ۝ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَٰمَةِ فَرْدًا ۝

"তাহারা [*খৃষ্টান ও ইয়াহুদী*] বলে, 'দয়াময় সন্তান গ্রহণ করিয়াছেন। তোমরা তো এক বীভৎস কথার অবতারণা করিয়াছ; ইহাতে যেন আকাশমণ্ডলী বিদীর্ণ হইয়া যাইবে, পৃথিবী খণ্ড-বিখণ্ড হইবে ও পর্বতমণ্ডলী চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া আপতিত হইবে, যেহেতু তাহারা দয়াময়ের প্রতি সন্তান আরোপ করে। অথচ সন্তান গ্রহণ করা দয়াময়ের জন্য শোভন নহে। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে এমন কেহ নাই, যে দয়াময়ের নিকট উপস্থিত হইবে না বান্দারূপে। [*ঈসা (আ.) একজন রাসূল ও বান্দা*] তিনিই তাহাদিগকে পরিবেষ্টন করিয়া রাখিয়াছেন এবং তিনি তাহাদিগকে বিশেষভাবে গণনা করিয়াছেন এবং কিয়ামতের দিবসে উহাদিগের সকলেই তাহার নিকট আসিবে একাকী [*আদম সন্তান কেউ কারও সাহায্যে আসবে না*] অবস্থায়।" *(১৯-মরিয়ম : ৮৮, ৯৫)*

তিনিই আল্লাহ তা'আলা, যিনি রাজাধিরাজ, শাহানশাহ সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা ও মালিক, তাঁর সমতুল্য কেউ নাই, তাই কীভাবে তিনি স্ত্রী ও সন্তান গ্রহণ করতে পারেন? এটা উল্লেখ করে আল্লাহ তা'আলা আরও বলেছেন :

بَدِيعُ السَّمَٰوَٰتِ وَالْأَرْضِ أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُن لَّهُ صَٰحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝

"তিনি আসমান ও জমিনের স্রষ্টা, তাহার সন্তান হইবে কিরূপে? তাহার তো কোন ভার্যা নাই; তিনিই তো সমস্ত কিছু সৃষ্টি করিয়াছেন এবং প্রত্যেক বস্তু সম্বন্ধে তিনিই সবিশেষ অবহিত।" *(৬-আন'আম : ১০১)*

অর্থাৎ তিনিই আল্লাহ তা'আলা, যার কোন বর্ণ নাই, নর বা নারীর অন্তর্ভুক্ত নন, বংশ-গোষ্ঠী এবং জাতি নাই তাই তিনি কারও প্রতি কোন পক্ষপাতিত্ব করেন না। তিনি আল্লাহ নামে একক এবং একাই আল্লাহ নামে মানব জাতির কাছে পরিচিত। তাহার পূর্বেও কেউ আল্লাহ ছিল না এবং পরেও কেউ আল্লাহ হবে না কারণ তিনি চিরঞ্জীব, চিরসত্তা। তার সৃষ্টির সবকিছুই ধ্বংস হবে একমাত্র, শুধুমাত্র তিনি আল্লাহ ছাড়া। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۝

"তুমি আল্লাহর সহিত অন্য ইলাহকে ডাকিও না, তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নাই। আল্লাহর সত্তা ব্যতীত সমস্ত কিছুই ধ্বংসশীল। বিধান তাহারই এবং তাহারই নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হইবে।" *(২৮-কাসাস : ৮৮)*

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ۝ وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَٰلِ وَالْإِكْرَامِ ۝

www.pathagar.com

"ভূ-পৃষ্ঠে যাহা কিছু আছে সমস্তই নশ্বর। অবিনশ্বর কেবল তোমার প্রতিপালকের সত্তা, যিনি মহিমাময় মহানুভব।" *(৫৫-রহমান : ২৬, ২৭)*

মানুষ মরণশীল, তাই তার বংশের নাম বা ধারা রক্ষার জন্য সন্তান জন্ম দেয়। তদুপরি আল্লাহ তা'আলা আদম সন্তানকে পৃথিবীর জন্য বংশ পরম্পরায় খলিফার দায়িত্ব পালন করার জন্য নিয়োজিত করেছেন, এজন্যও মানুষের সন্তান জন্ম দেয়ার প্রয়োজন আছে, অন্যথা আদম সন্তানরা প্রতিনিধিত্বের [খলিফার] দায়িত্ব বজায় রাখতে পারবে না। তাছাড়াও সন্তান জন্ম দেয়ার আরেকটা প্রয়োজন মানুষের ধন-সম্পত্তির উত্তরাধিকারী সৃষ্টি করা। যার জন্য নিঃসন্তান ব্যক্তিরা অনেকেই অন্যের সন্তানকে Adoption মাধ্যমে পালক সন্তান হিসেবে গ্রহণ করেন। [*এ প্রসঙ্গে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্মর্তব্য যে, Adoption ইসলামী বিধানে হারাম কাজ, কারণ আল্লাহ তা'আলা বলেছেন : "তোমরা উহাদিগকে (পালক সন্তানকে) ডাক উহাদিগের পিতৃ-পরিচয়ে; আল্লাহর দৃষ্টিতে ইহা অধিক ন্যায়সঙ্গত" (সূরা আহযাব, আয়াত নং ৫, দ্রষ্টব্য)। এ ব্যাপারে এক হৃদয়ের দুই অংশ বইয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এই আলোচনায় Adoption শব্দটা ব্যবহার করে সব মানুষের ব্যাপারে বলা হয়েছে।*]। নিজের সন্তান না থাকলে পালক সন্তান দিয়ে হলেও তার মৃত্যুর পর বংশের ধারা অর্থাৎ জীবনের [*বংশানুগতির অন্যতম নিয়ন্ত্রক উপাদান*] ধারা রক্ষার জন্যই মানুষের এই প্রচেষ্টা। বংশের ধারা মানে রক্তের ধারা তাই তার জন্য দরকার হয় নিজের ঔরসজাত সন্তান। যদিও অজ্ঞ ব্যক্তিরা এটা বুঝতে পারেন না। পালক সন্তান দিয়ে সম্পত্তি রক্ষা করা গেলেও রক্তের ধারা বজায় থাকে না।

আল্লাহ তা'আলা চিরঞ্জীব তাই বংশ রক্ষা, নাম রক্ষা, বিশ্বজাহানের রাজত্ব রক্ষার দায়িত্ব নেয়া ও সম্পত্তি রক্ষা জন্য কাউকে সন্তান হিসেবে গ্রহণ করার কোন প্রয়োজন কি তার আছে? তাই যারা সার্বভৌমত্বের অধিকারী আল্লাহ তা'আলার সম্পর্কে এই ধরনের মিথ্যার উদ্ভাবন করেছেন, তাদের সম্বন্ধে আল্লাহ তা'আলা আল-কুরআনে বলেছেন :

يَٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ لَا تَغْلُوا۟ فِى دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا۟ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ ۚ إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ ٱللَّهِ وَكَلِمَتُهُۥٓ

أَلْقَىٰهَآ إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ ۖ فَـَٔامِنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِۦ ۖ وَلَا تَقُولُوا۟ ثَلَٰثَةٌ ۚ ٱنتَهُوا۟ خَيْرًا لَّكُمْ ۚ إِنَّمَا ٱللَّهُ إِلَٰهٌ وَٰحِدٌ ۖ سُبْحَٰنَهُۥٓ

أَن يَكُونَ لَهُۥ وَلَدٌ ۘ لَّهُۥ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ ۗ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلًا ﴿١٧١﴾

"হে কিতাবীগণ! দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করিও না ও আল্লাহ সম্বন্ধে সত্য ব্যতীত বলিও না। মরিয়ম তনয় ঈসা মসীহ আল্লাহর রাসূল এবং তাহার বাণী, যাহা তিনি মরিয়মের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন ও তাহার আদেশ। সুতরাং তোমরা আল্লাহ ও তাহার রাসূলে ঈমান আন এবং বলিও না 'তিন'। নিবৃত্ত হও, ইহা তোমাদের জন্য কল্যাণকর হইবে। আল্লাহ তো একমাত্র ইলাহ; তাহার

www.pathagar.com

সন্তান হইবে তিনি ইহার অনেক উর্ধ্বে। আসমান ও জমিনে যাহা কিছু আছে সব আল্লাহরই, কর্ম-বিধানে আল্লাহই যথেষ্ট।" *(৪-নিসা : ১৭১)*

أَلَآ إِنَّهُم مِّنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ ﴿١٥١﴾ وَلَدَ ٱللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَـٰذِبُونَ ﴿١٥٢﴾

وَجَعَلُوا۟ بَيْنَهُۥ وَبَيْنَ ٱلْجِنَّةِ نَسَبًا ۚ وَلَقَدْ عَلِمَتِ ٱلْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ﴿١٥٨﴾

"দেখ উহারা তো মনগড়া কথা বলে যে, 'আল্লাহ্ সন্তান জন্ম দিয়াছেন। 'উহারা নিশ্চয়ই মিথ্যাবাদী। উহারা আল্লাহ্ ও জিন জাতির মধ্যে আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থির করিয়াছে, অথচ জিনেরা জানে তাহাদিগকেও উপস্থিত করা হইবে শাস্তির জন্যে।" *(৩৭-সাফ্ফাত : ১৫১, ১৫২, ১৫৮)*

وَجَعَلُوا۟ لَهُۥ مِنْ عِبَادِهِۦ جُزْءًا ۚ إِنَّ ٱلْإِنسَـٰنَ لَكَفُورٌ مُّبِينٌ ﴿١٥﴾

"উহারা তাহার বান্দাদিগের মধ্যে হইতে তাহার অংশ সাব্যস্ত করিয়াছে। মানুষতো স্পষ্টই অকৃতজ্ঞ।" *(৪৩-যুখরুফ : ১৫)*

وَقُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُۥ شَرِيكٌ فِى ٱلْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَّهُۥ وَلِىٌّ مِّنَ ٱلذُّلِّ ۖ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًۢا ﴿١١١﴾

"বল, 'প্রশংসা আল্লাহরই যিনি কোন সন্তান গ্রহণ করেন নাই, তাহার সার্বভৌমত্বে কোন অংশী নাই এবং যিনি দুর্দশাগ্রস্ত হন না যে কারণে তাহার অভিভাবকের প্রয়োজন হইতে পারে। সুতরাং সম্ভ্রমে তাহার মাহাত্ম্য ঘোষণা করো।" *(১৭-বনী ইসরাঈল : ১১১)*

আদম সন্তান বলে, "আল্লাহ্ তা'আলা সন্তান গ্রহণ করেছেন" এই ধরনের চিন্তা ও কথায় বস্তুত আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি মিথ্যা আরোপ করা হয় এবং আল্লাহ্ তা'আলাকে গালি দেওয়া হয়। আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত। *রাসূল (সা.) বলেছেন যে, মহান আল্লাহ বলেছেন– "আদম সন্তান আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছে। অথচ এরূপ করা তার উচিত ছিল না। সে আমাকে গালি দিয়েছে। অথচ তার জন্যে এরূপ করা উচিত ছিল না। আমার প্রতি তার মিথ্যা আরোপ করা এই যে, সে বলে, 'আমি তাকে প্রথম সৃষ্টি করিয়াছি কিন্তু মৃত্যুর পরে দ্বিতীয়বার কখনও জীবিত করবো না। আমাকে তার গালি দেয়া এই যে, সে বলে, 'আল্লাহ তা'আলা সন্তান গ্রহণ করেছেন। অথচ আমি প্রয়োজনশূন্য ও অমুখাপেক্ষী [আস-সামাদ] এমন এক সত্তা যে, আমি কাউকে জন্ম দেই নাই, আমি কারও জাত নই এবং আমার সমকক্ষ কেউ নাই।" (হাদীস কুদ্সী, সহীহ আল-বুখারী, খণ্ড ৬, হাদীস নং ৯)*

সূরা ইখলাসের শেষ আয়াতে "আহাদ" শব্দের পুনঃ ব্যবহার করে "আহাদ" শব্দের ভাবার্থ ও গুরুত্বকে আল্লাহ্ তা'আলা আরও বৃদ্ধি করেছেন যে, তিনি

www.pathagar.com

শুধুমাত্র এককই নন, প্রকৃতপক্ষে বিশ্বজাহানে তাঁর সমতুল্য কেউ নাই। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

فَاطِرُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا وَمِنَ ٱلْأَنْعَٰمِ أَزْوَٰجًا يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِۦ

شَىْءٌ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ۝

"তিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা, তিনি তোমাদিগের মধ্য হইতে তোমাদিগের জোড়া সৃষ্টি করিয়াছেন এবং আন'আমের [*গৃহপালিত পশু*] মধ্য হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন আন'আমের জোড়া, এইভাবে তিনি তোমাদিগের বংশ বিস্তার করেন; কোন কিছুই তাহার [*আল্লাহ তা'আলার*] সদৃশ নহে, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।" *(৪২-শূরা : ১১)*

তদুপরি সূরা আল-কাফিরূন সম্পর্কে Syed Qutb (RA) তার বিখ্যাত তাফসীর In the Shade of the Quran-এ বলেছেন, সূরা আল-কাফিরূন হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদের যে ঘোষণা, তার পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও পুনঃস্বীকৃতি। এই সূরায় মুসলিমদের আদেশ দিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন সুস্পষ্টভাবে কাফিরদের জানিয়ে দাও তোমাদের ও আমাদের উপাস্য এক রকম নয়।

قُلْ يَٰٓأَيُّهَا ٱلْكَٰفِرُونَ ۝ لَآ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ۝ وَلَآ أَنتُمْ عَٰبِدُونَ مَآ أَعْبُدُ ۝ وَلَآ أَنَا۠ عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ ۝

وَلَآ أَنتُمْ عَٰبِدُونَ مَآ أَعْبُدُ ۝ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِىَ دِينِ ۝

"বল, 'হে কাফিরগণ! 'আমি তাহার ইবাদত করি না যাহার ইবাদত তোমরা করো, এবং তোমরাও তাহার ইবাদতকারী নহ যাহার ইবাদত আমি করি, এবং আমি ইবাদতকারী নহি তাহার, যাহার ইবাদত তোমরা করিয়া আসিতেছ এবং তোমরাও তাহার ইবাদতকারী নহ যাহার ইবাদত আমি করি। তোমাদিগের দ্বীন তোমাদিগের; আমার দ্বীন আমার।" *(১০৯-কাফিরূন : ১-৬)*

আল্লাহ তা'আলার সমকক্ষ, সমতুল্য, সমমর্যাদা, জ্ঞানী, ক্ষমতাশালী, প্রজ্ঞাময়, দয়াময়, অনুগ্রহশীল, সৃষ্টির উপর আধিপত্য, চিরঞ্জীব, চিরন্তন আর কেউ নাই। এটাই হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার আসল পরিচয়।

যা হোক, সূরা আল-ইখলাসের তাৎপর্য নিয়ে সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করা যাক। এই সূরা পুনঃ পুনঃ পাঠ এবং অর্থ সুস্পষ্টভাবে বুঝে সেই মোতাবেক বিশ্বাসের দৃঢ়তা অর্জন ও কার্যে পরিণত করলে পরকাল জীবনে কী ধরনের পুরস্কার পাওয়া যাবে, সেটা বুঝানোর জন্য হাদীস উল্লেখ করা হলো।

মু'আয ইবনে জাবাল (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা.) তাকে বললেন, হে

www.pathagar.com

মু'আয তুমি কি জান বান্দার কাছে আল্লাহর কি হক আছে? মু'আয বললেন, 'আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। রাসূল (সা.) বললেন, (বান্দার কাছে আল্লাহর হক হলো) সে তাঁর ইবাদত বা দাসত্ব করবে এবং তাঁর সাথে অন্য কিছুকে অংশীদার বানাবে না। তিনি (সা.) আবার বললেন, 'তুমি কি জান আল্লাহর নিকট বান্দার হক কি? মু'আয ইবনে জাবাল (রা.) বললেন, এই বিষয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। রাসূল (সা.) বললেন, আল্লাহর নিকট বান্দার হক হলো আল্লাহ কর্তৃক বান্দাকে আযাব না দেয়া [যে বান্দা তাওহীদে আত্মসমর্পণ করবে এবং সূরা আল-ইখলাসের ভিত্তিতে বিশ্বাস স্থাপন করবে।] (সহীহ আল-বুখারী, খণ্ড ৯, হাদীস নম্বর ৪৭০); আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত, (তিনি বলেছেন) এক ব্যক্তি আরেক ব্যক্তিকে বারবার সূরা "কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ' পড়তে শুনে সকাল হলে রাসূল (সা.) এর কাছে গিয়ে তা বর্ণনা করলো। লোকটি ভেবেছিল, পুনঃ পুন 'কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ" পড়াটা যেন যথেষ্ট ছিল না। রাসূল (সা.) বললেন, যে সত্তার হাতে আমার প্রাণ, তাঁর কসম করে বলছি এই সূরাটি অবশ্যই আল-কুরআনের এক তৃতীয়াংশের সমান।" (সহীহ আল-বুখারী, খণ্ড ৯, হাদীস নম্বর, ৪৭১)

সূরা আল-ইখ্লাসে যেহেতু সরল সহজ ভাষায় তাওহীদ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদের সুস্পষ্ট ঘোষণা আল্লাহ তা'আলা দিয়েছেন, সেহেতু এই সূরার অন্য নাম আত-তাওহীদ। উল্লিখিত হাদীসে রাসূল (সা.) সূরা আল-ইখ্লাসকে আল-কুরআনের এক তৃতীয়াংশ বলেছেন এবং কেন বলেছেন সে ব্যাপারে তাফসীরকারকদের বিভিন্ন মতামত আছে। তবে সায়্যিদ আবুল আ'লা মওদূদী (রহ.)-এর ব্যাখ্যাই আমাদের নিকট বেশি গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়। তিনি বলেছেন– "আমাদের মতে সহজ ও সুস্পষ্ট কথা এই যে, কুরআন মাজীদ যে দ্বীন ইসলাম পেশ করে, তিনটি প্রধান আকীদাই উহার ভিত্তি : প্রথম তাওহীদ, দ্বিতীয় রিসালাত [*সব নবী-রাসূলদের কাহিনী ও জীবন ব্যবস্থা*] এবং তৃতীয় ইহ্কাল ও পরকাল জীবন।" এই কারণেই রাসূল (সা.) এই সূরাটিকে আল-কুরআনের এক-তৃতীয়াংশের সমান বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।" [*তাফহীমুল কুরআন, খণ্ড ১৯, পৃষ্ঠা-৩২১ (বাংলা)*]। তবে আল্লাহ তা'আলা সবচেয়ে ভালো জানেন।

আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী (সা.) এক ব্যক্তিকে একটি সেনাদলের অধিনায়ক করে যুদ্ধাভিযানে পাঠালেন। নামাযে সে যখন সঙ্গীদের ইমামতি করত তখনই "কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ" দিয়ে শেষ করত। (অভিযান শেষে) ফিরে এসে লোকজন ঐ বিষয়টি রাসূল (সা.) এর কাছে বললে রাসূল (সা.) বললেন, সে কেন এরূপ করে তা জিজ্ঞাসা করো। সবাই তাকে জিজ্ঞাসা করলে সে বলল, এই সূরাতে আল্লাহ তা'আলার গুণাবলী বর্ণিত হয়েছে, তাই তা পাঠ

www.pathagar.com

করতে আমি ভালোবাসি। এ কথা শুনে রাসূল (সা.) বললেন, তাকে জানিয়ে দাও যে, আল্লাহ্ও তাকে ভালোবাসেন। (সহীহ আল-বুখারী, খণ্ড ৯, নম্বর ৪৭২, ইংরেজী অনুবাদ)

সূরা আল-ইখ্‌লাস বেশি বেশি পাঠ করা অত্যন্ত ভালো অভ্যাস। আমার বিশ্বাস প্রতিটা মুসলিমই এই সংক্ষিপ্ত সূরা সহজে মুখস্থ করতে পারেন এবং তাই নামাযে পাঠ করা ছাড়াও যখন তখন পাঠ করা যায়। বিছানায় গিয়ে ঘুমের আগে এই তাৎপর্যপূর্ণ সূরা তিন বার পাঠ করে ঘুমানো খুব ভালো অভ্যাস। এ ব্যাপারে হাদীস থেকে সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

তিনিই আল্লাহ্ তা'আলা, যিনি "মা-লিকি ইয়াওমিদ্দীন" শেষ বিচার দিবসের একচ্ছত্র মালিক, অধিপতি। প্রকৃতপক্ষে তিনি শুধুমাত্র শেষ বিচার দিবসের মালিক বা রাজাধিরাজ নন বরং বিশ্বজাহানে যা কিছু আছে, সবকিছুরই একচ্ছত্র মালিক তাই তিনি "শাহানশাহ্" বা রাজাধিরাজ। ধনকুবের হয়ে আদম সন্তানরা ঔদ্ধত্যের সহিত যত প্রতাপশালী হোক, আদম সন্তানের কেউ শাহানশাহ্ হতে পারবে না। অথচ নিকট অতীত থেকে আমরা জানি ইরানের শাহ্, নিজেকে শাহানশাহ্ হিসেবে ঘোষণা দিয়েছিলেন, পরবর্তীতে তার কি পরিণতি হয়েছে সকলেই জানেন। পার্থিব জীবনে আদম সন্তানরা জমি-জমা, বাড়ী-ঘর ও বিভিন্ন বস্তুর মালিক হয়ে থাকেন, এমনকি কোন দেশের রাজা বা রাণী হতে পারেন। এগুলো রাজাধিরাজ আল্লাহ্ তা'আলা অনুগ্রহপূর্বক স্বল্প সময়ের জন্য দিয়ে থাকেন। তবে আজ পর্যন্ত কোন আদম সন্তানই সারা দুনিয়ায় আধিপত্য বিস্তার করতে পারেনি। আল-কুরআন থেকে জানা যায়, মিসরের স্বৈরাচারী রাজা ফেরাউন মিসরের উপর একচ্ছত্র আধিপত্যের গৌরবে নিজেকে শাহানশাহ্ হিসেবে ঘোষণা দিয়ে দম্ভের সহিত আল্লাহ্ তা'আলার অস্তিত্ব এবং তাওহীদকে অস্বীকার করেছিল, পক্ষান্তরে লোহিত সাগরের পানিতে তার সমাধি হয়েছিল। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা, ফেরাউনের দেহকে মানব জাতির জন্য নিদর্শন হিসেবে সংরক্ষণ করেছেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন :

قَالَ لَئِنِ ٱتَّخَذْتَ إِلَٰهًا غَيْرِى لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ ٱلْمَسْجُونِينَ ﴿٢٩﴾

"ফেরাউন বলল, তুমি যদি আমার পরিবর্তে অন্যকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করো, তবে আমি অবশ্যই তোমাকে কারাগারে নিক্ষেপ করব।" *(২৬-শু'আরা : ২৯)*

وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَٰٓأَيُّهَا ٱلْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرِى فَأَوْقِدْ ﴿٣٨﴾

"ফেরাউন বলল, হে পরিষদবর্গ, আমি জানি না যে, আমি ব্যতীত তোমাদের কোন উপাস্য আছে।" *(২৮-কাসাস : ৩৮)*

www.pathagar.com

• وَجَٰوَزْنَا بِبَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ ٱلْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُۥ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّىٰٓ إِذَآ أَدْرَكَهُ ٱلْغَرَقُ قَالَ

ءَامَنتُ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا ٱلَّذِىٓ ءَامَنَتْ بِهِۦ بَنُوٓا۟ إِسْرَٰٓءِيلَ وَأَنَا۠ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ۝

ءَآلْـَٰٔنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ۝

فَٱلْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ ءَايَةً ۚ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ عَنْ ءَايَٰتِنَا لَغَٰفِلُونَ ۝

"আর বনী ইসরাঈলকে আমি পার করে দিচ্ছি নদী। তারপর তাদের পশ্চাদ্ধাবন করেছে ফেরাউন ও তার সেনাবাহিনী, দুরাচার ও বাড়াবাড়ির উদ্দেশ্যে। এমনকি যখন তারা ডুবতে আরম্ভ করল, তখন তারা বলল, এবার বিশ্বাস করে নিচ্ছি যে, কোন মা'বুদ নেই তাকে ছাড়া যার উপর ঈমান এনেছে বনী ইসরাঈলরা। বস্তুত আমিও তারই অনুগতদের অন্তর্ভুক্ত। এখন একথা বলছ! অথচ তুমি ইতোপূর্বে নাফরমানি করেছিলে! এবং পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত ছিলে। অতএব আজকের দিনে বাঁচিয়ে দিচ্ছি আমি তোমার দেহকে যাতে তোমার পশ্চাদবর্তীদের জন্য নিদর্শন হতে পারে। আর নিঃসন্দেহে বহু লোক আমার মহাশক্তির প্রতি লক্ষ্য করে না। *(১০-ইউনুস : ৯০-৯২)*

মূসা (আ.)-এর সময় রামজী ছিল ফেরাউন উপাধি নিয়ে মিসরের অধিপতি। মিসরের পিরামিডে সংরক্ষিত অনেক মমীর মধ্যে থেকে রামজীর দেহ বৈজ্ঞানিকরা সনাক্ত করতে পেরেছেন। ফ্রান্সের বিজ্ঞানীরা মিসর থেকে মমী নিয়ে গবেষণা করে আল-কুরআনে উল্লিখিত সত্যকে প্রমাণ করেছেন। এটাই হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার নিদর্শন। লোহিত সাগর থেকে কীভাবে ফেরাউনের দেহ পিরামিডে এসেছে তা নিয়ে কারও কোন প্রশ্ন নাই কারণ আল্লাহ তা'আলা যা খুশি তাই করেন। ইব্রাহীম (আ.)-এর সময় নমরূদও বিশাল রাজত্বের গরিমায় নিজেকে সার্বভৌমত্বের মালিক হিসেবে দাবী করে শেষ পর্যন্ত সামান্য মশার হাতে জীবন দিয়েছে। কারূন ছিল মূসা (আ.) সময় অতি কৃপণ ব্যক্তি, গচ্ছিত ধন-সম্পত্তি নিজের বুদ্ধিবলে অর্জন করেছে দাবী করে উদ্ধত দেখিয়ে অন্যদের সাহায্য করা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। অতঃপর শাস্তিস্বরূপ সব ধন-সম্পদসহ তাকে মাটির গর্ভে আল্লাহ তা'আলা তলিয়ে দিয়েছিলেন। এরা সকলেই রাজাধিরাজ আল্লাহ তা'আলার অশেষ অনুগ্রহ থেকে অতি নগণ্য পরিমাণ সম্পদ পেয়েছিল অথচ তারা ভেবেছিল তাদের রাজত্বের পরিমাণ সীমাহীন ও মালিকানাও চিরস্থায়ী কিন্তু তারা এক জীবনও উপভোগ করতে পারেনি এবং অকৃতজ্ঞ বান্দা হিসেবে কাফের অবস্থায় পৃথিবী ত্যাগ করেছে। বস্তুত অধিকাংশ আদম সন্তানই ধন-সম্পদ ও রাজত্বের মালিক হয় অন্যদের শোষণ করে অথবা শক্তি বলে কাউকে পরাজিত করে। তাই অনেক ক্ষেত্রে তাদের শেষ পরিণতি হয় স্বৈরাচারী রাজা, শাসক

www.pathagar.com

অথবা ব্যক্তির উপাধি নিয়ে যা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের শিক্ষার জন্য ইতিহাসে সংরক্ষিত থাকে। অন্যথা আল্লাহ্ তা'আলার মালিকানায় বিশ্বজাহানের কারও শরীক নাই, কারও কাছ থেকে বলপূর্বক তিনি রাজ্য দখল করেননি তাই কারও কাছে তাকে জবাবদিহি করতে হয় না। তার পূর্বেও কেউ বিশ্বজাহানের একচ্ছত্র মালিক ছিল না, পরবর্তীতেও কেউ মালিক হবে না। তাই তিনি শেষ বিচার দিবসের একচ্ছত্র অধিপতি। শেষ বিচারে সব মানব সন্তান, মানব উদ্ধত রাজা, রাণী, স্বৈরাচারী শাসক, ক্ষণস্থায়ী পার্থিব জীবনে সামান্য সম্পদের মালিক হিসেবে গর্বিত এবং আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহকে উপেক্ষা করে অবিশ্বাসের অন্ধকারে নিমজ্জিত থেকে জীবন যাপনে অনৈতিক কার্যকলাপে লিপ্ত থাকা ব্যক্তিরা সহায় সম্বলহীন হয়ে রাজাধিরাজ আল্লাহ্ তা'আলার সামনে অধঃপতন অবস্থায় হাজির হবে।

পার্থিব জীবনের যা কিছু আছে তার মালিকও আল্লাহ্ তা'আলা, তবে পার্থিব জীবনের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার প্রয়োজনে আদম সন্তানকে আল্লাহ্ তা'আলা বিশেষ কিছু বিষয়ে ক্ষমতা, ধন-সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে মালিকানা দাবীর ক্ষমতা, সত্য-মিথ্যা যাচাই করে ধর্ম বিশ্বাস বেছে নেয়ার যোগ্যতা, নিজের শরীর ও অঙ্গকে ইচ্ছা মতো ব্যবহার করার, ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ, গর্বিত, হত্যাকাণ্ডে জড়িত হওয়া ক্ষমতা ইত্যাদি দিয়েছেন। কিন্তু শেষ বিচারের দিবসে আল্লাহ্ তা'আলার সামনে হাজির হওয়ার পর আদম সন্তানের এই সমস্ত কোন ক্ষমতাই আর থাকবে না। বস্তুত আদম সন্তানের মৃত্যুর সাথে সাথে তার সমস্ত ক্ষমতা অন্তর্হিত হয়ে যায়। যা হোক আদম (আ.) থেকে শুরু করে কিয়ামতের পূর্ব পর্যন্ত যত আদম সন্তান পৃথিবীতে আসবেন, তারা সকলেই মৃত্যুর মাধ্যমে পার্থিব জীবন থেকে আল্লাহ্ তা'আলার কাছে ফিরে যাবেন। অতঃপর কিয়ামতের পর শেষ বিচারের জন্য সকল আদম সন্তানকে পুনরায় জীবন দিয়ে উপস্থিত করবেন। এই বিষয়টা সম্পর্কে আদম সন্তানের বৃহত্তর একটা অংশ সন্দিহান। আদম সন্তানের মৃত্যু, পুনরায় জীবন দান ও শেষ বিচার সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন :

كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٨﴾

"কেমন করে তোমরা আল্লাহ্‌র ব্যাপারে কুফরি অবলম্বন করছ? অথচ তোমরা ছিলে নিষ্প্রাণ [*জন্মের আগে*]। অতঃপর তিনিই তোমাদেরকে প্রাণ দান করেছেন আবার মৃত্যু দান করবেন। পুনরায় তোমাদেরকে জীবন দান [*শেষ বিচার দিবসে*] করবেন। অতঃপর তারই প্রতি প্রত্যাবর্তন করবে [*বিচারের জন্য হাজির হবে*]।" *(২-বাকারাহ : ২৮)*

• إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَىٰ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ ﴿٩٥﴾

www.pathagar.com

"নিশ্চয় আল্লাহই বীজ ও আঁটি থেকে অঙ্কুর সৃষ্টিকারী; তিনি জীবিতকে মৃত থেকে বের করেন ও মৃতকে জীবিত থেকে বের করেন। তিনি আল্লাহ, অতঃপর তোমরা কোথায় বিভ্রান্ত হচ্ছ?" *(৬-আন'আম : ৯৫)*

هُنَالِكَ تَبْلُوا كُلُّ نَفْسٍ مَّآ أَسْلَفَتْ وَرُدُّوٓا إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَىٰهُمُ ٱلْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ

أَلَآ إِنَّ لِلَّهِ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ أَلَآ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقٌّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

"তুমি জিজ্ঞেস করো, কে রুযি দান করে তোমাদেরকে আসমান থেকে ও জমিন থেকে কিংবা কে তোমাদের কান ও চোখের মালিক? তাছাড়া কে জীবিতকে মৃতের ভেতর থেকে বের করেন এবং কেই বা মৃতকে জীবিতের মধ্য থেকে বের করেন? কে করেন কর্ম সম্পাদনের ব্যবস্থাপনা? তখন তারা বলে উঠবে আল্লাহ! তখন তুমি বল, তারপরেও ভয় [*শেষ বিচার দিনের*] করছ না? তিনিই জীবন ও মরণ দান করেন এবং তারই কাছে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।" *(১০-ইউনূস : ৩১, ৫৬)*

وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ مِنۢ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ

بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ

"যদি তুমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করো, কে আকাশ থেকে বারি বর্ষণ করেন, অতঃপর তা দ্বারা মৃত্তিকাকে উহার মৃত হওয়ার পর সঞ্জীবিত করেন। তবে তারা অবশ্যই বলবে, 'আল্লাহ'। বল, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই। কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা বুঝে না।" *(২৯-আনকাবূত : ৬৩)*

إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ ٱلْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَءَاثَٰرَهُمْ وَكُلَّ شَىْءٍ أَحْصَيْنَٰهُ فِىٓ إِمَامٍ مُّبِينٍ

"আমিই মৃতদেরকে জীবিত করি এবং তাদের কর্ম ও কীর্তিসমূহ লিপিবদ্ধ করি। আমি প্রত্যেক বস্তু স্পষ্ট কিতাবে সংরক্ষিত রেখেছি।" *(৩৬-ইয়াসিন : ১২)*

أَمِ ٱتَّخَذُوا مِن دُونِهِۦٓ أَوْلِيَآءَ فَٱللَّهُ هُوَ ٱلْوَلِىُّ وَهُوَ يُحْىِ ٱلْمَوْتَىٰ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ

"তারা কি আল্লাহ ব্যতীত অপরকে অভিভাবক ও সাহায্যকারী স্থির করেছে। পরন্তু আল্লাহই তো একমাত্র অভিভাবক। তিনি মৃতদেরকে জীবিত করেন। তিনি সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান।" *(৪২-শূরা : ৯)*

শেষ বিচার দিবসে পার্থিব জীবনে আদম সন্তানরা যে সমস্ত ভালো-মন্দ কর্ম করেছে তার ন্যায্য পাওনা আল্লাহ পুরোপুরিভাবে দিয়ে দেবেন, কারও প্রতি কোন অবিচার করা হবে না। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

ٱلْيَوْمَ تُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍۭ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ ٱلْيَوْمَ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ

www.pathagar.com

"আজ [শেষ বিচার দিবস] প্রত্যেকেই তার কৃতকর্মের প্রতিদান পাবে। আজ জুলুম [অবিচার] নেই।" *(৪০-মু'মিন : ১৭)* কৃতজ্ঞ বান্দার সঠিক বিশ্বাস ও ভালো কর্মের জন্য পুরস্কারস্বরূপ বেহেশতের চিরস্থায়ী সুখকর জীবনে প্রতিষ্ঠিত করবেন আর অকৃতজ্ঞ, অবিশ্বাসী, কাফের বান্দা ও অসৎ মন্দ কর্মের জন্য দোজখের শাস্তিতে নিক্ষেপ করবেন। আল-কুরআন থেকে এ প্রসঙ্গে জানতে পারি,

يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِن سُوٓءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُۥٓ أَمَدًۢا بَعِيدًا

وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَهُۥ ۗ وَٱللَّهُ رَءُوفٌۢ بِٱلْعِبَادِ ﴿٣٠﴾

يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ ۚ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَٰنِكُمْ فَذُوقُوا۟ ٱلْعَذَابَ بِمَا

كُنتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿١٠٦﴾ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱبْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِى رَحْمَةِ ٱللَّهِ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ ﴿١٠٧﴾

"সেদিন প্রত্যেকেই যা কিছু সে ভালো কাজ করেছে; চোখের সামনে দেখতে পাবে এবং যা কিছু মন্দ কাজ করেছে তাও, ওরা তখন কামনা করবে, যদি তার এবং এসব কর্মের মধ্যে ব্যবধান দূরের হতো! আল্লাহ তার নিজের সম্পর্কে তোমাদের সাবধান করছেন, আল্লাহ তার বান্দাদের প্রতি অত্যন্ত দয়ালু। সেদিন কোন কোন মুখ উজ্জ্বল হবে, আর কোন কোন মুখ হবে কালো। বস্তুত যাদের মুখ কালো হবে, তাদের বলা হবে, 'তোমরা কি ঈমান আনার পর কাফের হয়ে গিয়েছিলে? এবার সে কুফরির বিনিময়ে আযাবের আস্বাদ গ্রহণ করো। আর যাদের মুখ উজ্জ্বল হবে, তারা থাকবে রহমতের মাঝে। তাতে তারা অনন্তকাল অবস্থান করবে।" *(৩-ইমরান : ৩০, ১০৬-১০৭)*

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ بِـَٔايَٰتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُم بَدَّلْنَٰهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا

لِيَذُوقُوا۟ ٱلْعَذَابَ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿٥٦﴾

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ۖ

لَّهُمْ فِيهَآ أَزْوَٰجٌ مُّطَهَّرَةٌ ۖ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا ﴿٥٧﴾

فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِۦ ۖ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ

ٱسْتَنكَفُوا۟ وَٱسْتَكْبَرُوا۟ فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿١٧٣﴾

"এতে কোন সন্দেহ নেই যে, আমার নিদর্শনসমূহের [*আল-কুরআন ও রাসূল (সা.)*] প্রতি যেসব লোক অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করবে, আমি তাদেরকে আগুনে নিক্ষেপ করব। তাদের চামড়াগুলো যখন জ্বলে-পুড়ে যাবে, তখন আবার আমি তা পালটে

www.pathagar.com

দেব অন্য চামড়া দিয়ে, যাতে তারা আযাব আস্বাদন করতে থাকে। নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, হেকমতের অধিকারী। আর যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে, অবশ্যই আমি প্রবিষ্ট করাব তাদেরকে জান্নাতে, যার তলদেশে প্রবাহিত রয়েছে নহরসমূহ। সেখানে তারা থাকবে অনন্তকাল। সেখানে তাদের জন্য থাকবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন সঙ্গীরা। তাদেরকে আমি প্রবিষ্ট করব ঘন ছায়ানীড়ে। অতঃপর যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে, তিনি তাদেরকে পরিপূর্ণ সওয়াব দান করবেন, বরং স্বীয় অনুগ্রহ আরো বেশী দেবেন। পক্ষান্তরে যারা ইবাদত করতে অস্বীকার করেছে এবং অহঙ্কার করেছে তিনি তাদেরকে দেবেন বেদনাদায়ক আযাব। আল্লাহকে ছাড়া তারা কোন সাহায্যকারী ও সমর্থক পাবে না।" *(৪-নিসা : ৫৬-৫৭, ১৭৩)*

وَالَّذِينَ كَفَرُوٓا أَعْمَٰلُهُمْ كَسَرَابٍۭ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ ٱلظَّمْـَٔانُ مَآءً حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءَهُۥ لَمْ يَجِدْهُ شَيْـًٔا وَوَجَدَ ٱللَّهَ عِندَهُۥ

فَوَفَّىٰهُ حِسَابَهُۥ ۗ وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿٣٩﴾

"যারা কাফের, তাদের কর্ম মরুভূমির মরীচিকা সদৃশ, যাকে পিপাসার্ত ব্যক্তি পানি মনে করে। এমনকি, সে যখন তার কাছে যায়, তখন কিছুই পায় না এবং পায় সেখানে আল্লাহকে, অতঃপর আল্লাহ তার হিসাব চুকিয়ে দেন। আল্লাহ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।" *(২৪-নূর : ৩৯)*

তিনিই আল্লাহ তা'আলা, যিনি তাঁর বান্দাদের প্রতি অত্যন্ত দয়ার্দ্র, ক্ষমাশীল, ধৈর্যশীল, আবার শাস্তি দানেও অত্যন্ত কঠোর। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

وَٱسْتَغْفِرِ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿١٠٦﴾

"এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু।" *(৪-নিসা : ১০৬)*

وَإِذَا جَآءَكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِـَٔايَٰتِنَا فَقُلْ سَلَٰمٌ عَلَيْكُمْ ۖ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ ۖ أَنَّهُۥ مَنْ عَمِلَ

مِنكُمْ سُوٓءًۢا بِجَهَٰلَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنۢ بَعْدِهِۦ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُۥ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٥٤﴾

"আর যখন তারা তোমার কাছে আসবে যারা আমার নিদর্শনসমূহে বিশ্বাস করে, তখন তুমি বলে দাও : তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। তোমাদের প্রতিপালক রহমত করা নিজ দায়িত্বে লিখে নিয়েছেন যে, তোমাদের মধ্যে যে কেউ অজ্ঞতাবশতঃ কোন মন্দ কাজ করে, অনন্তর এরপর তাওবা করে নেয় এবং সৎ হয়ে যায়, তবে তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, করুণাময়।" *(৬-আন'আম : ৫৪)*

www.pathagar.com

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ ۗ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ ۖ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ

"আর সে সময়ের কথা স্মরণ করো, যখন তোমার প্রতিপালক সংবাদ দিয়েছেন যে, অবশ্যই কিয়ামত দিবস পর্যন্ত ইহুদীদের ওপর এমন লোক পাঠাতে থাকবেন যারা তাদেরকে নিকৃষ্ট শাস্তি দান করতে থাকবে। নিঃসন্দেহে তোমার প্রতিপালক শীঘ্র শাস্তিদানকারী এবং তিনি ক্ষমাশীল, দয়ালু।" *(৭-আরাফ : ১৬৭)*

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ ۗ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ ۖ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ

"এরা তোমার কাছে মঙ্গলের পরিবর্তে দ্রুত অমঙ্গল কামনা করে। তাদের পূর্বে অনুরূপ অনেক শাস্তিপ্রাপ্ত জনগোষ্ঠী অতিক্রান্ত হয়েছে। তোমার প্রতিপালক মানুষকে তাদের অন্যায় সত্ত্বেও ক্ষমা করেন এবং তোমার প্রতিপালক কঠিন শাস্তিদাতাও বটে।" *(১৩-রা'দ : ৬)*

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَت تَّأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُوا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ

"এর কারণ এই যে, তাদের কাছে তাদের রাসূলগণ সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী নিয়ে আগমন করত, অতঃপর তারা কাফের হয়ে যায়, তখন আল্লাহ তাদের ধৃত করেন। নিশ্চয় তিনি শক্তিধর, কঠোর শাস্তিদাতা।" *(৪০-মু'মিন : ২২)*

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۖ وَمَن يُشَاقِّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

"এটা এ কারণে যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করেছে। যে আল্লাহর বিরুদ্ধাচরণ করে, তার জানা উচিত যে, আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা।" *(৫৯-হাশর : ৪)*

তিনিই আল্লাহ তা'আলা, যিনি সব কিছু সুনিপুণভাবে [*বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে যা কিছু আছে*] পরিপূর্ণতায় প্রথমবার যেমন সৃষ্টি করেছেন তেমন আবার কিয়ামতের দিনে পুনরায় সব ধ্বংস করে দিবেন। কিয়ামতের দিন বিশ্বজাহানের অবস্থা কেমন হবে এবং আদম সন্তানদের ভয়ভীতির ও আতঙ্কের কথা আল-কুরআনে উল্লেখ করেছেন, যাতে আদম সন্তানরা সতর্ক হতে পারে। তদুপরি শেষ বিচার দিনে অকৃতজ্ঞ বান্দাদের মানসিক অবস্থা কেমন হবে এবং সকল বান্দাই স্বতঃস্ফূর্তভাবে আল্লাহ তা'আলার ডাকে সাড়া দিবে, কারণ তারা সম্পূর্ণরূপে শক্তিহীন হয়ে যাবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

www.pathagar.com

يَسْـَٔلُ أَيَّانَ يَوْمُ ٱلْقِيَٰمَةِ ﴿٦﴾ فَإِذَا بَرِقَ ٱلْبَصَرُ ﴿٧﴾ وَخَسَفَ ٱلْقَمَرُ ﴿٨﴾ وَجُمِعَ ٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ ﴿٩﴾

يَقُولُ ٱلْإِنسَٰنُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ ٱلْمَفَرُّ ﴿١٠﴾ كَلَّا لَا وَزَرَ ﴿١١﴾ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ ٱلْمُسْتَقَرُّ ﴿١٢﴾ بَلِ ٱلْإِنسَٰنُ عَلَىٰ نَفْسِهِۦ بَصِيرَةٌ ﴿١٤﴾

"সে প্রশ্ন করে-কিয়ামত দিবস কবে? যখন দৃষ্টি চমকে যাবে, চন্দ্র জ্যোতিহীন হয়ে যাবে এবং সূর্য ও চন্দ্রকে একত্রিত করা হবে; সেদিন মানুষ বলবে : পলায়নের জায়গা কোথায়? না কোথাও আশ্রয়স্থল নাই। তোমার প্রতিপালকের কাছেই সেদিন ঠাঁই হইবে। সেদিন মানুষকে অবহিত করা হইবে সে যা সামনে প্রেরণ করেছে ও পশ্চাতে ছেড়ে দিয়েছে। বরং মানুষ নিজেই তার নিজের সম্পর্কে চক্ষুষ্মান, যদিও সে তার অজুহাত পেশ করতে চাইবে।" *(৭৫-কিয়ামাহ : ৬-১৫)*

فَٱلْمُدَبِّرَٰتِ أَمْرًا ﴿٥﴾ يَوْمَ تَرْجُفُ ٱلرَّاجِفَةُ ﴿٦﴾ تَتْبَعُهَا ٱلرَّادِفَةُ ﴿٧﴾ قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ ﴿٨﴾ أَبْصَٰرُهَا خَٰشِعَةٌ ﴿٩﴾

"শপথ তাদের [*ফিরিশতাদের*] যারা সকল কার্যনির্বাহ করে- কিয়ামত অবশ্যই হবে। যেদিন প্রকম্পিত [*পৃথিবীর পাহাড়-পর্বত আকস্মিকভাবে কেঁপে উঠবে এবং সকলেই মারা যাবে*] করবে প্রকম্পিতকারী [*শিঙ্গায় ফুৎকারকারী*], অতঃপর পশ্চাতে আসবে পশ্চাদগামী [*দ্বিতীয় শিঙ্গার ফুৎকারে সকলেই আবার জেগে উঠবে*], সেদিন অনেক হৃদয় ভীত-বিহ্বল হবে। তাদের দৃষ্টি নত হবে।" *(৭৯-নাযিয়াত : ৫-৯)*

هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُۥ ۚ يَوْمَ يَأْتِى تَأْوِيلُهُۥ يَقُولُ ٱلَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقِّ فَهَل لَّنَا مِن

شُفَعَآءَ فَيَشْفَعُوا۟ لَنَآ أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ ٱلَّذِى كُنَّا نَعْمَلُ ۚ قَدْ خَسِرُوٓا۟ أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا۟ يَفْتَرُونَ ﴿٥٣﴾

"তারা কি এখন এ অপেক্ষায়ই আছে যে, এর [*কিয়ামত দিবসের*] বিষয়বস্তু প্রকাশিত হোক? যেদিন এর বিষয়বস্তু প্রকাশিত হবে, সেদিন পূর্বে যারা একে ভুলে গিয়েছিল, তারা বলবে : বাস্তবিকই আমাদের প্রতিপালকের পয়গম্বরগণ সত্যসহ আগমন করেছিলেন। অতএব, আমাদের জন্যে কোন সুপারিশকারী আছে কি যে, সুপারিশ করবে অথবা আমাদেরকে পুনঃ প্রেরণ করা হলে আমরা পূর্বে যা করতাম তার বিপরীত কাজ করে আসতাম। নিশ্চয় তারা নিজেদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। তারা মনগড়া যা বলত [*দম্ভ করে আল্লাহ তা'আলার সাথে শরীক স্থির করে তার ইবাদত করত, সব শরীকের বস্তু অন্তর্হিত হয়ে যাবে*], তা উধাও হয়ে যাবে।" *(৭-আরাফ : ৫৩)*

وَبَرَزُوا۟ لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ ٱلضُّعَفَٰٓؤُا۟ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوٓا۟ إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنتُم مُّغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ

ٱللَّهِ مِن شَىْءٍ ۚ قَالُوا۟ لَوْ هَدَىٰنَا ٱللَّهُ لَهَدَيْنَٰكُمْ ۖ سَوَآءٌ عَلَيْنَآ أَجَزِعْنَآ أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِن مَّحِيصٍ ﴿٢١﴾

"সবাই আল্লাহর সামনে দণ্ডায়মান হবে এবং দুর্বলেরা বড়দেরকে বলবে : আমরা তো তোমাদের অনুসারী ছিলাম- অতএব, তোমরা আল্লাহর আযাব থেকে

www.pathagar.com

আমাদেরকে কিছুমাত্র রক্ষা করবে কি? তারা বলবে : যদি আল্লাহ আমাদেরকে সৎপথ দেখাতেন, তবে আমরা অবশ্যই তোমাদেরকে সৎপথ দেখাতাম। এখন তো আমরা ধৈর্যচ্যুত হই কিংবা সবর করি– সবই আমাদের জন্য সমান-আমাদের রেহাই নেই [*আদম সন্তানরা সম্পূর্ণরূপে অসহায় হয়ে পড়বে*]।" *(১৪-ইব্রাহীম : ২১)*

وَقَالُوٓاْ أَءِذَا كُنَّا عِظَـٰمًا وَرُفَـٰتًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ﴿٤٩﴾ ۞ قُلْ كُونُواْ حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا ﴿٥٠﴾

أَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِى صُدُورِكُمْ ۚ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا ۖ قُلِ ٱلَّذِى فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ۚ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ

وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هُوَ ۖ قُلْ عَسَىٰٓ أَن يَكُونَ قَرِيبًا ﴿٥١﴾ يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِۦ وَتَظُنُّونَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٥٢﴾

"তারা বলে : যখন আমরা অস্থিতে পরিণত ও চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাব, তখনও কি নতুন করে সৃজিত হয়ে উত্থিত হব? বল : তোমরা পাথর হয়ে যাও কিংবা লোহা। অথবা এমন কোন বস্তু, যা তোমাদের ধারণায় খুবই কঠিন; তথাপি তারা বলবে : আমাদেরকে পুনরায় কে সৃষ্টি করবে। বল : যিনি তোমাদেরকে প্রথমবার সৃজন করেছেন। অতঃপর তারা আপনার সামনে মাথা নাড়বে এবং বলবে : এটা কবে হবে? বল : হবে, সম্ভবতঃ শীঘ্রই। যেদিন তিনি তোমাদেরকে আহ্বান করবেন, অতঃপর তোমরা তার প্রশংসা করতে করতে চলে আসবে এবং তোমরা অনুমান করবে যে, সামান্য সময়ই [দুনিয়াতে] অবস্থান করেছিলে।" *(১৭-বনী ইসরাঈল: ৪৯-৫২)*

وَيَقُولُ ٱلْإِنسَـٰنُ أَءِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا ﴿٦٦﴾ أَوَلَا يَذْكُرُ ٱلْإِنسَـٰنُ أَنَّا خَلَقْنَـٰهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْـًۭٔا ﴿٦٧﴾

فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَٱلشَّيَـٰطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ﴿٦٨﴾

ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى ٱلرَّحْمَـٰنِ عِتِيًّا ﴿٦٩﴾ ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِٱلَّذِينَ هُمْ أَوْلَىٰ بِهَا صِلِيًّا ﴿٧٠﴾

وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا ۚ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ﴿٧١﴾ ثُمَّ نُنَجِّى ٱلَّذِينَ ٱتَّقَواْ وَّنَذَرُ ٱلظَّـٰلِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا ﴿٧٢﴾

"মানুষ বলে : আমার মৃত্যু হলে পর আমি কি জীবিত অবস্থায় পুনরুত্থিত হব? মানুষ কি স্মরণ করে না যে, আমি তাকে ইতোপূর্বে সৃষ্টি করেছি এবং সে তখন কিছুই ছিল না। সুতরাং তোমার প্রতিপালকের কসম, আমি অবশ্যই তাদেরকে এবং শয়তানদেরকে একত্রে সমবেত করব, অতঃপর অবশ্যই তাদেরকে নতজানু অবস্থায় জাহান্নামের চারপাশে উপস্থিত করব। অতঃপর প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মধ্যে যে দয়াময় আল্লাহর সর্বাধিক অবাধ্য, আমি অবশ্যই তাকে পৃথক করে নেব। অতঃপর তাদের মধ্যে যারা জাহান্নামে প্রবেশের অধিক যোগ্য, আমি তাদের বিষয়ে ভালোভাবে জ্ঞাত আছি। তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যে তথায় পৌঁছবে না। এটা তোমার প্রতিপালকের অনিবার্য ফয়সালা। অতঃপর আমি পরহেযগারদেরকে উদ্ধার করব এবং যালিমদেরকে সেখানে নতজানু অবস্থায় ছেড়ে দেব।" *(১৯-মরিয়ম : ৬৬-৭২)*

www.pathagar.com

وَيَوْمَ يُعْرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ عَلَى ٱلنَّارِ أَلَيْسَ هَٰذَا بِٱلْحَقِّ ۖ قَالُوا۟ بَلَىٰ وَرَبِّنَا ۚ قَالَ فَذُوقُوا۟ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿٣٤﴾

فَٱصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُو۟لُوا۟ ٱلْعَزْمِ مِنَ ٱلرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِل لَّهُمْ ۚ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوٓا۟ إِلَّا سَاعَةً

مِّن نَّهَارٍ ۚ بَلَٰغٌ ۚ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْفَٰسِقُونَ ﴿٣٥﴾

"যেদিন কাফেরদেরকে জাহান্নামের সামনে পেশ করা হবে, সেদিন বলা হবে, এটা কি সত্য নয়? তারা বলবে, হ্যাঁ আমাদের প্রতিপালকের শপথ। আল্লাহ বলবেন, আযাব আস্বাদন করো। কারণ, তোমরা কুফরি করতে। অতএব, তুমি সবর করো, যেমন উচ্চ সাহসী পয়গম্বররা সবর করেছে এবং ওদের বিষয়ে তড়িঘড়ি করবে না। ওদেরকে যে বিষয়ে ওয়াদা দেয়া হত, তা যেদিন তারা প্রত্যক্ষ করবে, সেদিন তাদের মনে হবে যেন তারা দিনের এক মুহূর্তের বেশী পৃথিবীতে অবস্থান করেনি। এটা সুস্পষ্ট অবগতি। এখন তারাই ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে, যারা পাপাচারী সম্প্রদায়।" *(৪৬-আহ্কাফ : ৩৪-৩৫)*

وَنُفِخَ فِى ٱلصُّورِ ۚ ذَٰلِكَ يَوْمُ ٱلْوَعِيدِ ﴿٢٠﴾ وَجَآءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَآئِقٌ وَشَهِيدٌ ﴿٢١﴾

لَّقَدْ كُنتَ فِى غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَآءَكَ فَبَصَرُكَ ٱلْيَوْمَ حَدِيدٌ ﴿٢٢﴾ وَقَالَ قَرِينُهُۥ هَٰذَا مَا لَدَىَّ عَتِيدٌ ﴿٢٣﴾

أَلْقِيَا فِى جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ ﴿٢٤﴾ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُّرِيبٍ ﴿٢٥﴾

ٱلَّذِى جَعَلَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَٰهًا ءَاخَرَ فَأَلْقِيَاهُ فِى ٱلْعَذَابِ ٱلشَّدِيدِ ﴿٢٦﴾ ۞ قَالَ قَرِينُهُۥ رَبَّنَا مَآ أَطْغَيْتُهُۥ وَلَٰكِن كَانَ فِى ضَلَٰلٍۭ بَعِيدٍ ﴿٢٧﴾

قَالَ لَا تَخْتَصِمُوا۟ لَدَىَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُم بِٱلْوَعِيدِ ﴿٢٨﴾ مَا يُبَدَّلُ ٱلْقَوْلُ لَدَىَّ وَمَآ أَنَا۠ بِظَلَّٰمٍ لِّلْعَبِيدِ ﴿٢٩﴾

"এবং শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে। এটা হবে ভয় প্রদর্শনের দিন। প্রত্যেক ব্যক্তি আগমন করবে। তার সাথে থাকবে চালক ও কর্মের সাক্ষী [*উভয় ক্ষেত্রেই ফিরিশতা*]। তুমি তো এই দিন উদাসীন ছিলে। এখন তোমার কাছ থেকে যবনিকা [*পৃথিবীর জীবন ও আখেরাতের মধ্যে যে পর্দা ছিল*] সরিয়ে দিয়েছি। ফলে আজ তোমার দৃষ্টি সুতীক্ষ্ণ [*সবকিছুই সুস্পষ্টভাবে পরিষ্কার হয়েছে*]। তার সঙ্গী ফিরিশতা [*যারা কর্ম লিপিবদ্ধ করেছে অথবা তখন যে থাকবে*] বলবে : আমার কাছে যে আমলনামা ছিল, তা এই। তোমরা উভয়েই [*দুই ফিরিশতা*] নিক্ষেপ করো জাহান্নামে প্রত্যেক অকৃতজ্ঞ বিরুদ্ধবাদীকে, যে [*শয়তান অথবা মানুষ নামী ঔদ্ধত্য ব্যক্তি*] বাধা দিত মঙ্গলজনক কাজে, সীমালঙ্ঘনকারী, সন্দেহ পোষণকারীকে। যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অন্য উপাস্য গ্রহণ করত, তাকে তোমরা কঠিন শাস্তিতে নিক্ষেপ করো। তার সঙ্গী শয়তান [*প্রত্যেক আদম সন্তানের সাথে একজন করে শয়তান আছে*] বলবে : হে আমাদের প্রতিপালক, আমি তাকে অবাধ্যতায় লিপ্ত করিনি। বস্তুত সে নিজেই ছিল সুদূর পথভ্রান্তিতে লিপ্ত। আল্লাহ বলবেন : আমার সামনে বাকবিতণ্ডা করো না। আমি তো পূর্বেই

www.pathagar.com

তোমাদেরকে আযাব দ্বারা ভয় প্রদর্শন করেছিলাম। আমার কাছে কথা রদবদল হয় না এবং আমি বান্দাদের প্রতি জুলুমকারী নই।" *(৫০-ক্বাফ : ২০-২৯)*

وَٱسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ ٱلْمُنَادِ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ ﴿٤١﴾ يَوْمَ يَسْمَعُونَ ٱلصَّيْحَةَ بِٱلْحَقِّ ۚ ذَٰلِكَ يَوْمُ ٱلْخُرُوجِ ﴿٤٢﴾

يَوْمَ تَشَقَّقُ ٱلْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ۚ ذَٰلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ ﴿٤٤﴾

"শুন, যেদিন এক আহ্বানকারী নিকটবর্তী স্থান থেকে আহ্বান করবে, যেদিন মানুষ নিশ্চিত সেই ভয়াবহ আওয়াজ শুনতে পাবে, সেইদিনই পুনরুত্থান দিবস। যেদিন ভূমণ্ডল [*কবর থেকে*] বিদীর্ণ হয়ে মানুষ ছুটাছুটি করে বের হয়ে আসবে। এটা এমন সমবেত করা, যা আমার জন্যে অতি সহজ।" *(৫-ক্বাফ : ৪১-৪৪)*

উপরোল্লিখিত সূরা ক্বাফের ২৭ নম্বর আয়াতে বর্ণিত বিষয় আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য, প্রতিটা আদম সন্তানের সাথে একজন করে শয়তান আছে এই আয়াতের ব্যাখ্যায় আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ, কাতাদা (রা.) এবং আরো অনেকেই একথা বলেছেন। *(আত-তবারী ২২:৩৫৭ এবং ইবনে কাসীর, খণ্ড ৯, পৃষ্ঠা নম্বর ২৩৫-২৩৬)*। এজন্যই শয়তান সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করে তার ফিসফিসানি থেকে মুক্ত থাকায় সকলকেই সংগ্রাম করতে হয়। লেখকের "মানবতার শত্রু কে" বইয়ে শয়তান সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

তিনিই আল্লাহ তা'আলা, যিনি অদৃশ্য ও দৃশ্য সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা, প্রতিপালক, তার জ্ঞানের মধ্যে সীমাবদ্ধ। অদৃশ্য সত্তা জিন জাতিকেও তিনি সৃষ্টি করেছেন এবং সৃষ্টি করেছেন ধূম্রবিহীন আগুন থেকে। মানব সন্তান ও জিন জাতিকে আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি করেছেন এজন্যই যে, তারা একমাত্র তারই ইবাদত করবে। অদৃশ্য জিনরাও রাসূল (সা.)-এর উম্মত, কারণ তাদের মধ্যে মুসলিম ও অমুসলিম আছে তাই তারাও আল-কুরআনে ও রাসূলে বিশ্বাসী। এই সম্পর্কে আল-কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

وَٱلْجَآنَّ خَلَقْنَٰهُ مِن قَبْلُ مِن نَّارِ ٱلسَّمُومِ ﴿٢٧﴾

"এবং জিনকে এর আগে [*মানব সৃষ্টির পূর্বে*] লু-এর আগুন দ্বারা সৃজিত করেছি।" *(১৫-হিজর : ২৭)*

قُلِ ٱللَّهُمَّ فَاطِرَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ عَٰلِمَ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَٰدَةِ أَنتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِى مَا كَانُوا۟ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿٤٦﴾

"বল, হে আল্লাহ, আসমান ও জমিনের স্রষ্টা, দৃশ্য ও অদৃশ্যের জ্ঞানী, আপনিই আপনার বান্দাদের মধ্যে ফয়সালা করবেন, যে বিষয়ে তারা মতবিরোধ করত।" *(৩৯-যুমার : ৪৬)*

www.pathagar.com

قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا ﴿١﴾

يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ ۖ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا ﴿٢﴾ وَأَنَّهُ تَعَالَىٰ جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا ﴿٣﴾

"বল : আমার প্রতি ওহী নাযিল করা হয়েছে যে, জিনদের একটি দল কুরআন শ্রবণ করেছে, অতঃপর তারা বলেছে : আমরা বিস্ময়কর কুরআন শ্রবণ করেছি; যা সৎপথ প্রদর্শন করে। ফলে আমরা তাতে বিশ্বাস স্থাপন করেছি। আমরা কখনও আমাদের প্রতিপালকের সাথে কাউকে শরীক করব না [*এরা মুসলিম হয়েছে*] এবং আরও বিশ্বাস করি যে, আমাদের প্রতিপালকের মহান মর্যাদা সবার উর্ধ্বে। তিনি কোন পত্নী গ্রহণ করেননি এবং তার কোন সন্তান নাই [*এরাই হচ্ছে রাসূল (সা.) উম্মত*]।" *(৭২-জিন : ১-৩)*

وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَٰلِكَ ۖ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا ﴿١١﴾ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا ﴿١٢﴾

وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ ۖ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا ﴿١٣﴾

وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ ۖ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا ﴿١٤﴾

"আমাদের কেউ কেউ সৎকর্মপরায়ণ এবং কেউ কেউ এরূপ নয় [*অমুসলিম*]। আমরা ছিলাম বিভিন্ন পথে বিভক্ত। আমরা বুঝতে পেরেছি যে, আমরা পৃথিবীতে আল্লাহ তা'আলাকে পরাস্ত করতে পারব না এবং পলায়ন করেও তাকে অপারগ করতে পারব না। আমরা যখন সুপথের নির্দেশ শুনলাম, তখন তাতে বিশ্বাস স্থাপন করলাম। অতএব, যে তার প্রতিপালকের প্রতি বিশ্বাস করে, সে লোকসান ও জোর-জবরের আশঙ্কা করে না। আমাদের কিছু সংখ্যক আজ্ঞাবহ এবং কিছু সংখ্যক অন্যায়কারী। যারা আজ্ঞাবহ হয়, তারা সৎপথ বেছে নিয়েছে।" *(৭২-জিন : ১১-১৪)*

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

"আমার ইবাদত করার জন্যই আমি মানব ও জিন জাতি সৃষ্টি করেছি।" *(৫১-যারিয়াত : ৫৬)*

তিনিই আল্লাহ তা'আলা, যিনি আদম সন্তানকে অন্যান্য সৃষ্টির উপর মর্যাদা দিয়ে পৃথিবীতে প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব দিয়েছেন। আদম সন্তানের পার্থিব জীবনকে সহজ সুন্দর ও প্রশান্তিময় করার জন্য আকাশমণ্ডলী ও ভূপৃষ্ঠের সবকিছুকে তাদের সেবায় নিয়োজিত করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

رَّبُّكُمُ الَّذِي يُزْجِي لَكُمُ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ ۚ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٦٦﴾

● وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ

مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿٧٠﴾

www.pathagar.com

"তোমাদের প্রতিপালক তিনিই, যিনি তোমাদের জন্য সমুদ্রে জলযান চালনা করেন, যাতে তোমরা তাঁর অনুগ্রহ অন্বেষণ করতে পারো। নিঃসন্দেহে তিনি তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু। নিশ্চয় আমি আদম-সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি, আমি তাদেরকে স্থলে ও জলে চলাচলের বাহন দান করেছি; তাদেরকে উত্তম জীবনোপকরণ প্রদান করেছি এবং তাদেরকে অনেক সৃষ্ট বস্তুর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি।" *(১৭-বনী ইসরাঈল : ৬৬, ৭০)*

ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجْنَا بِهِۦٓ أَزْوَٰجًا مِّن نَّبَاتٍ شَتَّىٰ ۝

كُلُوا۟ وَٱرْعَوْا۟ أَنْعَـٰمَكُمْ ۗ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَـٰتٍ لِّأُو۟لِى ٱلنُّهَىٰ ۝

"তিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে শয্যা করেছেন এবং তাতে চলার পথ করেছেন, আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং তা দ্বারা আমি বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদ উৎপন্ন করেছি। তোমরা আহার কর এবং তোমাদের চতুষ্পদ জন্তু চরাও। নিশ্চয় এতে বিবেকবানদের জন্য নিদর্শন রয়েছে।" *(২০-তাহা : ৫৩, ৫৪)*

أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِى ٱلْأَرْضِ وَٱلْفُلْكَ تَجْرِى فِى ٱلْبَحْرِ بِأَمْرِهِۦ وَيُمْسِكُ ٱلسَّمَآءَ أَن تَقَعَ عَلَى

ٱلْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِۦٓ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ۝

"তুমি কি দেখ না যে, ভূপৃষ্ঠে যা আছে এবং সমুদ্রে চলমান নৌকা তৎসমুদয়কে আল্লাহ নিজ আদেশে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন এবং তিনি আকাশ স্থির রাখেন, যাতে তার আদেশ ব্যতীত ভূপৃষ্ঠে পতিত না হয়। নিশ্চয় আল্লাহ মানুষের প্রতি করুণাশীল, দয়াবান।" *(২২-হজ্জ : ৬৫)*

وَلَوْ يُؤَاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِظُلْمِهِم مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَآبَّةٍ وَلَـٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۖ فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ

لَا يَسْتَـْٔخِرُونَ سَاعَةً ۖ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ۝

"বল তো কে পৃথিবীকে বাসোপযোগী করেছেন এবং তার মাঝে মাঝে নদ-নদী প্রবাহিত করেছেন এবং স্থিত রাখার জন্য পর্বত স্থাপন করেছেন এবং দুই সমুদ্রের মাঝখানে অন্তরায় রেখেছেন। অতএব আল্লাহর সাথে অন্য কোন উপাস্য আছে কি? বরং তাদের অধিকাংশই জানে না।" *(২৭-নমল : ৬১)*

أَلَمْ تَرَوْا۟ أَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُۥ ظَـٰهِرَةً وَبَاطِنَةً ۝

"তোমরা কি দেখ না আল্লাহ নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলে যা কিছু আছে, সবই তোমাদের কাজে নিয়োজিত করে দিয়েছেন এবং তোমাদের প্রতি তার প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য নিয়ামতসমূহ পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন?" *(৩১-লোকমান : ২০)*

www.pathagar.com

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ ﴿٧١﴾

وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ﴿٧٢﴾ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ ۖ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴿٧٣﴾

"তারা কি দেখে না, তাদের জন্য আমি আমার নিজ হাতের তৈরি বস্তুর দ্বারা চতুষ্পদ জন্তু সৃষ্টি করেছি, অতঃপর তারাই এগুলোর মালিক। আমি এগুলোকে তাদের হাতে অসহায় করে দিয়েছি। ফলে এদের কতক তাদের বাহন এবং কতক তারা ভক্ষণ করে। তাদের জন্য চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যে অনেক উপকারিতা ও পানীয় রয়েছে। তবুও কেন তারা শুকরিয়া আদায় করে না।" *(৩৬-ইয়াসিন : ৭১-৭৩)*

• اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٢﴾

وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١٣﴾

"তিনি আল্লাহ, যিনি সমুদ্রকে তোমাদের উপকারার্থে আয়ত্তাধীন করে দিয়েছেন, যাতে তাঁর আদেশক্রমে তাতে জাহাজ চলাচল করে এবং যাতে তোমরা তার অনুগ্রহ তালাশ করো ও তার প্রতি কৃতজ্ঞ হও এবং আয়ত্তাধীন করে দিয়েছেন তোমাদের, যা আছে নভোমণ্ডলে ও যা আছে ভূমণ্ডলে; তার পক্ষ থেকে। নিশ্চয় এতে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে।" *(৪৫-জাসিয়া : ১২, ১৩)*

তিনিই আল্লাহ তা'আলা, যিনি বৃষ্টি সৃষ্টি করে আকাশ থেকে বারি বর্ষণ করান, তা দ্বারা ভূপৃষ্ঠের মৃত উদ্ভিদ, বিভিন্ন ধরনের শস্য, ফুল-ফলে জীবন দান করেন। যাতে জীবপ্রাণীরা সহজে জীবনোপকরণ পায় এবং ভূপৃষ্ঠে জীবপ্রাণীর বংশ পারম্পরিক জীবনধারা চলতে থাকে। আল-কুরআন থেকে এ সম্পর্কে আমরা জানতে পারি। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

هُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ۖ لَّكُم مِّنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ ﴿١٠﴾

يُنبِتُ لَكُم بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١١﴾

"তিনি তোমাদের জন্য আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন। এই পানি থেকে তোমরা পান করো এবং এ থেকেই উদ্ভিদ উৎপন্ন হয়, যাতে তোমরা পশুচারণ করো। এ পানি দ্বারা তোমাদের জন্য উৎপাদন করেন ফসল, যয়তুন, খেজুর, আঙ্গুর ও সর্বপ্রকার ফল। নিশ্চয় এতে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রয়েছে।" *(১৬-নাহল : ১০, ১১)*

وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ ۖ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ ﴿١٨﴾

www.pathagar.com

فَأَنشَأْنَا لَكُم بِهِۦ جَنَّٰتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَٰبٍ لَّكُمْ فِيهَا فَوَٰكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿١٩﴾

"আমি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করে থাকি পরিমাণ মতো, অতঃপর আমি জমিনে সংরক্ষণ করি এবং আমি তা অপসারণও করতে সক্ষম। অতঃপর আমি তা দ্বারা তোমাদের জন্য খেজুর ও আঙ্গুরের বাগান সৃষ্টি করেছি। তোমাদের জন্য এতে প্রচুর ফল আছে এবং তোমরা তা থেকে আহার করে থাক।" *(২৩-মু'মিনুন : ১৮-১৯)*

وَءَايَةٌ لَّهُمُ ٱلْأَرْضُ ٱلْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَٰهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ ﴿٣٣﴾

وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّٰتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَٰبٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ ٱلْعُيُونِ ﴿٣٤﴾

لِيَأْكُلُوا۟ مِن ثَمَرِهِۦ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ ۖ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴿٣٥﴾

"তাদের জন্য একটি নিদর্শন মৃত পৃথিবী। আমি একে সঞ্জীবিত করি এবং তা থেকে উৎপন্ন করি শস্য, তারা তা থেকে ভক্ষণ করে। আমি তাতে সৃষ্টি করি খেজুর ও আঙ্গুরের বাগান এবং প্রবাহিত করি তাতে নির্ঝরিণী। যাতে তারা তার ফল খায়। তাদের হাত একে সৃষ্টি করে না। অতঃপর তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ [*এই অনুগ্রহের জন্য একত্ববাদে বিশ্বাস করে একমাত্র আল্লাহ তা'আলার ইবাদত তাদের করা উচিত*] করে না কেন?" *(৩৬-ইয়াসিন : ৩৩-৩৫)*

وَٱلْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ ﴿١٠﴾ فِيهَا فَٰكِهَةٌ وَٱلنَّخْلُ ذَاتُ ٱلْأَكْمَامِ ﴿١١﴾ وَٱلْحَبُّ ذُو ٱلْعَصْفِ وَٱلرَّيْحَانُ ﴿١٢﴾

فَبِأَىِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿١٣﴾

"তিনি পৃথিবীকে স্থাপন করেছেন সৃষ্টজীবের জন্য। এতে আছে ফলমূল এবং বহিরাবরণবিশিষ্ট খর্জুর বৃক্ষ। আর আছে খোসাবিশিষ্ট শস্য ও সুগন্ধি ফুল। অতএব, তোমরা উভয়ে [মানব সন্তান ও জিন জাতি] তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে।" *(৫৫-রহমান : ১০-১৩)*

তিনিই আল্লাহ তা'আলা, যিনি বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ [ভূমিকম্প, আগ্নেয়গিরি, সুনামী, সাইক্লোন, জলোচ্ছ্বাস ইত্যাদি] দিয়ে আদম সন্তানকে পরীক্ষা করেন। আদম সন্তানদের ভয় দেখান যাতে তারা আল্লাহ তা'আলার একচ্ছত্র আধিপত্যের ব্যাপারে চিন্তা করে কিয়ামতের শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক হতে পারে। পূর্ববর্তীতে অনেক সম্প্রদায়কে অবাধ্যতার জন্য আল্লাহ তা'আলা প্রাকৃতিক দুর্যোগ দিয়ে ধ্বংস করেছেন এবং পরবর্তী মানব সম্প্রদায়ের শিক্ষার জন্য এই সম্প্রদায়ের কাহিনী আল-কুরআনে উল্লেখ করেছেন। তদুপরি ধন-সম্পদের ক্ষয়-ক্ষতি, অসুখ-বিসুখ, ভয়ভীতি, খাদ্যের অভাব, জীবনহানীর সাহায্যে বিশ্বাসীদের ঈমান পরীক্ষা করেন। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

www.pathagar.com

وَإِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فِى ٱلْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّآ إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّىٰكُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ ٱلْإِنسَـٰنُ كَفُورًا ﴿٦٧﴾

أَفَأَمِنتُمْ أَن يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ ٱلْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا۟ لَكُمْ وَكِيلًا ﴿٦٨﴾

أَمْ أَمِنتُمْ أَن يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَىٰ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ ٱلرِّيحِ فَيُغْرِقَكُم بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا۟

لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِۦ تَبِيعًا ﴿٦٩﴾

"যখন সমুদ্রে তোমাদের উপর বিপদ আসে, তখন শুধু আল্লাহ্ ব্যতীত যাদেরকে তোমরা আহ্বান করে থাক তাদেরকে তোমরা বিস্মৃত হয়ে যাও [*বিপদের সময় আদম সন্তানরা সহজাত প্রকৃতিতে ফিরে আসে*]। অতঃপর তিনি যখন তোমাদেরকে স্থলে ভিড়িয়ে উদ্ধার করে নেন, তখন তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও [*নাফসের অবৈধ চাহিদায় মানুষ সত্যবিমুখ হয়*]। মানুষ বড়ই অকৃতজ্ঞ। তোমরা কি এ বিষয়ে নিশ্চিত রয়েছ যে, তিনি তোমাদেরকে স্থলভাগে কোথাও ভূগর্ভস্থ করবেন না [*প্রায় প্রতি বৎসরই ভূপৃষ্ঠের কোথাও না কোথাও ভূমিকম্প হয়*]। অথবা তোমাদের উপর প্রস্তর বর্ষণকারী ঘূর্ণিঝড় প্রেরণ করবেন না [*ঘূর্ণিঝড়ও প্রায় বৎসরই হয়*], তখন তোমরা নিজেদের জন্য কোন কর্মবিধায়ক পাবে না [*এক আল্লাহ তা'আলা ছাড়া যাদের ইবাদত তোমরা করো তাদের সাহায্য করার কোন ক্ষমতা নাই*]। অথবা তোমরা কি এ বিষয়ে নিশ্চিত যে, তিনি তোমাদেরকে আরেকবার সমুদ্রে নিয়ে যাবেন না, অতঃপর তোমাদের জন্য মহাঝটিকা প্রেরণ করবেন না, অতঃপর অকৃতজ্ঞতার শাস্তিস্বরূপ তোমাদেরকে নিমজ্জিত করবেন না, তখন তোমরা আমার বিরুদ্ধে এ বিষয়ে সাহায্যকারী কাউকে পাবে না।" *(১৭-বনী ইসরাঈল : ৬৭-৬৯)*

وَقَـٰرُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَـٰمَـٰنَ ۖ وَلَقَدْ جَآءَهُم مُّوسَىٰ بِٱلْبَيِّنَـٰتِ فَٱسْتَكْبَرُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ وَمَا كَانُوا۟ سَـٰبِقِينَ ﴿٣٩﴾

فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنۢبِهِۦ ۖ فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتْهُ ٱلصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ

وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَقْنَا ۚ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَـٰكِن كَانُوٓا۟ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٤٠﴾

"আমি কারূন, ফেরাউন ও হামানকে ধ্বংস করেছি। মূসা তাদের কাছে সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী নিয়ে আগমন করেছিল অতঃপর তারা দেশে দম্ভ করেছিল। কিন্তু তারা জিতে যায়নি। আমি প্রত্যেককেই তার অপরাধের কারণে পাকড়াও করেছি। তাদের কারো প্রতি প্রেরণ করেছি প্রস্তরসহ প্রচণ্ড বাতাস, কাউকে পেয়েছে বজ্রঘাত, কাউকে আমি বিলীন করেছি ভূগর্ভে এবং কাউকে করেছি নিমজ্জিত। আল্লাহ্ তাদের প্রতি জুলুমকারী ছিলেন না; কিন্তু তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি জুলুম করেছে। *(২৯-আনকাবূত : ৩৯-৪০)*

أَفَلَمْ يَرَوْا۟ إِلَىٰ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ ۚ إِن نَّشَأْ نَخْسِفْ بِهِمُ ٱلْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطْ

www.pathagar.com

عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَةً لِّكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ ۝

"তারা কি তাদের সামনের ও পশ্চাতের আকাশ ও পৃথিবীর প্রতি লক্ষ্য করে না? আমি ইচ্ছা করলে তাদেরসহ ভূমি ধসিয়ে দেব অথবা আকাশের কোন খণ্ড তাদের উপর পতিত করব। আল্লাহ্ অভিমুখী প্রত্যেক বান্দার জন্য এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে।" *(৩৪-সাবা : ৯)*

وَفِى عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلرِّيحَ ٱلْعَقِيمَ ۝ مَا تَذَرُ مِن شَىْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَٱلرَّمِيمِ ۝

"এবং নিদর্শন [*সতর্ক হওয়ার জন্য শিক্ষা*] রয়েছে তাদের [*আদ জাতি*] কাহিনীতে; যখন আমি তাদের উপর প্রেরণ করেছিলাম অশুভ বায়ু। এই বায়ু যার উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছিল : তাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়েছিল।" *(৫১-যারিয়াত : ৪১-৪২)*

كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍۭ بِٱلنُّذُرِ ۝ إِنَّآ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّآ ءَالَ لُوطٍ نَّجَّيْنَٰهُم بِسَحَرٍ ۝

"লূত সম্প্রদায় সতর্ককারীদের প্রতি মিথ্যারোপ করেছিল। আমি তাদের প্রতি প্রেরণ করেছিলাম প্রস্তর বর্ষণকারী প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড়; কিন্তু লূত পরিবারের উপর নয় [*লূত (আ.)-এর স্ত্রী ছাড়া*]। আমি তাদেরকে রাতের শেষপ্রহরে উদ্ধার করেছিলাম।" *(৫৪-ক্বামার : ৩৩, ৩৪)*

ءَأَمِنتُم مَّن فِى ٱلسَّمَآءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا هِىَ تَمُورُ ۝ أَمْ أَمِنتُم مَّن فِى ٱلسَّمَآءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ ۝

"তোমরা কি ভাবনামুক্ত হয়েছ যে, আকাশে যিনি আছেন তিনি তোমাদেরকে ভূগর্ভে বিলীন করে দেবেন না, অতঃপর তা কাঁপতে থাকবে [*ভূমিকম্প*]। না তোমরা নিশ্চিত হয়েছ যে, আকাশে যিনি আছেন, তিনি তোমাদের উপর প্রস্তর বৃষ্টি [*আগ্নেয়গিরি সদৃশ*] বর্ষণ করবেন না, অতঃপর তোমরা জানতে পারবে কেমন ছিল আমার সতর্কবাণী।" *(৬৭-মুলক : ১৬, ১৭)*

তিনিই আল্লাহ তা'আলা, যিনি শেষ বিচার দিবসে আদম সন্তানদের তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করবেন। এক দল থাকবে আল্লাহ তা'আলার সান্নিধ্যে, আর অন্য দলগুলো থাকবে আল্লাহ তা'আলার ডান ও বাম পার্শ্বে। এই তিন দলের পরিচয় সম্পর্কেও আল্লাহ তা'আলা পরিষ্কারভাবে বলেছেন। এই সকল ব্যক্তিদের আমলনামাও প্রকাশ করা হবে এবং সেগুলো কীভাবে সংরক্ষণ করেছিলেন সে সম্পর্কেও আল-কুরআনে আল্লাহ তা'আলা উল্লেখ করেছেন :

وَكُنتُمْ أَزْوَٰجًا ثَلَٰثَةً ۝ فَأَصْحَٰبُ ٱلْمَيْمَنَةِ مَآ أَصْحَٰبُ ٱلْمَيْمَنَةِ ۝ وَأَصْحَٰبُ ٱلْمَشْـَٔمَةِ مَآ أَصْحَٰبُ ٱلْمَشْـَٔمَةِ ۝

وَٱلسَّٰبِقُونَ ٱلسَّٰبِقُونَ ۝ أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلْمُقَرَّبُونَ ۝ فِى جَنَّٰتِ ٱلنَّعِيمِ ۝ ثُلَّةٌ مِّنَ ٱلْأَوَّلِينَ ۝

"এবং তোমরা তিনভাবে বিভক্ত হয়ে পড়বে। যারা ডান দিকে, [*যাদের আমলনামা*

www.pathagar.com

ডান হাতে দেয়া হবে] কত ভাগ্যবান তারা এবং যারা বাম দিকে, *[যাদের আমলনামা বাম হাতে দেয়া হবে]* কত হতভাগ্য তারা। অগ্রবর্তীগণ *[যারা আল্লাহ এবং রাসূলদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে আত্মসমর্পণকারী বান্দা হয়েছিল]* তো অগ্রবর্তীই। তারাই নৈকট্যশীল, সুখের উদ্যানসমূহে, তারা একদল পূর্ববর্তীদের মধ্যে থেকে এবং অল্পসংখ্যক পরবর্তীদের মধ্যে থেকে,

وَأَصْحَٰبُ ٱلْيَمِينِ مَآ أَصْحَٰبُ ٱلْيَمِينِ ﴿٢٧﴾ فِى سِدْرٍ مَّخْضُودٍ ﴿٢٨﴾ وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ ﴿٢٩﴾ وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ ﴿٣٠﴾ وَمَآءٍ مَّسْكُوبٍ ﴿٣١﴾

وَفَٰكِهَةٍ كَثِيرَةٍ ﴿٣٢﴾ لَّا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ ﴿٣٣﴾ وَفُرُشٍ مَّرْفُوعَةٍ ﴿٣٤﴾

"যারা ডান দিকে থাকবে, তারা কত ভাগ্যবান। তারা থাকবে কাঁটাবিহীন বদরিকা বৃক্ষে এবং কাঁদি কাঁদি কলায় এবং দীর্ঘ ছায়ায় এবং প্রবাহিত পানিতে ও প্রচুর ফল-মূলে, যা শেষ হবার নয় এবং নিষিদ্ধও নয়, আর থাকবে সমুন্নত শয্যায়।"

ثُلَّةٌ مِّنَ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿٣٩﴾ وَثُلَّةٌ مِّنَ ٱلْءَاخِرِينَ ﴿٤٠﴾ وَأَصْحَٰبُ ٱلشِّمَالِ مَآ أَصْحَٰبُ ٱلشِّمَالِ ﴿٤١﴾ فِى سَمُومٍ وَحَمِيمٍ ﴿٤٢﴾ فِى سَمُومٍ وَحَمِيمٍ ﴿٤٢﴾

وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ ﴿٤٣﴾ لَّا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ ﴿٤٤﴾ إِنَّهُمْ كَانُوا۟ قَبْلَ ذَٰلِكَ مُتْرَفِينَ ﴿٤٥﴾ وَكَانُوا۟ يُصِرُّونَ عَلَى ٱلْحِنثِ ٱلْعَظِيمِ ﴿٤٦﴾

وَكَانُوا۟ يَقُولُونَ أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَٰمًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴿٤٧﴾ أَوَءَابَآؤُنَا ٱلْأَوَّلُونَ ﴿٤٨﴾ قُلْ إِنَّ ٱلْأَوَّلِينَ وَٱلْءَاخِرِينَ ﴿٤٩﴾

لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَٰتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ﴿٥٠﴾ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا ٱلضَّآلُّونَ ٱلْمُكَذِّبُونَ ﴿٥١﴾ لَءَاكِلُونَ مِن شَجَرٍ مِّن زَقُّومٍ ﴿٥٢﴾

فَمَالِـُٔونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ ﴿٥٣﴾ فَشَٰرِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْحَمِيمِ ﴿٥٤﴾ فَشَٰرِبُونَ شُرْبَ ٱلْهِيمِ ﴿٥٥﴾ هَٰذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ ٱلدِّينِ ﴿٥٦﴾

"তাদের একদল হবে পূর্ববর্তীদের মধ্য থেকে এবং একদল পরবর্তীদের মধ্য থেকে। বামপার্শ্বস্থ লোক, কত না হতভাগা তারা।! তারা থাকবে প্রখর বাষ্পে এবং উত্তপ্ত পানিতে এবং ধুম্রকুঞ্জের ছায়ায়, যা শীতল নয় এবং আরামদায়কও নয়। তারা ইতোপূর্বে স্বাচ্ছন্দ্যশীল ছিল। তারা সদাসর্বদা ঘোরতর পাপকর্মে ডুবে থাকত। তারা বলত : আমরা যখন মরে অস্থি ও মৃত্তিকায় পরিণত হয়ে যাব, তখনও কি পুনরুত্থিত হব এবং আমাদের পূর্বপুরুষগণও! বল : পূর্ববর্তী ও পরবর্তীগণ, সবাই একত্রিত হবে এক নির্দিষ্ট দিনের নির্দিষ্ট সময়ে। অতঃপর হে পথভ্রষ্ট, মিথ্যারোপকারীগণ! তোমরা অবশ্যই ভক্ষণ করবে যাক্কুম বৃক্ষ থেকে, অতঃপর তা দ্বারা উদর পূর্ণ করবে, অতঃপর তার উপর পান করবে উত্তপ্ত পানি। পান করবে পিপাসিত উটের ন্যায়। কিয়ামতের দিন এটাই হবে তাদের আপ্যায়ন।" *(৫৬-ওয়াক্বিয়া : ৭-১৪, ২৭-৩৪, ৩৯-৫৬)*

وَإِذَا ٱلصُّحُفُ نُشِرَتْ ﴿١٠﴾

"যখন আমলনামা খোলা হবে।" *(৮১-তাক্‌ভীর : ১০)*

يَوْمَ يَقُومُ ٱلنَّاسُ لِرَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٦﴾ كَلَّآ إِنَّ كِتَٰبَ ٱلْفُجَّارِ لَفِى سِجِّينٍ ﴿٧﴾ وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا سِجِّينٌ ﴿٨﴾ كِتَٰبٌ مَّرْقُومٌ ﴿٩﴾

www.pathagar.com

كَلَّآ إِنَّ كِتَـٰبَ ٱلْأَبْرَارِ لَفِى عِلِّيِّينَ ۝ وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا عِلِّيُّونَ ۝ كِتَـٰبٌ مَّرْقُومٌ ۝ يَشْهَدُهُ ٱلْمُقَرَّبُونَ ۝

"যেদিন মানুষ দাঁড়াবে বিশ্ব প্রতিপালকের সামনে। না, কখনই না, নিশ্চয় পাপাচারীদের আমলনামা সিজ্জীনে আছে। তুমি জান, সিজ্জীন কি? এটা লিপিবদ্ধ খাতা। কখনও না, নিশ্চয় সৎলোকদের আমলনামা আছে ইল্লিয়্যীনে। তুমি জান ইল্লিয়্যীন কি? এটা লিপিবদ্ধ খাতা। আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত ফিরিশতাগণ একে প্রত্যক্ষ করে। *(৮৩-মুতাফ্‌ফিফীন : ৬-৯, ১৮-২১)*

তিনি আল্লাহ তা'আলা, যিনি বলেছেন আদম সন্তানের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে দুইটা দল আছে যদিও তারা ধর্মের এবং বিভিন্ন জাতির ভিত্তিতে বিভক্ত। এই দুই দলের একটা হচ্ছে দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ তা'আলার দল [*আল্লাহ তা'আলার আউলিয়া*] আর অন্যটা হচ্ছে শয়তানের দল *(শয়তানের আউলিয়া)*। এদের সম্পর্কে আল-কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

• أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْا۟ قَوْمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مَّا هُم مِّنكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى ٱلْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۝

أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ۖ إِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ۝ ٱتَّخَذُوٓا۟ أَيْمَـٰنَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا۟ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ۝

لَّن تُغْنِىَ عَنْهُمْ أَمْوَٰلُهُمْ وَلَآ أَوْلَـٰدُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيْـًٔا ۚ أُو۟لَـٰٓئِكَ أَصْحَـٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَـٰلِدُونَ ۝

يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُۥ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ ۖ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَىْءٍ ۚ أَلَآ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْكَـٰذِبُونَ ۝

ٱسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ ٱلشَّيْطَـٰنُ فَأَنسَىٰهُمْ ذِكْرَ ٱللَّهِ ۚ أُو۟لَـٰٓئِكَ حِزْبُ ٱلشَّيْطَـٰنِ ۚ أَلَآ إِنَّ حِزْبَ ٱلشَّيْطَـٰنِ هُمُ ٱلْخَـٰسِرُونَ ۝

إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَآدُّونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓ أُو۟لَـٰٓئِكَ فِى ٱلْأَذَلِّينَ ۝

"তুমি কি তাদের [*মোনাফেকরা*] প্রতি লক্ষ্য করনি, যারা [*ইহুদীরা*] আল্লাহর গযবে নিপতিত সম্প্রদায়ের সাথে বন্ধুত্ব করে? তারা মুসলমানদের দলভুক্ত নয় এবং তাদেরও দলভুক্ত নয়। তারা জেনে-শুনে মিথ্যা বিষয়ে শপথ করে। আল্লাহ্ তাদের জন্য কঠোর শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন। নিশ্চয় তারা যা করে, খুবই মন্দ। তারা তাদের শপথকে ঢাল করে রেখেছে, অতঃপর তারা [*মোনাফেকদের সাথে আরও অনেকেই এই দলের অন্তর্ভুক্ত*] আল্লাহর পথ থেকে মানুষকে বাধা প্রদান করে। অতএব, তাদের জন্য রয়েছে অপমানজনক শাস্তি। আল্লাহর কবল থেকে তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তাদেরকে মোটেই বাঁচাতে পারবে না। তারাই জাহান্নামের অধিবাসী, তথায় তারা চিরকাল থাকবে। যেদিন আল্লাহ তাদের সকলকে পুনরুত্থিত করবেন। অতঃপর তারা আল্লাহর সামনে শপথ করবে, যেমন তোমাদের সামনে শপথ করে। তারা মনে করবে যে, তারা কিন্তু সৎপথে আছে। সাবধান, তারাই তো আসল মিথ্যাবাদী। শয়তান তাদেরকে বশীভূত করে নিয়েছে, অতঃপর আল্লাহর স্মরণ ভুলিয়ে দিয়েছে। তারা শয়তানের দল।

www.pathagar.com

সাবধান, শয়তানের দলই ক্ষতিগ্রস্ত। নিশ্চয় যারা [*মোনাফেকদের সাথে আরও অন্যেরা যারা আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল (সা.)কে অবিশ্বাস করে*] আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে, তারাই লাঞ্ছিতদের [*শয়তানের*] দলভুক্ত।" *(৫৮-মুজাদালাহ : ৯, ১৪-২০)*

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ

أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَٰئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ

فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَٰئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٢٢﴾

"যারা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে, তাদেরকে তুমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণকারীদের সাথে বন্ধুত্ব করতে দেখবে না, যদিও তারা তাদের পিতা, পুত্র, ভ্রাতা অথবা জ্ঞাতি-গোষ্ঠী হয় [*তারা আল্লাহ তা'আলা ও রাসূল (সা.)কে সবার উপরে স্থান দিয়ে ভালোবাসে*]। তাদের অন্তরে আল্লাহ ঈমান লিখে দিয়েছেন এবং তাদেরকে শক্তিশালী করেছেন তাঁর অদৃশ্য শক্তি দিয়ে [*এ ধরনের ব্যক্তিরা সবকিছুতেই দৃঢ় সংকল্পে প্রতিষ্ঠিত থাকতে আল্লাহ তা'আলার সাহায্য প্রাপ্ত হয়ে থাকে, তাতে তাদের ঈমানের গভীরতা আরও বেড়ে যায়*]। তিনি তাদেরকে জান্নাতে দাখিল করবেন, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত। তারা তথায় চিরকাল থাকবে। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। তারাই আল্লাহর দল। জেনে রাখ, আল্লাহর দলই সফলকাম হবে [*ইহকাল ও পরকাল উভয় জায়গায়*]।" *(৫৮-মুজাদালাহ : ২২)*

তিনিই আল্লাহ তা'আলা, যিনি বায়ু প্রেরণ করেন, বৃষ্টি সৃষ্টি করেন এবং ভূ-পৃষ্ঠের মৃতদের তা দ্বারা জীবন দান করেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّىٰ إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ

فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَٰلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٥٧﴾

"তিনিই বৃষ্টির পূর্বে সুসংবাদবাহী বায়ু পাঠিয়ে দেন। এমনকি যখন বায়ুরাশি পরিপূর্ণ মেঘমালা বয়ে আনে, তখন আমি এ মেঘমালাকে একটি মৃত শহরের দিকে পাঠিয়ে দেই। অতঃপর এ মেঘ থেকে বৃষ্টিধারা বর্ষণ করি। অতঃপর পানি দ্বারা সব রকমের ফল উৎপন্ন করি। এমনিভাবে মৃতদেরকে বের করব [*শেষ বিচার দিবসে*]- যাতে তোমরা চিন্তা করো।" *(৭-আরাফ : ৫৭)*

وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ﴿٤٨﴾

لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا ﴿٤٩﴾

www.pathagar.com

وَلَقَدْ صَرَّفْنَٰهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا۟ فَأَبَىٰٓ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ﴿٥٠﴾

"তিনিই স্বীয় রহমতের [*বৃষ্টির*] প্রাক্কালে বাতাসকে সুসংবাদবাহীরূপে প্রেরণ করেন এবং পবিত্রতা অর্জনের জন্য আমি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করি, তাদ্বারা মৃত ভূভাগকে সঞ্জীবিত করার জন্য এবং আমার সৃষ্ট জীবজন্তু ও অনেক মানুষের তৃষ্ণা নিবারণের জন্য এবং আমি তা তাদের মধ্যে বিভিন্নভাবে বিতরণ করি, যাতে তারা স্মরণ করে। কিন্তু অধিকাংশ লোক অকৃতজ্ঞতা ছাড়া কিছুই করে না।" *(২৫-ফুরকান : ৪৮-৫০)*

أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِى ظُلُمَٰتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ ٱلرِّيَٰحَ بُشْرًۢا بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِهِۦٓ ۗ أَءِلَٰهٌ مَّعَ ٱللَّهِ ۚ

تَعَٰلَى ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٦٣﴾

"বল তো কে তোমাদেরকে জলে ও স্থলে অন্ধকারে পথ দেখান এবং যিনি তার অনুগ্রহের [*বৃষ্টির*] পূর্বে সুসংবাদবাহী বাতাস প্রেরণ করেন? অতএব, আল্লাহর সাথে আর অন্য কোন উপাস্য আছে কি? তারা যাকে শরীক করে, আল্লাহ তা থেকে অনেক উর্ধ্বে।" *(২৭-নমল : ৬৩)*

ٱللَّهُ ٱلَّذِى يُرْسِلُ ٱلرِّيَٰحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُۥ فِى ٱلسَّمَآءِ كَيْفَ يَشَآءُ وَيَجْعَلُهُۥ كِسَفًا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ

خِلَٰلِهِۦ ۖ فَإِذَآ أَصَابَ بِهِۦ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِۦٓ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿٤٨﴾ وَإِن كَانُوا۟ مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِۦ لَمُبْلِسِينَ ﴿٤٩﴾

"তিনি আল্লাহ, যিনি বায়ু প্রেরণ করেন, অতঃপর তা মেঘমালাকে সঞ্চারিত করে। অতঃপর তিনি মেঘমালাকে যেভাবে ইচ্ছা আকাশে ছড়িয়ে দেন এবং তাকে স্তরে স্তরে রাখেন। এরপর তুমি দেখতে পাও তার মধ্য থেকে নির্গত হয় বৃষ্টিধারা! তিনি তার বান্দাদের মধ্যে যাদেরকে ইচ্ছা পৌছান; তখন তারা আনন্দিত হয়। তারা প্রথম থেকেই তাদের প্রতি এই বৃষ্টি বর্ষিত হওয়ার পূর্বে নিরাশ ছিল। *(৩০-রূম : ৪৮, ৪৯)*

وَٱللَّهُ ٱلَّذِىٓ أَرْسَلَ ٱلرِّيَٰحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَٰهُ إِلَىٰ بَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ كَذَٰلِكَ ٱلنُّشُورُ ﴿٩﴾

"আল্লাহই বায়ু প্রেরণ করেন, অতঃপর সে বায়ু মেঘমালা সঞ্চারিত করে। অতঃপর আমি তা মৃত ভূ-খণ্ডের দিকে পরিচালিত করি, অতঃপর তা দ্বারা সে ভূ-খণ্ডকে তার মৃত্যুর পর সঞ্জীবিত করে দেই। এমনিভাবে হবে পুনরুত্থান।" *(৩৫-ফাতির : ৯)*

তিনিই আল্লাহ তা'আলা, যিনি বলেছেন, সব বিচারকদের মধ্যে তিনি শ্রেষ্ঠ বিচারক, শ্রেষ্ঠ পরিকল্পনাকারী, সব সমস্যার শ্রেষ্ঠ সমাধান ও মীমাংসাকারী, সর্ববিষয়ে তিনিই শ্রেষ্ঠ সিদ্ধান্তকারী এবং তাই সর্ববিষয়ের শ্রেষ্ঠ সিদ্ধান্ত একমাত্র তাঁর এখতিয়ারে।

www.pathagar.com

وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ

الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ

"এবং কাফেররা চক্রান্ত করেছে আর আল্লাহও কৌশল অবলম্বন করেছেন। বস্তুত আল্লাহ হচ্ছেন সর্বোত্তম কুশলী। যাদেরকে লোকেরা বলেছে যে, তোমাদের সাথে মোকাবেলা করার জন্য লোকেরা সমাবেশ করেছে বহু সাজ-সরঞ্জাম [*খন্দকের যুদ্ধের সময়*]; তাদের ভয় কর। তখন তাদের বিশ্বাস আরও দৃঢ়তর হয়ে যায় [*আল্লাহ তা'আলার উপর অগাধ বিশ্বাসের জন্য*] এবং তারা বলে, আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট; কতই না চমৎকার কামিয়াব দানকারী।" *(৩-ইমরান : ৫৪, ১৭৩)*

وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ

"আর কাফেররা যখন প্রতারণা করত [মক্কায়] তোমাকে বন্দী অথবা হত্যা করার উদ্দেশ্যে কিংবা তোমাকে বের করে দেয়ার জন্য, তখন তারা যেমন ছলনা করত তেমনি আল্লাহও ছলনা করতেন। বস্তুত আল্লাহর ছলনা সবচেয়ে উত্তম।" *(৮-আনফাল : ৩০)*

قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُم بِهِ مَا عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ

وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ

"তুমি বলে দাও : আমার কাছে প্রতিপালকের পক্ষ থেকে একটি সুস্পষ্ট প্রমাণ [*আল-কুরআন*] আছে এবং তোমরা তার প্রতি মিথ্যারোপ করছ। তোমরা যে বস্তু [*আল্লাহ তা'আলার শাস্তি*] শীঘ্র দাবী করছ, তা আমার কাছে নেই [*কাউকে শাস্তি দেয়া বা পুরস্কৃত করার মালিক রাসূল (সা.) নন*]। আল্লাহ্ ছাড়া কারো নির্দেশ চলে না [*শাস্তি আল্লাহ তা'আলার হুকুমেই হয়ে থাকে*]। তিনি সত্য বর্ণনা করেন এবং তিনিই শ্রেষ্ঠতম মীমাংসাকারী।" *(৬-আন'আম : ৫৭)*

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا

يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِوَكِيلٍ

"আর তুমি চল সে অনুযায়ী যেমন নির্দেশ আসে তোমার প্রতি এবং সবর কর, যতক্ষণ না ফয়সালা করেন আল্লাহ্। বস্তুত তিনি হচ্ছেন সর্বোত্তম ফয়সালাকারী।" *(১০-ইউনুস : ১০৯)*

وَنَادَىٰ نُوحٌ رَّبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ

www.pathagar.com

"আর নূহ তার প্রতিপালককে ডেকে বলল : হে পরওয়ারদেগার, আমার পুত্র তো আমার পরিজনদের অন্তর্ভুক্ত; আর আপনার ওয়াদাও নিঃসন্দেহে সত্য আর আপনিই সর্বাপেক্ষা ফয়সালাকারী।" *(১১-হূদ : ৪৫)*

فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُم مَّوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ وَمِن قَبْلُ
مَا فَرَّطتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّىٰ يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ

"অতঃপর যখন তারা [*ইউসুফের (আ.) ভাইয়েরা*] তার কাছ থেকে নিরাশ হয়ে গেল, তখন পরামর্শের জন্য এখানে বসল। তাদের জ্যেষ্ঠ ভাই বলল : তোমরা কি জান না যে, পিতা তোমাদের কাছ থেকে আল্লাহর নামে অঙ্গীকার নিয়েছেন এবং পূর্বে ইউসুফের ব্যাপারেও তোমরা অন্যায় করেছ? অতএব আমি তো কিছুতেই এ দেশ ত্যাগ করব না, যে পর্যন্ত না পিতা আমাকে আদেশ দেন অথবা আল্লাহ আমার জন্য কোন ব্যবস্থা করে দেন। তিনিই সর্বোত্তম ব্যবস্থাপক।" *(১২-ইউসুফ : ৮০)*

وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ

"তোমরা যে বিষয়েই মতভেদ করো, তার ফয়সালা আল্লাহর কাছে সোপর্দ। ইনিই আল্লাহ আমার প্রতিপালক। আমি তারই উপর নির্ভর করি এবং তারই অভিমুখী হই।" *(৪২-শূরা : ১০)*

رَّبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا

"তিনি পূর্ব ও পশ্চিমের অধিকর্তা। তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। অতএব, তাকেই গ্রহণ কর কর্মবিধায়করূপে।" *(৭৩-মুযযাম্মিল : ৯)*

يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِّلَّهِ

"যেদিন কেউ কারও কোন উপকার করতে পারবে না এবং সেদিন সব কর্তৃত্ব হবে আল্লাহর [*দুনিয়ার ও আখেরাতের সব কর্তৃত্ব আল্লাহ তা'আলার এখতিয়ারে*]।" *(৮২-ইনফিতার : ১৯)*

তিনিই আল্লাহ তা'আলা, যিনি আদম সন্তানকে হিদায়েত প্রদান করেন। যাকে খুশি তিনি হিদায়েত দান করেন, আর যাকে খুশি হিদায়েত থেকে দূরে রাখেন। আল-কুরআন থেকে এ সম্পর্কে জানা যায় :

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

"আমি সব পয়গম্বরকেই তাদের স্বজাতির ভাষাভাষী করেই প্রেরণ করেছি, যাতে তাদেরকে পরিষ্কার বুঝাতে পারে। অতঃপর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে ইচ্ছা সৎপথ প্রদর্শন করেন। তিনি পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়।" *(১৪-ইব্রাহীম : ৪)*

www.pathagar.com

إِن تَحْرِصْ عَلَىٰ هُدَىٰهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَن يُضِلُّ ۖ وَمَا لَهُم مِّن نَّٰصِرِينَ ﴿٣٧﴾

"তুমি তাদেরকে সুপথে আনতে আগ্রহী হলেও [*রাসূলের (সা.) দায়িত্ব ছিল শুধুমাত্র দাওয়াত পৌছে দেয়া*] আল্লাহ যাকে বিপথগামী করেন তিনি তাকে পথ দেখান না এবং তাদের কোন সাহায্যকারীও নেই।" *(১৬-নাহল : ৩৭)*

لَّقَدْ أَنزَلْنَآ ءَايَٰتٍ مُّبَيِّنَٰتٍ ۚ وَٱللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٤٦﴾

"আমি তো সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ অবতীর্ণ করেছি। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সরল পথে পরিচালনা করেন।" *(২৪-নূর : ৪৬)*

ٱللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِتَٰبًا مُّتَشَٰبِهًا مَّثَانِىَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ

جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِۦ مَن يَشَآءُ ۚ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُۥ مِنْ هَادٍ ﴿٢٣﴾

"আল্লাহ উত্তম বাণী [*আল-কুরআন*] তথা কিতাব নাযিল করেছেন, যা সামঞ্জস্যপূর্ণ, পুনঃ পুনঃ পঠিত। এতে তাদের লোম কাঁটা দিয়ে উঠে চামড়ার উপর, যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করে, এরপর তাদের চামড়া ও অন্তর আল্লাহর স্মরণে বিনম্র হয়। এটাই আল্লাহর পথনির্দেশ, এর মাধ্যমে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথপ্রদর্শন করেন। আর আল্লাহ যাকে গোমরাহ করেন, তার কোন পথপ্রদর্শক নেই।" *(৩৯-যুমার : ২৩)*

যারা হিদায়েত অনুসন্ধান করবে তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই হিদায়েতের পথ প্রদর্শন করবেন। পবিত্র আল-কুরআনের মর্মস্পর্শী বাণী তাদের হৃদয় ছুয়ে যায়, যারা আল্লাহ তা'আলার আসল পরিচয় অনুসন্ধানে আত্মনিয়োগ করেন। যারা অন্য ধর্ম থেকে ধর্মান্তর হয়ে ইসলামী দ্বীনের আলোতে প্রবেশ করেছেন তাদের বক্তব্য থেকে জানা যায়, আল-কুরআন কীভাবে তাদেরকে সত্য পথের দিকে আকৃষ্ট করেছিল। রাসূল (সা.) আল-কুরআনের পবিত্র বাণী যেভাবে মানুষের কাছে পৌছে দিয়েছেন বর্তমানে মুসলিমদের দায়িত্ব হচ্ছে তেমনভাবে দুনিয়ার মানুষের কাছে পৌছে দেয়া, যাতে তারাও আল-কুরআনের উৎকৃষ্টতার সম্পর্কে সাক্ষ্য হতে পারেন। অতঃপর যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে তারা হিদায়েত প্রাপ্ত হবে না আর যারা সত্য অনুসন্ধানী তারা ইনশাআল্লাহ সত্যের আলোতে অনুপ্রবেশ করে হিদায়েত প্রাপ্ত হবেন, বস্তুত আল্লাহ তা'আলা সবার অন্তরের খবর রাখেন। তৎকালীন আরব সমাজের অনেকেই আল-কুরআনের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে নিশ্চিত হয়েও ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেনি। রাসূল (সা.)-এর পিতৃতুল্য আবু তালেব ছিলেন তাদের মধ্যে একজন। রাসূল (সা.) অনেক চেষ্টা করেও তাকে হিদায়েতের পথে আনতে পারেননি অর্থাৎ নিজের উদ্যোগ এবং আল্লাহ তা'আলার

www.pathagar.com

নির্দেশ ছাড়া কেউ হিদায়েত প্রাপ্ত হতে পারেন না। এ সম্পর্কে প্রতিটি আদম সন্তানের ধীশক্তি ব্যবহার করে আল্লাহ তা'আলার আসল পরিচয় সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করার দায়িত্ব রয়েছে।

তিনিই আল্লাহ তা'আলা, যিনি ঈমানদার, বিশ্বাসী ইবাদুর রহমানের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সুস্পষ্টভাবে তাঁর পবিত্র কালাম আল-কুরআনে বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا ﴿٦٣﴾

وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا ﴿٦٤﴾ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ ۖ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ﴿٦٥﴾

إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ﴿٦٦﴾ وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا ﴿٦٧﴾

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ

يَلْقَ أَثَامًا ﴿٦٨﴾ يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا ﴿٦٩﴾

إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٧٠﴾

وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا ﴿٧١﴾ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا ﴿٧٢﴾

وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا ﴿٧٣﴾

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴿٧٤﴾

"রহমানের বান্দা তারাই, যারা পৃথিবীতে নম্রভাবে চলাফেরা করে এবং তাদের সাথে যখন মূর্খরা কথা বলতে থাকে, তখন তারা বলে সালাম এবং যারা রাত্রি যাপন করে প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে সিজদাবনত হয়ে ও দণ্ডায়মান হয়ে; এবং যারা বলে, হে আমার প্রতিপালক, আমাদের কাছে থেকে জাহান্নামের শাস্তি দূরে রাখ। নিশ্চয় এর শাস্তি নিশ্চিত বিনাশ; বসবাস ও অবস্থানস্থল হিসেবে তা কত নিকৃষ্ট জায়গা এবং তারা যখন ব্যয় করে, তখন অযথা ব্যয় করে না, কৃপণতাও করে না এবং তাদের পন্থা হয় এতদুভয়ের মধ্যবর্তী এবং যারা আল্লাহর সাথে অন্য উপাস্যের ইবাদত করে না, আল্লাহ যার হত্যা অবৈধ করেছেন, সঙ্গত কারণ ব্যতীত তাকে হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না। যারা এ কাজ করে, তারা শাস্তির সম্মুখীন হবে। কিয়ামতের দিবসে তাদের শাস্তি দ্বিগুন হবে এবং তথায় লাঞ্ছিত অবস্থায় চিরকাল বসবাস করবে। কিন্তু যারা তাওবা করে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাদের গোনাহকে পুণ্য দ্বারা পরিবর্তিত করে দেবেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। যে তাওবা করে সৎকর্ম করে, সে ফিরে আসার স্থান আল্লাহর দিকে ফিরে আসে এবং যারা মিথ্যা কাজে যোগদান করে না

www.pathagar.com

এবং যখন অসার ক্রিয়াকর্মের সম্মুখীন হয়, তখন মান রক্ষার্থে ভদ্রভাবে চলে যায় এবং যাদেরকে তাদের প্রতিপালকের আয়াতসমূহ [*আল-কুরআনের বিধি ব্যবস্থাসমূহ*] বুঝানো হলে তাতে অন্ধ ও বধির সদৃশ আচরণ করে না এবং যারা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের স্ত্রীদের পক্ষ থেকে এবং আমাদের সন্তানদের পক্ষ থেকে আমাদের জন্য চোখের শীতলতা দান করো এবং আমাদেরকে মুত্তাকীদের জন্য আদর্শস্বরূপ করো।" *(২৫-ফুরকান : ৬৩-৭৪)*

পরকালে ইবাদুর রহমানরা কী রকম পুরস্কার প্রাপ্ত হবেন, সে সম্পর্কে দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ তা'আলা তার বান্দাদের অবহিত করেছেন।

أُوْلَٰٓئِكَ يُجْزَوْنَ ٱلْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُواْ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَٰمًا ﴿٧٥﴾ خَٰلِدِينَ فِيهَا ۚ حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ﴿٧٦﴾

"তাদেরকে তাদের সবরের প্রতিদানে জান্নাতে কক্ষ দেয়া হবে এবং তাদেরকে তথায় দোয়া ও সালাম সহকারে অভ্যর্থনা করা হবে। তথায় তারা চিরকাল বসবাস করবে। অবস্থানস্থল ও বাসস্থান হিসেবে তা কত উত্তম!" *(২৫-ফুরকান : ৭৫, ৭৬)*

তিনিই আল্লাহ তা'আলা, যিনি মুসলিমদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট নির্দেশনাবলী দিয়েছেন, যেমন, (১) আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত বিধানকে সংঘবদ্ধভাবে ধরে রাখা এবং ন্যায়নীতিসম্পন্ন শাসন প্রতিষ্ঠিত ও অন্যায় প্রতিহত করার, এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَٱعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواْ ۚ وَٱذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَآءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم

بِنِعْمَتِهِۦٓ إِخْوَٰنًا وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ ٱلنَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَٰتِهِۦ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٠٣﴾

وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ ۚ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ ۗ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ

لَكَانَ خَيْرًا لَّهُم ۚ مِّنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفَٰسِقُونَ ﴿١١٠﴾

"আর তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জুকে [*আল-কুরআন*] সুদৃঢ় হস্তে ধারণ করো; পরস্পরে বিচ্ছিন্ন হয়ো না। আর তোমরা সে নিয়ামতের কথা স্মরণ করো, যা আল্লাহ তোমাদেরকে দান করেছেন। তোমরা পরস্পর শত্রু ছিলে [*আরবীয়দের গোত্রভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা ও সর্বদাই ঝগড়া বিবাদে লিপ্ত থাকতো*]। অতঃপর আল্লাহ তোমাদের মনে সম্প্রীতি দান করেছেন। ফলে, এখন তোমরা তার অনুগ্রহের কারণে পরস্পর ভাই ভাই হয়েছ। তোমরা এক অগ্নিকুণ্ডের পাড়ে অবস্থান করেছিলে। অতঃপর তা থেকে তিনি তোমাদেরকে মুক্তি দিয়েছেন। এভাবেই আল্লাহ নিজের নিদর্শনসমূহ প্রকাশ করেন, যাতে তোমরা হিদায়েত প্রাপ্ত হতে পার। আর

www.pathagar.com

তোমাদের মধ্যে এমন দল থাকা উচিত যারা আহ্বান জানাবে সৎকর্মের প্রতি, নির্দেশ দিবে ভালো কাজের এবং বারণ করবে অন্যায় কাজ থেকে, আর তারাই হলো সফলকাম। তোমরাই হলে সর্বোত্তম উম্মত, মানবজাতির কল্যাণের জন্যেই তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে। তোমরা সৎকাজের নির্দেশ দান করবে ও অন্যায় কাজে বাধা দেবে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে। আর আহ্লে কিতাবরা যদি ঈমান আনতো, তাহলে তা তাদের জন্যে মঙ্গলকর হতো। তাদের মধ্যে কিছু তো রয়েছে ঈমানদার আর অধিকাংশই হলো পাপাচারী।" *(৩-ইমরান : ১০৩, ১০৪, ১১০)*

(২) আল্লাহ তা'আলার ব্যাপারে সচেতন হয়ে সর্বক্ষেত্রে ন্যায়নীতিতে প্রতিষ্ঠিত থাকা এবং আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য যথাসাধ্য সংগ্রাম করা। যারা এ কাজ করবেন তারা আল্লাহ তা'আলার দৃষ্টিতে অন্য মুসলমানদের তুলনায় স্বতন্ত্র। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴿١٠٢﴾

وَلَا تَكُونُوا۟ كَٱلَّذِينَ تَفَرَّقُوا۟ وَٱخْتَلَفُوا۟ مِنۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْبَيِّنَـٰتُ ۚ وَأُو۟لَـٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٠٥﴾

"হে ঈমানদারগণ, আল্লাহকে যেমন ভয় করা উচিত ঠিক তেমনভাবে ভয় করতে থাক এবং অবশ্যই মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না। আর তাদের [*খৃষ্টান ও ইহুদী*] মতো হয়ো না, যারা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে এবং নিদর্শনসমূহ [*আল-কুরআন ও রাসূল (সা.)*] আসার পরও বিরোধিতা করতে শুরু করেছে তাদের জন্য রয়েছে ভয়ঙ্কর আযাব।" *(৩-ইমরান : ১০২, ১০৫)*

لَّا يَسْتَوِى ٱلْقَـٰعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُو۟لِى ٱلضَّرَرِ وَٱلْمُجَـٰهِدُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ ۚ ﴿٩٥﴾

"গৃহে উপবিষ্ট মুসলমান- যাদের কোন সঙ্গত ওজর নেই [*আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য সংগ্রাম করতে যাদের আর্থিক ও শারীরিক যোগ্যতা আছে*] এবং ঐ মুসলমান যারা জান ও মাল দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ [*সংগ্রাম*] করে- সমান নয়।" *(৪-নিসা : ৯৫)*

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَهَاجَرُوا۟ وَجَـٰهَدُوا۟ بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَوا۟ وَّنَصَرُوٓا۟ أُو۟لَـٰٓئِكَ

بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَلَمْ يُهَاجِرُوا۟ مَا لَكُم مِّن وَلَـٰيَتِهِم مِّن شَىْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا۟ ۚ وَإِنِ

ٱسْتَنصَرُوكُمْ فِى ٱلدِّينِ فَعَلَيْكُمُ ٱلنَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍۭ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَـٰقٌ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٧٢﴾

"এতে কোন সন্দেহ নেই যে, যারা ঈমান এনেছে, দেশ ত্যাগ করেছে, স্বীয় জান ও মাল দিয়ে আল্লাহর রাহে জিহাদ করেছে এবং যারা তাদেরকে আশ্রয় ও সাহায্য সহায়তা দিয়েছে, তারা একে অপরের সহায়ক। আর যারা ঈমান এনেছে

www.pathagar.com

কিন্তু দেশ ত্যাগ করেনি তাদের বন্ধুত্ব তোমাদের প্রয়োজন নেই যতক্ষণ না তারা দেশ ত্যাগ করে। অবশ্য যদি তারা ধর্মীয় ব্যাপারে তোমাদের সহায়তা কামনা করে, তবে তাদের সাহায্য করা তোমাদের কর্তব্য। কিন্তু তোমাদের সাথে যাদের সহযোগী-চুক্তি বিদ্যমান রয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে নয়। বস্তুত তোমরা যা কিছু করো, আল্লাহ সে সবই দেখেন। আর যারা ঈমান এনেছে, নিজেদের ঘর-বাড়ী ছেড়েছে এবং আল্লাহর রাহে সংগ্রাম করেছে এবং যারা তাদেরকে আশ্রয় দিয়েছে, সাহায্য-সহায়তা করেছে, তারাই হলো সত্যিকার মুসলমান। তাদের জন্য রয়েছে, ক্ষমা ও সম্মানজনক রুযী। আর যারা ঈমান এনেছে পরবর্তী পর্যায়ে এবং ঘর-বাড়ী ছেড়েছে এবং তোমাদের সাথে সম্মিলিত হয়ে জিহাদ করেছে, তারাও তোমাদেরই অন্তর্ভুক্ত। বস্তুত যারা আত্মীয়, আল্লাহর বিধান মতে তারা পরস্পর বেশী হকদার। নিশ্চয়ই আল্লাহ যাবতীয় বিষয়ে সক্ষম ও অবগত।" *(৮-আনফাল : ৭২, ৭৪, ৭৫)*

الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِندَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ۝

يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُم بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَّهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ ۝

خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ۝

"যারা ঈমান এনেছে, দেশ ত্যাগ করেছে এবং আল্লাহর রাহে নিজেদের মাল ও জান দিয়ে জিহাদ করেছে; তাদের বড় মর্যাদা রয়েছে আল্লাহর কাছে আর তারাই সফলকাম। তাদের সুসংবাদ দিচ্ছেন তাদের পরওয়ারদেগার স্বীয় দয়া ও সন্তোষের এবং জান্নাতের, সেখানে আছে তাদের জন্য স্থায়ী শান্তি। তথায় তারা থাকবে চিরদিন। নিঃসন্দেহে আল্লাহর কাছে আছে মহাপুরস্কার।" *(৯-তাওবা : ২০-২২)*

রাসূল (সা.)-এর সাথে মাক্কা থেকে মদীনায় যারা হিজরত করেছিলেন [*তারা মুহাজির*] আর মদীনায় যারা মুহাজিরদেরকে আশ্রয় দিয়ে সর্ববিষয়ে সাহায্য করেছিলেন [*আনসার*], তাদের কথাই উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা উল্লেখ করেছেন। মুসলিম উম্মতের মধ্যে তাদের মর্যাদা হচ্ছে সবার উপরে। কারণ তারা জান-মাল দিয়ে সর্বতোভাবে রাসূলকে (সা.) সাহায্য করে আল্লাহ তা'আলার পথে দিবানিশি জিহাদ [*সংগ্রাম*] করেছেন। এই আয়াত তাদের সম্পর্কে নাযিল হলেও, আজও মুসলিম উম্মতের জন্য প্রযোজ্য কারণ আল-কুরআনের বিধান বা আয়াত সর্বকালের সকলের জন্য গ্রহণযোগ্য করে আল্লাহ তা'আলা সংরক্ষণ করেছেন। তবে তৎকালীন মক্কা-মদীনার সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় অবস্থা আর আজকের মুসলিমদের পরিস্থিতি অনেকাংশে এক রকম নয়, তাই এই আয়াতের বিধান সঠিকভাবে প্রয়োগ করার ব্যাপারে মুসলিমদের সতর্ক হওয়ার এবং

www.pathagar.com

পরিস্থিতি অনুসারে সঠিক ব্যাখ্যার যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। আরবী ভাষায় পণ্ডিত ও বিশ্বের সার্বিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে জ্ঞানী কোন আলেম বা স্কলার, যারা মুসলিম উম্মতে সর্বসম্মতিক্রমে স্বীকৃতি পেয়েছেন তাদের ব্যাখ্যা ছাড়া নিজেদের প্রবৃত্তির চাহিদা অনুযায়ী কোন ব্যাখ্যাই গ্রহণযোগ্য নয়। বিশেষভাবে সূরা আত-তাওবার বেশ কিছু আয়াত সম্পর্কে সঠিক ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে, তা না হলে এই আয়াতের ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে বিভ্রান্ত হওয়ার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। এই আয়াতে জিহাদের কথা আল্লাহ তা'আলা উল্লেখ করেছেন, জিহাদ বা সংগ্রাম করা মুসলিমদের জীবন যাপনের একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ। দৈনন্দিন জীবনে প্রতি ক্ষেত্রেই তাদেরকে ন্যায়নীতি অবলম্বনে, পাপ কাজকে পরিহার করার ক্ষেত্রে নিজ প্রবৃত্তির সাথে সংগ্রাম করতে হয়, যাকে বলা হয় নাফস চাহিদার সাথে জিহাদ। ইসলামী মূল্যবোধে আত্মসমর্পণের মাধ্যমে জীবন যাপন করতে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্যই এগুলো করা হয়। তদুপরি নিজের আত্মত্যাগ বা জীবন উৎসর্গ করে জিহাদ করার প্রয়োজন অবশ্যই আছে তবে আত্মত্যাগ ও জীবন উৎসর্গ করে জিহাদ করার ব্যাপারে ইসলামী শরীয়তে একটা সুস্পষ্ট নির্দেশনাবলী ও নীতিমালা এবং ব্যবস্থা দেয়া আছে। এই নির্দেশনাবলীর বহির্ভূত কোন পথেই আত্মত্যাগ বা জীবন উৎসর্গ করা জিহাদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না। যা হোক, জিহাদ সম্পর্কে ইসলামী বিধি-নিষেধ প্রয়োগ করার জন্য দরকার হয় ইসলামী জীবনাদর্শে প্রদত্ত মূল্যবোধের আলোকে প্রতিষ্ঠিত সরকার অথবা একটা সুসংহত দল, যাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠিত করে সব রকম অন্যায়ের প্রতিরোধে আত্মনিয়োগ করা এবং জাতি ধর্ম নির্বিশেষে মানুষের কল্যাণে ও শান্তি র জন্য নিজেদের কার্যকলাপের মাধ্যমে উৎকৃষ্ট উদাহরণ সৃষ্টি করা, যেভাবে রাসূল (সা.)-এর উত্তরসূরি সাহাবারা করেছেন। জিহাদের নামে অযথা ধর্মমত নির্বিশেষে নিরীহ, নির্দোষ মানুষ হত্যা ও মাল নষ্ট করা জিহাদ হতে পারে না কারণ এ সমস্ত কর্ম ইসলামী উৎকৃষ্ট বিধিবিধানের বিরোধী বরং আসল জিহাদ হচ্ছে এগুলোর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা। অথচ বর্তমানে দুর্ভাগ্যবশতঃ মুসলিমদের একটা দল এই আয়াতসহ আল-কুরআনের আরো বিশেষ কিছু আয়াতের ভিত্তিতে যে সমস্ত ধ্বংসাত্মক কাজে জড়িত আছেন, তাতে নিঃসন্দেহে বলা যায় তারা প্রকৃত অর্থ বুঝায় বা ব্যাখ্যায় মস্তবড় ভুল করছেন। জিহাদের নামে তাদের কার্যকলাপ ইসলামের মত শান্তিপূর্ণ ধর্মের ক্ষতি এবং অপবাদ ছাড়া বিশ্বের সংকটময় পরিস্থিতিতে শান্তির জন্য অর্থবহ কোন সমাধান দিচ্ছে না বরং তাদের নাফস প্রবৃত্তি যে তাদেরকে ইসলামের নামে এই ধ্বংসাত্মক কাজে অনুপ্রেরণা দিচ্ছে তা বিশ্ববাসীর কাছে সুস্পষ্ট হয়েছে। তাদের অনৈতিক কার্যকলাপের দৃষ্টান্তকে ব্যবহার করে ইসলাম বিরোধী শক্তি যারা বরাবরই আল-কুরআনকে

www.pathagar.com

সাম্প্রদায়িক কিতাব বলে আখ্যাত করেন তারা আরো সক্রিয়ভাবে ইসলাম ও আল-কুরআনের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালিয়ে মুসলিমদেরকে ঢালাওভাবে সন্ত্রাসী হিসেবে ঘোষণা দিয়েছেন। তাতে নিজস্ব দেশ ছাড়াও সারাবিশ্বে মুসলিমদের জীবন যাপন পর্যায়ক্রমে কঠিন থেকে কঠিনতর হচ্ছে। সুতরাং আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করে এই বিভ্রান্ত জিহাদীদের ব্যাপারে সতর্ক হওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আল-কুরআন আল্লাহ তা'আলার পবিত্র কালাম, যা মানব জাতিকে অবিশ্বাসের অন্ধকার ও অনৈতিক, সহিংস, প্রতিহিংসা, ঔদ্ধত্য মনোবৃত্তি এবং সন্ত্রাসমূলক জীবন যাপন থেকে উদ্ধার করে বিশ্বাসের আলোকে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্যই নাযিল হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

الٓرۚ كِتَٰبٌ أَنزَلۡنَٰهُ إِلَيۡكَ لِتُخۡرِجَ ٱلنَّاسَ مِنَ ٱلظُّلُمَٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذۡنِ رَبِّهِمۡ إِلَىٰ صِرَٰطِ ٱلۡعَزِيزِ ٱلۡحَمِيدِ ١

"আলিফ-লাম-রা; এটি [*আল-কুরআন*] একটি গ্রন্থ, যা আমি তোমার প্রতি নাযিল করেছি– যাতে তুমি মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করে আন- পরাক্রান্ত, প্রশংসার যোগ্য প্রতিপালকের নির্দেশে তারই পথের দিকে।" *(১৪-ইব্রাহীম : ১)*

তবে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সকলের মনে রাখতে হবে যে, এই মর্যাদাবান, প্রজ্ঞাবান ও আলোকোজ্জ্বল কিতাব থেকে সকলেই সঠিক পথনির্দেশ পাবে না, তার জন্য দরকার হয় বিশুদ্ধ অন্তঃকরণ, হেদায়েত অনুসন্ধানে একাগ্রচিত্ত এবং আল-কুরআনের বিধিনিষেধ অবলম্বনে জীবন যাপন করতে দৃঢ় প্রত্যয়। তারা একনিষ্ঠভাবে আল-কুরআন পাঠ অথবা শ্রবণ করবে এবং তা থেকে সর্বোত্তম আদর্শ গ্রহণ করে জীবন যাপন করবে। এ প্রসঙ্গে তিনিই আল্লাহ তা'আলা, যিনি বলেছেন :

إِنَّ هَٰذَا ٱلۡقُرۡءَانَ يَهۡدِي لِلَّتِي هِيَ أَقۡوَمُ وَيُبَشِّرُ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعۡمَلُونَ ٱلصَّٰلِحَٰتِ أَنَّ لَهُمۡ أَجۡرٗا كَبِيرٗا ٩

"এই কুরআন এমন পথ প্রদর্শন করে, যা সর্বাধিক সরল এবং সৎকর্মপরায়ণ মু'মিনদেরকে সুসংবাদ দেয় যে, তাদের জন্য মহাপুরস্কার রয়েছে।" *(১৭-বনী ইসরাঈল : ৯)*

ٱلَّذِينَ يَسۡتَمِعُونَ ٱلۡقَوۡلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحۡسَنَهُۥٓۚ أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ هَدَىٰهُمُ ٱللَّهُۖ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمۡ أُوْلُواْ ٱلۡأَلۡبَٰبِ ١٨

ٱللَّهُ نَزَّلَ أَحۡسَنَ ٱلۡحَدِيثِ كِتَٰبٗا مُّتَشَٰبِهٗا مَّثَانِيَ تَقۡشَعِرُّ مِنۡهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَخۡشَوۡنَ رَبَّهُمۡ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمۡ وَقُلُوبُهُمۡ

إِلَىٰ ذِكۡرِ ٱللَّهِۚ ٢٣

"যারা মনোনিবেশসহ কথা শুনে, অতঃপর যা উত্তম, তার অনুসরণ করে। তাদেরকেই আল্লাহ সৎপথ প্রদর্শন করেন এবং তারাই বুদ্ধিমান। আল্লাহর উত্তম বাণী তথা কিতাব নাযিল করেছেন, যা সামঞ্জস্যপূর্ণ [*ভাবার্থে কোথাও গরমিল নাই*], পুনঃ

www.pathagar.com

পুনঃ পঠিত। এতে তাদের [*আল্লাহ তা'আলার প্রতি ভালোবাসা ও ভয়ে মু'মিনদের*] লোম কাঁটা দিয়ে উঠে চামড়ার উপর, যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করে, এরপর তাদের চামড়া ও অন্তর আল্লাহর স্মরণে বিনম্র হয়।" *(৩৯-যুমার : ১৮, ২৩)*

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُۥ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى ٱلسَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ﴿٣٧﴾

"এতে উপদেশ রয়েছে তার জন্য, যার অনুধাবন করার মতো অন্তর [*যে আল-কুরআন বুঝে হেদায়েত গ্রহণে ইচ্ছুক*] রয়েছে অথবা সে নিবিষ্ট মনে শ্রবণ করে।" *(৫০-ক্বাফ : ৩৭)*

অতএব যারা এর বিপরীতে আচরণ করবে তারা আল-কুরআনে বিশ্বাস করেও আল-কুরআন থেকে প্রকৃতভাবে হেদায়েত প্রাপ্ত হতে পারবে না অর্থাৎ আল-কুরআনের গভীর ভাবার্থ বুঝতে তাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা সাহায্য করবেন না। কারণ তারা প্রকৃত হেদায়েতের জন্য আল-কুরআন থেকে উপদেশ গ্রহণ করেন না। এ সম্পর্কে তিনিই আল্লাহ্ তা'আলা, যিনি বলেছেন :

ذَٰلِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِۦ مَن يَشَآءُ ۚ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُۥ مِنْ هَادٍ ﴿٢٣﴾

إِنَّآ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ لِلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ ۖ فَمَنِ ٱهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِۦ ۖ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۖ وَمَآ أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٍ ﴿٤١﴾

"এটাই আল্লাহর পথনির্দেশ, এর মাধ্যমে আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা পথপ্রদর্শন করেন। আর আল্লাহ যাকে গোমরাহ করেন, তার কোন পথপ্রদর্শক নেই। আমি তোমার প্রতি সত্য ধর্মসহ কিতাব নাযিল করেছি মানুষের কল্যাণকল্পে। অতঃপর যে সৎপথে আসে, সে নিজের কল্যাণের জন্যই আসে, আর যে পথভ্রষ্ট হয়, সে নিজেরই অনিষ্টের জন্যই পথভ্রষ্ট হয়। তুমি তাদের জন্য দায়ী নও।" *(৩৯-যুমার : ২৩, ৪১)*

(৩) অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসেবে তারা গ্রহণ করবেন :

لَّا يَتَّخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَٰفِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۖ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ ٱللَّهِ فِى شَىْءٍ إِلَّآ أَن

تَتَّقُوا۟ مِنْهُمْ تُقَىٰةً ۗ وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَهُۥ ۗ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ ﴿٢٨﴾

"মু'মিনগণ যেন অন্য মু'মিনকে ছেড়ে কোন কাফেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে [*বন্ধুত্বের কারণে যদি ইসলামী বিধান পালনে বাধাবিঘ্নের সৃষ্টি হয় অথবা অন্য মুসলিমের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তখন অমুসলিমদের কোন সাহায্যই আল্লাহ তা'আলার বিধানে গ্রহণযোগ্য নয়*]। যারা এরূপ করবে আল্লাহর সাথে তাদের কোন সম্পর্ক থাকবে না। তবে যদি তোমরা তাদের পক্ষ থেকে কোন অনিষ্টের আশঙ্কা করো, তাহলে তাদের সাথে সাবধানতার সাথে থাকবে। আল্লাহ্ তার [*অসন্তুষ্টি ও রাগ*] সম্পর্কে তোমাদের সতর্ক করেছেন এবং সবাইকে তার কাছে ফিরে যেতে হবে।" *(৩-ইমরান : ২৮)*

www.pathagar.com

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ ٱلْكَٰفِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۚ أَتُرِيدُونَ أَن تَجْعَلُوا۟ لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَٰنًا مُّبِينًا ﴿١٤٤﴾

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা মুসলমানদের ব্যতিরেকে কাফেরদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করিও না। তোমরা কি এমনটি করে নিজের উপর আল্লাহর প্রকাশ্য দলিল কায়েম করে দিবে [*আল্লাহ তা'আলার আদেশ অমান্য করে কি নিজেদের উপর আল্লাহ তা'আলার শাস্তি কামনা করছ*]? *(৪-নিসা : ১৪৪)*

• يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَٰرَىٰٓ أَوْلِيَآءَ ۘ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُۥ

مِنْهُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿٥١﴾

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا۟ دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ مِن قَبْلِكُمْ وَٱلْكُفَّارَ

أَوْلِيَآءَ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٥٧﴾

وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ ٱتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ ﴿٥٨﴾

"হে মু'মিনগণ! তোমরা ইহুদী ও খৃষ্টানদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ্ যালিমদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না। হে মু'মিনগণ, আহ্লে কিতাবীদের [*ইহুদী ও খৃষ্টান*] মধ্য থেকে যারা তোমাদের ধর্মকে উপহাস ও খেলা মনে করে, তাদেরকে এবং অন্যান্য কাফেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। আল্লাহকে ভয় করো, যদি তোমরা ঈমানদার হও। আর যখন তোমরা নামাযের জন্যে আহ্বান করো, তখন তারা একে উপহাস ও খেলা বলে মনে করে।" *(৫-মায়িদা : ৫১, ৫৭, ৫৮)*

وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتْنَةٌ فِى ٱلْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ ﴿٧٣﴾

"আর যারা কাফের তারা পারস্পরিক সহযোগী, বন্ধু। তোমরা যদি এমন ব্যবস্থা না করো, তবে দাঙ্গা-হাঙ্গামা বিস্তার লাভ করবে এবং দেশময় বড়ই অকল্যাণ হবে।" *(৮-আনফাল : ৭৩)*

উপরোক্ত আয়াত হচ্ছে মুসলিমদের জন্য অত্যন্ত অর্থবহ এবং গুরুত্বপূর্ণ। তাই প্রসিদ্ধ আলেমদের সঠিক ব্যাখ্যা ছাড়া এই আয়াত পড়েই কোন অবিশ্বাসীদের ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত নেয়া উচিত নয়। অথচ বর্তমানে মুসলিমদের অনেকেই, বিশেষ করে দেশ শাসনে যারা জড়িত আছেন, তারা ব্যক্তি বা গোষ্ঠী স্বার্থে মুসলিমদের পরিবর্তে অমুসলিমদেরকে অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেছেন তাতে মুসলিম উম্মতের যথেষ্ট ক্ষতি হচ্ছে। অন্যথা মুসলিমদের এক দল কোন বাছবিচার না করে সব অমুসলিমদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা দিয়ে বিশ্বব্যাপী

www.pathagar.com

অশান্তির সৃষ্টি করেছেন। এখানে এই আয়াতের বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেয়া সম্ভব নয়। তবে পাঠকদের কাছে অনুরোধ থাকবে যে, এই আয়াতের যথার্থ ব্যাখ্যা না পড়ে কারও ব্যাপারেই কোন সিদ্ধান্ত নিবেন না। তবে অমুসলিমদের পক্ষ থেকে কোন বিপদের আশঙ্কা থাকলে কী ধরনের আচরণ করতে হবে সে ব্যাপারে ইবনে কাসীর (রহ.) তার তফসিরে উল্লেখ করেছেন যে, বিপদের ক্ষেত্রে মুসলিমরা অন্তরের ব্যাপার গোপন করে বাহ্যিকভাবে বন্ধুত্ব বজায় রাখতে পারে। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায়, আবু আদ-দারদা (রা.) বলেছেন : "আমরা কিছু লোকের সাথে হাসিমুখে কথা বললেও প্রকৃতপক্ষে অন্তরে তাদের পছন্দ করি নাই।" *(ফাতহুল-বারী, ১০:৫৪৪, ইবনে কাসীর, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা নম্বর ১৪২)*

(৪) সর্বদাই ন্যায় ও সৎ সাক্ষ্য দিবে এবং সত্য কথা বলবে এমনকি নিজের আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে হলেও এবং অন্যদের প্রতি শত্রুতার কারণে কখনও ন্যায়বিচার থেকে বিচ্যুত হইও না।

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُونُوا۟ قَوَّٰمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَـَٔانُ قَوْمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعْدِلُوا۟ ۚ

ٱعْدِلُوا۟ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

"হে মু'মিনগণ, তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে ন্যায় সাক্ষ্যদানের ব্যাপারে অবিচল থাকবে এবং কোন সম্প্রদায়ের শত্রুতার কারণে কখনও ন্যায়বিচার পরিত্যাগ করো না। সুবিচার করো। এটাই আল্লাহভীতির অধিক নিকটবর্তী। আল্লাহকে ভয় করো। তোমরা যা করো, নিশ্চয় আল্লাহ সে বিষয়ে খুব জ্ঞাত।" *(৫-মায়িদা : ৮)*

وَإِذَا قُلْتُمْ فَٱعْدِلُوا۟ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۖ وَبِعَهْدِ ٱللَّهِ أَوْفُوا۟ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّىٰكُم بِهِۦ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾

"যখন কথা বল, তখন সুবিচার করো, যদিও সে আত্মীয়ও হয় [*আবেগবশতঃ আত্মীয়-স্বজনের অন্যায় কাজের পক্ষ নিও না*]। আল্লাহর অঙ্গীকার পূর্ণ করো।" *(৬-আন'আম : ১৫২)*

(৫) নিজের প্রতি দায়িত্ব পালন করবে অর্থাৎ ইসলামী শরীয়তে যে সমস্ত কাজকে অনৈতিক ও অবৈধ এবং হারাম হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে, সে সমস্ত কাজে জড়িত হওয়া থেকে নিজেকে দূরে রাখ এবং যে সমস্ত কাজ করতে আদেশ দেয়া হয়েছে, তা যথাযথভাবে পালন করো। মুসলিম হিসেবে এই দায়িত্ব পালনে প্রতিটা ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার সাথে অঙ্গীকারাবদ্ধ। কারণ মুসলিম শব্দের অর্থ হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত বিধানে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণকারী ব্যক্তি। তাই যারা আত্মসমর্পণের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলাকে ভালোবেসে এই দায়িত্ব পালন করবেন তারাই আল্লাহ তা'আলার সান্নিধ্য অর্জনে সফল হবেন। কারণ ভালো-

www.pathagar.com

মন্দের ভিত্তিতেই শেষ বিচার দিবসে তার বিচার হবে। এ প্রসঙ্গে তিনিই আল্লাহ তা'আলা, যিনি বলেছেন :

وَٱلَّذِينَ يَجۡتَنِبُونَ كَبَـٰٓئِرَ ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡفَوَٰحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُواْ هُمۡ يَغۡفِرُونَ ﴿٣٧﴾

وَٱلَّذِينَ ٱسۡتَجَابُواْ لِرَبِّهِمۡ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَمۡرُهُمۡ شُورَىٰ بَيۡنَهُمۡ وَمِمَّا رَزَقۡنَـٰهُمۡ يُنفِقُونَ ﴿٣٨﴾

وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَصَابَهُمُ ٱلۡبَغۡىُ هُمۡ يَنتَصِرُونَ ﴿٣٩﴾

وَجَزَٰٓؤُاْ سَيِّئَةٖ سَيِّئَةٞ مِّثۡلُهَاۖ فَمَنۡ عَفَا وَأَصۡلَحَ فَأَجۡرُهُۥ عَلَى ٱللَّهِۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلظَّـٰلِمِينَ ﴿٤٠﴾

"যারা বড় গোনাহ্ ও অশ্লীল কার্য থেকে বেঁচে থাকে এবং ক্রোধান্বিত হয়েও ক্ষমা করে [*প্রতিশোধ না নিয়ে*], যারা তাদের পালনকর্তার আদেশ মান্য করে, নামায কায়েম করে; পারস্পরিক পরামর্শক্রমে কাজ করে এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি, তা থেকে ব্যয় করে [*সাদাকা দান করে*], যারা আক্রান্ত হলে প্রতিশোধ গ্রহণ করে। আর মন্দের প্রতিফল তো অনুরূপ মন্দই। যে ক্ষমা করে ও আপোষ করে তার পুরস্কার আল্লাহর কাছে রয়েছে।" *(৪২-শূরা : ৩৭-৪০)*

مَنۡ عَمِلَ صَـٰلِحٗا فَلِنَفۡسِهِۦۖ وَمَنۡ أَسَآءَ فَعَلَيۡهَاۖ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمۡ تُرۡجَعُونَ ﴿١٥﴾

"যে সৎকাজ করছে, সে নিজের কল্যাণার্থেই তা করছে, আর যে অসৎকাজ করছে, তা তার উপরেই বর্তাবে। অতঃপর তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে।" *(৪৫-জাসিয়া : ১৫)*

পার্থিব জীবনে সব রকম পরিস্থিতিতে সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করতে গেলে যে মানসিক শক্তি দরকার, তার জন্য হাদীস থেকে সুস্পষ্ট নির্দেশনা পাওয়া যায়। Ibn Abbas (R) narrated from the Messenger of Allah (SA) that as he (SA) said, "Be mindful of Allah and He will protect you [*from doing evil deeds*]; be mindful of Allah and you will find Him ever with you [*will be inspired for good thinking*]. Turn to Allah in times of ease and He will turn to you in times of difficulty. If you ask anyone for anything, then ask Allah; if you seek help from anyone, then seek help from Allah. You know that even if the entire mankind were to come together to do some harm to you that Allah has not decreed for you, they will never be able to harm you. And if they were to come together to do you some good that Allah has not decreed for you, they will never be able to do that. The pages have been dried and the pens have been lifted [*পূর্ব থেকে ভাগ্যে যা লিখন আছে, তা কেউ পরিবর্তন করতে পারবে না*]. Strive for the sake of Allah with thankfulness and firm conviction, and know that in

www.pathagar.com

patiently persevering with regard to something that you dislike there is much goodness [*মুসলিমদের জীবনে যা কিছু ঘটে সবই পরীক্ষাস্বরূপ এবং ভালো-মন্দ সব কিছুর মধ্যে রয়েছে পরিশেষে অভ্যুদয় কল্যাণ*]. Victory comes with patience, a way out comes from difficulty and hardship comes ease." (Ahmad 1:307)

(৬) পরকালের প্রশান্তিময় জীবনে চিরন্তন সফলতা অর্জনে পার্থিব জীবনের লোভ-লালসা ও প্রবৃত্তির চাহিদা আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য বিক্রয় করো অর্থাৎ পরিত্যাগ করো। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

• فَلْيُقَـٰتِلْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يَشْرُونَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا بِٱلْـَٔاخِرَةِ ۚ وَمَن يُقَـٰتِلْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ۝

"কাজেই আল্লাহর কাছে যারা পার্থিব জীবনকে [*প্রবৃত্তির চাহিদার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে ন্যায়নীতি অবলম্বনে জীবন যাপন করা*] আখেরাতের পরিবর্তে বিক্রি করে দেয় তাদের জিহাদ করাই কর্তব্য [*মানুষ তো পার্থিব জীবনের প্রতি আকৃষ্ট হয়েই আল্লাহ তা'আলার পথে সংগ্রাম করতে চায় না*]। বস্তুত যারা আল্লাহর রাহে লড়াই করে এবং অতঃপর মৃত্যুবরণ করে কিংবা বিজয় অর্জন করে, আমি তাদেরকে মহাপুণ্য দান করব।" *(৪-নিসা : ৭৪)*

• إِنَّ ٱللَّهَ ٱشْتَرَىٰ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَٰلَهُم بِأَنَّ لَهُمُ ٱلْجَنَّةَ ۚ يُقَـٰتِلُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ ۖ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِى ٱلتَّوْرَىٰةِ وَٱلْإِنجِيلِ وَٱلْقُرْءَانِ ۚ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِۦ مِنَ ٱللَّهِ ۚ فَٱسْتَبْشِرُوا۟ بِبَيْعِكُمُ ٱلَّذِى بَايَعْتُم بِهِۦ ۚ وَذَٰلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ۝

"আল্লাহ ক্রয় করে নিয়েছেন মুসলমানদের থেকে তাদের জান ও মাল এই মূল্যে যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। তারা যুদ্ধ করে আল্লাহর রাস্তায়; অতঃপর মারে ও মরে। তাওরাত, ইঞ্জীল ও কুরআনে তিনি এ সত্য প্রতিশ্রুতিতে অবিচল [*আল্লাহ তা'আলার ওয়াদার কোন পরিবর্তন নাই*]। আর আল্লাহর চেয়ে প্রতিশ্রুতি রক্ষায় কে অধিক যোগ্য? সুতরাং তোমরা আনন্দিত হও সে লেন-দেনের উপর, যা তোমরা করছ তার সাথে। আর এ হলো মহান সাফল্য।" *(৯-তাওবা : ১১১)*

উল্লিখিত আয়াত মুসলিমদের জন্য অত্যন্ত স্পর্শকাতর আয়াত, তাই প্রসিদ্ধ আলেম যারা বর্তমান দুনিয়ার রাজনৈতিক, আর্থিক, সকল আদম সন্তানের মধ্যে বিভিন্ন পরিবেশে ও পরিস্থিতিতে যে সম্পর্ক রয়েছে, সে সম্বন্ধে সার্বিক জ্ঞান রাখেন, একমাত্র তাদের ব্যাখ্যা ছাড়া এই আয়াতের বিধান কোনভাবে প্রয়োগ করা উচিত হবে না। ইতোপূর্বে আরো কিছু আয়াতের ব্যাপারে আমরা একই ধরনের মন্তব্য করেছি। বর্তমানে মুসলিমদের একটা দল এই আয়াতের ভিত্তিতে

www.pathagar.com

জিহাদের নামে বিভিন্ন ধরনের অনৈতিক কর্মে জড়িত হয়েছেন। প্রসিদ্ধ আলেমদের মতে তাদের উদ্দেশ্য ও কার্যকলাপ ইসলামী শরীয়তের আলোকে কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়।

(৭) রাগ পরিহার করে ধৈর্যধারণ করো এবং প্রতিশোধের পরিবর্তে ক্ষমা প্রদর্শন করো। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

وَلَا تَسْتَوِى ٱلْحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِّئَةُ ۚ ٱدْفَعْ بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِى بَيْنَكَ وَبَيْنَهُۥ عَدَٰوَةٌ كَأَنَّهُۥ وَلِىٌّ حَمِيمٌ ﴿٣٤﴾

وَمَا يُلَقَّىٰهَآ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُوا۟ وَمَا يُلَقَّىٰهَآ إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ﴿٣٥﴾

"সমান নয় ভালো ও মন্দ। প্রতিউত্তরে তাই বল যা উৎকৃষ্ট। তখন দেখবে তোমার সাথে যে ব্যক্তির শত্রুতা রয়েছে, সে যেন অন্তরঙ্গ বন্ধু [*শত্রুতার পরিবর্তে বন্ধু হয়ে যায়*]। এ চরিত্র তারাই লাভ করে, যারা সবর করে এবং এ চরিত্রের অধিকারী তারাই হয়, যারা অত্যন্ত ভাগ্যবান।" *(৪১-হা-মীম সিজদাহ : ৩৪, ৩৫)*

وَٱلَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَٰٓئِرَ ٱلْإِثْمِ وَٱلْفَوَٰحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا۟ هُمْ يَغْفِرُونَ ﴿٣٧﴾

"যারা বড় গোনাহ্ ও অশ্লীল কার্য থেকে বেঁচে থাকে এবং ক্রোধান্বিত হয়েও ক্ষমা করে।" *(৪২-শূরা : ৩৭)*

(৮) ধৈর্যের সাথে নামায আদায় করো এবং নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করো। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন,

وَٱسْتَعِينُوا۟ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةِ ۚ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى ٱلْخَٰشِعِينَ ﴿٤٥﴾

وَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا۟ لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٠﴾

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱسْتَعِينُوا۟ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّٰبِرِينَ ﴿١٥٣﴾

"ধৈর্যের সাথে সাহায্য প্রার্থনা করো নামাযের মাধ্যমে। অবশ্য তা যথেষ্ট কঠিন। কিন্তু সে সমস্ত বিনয়ী লোকদের পক্ষেই তা সম্ভব। তোমরা নামায প্রতিষ্ঠা করো এবং যাকাত দাও। তোমরা নিজের জন্যে পূর্বে যে সৎকর্ম প্রেরণ করবে, তা আল্লাহর কাছে পাবে। তোমরা যা কিছু করো, নিশ্চয় আল্লাহ্ তা প্রত্যক্ষ করেন। হে মু'মিনগণ! তোমরা ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন।" *(২-বাকারাহ : ৪৫, ১১০, ১৫৩)*

وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ طَرَفَىِ ٱلنَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ ٱلَّيْلِ ۚ إِنَّ ٱلْحَسَنَٰتِ يُذْهِبْنَ ٱلسَّيِّـَٔاتِ ۚ ذَٰلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّٰكِرِينَ ﴿١١٤﴾

"আর দিনের দুই প্রান্তেই নামায ঠিক রাখবে এবং রাতের প্রান্তভাগে [*পাঁচ ওয়াক্ত নামায*]; পুণ্য কাজ অবশ্যই পাপ দূর করে দেয়, যারা স্মরণ রাখে তাদের জন্য এটি এক মহাস্মারক।" *(১১-হূদ : ১১৪)*

www.pathagar.com

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَوٰةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَّحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَٰقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ ﴿١٣٢﴾

"তুমি তোমার পরিবারের লোকদেরকে নামাযের আদেশ দাও এবং নিজেও এর উপর অবিচল থাক। আমি তোমার কাছে কোন রিযিক চাই না। আমিই তোমাকে রিযিক দেই এবং আল্লাহভীরুতার পরিণাম শুভ।" *(২০-তাহা : ১৩২)*

فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ ﴿٣٩﴾ وَمِنَ الَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَٰرَ السُّجُودِ ﴿٤٠﴾

"অতএব, তারা যা কিছু বলে, তার জন্য তুমি সবর করো এবং সূর্যোদয় ও সূর্যোস্তের পূর্বে [*ফজর, যুহর ও আসর*] তোমার প্রতিপালকের সপ্রশংস ও পবিত্রতা ঘোষণা করো। রাত্রির কিছু অংশে [*মাগরিব ও এশা*] তার পবিত্রতা ঘোষণা কর এবং নামাযের পরেও [*নাওয়াফেল নামায এবং তস্‌বীহ পড়া, যেমন– সুবহানাল্লাহ, আলহামদু লিল্লাহ, আল্লাহু আকবার*]।" *(৫০-ক্বাফ : ৩৯, ৪০)*

(৯) রাসূল (সা.) তোমাদের কাছে নিজেদের থেকে প্রিয়তর ও নিকটতর। রাসূলের (সা.) সব আদেশ সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করো। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣١﴾

"বল, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাস, তাহলে আমাকে অনুসরণ করো, যাতে আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসেন এবং তোমাদের পাপ মার্জনা করে দেন। আর আল্লাহ হলেন ক্ষমাকারী দয়ালু।" *(৩-ইমরান : ৩১)*

النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَٰجُهُ أُمَّهَٰتُهُمْ ﴿٦﴾

لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ﴿٢١﴾

"নবী মু'মিনদের নিকট তাদের নিজেদের অপেক্ষা অধিক ঘনিষ্ঠ এবং তার স্ত্রীগণ, তাদের মাতা। যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে, তাদের জন্যে রাসূলের মধ্যে উত্তম নমুনা রয়েছে।" *(৩৩-আহযাব : ৬, ২১)*

وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰٓئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَآءِ

وَالصَّٰلِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰٓئِكَ رَفِيقًا ﴿٦٩﴾

"আর যে কেউ আল্লাহর হুকুম এবং তার রাসূলের হুকুম মান্য করবে, তাহলে যাদের প্রতি আল্লাহ নিয়ামত দান করেছেন, সে তাদের সঙ্গী হবে। তারা হলো নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও সৎকর্মশীল ব্যক্তিবর্গ। আর তাদের সান্নিধ্যই হলো উত্তম।" *(৪-নিসা : ৬৯)*

www.pathagar.com

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَهُمْ رَٰكِعُونَ ﴿٥٥﴾

وَمَن يَتَوَلَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ فَإِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْغَٰلِبُونَ ﴿٥٦﴾

"তোমাদের বন্ধু তো আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং মুমিনবৃন্দ- যারা নামায কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং বিনম্র। আর যারা আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং বিশ্বাসীদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, তারাই আল্লাহর দল এবং তারাই বিজয়ী।" *(৫-মায়িদা : ৫৫, ৫৬)*

(১০) আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত বিধান অনুযায়ী বিচার করে নিজেদের সমস্যার সমাধান কর।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا۟ ٱلرَّسُولَ وَأُو۟لِى ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ فَإِن تَنَٰزَعْتُمْ فِى شَىْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ

وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

"হে ঈমানদারগণ! আল্লাহর নির্দেশ মান্য করো, নির্দেশ মান্য করো রাসূলের এবং তোমাদের মধ্যে যারা বিচারক তাদের। তারপর যদি তোমরা কোন বিষয়ে বিবাদে প্রবৃত্ত হয়ে পড়, তাহলে তা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি প্রত্যর্পণ কর- যদি তোমরা আল্লাহ ও কিয়ামত দিবসের উপর বিশ্বাসী হয়ে থাক। আর এটাই কল্যাণকর এবং পরিণতির দিক দিয়ে উত্তম।" *(৪-নিসা : ৫৯)*

(১১) নিজেদের দৃষ্টিকে সংযত করে নিম্নমুখী রাখ এবং নারীরা প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার পর হিজাব পালন কর। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا۟ مِنْ أَبْصَٰرِهِمْ وَيَحْفَظُوا۟ فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾

وَقُل لِّلْمُؤْمِنَٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَٰرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ

عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ءَابَآئِهِنَّ أَوْ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَآئِهِنَّ أَوْ أَبْنَآءِ

بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَٰنِهِنَّ أَوْ بَنِىٓ إِخْوَٰنِهِنَّ أَوْ بَنِىٓ أَخَوَٰتِهِنَّ أَوْ نِسَآئِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُهُنَّ أَوِ ٱلتَّٰبِعِينَ غَيْرِ أُو۟لِى

ٱلْإِرْبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ أَوِ ٱلطِّفْلِ ٱلَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا۟ عَلَىٰ عَوْرَٰتِ ٱلنِّسَآءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن

زِينَتِهِنَّ ۚ وَتُوبُوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

"মু'মিনদেরকে বল, তারা যেন তাদের দৃষ্টি নত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গের হেফাযত করে। এতে তাদের জন্য খুব পবিত্রতা আছে। নিশ্চয় তারা যা করে আল্লাহ তা অবহিত আছেন। ঈমানদার নারীদেরকে বল, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গের হেফাযত করে। তারা যেন যা সাধারণত প্রকাশমান, তা ছাড়া তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে এবং তারা যেন

www.pathagar.com

তাদের মাথার ওড়না বক্ষদেশে ফেলে রাখে এবং তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভগ্নিপুত্র, স্ত্রীলোক অধিকারভুক্ত বাঁদি, যৌনকামনামুক্ত পুরুষ ও বালক, যারা নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ, তাদের ব্যতীত কারো কাছে তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে, তারা যেন তাদের গোপন সাজ-সজ্জা প্রকাশ করার জন্য জোর পদচারণ না করে। মু'মিনগণ, তোমরা সবাই আল্লাহর সামনে তাওবা কর, যাতে তোমরা সফলকাম হও।" *(২৪-নূর : ৩০, ৩১)*

(১২) তিনটা বিধান যথাযথভাবে পালন করো [*আল-আদল (ন্যায়বিচার), আল-এহসান (ধৈর্যসহ আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য সুন্দরভাবে কাজ সম্পাদন কর) এবং আল-কুরবা (আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করো এবং তাদেরকে সব ব্যাপারে সাহায্য করো)*]; তিনটা অন্যায় প্রতিহত করো [*আল-ফাহশা (সব রকম অন্যায় কাজ, ব্যভিচার, মিথ্যা বলা, পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া, মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া ইত্যাদি), আল-মুনকার (ইসলামী বিধানে নিষিদ্ধ কাজ, অবিশ্বাস, সন্ত্রাস সৃষ্টি করা ইত্যাদি), আল-বাগহী (সব ধরনের নির্যাতন, শোষণ, অত্যাচার, উৎপীড়ন)*]। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

• إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَٰنِ وَإِيتَآئِ ذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرِ وَٱلْبَغْىِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۝

"আল্লাহ্ ন্যায়পরায়ণতা [*আল-আদল*], সদাচরণ [*আল-এহসান*] এবং আত্মীয়-স্বজনকে দান করার [*আল-কুরবা*] আদেশ দেন এবং তিনি অশ্লীলতা [*আল-ফাহশা*], অসঙ্গত কাজ [*আল-মুনকার*] এবং অবাধ্যতা [*আল-বাগহী*] করতে বারণ করেন। তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন- যাতে তোমরা স্মরণ রাখ।" *(১৬-নাহল : ৯০)*

তিনিই আল্লাহ তা'আলা, যিনি বলেছেন : পার্থিব জীবন হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে চিত্ত বিনোদনের উপকরণ ও আমোদ এবং ক্রীড়াকলাপে ভরপুর। তাই পরকালকে উপেক্ষা করে যারা শুধুমাত্র পার্থিব জীবন কামনা করবে, তাদের জন্য পার্থিব জীবনের উপাদান থাকবে পর্যাপ্ত পরিমাণে তবে পরকালে তাদের জন্য কিছুই থাকবে না। আর যারা পরকালকে প্রাধান্য দিয়ে ঈমানের সাথে জীবন যাপন করবে, তাদের জন্য পরকালে থাকবে প্রশান্তিময় জীবন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

وَمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا مَتَٰعُ ٱلْغُرُورِ ۝

"আর পার্থিব জীবন ধোঁকা ছাড়া অন্য কোন সম্পদ নয়।" *(৩-ইমরান : ১৮৫)*

• فَلْيُقَٰتِلْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يَشْرُونَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا بِٱلْءَاخِرَةِ ۚ وَمَن يُقَٰتِلْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ

فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ۝

"কাজেই আল্লাহর কাছে যারা পার্থিব জীবনকে আখেরাতের জন্য বিক্রি করে

www.pathagar.com

দেয়, তাদের জিহাদ করাই কর্তব্য। বস্তুত যারা আল্লাহর জন্য লড়াই করে এবং অতঃপর মৃত্যুবরণ করে কিংবা বিজয় অর্জন করে, আমি তাদেরকে মহাপুণ্য দান করব।" *(৪-নিসা : ৭৪)*

وَمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ ۖ وَلَلدَّارُ ٱلْـَٔاخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ ۗ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٣٢﴾

"পার্থিব জীবন ক্রীড়া ও কৌতুক ব্যতীত কিছুই নয়। পরকালের আবাস পরহেযগারদের জন্য শ্রেষ্ঠতর। তোমরা কি বুঝ না।" *(৬-আন'আম : ৩২)*

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ ٱنفِرُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱثَّاقَلْتُمْ إِلَى ٱلْأَرْضِ ۚ أَرَضِيتُم بِٱلْحَيَوٰةِ

ٱلدُّنْيَا مِنَ ٱلْـَٔاخِرَةِ ۚ فَمَا مَتَـٰعُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا فِى ٱلْـَٔاخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ ﴿٣٨﴾

"হে ঈমানদারগণ, তোমাদের কি হলো, যখন আল্লাহর পথে বের হবার জন্যে তোমাদের বলা হয়, তখন মাটি জড়িয়ে ধর, তোমরা কি আখেরাতের পরিবর্তে দুনিয়ার জীবনে পরিতুষ্ট হয়ে গেলে। অথচ আখেরাতের তুলনায় দুনিয়ার জীবনের উপকরণ অতি অল্প।" *(৯-তাওবা, ৩৮)*

ٱللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ ۚ وَفَرِحُوا۟ بِٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا فِى ٱلْـَٔاخِرَةِ إِلَّا مَتَـٰعٌ ﴿٢٦﴾

"আল্লাহ যার জন্যে ইচ্ছা রিযক প্রশস্ত করেন এবং সংকুচিত করেন। তারা পার্থিব জীবনের প্রতি মুগ্ধ। পার্থিব জীবন পরকালের সামনে অতি সামান্য সম্পদ বৈ নয়।" *(১৩-রা'দ : ২৬)*

ٱلْمَالُ وَٱلْبَنُونَ زِينَةُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ وَٱلْبَـٰقِيَـٰتُ ٱلصَّـٰلِحَـٰتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ﴿٤٦﴾

"ধন ও সন্তান-সন্ততি পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য এবং স্থায়ী সৎকর্মসমূহ তোমার প্রতিপালকের কাছে প্রতিদান প্রাপ্তি ও আশা লাভের জন্য উত্তম।" *(১৮-কাহফ : ৪৬)*

وَمَآ أُوتِيتُم مِّن شَىْءٍ فَمَتَـٰعُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتُهَا ۚ وَمَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰٓ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٦٠﴾

"তোমাদেরকে যা কিছু দেয়া হয়েছে, তা পার্থিব জীবনের ভোগ ও শোভা বৈ নয়। আর আল্লাহর কাছে যা আছে, তা উত্তম ও স্থায়ী। তোমরা কি বুঝ না?" *(২৮-কাসাস : ৬০)*

مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَـٰلَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ ﴿١٥﴾

أُو۟لَـٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِى ٱلْـَٔاخِرَةِ إِلَّا ٱلنَّارُ ۖ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا۟ فِيهَا وَبَـٰطِلٌ مَّا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿١٦﴾

"যে ব্যক্তি পার্থিব জীবন ও তার চাকচিক্যই কামনা করে, আমি তাদের দুনিয়াতেই তাদের আমলের প্রতিফল ভোগ করিয়ে দেব এবং তাতে তাদের প্রতি

www.pathagar.com

কিছুমাত্র কমতি করা হবে না। এরাই হলো সেসব লোক আখেরাতে যাদের জন্য আগুন ছাড়া কিছু নেই এবং তারা যা করে পরলোকে তা নিষ্ফল হবে এবং এরা যা করে থাকে তা নিরর্থক।" *(১১-হূদ : ১৫, ১৬)*

مَّن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُۥ فِيهَا مَا نَشَآءُ لِمَن نُّرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُۥ جَهَنَّمَ يَصْلَىٰهَا مَذْمُومًا مَّدْحُورًا ﴿١٨﴾

وَمَنْ أَرَادَ ٱلْءَاخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشْكُورًا ﴿١٩﴾

كُلًّا نُّمِدُّ هَـٰٓؤُلَآءِ وَهَـٰٓؤُلَآءِ مِنْ عَطَآءِ رَبِّكَ ۚ وَمَا كَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا ﴿٢٠﴾

"যে কেউ ইহকাল কামনা করে, আমি সেসব লোককে যা ইচ্ছা সত্বর দিয়ে দেই। অতঃপর তাদের জন্যে জাহান্নাম নির্ধারণ করি। ওরা তাতে নিন্দিত-বিতাড়িত অবস্থায় প্রবেশ করবে। আর যারা মু'মিন অবস্থায় পরলোক কামনা করে এবং তার জন্য যথাযথ চেষ্টা করে তাদের চেষ্টা স্বীকৃত হয়ে থাকে। তোমার প্রতিপালক তার দান দিয়ে এদেরকে [যারা পরলোক কামনা করে] আর তাদেরকে [*যারা পার্থিব জীবন কামনা করে*] সাহায্য করেন এবং তোমার প্রতিপালকের দান অবারিত।" *(১৭-বনী ইসরাঈল : ১৮-২০)*

তিনিই আল্লাহ্ তা'আলা, যিনি বলেছেন শেষ বিচার দিবসে তাদের ভয় নাই :

(১) যারা আল্লাহ্ তা'আলার প্রদত্ত জীবনাদর্শ অনুসারে জীবন যাপন করে পরহেযগারী অর্জন করবে এবং সৎকর্মপরায়ণ হবে,

قُلْنَا ٱهْبِطُوا۟ مِنْهَا جَمِيعًا ۖ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّى هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَاىَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٣٨﴾

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَٱلَّذِينَ هَادُوا۟ وَٱلنَّصَـٰرَىٰ وَٱلصَّـٰبِـِٔينَ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْـَٔاخِرِ وَعَمِلَ صَـٰلِحًا فَلَهُمْ

أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦٢﴾

"আমি আদেশ করলাম, তোমরা সবাই [*আদম ও হাওয়া অথবা আদম সন্তান সকলেই এবং শয়তান*] নীচে নেমে যাও। অতঃপর যদি তোমাদের নিকট আমার পক্ষ থেকে কোন হেদায়েত [*আসমানী কিতাব বা আদেশসহ নবী-রাসূল আগমন করে*] পৌঁছে, তবে যে ব্যক্তি আমার সে হেদায়েত অনুসারে চলবে, তার উপর না কোন ভয় আসবে [*শেষ বিচার দিনে*], না [*কোন কারণে*] তারা চিন্তাগ্রস্ত ও সন্ত্রস্ত হবে। নিঃসন্দেহে যারা মুসলিম হয়েছে এবং যারা ইহুদী, নাসারা [*খৃষ্টান*] ও সাবেঈন [*তাদের মধ্য থেকে*] যারা ঈমান এনেছে আল্লাহর প্রতি ও কিয়ামত দিবসের প্রতি এবং সৎকাজ করেছে, তাদের জন্য রয়েছে তার সওয়াব তাদের প্রতিপালকের কাছে। আর তাদের কোনই ভয়-ভীতি নেই, তারা দুঃখিতও হবে না।" *(২-বাকারাহ : ৩৮, ৬২)*

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ وَءَامَنُوا۟ بِمَا نُزِّلَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَهُوَ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ ۙ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّـَٔاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ ﴿٢﴾

www.pathagar.com

"যারা ঈমান আনে, সৎকর্ম করে এবং মুহাম্মদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে বিশ্বাস করে, আর এটাই তাদের প্রতিপালক থেকে প্রেরিত সত্য; তিনি তাদের মন্দ কর্মগুলো ক্ষমা করবেন এবং তাদের অবস্থা ভালো করবেন।" *(৪৭-মুহাম্মদ : ২)*

(২) আল্লাহ্ তা'আলার কাছে যারা সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করবে,

بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُۥ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُۥٓ أَجْرُهُۥ عِندَ رَبِّهِۦ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١١٢﴾

"হ্যাঁ যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে নিজেকে সমর্পণ করেছে এবং সে সৎকর্মশীলও তার জন্য তার প্রতিপালকের কাছে পুরস্কার রয়েছে। তাদের ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না।" *(২-বাকারাহ : ১১২)*

(৩) আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য আল্লাহ্ তা'আলার রাস্তায় ধন-সম্পদ ব্যয় করে,

ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَآ أَنفَقُوا۟ مَنًّا وَلَآ أَذًى ۙ لَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ
وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٦٢﴾

ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٤﴾

"যারা স্বীয় ধন-সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় [*আত্মীয়স্বজন, গরিব অভাবী ও পথিক ইত্যাদি*] ব্যয় করে, ব্যয় করার পর সে অনুগ্রহের কথা প্রকাশ করে না [*গর্ব করে অন্য কাউকে জানায় না এবং কষ্টও দেয় না, দান করে আবার খোঁটা দেয় না*], তাদের জন্যে তাদের প্রতিপালকের কাছে রয়েছে পুরস্কার এবং তাদের কোন আশঙ্কা নেই, তারা চিন্তিতও হবে না। যারা স্বীয় ধন-সম্পদ ব্যয় করে, রাত্রে ও দিনে গোপনে ও প্রকাশ্যে। তাদের জন্যে তাদের সওয়াব রয়েছে তাদের প্রতিপালকের কাছে। তাদের কোন আশঙ্কা নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না।" *(২-বাকারাহ : ২৬২, ২৭৪)*

(৪) আল্লাহ্ তা'আলার আউলিয়া ও আব্দ যারা,

أَلَآ إِنَّ أَوْلِيَآءَ ٱللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦٢﴾ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَكَانُوا۟ يَتَّقُونَ ﴿٦٣﴾

لَهُمُ ٱلْبُشْرَىٰ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَفِى ٱلْءَاخِرَةِ ۚ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَٰتِ ٱللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿٦٤﴾

"মনে রেখো! আল্লাহর বন্ধুদের [*আউলিয়া*] কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না। যারা বিশ্বাস করে এবং তাকওয়া অবলম্বন করে, তাদের জন্য আছে সুসংবাদ [*মৃত্যুর সময় ফিরিশতারা তাদেরকে নির্ভয়ের কথা বলেন*] পার্থিব জীবনে ও পারলৌকিক জীবনে; আল্লাহর বাণীর কোন পরিবর্তন নেই; এটাই মহাসাফল্য।"

(১০-ইউনুস : ৬২- ৬৪)

www.pathagar.com

يَٰعِبَادِ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ ٱلْيَوْمَ وَلَآ أَنتُمْ تَحْزَنُونَ ﴿٦٨﴾

"হে আমার ইবাদীরা! আজ [*শেষ বিচার দিবস*] তোমাদের কোন ভয় নেই এবং দুঃখিতও হবে না।" *(৪৩-যুখরুফ : ৬৮)*

(৫) আল্লাহ তা'আলার উপর নির্ভর করে সবকিছুতেই [*বিপদ-আপদে, কোন পরীক্ষার সম্মুখীন হলে*] যারা দৃঢ়তা অবলম্বন করে,

ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَٱلصَّٰبِرِينَ عَلَىٰ مَآ أَصَابَهُمْ وَٱلْمُقِيمِى ٱلصَّلَوٰةِ وَمِمَّا رَزَقْنَٰهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٣٥﴾

"যাদের হৃদয় ভয়-কম্পিত হয় আল্লাহর নাম স্মরণ করলে, যারা তাদের বিপদ-আপদে ধৈর্যধারণ করে এবং সালাত কায়েম করে এবং আমি তাদেরকে যে রিয্ক দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে।" *(২২-হজ : ৩৫)*

إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُوا۟ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَٰمُوا۟ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١٣﴾

"যারা বলে, 'আমাদের প্রতিপালক তো আল্লাহ্ এবং এই বিশ্বাসে অনঢ় থাকে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না।" *(৪৬-আহ্কাফ : ১৩)*

(৬) শয়তানের বন্ধুদের [*অবিশ্বাসের অন্ধকারে নিমজ্জিত যারা এবং সব রকম অন্যায় অবৈধ কাজে জড়িত থাকে এবং সমর্থন করে*] যারা কোন কারণেই ভয় করে না,

إِنَّمَا ذَٰلِكُمُ ٱلشَّيْطَٰنُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَآءَهُۥ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿١٧٥﴾

"শয়তানই তোমাদেরকে তার বন্ধুদের ভয় দেখায় [*ফিসফিসানি এবং কৃত্রিম অবস্থার সৃষ্টির করে, বর্তমানে এটা অত্যন্ত সুস্পষ্ট*]; সুতরাং যদি তোমরা মু'মিন হয়ে থাক তবে তোমরা তাদের ভয় করো না, আমাকেই ভয় করো।" *(৩-ইমরান : ১৭৫)*

তিনিই আল্লাহ তা'আলা, যিনি বলেছেন, পার্থিব জীবন হচ্ছে মানব সন্তানের জন্য পরীক্ষাস্বরূপ।

قُلْ مَتَٰعُ ٱلدُّنْيَا قَلِيلٌ وَٱلْءَاخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ ٱتَّقَىٰ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿٧٧﴾

"বল, 'পার্থিব ভোগ সামান্য এবং যে মুত্তাকী তার জন্য পরকালই উত্তম। তোমাদের প্রতি সামান্যতম জুলুম করা হবে না।" *(৪-নিসা : ৭৭)*

وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَآءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَٰعِبِينَ ﴿١٦﴾

"আকাশ ও পৃথিবী এবং যা এদের অন্তর্বর্তী তা আমি ক্রীড়াচ্ছলে সৃষ্টি করি নাই [*তোমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য*]।" *(২১-আম্বিয়া : ১৬)*

فَإِذَا مَسَّ ٱلْإِنسَٰنَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَٰهُ نِعْمَةً مِّنَّا قَالَ إِنَّمَآ أُوتِيتُهُۥ عَلَىٰ عِلْمٍۭ ۚ بَلْ هِىَ فِتْنَةٌ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٤٩﴾

www.pathagar.com

"মানুষকে দুঃখ-দৈন্য স্পর্শ করলে সে আমাকে আহ্বান করে; অতঃপর যখন আমি তার প্রতি অনুগ্রহ করি তখন সে বলে, 'আমি তো ইহা লাভ করেছি আমার জ্ঞানের মাধ্যমে।' বস্তুত ইহা এক পরীক্ষা, কিন্তু এদের অধিকাংশই বুঝে না।" *(৩৯-যুমার : ৪৯)*

فَأَمَّا ٱلْإِنسَـٰنُ إِذَا مَا ٱبْتَلَىٰهُ رَبُّهُۥ فَأَكْرَمَهُۥ وَنَعَّمَهُۥ فَيَقُولُ رَبِّىٓ أَكْرَمَنِ ﴿١٥﴾

وَأَمَّآ إِذَا مَا ٱبْتَلَىٰهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُۥ فَيَقُولُ رَبِّىٓ أَهَـٰنَنِ ﴿١٦﴾

"মানুষ তো এইরূপ যে, তার প্রতিপালক যখন তাকে পরীক্ষা করেন সম্মান ও অনুগ্রহ দান করে, তখন সে বলে, আমার প্রতিপালক আমাকে সম্মানিত করেছেন [*গর্ব করে বলে বেড়ায়, সে ভুলে যায় এটা পরীক্ষাস্বরূপ*] এবং যখন তাকে পরীক্ষা করেন তার রিয্ক সংকুচিত করে, তখন সে বলে, আমার প্রতিপালক আমাকে হীন করেছেন [*সে বুঝতে পারে না যে তাকে পরীক্ষা করছেন*]।" *(৮৯-ফাজর : ১৫-১৬)*

أَلْهَىٰكُمُ ٱلتَّكَاثُرُ ﴿١﴾ أَلْهَىٰكُمُ ٱلتَّكَاثُرُ ﴿٢﴾ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٣﴾ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٤﴾

"প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা তোমাদের মোহাচ্ছন্ন রাখে [*পরকালকে ভুলে যায়*], যতক্ষণ না তোমরা কবরে উপনীত হও। ইহা সঙ্গত নহে [*তোমাদের এ রকম করা উচিত নয়*], তোমরা শীঘ্রই ইহা জানতে পারবে [*মৃত্যু হওয়ার পরই*]; আবার বলি, ইহা সঙ্গত নহে, তোমরা শীঘ্রই ইহা জানতে পারবে।" *(১০২-তাকাছুর : ১-৪)*

তিনিই আল্লাহ তা'আলা, যিনি বলেছেন পার্থিব জীবন হচ্ছে প্রতারণামূলক, সুতরাং এ জীবন যেন তোমাদেরকে পরকাল সম্পর্কে ধোঁকা না দেয়।

كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ ٱلْمَوْتِ ۗ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ ۖ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ ٱلنَّارِ وَأُدْخِلَ ٱلْجَنَّةَ

فَقَدْ فَازَ ۗ وَمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا مَتَـٰعُ ٱلْغُرُورِ ﴿١٨٥﴾

"জীবমাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। কিয়ামতের দিবসে তোমাদেরকে তোমাদের কর্মফল পূর্ণ মাত্রায় দেয়া হবে। যাকে অগ্নি থেকে দূরে রাখা হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে সে-ই সফলকাম এবং পার্থিব জীবন ছলনাময় ভোগ ব্যতীত কিছুই নয়।" *(৩-ইমরান : ১৮৫)*

وَذَرِ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا۟ دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا ۚ وَذَكِّرْ بِهِۦٓ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌۢ بِمَا كَسَبَتْ ﴿٧٠﴾

يَـٰمَعْشَرَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايَـٰتِى وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هَـٰذَا ۚ قَالُوا۟ شَهِدْنَا

عَلَىٰٓ أَنفُسِنَا ۖ وَغَرَّتْهُمُ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا وَشَهِدُوا۟ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا۟ كَـٰفِرِينَ ﴿١٣٠﴾

"যারা তাদের দ্বীনকে ক্রীড়া-কৌতুকরূপে গ্রহণ করে এবং পার্থিব জীবন যাদেরকে

www.pathagar.com

প্রতারিত করে তুমি তাদের সঙ্গ বর্জন কর এবং ইহার সাহায্যে তাদেরকে উপদেশ দাও, যাতে কেউ নিজ কৃতকর্মের জন্য ধ্বংস না হয়, আমি বলব, 'হে জিন ও মানব সম্প্রদায়! তোমাদের মধ্য থেকে কি রাসূলগণ তোমাদের কাছে আসেনি, যারা আমার নিদর্শন তোমাদের নিকট বর্ণনা করতো এবং তোমাদেরকে এ দিবসের [*শেষ বিচার দিবস*] সম্মুখীন হওয়া সম্পর্কে সতর্ক করতো? তারা বলবে, 'আমাদের অপরাধ আমরা স্বীকার করলাম।' বস্তুত পার্থিব জীবন তাদেরকে প্রতারিত করেছিল, আর তারা যে কাফের ছিল তাও তারা স্বীকার করবে।" *(৬-আন'আম : ৭০, ১৩০)*

ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا۟ دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا ۚ فَٱلْيَوْمَ نَنسَىٰهُمْ كَمَا نَسُوا۟ لِقَآءَ يَوْمِهِمْ هَٰذَا

وَمَا كَانُوا۟ بِـَٔايَٰتِنَا يَجْحَدُونَ ﴿٥١﴾

"যারা তাদের দ্বীনকে ক্রীড়া-কৌতুকরূপে গ্রহণ করেছিল এবং পার্থিব জীবন যাদেরকে প্রতারিত করেছিল।' সুতরাং আজ আমি তাদেরকে বিস্মৃত হব, যেভাবে তারা তাদের এ দিনের সাক্ষাতকে ভুলে গিয়েছিল এবং যেভাবে তারা আমার নিদর্শনকে [*আল-কুরআন ও রাসূল (সা.)*] অস্বীকার করেছিল।" *(৭-আরাফ : ৫১)*

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا۟ رَبَّكُمْ وَٱخْشَوْا۟ يَوْمًا لَّا يَجْزِى وَالِدٌ عَن وَلَدِهِۦ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَن وَالِدِهِۦ

شَيْـًٔا ۚ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقٌّ ۖ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ ﴿٣٣﴾

"হে মানুষ! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় করো এবং ভয় করো সেই দিনের যখন পিতা সন্তানের কোন উপকারে আসবে না, সন্তানও কোন উপকারে আসবে না তার পিতার। আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য, সুতরাং পার্থিব জীবন যেন তোমাদেরকে কিছুতেই প্রতারিত না করে এবং সেই প্রবঞ্চক [*শয়তান*] যেন তোমাদেরকে কিছুতেই আল্লাহ সম্পর্কে প্রবঞ্চিত না করে।" *(৩১-লোকমান : ৩৩)*

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقٌّ ۖ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا ۖ وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ ﴿٥﴾

"হে মানুষ! আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য; সুতরাং পার্থিব জীবন যেন তোমাদেরকে কিছুতেই প্রতারিত না করে এবং সেই প্রবঞ্চক [*শয়তান*] যেন কিছুতেই আল্লাহ সম্পর্কে প্রবঞ্চিত না করে তোমাদেরকে।" *(৩৫-ফাতির : ৫)*

ذَٰلِكُم بِأَنَّكُمُ ٱتَّخَذْتُمْ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ هُزُوًا وَغَرَّتْكُمُ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا ۚ فَٱلْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴿٣٥﴾

"ইহা [*পাপীদেরকে শেষ বিচার দিবসে আল্লাহ তা'আলা বিস্মৃত হবেন*] এজন্য যে, তোমরা আল্লাহর নিদর্শনাবলীকে [*আল-কুরআন ও রাসূল (সা.)*] বিদ্রূপ করেছিলে এবং পার্থিব জীবন তোমাদেরকে প্রতারিত করেছিল। সুতরাং সেদিন তাদেরকে জাহান্নাম

www.pathagar.com

থেকে বের করা হবে না এবং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের সুযোগ আর দেয়া হবে না [*মৃত্যুর পর কেউ আর পৃথিবীতে ফিরে আসতে পারবে না*]।" *(৪৫-জাসিয়া : ৩৫)*

اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَوٰةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ
غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ
مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَوٰةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ﴿٢٠﴾

"তোমরা জেনে রাখ, পার্থিব জীবন তো ক্রীড়া-কৌতুক, জাঁকজমক, পারস্পরিক শ্লাঘা, ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে প্রাচুর্য লাভের প্রতিযোগিতা ব্যতিরেকে আর কিছু নয়; তার উপমা হচ্ছে বৃষ্টি, যা দিয়ে উৎপন্ন শস্য-সম্ভার কৃষকদেরকে চমৎকৃত করে, অতঃপর তা শুকিয়ে যায়, ফলে তুমি তা পীতবর্ণ দেখতে পাও, অবশেষে তা খড়-কুটায় পরিণত হয়। পরকালে রয়েছে কঠিন শাস্তি এবং আল্লাহ্‌র ক্ষমা ও সন্তুষ্টি। পার্থিব জীবন ছলনাময় ভোগ ব্যতিরেকে কিছুই নয়। *(৫৭-হাদীদ : ২০)*

তিনিই আল্লাহ তা'আলা, যিনি বলেছেন পরকালের জীবনই আসল জীবন।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرَضِيتُم بِالْحَيَوٰةِ
الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَوٰةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ ﴿٣٨﴾

"হে মু'মিনগণ! তোমাদের কী হয়েছে যে, যখন তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র পথে অভিযানে বের হতে বলা হয় তখন তোমরা ভারাক্রান্ত হয়ে ভূতলে ঝুঁকে পড়? তোমরা পরকালের পরিবর্তে কি পার্থিব জীবনে পরিতুষ্ট হয়েছ? পরকালের তুলনায় পার্থিব জীবনের ভোগের উপকরণ তো অকিঞ্চিৎকর।" *(৯-তাওবা : ৩৮)*

اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَفَرِحُوا بِالْحَيَوٰةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَوٰةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ ﴿٢٦﴾

"আল্লাহ্ যার জন্য ইচ্ছা তার জীবনোপকরণ প্রশস্ত করেন এবং সংকুচিত করেন। তারা পার্থিব জীবনের প্রতি মুগ্ধ। অথচ পার্থিব জীবন তো পরকাল জীবনের তুলনায় ক্ষণস্থায়ী ভোগমাত্র।" *(১৩-রা'দ : ২৬)*

يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٥٢﴾

"যেদিন তিনি তোমাদেরকে আহ্বান করবেন, তোমরা তাঁর প্রশংসা করতে করতে চলে আসবে এবং তোমরা অনুমান করবে যে, সামান্য সময়ই অবস্থান [*পৃথিবীতে ও কবরে*] করেছিলে।" *(১৭-বনী ইসরাঈল : ৫২)*

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۚ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۚ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَٰتٍ

لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

وَلَوْلَآ أَن يَكُونَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَٰحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِٱلرَّحْمَٰنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ﴿٣٣﴾

وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَٰبًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِـُٔونَ ﴿٣٤﴾ وَزُخْرُفًا ۚ وَإِن كُلُّ ذَٰلِكَ لَمَّا مَتَٰعُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۚ وَٱلْـَٔاخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٣٥﴾

"তারা কি তোমার প্রতিপালকের রহমত বণ্টন করে? আমি তাদের মধ্যে তাদের জীবিকা বণ্টন করেছি পার্থিব জীবনে এবং একের মর্যাদাকে অপরের উপর উন্নীত [*প্রচুর ধন-সম্পদ দান করে, শিক্ষা, বিচার বুদ্ধি এবং ধীশক্তি দিয়ে*] করেছি, যাতে একে অপরকে সেবক হিসেবে গ্রহণ করে। তারা যা সঞ্চয় করে, তোমার প্রতিপালকের রহমত তদপেক্ষা উত্তম। যদি সব মানুষের এক মতাবলম্বী হয়ে যাওয়ার আশঙ্ক না থাকত, তবে যারা দয়াময় আল্লাহকে অস্বীকার করে আমি তাদেরকে দিতাম তাদের গৃহের জন্য রৌপ্য নির্মিত ছাদ ও সিঁড়ি, যার উপর তারা চড়ত এবং তাদের গৃহের জন্য দরজা এবং পালঙ্ক দিতাম, যাতে তারা হেলান দিয়ে বসে। এবং স্বর্ণনির্মিতও দিতাম। এগুলো সবই তো পার্থিব জীবনের ভোগ সামগ্রী মাত্র। আর পরকাল তোমার প্রতিপালকের কাছে তাদের জন্যই যারা তাকে ভয় করে।"
(৪৩-যুখরুফ : ৩২-৩৫)

বস্তুত আল-কুরআনের প্রতিটা অক্ষর, শব্দ ও আয়াত আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদের এবং বিশ্বজাহানের অন্তর্ভুক্ত সব কিছুর উপর তাঁর কর্তৃত্বের পরিচয় বহন করে। গত ১৪০০ বৎসর ধরে আল-কুরআনের প্রতিটা অক্ষর অপরিবর্তিত ও কলুষ মুক্ত অবস্থায় মানব জাতিকে সৎপথের হেদায়েত প্রদর্শন করছে। আল-কুরআন নাযিল হওয়ার সময় তৎকালীন আরবী ভাষার পণ্ডিতদের আল্লাহ তা'আলা challenge দিয়ে ঘোষণা দেয়েছিলেন যে, "তোমরা যদি বিশ্বজাহানের প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলার কাছ থেকে আল-কুরআন নাযিলের ব্যাপারে সন্দিগ্ধ হও, তবে আল-কুরআনের সদৃশ একটা আয়াত অথবা একটা ছোট সূরা তৈরি কর।" এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা আরও বলেছেন, 'সমগ্র মানব ও জিন জাতি একত্রে চেষ্টা করলেও আল-কুরআনের সদৃশ একটা সূরা তৈরি করতে পারবে না।' অর্থাৎ মানব সন্তানরা যত বড় বিদ্বান হোক না কেন অথবা দাবী করুক না কেন, তারা কোনভাবেই আল-কুরআনের মতো একটা অতুলনীয়, সন্দেহাতীত সংরক্ষিত সুসামঞ্জস্য কিতাব তৈরি করতে পারবে না।

www.pathagar.com

অধ্যায় : ৩

আল-কুরআনে বর্ণিত নিদর্শনে আল্লাহ্ তা'আলার পরিচয়

আল-কুরআন নিজেই আল্লাহ তা'আলার একটা অলৌকিক নিদর্শন। আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্য কারও পক্ষে আল-কুরআন পুনরুৎপাদন করা সার্বিকভাবে অসম্ভব। তদুপরি আল্লাহ্ তা'আলার অগণিত নিদর্শনের উদাহরণ এবং বর্ণনায় আল-কুরআন ভরপুর। এই সমস্ত নিদর্শনের মধ্যে প্রাণীজগত তথা সৃষ্টি জগতের সবকিছু বসবাস করছে, প্রতিমুহূর্তে তারা নিদর্শন প্রত্যক্ষ করছে, উপভোগ করছে এবং আল্লাহ্ তা'আলার অস্তিত্বের, একত্ববাদের ও সার্বভৌমত্বের সুস্পষ্ট সাক্ষ্য বহন করছে। তাই বলাবাহুল্য, আল্লাহ তা'আলার নিদর্শনের অনুপস্থিতিতে সৃষ্টি জগতের কোন কিছুই অস্তিত্বে বিরাজ করতো না, অর্থাৎ দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছা ও দয়া হচ্ছে বিশ্বজাহানের অস্তিত্বের পেছনে প্রধান শক্তি। তদুপরি মানবের কাছে প্রতিদিনই আল্লাহ্ তা'আলার অসংখ্য নতুন নিদর্শনের উন্মোচন ঘটছে। আল-কুরআনে বর্ণিত নিদর্শনের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ১৪০০ বৎসর পূর্বে আল্লাহ তা'আলা মানব সন্তানকে অবহিত করেছেন :

سَنُرِيهِمْ ءَايَـٰتِنَا فِى ٱلْـَٔافَاقِ وَفِىٓ أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ ۗ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُۥ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ شَهِيدٌ ﴿٥٣﴾

"আমি উহাদিগের জন্য আমার নিদর্শনাবলী ব্যক্ত করিব পৃথিবীর দিগন্তে এবং উহাদিগের নিজদিগের মধ্যে; ফলে উহাদিগের নিকট সুস্পষ্ট হইয়া উঠিবে যে, উহাই [*আল-কুরআন*] সত্য। ইহা কি যথেষ্ট নহে যে, তোমার প্রতিপালক সর্ববিষয়ে অবহিত?" *(৪১-হা-মীম সাজদা : ৫৩)*

এই আয়াতে উল্লিখিত নিদর্শনাবলীর ব্যাপারে প্রখ্যাত আলেমরা বিভিন্ন ধরনের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তবে অধিকাংশ আলেমদের মতে, প্রধানত দু'টো বিষয়ের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার নিদর্শন প্রতিদিনই মানব সন্তানের কাছে প্রকাশ পাচ্ছে অর্থাৎ আল-কুরআন যে আল্লাহ্ তা'আলার পবিত্র বাণী, তার সত্যতার প্রমাণ ঘটছে। (১) মাত্র কয়েক বৎসরের মধ্যে তৎকালীন মদীনার জীবনেই ইসলামী দ্বীন বা জীবনাদর্শের ও ধর্মীয় মূল্যবোধের উৎকৃষ্টতা, বিশুদ্ধতা এবং ন্যায়নীতি সম্পন্ন সমাজ প্রতিষ্ঠায়, মানব চরিত্র পরিশোধনের, আত্মশুদ্ধির প্রয়োজনে এবং আধ্যাত্মিকভাবে উন্নত শিখরে আহরণে শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ হয়েছিল। বদরের যুদ্ধে মক্কার শক্তিশালী অপরাজেয় কাফেরদের অপ্রত্যাশিত পরাজয় এবং রোমানদের বিরুদ্ধে পারসিয়ানদের পরাজয় ছিল আল-কুরআনের সত্যতার সুস্পষ্ট প্রমাণ। বর্তমানে আল-কুরআনের পবিত্র বাণীর সত্যতা পৃথিবীর সব মানব সমাজেই

www.pathagar.com

প্রস্ফুটিত হয়েছে। প্রতিদিনই বিভিন্ন সমাজ, সংস্কৃতি, ভাষা ও বর্ণ এবং দেশের মানুষ আল-কুরআনের সংস্পর্শে এসে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হচ্ছেন, যা তৎকালীন আরবীয় অজ্ঞ কাফেরদের কাছে ছিল অকল্পনীয় ব্যাপার। অজ্ঞ আরবীয়দের মধ্যে একটা বিশেষ সম্প্রদায় যাদের গোত্রের নেতা হওয়া ও নেতৃত্ব দেয়ার অধিক প্রত্যাশা ছিল না, অথচ তাদের অনেকেই আল-কুরআনে বিশ্বাসী হয়ে অর্ধ দুনিয়ার শাসক হয়েছিলেন এবং বিশ্বের প্রখ্যাত ব্যক্তিদের মধ্যে স্থান পেয়েছেন, ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা ওমর ইবনে আল-খাত্তাব (রা.) বিশেষভাবে উল্লেখ্য। নবী করিম (সা.)-এর তত্ত্বাবধায়নে আল-কুরআনের জ্ঞান লাভ করে অজ্ঞ আরবীয়রা আরব ভূ-খণ্ডের সীমা অতিক্রম করে ইউরোপ ও এশিয়ার বিভিন্ন দেশে পবিত্র জ্ঞানের আলো বিতরণ করেছিলেন। আজও আল্লাহ তা'আলার পবিত্র বাণী আল-কুরআনের প্রভাব একই ধারায় ও গতিতে বিচ্ছুরিত হচ্ছে, তাতে আল্লাহ তা'আলার পবিত্র কালামের সত্যতা সুস্পষ্ট ও সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হচ্ছে। সম্প্রতি মুসলিম জাতির উদ্দেশ্যে মিসরে বক্তৃতা দিতে গিয়ে আমেরিকান প্রেসিডেন্ট মি. ওবামা আল-কুরআন থেকে [*সূরা হুজুরাত, আয়াত নম্বর ১৩ এবং সূরা মায়িদা, আয়াত নম্বর ৩২*] উদ্ধৃতি দিয়ে আল-কুরআনের সর্বজনীনতা, সত্যতা এবং মানব জাতির জন্য উৎকৃষ্ট ব্যবস্থার পক্ষে সমর্থন দিয়েছেন। বর্তমান বিশ্বে সামরিক ও প্রযুক্তিবিদ্যায় অন্যতম ও শক্তিশালী দেশের কর্ণধার বক্তৃতায় আল-কুরআনের উদাহরণ দিয়ে যে দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করেছেন তা নিশ্চয় প্রশংসার দাবী রাখে এবং অতীত ইতিহাসে যা নজিরবিহীন। এটাই আল্লাহ তা'আলার নিদর্শন যে, অনেক প্রখ্যাত ব্যক্তিরা আল-কুরআনের উপর বিশ্বাস স্থাপন না করেও বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় ও মানব চরিত্রের পরিশোধনে তার উৎকৃষ্টতা সম্পর্কে সাক্ষ্য দেন।

(২) বর্তমান সমাজ বিজ্ঞানের অপ্রত্যাশিত অগ্রগতিতে মানব শরীর, বস্তুজগৎ এবং সৌরজগতের ব্যাপারে গবেষণার শীর্ষস্থানে মানব সন্তানরা অধিষ্ঠিত হয়েছেন। প্রতিদিনই তার প্রগতি, উন্নতি ও অগ্রগতির মাত্রা বাড়িয়ে নতুন নতুন বিষয়ের সম্ভাবনার উন্মোচন হচ্ছে। তদুপরি অজানা, সন্দেহপ্রবণ এবং ১৪০০ বৎসর পূর্বে আল-কুরআনে বর্ণিত বিষয়ের সত্যতা সুস্পষ্টভাবে প্রতিষ্ঠা পাচ্ছে। এই সমস্ত নতুন আবিষ্কার, বস্তু ও সৌরজগতের এবং আল-কুরআনের সত্যতার জ্ঞান আজ বিশেষ কোন দেশ, গোত্র, ভাষা ও বর্ণের মানুষ, রাজনৈতিক শক্তি এবং সমাজে আর সীমাবদ্ধ নয়। তাই বলার অপেক্ষা রাখে না যে, উপরোল্লিখিত আয়াতে বর্ণিত বিষয়ের সত্যতাও প্রতিদিন বিশ্বব্যাপী মানব সন্তানের সম্মুখে দ্ব্যর্থহীনভাবে বিভিন্ন বিষয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। এগুলোই হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার নিদর্শনের অলৌকিক ক্ষমতা।

www.pathagar.com

যা হোক, মানব সৃষ্টির আবহমানকাল থেকেই মানব সন্তান বিশেষ কোন স্থানে সহজভাবে পৌঁছানোর জন্য রাস্তায় বিভিন্ন ধরনের চিহ্ন, প্রতীক বা সাইনবোর্ড ব্যবহার করছেন। সঠিক রাস্তার দিকনির্দেশনায় সাইনবোর্ড, প্রতীক নিদর্শনগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। উন্নত ও উন্নয়নশীল সকল দেশেই গন্তব্যস্থানে সহজভাবে পৌঁছানোর জন্য রাস্তায় প্রতিষ্ঠিত চিহ্ন যেমন, মাইলফলক, রাস্তার নাম, ন্যায়সঙ্গত গতিবেগ, গতিবেগ নিয়ন্ত্রণের আদেশ ও সীমাবদ্ধতা এবং পর্যটকের ব্যবহার্য প্রয়োজনীয় সব সংগঠনের বিবরণ দিয়ে সাইন বা নিদর্শন বোর্ড রাখা হয়। এগুলোর মাধ্যমে পর্যটকরা বিশেষ কোন জায়গায় সহজভাবে পৌঁছার দিকনির্দেশনা এবং তার গুরুত্ব সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান অর্জন করতে পারেন। তদুপরি রাস্তার সুশৃঙ্খল ও পরিষ্কার সাইনবোর্ড দেখে তারা বুঝতে পারেন এই রাস্তার স্থাপত্যশিল্পীদের সৃষ্টি নৈপুণ্যতা এবং দক্ষতা সম্পর্কে। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায় আমেরিকান হাইওয়ের সুস্পষ্ট বিন্যাস এবং বিভিন্ন শহরে পৌঁছার জন্য সুবিন্যস্ত বিভিন্ন রংয়ের প্রতীক চিহ্ন বিস্ময়ের সৃষ্টি করে। এই ধরনের সুব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পেছনে যে সমস্ত প্রকৌশলী এবং নকশাবিদ জড়িত ছিলেন, তাদের সুদক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। অনুরূপভাবে, বিশ্বজাহানে অবস্থিত প্রতিটা প্রতীক চিহ্ন এবং নিদর্শনই সৃষ্টির নৈপুণ্যতায় ভরপুর। এই বিচিত্র বর্ণের, ধরনের এবং প্রয়োজনীয় চিত্তাকর্ষক সৌন্দর্যমণ্ডিত সৃষ্টির নিদর্শন, ধীশক্তি সম্পন্ন বুদ্ধিবৃত্তিকমূলক ব্যক্তির জন্য অত্যন্ত বিস্ময়ের ব্যাপার। যার ফলে এই সমস্ত নিদর্শন নিয়ে তারা গবেষণা ও চিন্তা-ভাবনা করেন। কবি ও বৈজ্ঞানিক ব্যক্তিত্ব এ ব্যাপারে সাধারণ মানুষের তুলনায় ব্যতিক্রম ও অন্যতম। কবি তার হৃদয়ের দৃষ্টি এবং বৈজ্ঞানিক তার গবেষণা, পর্যবেক্ষণ ও যৌক্তিকতা দিয়ে বিশ্বজাহানের সৃষ্টির রহস্য ও সৌন্দর্য অনুধাবন করতে পারেন। তাই বলা যায় এই বিস্ময়কর সৃষ্টি এবং তার সুশৃঙ্খল নিয়ন্ত্রণের পেছনে যে পরাক্রমশালী সৃষ্টিকর্তার সীমাহীন প্রজ্ঞা ও শক্তি বিরামহীনভাবে কাজ করে যাচ্ছে, সে ব্যাপারে তাদের সুদৃঢ় বিশ্বাস থাকার প্রত্যাশা করা কোন অমূলক ব্যাপার নয়। অথচ এই দুই দলের অধিকাংশই সৃষ্টিকর্তার এই সমস্ত নিদর্শন নিয়ে আধ্যাত্মিকভাবে উদ্বুদ্ধ হয়ে বেশি চিন্তা-ভাবনা করেন না বরং অনেকেই ঔদ্ধত্য দেখিয়ে আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদে বিশ্বাস করা থেকে দূরে থাকেন। প্রতিদিন তারা আল্লাহ তা'আলার সব নিদর্শন দেখছেন এবং নিদর্শনের সাহায্যে মরুভূমিতে, সাগরে মহাসাগরে ও মহাশূন্যে যাত্রা পথের দিকনির্দেশনা ঠিক করছেন তবুও এই নিদর্শনের সৃষ্টিকর্তার ব্যাপারে তারা গভীরভাবে চিন্তা করেন না। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

وَكَأَيِّن مِّنْ ءَايَةٍ فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ﴿١٠٥﴾ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِٱللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُونَ ﴿١٠٦﴾

www.pathagar.com

"অনেক নিদর্শন রয়েছে নভোমণ্ডলে ও ভূ-মণ্ডলে যেগুলোর উপর দিয়ে তারা পথ অতিক্রম করে এবং তারা এসবের দিকে মনোনিবেশ করে না। অনেক মানুষ আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, কিন্তু সাথে সাথে শিরকও [*মূর্তিপূজা, নিজের প্রবৃত্তির চাহিদার এবং জীবন যাপনে মানুষ সৃষ্ট মতবাদে আত্মসমর্পণ করে*] করে।" *(১২-ইউসুফ : ১০৫-১০৬)*

জাগতিক জ্ঞানে জ্ঞানী ব্যক্তিরা সৃষ্টির নিদর্শন নিয়ে গল্প, কবিতা লিখছেন, গবেষণা করছেন, বিস্ময়কর আবিষ্কার করে মহাশূন্যের অজানা তথ্য সংগ্রহ করে বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব অগ্রগতিতে অবদান রাখছেন। প্রতিপালকের সুশৃঙ্খল সুনিপুণ কর্মের নিদর্শন দেখছেন। অথচ তাদের জ্ঞানের পর্দায় সৃষ্টিকর্তার একত্ববাদের, পবিত্র বাণী আল-কুরআনে বর্ণিত জীবনাদর্শের উৎকৃষ্টতার ও হেদায়েতের সত্যের আলো প্রতিফলিত হয়ে পরিস্ফুটিত হয় না। জাগতিক জ্ঞানের শক্তিতে তারা গর্বিত এবং প্রশংসার দাবীদার অথচ তাদের অর্জিত বিদ্যার আলোতে অসহায় নিরীহ মানুষের ঘর আলোকিত করছে না। জাগতিক জ্ঞানে গর্বিত ব্যক্তিদের সম্পর্কে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম "আল্লাহর রাহে ভিক্ষা দাও" কবিতায় বলেছেন :

ওগো জ্ঞানী, ওগো শিল্পী, লেখক, কবি,
তোমরা দেখেছ ঊর্ধ্বের শশী রবি।
তোমরা তাহার সুন্দর সৃষ্টিরে
রেখেছ ধরিয়া রসায়িত মন ঘিরে।
তোমাদের এই জ্ঞানের প্রদীপ-মালা
করে নাক কেন কাঙালের ঘর আলো?
এত জ্ঞান এত শক্তি, বিলাস সে কি?
আলো তার দূর কুটিরে যায় না কোন সে শিলায় ঠেকি?

সুশীল সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের এবং বিজ্ঞানীদের একটা বিরাট অংশ সৃষ্টির নিদর্শনে আল্লাহ তা'আলার সম্পর্কে সত্যের নিশানা দেখেন না। তাই আল্লাহ তা'আলার প্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে উৎপীড়িত নিপীড়িত মানুষের তরে আত্মত্যাগী হয় না এবং সত্যের আলো বিতরণ করে অন্যের হৃদয়ও আলোকিত করায় প্রত্যয়ী হন না। যার জন্য তাদের কার্যকলাপ ও আল্লাহ তা'আলা বিমুখী চরিত্র, সাধারণ মানুষের মধ্যে সৃষ্টি করে আল্লাহ তা'আলার আসল পরিচয় সম্পর্কে সংশয় এবং নতুন প্রজন্মকে দেয় ধর্মীয় মূল্যবোধ পরিত্যাগ করে ধর্ম বিমুখতায় উদ্ধত হওয়ার অভিপ্রায়। আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ ছাড়া কেউ ধন-সম্পত্তি ও জ্ঞান-বিজ্ঞানে

www.pathagar.com

বিদ্বান হতে পারেন না অথচ এই মহাসত্যটা জাগতিক বিষয়ে জ্ঞানীদের অধিকাংশই বুঝতে না পেরে ধর্মবিমুখতায় লিপ্ত হয়ে ধর্ম বহির্ভূত কাজে জড়িয়ে পড়েন। পূর্ববর্তী বহুজাতির বিদ্বান ও সমৃদ্ধশালী ব্যক্তিদের অবাধ্য ও ধর্মবিমুখতার জন্য আল্লাহ তা'আলা তাদের ধ্বংস করে দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে আল-কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

مَّنِ ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِۦ ۖ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ

حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ﴿١٥﴾ وَإِذَآ أَرَدْنَآ أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا۟ فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا ٱلْقَوْلُ فَدَمَّرْنَٰهَا تَدْمِيرًا ﴿١٦﴾

"যাহারা সৎপথ অবলম্বন করিবে তাহারা তো নিজদিগেরই মঙ্গলের জন্য সৎপথ অবলম্বন করিবে এবং যাহারা পথভ্রষ্ট হইবে তাহারা তো পথভ্রষ্ট হইবে নিজদিগেরই ধ্বংসের জন্য এবং কেহ অন্য কাহারও ভার বহন করিবে না। আমি রাসূল না পাঠান পর্যন্ত কাহাকেও শাস্তি দেই না। আমি যখন কোন জনপদ ধ্বংস করিতে চাহি তখন উহার সমৃদ্ধিশালী ব্যক্তিদিগকে সৎকর্ম করিতে [*পরীক্ষা করার জন্য*] আদেশ করি, কিন্তু উহারা সেথায় অসৎকর্ম করে [*অনুগ্রহ ভুলে অকৃতজ্ঞ হয়ে*]; অতঃপর উহার প্রতি দণ্ডাজ্ঞা ন্যায়সঙ্গত হইয়া যায় এবং আমি উহা সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করি।" *(১৭-বনী ইসরাঈল : ১৫-১৬)*

উপরোক্ত আলোচিত বিষয় থেকে বুঝা যায় যে, নতুন জায়গায় এবং কোন কিছুর সঠিক পরিচয় সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের জন্য প্রতীক, চিহ্ন বা নিদর্শন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাই কোন ব্যক্তিই নতুন জায়গায় সহজে পৌঁছাতে এবং কারও সম্পর্কে সঠিকভাবে জানার জন্য প্রতিষ্ঠিত প্রতীককে উপেক্ষা করে না বরং অতি মনোযোগ ও সতর্কতার সাথে প্রতীকে নির্দেশিত বিষয় সম্পর্কে জেনে নেয়। অনুরূপভাবে আল্লাহ তা'আলা অদৃশ্যে আছেন এবং মৃত্যুর পরজীবন হচ্ছে মানব সন্তানের কাছে সম্পূর্ণরূপে নতুন জায়গায়। আজ পর্যন্ত মানব জাতির প্রতি প্রেরিত শেষ রাসূল ব্যতিরেকে অন্য কোন মানব সন্তানই এই জায়গায় ভ্রমণ করে এবং আল্লাহ তা'আলাকে দেখে ফিরে এসে আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে কোন বর্ণনা দিতে পারেনি। তবে একটা বিষয় সকলের মনে রাখতে হবে যে, মৃত্যু হলেই আদম সন্তান আল্লাহ তা'আলাকে দেখতে পারে না। যা হোক অদৃশ্য আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্ব এবং তাঁর সঠিক পরিচয় সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের জন্য একমাত্র তারই নাযিলকৃত আসমানী কিতাব ও শেষ রাসূল (সা.) হাদীস ছাড়া আর বিকল্প কোন ব্যবস্থা কারও জানা নাই। রাসূল (সা.) স্বচক্ষে প্রত্যক্ষভাবে আল্লাহ তা'আলা না দেখলেও তিনি হৃদয়ের মাধ্যমে দেখেছেন এবং

www.pathagar.com

মিরাজের রাত্রে আল্লাহ তা'আলার বহু নিদর্শন দেখেছিলেন তাই তিনি হলেন আল্লাহ তা'আলার আসল পরিচয় সম্পর্কে সবচেয়ে বেশী জ্ঞানী ব্যক্তি। অথচ অধিকাংশ মানব সন্তানই আল্লাহ তা'আলার পরিচয় সম্পর্কে সঠিকভাবে জানার জন্য আল-কুরআনে এবং হাদীসে বর্ণিত নিদর্শনে যে সুস্পষ্ট মানচিত্র আছে তার প্রতি মনোনিবেশ করেন না বরং সর্বদা উপেক্ষা করেন। এমনকি তারা এই পবিত্র মানচিত্রে বিশ্বাস স্থাপন করায় উদাসীন। তাহলে কিভাবে তারা আল্লাহ তা'আলার সঠিক পরিচয় সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে পারবেন? মানব সন্তানের জন্যই আল্লাহ তা'আলা তার নিদর্শনসমূহ আল-কুরআনে বর্ণনা করেছেন যাতে তারা আল্লাহ তা'আলার সঠিক পরিচয় সম্পর্কে জানতে পারে। তাই মানব দেহে আল্লাহ তা'আলার যে নিদর্শন সুস্পষ্টভাবে বিদ্যমান আছে তার উপরই প্রথমে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে আলোচনার সূত্রপাত করা হলো।

মানব শরীরে রয়েছে সৃষ্টির অন্যতম নিদর্শন

ভূ-পৃষ্ঠের এবং মহাশূন্যের প্রতিটা সদৃশ্য ও অদৃশ্য বস্তু হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার নিপুণ সৃষ্টির অনবদ্য সুসজ্জিত নিদর্শন। আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টির নিদর্শনের মধ্যে মানব সন্তানরা প্রতিমুহূর্তে বসবাস করছে। তাদের চারদিকে আল্লাহ তা'আলার নিদর্শন সর্বত্র ছড়িয়ে আছে তাই দিবানিশি প্রতিমুহূর্তে তারা আল্লাহ তা'আলার নিদর্শনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত আছে। কিন্তু বেশীর ভাগ মানুষই এই সমস্ত নিদর্শন থেকে আসল সত্য সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের জন্য নিদর্শন নিয়ে চিন্তা-ভাবনা, গবেষণা এবং ধ্যান করার সুযোগ গ্রহণ করেন না। জাগতিক কাজে, চিত্তবিনোদনে এবং ধন-সম্পদের আকর্ষণে তারা সর্বদাই ব্যস্ত থাকেন তাই অধিকাংশ মানুষই আধ্যাত্মিক ও আত্মপুষ্টির এবং আত্মশুদ্ধির ব্যাপারে অজ্ঞতায় জীবন যাপন করেন। কারণ এই সুবিশাল সুবিন্যস্ত নিদর্শনের ব্যাপারে তারা সম্পূর্ণরূপে উদাসীন। দৃশ্যমান সব নিদর্শনের মধ্যে মানুষের দেহ যন্ত্রটা হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টির একটা অন্যতম নিদর্শন। প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে মানবের শরীরের অঙ্গগুলো [*হৃৎপিণ্ড, কলিজা, ফুসফুস, পাকস্থলী, শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি, কিডনি এবং ব্রেইন ইত্যাদি*] দেহ যন্ত্রটাকে সুস্থ রাখার জন্য সক্রিয়ভাবে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া করে যাচ্ছে। যার ফলে একজন সুস্থ মানুষকে এগুলোর ক্রিয়া এবং কার্য-সাধন পদ্ধতি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করতে হয় না। কারণ প্রায় সব মানুষের পুরো জীবনটাই এই বিস্ময়কর দেহযন্ত্র গুলো সঠিকভাবে কার্যক্ষম থাকে অর্থাৎ এই অঙ্গগুলোর সুষ্ঠু কার্যক্রম তাদের জন্য অলিখিত অঙ্গীকারাবদ্ধে নিয়োজিত হয়েছে। এগুলোর

www.pathagar.com

সঠিক ও সুষ্ঠু কার্যক্রমের পেছনে যে অদৃশ্য প্রজ্ঞাময় সর্বজ্ঞানী সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা, নিয়ন্ত্রণকর্তা আছেন, যার আদেশে এই যন্ত্রগুলো সঠিকভাবে প্রয়োজন মতো কাজ করে যাচ্ছে তাই মানব সন্তানরা এ ব্যাপারে অমনোযোগী।

মানুষের শরীরের সুস্থতা ও জীবন-মরণ নির্ণয় করার জন্য হৃৎস্পন্দন [Heart beat] অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন। হৃৎস্পন্দনের সাথে ওতপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত রয়েছে শরীরের রক্ত চাপ ও চলাচল পদ্ধতি। বিশ্রামে থাকা অবস্থায় প্রতি মিনিটে একটা সুস্থ হৃৎপিণ্ডে কমপক্ষে ৭০ বার স্পন্দন হয়। প্রতিটা হৃৎস্পন্দনে হৃৎপিণ্ড relaxation and contraction পদ্ধতিতে চাপের মাধ্যমে ফুসফুস থেকে অক্সিজেন মিশ্রিত রক্ত সমস্ত শরীরে বিতরণ করে যাতে শরীরের প্রতিটা কোষসমষ্টি অক্সিজেন এবং রক্তের সুগার দিয়ে সতেজ থাকতে পারে। এইভাবে প্রতিটা হৃৎস্পন্দনে প্রায় ১৫১ মিঃ লিঃ রক্ত হৃৎপিণ্ড মানব শরীরে বিতরণ করে। তাতে ২৪ ঘণ্টায় প্রায় ৩৪৭৫ গ্যালন [প্রায় ১৪ টন] রক্ত সমস্ত শরীরে বিতরণ হচ্ছে।

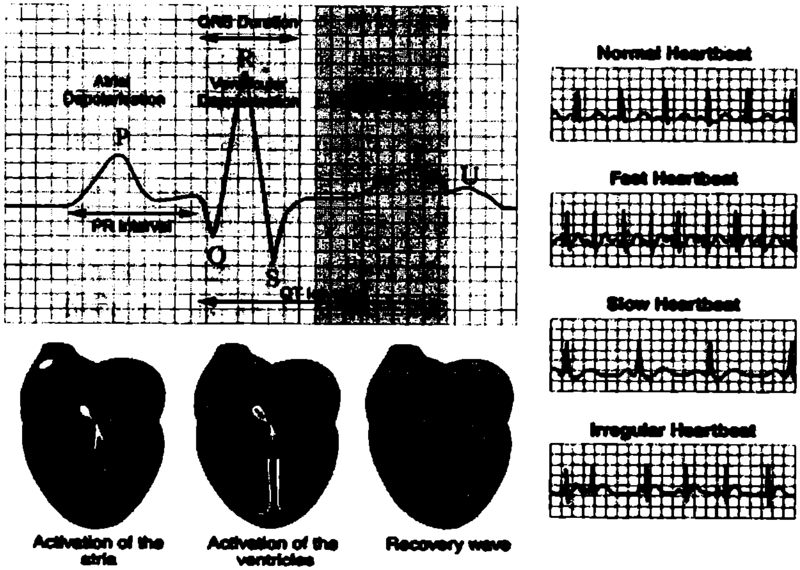

হৃৎপিণ্ডের কার্যকলাপের ছবি

ব্রেইন শরীরের সব অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে তাই ব্রেইন এবং শরীরের মাংসকোষে অক্সিজেন পর্যাপ্ত পরিমাণে সরবরাহ না পেলে শরীরের অঙ্গগুলোর কার্যক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। হৃৎপিণ্ডের এই বিস্ময়কর কার্যক্রম নিয়ে মানুষকে সুস্থাবস্থায় একেবারেই ভাবতে হয় না কারণ তাদের জন্য হৃৎপিণ্ড কোন প্রকার

www.pathagar.com

বিরাম ছাড়া সক্রিয়ভাবে কাজ করে যাচ্ছে। হৃৎপিণ্ডের সক্রিয় কার্য পদ্ধতির পেছনে যে মহান সৃষ্টিকর্তা প্রতিপালকের আদেশ কাজ করছে সেটা নিয়ে অধিকাংশ মানুষ চিন্তা করার সময় পায় না অথবা তারা প্রয়োজন মনে করে না। তবে মানব সন্তানের হৃৎপিণ্ডের কার্য পদ্ধতিতে কোন সমস্যা দেখা দিলে তখন তারা অসহায় হয়ে পড়েন এবং হৃৎপিণ্ডকে কার্যক্ষম রাখার জন্য চিকিৎসা শাস্ত্রের জানা সব রকম ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। অথচ হৃৎপিণ্ডের শরীর সম্বন্ধীয় কার্যক্রম ছাড়াও আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে সক্রিয় হওয়া যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার তা অধিকাংশ মানব সন্তানের কাছে অবহেলায় থেকে যায়। ধর্ম জাতি নির্বিশেষে প্রতিটা মানুষের হৃৎস্পন্দন সর্বদাই আল্লাহ তা'আলার আদেশের বাধ্য থাকে, তবে মানুষের আত্মা অবাধ্য হয় কারণ আত্মাকে আল্লাহ তা'আলা ভালো-মন্দ বেছে নেয়ার স্বাধীনতা দিয়েছেন। হৃৎস্পন্দনের কার্য পদ্ধতি হচ্ছে স্বাধীন ইচ্ছাশূন্য যা প্রতিটা মানুষের শরীরকে সতেজ ও সক্রিয় রাখার জন্য [*যতদিন তার জন্য হায়াত নির্ধারণ করা আছে*] কাজ করে যায় এবং হৃৎস্পন্দনের কার্যক্রম বন্ধ হওয়ার আদেশ যখনই আল্লাহ তা'আলার কাছ থেকে আসে তখন এক মুহূর্তের মধ্যেই সে বন্ধ হয়ে যায়। তাই হৃৎস্পন্দন হচ্ছে মানুষের প্রতি আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহের একটা অন্যতম নিদর্শন। কারণ মানব জাতির অধিকাংশ মানুষই আল্লাহ তা'আলার আদেশের অবাধ্য তবুও পার্থিব জীবনে সুস্থ মস্তিষ্কে বাঁচার জন্য তাদের হৃৎস্পন্দন সক্রিয় থাকে। হৃৎপিণ্ড এবং হৃৎস্পন্দনের প্রধান কাজ মানুষের মাটির দেহকে সক্রিয় রাখা তাই মানুষের আত্মা এবং হৃৎস্পন্দন এক জিনিস নয়।

হজমশক্তি এবং তার কার্যপ্রণালী হচ্ছে মানুষের প্রতি আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ এবং আরেকটা নিদর্শন। হাজার রকমের রাসায়নিক বস্তু মানুষ প্রতিদিনই খাদ্য হিসেবে ভক্ষণ করছেন। পাকস্থলী ও কলিজা, কিডনি এবং প্যাঙক্রিয়াস সম্মিলিতভাবে হজম পদ্ধতি সঠিকভাবে চালু রাখার জন্য প্রতিমুহূর্তে কাজ করে যাচ্ছে। শারীরিক সুস্থাবস্থায় কোন মানুষকেই এই বিস্ময়কর পদ্ধতির কার্যপ্রণালী নিয়ে ভাবতে হয় না এবং তারা বুঝতেও পারেন না যে, হাজার ধরনের রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া অনবরত প্রতিমুহূর্তে শরীরে প্রতি অঙ্গে ঘটছে। খাদ্য হজম পদ্ধতির সংক্ষেপ বর্ণনা ইংরেজীতে দেয়া হলো :

Stomach: The stomach is an enlarged section of the gut shaped rather like a letter J and closed by sphincters at the top and bottom. Three muscle layers, each with fiberss aligned in a different direction, form the stomach walls. The stomach serves partly as place to store swallowed food before this passes on into the small intestine. As eating fills the stomach, its elastic walls relax and allow it to expand.

www.pathagar.com

The Stomach also acts to mix the swallowed food. Its muscles contract in a coordinated fashion that sends waves sweeping through the stomach, churning up its contents. This mixes the food with gastric juices [*Hydrochloric acid*] secreted by glands and cells in pits in the mucous lining of the stomach wall. Each day, the stomach yields about 6 pints [*3 liters*] of secretions. Among these, is the stomach's chief digestive enzyme, pepsin, which starts to break down proteins. Pepsin needs acid if it is to work, and the stomach obliges by manufacturing hydrochloric acid. This also helps to kill bacteria that might otherwise cause intestinal infections. Stomach acid is strong enough to burn skin, but the stomach's walls are protected by their mucous coating [এটা অত্যন্ত বিস্ময় বিহ্বল ব্যাপার]।

Food mixed with and partly broken down by gastric juice forms a homogenous mixture known as chyme. From this mixture, water, glucose, salts and alcohol can pass directly to the bloodstream. However, every minute, about one per cent of the stomach's contents spurts out through the pyloric sphincter, the stomach's lower opening, into the small intestine, where the last all-important stages of digestion and absorption occur.

The liver's role: Besides producing the digestive fluid bile, the liver helps to process the carbohydrate and amino acid [mostly proteins] products of digestion brought by the hepatic portal vein from the digestive tract [*small and large intestine*]. It converts surplus glucose into the animal starch glycogen, storing it for reconversion and releasing it as glucose in later time of need. If the liver's glycogen stores are already full, liver cells begin transforming any extra glucose into fat [*যার জন্য প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্ত খাদ্য গ্রহণ এবং ক্ষুধা ব্যতিরেকে খাওয়া উচিত নয়। বেশী পরিমাণে ভাত খেয়ে কোন পরিশ্রম না করলে, বহুমূত্র এবং হৃদরোগ হয়*], which travels around the body and collects just below the skin in adipose tissue cells in the abdomen and other places. The liver also converts potentially poisnous nitrogenous wastes derived from protein into toxic urea, which is released into the bloodstream and excreted harmlessly by the *kidneys*.

খাবার হজম পদ্ধতি এবং খাদ্য থেকে শক্তি নির্যাস করায় Metabolism [*জীবদেহের রাসায়নিক রূপান্তর, বিপাকীয়*] and Anabolism [*খাদ্য থেকে জীবশরীরে কোষসমষ্টি সৃষ্টির পদ্ধতি*] অত্যন্ত জটিল পদ্ধতিতে কাজ করে, যার বর্ণনা এখানে দেয়ার কোন সুযোগ নাই। তবে একটা বিষয় সুস্পষ্ট যে, এই সমস্ত জটিল কার্যপদ্ধতি যা প্রতিমুহূর্তে

www.pathagar.com

মানুষের শরীরে ঘটছে, তা নিয়ে মানুষকে ভাবতে হয় না। এগুলোর স্বতঃস্ফূর্ত কার্য পদ্ধতি হচ্ছে মানুষের প্রতি আল্লাহ তা'আলার অশেষ দয়ার বহিঃপ্রকাশ।

মানুষ প্রতিমুহূর্তে চিন্তা-ভাবনা ও পরিশ্রম ছাড়া উপভোগ করছে আল্লাহ তা'আলার অবারিত নিয়ামত আলো, বাতাস ও পানি। যদিও বর্তমানে মানুষের অতিলোভ এই সমস্ত নিয়ামত ভোগে নানা ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। যা হোক এই অবারিত নিয়ামত জাতি ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে সকলের জন্য সব সময় প্রাপ্তিসাধ্য, যদিও মানুষ প্রবৃত্তির অবৈধ চাহিদার হস্তক্ষেপে অনেক সময় এই নিয়ামত প্রাপ্তিতে ব্যাঘাত ঘটে, উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায়, গঙ্গা এবং অন্যান্য নদীর পানি নিয়ে বাংলাদেশের উপর ভারতের অত্যাচার। জীবজগৎ ও গাছপালার সাথে অক্সিজেন সরবরাহ করার একটা গুরুত্বপূর্ণ সম্পৃক্ততা রয়েছে। সবুজ গাছ নিজের খাদ্য উৎপাদনে কার্বন ডাইঅক্সাইড, পানি এবং সূর্যের আলো ব্যবহার করে অক্সিজেন পরিত্যাগ করে, যা জীবজগতের জীবন ধারণ করার জন্য প্রধান উপাদান। জীবজগৎ বেঁচে থাকার জন্য অক্সিজেন গ্রহণ করে। জীবের শরীরে অক্সিজেন ও পানি বিভিন্ন খাদ্যের সাথে প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে কার্বন ডাইঅক্সাইড তৈরি করে, যা জীবের নিঃশ্বাসের সহিত বের হওয়ার পর সবুজ গাছ নিজের খাবার তৈরির জন্য ব্যবহার করতে পারে। এইগুলো সবই মানুষের প্রতি আল্লাহ তা'আলার রহমত ও নিদর্শন।

সৃষ্টির নিদর্শন সম্পর্কে অধিকাংশ মানুষের অন্তর তালাবদ্ধ

মানব সন্তানের নশ্বর দেহ মাটি থেকে সৃষ্টি, যার মধ্যে হৃৎপিণ্ডের পরিপূর্ণতা অর্জনের পর যখন আল্লাহ তা'আলা আদেশ রূহ ফুঁকে দেয়া হয় তখন মাংসের বস্তুটা মানব সন্তানে পরিণত হয়। মানব সন্তানের দেহটা নারী-পুরুষের মিলিত সূক্ষ্ম শুক্রবিন্দু থেকে কিভাবে পরিপূর্ণ মানব শরীরে রূপান্তর হয় এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمۡ فِي رَيۡبٖ مِّنَ ٱلۡبَعۡثِ فَإِنَّا خَلَقۡنَٰكُم مِّن تُرَابٖ ثُمَّ مِن نُّطۡفَةٖ ثُمَّ مِنۡ عَلَقَةٖ ثُمَّ مِن مُّضۡغَةٖ مُّخَلَّقَةٖ
وَغَيۡرِ مُخَلَّقَةٖ لِّنُبَيِّنَ لَكُمۡۚ وَنُقِرُّ فِي ٱلۡأَرۡحَامِ مَا نَشَآءُ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى ثُمَّ نُخۡرِجُكُمۡ طِفۡلٗا ثُمَّ لِتَبۡلُغُوٓاْ أَشُدَّكُمۡۖ وَمِنكُم
مَّن يُتَوَفَّىٰ وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰٓ أَرۡذَلِ ٱلۡعُمُرِ لِكَيۡلَا يَعۡلَمَ مِنۢ بَعۡدِ عِلۡمٖ شَيۡـٔٗاۚ وَتَرَى ٱلۡأَرۡضَ هَامِدَةٗ فَإِذَآ أَنزَلۡنَا عَلَيۡهَا
ٱلۡمَآءَ ٱهۡتَزَّتۡ وَرَبَتۡ وَأَنۢبَتَتۡ مِن كُلِّ زَوۡجِۭ بَهِيجٖ ٥

"হে মানবসকল! যদি তোমরা পুনরুত্থানের ব্যাপারে সন্দিগ্ধ হও, তবে [*ভেবে দেখ*] আমি তোমাদেরকে মৃত্তিকা [*প্রথম মানব আদম (আ.)*] থেকে সৃষ্টি করেছি। এরপর বীর্য

www.pathagar.com

[নারী-পুরুষের মিলিত] থেকে, এরপর রক্ত থেকে, এরপর পূর্ণাকৃতিবিশিষ্ট ও অপূর্ণাকৃতিবিশিষ্ট মাংসপিণ্ড থেকে, তোমাদের কাছে ব্যক্ত *[আল্লাহ তা'আলার ক্ষমতা এবং তার স্বত্বাধিকার দেখানোর জন্য]* করার জন্য। আর আমি এক নির্দিষ্ট কালের জন্য মাতৃগর্ভে যা ইচ্ছা রেখে দেই, অতঃপর আমি তোমাদেরকে শিশু অবস্থায় বের করি; তারপর যাতে তোমরা যৌবনে পদার্পণ করো।"... *(২২-হজ্জ : ৫)*

উল্লিখিত আয়াতের ব্যাখ্যায় হাদীস থেকে আরো জানা যায়, *রাসূল (সা.) বলেছেন : মানুষের বীর্য চল্লিশ দিন পর্যন্ত মাতৃগর্ভে সঞ্চিত থাকে। অতঃপর আরো চল্লিশ দিন পর তা **জমাট** রক্তে [আলাক] পরিণত হয়। তারপর আরো চল্লিশ দিন অতিবাহিত হলে মাংসপিণ্ড হয়ে যায়। তৎপর আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে একজন ফিরিশতা প্রেরিত হয়। সে তাতে [মাংসপিণ্ডে] রূহ ফুঁকে দেয়। এ সময়েই তার সম্পর্কে চারটি বিষয় লিখে দেয়া হয় : (১) তার বয়স কত হবে, (২) সে কি পরিমাণ রিযিক পাবে, (৩) সে কি কি কাজ করবে এবং* (৪) পরিণামে সে ভাগ্যবান হবে, না হতভাগা।"... *(সহীহ আল-বুখারী, খণ্ড ৪, নম্বর ৫৪৯, ইংরেজী অনুবাদ)*

(এই হাদীস সম্পর্কে স্মর্তব্য যে, এটা অত্যন্ত দীর্ঘ হাদীস তার প্রথম অংশ এখানে উল্লেখ করা হলো। তবে প্রখ্যাত আলেমদের ব্যাখ্যা ছাড়া এই হাদীসের বিষয়বস্তু আমাদের মতো সাধারণ মানুষের পক্ষে বিশেষ করে ৪ নম্বর বিষয়টা বুঝা অতসহজ নয়। তাই আমার বিনীত অনুরোধ থাকবে, আপনারা এই হাদীসের ব্যাখ্যার জন্য আলেমদের সহযোগিতা অনুসন্ধান করুন।)

মানব দেহের সুস্থতা রক্ষা করার জন্য মানব সন্তান যে সমস্ত পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ করে থাকেন, সেগুলো মাটিতেই উৎপাদিত হয়। আবার মৃত্যুর ভেতর দিয়েই মানব দেহ মাটিতে ফিরে যায় তাই মানব দেহ ও মাটির সাথে বিরাট সম্পর্ক রয়েছে। যার জন্য জন্মভূমির জন্য প্রতিটা মানব সন্তানের ভালোবাসা সব সময় সচল থাকে। যা হোক "রূহ" হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলার আদেশ, যা মানব দেহে সংযুক্ত হয়েই আত্মায় পরিণত হয়, যার মধ্যে থাকে প্রবৃত্তির চাহিদা ও ভালো-মন্দ বেছে নেয়ার স্বাধীনতা এবং অবাধ্য হওয়ার প্রবণতা। আত্মা যেহেতু মাটি থেকে তৈরি নয় সেহেতু আত্মার পরিশুদ্ধি ও পরিপুষ্টতা মাটিতে উৎপাদিত খাদ্যের মাধ্যমে অর্জন করা যায় না, যার জন্য দরকার হয় আল্লাহ্ তা'আলার পবিত্র বাণী আসমানী কিতাবের জ্ঞান এবং মানব হৃদয়ে পবিত্র বাণীর সংশ্লিষ্টতা। আল-কুরআন মানব জাতির জন্য আল্লাহ্ তা'আলার সংরক্ষিত পবিত্র বাণী যাকে "আয়াত" বা নিদর্শন বলা হয়। তাই একমাত্র এই নিদর্শনে বর্ণিত আদেশ নিষেধ পালন ও পরিচর্যার মাধ্যমেই মানুষ অন্তর আত্মার পরিশুদ্ধতা ও পরিপুষ্টতা অর্জন করতে পারে। প্রতিটা মানব সন্তানের উচিত নিজের দেহের অঙ্গগুলোর স্বতঃস্ফূর্ত

www.pathagar.com

বিভিন্ন কার্যক্রম এবং তাদের নিয়ন্ত্রণে যে অদৃশ্য শক্তির আদেশ কাজ করছে তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা। তাতে সে সুস্পষ্টভাবে বুঝতে পারবে যে, মানব নিজেই আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টির একটা অন্যতম নিদর্শন। তাই বলা যায়, আল্লাহ তা'আলার সঠিক পরিচয় নির্ণয় করতে, তার সৃষ্টির নিদর্শনসমূহ হচ্ছে আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। আল-কুরআন সম্পর্কে অর্থাৎ আল-কুরআনে যা কিছু উল্লেখ আছে, তা নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করার জন্য মানব জাতিকে আল্লাহ তা'আলা আদেশ দিয়েছেন। কারণ আল-কুরআনের পবিত্র বাণীতে অথবা নিদর্শনে রয়েছে আল্লাহ তা'আলার প্রকৃত পরিচয়ের উপাদান। আল-কুরআন সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ﴿٢٨﴾

"তবে কি উহারা কুরআন সম্বন্ধে অভিনিবেশসহ চিন্তা করে না? না উহাদিগের অন্তর তালাবদ্ধ? *(৪৭-মুহাম্মদ : ২৮)*

আল-কুরআন আল্লাহ তা'আলার পবিত্র বাণী তাই এটা বিজ্ঞানের কোন বই নয়। বস্তুত আল-কুরআন হচ্ছে মানব জাতির সঠিক হেদায়েতের পথ পাওয়ার জন্য সত্য-অসত্য যাচাই করার কিতাব। তবুও এই কিতাবে রয়েছে মানব শরীর, পরিবেশ এবং বিশ্বজাহানের অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য, যা বর্তমানে বিজ্ঞানের অপ্রত্যাশিত অবদানের ফলশ্রুতিতে মানব জাতির কাছে ক্রমাগতভাবে প্রকাশ পাচ্ছে। এগুলো হচ্ছে আল-কুরআনের অলৌকিক বিষয়, যার মধ্যে রয়েছে আল্লাহ তা'আলার সীমাহীন ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ। যা হোক এমনকি গত শতাব্দীর গোড়া পর্যন্ত এই সমস্ত তথ্য সম্পর্কে মানুষের কোন ধারণা ছিল না। তাই আল-কুরআন এবং তাতে উল্লিখিত নিদর্শন সম্বন্ধে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করা হলো, সজীব বা জীবন্ত এবং আধ্যাত্মিকভাবে আলোকিত অন্তরের কাজ। মানব সন্তানের মধ্যে যারা ধীশক্তিসম্পন্ন এবং পার্থিব জীবনের বৈষয়িক জ্ঞান অর্জনের সুযোগ পেয়েছেন, তারা জ্ঞানী হিসেবে গর্ব করেন অথচ এই নিদর্শনগুলো নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করেন না তাদের অন্তরকে তালাবদ্ধ অন্তরের সাথে আল্লাহ তা'আলা তুলনা করেছেন অর্থাৎ তাদের অন্তরে আল-কুরআনে বর্ণিত নিদর্শনের আলো অনুপ্রবেশ করার দরজা বন্ধ হয়ে গেছে। মুসলিমদের অধিকাংশ এবং অবিশ্বাসীদের সকলেই ইচ্ছাকৃতভাবে আল-কুরআন নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা থেকে নিজেদেরকে দূরে রাখেন। এজন্যই বলা যায়, প্রকৃতপক্ষে তাদের বাহ্যিক দৃষ্টি কার্যক্ষম থাকলেও অন্তর দৃষ্টি তমসাচ্ছন্ন, ফলে আধ্যাত্মিকভাবে তারা অন্ধ।

www.pathagar.com

আল-কুরআন সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন

পবিত্র আল-কুরআনের প্রত্যেকটা বাক্যকে বলা হয় আয়া [*একটা বাক্য*] এবং আয়াত [*একের অধিক বাক্য*], অর্থাৎ আল-কুরআনের প্রতিটা পবিত্র শব্দ হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলার নিদর্শন। "আয়াত" আরবী শব্দ, যার একটা অর্থ হতে পারে "নিদর্শন"। আয়াতের অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক, তবে বাংলা ভাষায় সহজে "আয়াত" শব্দের অর্থ বুঝাতে নিদর্শন-চিহ্ন, নকশা, প্রতীক চিহ্ন বা প্রতীক বস্তু ইত্যাদি শব্দে প্রকাশ করা যায়। আমরা বিশ্বাস করি আলোচ্য বিষয় বস্তুর সাথে সামঞ্জস্য রাখতে নিদর্শন শব্দটার ব্যবহার বেশি প্রযোজ্য বা গ্রহণযোগ্য। তাই এই অধ্যায়ে "আয়াত" অথবা "নিদর্শন" শব্দ ব্যবহার করে ইনশাআল্লাহ্ আলোচনা করা হবে।

আল্লাহ্ তা'আলার অনেক নিদর্শন মানুষের হাতের নাগালে আছে। প্রতিদিনই সে নিদর্শনসমূহ মানুষ নাড়াচাড়া করছে। ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আল-কুরআন হল, আল্লাহ্ তা'আলার নিদর্শনের মধ্যে একটা অন্যতম নিদর্শন। আল্লাহ্ তা'আলা নিজেই আল-কুরআনকে তার অন্যতম নিদর্শন হিসেবে আল-কুরআনে উল্লেখ করেছেন। অবিশ্বাসীরা আল্লাহ্ তা'আলার নাযিলকৃত আল-কুরআনের আয়াত সম্বন্ধে সন্দেহবশতঃ বিশ্বাস না করে রাসূল (সা.) এর নিকট দাবী এবং প্রশ্ন করেছিল "আল্লাহ্ তা'আলা কেন রাসূল (সা.) এর নিকট অন্যরকম নিদর্শন প্রেরণ করছেন না? এই প্রশ্নকারীদের অধিকাংশই ছিল আহেলি কিতাবী [*খৃষ্টান এবং ইয়াহুদী*]। আল্লাহ্ তা'আলার প্রেরিত পূর্ববর্তী কিতাবের মাধ্যমে তারা জানে যে, মূসা এবং ঈসা (আ.)কে অনেক অলৌকিক নিদর্শন দিয়ে আল্লাহ্ তা'আলা সাহায্য করেছিলেন। উক্ত অলৌকিক নিদর্শনের সাহায্যে প্রমাণিত হয়েছিল যে, তারা আল্লাহ্ তা'আলার প্রেরিত রাসূল। তাই পূর্ববর্তীতে প্রেরিত নিদর্শনের সদৃশ কিছু নিদর্শন তারা রাসূল (সা.) এর নিকট দেখতে চেয়েছিল। তাদের প্রশ্নের এবং দাবীর উত্তরে আল্লাহ্ তা'আলা আল-কুরআনে বলেছেন :

وَقَالُوا لَوْلَآ أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَٰتٌ مِّن رَّبِّهِۦ ۖ قُلْ إِنَّمَا ٱلْءَايَٰتُ عِندَ ٱللَّهِ وَإِنَّمَآ أَنَا۠ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٥٠﴾

أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّآ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَىٰ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٥١﴾

"উহারা বলে, 'তাহার প্রতিপালকের নিকট হইতে তাহার নিকট নিদর্শন প্রেরিত হয় না কেন? বল, 'নিদর্শন আল্লাহর ইখতিয়ারে। আমি তো একজন প্রকাশ্য সতর্ককারী মাত্র। ইহা কি উহাদিগের জন্য যথেষ্ট নহে যে, আমি তোমার নিকট কুরআন অবতীর্ণ [*নিদর্শন হিসেবে*] করিয়াছি, যাহা উহাদিগের নিকট পাঠ করা হয়? ইহাতে অবশ্যই মুমিন সম্প্রদায়ের জন্য অনুগ্রহ ও উপদেশ রহিয়াছে।" *(২৯-আনকাবূত : ৫০-৫১)*

www.pathagar.com

উল্লিখিত আয়াতের ভিত্তিতে বলা যায়, পবিত্র আল-কুরআন হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন এবং রাসূল (সা.) এর নিকট নাযিলকৃত আল্লাহর সবচেয়ে বড় অলৌকিক বিষয় (Miracle)। অন্যান্য নবী-রাসূলদের নিকট আল্লাহ তা'আলা যে সমস্ত অলৌকিক নিদর্শন পাঠিয়ে মানবজাতিকে দেখিয়েছেন, সে সমস্ত অলৌকিক ঘটনাগুলো অন্য কোন মানুষ এবং যাদুকর দিয়ে পুনরাবৃত্তি করা আর সম্ভব হয়নি। তবুও নবী-রাসূলদের অলৌকিক নিদর্শনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ক্ষমতাশালী রাজা-বাদশাহরা নিজেদের মনোনীত যাদুকর দ্বারা অলৌকিক নিদর্শন সৃষ্টি করতে চেষ্টা করেছিল তবে তারা কৃতকার্য হয়নি। এ ব্যাপারে উল্লেখ্য, মূসা (আ.) যে আল্লাহ তা'আলার প্রেরিত রাসূল, সেটা প্রমাণ করার জন্য ফেরাউনের দরবারে আল্লাহ তা'আলার হুকুমে অলৌকিক নিদর্শন যখন দেখালেন, তখন ফেরাউনের মনোনীত যাদুকররা তাদের নিদর্শন নিয়ে হাজির হয়। ফেরাউনের যাদুকরদের নির্মিত যাদুগুলোকে মূসা (আ.) এর অলৌকিক বস্তুটা যখন গ্রাস করতে শুরু করল তখন ফেরাউনের যাদুকররা বুঝতে পারল যে মূসা (আ.) এর সঙ্গে পাল্লা দেয়ার মতো ক্ষমতা তাদের নাই। কারণ মূসা (আ.) এর অলৌকিক বস্তু দেখে তারা বুঝতে পেরেছিল যে, এই ধরনের অলৌকিক বস্তু কোন মানুষের পক্ষে দেখানো সম্ভব নয়। একমাত্র মহাপরাক্রমশীল প্রজ্ঞাময় আল্লাহ তা'আলাই তার রাসূলদেরকে এই ধরনের অলৌকিক বিষয় দিয়ে সাহায্য করেন। তাই ফেরাউনের মনোনীত যাদুকররা সঙ্গে সঙ্গে মূসা (আ.) এর দাওয়াতে বিশ্বাস করে আল্লাহ তা'আলার নিকট আত্মসমর্পণ করলেন। মূসা (আ.) এর অলৌকিক ঘটনা আল-কুরআনে উল্লেখ করে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

فَلَمَّا جَآءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالُوا۟ لِفِرْعَوْنَ أَئِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ ٱلْغَٰلِبِينَ ۝ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ۝

قَالَ لَهُم مُّوسَىٰٓ أَلْقُوا۟ مَآ أَنتُم مُّلْقُونَ ۝ فَأَلْقَوْا۟ حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا۟ بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ ٱلْغَٰلِبُونَ ۝

فَأَلْقَىٰ مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِىَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ۝ فَأُلْقِىَ ٱلسَّحَرَةُ سَٰجِدِينَ ۝ قَالُوٓا۟ ءَامَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ۝

رَبِّ مُوسَىٰ وَهَٰرُونَ ۝

"অতঃপর যাদুকরেরা আসিয়া ফেরাউনকে বলিল, 'আমরা যদি বিজয়ী হই আমাদিগের জন্য পুরস্কার থাকিবে তো? ফেরাউন বলিল, হ্যাঁ, তখন তোমরা অবশ্যই আমরা ঘনিষ্ঠদের শামিল হইবে। মূসা উহাদিগকে বলিল, 'তোমাদিগের যাহা নিক্ষেপ করিবার তাহা নিক্ষেপ কর।' অতঃপর উহারা উহাদিগের রজ্জু ও লাঠি নিক্ষেপ করিল এবং উহারা বলিল, ফেরাউনের ইজ্জতের শপথ। আমরাই বিজয়ী হইব। অতঃপর মূসা তাহার লাঠি নিক্ষেপ করিল, সহসা উহা উহাদিগের

www.pathagar.com

অলীক সৃষ্টিগুলোকে গ্রাস করিতে লাগিল। তখন যাদুকরেরা সিজদায় নত হইয়া পড়িল এবং বলিল, 'আমরা ঈমান আনয়ন করিলাম জগতসমূহের প্রতিপালকের প্রতি- যিনি মূসা ও হারূনেরও প্রতিপালক।" *(২৬-শু'আরা : ৪১-৪৮)*

ঈসা ইবনে মরিয়ম (আ.)-কে দিয়ে জন্মান্ধ ব্যক্তিকে দৃষ্টি শক্তি, মৃতকে জীবন দান, কুষ্ঠ ব্যাধিগ্রস্তকে নিরাময় করা এবং মূসা (আ.) হাতের লাঠি দিয়ে লৌহিত সাগরকে দ্বিখণ্ডিত করে বনী ইসরাঈলীদের সাগর পাড়ি দেয়ার জন্য শুষ্ক রাস্তা সৃষ্টি ইত্যাদি সবই আল্লাহ্ তা'আলার প্রদত্ত অলৌকিক নিদর্শন। এই প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন :

إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَـٰعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱذْكُرْ نِعْمَتِى عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَٰلِدَتِكَ إِذْ أَيَّدتُّكَ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ تُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِى ٱلْمَهْدِ
وَكَهْلًا ۖ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ ٱلْكِتَـٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَٱلتَّوْرَىٰةَ وَٱلْإِنجِيلَ ۖ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ ٱلطِّينِ كَهَيْـَٔةِ ٱلطَّيْرِ بِإِذْنِى فَتَنفُخُ
فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًۢا بِإِذْنِى ۖ وَتُبْرِئُ ٱلْأَكْمَهَ وَٱلْأَبْرَصَ بِإِذْنِى ۖ وَإِذْ تُخْرِجُ ٱلْمَوْتَىٰ بِإِذْنِى ۖ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ
عَنكَ إِذْ جِئْتَهُم بِٱلْبَيِّنَـٰتِ فَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِنْهُمْ إِنْ هَـٰذَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿١١٠﴾

"আল্লাহ্ বলিবেন, 'হে মরিয়ম-তনয় ঈসা। তোমার প্রতি আমার অনুগ্রহ স্মরণ করো : পবিত্র আত্মা [*জিব্রাঈল (আ.)*] দ্বারা আমি তোমাকে শক্তিশালী করিয়াছিলাম এবং তুমি দোলনায় থাকা অবস্থায় ও পরিণত বয়সে মানুষের সহিত কথা বলিতে; তোমাকে কিতাব, হিকমত, তাওরাত ও ইঞ্জীল শিক্ষা দিয়াছিলাম; তুমি কর্দম দ্বারা আমার অনুমতিক্রমে পাখী সদৃশ আকৃতি গঠন করিতে এবং উহাতে ফুৎকার দিতে, ফলে আমার অনুমতিক্রমে উহা পাখী হইয়া যাইত; জন্মান্ধ ও কুষ্ঠ ব্যাধিগ্রস্তকে তুমি আমার অনুমতিক্রমে নিরাময় করিতে এবং আমার অনুমতিক্রমে তুমি মৃতকে জীবিত করিতে; আমি তোমা হইতে বনী ইসরাঈলকে নিবৃত্ত রাখিয়াছিলাম [*বনী ইসরাঈলীরা ঈসা (আ.)-কে ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যা করতে পারেনি*]; তুমি যখন তাহাদের নিকট স্পষ্ট নিদর্শন আনিয়াছিলে তখন তাহাদের মধ্যে যাহারা কুফরি করিয়াছিল তাহারা বলিয়াছিল, 'ইহা তো স্পষ্ট যাদু।' *(৫-মায়িদা : ১১০)*

وَلَقَدْ أَوْحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰٓ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِى فَٱضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِى ٱلْبَحْرِ يَبَسًا لَّا تَخَـٰفُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ ﴿٧٧﴾

"আমি অবশ্যই মূসার প্রতি প্রত্যাদেশ করিয়াছিলাম এই মর্মে, আমার বান্দাদিগকে লইয়া রজনীযোগে বহির্গত হও এবং উহাদিগের জন্য সমুদ্রের মধ্যে দিয়া এক শুষ্ক পথ নির্মাণ কর [*লৌহিত সাগরে*]। পশ্চাৎ হইতে আসিয়া তোমাকে ধরিয়া ফেলা হইবে এই আশঙ্কা করিও না এবং ভয়ও করিও না।" *(২০-তাহা, ৭৭)*

উপরোক্ত আয়াতে বর্ণিত নিদর্শনসমূহ ছিল নবী-রাসূলদের কাছে আল্লাহ তা'আলার তরফ থেকে প্রেরিত তাই ছিল শুধুমাত্র সাময়িকভাবে তৎকালীন

www.pathagar.com

সম্প্রদায়ের জন্য প্রেরিত নিদর্শন। ফলে পরবর্তীতে কোন যাদুকরই এই সমস্ত অলৌকিক ব্যাপারগুলো পুনরাবৃত্তি করতে পারেনি অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার সাহায্য ছাড়া কোন মানব সন্তানই এ রকম নিদর্শন দেখাতে পারবে না। তবুও অবিশ্বাসীরা নবী-রাসূলদের অলৌকিক নিদর্শনগুলোকে যাদু বলে উপেক্ষা করত যেরকম করেছিল অজ্ঞ কুরাইশ গোত্র এবং তাদের পরিষদবর্গ ও মিত্ররা।

আল-কুরআন হচ্ছে সর্বকালের জন্য শ্রেষ্ঠ নিদর্শন

আল-কুরআন সম্পর্কে সবচেয়ে বড় অলৌকিক ব্যাপার হচ্ছে, আল্লাহ্ তা'আলার পবিত্র বাণী এবং আল-কুরআনকে কলুষমুক্ত রাখায় আল্লাহ্ তা'আলার প্রতিশ্রুতি। পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবগুলো মানুষের চাহিদা অনুযায়ী কলুষিত হয়ে পবিত্রতা নষ্ট হয়েছে, যার জন্য মানুষ এই কিতাব থেকে সঠিক হেদায়েত পাওয়ার পরিবর্তে বিভ্রান্তিতে লিপ্ত হয়, যেমন ঈসা (আ.)-কে আল্লাহ্ তা'আলার পুত্র হিসেবে সাব্যস্ত করে মানুষ শিরকে জড়িত হচ্ছেন। এজন্যই তাওহীদ সম্পর্কে সঠিক তথ্যের জন্য আল-কুরআন ব্যতিরেকে আর দ্বিতীয় কোন কিতাব মানব জাতির কাছে উপস্থিত নেই। আল-কুরআনকে কলুষমুক্ত রাখার প্রতিশ্রুতির ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন :

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَـٰفِظُونَ ۝

"নিশ্চয় আমি কুরআন নাযিল করিয়াছি এবং আমি উহাকে হেফাযত করিয়া রাখিব।" *(১৫-হিজর : ৯)*

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ بِٱلذِّكْرِ لَمَّا جَآءَهُمْ ۖ وَإِنَّهُۥ لَكِتَـٰبٌ عَزِيزٌ ۝

لَّا يَأْتِيهِ ٱلْبَـٰطِلُ مِنۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِۦ ۖ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ۝

"নিশ্চয়, যাহারা কুরআনের উপদেশ মানে না যখন উহা তাহাদের নিকটে উপস্থিত হয় এবং নিশ্চয় উহা সম্মানযুক্ত অতুলনীয় কিতাব। ইহার কাছে কখনও কোন মিথ্যা সম্মুখ হইতেও আসিতে পারে না, পেছন হইতেও আসিতে পারে না। কারণ প্রশংসাময় মহাজ্ঞানী আল্লাহ্ হইতেই ইহা আসিয়াছে।" *(৪১-হা-মীম-আস-সাজদা : ৪১-৪২)*

মহামহিমান্বিত সৃষ্টিকর্তা, রাজাধিরাজ প্রতিপালক আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া অন্য কেউ যদি এই মহান কিতাবের লেখক হতো তাহলে এর মধ্যে অনেক অসঙ্গতিপূর্ণ বিষয় থাকত। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা সুস্পষ্টভাবে বলেছেন :

www.pathagar.com

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ ۚ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُوا۟ فِيهِ ٱخْتِلَٰفًا كَثِيرًا ﴿٨٢﴾

"আচ্ছা, তাহারা কি চিন্তা করে না কুরআন সম্বন্ধে? যদি উহা আল্লাহ ছাড়া অন্য কাহারও নিকট হইতে আসিত, তবে তাহারা ইহার মধ্যে নিশ্চয় অনেক অসঙ্গতিপূর্ণ কথা পাইত।" *(৪-নিসা : ৮২)*

আল-কুরআন সম্পর্কে মানব জাতির কাছে challenge রেখে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, তোমরা যদি আল-কুরআনের ব্যাপারে সন্দিহান হও যে, এর পবিত্র বাণী আল্লাহ তা'আলার নয়, তবে তোমরা আল্লাহ তা'আলাকে ছাড়া আর যাকে পাও সকলে মিলে আল-কুরআনের সমকক্ষ ও সমতুল্য একটা আয়াত অথবা একটা ছোট সূরা তৈরি করে আন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা সুস্পষ্টভাবে মানব জাতিকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, মানব এবং জিন জাতি একত্র হয়ে চেষ্টা করলেও আল-কুরআনের মতো কিতাব তৈরি করতে পারবে না। এ সম্পর্কে আল-কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَىٰهُ ۖ قُلْ فَأْتُوا۟ بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِۦ مُفْتَرَيَٰتٍ وَٱدْعُوا۟ مَنِ ٱسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ ﴿١٣﴾

"তাহারা আরও বলে যে, মুহাম্মদ কুরআন তৈয়ার করিয়াছে, 'তুমি বল, তবে তোমরাও ইহার মতো দশটি সূরা বানাইয়া আনত, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।" *(১১-হূদ : ১৩)*

وَمَا كَانَ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانُ أَن يُفْتَرَىٰ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَٰكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِى بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ ٱلْكِتَٰبِ لَا رَيْبَ
فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٣٧﴾

"তাহারা কি বলে যে, সে নিজেই ইহা বানাইয়া লইয়াছে? তুমি, ইহার মতো একটি সূরা বানাইয়া আনত এবং খোদা ছাড়া যাহাকে তোমরা পাও তোমাদের সাহায্যের জন্য আহ্বান করো, যদি তোমাদের কথা সত্য হয়।" *(১০-ইউনুস : ৩৮)*

وَإِن كُنتُمْ فِى رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا۟ بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِۦ وَٱدْعُوا۟ شُهَدَآءَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ ﴿٢٣﴾

"আর আমি আমার বান্দার [*মুহাম্মদ*] কাছে যাহা নাযিল করিয়াছি, তাহাতে যদি তোমাদের কোন সন্দেহ থাকে, তবে ঐরূপ মাত্র একটি সূরা তৈয়ার করিয়া আন, আর [*নিজে না পার*] খোদা ছাড়া যাহাদিগকে হাজির পাও ডাক, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।" *(২-বাকারাহ : ২৩)*

قُل لَّئِنِ ٱجْتَمَعَتِ ٱلْإِنسُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٰٓ أَن يَأْتُوا۟ بِمِثْلِ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِۦ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ﴿٨٨﴾

"বল, 'যদি সমস্ত মানুষ ও জিন এই উদ্দেশ্যে একত্র হয় যে, এইরূপ কুরআন

www.pathagar.com

তৈয়ার করিবে তথাপি তাহারা ইহার ন্যায় বানাইতে পারিবে না, যদিও তাহারা পরস্পর পরস্পরের সাহায্য করে।" *(১৭-বনী ইসরাঈল : ৮৮)*

উল্লিখিত "আয়াত" আল্লাহ তা'আলার সঠিক পরিচয় বহন করে। একমাত্র সর্বজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়, পরাক্রমশালী আল্লাহ তা'আলা ছাড়া আর কেউ এই রকম আত্মবিশ্বাস ও দৃঢ় ভাষায় নিজের তৈরি কিতাবের অপরিবর্তনশীলতার সম্পর্কে ঘোষণা দিতে পারবে না। বিশ্বজাহানের প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলাই সর্বশক্তিমান অদ্বিতীয় উপাস্য যিনি নিজের পবিত্র বাণী আল-কুরআনকে করেছেন সর্বশ্রেষ্ঠ অলৌকিক নিদর্শন, যার সমতুল্য নিদর্শন সৃষ্টি করার শক্তি সৃষ্টিকুলের কারও নাই।

আরেকটা উল্লেখ্য এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, নবী-রাসূলদের নিকট প্রেরিত আল্লাহ তা'আলার অলৌকিক নিদর্শনগুলো নবী-রাসূলদের মৃত্যুর পরই মানুষের কাছে গল্পে পরিণত হয়েছে। পূর্ববর্তী রাসূলদের নিদর্শনগুলো পরবর্তীতে মানুষের উপর কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি, কারণ মানুষরা এই নিদর্শনগুলো পুনরাবৃত্তি করে নিজের সামনে প্রত্যক্ষভাবে দেখতে পারেনি। তাই প্রত্যেক রাসূলের সাহায্যে সংঘটিত অলৌকিক নিদর্শনগুলো ছিল সমকালীন লোকদের জন্য প্রযোজ্য এবং আল্লাহ তা'আলার প্রেরিত রাসূল হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে ছিল অন্যতম দলিল। তাই রাসূল মারা যাওয়ার পরই এই নিদর্শনগুলো ইতিহাসে পরিণত হয়েছে। আল-কুরআন এমন এক অলৌকিক কিতাব, মানুষের উপর যার প্রভাব রাসূল (সা.) এর উপর নাযিল হওয়ার সময় থেকে আজও একই ধারায় প্রভাব বিস্তার করছে। সত্য সন্ধানী মানুষরা আল-কুরআনের সংস্পর্শে এসে পবিত্র বাণীর শুদ্ধতা ও মহত্ত্বে আকৃষ্ট হয়ে তাওহীদে বিশ্বাস করে মুসলিম হচ্ছেন। মানুষের উপর এই ধরনের অসাধারণ অনমনীয় প্রভাব ইনশাআল্লাহ কিয়ামত হওয়া পর্যন্ত চলবে। তাই বলা যায়, রাসূল (সা.) এর নিকট প্রেরিত আল্লাহ তা'আলার পবিত্র বাণী আল-কুরআন হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ অলৌকিক নিদর্শন যা কোন দিনই ইনশাআল্লাহ মানব জাতির কাছে ইতিহাসে পরিণত হবে না। রাসূল (সা.) হচ্ছেন মানব জাতির জন্য প্রেরিত আল্লাহ তা'আলার শেষ রাসূল এবং আল-কুরআন আল্লাহ তা'আলার শেষ আসমানী কিতাব। অতএব পূর্ববর্তীদের মত রাসূলদের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা আর কোন অলৌকিক নিদর্শন প্রেরণ করবেন না। রাসূল (সা.) যেমন কিয়ামত পর্যন্ত বিশ্ববাসীর জন্য রাসূল, তেমন আল-কুরআন কিয়ামত পর্যন্ত বিশ্ববাসীর জন্য অলৌকিক নিদর্শন হিসেবে

www.pathagar.com

থাকবে। এ জন্যই যারা বিশুদ্ধ চিত্তে আল্লাহ তা'আলার আসল পরিচয় অনুসন্ধান করতে গিয়ে আল-কুরআনের পবিত্র বাণীর সংস্পর্শে আসেন তারাই আল-কুরআনের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে আত্মসমর্পণকারী হয়ে কৃতজ্ঞ বান্দায় পরিণত হন।

আল-কুরআনের বাক্যকে আল্লাহ তা'আলা "আয়াত" অর্থাৎ নির্দেশ হিসেবে আল-কুরআনে উল্লেখ করেছেন এবং নিদর্শনগুলো কলুষমুক্ত অবস্থায় সংরক্ষিত। সুতরাং এই নিদর্শনসমূহ সন্দেহাতীতভাবে আল্লাহ তা'আলার সম্পর্কে সঠিক তথ্য দিবে। অতএব আল-কুরআনে বর্ণিত নিদর্শনে ইনশাআল্লাহ এখন আল্লাহ তা'আলার প্রকৃত পরিচয় অনুসন্ধান করব। আল-কুরআনের আয়াত যে আল্লাহ তা'আলার নিদর্শন সে সম্পর্কে বহু আয়াত আল-কুরআনে আছে, তার কিছু আয়াত এখানে উল্লেখ করা হলো।

هُوَ ٱلَّذِىٓ أَنزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ مِنْهُ ءَايَٰتٌ مُّحْكَمَٰتٌ هُنَّ أُمُّ ٱلْكِتَٰبِ وَأُخَرُ مُتَشَٰبِهَٰتٌ ۖ ﴿٧﴾

"তিনিই তোমার প্রতি এই কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছেন যাহার কতক "আয়াত" [*নিদর্শন*] সুস্পষ্ট, দ্ব্যর্থহীন; এইগুলি কিতাবের মূল অংশ, আর অন্যগুলি রূপক [*অ্যালিগরিক্যল*]।" *(৩-ইমরান : ৭)*

الٓر ۚ كِتَٰبٌ أُحْكِمَتْ ءَايَٰتُهُۥ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ﴿١﴾

"আলিফ-লাম-রা, যিনি প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ; এই কিতাব তাহার নিকট হইতে; ইহার আয়াতসমূহ [*নিদর্শন*] সুস্পষ্ট, সুবিন্যস্ত করা হইয়াছে ও পরে বিশদভাবে বলা হইয়াছে। *(১১-হূদ : ১)*

الٓمٓر ۚ تِلْكَ ءَايَٰتُ ٱلْكِتَٰبِ ۗ وَٱلَّذِىٓ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ٱلْحَقُّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١﴾

"আলিফ লাম-মীম-রা; এইগুলি কুরআনের আয়াত; যাহা তোমার প্রতিপালক হইতে তোমার প্রতি অবতীর্ণ হইয়াছে তাহাই সত্য; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ ইহাতে বিশ্বাস করে না।" *(১৩-রা'দ : ১)*

وَلَقَدْ أَنزَلْنَآ إِلَيْكُمْ ءَايَٰتٍ مُّبَيِّنَٰتٍ وَمَثَلًا مِّنَ ٱلَّذِينَ خَلَوْا۟ مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٣٤﴾

"আমি তোমাদিগের নিকট অবতীর্ণ করিয়াছি সুস্পষ্ট আয়াত [*নিদর্শন*], তোমাদিগের পূর্ববর্তীদিগের দৃষ্টান্ত এবং মুত্তাকীদিগের জন্য উপদেশ।" *(২৪-নূর : ৩৪)*

تِلْكَ ءَايَٰتُ ٱلْكِتَٰبِ ٱلْمُبِينِ ﴿٢﴾

"এইগুলি সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত।" *(২৬-শু'আরা : ২)*

www.pathagar.com

طسٓ تِلْكَ ءَايَٰتُ ٱلْقُرْءَانِ وَكِتَابٍ مُّبِينٍ ۝

"তা-সীন; এইগুলি আয়াত আল-কুরআনের এবং সুস্পষ্ট কিতাবের।" *(২৭-নাহল : ২)*

تِلْكَ ءَايَٰتُ ٱلْكِتَٰبِ ٱلْمُبِينِ ۝

"এই আয়াতগুলো সুস্পষ্ট কিতাবের।" *(২৮-কাসাস : ২)*

تِلْكَ ءَايَٰتُ ٱلْكِتَٰبِ ٱلْحَكِيمِ ۝

"এইগুলি জ্ঞানগর্ভ কিতাবের আয়াত।" *(৩১-লোকমান : ২)*

كِتَٰبٌ فُصِّلَتْ ءَايَٰتُهُۥ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۝

"ইহা এক কিতাব, বিশদভাবে বিবৃত হইয়াছে ইহার আয়াতসমূহ আরবী ভাষায় কুরআনরূপে জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য।" *(৪১-ফুসসিলাত : ৩)*

উল্লিখিত আয়াত থেকে সুস্পষ্ট বুঝা যায়, আল-কুরআনের বর্ণিত সমস্ত ঘটনা এবং প্রতিটা অক্ষর, বাক্য হচ্ছে মানব জাতির জন্য আল্লাহ তা'আলার পবিত্র "আয়াত" [*নিদর্শন*]। আল্লাহ তা'আলার সীমাহীন অনুগ্রহে আল-কুরআনের মাধ্যমেই মানুষ অবিশ্বাসের অন্ধকার হতে বিশ্বাসের আলোতে পদার্পণ করেন। বর্তমানে মানব সমাজে যারা পরিবার ও সমাজের তৈরি বিভ্রান্ত মতাদর্শের চক্রান্তে আল্লাহ তা'আলার পরিচয় সম্বন্ধে ভুল তথ্যের শিকার হয়ে সন্দেহে পড়ে সত্য অনুসন্ধানে আত্মনিয়োগ করেন, তারা আল-কুরআনের সংস্পর্শে এসে আল-কুরআনে বর্ণিত নিদর্শন থেকে আল্লাহ তা'আলার আসল পরিচয় সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করেন, তাদের অনেকেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে ইসলামের আলোতে প্রবেশ করে বিশ্বাসী হয়ে যান। এইটাই হচ্ছে আল-কুরআনে বর্ণিত "আয়াতের" [নিদর্শনের] প্রকৃত শক্তি এবং প্রভাবের উৎকর্ষতা যা অন্যান্য আসমানী কিতাবের ক্ষেত্রে ঘটে না। তাই বলাবাহুল্য, আল-কুরআন মানবজাতির জন্য Continuous Miracle [*বিরামহীন অলৌকিক কিতাব*]। তবে একটা বিষয়ে এখানে পরিষ্কার করা দরকার যে, মিশনারিরা প্রতি বৎসর হাজার হাজার মানুষকে খৃষ্টান ধর্মে দীক্ষিত করছেন তাতে বাইবেলের কোন প্রভাব নাই কারণ মিশনারিরা আর্থিক অথবা অন্য ধরনের সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েই অন্যদেরকে ধর্মের দিকে আহ্বান করেন। অথচ ইসলাম ধর্মের দাওয়াতী যারা আছেন তারা আল-কুরআন এবং ইসলাম দানকারী ধর্মের বিশুদ্ধতার মাধ্যমে অন্যদের আহ্বান করেন, তাতে কোন প্রকার আর্থিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি থাকে না বরং অনেকেই ধর্মান্তর হওয়ার পরে আর্থিকভাবে নানা সমস্যায় জীবন যাপন করেন তবুও তারা ইসলাম ধর্ম থেকে বিচ্যুত হবেন না, এটাই হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার পবিত্র বাণী আল-কুরআনের অলৌকিক ক্ষমতা।

www.pathagar.com

আল-কুরআনে বর্ণিত নিদর্শন থেকে কারা লাভবান হবেন

বিশেষ কোন উৎকৃষ্ট বস্তু থেকে সকলেই এক রকমভাবে লাভবান হয় না। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ্য, পানি হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার উৎকৃষ্ট নিয়ামত, জীবন ধারণের জন্য পানির প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে কারও কোন দ্বিমত নাই। অথচ শারীরিক সুস্থতার জন্য অন্যান্য কৃত্রিম পানীয় দ্রব্যের পরিবর্তে পর্যাপ্ত পরিমাণে বিশুদ্ধ পানি পান করা যে উত্তম কাজ সেটা অনেকেই অনুধাবন করতে পারেন না। কারণ শরীরের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ, মগজের সুষ্ঠু কার্যক্রম বজায় রাখা ও খাদ্য হজমের পদ্ধতি চালু রাখার জন্য পানির অবদান কতটুকু সে সম্পর্কে তাদের জ্ঞান অথবা হৃদয়ঙ্গম করার যোগ্যতা নাই। তাই পানির মত প্রয়োজনীয় দ্রব্য অনেকের কাছে সহজলভ্য হওয়া সত্ত্বেও তারা তা থেকে পরিপূর্ণরূপে লাভবান হতে পারেন না। অনুরূপভাবে আল-কুরআনে বর্ণিত আল্লাহ তা'আলার বিধান হচ্ছে মানব সন্তানের ইহকাল জীবনের ভারসাম্যতা রক্ষায় এবং পরকাল জীবনের প্রশান্তি অর্জনে একমাত্র উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা অথচ অধিকাংশ মানব সন্তানই সেটা হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন-না। কারণ আল-কুরআন থেকে লাভবান হওয়ার জন্য মানব প্রকৃতিতে বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য উপস্থিত থাকার প্রয়োজন আছে। এই বৈশিষ্ট্যসমূহ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন :

ذَٰلِكَ ٱلْكِتَٰبُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ۝

"এ সেই কিতাব যাতে কোনই সন্দেহ নেই। পথ প্রদর্শনকারী পরহেযগারদের জন্য।" *(২-বাকারাহ : ২)*

ٱلَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُۥٓ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ هَدَىٰهُمُ ٱللَّهُ ۖ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمْ أُو۟لُوا۟ ٱلْأَلْبَٰبِ ۝

ٱللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِتَٰبًا مُّتَشَٰبِهًا مَّثَانِىَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ

جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِۦ مَن يَشَآءُ ۚ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُۥ مِنْ هَادٍ ۝

"যারা মনোনিবেশসহকারে শ্রবণ করে, অতঃপর যা উত্তম তা অনুসরণ করে। তাদেরকেই আল্লাহ্ সৎপথ প্রদর্শন করেন এবং তারাই বুদ্ধিমান। আল্লাহ্ উত্তম বাণী তথা কিতাব নাযিল করেছেন, যা সামঞ্জস্যপূর্ণ, পুনঃ পুনঃ পঠিত। এতে যাদের লোম কাঁটা দিয়ে উঠে চামড়ার উপর, যারা তাদের পালনকর্তাকে ভয় করে, এরপর তাদের চামড়া [*শরীরের সব অঙ্গগুলো*] এবং অন্তর আল্লাহর স্মরণে বিনম্র হয়।"... *(৩৯-যুমার : ১৮, ২৩)*

www.pathagar.com

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُۥ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى ٱلسَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ۝٣٧

"এতে [*আল-কুরআনে*] উপদেশ রয়েছে তার জন্য, যার অনুধাবন করার মতো অন্তর আছে। অথবা সে নিবিষ্ট মনে শ্রবণ করে। *(৫০-ক্বাফ : ৩৭)*

আল-কুরআনে বর্ণিত নিদর্শনের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার পরিচয় অনুসন্ধান করার পূর্বে দেখা যাক– "আল-কুরআনে বর্ণিত নিদর্শনগুলো থেকে কারা আল্লাহ তা'আলার সঠিক পরিচয় সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে উপকৃত হবেন।" আল-কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বিশেষ কিছু গুণের কথা উল্লেখ করে বলেছেন যাদের মধ্যে এই গুণ থাকবে একমাত্র তারাই আল্লাহ তা'আলার নিদর্শনের মাধ্যমে তার আসল পরিচয় পাবেন। এটাও একটা অন্যতম নিদর্শন, যা অন্য কোন কিতাবের বেলায় সত্য নয় তবে আল-কুরআনের ব্যাপারে সম্পূর্ণরূপে সত্য। ভালো-মন্দ সব রকম ঘটনা আমাদের জীবনে প্রতিদিন ঘটছে। প্রতিটা ঘটনার পেছনে থাকে একটা নির্দিষ্ট কারণ অথচ আমরা কতজন সে কারণ উৎঘাটনের জন্য চেষ্টা করি এবং ঘটনা থেকে শিক্ষা লাভ করে থাকি। গবেষণার মাধ্যমে অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে, খুব অল্প সংখ্যক ব্যক্তিরাই প্রতিটা ঘটনার কারণ নির্ণয় করে শিক্ষা লাভ করে থাকেন। অনুরূপভাবে আল-কুরআনে বর্ণিত নিদর্শন থেকেও বিশেষ কিছু ব্যক্তিরা লাভবান হবেন। এখন আল-কুরআনের আয়াতের সাহায্যেই দেখা যাক, সে "বিশেষ" ব্যক্তিরা কারা।

১. দৃঢ় বিশ্বাসী মু'মিন

বিশেষ কোন কিতাব এবং কিতাবের লেখকের রচনাশৈলীর যোগ্যতা এবং বিষয়বস্তুর উপস্থাপনা এবং সুনিপুণ বিন্যাস সম্পর্কে সন্দেহাতীতভাবে বিশ্বাস এবং শ্রদ্ধা না থাকলে, সে কিতাবের বিষয়বস্তু থেকে লাভবান হতে পারেন না। এই উক্তিটা গবেষণামূলক কাজে, পুস্তক ও অজানা ঘটনা সম্পর্কে তদন্তের ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য। আল-কুরআন আল্লাহ তা'আলার পবিত্র বাণী, যা অদৃশ্য থেকে আল্লাহ তা'আলা জিব্রাঈলের (আ.) মাধ্যমে মানব জাতির জন্য জীবনাদর্শের এবং হেদায়েতের উৎস হিসেবে শেষ রাসূল (সা.) এর উপর নাযিল করেছেন। তাই অদৃশ্যে থাকা সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদে [*তাওহীদে*] ও একচ্ছত্র আধিপত্যে বিশ্বাস স্থাপন এবং আল-কুরআন যে তারাই প্রেরিত কিতাব তাতে একনিষ্ঠভাবে বিশ্বাস স্থাপন করা, এই পবিত্র কিতাব থেকে লাভবান হওয়ার জন্য অন্যতম শর্ত। যারা এইভাবে বিশ্বাস করবেন তারাই

www.pathagar.com

দৃঢ়বিশ্বাসী মু'মিন বান্দা। এই বিশ্বাসী ব্যক্তিদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আল-কুরআনের প্রথম ভাগে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

"এই কিতাবে কোনই সন্দেহ নাই, ইহা সুপথ দেখায় পরহেযগার মানুষকে যাহারা গায়েবের [*আল্লাহ তা'আলা, কিয়ামতের দিবস, ফিরিশতা, বেহেশত-দোযখ ইত্যাদি*] ঈমান আনিয়াছে ও নামায কায়েম করে এবং আমি তাহাদিগকে যে রিযিক দিয়াছি, তাহা হইতে দান-খয়রাত করে। আর যাহারা তোমার প্রতি যাহা ও তোমার আগে যাহা নাযিল হইয়াছে তাহার উপর ঈমান আনে আর আখেরাতের প্রতি পুরো বিশ্বাস রাখে। আল্লাহর তরফ হইতে ইহারাই ঠিক পথে আছে ও ইহারাই লাভবান হইবে।" *(২-বাকারাহ : ২-৫)*

আয়াতে উল্লিখিত ব্যক্তিরাই আল-কুরআনের বর্ণিত নিদর্শন থেকে লাভবান হবেন। আল-কুরআনে বর্ণিত কিছু নিদর্শনের কথা উল্লেখ করে আল্লাহ তা'আলা আরও বলেছেন :

وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا ٱللَّهُ أَوْ تَأْتِينَآ ءَايَةٌ ۗ كَذَٰلِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّثْلَ قَوْلِهِمْ ۘ

تَشَٰبَهَتْ قُلُوبُهُمْ ۗ قَدْ بَيَّنَّا ٱلْءَايَٰتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿١١٨﴾

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ ءَايَةَ مُلْكِهِۦٓ أَن يَأْتِيَكُمُ ٱلتَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ ءَالُ

مُوسَىٰ وَءَالُ هَٰرُونَ تَحْمِلُهُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٤٨﴾

"এবং যাহারা কিছু জানে না তাহারা বলে, 'আল্লাহ আমাদের সাথে কথা বলেন না কেন? কিংবা কোন নিদর্শন আমাদের নিকট আসে না কেন? এইভাবে তাহাদের পূর্ববর্তীরাও তাহাদের অনুরূপ কথা বলিত। তাহাদের অন্তর একই রকম। আমি দৃঢ় প্রত্যয়শালীদের [*Believe with certainty*] জন্য নিদর্শনাবলী [*আয়াতসমূহ*] স্পষ্টভাবে বিবৃত করিয়াছি এবং তাহাদের নবী তাহাদিগকে বলিয়াছিল, 'তাহার কর্তৃত্বের নিদর্শন এই যে, তোমাদের নিকট সেই তাবূত* আসিবে যাহাতে তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে চিত্ত প্রশান্তি এবং মূসা ও হারূন বংশীয়গণ যাহা পরিত্যাগ করিয়াছে তাহার অবশিষ্টাংশ থাকিবে, ফিরিশতাগণ ইহা বহন করিয়া আনিবে। তোমরা যদি মু'মিন হও তবে তোমাদের জন্য ইহাতে নিদর্শন আছে।" *(২-বাকারাহ : ১১৮, ২৪৮)*

---

* "তাবূত" ইসরাঈলীদের পবিত্র সিন্দুক। বিধর্মীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করার সময় মূসা (আ.) এই সিন্দুক সম্মুখে রাখতেন। যাতে বনী ইসরাঈলীদের যুদ্ধ করার সময় মন দৃঢ় হয়।

www.pathagar.com

وَهُوَ ٱلَّذِىٓ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجْنَا بِهِۦ نَبَاتَ كُلِّ شَىْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُّخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُّتَرَاكِبًا وَمِنَ ٱلنَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّٰتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَٰبِهٍ ۗ ٱنظُرُوٓا۟ إِلَىٰ ثَمَرِهِۦٓ إِذَآ أَثْمَرَ وَيَنْعِهِۦٓ ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكُمْ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٩٩﴾

"তিনিই আসমান হইতে বৃষ্টি দেন, পরে আমি তাহার দ্বারা প্রত্যেক জিনিসের চারা বাহির করিয়া থাকি, তাহা হইতে আমি সবজি বাহির করি এবং তাহা হইতে পরস্পর মিলিত বীজ সকল বাহির করিয়া থাকি এবং খোরমা গাছের মধ্য হইতে তাহার কুঁড়ি হইতে নিকটবর্তী থোপা সকল নত রহিয়াছে আর আঙ্গুরের বাগান সকল পয়দা করি এবং যয়তুন ও আনার সদৃশ ও অসদৃশ। তাহার ফলের দিকে নজর করো, যখন ফল জন্মে তাহার পাকার দিকে দৃষ্টি করো, নিশ্চয় উহাদের মধ্যে সেই দলের নিদর্শন সকল রহিয়াছে যাহারা ঈমান আনিয়াছে।" *(৬-আন'আম : ৯৯)*

أَلَمْ يَرَوْا۟ إِلَى ٱلطَّيْرِ مُسَخَّرَٰتٍ فِى جَوِّ ٱلسَّمَآءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱللَّهُ ۗ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٧٩﴾

"তাহারা কি লক্ষ্য করে না আকাশের শূন্যগর্ভে নিয়ন্ত্রণাধীন পাখীদের প্রতি? আল্লাহ উহাদিগকে স্থির রাখেন। অবশ্যই ইহাতে নিদর্শন রহিয়াছে মু'মিন সম্প্রদায়ের জন্য।" *(১৬-নাহল : ৭৯)*

خَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٤﴾

"আল্লাহ যথাযথভাবে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন, ইহাতে অবশ্যই নিদর্শন রহিয়াছে মু'মিন সম্প্রদায়ের জন্য।" *(২৯-আনকাবূত : ৪৪)*

أَوَلَمْ يَرَوْا۟ أَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٣٧﴾

"উহারা কি লক্ষ্য করে না, আল্লাহ যাহার জন্য ইচ্ছা তাহার রিযক প্রশস্ত করেন অথবা সীমিত করেন? ইহাতে অবশ্যই নিদর্শন রহিয়াছে মু'মিন সম্প্রদায়ের জন্য।" *(৩০-রূম : ৩৭)*

إِنَّ فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ لَءَايَٰتٍ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾ وَفِى خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِن دَآبَّةٍ ءَايَٰتٌ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿٤﴾

"আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে নিদর্শন রহিয়াছে মু'মিনদিগের জন্য। তোমাদিগের সৃজনে এবং জীববস্তুর বিস্তারে নিদর্শন রহিয়াছে নিশ্চিত বিশ্বাসীদের জন্য।" *(৪৫-জাসিয়া : ৩-৪)*

www.pathagar.com

২. চিন্তাশীল সম্প্রদায়

আল্লাহ তা'আলা মানব সন্তানকে জাগতিক ও পারলৌকিক সব ব্যাপারে চিন্তা করার স্বাধীনতা ও শক্তি দিয়েছেন। ফলে অন্যান্য সৃষ্টির তুলনায় সে সম্পূর্ণরূপে আলাদা, বিচার বুদ্ধিসম্পন্ন সৃষ্টি এবং তাই প্রশংসনীয়। তবুও অধিকাংশ মানব সন্তান আধ্যাত্মিকভাবে উদ্বুদ্ধ হয়ে আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টির নিদর্শন, রহস্য এবং উদ্দেশ্য নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করেন না। নশ্বর পার্থিব জীবনের সাফল্যের প্রচেষ্টায় সর্বদাই ব্যস্ত থেকে অবিনশ্বর পরকালের জীবন সম্পর্কে উদাসীন থাকেন অথচ আল্লাহ তা'আলার নিয়ামত প্রতিমুহূর্তে উপভোগ করছে এবং নিদর্শনসমূহ যে চারপার্শ্বে সর্বদা দেখছেন, তবুও সে ব্যাপারে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করেন না। তবে মানব সমাজে ব্যতিক্রমধর্মী কিছু ব্যক্তি এবং সম্প্রদায় আছে যারা আল্লাহ তা'আলার নিদর্শন নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করেন এবং করবেন। আল-কুরআনে বর্ণিত নিদর্শন ও জীবনাদর্শ নিয়ে তারা গবেষণা ও চিন্তা করে নিজের বিশ্বাসের দৃঢ়তা বৃদ্ধি করবেন, আল্লাহ তা'আলার আসল পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত হবেন এবং অন্যদেরকে উৎসাহ দিয়ে অনুপ্রাণিত করবেন। বস্তুত এই ব্যক্তিরাই আল-কুরআন থেকে লাভবান হবেন। আলোচিত বিষয়ের সাথে সম্পর্ক না থাকলেও এখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উল্লেখ্য যে আল-কুরআন বিশেষ কিছু ধর্মীয় অনুষ্ঠানের রীতিনীতির নির্দেশক কিতাব নয় বরং ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও প্রশাসনের জন্য সুষ্ঠু বিধি ব্যবস্থা প্রণয়নের ভিত্তি সম্পৃক্ত একটা পূর্ণাঙ্গ কিতাব আর রাসূল (সা.) সুন্নাহ হচ্ছে এই পবিত্র কিতাবের ব্যবহারিক ব্যাখ্যা। এই দু'টোর সমন্বয়ে সৃষ্টি হয়েছে ইসলামী শরীয়া অর্থাৎ পূর্ণাঙ্গ নীতিমালা সম্পৃক্ত জীবনাদর্শ। তাই সুষ্ঠু সুন্দর জীবন যাপনের জন্য আল-কুরআনে বর্ণিত নীতিমালার প্রয়োজনীয়তা এবং সব মানব রচিত নীতিমালার চেয়ে যে উৎকৃষ্ট তা নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা না করলে সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত বিধিবিধান অনুসরণ ব্যতিরেকে মানব সন্তান যে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে না সেটা হৃদয়ঙ্গম করা যাবে না। তদুপরি এ রকম নির্ভুল এবং সর্বযুগের জন্য প্রযোজ্য উৎকৃষ্ট নীতিমালা আল্লাহ তা'আলা ব্যতিরেকে আর কেউ দিতে পারে না সেটার মূল্যায়নও করা যাবে না। চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَآ إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَٰفِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا ۗ

وَيَسْـَٔلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ ٱلْعَفْوَ ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْءَايَٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

"লোকে তোমাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বল, 'উভয়ের মধ্যে মহাপাপ এবং মানুষের জন্য উপকারও আছে; কিন্তু উহাদের পাপ উপকার

www.pathagar.com

অপেক্ষা অধিক। লোকে তোমাকে জিজ্ঞাসা করে, কি তাহারা ব্যয় করিবে? বল, 'যাহা উদ্বৃত্ত! এইভাবে আল্লাহ তা'আলার বিধান তোমাদের জন্য সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করেন, যাহাতে তোমরা চিন্তা করো।" *(২-বাকারাহ : ২১৯)*

يُنۢبِتُ لَكُم بِهِ ٱلزَّرْعَ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلنَّخِيلَ وَٱلْأَعْنَـٰبَ وَمِن كُلِّ ٱلثَّمَرَٰتِ ۗ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

ثُمَّ كُلِى مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَٰتِ فَٱسْلُكِى سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا ۚ يَخْرُجُ مِنۢ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَٰنُهُۥ فِيهِ شِفَآءٌ لِّلنَّاسِ

إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"তিনি তোমাদিগের জন্য উহার [*বৃষ্টির পানি*] দ্বারা জন্মান শস্য, যয়তুন, খর্জুর বৃক্ষ, দ্রাক্ষা এবং সর্বপ্রকারের ফল। অবশ্যই ইহাতে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য রহিয়াছে নিদর্শন। ইহার পর প্রত্যেক ফল হইতে কিছু কিছু আহার করো, অতঃপর তোমার প্রতিপালকের সহজ পথ অনুসরণ করো। উহার [*মৌমাছি*] উদর হইতে নির্গত হয় বিবিধ বর্ণের পানীয়; যাহাতে মানুষের জন্য রহিয়াছে আরোগ্য। অবশ্যই ইহাতে রহিয়াছে নিদর্শন চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য।" *(১৬-নাহল : ১১, ৬৯)*

فَلَمَّآ أَنجَىٰهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِى ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ ۗ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُم ۖ مَّتَـٰعَ ٱلْحَيَوٰةِ

ٱلدُّنْيَا ۖ ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

"পার্থিব জীবনের দৃষ্টান্ত যেমন আমি আকাশ হইতে বারি [*বৃষ্টি*] বর্ষণ করি যদ্দারা ভূমিজ উদ্ভিদ ঘন সন্নিবিষ্ট হইয়া উদ্গত হয়, যাহা হইতে মানুষ ও জীবজন্তু আহার করিয়া থাকে। অতঃপর যখন ভূমি তাহার শোভা ধারণ করে ও নয়নাভিরাম হয় এবং উহার অধিকারীগণ মনে করে উহা তাহাদিগের আয়ত্তাধীন, তখন দিবসে অথবা রজনীতে আমার নির্দেশ [*জনপদের অবাধ্যতা ও অন্যায় কাজের জন্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ*] আসিবার পরেও আমি উহা এমনভাবে নির্মূল করিয়া দিই, যেন ইতোপূর্বে উহার অস্তিত্বই ছিল না, এইভাবে আমি নিদর্শনাবলী বিশদভাবে বিবৃত করি চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য।" *(১০-ইউনুস : ২৪)*

ٱللَّهُ يَتَوَفَّى ٱلْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَٱلَّتِى لَمْ تَمُتْ فِى مَنَامِهَا ۖ فَيُمْسِكُ ٱلَّتِى قَضَىٰ عَلَيْهَا ٱلْمَوْتَ وَيُرْسِلُ

ٱلْأُخْرَىٰٓ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَـٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"আল্লাহই প্রাণ হরণ করেন জীবসমূহের তাহাদিগের মৃত্যুর সময় এবং যাহাদিগের মৃত্যু আসে নাই তাহাদিগের প্রাণও নিদ্রার সময়। অতঃপর যাহার জন্য মৃত্যুর সিদ্ধান্ত করেন তাহার প্রাণ তিনি রাখিয়া দেন এবং অপরগুলি ফিরাইয়া দেন, এক নির্দিষ্ট সময়ের জন্য। ইহাতে অবশ্যই নিদর্শন রহিয়াছে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য।" *(৩৯-যুমার : ৪২)*

www.pathagar.com

وَٱخْتِلَٰفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن رِّزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيَٰحِ

ءَايَٰتٌ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۝

وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۝

"নিদর্শন রহিয়াছে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য, রাত্রি ও দিবসের পরিবর্তনে, আল্লাহ্ আকাশ হইতে যে বারি বর্ষণ দ্বারা ধরিত্রীকে [*পৃথিবীকে*] তাহার মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করেন তাহাতে এবং বায়ুর পরিবর্তনে। তিনি তোমাদিগের কল্যাণে নিয়োজিত করিয়া দিয়াছেন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সমস্ত কিছু নিজ অনুগ্রহে, চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য ইহাতে তো রহিয়াছে নিদর্শন।" *(৪৫-জাসিয়া : ৫, ১৩)*

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ

لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۝

"এবং তাহার নিদর্শনাবলীর মধ্যে রহিয়াছে তিনি তোমাদিগের জন্য তোমাদিগের মধ্যে হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন তোমাদিগের সাথীদিগকে যাহাতে তোমরা উহাদিগের নিকট শান্তি পাও এবং তোমাদিগের মধ্যে পারস্পরিক ভালবাসা ও দয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য ইহাতে অবশ্যই বহু নিদর্শন রহিয়াছে।" *(৩০-রূম : ২১)*

৩. অনুধাবনকারী সম্প্রদায়

চিন্তা-শক্তি ও বিবেক-বুদ্ধিতে মানব সন্তানের মধ্যে যথেষ্ট তারতম্য যেমন দেখা যায় তেমন অনুধাবন করার ক্ষেত্রেও তার এক রকম না। যাদের মধ্যে জ্ঞান অর্জনের এবং জানার স্পৃহা আছে তারাই নতুন কিছু জানার এবং কোন বিষয়ের রহস্য উদঘাটন করার চেষ্টায় নিয়োজিত হয়ে থাকেন। সকলেই গবেষণা করতে পছন্দ করেন না অথবা তাদের এ ব্যাপারে ধৈর্য নাই। আল-কুরআন আরবী ভাষায় আল্লাহ্ তা'আলার পবিত্র বাণী, তাই এই কিতাবে বর্ণিত নিদর্শন বুঝে আল্লাহ্ তা'আলার আসল পরিচয় সম্পর্কে জানার আগ্রহ থাকতে হবে এবং ধৈর্যের সহিত চেষ্টা না করলে নিদর্শনের গুরুত্ব অনুধাবন করা যাবে না। আল-কুরআনে বর্ণিত নিদর্শন দৃশ্যমান ও অদৃশ্য জীবনের সাথে সম্পৃক্ত, তাই জানার সদিচ্ছা ও আন্তরিকতার সাথে ধৈর্যসহ গবেষণার মাধ্যমে চেষ্টা না করলে লাভবান হওয়া যাবে না। যাদের এ ধরনের গুণ আছে তাদের কথা উল্লেখ করে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন :

www.pathagar.com

وَهُوَ ٱلَّذِىٓ أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ ۗ قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْـَٔايَٰتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ ﴿٩٨﴾

"তিনিই তোমাদিগকে একই ব্যক্তি হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তোমাদিগের জন্য দীর্ঘ [*মোস্তাকার*] ও স্বল্পকালীন [*মোস্তাওদায়া*] বাসস্থান রহিয়াছে; অনুধাবনকারী সম্প্রদায়ের জন্য আমি নিদর্শন বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছি। *(৬-আন'আম : ৯৮)*

[উল্লিখিত আয়াতে আরবী শব্দ "মোস্তাকার" (দীর্ঘকাল) আর "মোস্তাওদায়া" (স্বল্পকালীন) জীবনের অর্থ নিয়ে আলেমদের মধ্যে বিভিন্ন মতামত আছে। অনেকের মতে দীর্ঘকালীন হচ্ছে বাবার পৃষ্ঠদেশে (Loin) এবং স্বল্পকালীন মাতৃগর্ভে এবং দীর্ঘকালীন বলতে অনেকে বলেন- "কবরের জীবনকে বুঝানো হয়েছে। তবে এ ব্যাপারে সময় ব্যয় করার কোন প্রয়োজন এখানে নেই]

ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجْنَا بِهِۦٓ أَزْوَٰجًا مِّن نَّبَاتٍ شَتَّىٰ ﴿٥٣﴾

"যিনি তোমাদিগের জন্য পৃথিবীকে করিয়াছেন বিছানা এবং উহাতে করিয়া দিয়েছেন তোমাদিগের চলিবার পথ, তিনি আকাশ হইতে বারি বর্ষণ করেন এবং উহা দ্বারা আমি বিভিন্ন প্রকারের উদ্ভিদ উৎপন্ন করি। তোমরা আহার কর ও তোমাদিগের গবাদি পশু চড়াও; অবশ্য ইহাতে নিদর্শন আছে বিবেকসম্পন্নদিগের জন্য।" *(২০-তাহা : ৫৩, ৫৪)*

৪. বোধশক্তিসম্পন্ন সম্প্রদায়

উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ব্যক্তিকে একাধিক ইংরেজী শব্দ যেমন, power of understanding, appreciation, perception, comprehension and intellectual, sensational person দিয়ে বুঝানো হয়। এই শব্দগুলোর ভাবার্থ পর্যালোচনা করলে বলা যায়, মানব সন্তানের সকলেই এক রকম বোধশক্তিসম্পন্ন হয় না। যার জন্য কোন বিষয় সম্পর্কে যাচাই করে তার ভালো-মন্দ নির্ণয় করার ক্ষমতাও সকলের এক রকম নয়। অনেকেই বোধশক্তিহীনতার জন্য ভালোর পরিবর্তে মন্দকে পছন্দ করেন, মন্দের প্রভাবেই জীবন যাপন করতে ব্রতচারী হয়ে থাকেন। আল-কুরআনের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে মান বজাতিকে মন্দ [*অন্ধকার*] থেকে ভালোতে [*আলোতে*] নিয়ে আসা [*সূরা ইব্রাহীম, আয়াত নম্বর ১ দ্রষ্টব্য*]। এই মহান উদ্দেশ্যের তাৎপর্য বুঝতে গেলেই দরকার হয় তীক্ষ্ণ বিচার বুদ্ধি ও ধীশক্তিসম্পন্ন মেধা। বোধশক্তিই, তাকে আল-কুরআনে বর্ণিত নিদর্শন নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করার এবং তাতে যে উপদেশ দেয়া হয়েছে তার গুরুত্ব বিবেচনা করে সৎপথ গ্রহণ করায় অনুপ্রাণিত করবে। বোধশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিদের দায়িত্ব হচ্ছে সৃষ্টির অনবদ্য নিদর্শনের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার আসল পরিচয় জেনে তার উপর একনিষ্ঠ

www.pathagar.com

অন্তরে বিশ্বাস স্থাপন করা এবং সব নিয়ামতের জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে আত্মসমর্পণকারী আবিদে পরিণত হওয়া। বোধশক্তির ব্যাপারে শিক্ষিত অশিক্ষিতের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। জাগতিক শিক্ষায় উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিরা অনেকেই ধর্মীয় জ্ঞানে পুরোপুরি অজ্ঞ অথবা ইসলামী শিক্ষাকে অবহেলা করেন অথবা মনে করেন এ শিক্ষার কোন প্রয়োজন তাদের নাই। অথচ একজন অশিক্ষিত মানুষ ইসলামের প্রতি এবং আল-কুরআনে বর্ণিত নিদর্শনের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল এবং আল-কুরআনের বিধি-নিষেধের প্রতি সম্পূর্ণরূপে অনুগত হতে পারেন। এক্ষেত্রে জাগতিক শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তির তুলনায় এই অশিক্ষিত ব্যক্তি ধর্মীয় মূল্যবোধ গ্রহণে এবং পালনে বোধশক্তিসম্পন্ন। যে জাতির রাসূলের কাছে আল-কুরআন নাযিল হয়, তারা উম্মিদের [*নিরক্ষর*] অন্তর্গত ছিলেন তাই জীবন যাপনে জাগতিক বিষয়ে তাদের জ্ঞান থাকলেও জাগতিক শিক্ষায় [*গবেষণামূলক কাজে*] এবং পূর্ববর্তীতে প্রেরিত আসমানী কিতাব ও সত্য ধর্মীয় পারলৌকিক জ্ঞানে তারা শিক্ষিত ছিলেন না। তবুও আল-কুরআনের প্রতিটা পবিত্র শব্দের মাহাত্ম্য ও ভাবার্থ এবং ভাষার মাধুর্য তাদেরকে প্রভাবিত করেছিল। এজন্য বলা যায়, জাগতিক শিক্ষায় নিরক্ষর হয়েও আল-কুরআনে বর্ণিত নিদর্শনগুলো বুঝা ও গ্রহণ করতে তাদের বোধশক্তি ছিল অত্যন্ত প্রখর এবং জাগ্রত। আল্লাহ তা'আলা বিভিন্ন উদাহরণ দিয়ে এ ব্যাপারে আয়াত নাযিল করেছেন :

وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَىٰ بِمَاءٍ وَاحِدٍ

وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٤﴾

"পৃথিবীতে রহিয়াছে পরস্পর সংলগ্ন ভূ-খণ্ড; উহাতে আছে দ্রাক্ষা-কানন, শস্যক্ষেত্র, একাধিক শিরবিশিষ্ট অথবা এক শিরবিশিষ্ট খর্জুর-বৃক্ষ সঞ্চিত একই পানিতে এবং ফল হিসেবে উহাদিগের কতককে, কতকের উপর আমি শ্রেষ্ঠত্ব দিয়া থাকি। অবশ্যই বোধশক্তিসম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য ইহাতে রহিয়াছে নিদর্শন।" *(১৩-রা'দ : ৪)*

[দ্রাক্ষা-কানন লতাজাতীয় যে কোন উদ্ভিদ যেমন তরমুজ, মটরশুটি ইত্যাদির গাছ]

وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿١٢﴾

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٦٧﴾

"তিনিই তোমাদিগের কল্যাণে নিয়োজিত করিয়াছেন রজনী, দিবস, সূর্য এবং চন্দ্রকে; আর নক্ষত্ররাজিও অধীন হইয়াছে তাহারই বিধানে। অবশ্যই ইহাতে

www.pathagar.com

বোধশক্তিসম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য রহিয়াছে নিদর্শন এবং খর্জুর বৃক্ষের ফল ও আঙ্গুর হইতে তোমরা মাদক ও উত্তম খাদ্য গ্রহণ করিয়া থাক; ইহাতে অবশ্যই বোধশক্তিসম্পন্ন সম্পদায়ের জন্য রহিয়াছে নিদর্শন।" *(১৬-নাহল : ১২, ৬৭)*

وَمِنْ ءَايَـٰتِهِۦ خَلْقُ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَـٰفُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَٰنِكُمْ ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَـٰتٍ لِّلْعَـٰلِمِينَ ﴿٢٢﴾

وَمِنْ ءَايَـٰتِهِۦ يُرِيكُمُ ٱلْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَيُحْىِۦ بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَآ ۚ إِنَّ

فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَـٰتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٢٤﴾

ضَرَبَ لَكُم مَّثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ ۖ هَل لَّكُم مِّن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُكُم مِّن شُرَكَآءَ فِى مَا رَزَقْنَـٰكُمْ فَأَنتُمْ فِيهِ

سَوَآءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ ۚ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْـَٔايَـٰتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٢٨﴾

"এবং তাঁহার নিদর্শনাবলীর মধ্যে রহিয়াছে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং তোমাদিগের ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র্য। ইহাতে জ্ঞানীদিগের জন্য অবশ্যই নিদর্শন রহিয়াছে। আর তাহার নিদর্শনাবলীর মধ্যে রহিয়াছে তিনি তোমাদিগকে প্রদর্শন করেন বিদ্যুৎ, ভয় ও ভরসা সঞ্চারকরূপে এবং তিনি আকাশ হইতে বারি বর্ষণ করেন ও তা দ্বারা ভূমিকে উহার মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করেন; ইহাতে অবশ্যই নিদর্শন রহিয়াছে বোধশক্তিসম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য। আল্লাহ তোমাদিগের জন্য তোমাদিগের নিজেদের মধ্যে একটি দৃষ্টান্ত পেশ করিতেছেন : তোমাদিগকেই আমি যে রিযক দিয়াছি, তোমাদিগের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীদের কেহ কি তাহাতে অংশীদার? ফলে তোমরা কি এই ব্যাপারে সমান? তোমরা কি উহাদিগকে সেইরূপ ভয় করো যেইরূপ তোমার পরস্পরকে ভয় করো? এইভাবেই আমি বোধশক্তিসম্পন্ন সম্প্রদায়ের নিকট নিদর্শনাবলী ব্যাখ্যা করি।" *(৩০-রূম : ২২, ২৪, ২৮)*

উল্লিখিত আয়াতে বর্ণিত নির্দেশাবলীর সুশৃঙ্খল কার্যক্রম আদম সন্তানরা প্রতিদিনই দেখছেন। এগুলো থেকে তারা সুবিধা ভোগ করছেন অর্থাৎ এগুলোর সুশৃঙ্খল বিন্যাস ও নিয়ন্ত্রণ ছাড়া আদম সন্তানরা জীবন যাপন করতে পারবে না, বস্তুত তাদের অস্তিত্ব নির্ভর করছে এগুলোর উৎপাদনে ও নিয়ন্ত্রণে। তবুও অধিকাংশ মানুষ এই সমস্ত নিদর্শনের পেছনে যে দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ তা'আলা অদৃশ্য থেকে নিয়ন্ত্রণ করছেন, তা নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করেন না। তবে যারা বুদ্ধিমান ও ধীশক্তিসম্পন্ন তারা এই সমস্ত নিদর্শন থেকে শিক্ষা লাভ করে এই সমস্ত নিয়ামতের জন্য আল্লাহ তা'আলার প্রতি কৃতজ্ঞতা দেখিয়ে তার ইবাদত করেন। প্রতিদিন তারা যে সমস্ত নিদর্শন প্রত্যক্ষ করছেন তা সর্বশক্তিমান

www.pathagar.com

সার্বভৌমত্বের অধিকারী রাজাধিরাজ আল্লাহ তা'আলা ছাড়া আর কারও পক্ষে করা সম্ভব নয়, সে সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে তাদের বিশ্বাসের বা ঈমানের দৃঢ়তা আরও বৃদ্ধি পায়।

৫. যারা উপদেশ গ্রহণ করে

"চোরাই শোনে না ধর্মের কাহিনী", ধর্মীয় মূল্যবোধের প্রতি চোরের যদি কোন শ্রদ্ধা থাকত তাহলে চোর আর চুরি করত না। তাই সকল মানুষই যদি উপদেশ গ্রহণ করত তাহলে মানব সমাজে বিভিন্ন সমস্যার পরিমাণ অনেকাংশেই হ্রাস পেত। উপদেশ গ্রহণ করতে দরকার হয় বিনয়ী অন্তঃকরণ এবং সদিচ্ছা। তদুপরি দরকার হয় উপদেশদাতার প্রতি অগাধ ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা এবং তার উপদেশের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস। মা-বাবা ও শিক্ষক এবং অন্যান্য গুরুজনের প্রতি সাধারণত সবার ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা থাকে, তাই মানুষ তাদের দেয়া উপদেশ গ্রহণ করেন এবং প্রয়োজনে তাদের কাছে উপদেশ চাওয়া হয়। আল-কুরআনের বিষয়বস্তু হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে মানব সন্তানের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার পবিত্র উপদেশ ও আদেশ। তাই বিভিন্ন প্রকার ব্যবহারিক উপমা দিয়ে আল্লাহ্ তা'আলা সহজ ভাষায় প্রতিটা দরকারী বিষয় সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন যাতে আদম সন্তানরা আল-কুরআনের ভাবার্থ ও জীবন যাপনে তার প্রয়োজনীয়তা সহজে বুঝাতে পারে। পূর্ববর্তীতে অনেক সম্প্রদায়ের অবাধ্য ও উদ্ধত চরিত্রের জন্য যে, তারা সমূলে ধ্বংস হয়েছে তার বর্ণনা পরিষ্কারভাবে দিয়ে আল্লাহ্ তা'আলা মানব জাতিকে আল-কুরআনে উপদেশ দিয়েছেন। যাতে তারা আল্লাহ্ তা'আলার আদেশের ও দিকনির্দেশনার গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন হয়ে সতর্ক হতে পারে। আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি ভালোবাসায় ভীত কম্পিত হৃদয় উদার চিত্তের ব্যক্তিরা ছাড়া উদ্ধত, আত্মগর্বী ও সংকীর্ণ চিত্তের ব্যক্তিরা সাধারণত এই পবিত্র উপদেশসমূহ গ্রহণ করতে চায় না। কারণ তারা মনে করেন জাগতিক সব বিষয়ে তারা স্বয়ংসম্পন্ন এবং জ্ঞানী ব্যক্তি। তাই তাদেরকে উপদেশ দেয়ার মতো কেউ নাই এবং উপদেশ গ্রহণের কোন প্রয়োজনীয়তাও তাদের নাই। আল-কুরআনে বর্ণিত ত্রুটিবিহীন সর্বশ্রেষ্ঠ পবিত্র উপদেশ মানব জাতির সকলের জন্য বিদ্যমান আছে, তবুও একশ্রেণীর ব্যক্তিরা উপদেশ গ্রহণ না করে পরকালের প্রশান্তিময় জীবন অর্জন করা থেকে বঞ্চিত থাকছেন। যা হোক উপদেশ গ্রহণকারী ব্যক্তিদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন :

www.pathagar.com

وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ

وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ

"এবং বিবিধ প্রকার বস্তু ও যাহা তোমাদিগের জন্য পৃথিবীতে সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহাতে রহিয়াছে নিদর্শন সেই সম্প্রদায়ের জন্য যাহারা উপদেশ গ্রহণ করে। আল্লাহ আকাশ হইতে বারি বর্ষণ করেন এবং তদ্দ্বারা তিনি ভূমিকে উহার মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করেন। অবশ্যই ইহাতে নিদর্শন আছে, যে-সম্প্রদায় কথা শোনে তাহাদিগের জন্য।" *(১৬-নাহল : ১৩, ৬৫)*

وَهَٰذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ

"তোমার প্রতিপালক-নির্দেশিত সরলপথ। যাহারা উপদেশ গ্রহণ করে তাহাদিগের জন্য নিদর্শন বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন।" *(৬-আন'আম : ১২৬)*

৬. যারা শ্রবণ করে

আদম সন্তান, জীবজন্তু এবং অন্যান্য সৃষ্টির আরো অনেকেই শ্রবণশক্তিসম্পন্ন অথচ তারা সকলেই শ্রবণশক্তিকে একইভাবে কাজে লাগাতে পারে না। একমাত্র মানব সন্তানই শ্রবণ করার পর তার গুরুত্ব ও তাৎপর্য বুঝে হৃদয়ঙ্গম ও ভাষায় প্রকাশ করতে পারেন এবং নিজের আধ্যাত্মিক ও বৈষয়িক উন্নতি ও সাফল্যের জন্য যথাযথভাবে ব্যবহার করতে পারেন। মানব সন্তানের জন্য এটা আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ ও শ্রেষ্ঠ নিয়ামতের অন্যতম তবুও অধিকাংশ মানুষ পরকালের স্বার্থে উদ্বুদ্ধ হয়ে শ্রবণশক্তিকে আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনে গুরুত্ব দিয়ে সঠিকভাবে ব্যবহার করেন না। যদিও জাগতিক উন্নতির জন্য শ্রবণশক্তির যথার্থ ব্যবহারে তারা অত্যন্ত যত্নবান। এজন্যই বলা যায়, সব মানুষের শ্রবণশক্তি থাকলেও সঠিকভাবে সেটা ব্যবহার না করায় তারা আধ্যাত্মিকভাবে অন্ধ। তাই আল-কুরআনের নিদর্শনের বর্ণনা শ্রবণ করে তারাই উপদেশ গ্রহণ করবেন যারা শ্রবণশক্তির গুরুত্ব বুঝে এবং সঠিকভাবে ব্যবহার করতে চায়। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُم مِّن فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ

"এবং তাহার নিদর্শনাবলীর মধ্যে রহিয়াছে রাত্রিতে ও দিবাভাগে তোমাদিগের নিদ্রা এবং তাহার অনুগ্রহ অন্বেষণ। ইহাতে অবশ্যই নিদর্শন রহিয়াছে শ্রবণকারী সম্প্রদায়ের জন্য।" *(৩০-রূম : ২৩)*

www.pathagar.com

৭. ধৈর্যশীল ও কৃতজ্ঞ ব্যক্তি

ধৈর্যধারণ করার ক্ষমতা সকলের এক রকম নয়। ধৈর্যশীল হওয়ার জন্য সাধনা ও নিজের নাফস প্রবৃত্তির সাথে নিয়মিতভাবে সংগ্রাম করতে হয়। ধৈর্যশীল ব্যক্তির ধৈর্যধারণ করার ক্ষমতা হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার তরফ থেকে অনুগ্রহ। তাই যে ব্যক্তি ধৈর্যধারণ করতে পারেন এবং ধৈর্যশীল হওয়ার ক্ষমতা রাখেন, সে নিঃসন্দেহে সৌভাগ্যবান। সব রকম পরিস্থিতিতে ধৈর্যধারণ করায় ক্ষমতাশীল ব্যক্তিদের আল্লাহ তা'আলা আল-কুরআনে সুসংবাদ দিয়েছেন। আল-কুরআনে বর্ণিত নিদর্শনের গুরুত্ব বুঝে জীবন যাপনে বাস্তবে পরিণত এবং সঠিকভাবে পালন করতে যথেষ্ট ধৈর্যের দরকার হয়। এ ব্যাপারে উল্লেখ্য, প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামায সঠিকভাবে সময়মত আদায় করতে গেলে যথেষ্ট ধৈর্যের প্রয়োজন হয়। পরিবারের সদস্যসহ সব মানুষের সাথে বিনীতভাবে সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখতে এবং কোন রাজনৈতিক দল অথবা প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব যোগ্যতার সাথে পালন করতে যথেষ্ট ধৈর্যের দরকার হয়। তাই যেহেতু সবার ধৈর্য এক রকম নয় সেহেতু সকলেই দায়িত্ব পালনে সফল হয় না। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُم بِأَيَّامِ اللَّهِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ۝

"মূসাকে আমি আমার নিদর্শনসহ প্রেরণ করিয়াছিলাম এবং [*বলিয়াছিলাম*] 'তোমার সম্প্রদায়কে অন্ধকার হইতে আলোতে আনয়ন করো এবং উহাদিগকে আল্লাহর দিবসগুলোর* দ্বারা উপদেশ দাও। ইহাতে তো নিদর্শন রহিয়াছে পরম ধৈর্যশীল ও পরম কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য।" *(১৪-ইব্রাহীম : ৫)*

---

* ইবনে কাসীর (র.) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় আত-তাবারী থেকে উদ্বৃতি দিয়ে বলেছেন– "বনী ইসরাঈল ফেরাউনের রাজ্যে দাসত্বে পরিণত হয়েছিল। ফেরাউনের অত্যাচারে, নির্যাতনে অমানবিক অবস্থায় তারা জীবন যাপন করছিল। পরম দয়ালু আল্লাহ তা'আলা, মূসা (আ.)কে নবী হিসেবে পাঠিয়ে বনী ইসরাঈলীদেরকে ফেরাউনের রাজ্যের অন্ধকার জীবন হতে উদ্ধার করেছিলেন। আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত অলৌকিক নিদর্শন, যেমন : লৌহিত সাগরের পানিকে দ্বিখণ্ডিত করে বনী ইসরাঈলীদেরকে স্বৈরাচারী ফেরাউনের শোষণ ও অত্যাচার হতে উদ্ধার, মেঘের ছায়া দিয়ে এবং বেহেশত হতে মান্না-সালওয়া পাঠিয়ে সাহায্য করা। এই সবই ছিল আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তাদের জন্য প্রত্যক্ষ নিদর্শন ও অনুগ্রহ। আল্লাহ তা'আলার এই অনুগ্রহ ছিল বনী ইসরাঈলীদের ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতার ফলাফল। এই ঘটনা হতে শিক্ষা অর্জন তারাই করবে, যারা দুঃখ-কষ্টে ধৈর্যধারণ করে এবং সুখের সময় কৃতজ্ঞতা দেখায়। কাতাদাহ (রা.) বলেছেন, "সেই হল Excellent বান্দা যে দুঃখ-কষ্টের পরীক্ষায়, ধৈর্যধারণ করে এবং অনুগ্রহপ্রাপ্ত হয়ে শুকরিয়া আদায় করে।" (আত-তাবারী ১৬:৫২৩; ইবনে কাসীর, খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ৩১১)

www.pathagar.com

It is recorded in the sahee hadith that the Messenger of Allah (SA) said, "Verily, all of the matter of the believer is amazing for every decision that Allah decrees for him is good for him. If an affliction strikes him, he is patient and this is good for him; if a bounty is given to him, he is thankful and this is good for him. *(Sahee Muslim 4:2295; ibn Kathir, Vol. 5, Page 311-312)*

উপরোল্লিখিত এবং আলোচিত আয়াতে বর্ণিত গুণাগুণ হচ্ছে মানব চরিত্রের উল্লেখ্য বৈশিষ্ট্য। মানুষ যখন বিশুদ্ধ চিত্তে কোন বিষয়ের সত্য উদঘাটন করতে গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেন তখন এই সমস্ত বৈশিষ্ট্য দিয়েই তাকে প্রকৃত সত্য নির্ণয়ে গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলকে যাচাই করতে হয়। গবেষণার ফলাফল ব্যবহার করে একটা অর্থবহ উপসংহারে পৌছতে গবেষককে উপরের বর্ণিত সবগুলো বৈশিষ্ট্যের সাহায্যে বিচার করতে হয়। কারণ গবেষক নিজের চিন্তা ধীশক্তি দিয়ে গবেষণার শুরুতে একটা research project তৈয়ার করেন। তৎপর নির্ধারিত পদ্ধতি ব্যবহার করে ধৈর্যের সহিত নিজের বিদ্যাবুদ্ধি দিয়ে experimental data collection করেন, অতঃপর প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে গ্রহণযোগ্য একটা table তৈয়ার করেন। তারপর গবেষণার প্রাপ্ত ফলাফল থেকে সম্ভাব্য সন্দেহ দূর করার জন্য পূর্ববর্তী গবেষকদের মন্তব্য ধীশক্তি দিয়ে তুলনামূলকভাবে বিচার করে সে নিজের গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলের উপর আস্থাশীল হয়ে আগামী প্রজন্মের জন্য একটা শিক্ষামূলক research paper প্রকাশ করেন যাতে মানব কল্যাণে তার গবেষণার ফলাফল কাজে লাগে। অনুরূপভাবে আল-কুরআনে বর্ণিত নিদর্শনের ভিত্তিতে গবেষণার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলার আসল পরিচয় সম্বন্ধে সন্দেহমুক্ত জ্ঞান অর্জন করতে উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যগুলো অবশ্যই দরকার আছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন এই সমস্ত গুণ যাদের আছে তারাই আল্লাহ্ তা'আলার নিদর্শনের মাধ্যমে জ্ঞান অর্জন করে তার আসল পরিচয় পাবেন। কারণ তারা ধীশক্তি ব্যবহারে গবেষণা করে একটা সুনির্দিষ্ট উপসংহারে পৌছাতে পারবেন। মানুষ নিজের অস্তিত্বে এবং শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গে আল্লাহ তা'আলার অনেক নিদর্শন বহন করছেন এবং জীবন যাপনে চারপার্শ্বে প্রতিদিনই প্রত্যক্ষ করছেন তবুও অধিকাংশ মানুষ ক্ষণস্থায়ী পার্থিব জীবনের প্রতি অতিশয় আকৃষ্ট হওয়ায় এবং পার্থিব বিভিন্ন স্বার্থসিদ্ধির প্রয়োজনে নানা সমস্যার সমাধানে এবং ভোগবিলাস নিয়ে ব্যস্ত থাকায় পরকাল জীবন সম্পর্কে উদাসীন হয়ে সময় কাটিয়ে দেয়। অথচ পরকাল জীবন হচ্ছে অনন্তকাল, তবুও পরকালের স্বার্থে আল্লাহ তা'আলার নিদর্শন নিয়ে ধ্যান, গবেষণা এবং চিন্তা-ভাবনা করার জন্য কোন সময় মানুষ ব্যয় করতে চায় না। মানুষ সৃষ্টিতে এবং মানুষ জাতির বর্ণ ও ভাষা এবং গোত্র ভেদাভেদ, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং তার

www.pathagar.com

নিয়ন্ত্রণে নিদর্শন; দিনরাত্রির পরিবর্তন; বৃষ্টি-বাদল এবং তা দ্বারা পৃথিবীকে পুনরায় জীবিত করায় [*বিভিন্ন মৌসুমে প্রাকৃতিক পরিবর্তন*] নিদর্শন; পাহাড়-পর্বত, সাগর-নদীর সৃষ্টিতে ও তাদের প্রয়োজনীয়তার সম্বন্ধে জ্ঞানের নিদর্শন এবং বিভিন্ন ধরনের জীব-জন্তু ও গাছপালা, শাক-সবজি, লতাপাতা, ফুল-ফলের প্রকারভেদে নিদর্শন ইত্যাদি, এগুলো মানুষ নিয়মিতভাবে দেখছেন এবং জীবন যাপনে তাদের ব্যবহার করছেন। অথচ এগুলোতে রয়েছে আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্বের সুস্পষ্ট নিদর্শন [*আয়াত*]।

আল্লাহ তা'আলাকে চোখে দেখা যায় না তবে তার সীমাহীন শক্তির ও অস্তিত্বের প্রমাণ সৃষ্টির বিভিন্ন নিদর্শনে পাওয়া যায়। অথচ অধিকাংশ মানুষ আল্লাহ তা'আলার নিদর্শন নিয়ে চিন্তা করেন না বিধায় এ ব্যাপারে সচেতন নয়। মানুষ বুঝতে পারেন না যে, আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্ব সম্পর্কে দৃঢ়বিশ্বাস অর্জনে এবং আল্লাহ-সচেতন হওয়ায় অবশ্যই নিদর্শন নিয়ে চিন্তা করার প্রয়োজন আছে। কারণ নিদর্শনের মধ্যেই আল্লাহ তা'আলার আসল পরিচয় পাওয়া যায় এবং তার অস্তিত্বের প্রমাণও সুস্পষ্টভাবে বিদ্যমান। একমাত্র পরাক্রমশালী আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্য কারও পক্ষে এই বৃহত্তর বিস্ময়কর সৃষ্টি ও তার নিয়ন্ত্রণ এবং রক্ষণাবেক্ষণ করা সম্ভব নয়। নাস্তিক ও অবিশ্বাসীদের ধারণা প্রকৃতিতে যা কিছু আছে, মানুষের চোখের সামনে নিয়মিতভাবে পরিবর্তন হচ্ছে এবং বিভিন্ন ধরনের বস্তু সৃষ্টি হচ্ছে, তার পেছনে প্রকৃতিই [Nature] হচ্ছে প্রধান চালিকাশক্তি অর্থাৎ প্রকৃতির নিয়মেই প্রাকৃতিক পরিবর্তন হচ্ছে। কিন্তু তারা বুঝতে পারেন না বস্তুত প্রকৃতি হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টির একটা অন্যতম সৃষ্টি এবং তার পরিচয় ও অস্তিত্বের উল্লেখ্য নিদর্শন। এগুলো মানুষ ও জীবজন্তুর জীবন ধারণের সহায়ক এবং জীবপ্রাণীর জন্য আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহের অন্যতম উদাহরণ। তারা যেন পৃথিবীতে সহজভাবে জীবন যাপন করতে পারে তার জন্যই আল্লাহ তা'আলা প্রকৃতির উপাদান সৃষ্টি করে মানবের সেবায় নিয়োজিত করেছেন। তদুপরি মানব সন্তানের পার্থিব জীবনকে সহজ ও সুখময় সুশোভিত এবং প্রশান্তিময় করার জন্যই প্রকৃতির পরিবর্তন ও অপরূপ সৌন্দর্যকে আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন সময়ে রূপান্তর করে থাকেন। এজন্যই প্রকৃতির বিভিন্ন অবস্থা ও তার পরিবর্তনের সাথে মানব সন্তানের গায়ের রং, উচ্চতা, শারীরিক আকৃতি ও গঠন বিশেষভাবে নির্ভরশীল। মানব জাতির এই বিভিন্নতর অবস্থা হলো আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টির আরেকটা অন্যতম নিদর্শন। তাই বলাবাহুল্য, মানবের সৃষ্টি ও তার পরিবর্তন এবং প্রকৃতির পরিবর্তন ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কবি, সাহিত্যিক এবং বিজ্ঞানীরা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও তার সৃষ্টি এবং নিয়ন্ত্রণে ও রক্ষণাবেক্ষণের পেছনে যে অদৃশ্য শক্তি প্রতিনিয়ত কাজ করছেন, সেটা গবেষণায় দেখতে

www.pathagar.com

পেয়েও সৃষ্টিকর্তার আসল পরিচয় সম্পর্কে অনুসন্ধান এবং একত্ববাদে বিশ্বাস স্থাপন করা থেকে দূরে থাকেন।

উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ্য, চিকিৎসা ও সৌরজগৎ এবং পরিবেশক বিজ্ঞানীরা গবেষণায় ও কাজে প্রতিদিনই আল্লাহ্ তা'আলার সৃষ্টির নিদর্শন দেখছেন অথচ অধিকাংশ গবেষক সেটা অনুধাবন করতে পারেন না। ফলে আসল সৃষ্টিকর্তা [*আল্লাহ তা'আলা*], অনবদ্য সুশোভিত সৃষ্টির জন্য প্রশংসা এবং ক্রেডিট না পেয়ে অর্থাৎ একমাত্র উপাস্য হিসেবে স্বীকৃতি না পেয়ে, তারই সৃষ্টির অন্য কেউ অথবা প্রকৃতি বা প্রকৃতির জননীই ক্রেডিট পেয়ে থাকে। বিজ্ঞানীদের অনেকেই এ ব্যাপারে ব্যতিক্রমধর্মী তবে গবেষণায় পাওয়া তথ্যের সমর্থনে আসমানী কিতাবের জ্ঞান না থাকায় নিদর্শনের সাথে পরিচিত লাভের পরও বিভ্রান্তিতেই থেকে যান। আবার অনেকেই আসমানী কিতাবের [*আল-কুরআনের*] সংস্পর্শে এসে আল্লাহ তা'আলার নিদর্শন সম্পর্কে পুরোপুরি আশ্বস্ত হয়ে আল্লাহ্ তা'আলার আসল পরিচয়ের উপর জ্ঞান অর্জন করে আব্দতে [*আবদুল্লাহ*] পরিণত হয়েছেন। ফরাসী বিজ্ঞানী-চিকিৎসক Dr. Maurice Bucaille তাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ্য একজন। তিনি আল-কুরআনে প্রাপ্ত আল্লাহ তা'আলার বর্ণিত নিদর্শন ও তার গবেষণায় পাওয়া তথ্যের মিল দেখে "The Bible, The Qur'an and Science" বই লিখেছেন। বইয়ের ভূমিকায় তিনি লিখেছেন : "Science does not, for example, have any explanation of the process whereby God manifested Himself to Moses. The same may be said for the mystery surrounding the manner in which Jesus was born in the absence of a biological father. The Scriptures moreover give no material explanation of such data. This present study is concerned with what the Scriptures tell us extremely varied *natural phenomena*, which they surround to a lesser or greater extent with commentaries and explanations. With this in mind, we must note the contrast between the rich abundance of information on a given subject in the Qur'anic Revelation and the modesty of the other two revelations on the same subject.

It was in a totally objective spirit, and without any preconceived ideas that I first examined the Qur'anic Revelation. I was looking for the degree of compatibility between the Qur'anic text and the data of modern science. I knew from translations that the Qur'an often made allusion to all sorts of natural phenomena, but I had only a summary knowledge of it. It was only when, I examined the text very closely in Arabic that I kept a list of them at the end of which, I had to acknowledge the evidence on front of me: the Qur'an did not contain

www.pathagar.com

a single statement that was assailable *[আক্রমণীয়, বিরুদ্ধে অথবা বিপরীতমুখী]* from a modern scientific point of view.

I repeated the same test for the Old Testament and the Gospels, always preserving the same objective outlook. In the former I did not even have to go beyond the first book, Genesis, to find statements totally out of keeping with the cast-iron facts of modern science.

On opening the Gospels, one is immediately confronted with a serious problem. On the first page we find the genealogy of Jesus, but Matthew's text is in evident contradiction to Luke's on the same question. There is a further problem in that the letter's data on the antiquity [প্রাচীনকাল, বিশেষত মধ্যযুগের পূর্বে] of man on Earth are incompatible with modern knowledge.

The existance of these contradictions, improbabilities and incompatibilities does not seem to me to detract from the belief in God. They involve only man's responsibility ***[that means the Bible has been corrupted by human's unauthorized desires]***. No one can say what the original texts might have been, or identify imaginative editing, deliberate manipulations of them by men, or unintentional modification of the Scriptures. In the third part, there is the illustration of an unusual application of science to a holy Scripture, the contribution of modern secular knowledge to a better understanding of certain verses in the Qur'an which until now have reamianed enigmatic *[বিভ্রান্তিকর], if not incomprehensible [অবোধগম্য, এই সমস্ত আয়াতকে বলা হয় মোতাশাবেহাত অর্থাৎ অস্পষ্ট, আল্লাহ তা'আলা ছাড়া এই সমস্ত আয়াতের অর্থ কেউ জানে না, সূরা আল-ইমরান, আয়াত নং ৭ দ্রষ্টব্য]*. Why should we be surprised at this when we know that, for Islam, religion and science have always been cosidered twin sisters? From the very beginning, Islam directed people to cultivate science; the application OF THIS PRECEPT BROUGHT WITH IT THE PRODIGIOUS STRIDES *[প্রশংসনীয় পদক্ষেপ, বিশাল অবদান]* in science taken during the great era of Islamic civilization, from which, before the Renaissance, the West itself benefited. In the controntation between the Scriptures and science a high point of understanding has been reached owing to the light thrown on Qur'anic passages by modern scientific knowledge. Previously these passages were obscure owing to the non-availability of knowledge, which could help interpret them. Dr. Maurice Bucaille natural phenomenon দিয়ে প্রাকৃতিক পরিবর্তন ও নিদর্শনকে বুঝাতে চেয়েছেন। যা হোক বিজ্ঞানের বিস্ময়কর অগ্রগতির সাথে যেমন মানব শরীর, বস্তুজগৎ ও উদ্ভিদজগৎ এবং সৌরজগতের নতুন নতুন

www.pathagar.com

তথ্য উন্মোচন হচ্ছে তেমন আল্লাহ তা'আলার পবিত্র কালাম আল-কুরআনের সত্যতা সুস্পষ্টভাবে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে, এটাই হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে আল-কুরআনের অলৌকিকতা।

একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে স্মর্তব্য যে, আল-কুরআন কোন বিজ্ঞানের কিতাব নয়, তাই কোন বিষয়ের উপর গবেষণামূলক বৈজ্ঞানিক তথ্য, গবেষণার কার্যপ্রণালী এবং ব্যাখ্যা আল-কুরআনে নাই। আল-কুরআন হচ্ছে বস্তুত মানব জাতির হেদায়েতের জন্য প্রেরিত সত্যপথের সঠিক নির্দেশনা, পরিপূর্ণ জীবনাদর্শের মূলভিত্তি এবং আল্লাহ তা'আলার শাশ্বত পবিত্র বাণী। ইতোপূর্বে সূরা আল-ইখলাস সম্পর্কে আলোচনায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, আল-কুরআনে সাধারণত তিন ধরনের বিষয়কে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে অর্থাৎ তিনটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা আয়াত নাযিল করেছেন, যেমন "তাওহীদ" *[আল্লাহ তা'আলার একাত্মবাদ]*, "রিসালা" *[নবী-রাসূল এবং তাদের সমকালীন মানুষের জীবন কাহিনী]* এবং "পরকাল জীবন" *[মৃত্যুর পরজীবনের অবস্থা এবং শেষ বিচার দিবসের বর্ণনা]*। রিসালা হচ্ছে মানব জাতির পৃথিবীর জীবন ও তার পারিপার্শ্বিক অবস্থার সাথে সম্পর্ক। নবী-রাসূলের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশিত জীবন বিধানের দাওয়াত এবং তার যথার্থ প্রয়োগের পদ্ধতি। পৃথিবীর জীবনে পারিপার্শ্বিক অবস্থার সাথে মানব সন্তানের জীবন যাপনে যে সমস্ত নিদর্শন ও নিয়মের সম্মুখীন হতে হয় এবং জীবন যাপনে প্রয়োজন হয়, আল্লাহ তা'আলা রিসালার মাধ্যমে মানব জাতিকে সেই সমস্ত নিদর্শন, উপদেশ, উদাহরণ এবং নিয়মাবলীর কথা স্মরণ করিয়েছেন। আল-কুরআন, শেষ আসমানী কিতাব এবং মুহাম্মদ (সা.) রিসালার শেষ রাসূল-নবী। তাই আল-কুরআনে আল্লাহ তা'আলা এই সব নিদর্শনের কথা শেষবারের মতো উল্লেখ করে মানব জাতিকে পরিষ্কারভাবে বুঝাতে চেয়েছেন যে, তারা যেন নিদর্শনের মাধ্যমে গভীরভাবে চিন্তা করে আসল সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তা'আলার সঠিক পরিচয় সম্পর্কে জ্ঞাত হয়ে বিভ্রান্তি চিন্তা থেকে মুক্ত হতে পারে।

যা হোক পরবর্তী অধ্যায়ে, আল-কুরআনে উল্লিখিত নিদর্শনের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার আসল পরিচয় অনুসন্ধান করার প্রয়াসে বিভিন্ন উদাহরণ দিয়ে ইনশাআল্লাহ আলোচনা করা হবে।

www.pathagar.com

অধ্যায় : ৪

বিশ্বজাহান সৃষ্টিতে নিদর্শন

মানব সন্তানের সৃষ্টি পদ্ধতিতে রয়েছে নিদর্শন

মানব সন্তান হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলার সৃষ্টির কেন্দ্রবিন্দু অর্থাৎ অন্যতম নিদর্শন। আদম (আ.)-কে মাটি থেকে সৃষ্টি করে তার রূহ থেকেই আল্লাহ্ তা'আলা সৃষ্টি করেন মানব জাতির মাতা হাওয়া (আ.)-কে। এই দুইয়ের যৌন মিলনের প্রশান্তিতে সৃষ্টি হয় নতুন আরেক সৃষ্টি "একটা সুন্দর মানব"। মানব সৃষ্টির এই অভিনব পদ্ধতি হচ্ছে প্রতিটা মানুষের জীবনে আল্লাহ্ তা'আলার সৃষ্টির সুস্পষ্ট নিদর্শন। মানব সৃষ্টির নিদর্শন সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন :

وَمِنْ ءَايَـٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَآ أَنتُم بَشَرٌ تَنتَشِرُونَ ﴿٢٠﴾

وَمِنْ ءَايَـٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ

لَـَٔايَـٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

"তাঁহার নিদর্শনাবলীর মধ্যে রহিয়াছে তিনি তোমাদিগকে মৃত্তিকা হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন। এখন তোমরা মানুষ, সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছ এবং তাহার নিদর্শনাবলীর মধ্যে রহিয়াছে তিনি তোমাদিগের জন্য তোমাদিগের মধ্যে হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন তোমাদিগের সাথীদিগকে যাহাতে তোমরা উহাদিগের নিকট শান্তি পাও এবং তোমাদিগের মধ্যে পারস্পরিক ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য ইহাতে বহু নিদর্শন রহিয়াছে।" *(৩০-রূম : ২০, ২১)*

নারী-পুরুষ যখন গভীর আবেগে প্রেম-ভালোবাসায় নিজেরা যৌন-মিলনে যায় তখনই আল্লাহ্ তা'আলার আদেশে নারী গর্ভধারণ করেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন :

۞ هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا ۖ فَلَمَّا تَغَشَّىٰهَا حَمَلَتْ حَمْلًا

خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِۦ ۖ فَلَمَّآ أَثْقَلَت دَّعَوَا ٱللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ ءَاتَيْتَنَا صَـٰلِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّـٰكِرِينَ ﴿١٨٩﴾

"তিনিই [*আল্লাহ তা'আলাই*] তোমাদিগকে এক ব্যক্তি [*আদম (আ.)*] হইতে সৃষ্টি

www.pathagar.com

করিয়াছেন ও উহা হইতে তাহার সাথী সৃষ্টি করেন যাহাতে সে তাহার নিকট শান্তি পায়। অতঃপর যখন সে তাহার সহিত মিলিত হয় তখন সে এক লঘু গর্ভধারণ করে এবং ইহা লইয়া সে অনায়াসে চলাফেরা করে; গর্ভ যখন গুরুভার হয় তখন তাহারা উভয়ে তাহাদিগের প্রতিপালক আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করে, 'যদি তুমি আমাদিগকে এক পূর্ণাঙ্গ সন্তান দাও তবে তো আমরা কৃতজ্ঞ থাকিবই।" *(৭-আরাফ : ১৮৯)*

নর-নারীর প্রশান্তিময় যৌন-মিলনে যে বীর্যপাত [*Sperm ejaculation*] হয়, তারই ফসল হচ্ছে অন্য এক মানবের সৃষ্টি। নর-নারীর বীর্য আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টির নিদর্শন। আল্লাহ তা'আলা এ প্রসঙ্গে বলেছেন :

أَفَرَءَيْتُم مَّا تُمْنُونَ ۝ ءَأَنتُمْ تَخْلُقُونَهُۥٓ أَمْ نَحْنُ ٱلْخَٰلِقُونَ ۝

"তোমরা কি ভাবিয়া দেখিয়াছ তোমাদিগের বীর্যপাত সম্পর্কে? উহা কি তোমরা সৃষ্টি করো, না আমি সৃষ্টি করি?" *(৫৬-ওয়াকিয়া : ৫৮, ৫৯)*

আল্লাহ তা'আলা, মানুষ উৎপাদন ও প্রজননের [*Procreation*] জন্য বীর্য [*পুরুষের*] এবং ডিম্বকোষ [*নারীর*] সৃষ্টি করেছেন। নর-নারীর বীর্য ও ডিম্বকোষের মিলন ছাড়া মানব উৎপাদন সম্ভব নয়। তাই নর-নারীর বীর্য ও ডিম্বকোষ সন্তান উৎপাদনে সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। যে সমস্ত নর-নারীর বীর্য এবং ডিম্বকোষের মিলনে গর্ভবতী হওয়ায় সমস্যা দেখা দেয়, বর্তমানে বিজ্ঞানীরা তাদের জন্য "Test Tube Baby" সৃষ্টির পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন। এ পর্যায়ে "Test Tube Baby" বলতে কি বুঝায়, সে সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা দেয়া হলো।

"A Test Tube Baby is the term that refers to a child that is conceived [*Fertilized, গর্ভবতী করা বা উর্বরকরণ*] outside the woman's body. The first successful Tes-Tube Baby was born in England in 1978 and since then over 20,000 test-tube babies have been born worldwide. The process is referred to as in vitro [outside the body] Fertilization. Simply put, eggs are removed from the mother's Overy and incubated with sperm from the father. After fertilization, the "pre-embryos" are allowed to divided 2-4 times [*in a Test Tube', hence the name*] and then returned to the mothers uterus where they can develop normally." ***(Med. Sci. Network)***

উপরোক্ত আলোচনায় গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণীয় বিষয়, কৃত্রিম পদ্ধতিতে গর্ভবতী করা হলেও নর-নারীর ডিম্বকোষ এবং বীর্য ছাড়া সন্তান বা মানব উৎপাদন করা সম্ভব নয় অর্থাৎ মানব সন্তানের প্রজননের জন্য আল্লাহ তা'আলা যে ডিম্বকোষ ও বীর্য সৃষ্টি করেছেন, সেটা অবশ্যই দরকার। শুধুমাত্র মানব সন্তানই নয়, এমনকি জীব

www.pathagar.com

প্রাণীর সবই একই পদ্ধতিতে সৃষ্টি হয়। এটাই হলো আল্লাহ তা'আলার সীমাহীন শক্তি, প্রজ্ঞা এবং সৃষ্টির নিদর্শন, যেখানে মানুষ অসহায় ক্ষমতাহীন এবং সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ তা'আলার উপর নির্ভরশীল।

আরেকটা বিস্ময়কর লক্ষণীয় বিষয়, নর-নারীর যৌনসম্ভোগে, স্বামীর একবার যে বীর্যপাত হয়, তাতে কমপক্ষে ৪০ কোটি বীর্য থাকে *(Source: Body System: Sex and reproduction" Page-48: The World Book Encyclopaedia of Science).* প্রতিটা বীর্য বা স্পার্মকে বলা হয় একটা সেল। এই বিশাল পরিমাণ স্পার্ম থেকে মাত্র একটা শুক্র নারীর Ovum মধ্যে অনুপ্রবেশের সাহায্যে Fertilized Ovum সৃষ্টি করে Fertilized egg. এই উর্বর ডিম্বকোষকে [*Fertilized egg/Ovum*] বলা হয় "Embryo" [ভ্রূণ, *প্রাথমিক পর্যায়*]। এক্ষেত্রে আরও লক্ষণীয় যে, এত বিপুল পরিমাণ বীর্য সেলের সবগুলোই মানব উৎপাদনে সক্ষম অথচ অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রতিটা গর্ভধারণে সাধারণত একটা সন্তানই উৎপাদন হয়ে থাকে। যমজ সন্তান উৎপাদনের পরিমাণ অত্যন্ত নগণ্য। এটাও আল্লাহ তা'আলার নিদর্শন, তার আদেশেই একটামাত্র বীর্য সেল নারীর শুক্রকে উর্বর ডিম্বকোষে পরিণত করে থাকে। বর্তমানে অকৃত্রিমভাবে নারীর শুক্রকে উর্বর করা হয়, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় উর্বর নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে ৮-৯ সন্তান উৎপাদন করে। যা হোক, ভ্রূণ এতই ক্ষুদ্র যে, শক্তিশালী "Electron Microscope" ছাড়া চিহ্নিত করা অসম্ভব। এই ভ্রূণকে তুলনা করা যায় একটা অতিক্ষুদ্র বিন্দুর চেয়েও ক্ষুদ্র, যার মধ্যে থাকে একটা বংশের কেন্দ্রীয় অংশ বা নিউক্লিয়াস। অতিক্ষুদ্র এই নিউক্লিয়াস বহন করে মানব বংশের বংশানুক্রমিক তথ্য। অতিক্ষুদ্র Fertilized Egg কীভাবে মাতৃগর্ভের গভীর অন্ধকারে [Uterus] ক্রমশ বিভিন্ন পর্যায়ে [৯ থেকে ৯.৫ মাসের মধ্যে] সুষ্ঠু সুন্দর একটা মানব সন্তান সৃষ্টি করে তার সুস্পষ্ট বর্ণনা ১৪০০ শত বৎসর পূর্বে আল্লাহ তা'আলা আল-কুরআনে দিয়ে বলেছেন :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمۡ فِي رَيۡبٖ مِّنَ ٱلۡبَعۡثِ فَإِنَّا خَلَقۡنَٰكُم مِّن تُرَابٖ ثُمَّ مِن نُّطۡفَةٖ ثُمَّ مِنۡ عَلَقَةٖ ثُمَّ مِن مُّضۡغَةٖ مُّخَلَّقَةٖ
وَغَيۡرِ مُخَلَّقَةٖ لِّنُبَيِّنَ لَكُمۡۚ وَنُقِرُّ فِي ٱلۡأَرۡحَامِ مَا نَشَآءُ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى ثُمَّ نُخۡرِجُكُمۡ طِفۡلٗا ثُمَّ لِتَبۡلُغُوٓاْ أَشُدَّكُمۡۖ وَمِنكُم
مَّن يُتَوَفَّىٰ وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰٓ أَرۡذَلِ ٱلۡعُمُرِ لِكَيۡلَا يَعۡلَمَ مِنۢ بَعۡدِ عِلۡمٖ شَيۡـٔٗاۚ وَتَرَى ٱلۡأَرۡضَ هَامِدَةٗ فَإِذَآ أَنزَلۡنَا عَلَيۡهَا
ٱلۡمَآءَ ٱهۡتَزَّتۡ وَرَبَتۡ وَأَنۢبَتَتۡ مِن كُلِّ زَوۡجِۭ بَهِيجٖ ٥

"হে মানুষ! পুনরুত্থান সম্বন্ধে যদি তোমরা সন্দিগ্ধ হও তবে অনুধাবন করো- আমি তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছি মৃত্তিকা হইতে, তাহার পর শুক্র [*বীর্য বা স্পার্ম*] হইতে, তাহার পর 'আলাক' হইতে, তাহার পর পূর্ণাকৃতি অথবা অপূর্ণাকৃতি গোশতপিণ্ড হইতে; তোমাদিগের নিকট ব্যক্ত করিবার জন্য; আমি যাহা ইচ্ছা করি

www.pathagar.com

তাহা এক নির্দিষ্টকালের জন্য মাতৃগর্ভে স্থির রাখি, তাহার পর আমি তোমাদিগকে শিশুরূপে বাহির করি, পরে যাহাতে তোমরা পরিণত বয়সে উপনীত হও। তোমাদিগের মধ্যে কাহাকেও কাহাকেও প্রত্যাবৃত্ত করা হয় হীনতম বয়সে যাহার ফলে, উহারা যাহা কিছু জানিত সে সম্বন্ধে উহারা সজ্ঞান থাকে না। তুমি ভূমিকে দেখ শুষ্ক, অতঃপর উহাতে আমি বারি বর্ষণ করিলে উহা শস্য-শ্যামলা হইয়া আন্দোলিত ও স্ফীত হয় এবং উদ্গত করে সর্বপ্রকার নয়নাভিরাম উদ্ভিদ।" *(২২-হজ : ৫)*

وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَٰنَ مِن سُلَٰلَةٍ مِّن طِينٍ ﴿١٢﴾ ثُمَّ جَعَلْنَٰهُ نُطْفَةً فِى قَرَارٍ مَّكِينٍ ﴿١٣﴾

ثُمَّ خَلَقْنَا ٱلنُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا ٱلْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا ٱلْمُضْغَةَ عِظَٰمًا فَكَسَوْنَا ٱلْعِظَٰمَ لَحْمًا

ثُمَّ أَنشَأْنَٰهُ خَلْقًا ءَاخَرَ ۚ فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ أَحْسَنُ ٱلْخَٰلِقِينَ ﴿١٤﴾

"আমি তো মানুষ সৃষ্টি করিয়াছি মৃত্তিকার উপাদান হইতে, অতঃপর আমি উহাকে শুক্রবিন্দুরূপে স্থাপন করি এক নিরাপদ আঁধারে; পরে আমি শুক্রবিন্দুকে পরিণত করি 'আলাকে', অতঃপর পরিণত করি পিণ্ডে এবং পিণ্ডকে পরিণত করি অস্থি পঞ্জরে; অতঃপর অস্থি পঞ্জরকে ঢাকিয়া দিই গোশত দ্বারা; অবশেষে উহাকে গড়িয়া তুলি অন্য এক সৃষ্টিরূপে। অতএব সর্বোত্তম স্রষ্টা আল্লাহ কত মহান।" *(২৩-মু'মিনুন : ১২-১৪)*

এই আয়াতে উল্লিখিত "আলাক" শব্দের অর্থ "সংযুক্ত, ঝুলন্ত রক্ত, রক্তপিণ্ড ইত্যাদি। তবে আল-কুরআনের তফসীরকারকগণ "আলাক" শব্দের অর্থ 'রক্তপিণ্ড' হিসেবে ব্যবহার করেছেন। আধুনিক জীব বিজ্ঞানীদের পাওয়া তথ্যের ব্যাখ্যায় বলেন যে, নর-নারীর বীর্য এবং ডিম্বকোষ মিলিত হয়ে যে ভ্রূণের সৃষ্টি হয়, তা গর্ভধারণের পর নারীর জরায়ুর গাত্রে সংলগ্ন হয় অথবা লাগিয়া থাকে। এইভাবে সংলগ্ন না হলে গর্ভধারণ স্থায়ী হয় না। তাই "আলাক" শব্দের অর্থ বা অনুবাদ হতে পারে "এমন কিছু যা লেগে থাকে"। উল্লিখিত আয়াতে মাতৃগর্ভে মানব সন্তানের ক্রমবিকাশকে আল্লাহ তা'আলা পাঁচটা ধাপে বিভক্ত করেছেন :

(১) শুক্রবিন্দু [Fertilized egg বা "নুতফা", নর-নারীর মিলিত বীর্য/স্পার্ম]; (২) "আলাক" [রক্তপিণ্ড, যা জরায়ুর গায়ে লেগে থাকে]; (৩) পিণ্ড [little lump of flesh, মাংসপিণ্ড]; (৪) অস্থি-পঞ্জর [হাড়, little lump of flesh with bones]; (৫) অস্থি-পঞ্জরকে মাংস দিয়ে ঢাকা [একটা পরিপূর্ণ দেহাকৃতি মানব] বিভিন্ন জটিল বিষয়ের তথ্য সংগ্রহে বৈজ্ঞানিক দক্ষতার অভূতপূর্ব অগ্রগতিতে বর্তমানে ভ্রূণ বিজ্ঞানীরা [Embryologist] আধুনিক যন্ত্রের [MRI= Magnetic Resonance Image and MRM= Magnetic Resonance Microscopy]

www.pathagar.com

সাহায্যে মাতৃগর্ভে ভ্রূণের ক্রমবিকাশ প্রতিধাপে কীভাবে হয়ে থাকে সেটা প্রতিকৃতিসহ [Image] নির্ধারণ করতে সক্ষম হয়েছেন। আল-কুরআনে বর্ণিত ক্রমবিকাশের সাথে বিজ্ঞানীদের পাওয়া ফলাফলের মধ্যে কোন তফাৎ নেই। বিষয়টা বুঝার জন্য Multi-dimensional Human Embryo's Image এখানে উল্লেখ করা হলো।

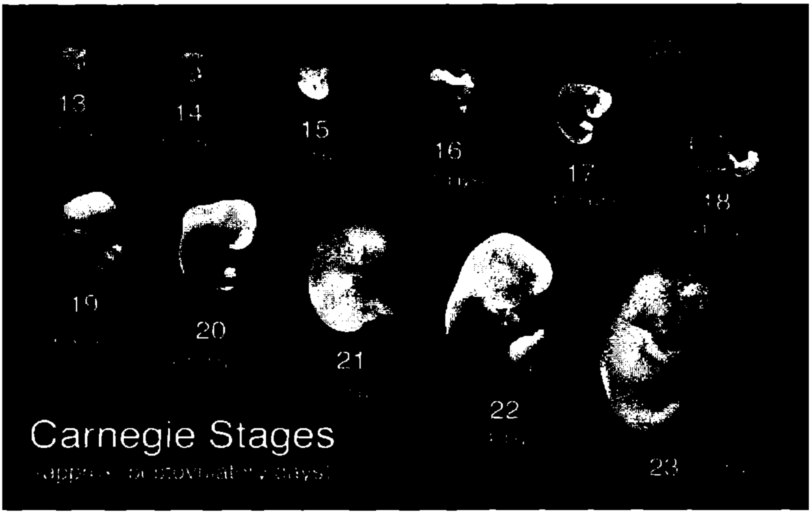

প্রতিকৃতি

www.pathagar.com

তদুপরি মাতৃগর্ভে একটা মানব সন্তান তিনটা পৃথক পর্দার [জঠর (womb), জরায়ু (uterus) ও ঝিল্লির (membrance)] অন্ধকারে নিরাপত্তার মধ্যে থাকে, সে সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন :

خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ ٱلْأَنْعَٰمِ ثَمَٰنِيَةَ أَزْوَٰجٍ يَخْلُقُكُمْ فِى بُطُونِ أُمَّهَٰتِكُمْ

خَلْقًا مِّنۢ بَعْدِ خَلْقٍ فِى ظُلُمَٰتٍ ثَلَٰثٍ ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلْكُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ ﴿٦﴾

"তিনি তোমাদিগকে তোমাদিগের মাতৃগর্ভে ত্রিবিধ অন্ধকারে পর্যায়ক্রমে সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনিই আল্লাহ, তোমাদিগের প্রতিপালক, সার্বভৌমত্ব তাহারই, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নাই। অতএব তোমরা মুখ ফিরাইয়া কোথায় চলিয়াছ?" *(৩৯-যুমার : ৬)*

The darkness of placentra which blankets and protects the child, and the darkness of the belly of mother, this was the view of আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা.), মুজাহিদ, ইকরিমা এবং আবু মালিক, আদ-দাহাক এবং ইবনে জায়েদ *(আত-তবারী)*। মাতৃগর্ভে মানব সন্তানের ক্রমবিকাশের প্রতি ধাপের সময় সীমা সম্পর্কে রাসূল (সা.) আরও নির্দিষ্ট করে বলেছেন :

আবদুল্লাহ (রা.) বলেন, সত্যবাদী ও সত্যের বাহক রাসূল (সা.) আমাদের কাছে হাদীস বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, তোমাদের প্রত্যেকের সৃষ্ট-উপাদান [*ভ্রূণ*] আপন আপন মাতৃগর্ভে বীর্যের আকারে চল্লিশ দিন পর্যন্ত অবস্থান করে। অতঃপর জমাট বাঁধা রক্তে পরিণত হয়ে অনুরূপ [*চল্লিশ দিন*] থাকে। তারপর মাংসপিণ্ডের আকার ধারণ করে তদ্রূপ [*চল্লিশ দিন*] থাকে। এরপর আল্লাহ্ একজন ফিরিশতাকে পাঠান এবং [*তাকে*] চারটি বিষয়ের আদেশ দেন। তাকে নির্দেশ দেয়া হয়, এ ব্যক্তির [*জীবনের ভালো-মন্দ*] আমল, রিযিক [*জীবনোপকরণ*], জীবনকাল [*জীবনায়ু*] এবং নেককার অথবা পাপিষ্ঠ হবে, সব লিপিবদ্ধ কর। অতঃপর তার মধ্যে [*মাংসপিণ্ডে অথবা নশ্বর দেহে*] রূহ্ ফুঁকে দেয়া হয়। অতএব তোমাদের কোন ব্যক্তি আমল করতে থাকে, এমনকি তার ও বেহেশতের মধ্যে আর মাত্র এক হাতের ব্যবধান থাকে। এমন সময় তার পূর্বে লিখিত নিয়তি প্রকাশ হয়ে পড়ে এবং সে জাহান্নামী ব্যক্তির মতো আমল শুরু করে। আর এক ব্যক্তি আমল করতে থাকে; এমনকি তার ও দোজখের মধ্যে শুধুমাত্র এক হাত দূরত্ব থাকে। এমন সময় তার পূর্বে লিখিত নিয়তি প্রকাশ হয়ে পড়ে। তখন সে বেহেশতীদের [*অনুরূপ*] আমল শুরু করে।" *(সহীহ আল-বুখারী, খণ্ড ৩, নম্বর ২৯৬৮)*

এতো ক্ষুদ্র এতো তুচ্ছ ভ্রূণ থেকে একটা পরিপূর্ণ মানবে পরিণত হওয়ার

www.pathagar.com

পদ্ধতিতে রয়েছে মানুষের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার নিদর্শন। সঠিকভাবে পদ্ধতির বর্ণনায় রয়েছে আল-কুরআনের এবং রাসূলের (সা.) মোজেযা বা অলৌকিক ব্যাপার। কারণ মানব সভ্যতার যে সময় আল্লাহ্ তা'আলা এবং রাসূল (সা.) এই নিখুঁত সুনির্দিষ্ট বর্ণনা দিয়েছেন তখন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মাতৃগর্ভে সন্তানের ক্রমবিকাশ সম্পর্কে সঠিক তথ্য সংগ্রহ করা কারও জানা ছিল না। রাসূল (সা.) নিরক্ষর ছিলেন তদুপরি মানব জাতি ছিল তখন বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অন্ধকারে। অতএব আল-কুরআনে উল্লিখিত এই নিখুঁত বর্ণনা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করে যে, সর্বজ্ঞানী, পরাক্রমশালী আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া এই অজানা অকল্পনীয় জ্ঞান আর কারও কাছ থেকে আসতে পারে না। তাই নিঃসন্দেহে বলা যায়, আল-কুরআনের বাণী আল্লাহ্ তা'আলার পবিত্র বাণী এবং শেষ রাসূল (সা.) আল্লাহ্ তা'আলার প্রেরিত রাসূল। *আরও আশ্চর্য ব্যাপার, আল্লাহ্ তা'আলার আদেশে ক্ষুদ্র বীর্য ও ডিম্বকোষ থেকে দু'টো হাতের সৃষ্টি হয়, যে হাতের সাহায্যে পরবর্তীতে পৃথিবীর জীবনে সে তার জীবনোপকরণ এবং অন্যদের মঙ্গলের জন্য বিভিন্ন কাজ করে উদাহরণ সৃষ্টি করবে। দু'টো পায়ের সৃষ্টি হয়, যে পা দিয়ে সে পার্থিব জীবনে বিভিন্ন জায়গায় ভ্রমণ করে জীবনোপকরণ অর্জনসহ অন্য মানুষের সাথে বন্ধন সৃষ্টি করবে, অন্যান্য যাবতীয় কাজে ব্যবহার করবে এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ সে পৃথিবীতে ভ্রমণ করে আল্লাহ্ তা'আলার নিদর্শন দেখে আল্লাহ্ তা'আলার আসল পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে জ্ঞান অর্জন করবে। দু'টো চোখের সৃষ্টি হয়, যা দিয়ে সে আল্লাহ্ তা'আলার সৃষ্টির সৌন্দর্য ও নিদর্শন দেখবে, উপভোগ করবে এবং শিক্ষার্জনের জন্য বিভিন্ন কিতাবসহ আল্লাহ্ তা'আলার নাযিলকৃত আসমানী কিতাবের জ্ঞান অর্জন করে আল্লাহ্ তা'আলার একত্ববাদে বিশ্বাস স্থাপন করবে। তদুপরি পার্থিব জীবনকে সুখময়, আনন্দময় ও সহজ করার জন্য নানা বিষয়ে গবেষণা করে মানব কল্যাণের অগ্রগতির জন্য অবদান রাখবে। দু'টো কর্ণের সৃষ্টি হয়, যে কর্ণের দ্বারা শ্রবণ করে সে শিক্ষা লাভ করবে, আল্লাহ্ তা'আলার পবিত্র বাণী শ্রবণ করে হৃদয়ে প্রশান্তি লাভ করে আল্লাহ্ তা'আলার প্রেমে আত্মত্যাগী হবে এবং নিজের বিদ্যাবুদ্ধি ও জ্ঞান দিয়ে অন্যদেরকেও শিক্ষায় সাহায্য করবে। যৌনাঙ্গের সৃষ্টি হয়, যা দ্বারা নর-নারী উভয়ে স্বীয় প্রশান্তি লাভের মাধ্যমে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য প্রজনন করবে। একটা হৃদয়ের সৃষ্টি হয়, যে হৃদয় হবে প্রেম, ভালোবাসা, আবেগ, অনুভূতি, সহানুভূতি এবং উদারতা ইত্যাদির বাসস্থান। এই হৃদয়ে থাকবে আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি, মানুষের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা, অন্যদের ক্ষমা করার শক্তি। যে ভালোবাসা ও ক্ষমার শক্তির বলে সে পৃথিবীর জীবনে সৃষ্টি করবে পরবর্তীদের জন্য শিক্ষণীয় উদাহরণ। এই কথাগুলো বলেছেন, মুরতানিয়ার বিখ্যাত শেখ আবদুল্লাহ্ ইবনে*

বাইয়া (রহ.), আল-কুরআনের অলৌকিক ঘটনার উপর বক্তৃতা করার সময়। ***(প্রকাশিত হয়েছে, আলহামব্রা প্রোডাক্সন, ইনক, ২৫১২৫ সানতা ক্লারা স্ট্রীট, সুইট ২৬৭, হায়ওয়ার্ড ক্যালিফোর্নিয়া, ইউ এস এ)***

বিশেষভাবে উল্লেখ্য, পরিপূর্ণ এই মানব সন্তানই আল্লাহ তা'আলার মনোনীত খলিফার ধারা বজায় রাখবেন। তদুপরি আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত জীবনাদর্শের বিধি-বিধানে প্রতিষ্ঠিত হয়ে অন্য মানব সন্তানকেও আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদে বিশ্বাস করতে অনুপ্রাণিত করবেন অর্থাৎ এই অতিতুচ্ছ ভ্রূণ পর্যায়ক্রমে পরিবর্তনের মাধ্যমে একটা গুরুভার দায়িত্ব নিয়ে মাতৃগর্ভ থেকে পৃথিবীর ক্ষণস্থায়ী জীবনে পদার্পণ করে আল্লাহ তা'আলার মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্যকে আল্লাহ তা'আলার হুকুমে বাস্তবে পরিণত করবেন। যা হোক, এ পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হচ্ছে, এই বিস্ময়কর পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সৃষ্টি কি এমনিতেই হয়, না কোন অদৃশ্য শক্তির হুকুমে হয়? এই প্রশ্নের উত্তরে আল্লাহ তা'আলা আল-কুরআনে মানব ভ্রূণের পরিবর্তন ও সৃষ্টির বিস্তারিত বর্ণনা উল্লিখিত আয়াতে দিয়েছেন। তাই মানুষ সৃষ্টির বিস্ময়কর অভিনব পদ্ধতি হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার একটা অন্যতম নিদর্শন। এই নিদর্শনে রয়েছে আল্লাহ তা'আলার সীমাহীন শক্তি, প্রজ্ঞা, জ্ঞান, নিপুণ সৃষ্টির ও একত্ববাদের নিশ্চিত প্রমাণ।

অতিতুচ্ছ একটা বিন্দু থেকে সৃষ্টি পরিপূর্ণ একটা মানুষ পৃথিবীর জীবনে আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত বিদ্যাবুদ্ধি, ধীশক্তি, বিবেক, চিন্তা-ভাবনা ও জ্ঞানে অধিষ্ঠিত হয়ে প্রতিনিয়ত আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টির নিদর্শনের সহিত interact করছে। অতএব বলাবাহুল্য এই নিদর্শনেও রয়েছে আল্লাহ তা'আলার সীমাহীন জ্ঞান, ক্ষমতা ও শক্তির আরেকটা স্পষ্ট প্রমাণ। তদুপরি এই অতিনগণ্য শুক্রই [*স্পার্ম/ডিম্বকোষ*] সারা দুনিয়াতে বিভিন্ন বর্ণ ও দেহাকৃতির মানব ছড়িয়ে দিয়ে সৃষ্টি করেছে মানব জাতির বৈচিত্র্যপূর্ণ বাগান। তেমনিভাবে একই ধরনের শুক্র থেকে বিভিন্ন বর্ণ ও আকার আকৃতির চলন্ত সমস্ত জীবজন্তু সৃষ্টি হয়ে পৃথিবীকে করেছে সুশোভিত, নয়নাভিরাম আরও বৈচিত্র্যপূর্ণ। এগুলো সবই আল্লাহ তা'আলার নিখুঁত সৃষ্টির অন্যতম নিদর্শন। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

وَمِنْ ءَايَـٰتِهِۦ خَلْقُ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَـٰفُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَٰنِكُمْ ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَـٰتٍ لِّلْعَـٰلِمِينَ ﴿٢٢﴾

"এবং তাহার নিদর্শনাবলীর মধ্যে রহিয়াছে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে এবং তোমাদিগের ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র্য।" *(৩০-রূম : ২২)*

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَـٰكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَـٰكُمْ شُعُوبًا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓا۟ ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ

أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

www.pathagar.com

"হে মানুষ! আমি তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছি এক পুরুষ ও এক নারী হইতে, পরে তোমাদিগকে বিভক্ত করিয়াছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাহাতে তোমরা একে অপরের সহিত পরিচিত হইতে পার। তোমাদিগের মধ্যে সেই ব্যক্তিই আল্লাহর নিকট অধিক মর্যাদাসম্পন্ন যে অধিক মুত্তাকী। আল্লাহ সবকিছু জানেন সমস্ত খবর রাখেন।" *(৪৯-হুজুরাত : ১৩)* তোমাদিগের সৃজনে ও জীবজন্তুর বিস্তারে নিদর্শন রহিয়াছে নিশ্চিত বিশ্বাসীদিগের জন্য। *(৪৫-জাসিয়া : ৪)*

সৌরজগতের সৃষ্টিতে নিদর্শন

সৌরজগতের সৃষ্টি ও তার সুশৃঙ্খল আবর্তনে ও নিয়ন্ত্রণে এবং পৃথিবীতে জীবজন্তুর জীবন ধারণের প্রয়োজনে তাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় রয়েছে আল্লাহ তা'আলার নিদর্শন। সূর্যকে কেন্দ্র করে পৃথিবী এবং পৃথিবীকে কেন্দ্র করে চন্দ্র একটা নির্দিষ্ট দূরত্বে নিজ নিজ কক্ষপথে দ্রুত গতিতে পরিভ্রমণের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। কেউ কারও নিজস্ব দূরত্বের সীমা অতিক্রম এবং নির্দিষ্ট কক্ষপথে অনধিকার প্রবেশ করে না অথবা করতে পারে না। কারণ তারা সকলেই আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টি এবং তার আদেশের গোলাম। আল্লাহ তা'আলার আদেশ পালনে তারা নিজস্ব কক্ষপথে ভ্রমণের মাধ্যমে সর্বদাই আল্লাহ তা'আলার ইবাদতে তারা লিপ্ত আছে। এই প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يَسْجُدُ لَهُۥ مَن فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَن فِى ٱلْأَرْضِ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ وَٱلنُّجُومُ وَٱلْجِبَالُ وَٱلشَّجَرُ وَٱلدَّوَآبُّ

وَكَثِيرٌ مِّنَ ٱلنَّاسِ ۖ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ ٱلْعَذَابُ ۗ وَمَن يُهِنِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُۥ مِن مُّكْرِمٍ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ۩

"তুমি কি দেখ না যে, আল্লাহকে সিজদা* করে যাহা কিছু আছে আকাশমণ্ডলীতে ও পৃথিবীতে সূর্য-চন্দ্র, নক্ষত্ররাজি, পর্বতরাজি, বৃক্ষলতা, জীবজন্তু এবং সিজদা করে মানুষের মধ্যে অনেকে? আবার অনেকের প্রতি অবধারিত হইয়াছে শাস্তি। আল্লাহ যাহাকে হেয় করেন তাহার সম্মানদাতা কেউ নাই; আল্লাহ যাহা ইচ্ছা তাহা করেন।" *(২২-হজ : ১৮)*

এই আয়াতে উল্লিখিত 'সিজদা' শব্দটা আলোচনার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও অর্থবহ। মানব সমাজের অনেক ধর্মেই সিজদা দেয়ার প্রচলন আছে তবে মুসলিমদের নামাযে যে সিজদা দেয়া হয় তার সাথে অন্যদের সিজদার অনেক তফাৎ আছে। অনেকেই নিজ হাতে গড়া মূর্তির সামনে অথবা সৃষ্টির অন্য কোন বস্তু যেমন মানব সন্তান, সূর্য, চন্দ্র, গাছ, পাহাড় ইত্যাদির প্রতি সিজদা দিয়ে

---

* "সিজদা" শব্দ দিয়ে বুঝানো হয়েছে তারা সকলেই বিনা ব্যতিক্রমে আল্লাহ তা'আলার হুকুমের নিয়ন্ত্রণাধীন এবং সর্বদাই বাধ্য থাকে।

www.pathagar.com

থাকেন। অথচ আল্লাহ তা'আলা ছাড়া আর কারও প্রতি সিজদা দেয়া মানব সন্তানের জন্য শোভা পায় না, এ ধরনের কাজ তাদের জন্য অসম্মানজনক এবং অসামঞ্জস্য কাজ। কারণ এক আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করার জন্যই তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি করেছেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ۝

"আমার ইবাদত করার জন্যই আমি মানব ও জিন জাতি সৃষ্টি করেছি।" (৫১-যারিয়াত : ৫৬)। উল্লিখিত আয়াত (সূরা হজ, আয়াত নম্বর ১৮) থেকে আরও বুঝা যায়, মানব জাতির মধ্যে শুধুমাত্র মুসলিমরা এবং সৃষ্টির অন্যান্য সকলেই তাদের সৃষ্টিকর্তা, প্রতিপালকের প্রতি সিজদা দেয় অর্থাৎ এক আল্লাহ তা'আলার ইবাদতে সৃষ্টির অন্যান্য বস্তুর সাথে একমাত্র মুসলিমদের সমরূপতা রয়েছে, তারা সকলেই তাওহীদি তথা একত্ববাদে বিশ্বাসী।

সৌর জগতের সৃষ্টি

আকাশ যথা সৌরজগৎ প্রথমে ছিল ধূম্রপুঞ্জ। পৃথিবী ও ধূম্রপুঞ্জকে বশতা স্বীকার করার জন্য আল্লাহ তা'আলা আদেশ দিলেন, তারা সকলেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে আত্মসমর্পণ করে সর্বদাই আল্লাহ তা'আলার আদেশের আজ্ঞাধীন থাকার অঙ্গীকার করলো। অতঃপর ধূম্রপুঞ্জকে আল্লাহ তা'আলা সপ্তাকাশে বিভক্ত করে নিকটবর্তী আকাশকে সুশোভিত করলেন নক্ষত্ররাজি দিয়ে। তাদের মধ্যে সূর্য পৃথিবীর জন্য প্রদীপ হিসেবে নিয়োজিত আছে। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

ثُمَّ ٱسْتَوَىٰٓ إِلَى ٱلسَّمَآءِ وَهِىَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ٱئْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَآ أَتَيْنَا طَآئِعِينَ ۝

فَقَضَىٰهُنَّ سَبْعَ سَمَٰوَاتٍ فِى يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِى كُلِّ سَمَآءٍ أَمْرَهَا ۚ وَزَيَّنَّا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنْيَا بِمَصَٰبِيحَ وَحِفْظًا ۚ

ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ۝

"অতঃপর তিনি আকাশের দিকে মনোযোগ দিলেন যা ছিল ধূম্রপুঞ্জ, অতঃপর তিনি তাকে ও পৃথিবীকে বললেন, তোমরা উভয়ে আস ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায় *(আল্লাহ তা'আলার কাছে বশ্যতা স্বীকার করো)*। তারা বলল, আমরা স্বেচ্ছায় আসলাম *(স্বতঃস্ফূর্তভাবে আপনার আজ্ঞাধীন হলাম)*। অতঃপর তিনি আকাশমণ্ডলীকে দু'দিনে সপ্ত আকাশ করে দিলেন এবং প্রত্যেক আকাশে তার আদেশ প্রেরণ করলেন। আমি নিকটবর্তী আকাশকে প্রদীপমালা দিয়ে সুশোভিত ও সংরক্ষিত করেছি। এটা পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ আল্লাহর ব্যবস্থাপনা।" *(৪১-ফুস্সিলাত : ১১, ১২)*

www.pathagar.com

উপরোক্ত আয়াতে "সংরক্ষিত" শব্দটা বিশেষভাবে উল্লেখ্য। আকাশে বিচরণকারী ও ইবাদতে লিপ্ত ফিরিশতাদের কাছে মানব জাতির ব্যাপারে যে সমস্ত গোপন সংবাদ আল্লাহ্ তা'আলা প্রকাশ করে থাকেন সেগুলো শুনার জন্য গোপনে শয়তানরাও আকাশে অনুপ্রবেশের চেষ্টা করে। তাদের অনুপ্রবেশ করা থেকে বিরত রাখার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা ক্ষেপণাস্ত্রের [*উল্কাপিণ্ড*] ব্যবস্থা করেছেন। তদুপরি নিকটবর্তী আকাশের নক্ষত্ররাজিকে করেছেন মানুষের জন্য পথ নির্দেশক হিসেবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন :

وَلَقَدْ زَيَّنَّا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنْيَا بِمَصَٰبِيحَ وَجَعَلْنَٰهَا رُجُومًا لِّلشَّيَٰطِينِ ۖ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ ٱلسَّعِيرِ ۝٥

"আমি সর্বনিম্ন আকাশকে প্রদীপমালা দিয়ে সুসজ্জিত করেছি; সেগুলোকে শয়তানদের জন্য ক্ষেপণাস্ত্র করেছি এবং প্রস্তুত করে রেখেছি তাদের জন্য জ্বলন্ত অগ্নির শাস্তি।" *(৬৭-মূলক : ৫)*

وَأَنَّا لَمَسْنَا ٱلسَّمَآءَ فَوَجَدْنَٰهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا ۝٨

وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَٰعِدَ لِلسَّمْعِ ۖ فَمَن يَسْتَمِعِ ٱلْءَانَ يَجِدْ لَهُۥ شِهَابًا رَّصَدًا ۝٩

"আমরা [*জিন, শয়তান*] আকাশ পর্যবেক্ষণ করেছি, অতঃপর দেখতে পেয়েছি যে, কঠোর প্রহরী ও উল্কাপিণ্ড দ্বারা আকাশ পরিপূর্ণ। আমরা আকাশের বিভিন্ন ঘাঁটিতে সংবাদ শ্রবণার্থে বসতাম। এখন কেউ সংবাদ শুনতে চাইলে সে জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ডকে দেখতে পায়।" *(৭২-জিন : ৮, ৯)*

وَهُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلنُّجُومَ لِتَهْتَدُوا۟ بِهَا فِى ظُلُمَٰتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ ۗ قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْءَايَٰتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۝٩٧

"তিনিই তোমাদের জন্য নক্ষত্রপুঞ্জ সৃজন করেছেন– যাতে তোমরা স্থল-জলের অন্ধকারে পথ প্রাপ্ত হও [*বর্তমানে আকাশ পথেও নক্ষত্রপুঞ্জের ব্যবহার হয়*]। নিশ্চয় যারা জ্ঞানী তাদের জন্য আমি নিদর্শনাবলী বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করে দিয়েছি।" *(৬-আন'আম : ৯৭)*

উল্লিখিত আয়াতে পথ নির্দেশক নক্ষত্রপুঞ্জের ব্যাপারে আবু কাতাদা (রা.) বলেছেন : The creation of these stars are for three purposes, i.e. as decoration of the [*nearest*] heaven, as missiles to hit the devils, and as signs to guide travelers. So, if anybody tries to find a different interpretation [*যেমন, ভাগ্য গণনার জন্য গণকরা বিভিন্ন নক্ষত্রের প্রভাব উল্লেখ করে সতর্কতা দেয়। ভাগ্যগণনা ইসলামে হারাম*], he is mistaken and just wastes his efforts, and troubles himself with what is beyond his limited knowledge. *(Sahee Al-Bukhari, vol 4)*

উপরোক্ত আয়াত এবং আবু কাতাদার (রা.) বক্তব্য থেকে সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায়,

www.pathagar.com

ভূ-পৃষ্ঠে মানব সন্তানের সুশৃঙ্খল ও স্বস্তির জীবন যাপনের জন্য নিকটবর্তী আকাশে অবস্থিত নক্ষত্রপুঞ্জের ব্যবহার ও প্রয়োজনীয়তা কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ। মহাশূন্যে ভ্রমণকারী নভোচারী, পাইলট এবং জাহাজের ক্যাপ্টেন আজও নক্ষত্রপুঞ্জের সাহায্যে তাদের পথের সঠিক দিকনির্দেশনা পেয়ে থাকেন। বস্তুজগতের উন্নতিতে বিজ্ঞান অভূতপূর্ব অবদান রাখলেও বৈজ্ঞানিকরা আজও নক্ষত্রের বিকল্প ব্যবস্থা আবিষ্কার করতে পারেননি। আকাশ ও সাগরে ভ্রমণের সময় ন্যাভিগেইশনের প্রয়োজনে নর্থ ষ্টার ব্যবহার করা হয়। এ ব্যাপারে World Book Encyclopaedia উল্লেখ করেছে, "The North Star has served as a guide for navigatiors since ancient times".*(Vol. 1, p/837)*. নক্ষত্রকে কীভাবে ন্যাভিগেইশনে ব্যবহার করা হয় তার বর্ণনা World Book, under the headline of Celestial navigation দিয়ে বলেছে যে, Celestial navigation is a method of determining a vehicle's location by observing certain celestial bodies- the sun, the moon, the stars, and the planets. For most ships, celestial navigation can be used only when the sky is clear. Celestial navigation can be used on airplanes and spacecraft at any time these vehicles fly above the clouds. ন্যাভিগেইশনে সাধারণত তিন ধরনের পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। To find a vehicle's position, a navigator first choose an *assumed* position (AP). An AP is a point that is at or near the vehicle's estimate location. The navigator then uses an instrument called a sextant, to measure the angular distance between the horizon and a star or other celestial body. This measurement is called the star's *observed attitude*. Light rays from the star strike various points on the earth at different angles. At the point directly beneath the star, the rays intersect the earth at an angle of 90°. This point is called the star's *geographic position* (GP). The GP, AP, and North Pole are the points of a spherical triangle, which the navigator uses in calculating the star's *computed altitude*. Determining the fix, the computed and observed altitudes are used to place the vehicle on a *circle of position*. The GP of the star is the center of the circle. Additional circles of postion, involving observations of additional stars or other celestial bodies, are the established, to determine the vehicle's location, or its *fix*. The navigator marks the position on a chart. *(Vol. 14 p/71-72)*

সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময় আল্লাহ তা'আলা মানব কল্যাণে এই ন্যাভিগেইশন পদ্ধতি নির্ধারণ করেছেন, যার ব্যবহার ইনশাআল্লাহ কিয়ামতের পূর্ব পর্যন্ত চলতে থাকবে। এজন্যই এগুলো হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার নিদর্শন, যার মাধ্যমে মানুষ জানতে

www.pathagar.com

পারে পরাক্রমশালী আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদের সুস্পষ্ট পরিচয়। তদুপরি আল-কুরআনের এই পবিত্র আয়াত সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণ করে যে, আল-কুরআন আল্লাহ তা'আলার পবিত্র শাশ্বত বাণী। মানব জাতির জন্য শেষ রাসূল (সা.) সারা জীবন মক্কা-মদীনায় কাটিয়েছেন, তিনি কখনও নদী এবং সাগর দেখেননি এবং পানি পথে কোনদিন ভ্রমণও করেননি. তাই পানিপথে ন্যাভিগেইশনে যে নক্ষত্রপুঞ্জ ব্যবহার করা যায়, সে ব্যাপারে তার কোন ধারণা থাকা আদৌ সম্ভব নয়।

সূর্য ও চন্দ্রের প্রভাবে দিন রাত্রির পরিবর্তন, বৎসর গণনা, ঋতুর পরিবর্তন, বায়ুর দিক পরিবর্তন, সাগরের পানির উত্থান-পতন এবং সূর্যের আলোর প্রভাবে তাপমাত্রার পরিবর্তনে বৃষ্টির সৃষ্টি ইত্যাদি সবকিছু হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার নিদর্শন। সূর্যের আলোর তাপ ও বৃষ্টির পানি দিয়ে সবুজ গাছপালা ও বিভিন্ন বর্ণের ফুল-ফল ও শস্য উৎপাদনে পৃথিবীর জমিকে করে উর্বর ও সমৃদ্ধি, যাতে জীবপ্রাণী পৃথিবীতে স্বাচ্ছন্দ্যে বসবাস করতে পারে। এসবের মধ্যেও রয়েছে আল্লাহ তা'আলার নিদর্শন। সূর্য-চন্দ্রের প্রভাবে দিন-রাত্রির পরিবর্তন ও বৎসর গণনা ও হিসাব এবং সূর্য-চন্দ্রের প্রয়োজন সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِى ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِى ٱلَّيْلِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِى لِأَجَلٍ مُّسَمًّى

ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِۦ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ ﴿١٣﴾

"তিনি রাত্রিকে দিবসে প্রবিষ্ট করান এবং দিবসকে প্রবিষ্ট করান রাত্রিতে [*সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্তের মাধ্যমে*]' তিনি সূর্য ও চন্দ্রকে করিয়াছেন নিয়ন্ত্রিত; প্রত্যেকে পরিভ্রমণ করে এক নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত। তিনিই আল্লাহ্ তোমাদিগের প্রতিপালক। সার্বভৌমত্ব তাহারই [*তিনি ছাড়া এই কঠিন ও অকল্পনীয় কাজ আর কেউ করতে পারবে না*]। এবং তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাহাদিগকে ডাক তাহারা তো খেজুর আঁটির আবরণেরও [*খেজুর বিচির উপর যে অত্যন্ত পাতলা মূল্যহীন ও শক্তিহীন ফিল্ম দিয়ে ঢাকা থাকে*] অধিকারী নহে [*তাদের নিজস্ব কোন ক্ষমতা নাই বরং আল্লাহ তা'আলার উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল*]।" *(৩৫-ফাতির : ১৩)*

هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ ٱلشَّمْسَ ضِيَآءً وَٱلْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُۥ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا۟ عَدَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلْحِسَابَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ

ذَٰلِكَ إِلَّا بِٱلْحَقِّ يُفَصِّلُ ٱلْءَايَٰتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٥﴾

إِنَّ فِى ٱخْتِلَٰفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَّقُونَ ﴿٦﴾

"তিনিই সূর্যকে তেজস্কর ও চন্দ্রকে জ্যোতির্ময় করিয়াছেন এবং উহার মানযিল

www.pathagar.com

[*তিথি ও বিভিন্ন পক্ষ*] নির্দিষ্ট করিয়াছেন যাহাতে তোমরা বৎসর গণনা ও সময়ের হিসাব জানিতে পার। আল্লাহ ইহা নিরর্থক সৃষ্টি করেন নাই। জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য তিনি এই সমস্ত নিদর্শন বিশদভাবে বিবৃত করেন। দিবস ও রাত্রির পরিবর্তনে এবং আল্লাহ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা সৃষ্টি করিয়াছেন তাহাতে নিদর্শন রহিয়াছে মুত্তাকী সম্প্রদায়ের জন্য।" *(১০-ইউনুস : ৫, ৬)*

وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ ءَايَتَيْنِ فَمَحَوْنَآ ءَايَةَ ٱلَّيْلِ وَجَعَلْنَآ ءَايَةَ ٱلنَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوا۟ فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

وَلِتَعْلَمُوا۟ عَدَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلْحِسَابَ ۚ وَكُلَّ شَىْءٍ فَصَّلْنَٰهُ تَفْصِيلًا ۝

"আমি রাত্রি ও দিবসকে করিয়াছি দুইটি নিদর্শন; রাত্রির নিদর্শনকে অন্ধকার করিয়াছি এবং দিবসের নিদর্শনকে আলোকপ্রদ করিয়াছি যাহাতে তোমরা তোমাদিগের প্রতিপালকের অনুগ্রহ সন্ধান করিতে পার এবং যাহাতে তোমরা বর্ষ-সংখ্যা ও হিসাব স্থির করিতে পার; এবং আমি সবকিছু বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছি।" *(১৭-বনী ইসরাঈল : ১২)*

وَءَايَةٌ لَّهُمُ ٱلَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ ٱلنَّهَارَ فَإِذَا هُم مُّظْلِمُونَ ۝ وَٱلشَّمْسُ تَجْرِى لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ۚ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ۝

وَٱلْقَمَرَ قَدَّرْنَٰهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَٱلْعُرْجُونِ ٱلْقَدِيمِ ۝

لَا ٱلشَّمْسُ يَنۢبَغِى لَهَآ أَن تُدْرِكَ ٱلْقَمَرَ وَلَا ٱلَّيْلُ سَابِقُ ٱلنَّهَارِ ۚ وَكُلٌّ فِى فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ۝

"উহাদিগের জন্য এক নিদর্শন রাত্রি, উহা হইতে আমি দিবালোক অপসারিত করি, সকলেই অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে এবং সূর্য ভ্রমণ করে উহার নির্দিষ্ট গন্তব্যের দিকে, ইহা পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞের নিয়ন্ত্রণে এবং চন্দ্রের জন্য আমি নির্দিষ্ট করিয়াছি বিভিন্ন মনযিল; অবশেষে উহা শুষ্ক বক্র, পুরাতন খেজুর শাখার আকার ধারণ করে। সূর্যের পক্ষে সম্ভব নয় চন্দ্রের নাগাল পাওয়া এবং রজনীর পক্ষে সম্ভব নয় দিবসকে অতিক্রম করা; এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ কক্ষপথে সন্তরণ করে।" *(৩৬-ইয়াসিন : ৩৭-৪০)*

"উপরোল্লিখিত আয়াত থেকে সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায়, সূর্য-চন্দ্র এবং দিন-রাত্রির নিজস্ব ইচ্ছা এবং স্বাধীনতা নাই। মানব সন্তানের সেবায় আল্লাহ তা'আলার আদেশে তারা নিজস্ব কক্ষপথে ভ্রমণ করে দিন-রাত্রির পরিবর্তন করছে। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন : আল্লাহই সৃষ্টি করিয়াছেন রাত্রি ও দিবস এবং সূর্য ও চন্দ্র; প্রত্যেকেই নিজ নিজ কক্ষপথে বিচরণ করে।" *(২১-আম্বিয়া : ৩৩)*; যেদিন সূর্য-চন্দ্র, পৃথিবী ও অন্যান্য নক্ষত্ররাজি নিজ নিজ কক্ষপথ ছেড়ে অন্যদেরকে অতিক্রম করবে, সেদিন হবে কিয়ামত। তাদের এই ধরনের ব্যতিক্রমধর্মী ব্যবহারও হবে আল্লাহ তা'আলার আদেশে। আকাশ ভারসাম্য হারিয়ে ও নক্ষত্রপুঞ্জ কক্ষপথ

থেকে বিচ্যুত হয়ে মহাপ্রলয় কীভাবে সংঘটিত হবে তার কিছু নমুনা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنشَقَّتْ ۝ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ۝

"যখন আকাশ বিদীর্ণ হইবে ও তাহার প্রতিপালকের আদেশ পালন করিবে এবং ইহাই তাহার করণীয়।" *(৮৪-ইন্‌শিকাক : ১, ২)*

يَوْمَ نَطْوِى ٱلسَّمَآءَ كَطَىِّ ٱلسِّجِلِّ لِلْكُتُبِ ۚ كَمَا بَدَأْنَآ أَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيدُهُۥ ۚ وَعْدًا عَلَيْنَآ ۚ إِنَّا كُنَّا فَٰعِلِينَ ۝

"সেইদিন আকাশমণ্ডলীকে গুটাইয়া ফেলিব, যেভাবে গুটান [*সম্প্রসারিত আকাশমণ্ডলীকে সংকুচিত করার মাধ্যমে, বৈজ্ঞানিকরা যাকে তুলনা করেন Black Hole সাথে*] হয় লিখিত দফতর; যেভাবে আমি প্রথম সৃষ্টির [*ধূম্রকুঞ্জ থেকে সম্প্রসারণের মাধ্যমে বিভক্ত করণ, যাকে বৈজ্ঞানিকরা বলেছেন বিগ্‌-ব্যাং*] সূচনা করিয়াছিলাম, সেইভাবে পুনরায় সৃষ্টি করিব; প্রতিশ্রুতি পালন আমার কর্তব্য, আমি ইহা পালন করিবই [*কিয়ামত এবং মহাপ্রলয় অবধারিত*]।" *(২১-আম্বিয়া : ১০৪)*

وَيَوْمَ تَشَقَّقُ ٱلسَّمَآءُ بِٱلْغَمَٰمِ وَنُزِّلَ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ تَنزِيلًا ۝

"যেদিন আকাশ মেঘপুঞ্জসহ বিদীর্ণ হইবে এবং ফিরিশতাদিগকে নামাইয়া দেয়া হইবে [*সেদিন বিভিন্ন আকাশে ফিরিশতাদের কোন কাজ থাকবে না*]।" *(২৫-ফুরকান : ২৫)*

يَوْمَ تَمُورُ ٱلسَّمَآءُ مَوْرًا ۝

"যেদিন আকাশ আন্দোলিত হইবে প্রবলভাবে।" *(৫২-তূর : ৯)*

يَوْمَ تَكُونُ ٱلسَّمَآءُ كَٱلْمُهْلِ ۝

"সেদিন আকাশ হইবে গলিত ধাতুর মতো;" *(৭০-মা'আরিজ : ৮)*

فَإِذَا ٱلنُّجُومُ طُمِسَتْ ۝ وَإِذَا ٱلسَّمَآءُ فُرِجَتْ ۝

"যখন নক্ষত্ররাজির আলো নির্বাপিত হইবে [*নক্ষত্ররাজি মহাকর্ষণ শক্তি হারিয়ে কক্ষপথ থেকে বিচ্যুত হবে*], যখন আকাশ বিদীর্ণ হইবে;" *(৭৭-মুরসালাত : ৮-৯)*

إِذَا ٱلشَّمْسُ كُوِّرَتْ ۝ وَإِذَا ٱلنُّجُومُ ٱنكَدَرَتْ ۝

"সূর্য যখন নিষ্প্রভ হইবে [*পারমাণবিক প্রতিক্রিয়া বন্ধ হয়ে মহাকর্ষণ শক্তি হারিয়ে ফেলবে*], "যখন নক্ষত্ররাজি খসিয়া পড়িবে;" *(৮১-তাকবীর : ১-২)*

وَإِذَا ٱلْكَوَاكِبُ ٱنتَثَرَتْ ۝

"যখন নক্ষত্রমণ্ডলী বিক্ষিপ্তভাবে ঝরিয়া পড়িবে;" *(৮২-ইন্‌ফিতার : ২)*

www.pathagar.com

এ পর্যায়ে Big Bang and Black Hole সংজ্ঞা দেয়া হলো, পরবর্তীতে ইন্‌শাআল্লাহ্ আরও বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হবে। The Big Bang is the cosmological model of the initial conditions and subsequent of the universe that is supported by the most comprehensive and accurate explanations from current scientific evidence and observations. As used by cosmologists, the term Big Bang generally refers to the idea that the universe has expanded from a primordial hot and dense [ধ্রূপুঞ্জ] initial condition at some finite time in the past, and continues to expand to this day. A common analogy explains that space itself is expanding, carrying galaxies with it, like raisins in a rising loaf of bread. A Black hole is a theoretical entity predicted by the equations of general relativity. A black hole is formed when a star of sufficient mass undergoes gravitational collapse [*মাধ্যাকর্ষণ শক্তি হারিয়ে নির্দিষ্ট কক্ষপথ থেকে বিচ্যুত হওয়া*], with most or all of its mass compressed into a sufficient small area of space, causing infinite spacetime curvature at that point (a "sigularity"). Such a massive spacetime curvature allows nothing, not even light, to escape from the "event horizon," or border [*নক্ষত্রপুঞ্জসহ আকাশমণ্ডলী সংকুচিত হয়ে একবিন্দুতে গুটাইয়া আসবে*]। বর্তমানে বৈজ্ঞানিকভাবে বিশ্বজাহানের সৃষ্টি সম্পর্কে সুস্পষ্ট তথ্য পাওয়ার পরও দুর্ভাগ্যবশতঃ অধিকাংশ জ্যোতির্বিজ্ঞানী সৌরজগতের সৃষ্টি যে পরাক্রমশালী আল্লাহ্ তা'আলার আদেশে হয়েছে এবং তার তত্ত্বাবধানে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে সে ব্যাপারে সন্দিহান। এমনকি তাদের অনেকে মনে করেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হয়েছে স্বেচ্ছায় এবং অনন্তকাল ধরে বিদ্যমান আছে অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার অস্তিত্ব সম্পর্কে তারা সন্দিহান, এরাই নাস্তিক। এ ধরনের বিভ্রান্তি চিন্তার প্রগতি ও সমর্থন করা অনেক তথাকথিত জ্ঞানী বিজ্ঞানী ও বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের কাছে হয় প্রশংসনীয় কাজ। যা হোক "The second law of thermodynamics" আবিষ্কার হওয়ার পর তাদের বিভ্রান্তি ধ্যানে এবং ঔদ্ধত্য ব্যক্তিত্বে আঘাত লেগেছে। ভারতীয় আলেম মাওলানা ওয়াহিদ উদ্দিন খানের লেখা "God Arises" বই থেকে এ ব্যাপারে উদাহরণ দেয়া হলো। *The second law of thermodynamic is an expression of the universal principle of increasing entropy, stating that the entropy of an isolated system which is not in equilibrium will tend to increase over time, approaching a maximum value at equilibrium.* The second law of thermodynamics ভিত্তিতে, প্রসিদ্ধ কিছু বিজ্ঞানীর মন্তব্যের উদ্বৃতি দিয়ে আল্লাহ্ তা'আলার অস্তিত্ব এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টির ব্যাপারে যেভাবে তিনি ব্যাখ্যা দিয়েছেন, "To understand the law of entropy, let us take the example of a metallic bar, which has been heated at one end but left cold at the

www.pathagar.com

other. Heat will instantly begin to flow from the hot end along the length of the bar to the cold end, and will continue to do so until the temperature of the whole bar becomes uniform. The flow of heat will always be in direction, i.e. from warmer to colder bodies and this flow will never pass spontaneously in the opposite direction, or even hap haphazardly in just any direction. Similarly another example, gas always flows towards vacuum or moves from a point of higher pressure towards that of a lower pressure till its pressure becomes uniform. Therefore, it is impossible for any gas to low in the reverse direction. On the relevance of these laws to creation, Edward Luther Kessel, an American Zoologist, writes: Science clearly shows that the universe could not have existed from all eternity. The law of entropy {*law of thermodynamics*} states that these is a continuous flow of heat from warmer to colder bodies, and that this flow cannot be reversed to pass spontaneously in the opposite direction. Entropy is the ratio of unavailable to available energy, so that it may be said that the entropy of the universe is always increasing.Therefore the universe is headed for a time when the temperature will be universally uniform and there will be no more useful energy. [*সূর্য হচ্ছে সৌরজগতের জন্য useful energy, সূর্য থেকে তাপ বা শক্তি সর্বদাই পৃথিবী ও অন্য গ্রহে বিতরণ হচ্ছে তাই আল্লাহ তা'আলার আদেশে এমন এক সময় আসবে যখন সূর্য শক্তি হারিয়ে অন্যান্য তাপহীন বস্তুর মতো হয়ে যাবে, তখন কোন কিছুরই জীবন ধারণ করা সম্ভব হবে না। কিয়ামতের দিনে সূর্য যে শক্তি হারিয়ে ফেলবে সে সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, সূরা মুরসালাত, আয়াত নম্বর ৮, দ্রষ্টব্য*]।

Consequenlty there will be no more chemical and physical processes and life itself will cease to exist. Because life is still going on, and chemical and physical processes are still in progress, it is evident that our universe could not have existed from eternity, else it would have long since run out of useful energy and ground to a halt. Therefore, quite unintentionally, science proves that our universe had a beginning [*আল্লাহ তা'আলা একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সৃষ্টি করেছেন এবং সূর্যকে একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত শক্তি সরবরাহ করার নিয়োজিত করেছেন, এই সময় কি পরিমাণ একমাত্র আল্লাহ তা'আলা ছাড়া আর কেউ জানে না।*] And doing so it proves the reality of God, for whatever had a beginning did not begin of itself but demands a Prime Mover, a Creator, a God. (God Arises, p/72-73). সৌরজগৎ সৃষ্টির নিদর্শন সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা আরও বলেছেন :

وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ ۖ وَٱلنُّجُومُ مُسَخَّرَٰتٌۢ بِأَمْرِهِۦٓ ۗ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿١٢﴾

"তিনিই তোমাদিগের কল্যাণে নিয়োজিত করিয়াছেন রজনী, দিবস, সূর্য এবং

www.pathagar.com

চন্দ্রকে; আর নক্ষত্ররাজিও অধীন হইয়াছে তাহারই বিধানে। অবশ্যই ইহাতে বোধশক্তিসম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য রহিয়াছে নিদর্শন।" *(১৬-নাহল : ১২)*

يُقَلِّبُ ٱللَّهُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُو۟لِى ٱلْأَبْصَٰرِ ﴿٤٤﴾

"আল্লাহ দিবস ও রাত্রির পরিবর্তন ঘটান, ইহাতে শিক্ষা রহিয়াছে অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্নদিগের জন্য।" *(২৪-নূর : ৪৪)*

وَهُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِبَاسًا وَٱلنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ ٱلنَّهَارَ نُشُورًا ﴿٤٧﴾

"এবং তিনিই তোমাদিগের জন্য রাত্রিকে করিয়াছেন আবরণস্বরূপ বিশ্রামের জন্য তোমাদিগের দিয়াছেন নিদ্রা এবং সমুত্থানের জন্য দিয়াছেন দিবস।" *(২৫-ফুরকান : ৪৭)*

উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মানুষের অতি পরিচিত বস্তু, যা প্রতিদিন তারা দেখছে সে সমস্ত নিদর্শনের মাধ্যমে নিজের পরিচয় দিয়েছেন। পৃথিবীর কোন মানুষই এই বস্তুর অস্তিত্ব এবং জীবন যাপনে তাদের প্রয়োজনকে অস্বীকার করতে পারবে না। এগুলোর নিয়ন্ত্রণ পরাক্রমশালী আল্লাহ তা'আলার অধীনে। যদি আল্লাহ তা'আলার সমতুল্য বা সমকক্ষ অন্য কোন শক্তি অথবা অংশীদার থাকতো, তাহলে এগুলোর সুশৃঙ্খল নিয়ন্ত্রণে অবশ্যই বাধাপ্রাপ্ত হতো। ধীশক্তিসম্পন্ন, বুদ্ধিবৃত্তিক প্রতিটা মানুষই এই যুক্তির সাথে নিঃসন্দেহে একমত হবেন। মানব সন্তানকে বুঝানোর জন্য এরকম যুক্তিসম্পন্ন আয়াতও আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেছেন :

وَهُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِبَاسًا وَٱلنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ ٱلنَّهَارَ نُشُورًا ﴿٤٧﴾

"বল, 'উহাদিগের কথা মতো যদি তাহার সহিত আরও ইলাহ থাকিত তবে তাহারা 'আরশ-অধিপতির প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার উপায় অন্বেষণ করিত।" *(১৭-বনী ইসরাঈল : ৪২)*

কোটি কোটি বৎসর ধরে একই নিয়মে সূর্য-চন্দ্র, তারকারাজি কোন প্রকার বাধাবিঘ্নের সম্মুখীন না হয়ে আবর্তন হচ্ছে। তাতে কি সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণ হয় না যে, এই বিশাল বিস্তৃত সৌরজগতের ক্রটিহীন সৃষ্টিতে ও সুশৃঙ্খল নিয়ন্ত্রণে একটা অপরিমেয় ক্ষমতাধারী শক্তি আছে? এই অসীম শক্তিশালী ক্ষমতাধারী অদৃশ্য শক্তি হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার আদেশ। একমাত্র নাস্তিকরা ছাড়া আর সকলেই এই ব্যাপারে বিশ্বাসী অথচ তাদের মধ্যে অধিকাংশই আল্লাহ তা'আলার সাথে শিরক করেন। যদি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হয় এগুলোর সৃষ্টিকর্তা কে, তারা উত্তর দিবে পরাক্রমশালী আল্লাহ তা'আলা। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

www.pathagar.com

وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ۖ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ

"যদি তুমি উহাদিগকে জিজ্ঞাসা করো, 'কে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন এবং চন্দ্র-সূর্যকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছেন?' উহারা অবশ্যই বলিবে, 'আল্লাহ্।' তাহা হইলে, উহারা কোথায় ফিরিয়া যাইতেছে!" *(২৯-আনকাবূত : ৬১)*

আলোচ্য আয়াত থেকে সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায়, সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ মানব সন্তান দৃশ্যমান বস্তুর অস্তিত্বের সত্যতা সম্পর্কে বিভ্রম না হলে, কোনভাবেই সে আল্লাহ তা'আলার নিদর্শনের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলার সঠিক পরিচয় পাওয়ার পর, সত্য থেকে বিচ্যুত হতে পারে না।

সৌরজগতের সাথে বস্তুজগতের সদৃশ

বিশ্বজাহানের তথা নিকটবর্তী আকাশে অবস্থিত সৌরজগতে সূর্যকে কেন্দ্র করে ৮টা গ্রহ [*Mercury (বুধ), Venus (শুক্র), Earth, Mars (মঙ্গল), Jupitar (বৃহস্পতি, সৌরজগতের বৃহত্তম গ্রহ), Saturn (শনি), Uranus and Neptun*] প্রত্যেকে একটা নির্দিষ্ট দূরত্বে নিজ কক্ষপথে আবর্তিত হচ্ছে। সৌরজগতের এই গ্রহের সাথে পৃথিবীর বস্তুজগতের তৈরির উপাদান, এলিমেন্টসের ক্ষুদ্রতম অংশ পরমাণুর অভ্যন্তরীণ সংগঠনের সাথে যথেষ্ট সদৃশ আছে। সম্প্রতিকাল পর্যন্ত ১০৯টা এলিমেন্টস প্রিআরিঅডিক টেবিলে জায়গায় পেয়েছে, তাদের মধ্যে রয়েছে অনেকগুলো কৃত্রিমভাবে তৈরি এলিমেন্টস। জীব প্রাণী ও বস্তুজগতের সবকিছুর তৈরিতে রয়েছে অকৃত্রিম এলিমেন্টসের সংশ্লিষ্টতা। মানব দেহের জীবকোষের সৃষ্টিতে রয়েছে প্রধানত আমিনো এ্যাসিডের সমন্বয়ে গঠিত প্রোটিন এবং পেপটাইড। এদের বিভিন্নতর বিন্যাসে এবং অভ্যন্তরীণ সংগঠনের ব্যবধানে সৃষ্টি হয় DNA অর্থাৎ বংশানুগতির তথ্য (Genetic Code)। এগুলোর গঠনের প্রধান উপাদান হচ্ছে কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন এবং সালফার। অনুরূপ উদ্ভিদজগতের খাদ্য শর্করা, শ্বেতসার এবং সেলিউলোসও হচ্ছে কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন ইত্যাদির সমন্বয়ে সৃষ্টি। প্রতিটা দৃশ্যমান বস্তু ও অদৃশ্য বস্তুর [*অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, আর্গন, হিলিয়াম ইত্যাদি গ্যাস*] মধ্যে আছে অণু এবং পরমাণু। পানির অণুকে রাসায়নিক সঙ্কেত H_2O দিয়ে বুঝানো হয়ে থাকে, যার মধ্যে দু'টো হাইড্রোজেন পরমাণু এবং একটা অক্সিজেন পরমাণু আছে। এলিমেন্টসের পরমাণু এত ক্ষুদ্র যে শক্তিশালী কোন অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়েও অবলোকন করা যায় না। এ প্রসঙ্গে College text book "Chemistry for Changing Times" Authors John W. Hill and Doris K. Kolb একটা সুন্দর কবিতা লিখেছেন। Atoms

www.pathagar.com

[*পরমাণু*] are extremely tiny, Much too small to see; Yet they make up all the world, Including you and me". (p/33)

এই অতি ক্ষুদ্র পরমাণুতে রয়েছে সৌরজগতের সদৃশ বিন্যাস। কারণ পরমাণুতে রয়েছে কেন্দ্রীয় অংশ [*নিউক্লিয়াস*], যেখানে প্রোটন [*ধনাত্মক চার্জ*] এবং নিউট্রনের [*চার্জবিহীন*] বসবাস। পরমাণুর কেন্দ্র ঘনীভূত হয়ে থাকে পরমাণুর সব ওজন তাই উল্লিখিত লেখক পরমাণুর কেন্দ্র সম্পর্কে লিখেছেন, Atomic nuclei react With such intensity! They're positive in charge and have Enormous density". (p/75) পরমাণুর কেন্দ্র হচ্ছে সূর্যের মতো, যাকে কেন্দ্র করে পরমাণুর সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম এবং লঘুভার অংশ ঋণাত্মক চার্জবিশিষ্ট ইলেকট্রন অতি দ্রুত গতিতে আবর্তিত হচ্ছে। গ্রহসমূহ যেরকম মাধ্যাকর্ষণ শক্তির সাহায্যে সূর্যের চারিদিকে ঘূর্ণমান তেমন ঋণাত্মক চার্জ ইলেকট্রন ধনাত্মক চার্জবিশিষ্ট কেন্দ্রের ইলেকট্রস্টাটিক শক্তির সাহায্যে কেন্দ্রের চারিদিকে ঘূর্ণমান। ইলেকট্রনের গতি এতবেশী যে কক্ষপথে আবর্তনকালে বিশেষ সময়ে কোন বিশেষ স্থানে তার অবস্থিতি সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া সম্ভব নয়, যেমন দ্রুতগতিতে ঘূর্ণমান বৈদ্যুতিক পাখার ফলার অবস্থান নির্ণয় করা সম্ভব নয় তাই পাখার ফলাকে মনে হয় ভাসমান ধোঁয়া বা মেঘের মতো। এজন্যই পরমাণুর কক্ষপথে ইলেকট্রনের গতি ও অবস্থানকে কেন্দ্র করে সৃষ্টি হয়েছে অনিশ্চয়তা তত্ত্ব (uncertaintity principle). উল্লিখিত লেখক ইলেকট্রনের ব্যাপারে বলেছেন, "A Cloud of electrons, So swift and intense, Surrounding a nucleus Tiny and dense." (p/47)

বর্তমানে বিজ্ঞানের অকল্পনীয় অগ্রগতির ফলে পরমাণুর সংযোজন এবং অভ্যন্তরীণ ইলেকট্রন বিন্যাস সম্পর্কে অতি সহজে আলোচনা করা যায় কিন্তু গত শতাব্দীর গোড়ার দিকেও ইলিমেন্টসের অভ্যন্তরে ক্ষুদ্রতম অংশ হিসেবে যে ঘনীভূত কেন্দ্রসহ পরমাণু আছে সে সম্পর্কে কোন সঠিক ধারণা কারও ছিল না। যদিও গ্রীক দার্শনিকরা ইলিমেন্টস নিয়ে গভীরভাবে ধ্যান করে নানা রকম তথ্য দিয়েছেন অথচ তারা কোন সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারেননি। তাদের মধ্যে Leucippus, Democritus and Aristotle বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পরমাণুর ব্যাপারে গ্রীকদের ধারণা সম্পর্কে Hill and Kolb, তাদের বইয়ে উল্লেখ করেছেন:

A pool of water can be separated into drops, and then each drop can be split into smaller and smaller drops. Suppose you could keep splitting these drops into still smaller ones even after they became much too small to use. Would you ever reach the point at which the tiny drop could no longer be separated into smaller droplets of water?

Leucippus, the Greek philosopher, and his pupil Democritus might well have discussed this question as they strolled along the beach of

www.pathagar.com

the Aegean Sea back in the fifth century B.C. Based only on his intuition, Leucippus felt that there must be ultimate tiny particles of water that could not be subdivided. After all, from a distance the sand on the beach looked continuous, but closer inspection showed it to be made up of tiny grains.

Democritus (*460-370 B.C.*) expanded on this idea of Leucippus and gave the tiny partices a name. He described them as "atomos" (indivisible). We still refer to the tiny unit particles of elements as atoms. Democritus believed that each kind of atom was distinct in shape and size. Real substances were thought to be mixtures of various kinds of atoms. The Greeks at that time believed that there were four basic elements: earth, air, fire and water. The relationships among these elements are the four "principles"- hot, moist, dry and cold.

However, Five centuries later, the Roman poet Lucretius wrote his long poem"On the Mature of Things," in which he gave strong arguments for the atomic nature of matter. But a few centuries earlier, Aristotle had declared that matter was continous, not atomistic, and the ancient Greeks and Romans had no way to determine which of these two views of matter was correct. The ancients almost never used experimention, preferring instead to use reason and logic. The continuous view of matter seemed more logical and reasonable to most of them, and, so they accepted the view of Aristote, which prevailed for 2000 years, even though it was wrong." (p/33-34)

প্রায় দুই শতাব্দী পূর্বে ১৮০৩ সালে British school teacher, John Dalton পরমাণু সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে তথ্য দেন। Dalton তথ্যে বলেছেন :

1. All matter is composed of extremely small particles called atoms. 2. All atoms of a given element are alike, but atoms of one element differ from the atoms of any other element. 3. Compounds are formed when atoms of different elements combine in fixed proportions. 4. A chemical reaction involves a rearrangement of atoms. No atoms are created or destroyed or broken apart in a chemical reaction.

অতঃপর গত শতাব্দীর প্রথমদিকে, Ernest Rutherford (*a New Zealander, Canadian and British Scientist*) পরমাণুর অভ্যন্তরে অবস্থিত অত্যন্ত ঘনীভূত কেন্দ্রবিন্দু সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে "The Nuclear Model of atom" নামে সুস্পষ্ট তথ্য দেন। এই দীর্ঘ আলোচনার প্রধান উদ্দেশ্য হলো, এলিমেন্টসের ক্ষুদ্রতম অংশ সম্পর্কে ১৪০০ বৎসর আগে সর্বজ্ঞানী আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র বাণী আল-

www.pathagar.com

কুরআনে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। মানব সন্তানের ভালো-মন্দ কর্মের পরিমাণ যত ক্ষুদ্র হোক না কেন সে তা দেখতে পাবে, এটা বুঝানোর জন্য আল্লাহ তা'আলা এলিমেন্টসের ক্ষুদ্রতম অংশ পরমাণুর উপমা দিয়ে বলেছেন :

يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ ٱلنَّاسُ أَشْتَاتًا لِّيُرَوْا۟ أَعْمَٰلَهُمْ ۞ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُۥ ۞ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُۥ ۞

"সেদিন [*শেষ বিচারে*] মানুষ বিভিন্ন দলে প্রকাশ পাবে [*বিশ্বাস অনুযায়ী বিভিন্ন দলে বিভক্ত হবে*], যাতে তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম দেখানো হয়। অতঃপর কেউ পরমাণু [*atom*] পরিমাণ সৎকর্ম করলে তা দেখতে পাবে এবং কেউ পরমাণু পরিমাণ অসৎকর্ম করলে তাও দেখতে পাবে।" *(৯৯-যিলযাল : ৬-৮)*

আল-কুরআনে উল্লিখিত এলিমেন্টসের ক্ষুদ্রতম অংশ পরমাণুর সত্যতা সম্পর্কে বৈজ্ঞানিকভাবে সুনিশ্চিত প্রমাণিত হয়েছে মাত্র ২০০ বৎসর আগে। এটা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, আল-কুরআন প্রজ্ঞাময় সর্বজ্ঞানী আল্লাহ তা'আলার পবিত্র বাণী এবং মানব জাতির জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন। গ্রীক দার্শনিকরা কল্পনাপ্রসূত ও যুক্তির মাধ্যমে পরমাণু সম্পর্কে নানা ধরনের তথ্য দিয়েছিলেন কিন্তু নিশ্চিতভাবে কোন সমাধান দিতে পারেননি। অথচ সবকিছুর সৃষ্টি ও নিয়ন্ত্রণকর্তা অন্তর্যামী আল্লাহ তা'আলা আরবের মরুভূমিতে বসবাসকারী নিরক্ষর ব্যক্তি মুহাম্মদ (সা.) কাছে শাশ্বত বাণী প্রেরণ করে মানব জাতিকে সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দিলেন যে, বস্তুর সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম অংশ হচ্ছে পরমাণু। মুহাম্মদ (সা.) দার্শনিক ছিলেন না, কল্পনা ও যুক্তি দিয়েও কোন কিছুর বিচার ও পর্যালোচনা করাও তার কাজ ছিল না। তার জীবন ইতিহাসে এ ধরনের কোন তথ্য আজও কেউ বের করতে পারেনি। আল-কুরআনের সত্যতা সুদৃঢ়ভাবে প্রমাণ করার জন্য আল্লাহ তা'আলা আল-কুরআনে রাসূল (সা.) এর নিরক্ষরতা এবং বই পড়া বা লেখার ব্যাপারে তার কোন জ্ঞান নাই সে সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন :

وَمَا كُنتَ تَتْلُوا۟ مِن قَبْلِهِۦ مِن كِتَٰبٍ وَلَا تَخُطُّهُۥ بِيَمِينِكَ ۖ إِذًا لَّٱرْتَابَ ٱلْمُبْطِلُونَ ۞

"তুমি তো এর পূর্বে কোন কিতাব পাঠ করনি এবং স্বীয় দক্ষিণ হস্ত দিয়ে কোন কিতাব লিখনি। এরূপ হলে মিথ্যাবাদীরা অবশ্যই সন্দেহ পোষণ করত।" *(২৯-আনকাবূত : ৪৮)*

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা মানব সন্তানকে সহজ ভাষায় সুস্পষ্টভাবে অবহিত করেছেন যে, আমার প্রেরিত রাসূল মুহাম্মদ, অন্য কারও লেখা বই এবং কোন দার্শনিকের দেয়া তথ্য ও মন্তব্য সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অনবহিত ছিলেন তাই আল-কুরআন ও আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদে সন্দেহ করার কোন যুক্তি তোমাদের জ্ঞান বুদ্ধি ও ধীশক্তিতে থাকতে পারে না। এগুলো হল আল্লাহ তা'আলার অনবদ্য

www.pathagar.com

নিদর্শন। সমস্ত জ্ঞানের উৎস আল্লাহ তা'আলা, মানব সন্তানকে বুদ্ধিমত্তা ও চিন্তাশক্তি দিয়ে সমৃদ্ধ করেছেন তাই গ্রীক দার্শনিকরা যুক্তিবৃত্তির মাধ্যমে বিশেষ কোন বস্তু সম্পর্কে নানা তথ্য দিয়েছেন, পরবর্তীতে সেগুলো সত্য অথবা মিথ্যা হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে। কারণ মানব সন্তানকে প্রয়োজনীয় জ্ঞান দিয়ে সমৃদ্ধ করলেও, আল্লাহ তা'আলা, তাদের জ্ঞানের পরিধিকে একটা নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে রেখেছেন এবং সব রকম জ্ঞান এক সাথে মানব সভ্যতায় বিকশিত হয়নি। মানব সভ্যতার পত্তন থেকে বস্তুর জ্ঞান ক্রমাগতভাবে উন্মোচন হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। এভাবে প্রগতির ধারা রক্ষা হচ্ছে, যাতে মানব সন্তানের ধীশক্তি, চিন্তাশক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তির এবং গবেষণা করার অনুপ্রেরণার অবসান না ঘটে।

সৌরজগতের কেন্দ্রবিন্দু সূর্যের আলো এবং তাপের তারতম্যের জন্যই যেমন ভূপৃষ্ঠের জল-বায়ু, ঋতুর পরিবর্তন হচ্ছে এবং সব ধরনের বস্তুর উত্থান পত্তন ও বিন্যাস ঘটছে, তেমন ইলিমেন্টসের ক্ষুদ্রতম অংশ পরমাণুর গঠন বিন্যাসে ঘনীভূত কেন্দ্র থেকে নির্দিষ্ট দূরত্বে অবস্থিত ইলেকট্রোনের আদান-প্রদানের মাধ্যমে বস্তু জগতে রাসায়নিক বিক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে নতুন নতুন বস্তুর বা উপাদানের সৃষ্টি হচ্ছে। সূর্যকে কেন্দ্র করে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির সাহায্যে পৃথিবী এবং অন্য গ্রহসমূহ যেমন একটা নির্দিষ্ট দূরত্বে থেকে আবর্তিত হচ্ছে তেমন ধনাত্মক আদান [*পজিটিভ চার্জ*] সম্পৃক্ত পরমাণুর কেন্দ্রের ইলেকট্রোস্টাটিক আকর্ষণ শক্তির প্রভাবে ঋণাত্মক আদান [নেগেটিভ চার্জ] একটা নির্দিষ্ট দূরত্বে নির্দিষ্ট কক্ষপথে দ্রুতগতিতে পরিক্রমণ করছে। পরমাণুর কেন্দ্র থেকে ইলেকট্রোনের দূরত্ব যত বাড়তে থাকে ইলেকট্রোনের উপর ইলেট্রোস্টাটিক আকর্ষণ শক্তির প্রভাবও তত কমতে থাকে। যার ফলে পরমাণুর কেন্দ্র থেকে দূরবর্তী কক্ষপথে অবস্থিত ইলেকট্রোন অতি সহজে পরমাণুর কেন্দ্রের আকর্ষণকে অতিক্রম করে অন্য এলিমেন্টসের পরমাণুর প্রভাবে আকৃষ্ট হয়, তাতে ইলেকট্রোন এক পরমাণুর কক্ষপথ ত্যাগ করে অন্য পরমাণুর কক্ষপথে আশ্রয় নিয়ে তাদের মধ্যে গভীর ভালোবাসা সৃষ্টি করে রাসায়নিক প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে নতুন উপাদান তৈয়ার করে। এইভাবে মানব দেহে ও বস্তুজগতে রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া অনবরতভাবে চলছে। ইলেকট্রোনের প্রতি আকর্ষণের [*Electronegativity, ইলেকট্রোন গ্রহণ করার বা ঋণাত্মক আদান হওয়ার ক্ষমতার*] এবং ইলেকট্রোন ত্যাগ করার [*Electropositivity, ইলেকট্রোন ত্যাগ করার বা ধনাত্মক আদান হওয়ার ক্ষমতা*] ক্ষমতার উপরই নির্ভর করে বিভিন্ন ইলিমেন্টসের পরমাণুর মধ্যে রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া। এইভাবে বস্তু জগতে নানা পরিবর্তন ও পরিশোধন এবং জীব প্রাণীর জীবন প্রবাহ অব্যাহত রাখার জন্য জীবদেহে ও উদ্ভিদ এবং বস্তু জগতে প্রয়োজনীয় এবং নতুন নতুন উপাদান সৃষ্টি হচ্ছে।

www.pathagar.com

ইলেকট্রোনের আদান-প্রদানে রাসায়নিক বন্ধন সৃষ্টি হওয়ায় অধিকাংশ রাসায়নিক উপাদানে থাকে নেগেটিভ ও পজিটিভ চার্জের আংশিক অথবা সম্পূর্ণ মেরুতে বিভক্ত, যাকে বলা হয় ডাইপুলার উপাদান। এক্ষেত্রে একটা সুন্দর উদাহরণ দেয়া যায়, পানির অণু [H_2O] সৃষ্টি হয় একটা ইলেকট্রোন প্রেমিক অক্সিজেন এবং দু'টো ইলেকট্রোন ত্যাগী হাইড্রজেন পরমাণুর সমন্বয়ে, তাই তাদের বন্ধনে আছে ধনাত্মক এবং ঋণাত্মক আদানের আংশিক বিচ্ছিন্নতা। যার ফলে পানির বিভিন্ন অণুর মধ্যে সৃষ্টি হয় ইলেকট্রোস্টাটিক বণ্ড, যাকে বলা হয় হাইড্রোজেন বণ্ড। তাই সব ডাইপুলার রাসায়নিক উপাদান পানিতে দ্রবীভূত হয়। ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে জীব প্রাণীর শরীরের জীবকোষ প্রোটিন তথা DNA এর সমন্বয়ে গঠিত, পানির মতোই এদের মধ্যেও হাইড্রোজেন বণ্ডিং আছে। তাই পানির সাথে প্রোটিনসের সুগভীর প্রেম-ভালোবাসা বিদ্যমান এবং জীব শরীরে পানির প্রয়োজনীয়তাও এ কারণে বেশী। যা হোক Hydrogen bonding জন্য DNA অভ্যন্তরীণ সংগঠন হচ্ছে Double Helix *(দুইটা বক্র রেখার মতো)*, DNA এ রকম সংগঠন আবিষ্কার করে অপেক্ষাকৃত দুই অজ্ঞাত বৈজ্ঞানিক James D. Watson and Francis H.C. Crick, ১৯৬২ সালে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

এজন্যই পানির অপর নাম জীবন, জীব প্রাণীর শরীরকে সচল রাখার জন্য বিভিন্ন রাসায়নিক উপাদান জীব দেহের পানিতে দ্রবীভূত হয়ে পজিটিভ ও নেগেটিভ চার্জ সম্পৃক্ত ইলেকট্রোলাইট তৈরি করে, যার সাহায্যে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের জীবকোষের মধ্যে যোগাযোগের জন্য সৃষ্টি হয় বৈদ্যুতিক শক্তি। এই শক্তিই ব্রেইনের সাথেও বিরামহীনভাবে যোগাযোগ রক্ষা করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। তাই শরীরের একপ্রান্তে আঘাত লাগলে ব্রেইন তৎক্ষণাৎ খবর পেয়ে যায়, ইলেকট্রোনের আদান-প্রদান ছাড়াও বিভিন্ন এলিমেন্টসের পরমাণুর মধ্যে প্রতিক্রিয়া হওয়ার আরও অনেক কারণ আছে, সেগুলো এখানে আলোচনা করা সম্ভব নয় তবে ইলেকট্রোনের ভূমিকা সর্বক্ষেত্রেই প্রতীয়মান। তাই বলা যায়, সৌরজগৎ ও ভূ-পৃষ্ঠের জীব প্রাণী ও বস্তু জগতে আল্লাহ্ তা'আলার শক্তি ও সৃষ্টির সুস্পষ্ট নিদর্শন সুদৃশ্যভাবে প্রতীয়মান, এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন :

وَكَأَيِّن مِّنْ ءَايَةٍ فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ﴿١٠٥﴾

"অনেক নিদর্শন রয়েছে নভোমণ্ডলে ও ভূ-মণ্ডলে যেগুলোর উপর দিয়ে তারা পথ অতিক্রম করে এবং তারা এসবের দিকে মনোনিবেশ করে না।" *(১২-ইউসুফ : ১০৫)*

وَفِى ٱلْأَرْضِ ءَايَٰتٌ لِّلْمُوقِنِينَ ﴿٢٠﴾ وَفِىٓ أَنفُسِكُمْ ۚ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿٢١﴾

www.pathagar.com

"বিশ্বাসীদের জন্য পৃথিবীতে নিদর্শনাবলী রয়েছে এবং তোমাদের নিজেদের মধ্যেও, তোমরা কি অনুধাবন করো না?" *(৫১-যারিয়াত : ২০, ২১)*

উল্লিখিত আয়াত নম্বর ২০-২১ সম্পর্কে ইবনে কাসীর (রহ.) বলেছেন : Allah says that there are signs on earth that testify to the might of the Creator and His boundless ability. These signs include what Allah (SAT) placed on the earth, the various plants, animals, valleys, mountains, deserts, rivers and oceans. He also created mankind with different languages, colors, intentions and abilities, and a variety among them, differences in the power of understanding and comprehension, their deeds, and ultimately earning happiness or misery. Allah (SWT) put every organ in their bodies in its rightful place where they most need it to be. (Tafsir Ibn Kathir, Vol 9, p/262)। এই সমস্ত দৃশ্যমান নিদর্শন ছাড়াও সৌরজগতের বিভিন্ন গ্রহের এবং পরমাণুর অভ্যন্তরীণ অতি সূক্ষ্ম অদৃশ্য নিদর্শন বর্তমানে বিজ্ঞানের অবদানে উন্মোচন হয়েছে। এই সূক্ষ্ম অদৃশ্য বিষয় নিয়ে তারাই চিন্তা ও ধ্যান করবেন যারা ধীশক্তি ও দূরদর্শিতাসম্পন্ন। আদম সন্তানকে এই সমস্ত নিদর্শন নিয়ে ধ্যান করার জন্য আল্লাহ তা'আলা আদেশ দিয়েছেন :

كِتَٰبٌ أَنزَلْنَٰهُ إِلَيْكَ مُبَٰرَكٌ لِّيَدَّبَّرُوٓا۟ ءَايَٰتِهِۦ وَلِيَتَذَكَّرَ أُو۟لُوا۟ ٱلْأَلْبَٰبِ ﴿٢٩﴾

"এটি [*আল-কুরআন*] একটি বরকতময় কিতাব, যা আমি তোমার প্রতি বরকত হিসেবে অবতীর্ণ করেছি, যাতে মানুষ এর আয়াতসমূহ *(আল-কুরআন এবং তাতে বর্ণিত সব নিদর্শন)* লক্ষ্য করে এবং বুদ্ধিমানগণ যেন তা অনুধাবন করে।" *(৩৮-ছোয়াদ : ২৯)*

ٱللَّهُ يَتَوَفَّى ٱلْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَٱلَّتِى لَمْ تَمُتْ فِى مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ ٱلَّتِى قَضَىٰ عَلَيْهَا ٱلْمَوْتَ وَيُرْسِلُ
ٱلْأُخْرَىٰٓ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٤٢﴾

"আল্লাহ মানুষের প্রাণ হরণ করেন তার মৃত্যুর সময়, আর যে মরে না, তার নিদ্রাকালে। অতঃপর যার মৃত্যু অবধারিত করেন, তার প্রাণ ছাড়েন না [*নিদ্রাকালে*] এবং অন্যান্যদের ছেড়ে দেন এক নির্দিষ্ট সময়ের জন্য। নিশ্চয় এতে চিন্তাশীল লোকের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে।" *(৩৯-যুমার : ৪২)*

আয়াত নম্বর ৪২তে আল্লাহ তা'আলা আরেকটা বাস্তব উপমা দিয়েছেন, যা আদম সন্তানরা প্রতিদিনই প্রত্যক্ষ করছে তবুও তারা আল্লাহ তা'আলার নিদর্শনকে উপেক্ষা করে অর্থাৎ তার একচ্ছত্র আধিপত্য ও একত্ববাদকে অস্বীকার করে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

www.pathagar.com

وَيُرِيكُمْ ءَايَٰتِهِۦ فَأَىَّ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ تُنكِرُونَ ﴿٨١﴾

"তিনি তোমাদেরকে তাঁর নিদর্শনাবলী দেখান অতএব, তোমরা আল্লাহ্র কোন্ কোন্ নিদর্শনকে অস্বীকার করবে।" *(৪০-মু'মিন : ৮১)*

উপরোক্ত আলোচনায় সৌরজগতের সাথে বস্তু ও জীব প্রাণীজগতের পরমাণুর উপমা দেয়া হয়েছে। তবে বস্তুজগতের পরমাণুর অভ্যন্তরীণ সংগঠনের সাথে সৌরজগতের মিল থাকলেও বিভিন্ন এলিমেন্টসের পরমাণুর ইলেকট্রোন যেমন নিজ কক্ষপথ পরিত্যাগ করে অথবা অন্য এলিমেন্টসের পরমাণুর কক্ষপথে আংশিক অথবা সম্পূর্ণরূপে আশ্রয় নিয়ে মানব সন্তানের জীবন ধারণের জন্য বিভিন্ন রাসায়নিক সৃষ্টি করছে, সৌরজগতের গ্রহসমূহ কিন্তু তেমন করছে না। তারা মানব জাতির সেবায় নিয়োজিত হয়ে মানবের কল্যাণের জন্যই নিজ কক্ষপথ ত্যাগ করছে না, এটাতেও রয়েছে আল্লাহ তা'আলার নিদর্শন। আল্লাহ্ তা'আলার আদেশেই তারা নিজ কক্ষপথে পরিক্রমণ করছে, যেদিন তারা নিজ কক্ষপথ ভ্রষ্ট হবে সেদিনই হবে কিয়ামত এবং আল্লাহ্ তা'আলার আদেশেই একাজ তারা করবে। আর এলিমেন্টসের পরমাণু যা করছে সেটাও মানব কল্যাণে আল্লাহ্ তা'আলার আদেশেই করছে কারণ তারা সকলেই আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদত করে। একটা বিষয় উল্লেখ্য যে, মহাশূন্যেও নানা ধরনের বিস্ফোরণ সবসময়ই ঘটছে। বিশেষ কিছু নক্ষত্রের মৃত্যু ঘটছে, কক্ষপথ থেকে বিচ্যুত হওয়ার কারণেই এদের মৃত্যু হচ্ছে। তাতে সৌরজগতের উপর কোন প্রভাব পড়ে না, এটাও নিঃসন্দেহে মানবজাতির প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার অপরিসীম অনুগ্রহের নিদর্শন।

নিদ্রার সৃষ্টিতে নিদর্শন

বিশ্রামের জন্য নিদ্রার সৃষ্টি করে রাত্রিকে আল্লাহ্ তা'আলা করেছেন মানুষের ঘুমানোর বা বিশ্রামের সময়। মানুষ কেন ঘুমায় এবং মানুষের কেন নিদ্রা পায়, সে ব্যাপারে আজও বিজ্ঞানীরা সঠিক কোন কারণ দর্শাতে পারেননি। এই প্রসঙ্গে World Book encyclopedia stated "Scientists are still seeking answers to many questions about the need for sleep. They do not know, for example, why human beings cannot simply rest, as insects do. Nor have they discovered exactly how sleep restores vigor to the body." অর্থাৎ নিদ্রা হচ্ছে মানব সন্তানের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার নিদর্শন। রাত্রিতে নিদ্রায় বিশ্রাম নেয়ার জন্য মানুষের শরীরকে আল্লাহ্ তা'আলা ক্লক করে দিয়েছেন, যাতে দিনের বেলায় সে কাজে মনোযোগী হতে পারে। নিদ্রা এমন এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়

www.pathagar.com

যার অভাব হলে মানুষের জীবন হয়ে উঠে বিষাদময়। তাই প্রশান্তিতে গভীর নিদ্রায় বিশ্রাম নেয়া অর্থাৎ গাঢ় নিদ্রায় রাত কাটিয়ে দিতে পারা হলো আল্লাহ তা'আলার কাছ থেকে বিরাট অনুগ্রহপ্রাপ্ত হওয়া। যারা আল্লাহ তা'আলার নিয়ামত নিদ্রা থেকে নিজেকে বঞ্চিত করেন তারা দুর্বলতায় ভোগেন এবং সহজেই রাগান্বিত হয় ও কাজে কর্মে মনোযোগ দিতে পারেন না। World book encyclopedia said, "People who go without sleep for three days/nights have great difficulty thinking, seeing and hearing clearly. Some have periods of hallucinations [দৃষ্টিভ্রম] during which they see things that do not really exist. They also confuse daydreams with real life and often lose track of their thoughts in the middle of a sentence. (Vol. 17, p/507)। অনিদ্রায় ও অকৃত্রিমভাবে ঘুমিয়ে পড়ার ক্ষমতা হারিয়ে ফেললে মানুষ হয়ে যায় অসহায় এবং ব্যক্তিত্বহীন। অনিদ্রা বা ইন্‌সমনিয়া হচ্ছে বর্তমানে একটা অত্যন্ত সাধারণ ব্যাপার। কাজেই মানব জীবন যাপন হয়েছে নানাবিধ সমস্যায় জর্জরিত। বেশির ভাগ মানুষই মানসিকভাবে অস্থিরতায় থাকে এবং গভীর নিদ্রার প্রশান্তি থেকে তারা অহরহ বঞ্চিত হয়ে থাকেন। দিনের বেলায় বিভিন্ন সমস্যায় এবং অবস্থায় সংগ্রামী শরীর ক্লান্ত হলেও মানসিক অশান্তির জন্য মানুষ অনেক সময় অনিদ্রায় রাত্রি যাপন করে অসুস্থ হয়ে পড়েন। অর্থনৈতিক সমস্যা ছাড়াও রয়েছে ব্যক্তি জীবনের নানা সমস্যা, যেমন ইন্টারনেটে দুনিয়ার বিভিন্ন সংস্কৃতির মানুষের সাথে অবৈধ প্রেম-ভালোবাসায় জড়িত হওয়া, নারী-পুরুষের উলঙ্গ শরীর দেখা, অনৈতিক সামাজিক কাজে জড়িত হওয়ার অনুপ্রেরণা, ঘুমাতে যাওয়ার পূর্বে টিভি অথবা ডিভিডিতে অশ্লীল, নগ্নদেহ সম্পৃক্ত ও লোমহর্ষক চলচিত্র উপভোগ করা ইত্যাদির কারণে মানুষের ক্লান্ত শরীরকে গভীর ঘুমের প্রশান্তি ও বিশ্রাম থেকে বঞ্চিত রাখে। অনেক সময় সামান্য নিদ্রাভিভূত হলেও খারাপ স্বপ্ন দেখে আবার জেগে উঠে। অনিদ্রা থেকে মুক্তির জন্য নানা ধরনের ঘুমের বড়ি ব্যবহার করেন, যার ফলে বেশিরভাগ সময়ই মানব শরীরে প্রকৃতিগতভাবে ঘুমের যে স্যাইকেল বা ক্লক আছে তাতে ব্যাঘাত হয়, তাতে মানুষ ঘুমের বড়িতে অভ্যস্ত হয়ে যায়। অনিদ্রার প্রতিষেধক হিসেবে আল-কুরআন ও রাসূল (সা.) সুন্দর ব্যবস্থা দিয়েছেন। রাতে বিছানায় গভীর নিদ্রা উপভোগ করার জন্য আল্লাহ তা'আলার হাবিব (সা.) ঘুমানোর আগে মুসলিমদের জন্য একটা সহজ ব্যবস্থা দিয়েছেন। এই ব্যবস্থা বিভিন্ন হাদীসের মাধ্যমে পাওয়া যায়, যা যথাযথভাবে পালন করলে সহজভাবে ঘুমিয়ে পড়া এবং গভীর নিদ্রায় প্রশান্তি লাভ করা ব্যবহারিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে। এটাও আল্লাহ তা'আলার একটা অন্যতম নিদর্শন।

www.pathagar.com

বৃষ্টির পানি ও বায়ুতে নিদর্শন

বৃষ্টির সৃজন কিভাবে হয়? প্রথমেই আলোচনা করা যাক বৃষ্টির সৃজন সম্পর্কে। মানব কল্যাণে ভূ-পৃষ্ঠকে জীবন্ত করার জন্য মেঘ সৃষ্টির পদ্ধতি কখন ও কোন সময় হয়েছে তা আল্লাহ তা'আলা ছাড়া আর কেউ জানে না। মেঘের সৃজন সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান না থাকলেও মানব জাতি এবং বস্তুজগৎ বৃষ্টির পানির মাধ্যমে আবহমানকাল থেকে উপকৃত হয়ে আসছে। এমনকি গত শতাব্দীর প্রথমদিকে বৃষ্টির সৃজন কীভাবে হয় তা নিয়ে গবেষণা করার সুযোগ মানুষের ছিল না তাই মেঘ সৃজন ছিল মানুষের কাছে রহস্যময়। অথচ ১৪০০ বৎসর পূর্বে পবিত্র বাণী আল-কুরআনে মেঘ সৃজন সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা সুস্পষ্ট বর্ণনা দিয়েছেন, বিশ্বাসীরা দৃঢ়ভাবে তাতে বিশ্বাস স্থাপন করে ঈমানদার হয়েছিলেন, যখন এই আয়াতে বর্ণিত বৃষ্টি সৃষ্টির নির্মাণকৌশল সম্পর্কে জানার জন্য কোন ব্যবস্থা কারও জানা ছিল না। আল-কুরআনে মেঘ সৃজন ও সঞ্চালিত হওয়ার সম্পর্কে যে বর্ণনা আছে, বর্তমানে বৈজ্ঞানিকভাবে পাওয়া বর্ণনায় যথার্থ মিল রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন : আয়াতের অনুবাদ ইংরেজীতে দেয়া হলো কারণ বৈজ্ঞানিক বর্ণনা ইংরেজীতে ব্যাখ্যা করা হবে। এই ব্যাখ্যার একটা অংশ লওয়া হয়েছে "The Qur'an, Miracle" by Harun Yahya.

ٱللَّهُ ٱلَّذِى يُرْسِلُ ٱلرِّيَٰحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُۥ فِى ٱلسَّمَآءِ كَيْفَ يَشَآءُ وَيَجْعَلُهُۥ كِسَفًا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ

يَخْرُجُ مِنْ خِلَٰلِهِۦ فَإِذَآ أَصَابَ بِهِۦ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِۦٓ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿٤٨﴾

"It is Allah Who sends the winds which stir up clouds which He spreads about the sky however He wills. He forms them into darkclups and you see the rain come pouring out from the middle of them. When He makes it fall on those of His slaves He wills, they rejoice." (*30-Rum, 48*)

Only after weather radar was invented, it was possible to discover the stages by which rain is formed. According to this, the formation of rain takes place in three stages. First, the "raw material" of rain rises up into the air with the wind. Later, clouds are formed, and finally raindrops appear. Now, let us examine these stages outlined in the mentioned ayah more technically.

First Stage : "It is Allah Who sends the winds..." Countless air bubbles formed by the foaming of the oceans continuously burst and cause water particles to be ejected towards the sky. These particles, which are rich is salt, are then carried away by winds and rise upward

www.pathagar.com

in the atmosphere. These particles, which are called aerosols, function as water traps, and form cloud drops by collecting around the water vapour themselves, which rises from the seas as tiny droplets.

Second Stage : "....which stir up clouds which He spreads about the sky however He wills. He forms them into dark clumps..." The clouds are formed from water vapour that condenses around the salt crystala or dust paticles in the air. Because the water droplets in these clouds are very small (*with a diameter between 0.01 and 0.02 mm*), the clouds are suspended in the air, and spread across the sky. Thus, the sky is covered in clouds.

Third Stage : "...and you see the rain come pouring out from the middle of them" The water particles that surround salt crystals and dust particles thicken and form raindrops, so, drops that become heavier than the air leave the clouds and start to fall to he ground as rain.

As we have seen, every stage in the formation of rain is related in the verses of the Qur'an. Furthermore, these stages are explained in exactly the right sequence. Just as with many other natural phenomena on the Earth. Allah (SWT) gives the most correct explanation of this phenomenon as well, and made it known to people in the Qur'an centuries before it was discovered.

In another ayah, the following information is given about the formation of rain :

أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يُزْجِى سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُۥ ثُمَّ يَجْعَلُهُۥ رُكَامًا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَٰلِهِۦ وَيُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ

مِن جِبَالٍ فِيهَا مِنۢ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِۦ مَن يَشَآءُ وَيَصْرِفُهُۥ عَن مَّن يَشَآءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِۦ يَذْهَبُ بِٱلْأَبْصَٰرِ ﴿٤٣﴾

"Have you not see how Allah drives along the clouds, then joins them together, then makes them into a stack, and then you see the rain come out of it? And He sends down from the sky mountain masses (of clouds) with cold hail in them, striking with it anyone He wills and averting it from anyone He wills. The brightness of His lightning almost blinds the sight." (*24-Nur*)

Scientists studying cloud tupes came with surprising results regarding the formation of rain clouds. Rain clouds are formed and shaped according to definite systems and stages. The formation stages of cumulonimbus, one kind of rain cloud, are these: *Stage One*: Being driven along: Clouds are carried along, that is, they are driven along, by the wind. *Stage Two*: Joining: Then, small clouds (cumulus clouds,

পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ) driven along by the wind join together, forming a larger cloud. (*Henning Genz D Nothingness: The Science of Empty Space, p/205*)

Stage Three: Stacking: When the small clouds join together, updrafts within the larger cloud increase. The updrafts near the center of the cloud are stronger than those near the edges. These updrafts cause the cloud body to grow vertically, so the cloud is stacked up. This vertical growth causes the cloud body to stretch into cooler regions of the atmosphere, where drops of water and hail formulate and begin to grow larger and larger. When these drops of water and hail become too heavy for the updrafts to support them, they begin to fall from the cloud as rain, hail etc. *(Anthes, Richard A., John J. Cahir, Alistair B. Fraser, and Hans A. Panofsky, 1981, The Atmosphere, 3. edition, Columbus, Charles E. Merrill Publishing Company, p/268-269)*

একটা কথা অনস্বীকার্য যে আবহাওয়া বিজ্ঞানীরা অতি নিকট অতীতে মেঘ সৃজন এবং তার অভ্যন্তরীণ গঠন ও বৃষ্টি আকারে বর্ষণ ইত্যাদি সম্পর্কে জানতে তখনই পেরেছেন যখন অত্যাধুনিক যন্ত্র যেমন উড়োজাহাজ, উপগ্রহ (স্যাটেলাইট), কম্পিউটার ইত্যাদির আবিষ্কার হয়েছে। তাই নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে যে, ১৪০০ বৎসর পূর্বে আল্লাহ্ তা'আলাই আল-কুরআনে মেঘ সৃজন সম্পর্কে নির্ভুল বর্ণনা দিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'আলাই যে বৃষ্টি সৃষ্টি করেন এবং তার আদেশেই বৃষ্টির পানি রহমত হিসেবে বর্ষণ হয়ে মৃত ভূমিকে জীবিত করে, এই সত্যতা অধিকাংশ মানুষই স্বীকার করে তবুও তারা নির্বোধের মতো ইবাদতে আল্লাহ্ তা'আলার সাথে অন্য বস্তুকে শরীক করেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন :

وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ مِنۢ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ ۚ قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ۝

"যদি তুমি উহাদিগকে [*যারা আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদে সন্দিহান*] জিজ্ঞাসা করো, ভূমি মৃত হইবার পর আকাশ হইতে বারি বর্ষণ করিয়া কে উহাকে সঞ্জীবিত করে? উহারা অবশ্যই বলিবে, 'আল্লাহ।' বল, 'প্রশংসা আল্লাহরই।' কিন্তু উহাদিগের অধিকাংশই ইহা অনুধাবন করে না।" *(২৯-আনকাবূত : ৬৩)*

জীব প্রাণী ও বস্তুজগতের জন্য বৃষ্টির গুরুত্ব

মানুষ, জীবজন্তু ও গাছপালার জীবন ধারণের জন্য পানি ও বায়ুর প্রয়োজন অনস্বীকার্য। তাই পানির অপর নাম জীবন। বিজ্ঞানীরা অন্য গ্রহে জীবনের সম্ভাবনা অনুসন্ধানে সর্বপ্রথম গবেষণা করে দেখেন উক্ত গ্রহে পানির অস্তিত্ব সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার চেষ্টা করে থাকেন। পানি ছাড়া কোন জীব এবং উদ্ভিদ

www.pathagar.com

বাঁচতে পারে না। তাই অনাবৃষ্টি, মানুষ ও জীবজন্তু এবং উদ্ভিদের জীবনে ডেকে আনে অশনি সংকেত। প্রতি বৎসর পৃথিবীর কোন না কোন জায়গায় অনাবৃষ্টির কারণে মানুষ এবং অনেক জীবজন্তু মারা যায়। মানুষের শরীরে রয়েছে ৭৫% পানি। যার জন্য অরক্ষিত মানব শরীর অতি শীতের সংস্পর্শে বাইরে পানির মতো জমে বরফ হয়। সবুজ গাছপালা এবং অন্যান্য ফুল-ফলের সজীবতায় পানির উপস্থিতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই সবুজ শাকসবজি বিক্রেতা সব সময় সবজির উপর পানি ছিটিয়ে দেয়।

মানুষের শরীরের তাপমাত্রা রক্ষা করতে ও খাদ্য হজমের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় শক্তি যোগাতে এবং শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ থেকে ইলেকট্রোলাইট দিয়ে ব্রেইনে সংকেত পাঠানোর জন্য শরীরে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণের পানির উপস্থিতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। এজন্য dehydration [*জলশূন্যতা*] হচ্ছে জীবজন্তুর জন্য অত্যন্ত বিপদজনক বিষয়। খাবারের মধ্যে শর্করা [*কার্বোহাইড্রেট*] অথবা শ্বেতসার [*স্টার্চ*] মানুষ এবং জীবজন্তুর শরীরের প্রয়োজনীয় শক্তি সরবরাহের জন্য প্রধান খাদ্য। খাদ্য হজমের প্রণালীতে শর্করা/শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য ভেঙ্গে তৈরি হয় চিনির অণু [*সুগার মলিকিউল*], অতঃপর চিনির অণু ভেঙ্গে সৃষ্টি হয় শক্তি ও উপাদান গ্লুকোজ [*Glucose*] এবং ফ্রকটৌস [*Fructose*]। খাদ্য হজমের মাধ্যমে এই শক্তি উৎপাদনের প্রণালীতে পানি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, শিক্ষণীয় বিষয় হিসেবে এই পদ্ধতির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হলো।

$[C_{12}H_{22}O_{11}]_n \quad + H_2O$ (পানি) $\rightarrow C_{12}H_{22}O_{11} + H_2O \rightarrow C_6H_{12}O_6$

শর্করা বা শ্বেতসার খাদ্য চিনির অণু গ্লুকোজ খাদ্য ভেঙ্গে গ্লুকোজ করতে দরকার হয় পানি এবং ইনসুলিন (হরমোন)। খাদ্য বা চিনির অণু থেকে তৈরি গ্লুকোজ জীব শরীরে শক্তির উপাদান। জীব শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গ্লুকোজ থেকে শক্তি সংগ্রহ করে থাকে। গ্লুকোজ রক্তের সহিত মিশে শরীরের বিভিন্ন জীবকোষে প্রবাহিত হয়। এজন্যই গ্লুকোজকে বলা হয় ব্লাড সুগার। ATP [Adenosine triphosphate] এর উপস্থিতিতে গ্লুকোজ অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়ার মাধ্যমে তৈরি করে প্রয়োজনীয় শক্তি, কার্বনডাইঅক্সাইড এবং পানি। এই বিক্রিয়ার রাসায়নিক ফর্মূলা দেয়া হচ্ছে।

$C_6H_{12}O_6 + O_2 + ATP \rightarrow$ Energy (শক্তি) $+ CO_2 + H_2O$

গ্লুকোজ (ATP is always regenerating in the body. The total quantity of ATP in the human body is about 0.1 mole. The majority of ATP is not usually synthesised de novo, but is generated from ADP [Adenosine diphospate]. Thus, at any given time, the total of ATP + ADP remains

www.pathagar.com

fairly constant. The energy used by human cells requires the hydrolysis of 100 to 150 moles of ATP daily which is around 50 to 75kg. Typically, a human will use up their body weight of ATP over the course of the day. This means that each ATP molecule is recycled 1000 to 1500 times during a single day (100/0.1= 1000). ATP cannot be stored, hence its consumption closely follows its synthesis.) Wikipedia, the free encyclopedia.

জীব প্রাণী নিঃশ্বাসের সাথে কার্বনডাইঅক্সাইড ত্যাগ করে। খাদ্য থেকে নির্যাস শক্তির সাহায্যে জীব প্রাণী চলাচল এবং কাজকর্ম করে। আর পানি প্রস্রাবের সহিত বের হয়ে যায়। এ কারণে ভাত খাইলে প্রস্রাবের বেগ বেড়ে যায়। শ্বাসের সাথে অক্সিজেন গ্রহণ করা হয় এবং শ্বাস ত্যাগের সাথে কার্বনডাইঅক্সাইড বের হয়, এই শ্বাসক্রিয়ার পদ্ধতি এবং খাদ্য হজম প্রাণালী নিয়ে কাউকেও মাথা ঘামাতে হয় না। অথচ এই শ্বাসক্রিয়ার পদ্ধতি অত্যন্ত জটিল, যা জীব প্রাণীর শরীরে প্রতিমুহূর্তে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঘটছে। শ্বাসক্রিয়ার কার্যপ্রণালীর একটা পরিষ্কার নকশা দেয়া হলো, যার সূত্র হচ্ছে–

"Chemistry for the Health Science" by George I. Sackheim and Dennis D. Lehman, 8th edition, p/531, Prentice-Hall International (UK) Limited, London.

Respiration [শ্বাসক্রিয়া]: The tissue [জীবকোষ] require oxygen for their normal metabolic processes; they must also eliminate carbon dioxide. Oxygen is carried from the lungs to the tissues by the hemoglobin of the blood. In the tissues the oxygen is given up by the hemoglobin and the waste carbon dioxide from the tissues is picked up and carried to the lungs.

The inspired air has a higher concentration of oxygen than does the blood in the alveoli [ফুসফুসের দন্তমূলীয় শাখা] of the lungs. Gases always diffuse from an area of high concentration to one of lower concentration, so the oxygen diffuses from the lungs (high concentration) into the blood (lower concentration). In the blood the oxygen combines with the hemoglobin. Very little oxygen is actually dissolved (uncombined) in the blood. When the oxygen-rich blood reaches the tissues, it gives up its oxygen to the cells because those cells are using up oxygen and have a lower concentration of that gas than the blood. At the same time, the cells have a higher concentration of carbon dioxide than the blood; therefore, that gas

www.pathagar.com

diffuses from the cells into the bloodstream. The blood carries the carbon dioxide to the lungs. There it is in contact with air, which has a lower carbon dioxide concentration, and so it pases from the blood into the lungs where it is exhaled.

The transportation of gases in respiration includes the nine steps described in the next section.

Transportation of Oxygen and Carbon Dioxide

The transportation of oxygen and carbon dioxide is summarized in Figure 1, where the interrelationships of the following steps are shown:

1. As oxygen passes from the alveoli of the lungs into the bloodstream, some of it dissolves in the blood plasma [*Blood plasma is the yellow liquid component of blood, in which the blood cells in whole blood would normaly be suspended. It makes up about 55% of the total blood volume. It is mostly water (92% by volume) and contains dissolved proteins, glucose, clotting factors, mineral ions, hormones and carbon dioxide (plasma being the main medium for excretory product transportation). Blood plasma is prepared by spinning a tube of fresh blood in a centrifuge until the blood cells fall to the bottom of the tube. The blood plasma is then poured or drawn off.*]. However, most of it reacts with hemoglobin (here represented by the formula HHb) to form oxyhemoglobin, HbO_2^-.

$$HHb + O_2 \rightarrow HbO_2^- + H^+$$

Oxygen is carried to the cells in this form.

2. Carbon dioxide, which is produced during, metabolic processes in the cells, diffuses from the tissues into the blood. A small amount dissolves directly in the plasma, but most of the carbon dioxide diffuses into the red blood cells, where it reacts with water in the cells to form carbonic acid. This reaction takes place rapidly under the influence of the enzyme carbonic anhydrase.

$$CO_2 + H_2O \xrightarrow{\text{Carbonic anhydrase}} H_2CO_3$$

3. The carbonic acid thus formed ionizes to yield hydrogen and bicarbonate ions.

$$H_2CO_3 \rightarrow H^+ + HCO^-_3$$

4. In the tissues, oxyhemoglobin reacts with the hydrogen ions to yield oxygen and hemoglobin (HHb).

$$HbO_2^- + H^+ \rightarrow HHb + O_2$$

www.pathagar.com

The release of oxygen to the tissuess is enhanced by a decrease in the pH and by the presence of 2,3-diphosphoglyceric acid. Most of the hemoglobin travels back to the lungs to pick up more oxygen, but some of the hemoglobin reacts with carbon dioxide to form carbaminohemoglobin (here represented as $HHbCO_2$).

$$HHb + CO_2 \rightarrow HHbCO_2$$

5. The bicarbonate ions from step 3 do not remain in the red blood cells because those cells can hold only a small amount of that ion. Therefore, the excess bicarbonate ions diffuse outward into the blood plasma. Red blood cells cannot stand a loss of negative ions, so to counteract this outflow of bicarbonate ions, chloride ions from the blood plasma flow into the red blod cells. This process is called the chloride shift.

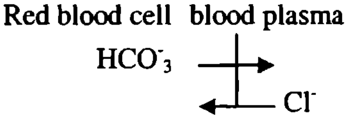

The bicarbonate ions can then act as buffers in the plasma.

6. In the lungs, the bicarbonate ions react with the hydrogen ions produced in step 1 to form carbonic acid.

$$HCO^-_3 + H^+ \longrightarrow H_2CO_3$$

7. The carbonic acid thus formed rapidly decomposes into carbon dioxide and water under the influence of the enzyme carbonic anhydrase.

$$H_2CO_3 \xrightarrow{\text{Carbonic anhydrase}} H_2O + CO_2$$

8. As the bicarbonate ions are used up in steps 6 and 7, more bicarbonate ions from the plasma flow into the red blood cells. At the same time, chloride ions migrate outward from the red blood cells. This is the reverse chloride shift.

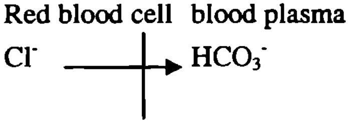

9. At the same time, the carbaminohemoglobin formed in step 4 decomposes in the lungs to yield hemoglobin and carbon dioxide.

www.pathagar.com

$$HbCO_2 \longrightarrow HHb + CO_2$$

জীব প্রাণীর প্রতিটা শ্বাস-প্রশ্বাসের সাথে উল্লিখিত রাসায়নিক প্রতিক্রিয়ার কার্যসাধন সম্পন্ন হচ্ছে। এই রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করলে বুঝা যায় এটা একটা বিস্ময়কর ঘটনা, কারণ বর্তমানে অত্যাধুনিক গবেষণাগারে এই রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করতে প্রয়োজন হবে কয়েক জন গবেষক এবং প্রচুর সময়। অথচ কোন গবেষক এবং অত্যাধুনিক গবেষণাগার ছাড়া পরাক্রমশালী আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে প্রতিটা রাসায়নিক নিজের কাজ সঠিকভাবে সম্পন্ন করে যাচ্ছে। তাই আল্লাহ তা'আলা ধীশক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন ব্যক্তিকে আদেশ করেছেন যে, তোমরা নিজের শরীরে আল্লাহ্ তা'আলার নিদর্শন অনুসন্ধান করো।

বায়ুমণ্ডল বলতে সাধারণভাবে অক্সিজেনকে বুঝানো হয়, যদিও বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেনের পরিমাণ মাত্র ২০-২১%, বাকী নাইট্রোজেন এবং অন্যান্য গ্যাস যেমন : আর্গন, হিলিয়াম, কার্বনডাইঅক্সাইড এবং আরও কিছু বিষাক্ত গ্যাসের সংমিশ্রণ থাকতে পারে। তবে বায়ুমণ্ডলে বিষাক্ত গ্যাসের উপস্থিতি ও পরিমাণ নির্ভর করে বিশেষভাবে দেশ ও শিল্প কারখানা এবং পরিবেশ সম্পর্কে আইনগত বিধিনিষেধের উপর। গ্লুকোজ ভেঙ্গে যে পানির সৃষ্টি হয়, তা খাদ্য হজম পদ্ধতি সম্পন্ন করার জন্য সব সময় যথেষ্ট নয়, তাই খাদ্য গ্রহণের সময় অতিরিক্ত পানি পান করতে হয় নতুবা খাদ্য শেষ করার পর তৃষ্ণা বেড়ে যায়। এখন দেখা যাক, জীব প্রাণী ও গাছপালার জীবন ধারণের সাথে কি ধরনের সম্পর্ক আছে। স্কুলে পড়াকালীন বিজ্ঞানে পড়েছিলাম গাছের পাতা হচ্ছে খাদ্য তৈরির কারখানা। গাছের খাদ্য তৈরির পদ্ধতিতে পানি ও সূর্যের আলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এ সম্পর্কে সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করা হলো :

$CO_2 + H_2O +$ সূর্যের আলো [*ফৌটন (h□) +Chloropyll*] $\rightarrow C_6H_{12}O_6$

(গ্লুকোজ)

↓

$[C_{12}H_{22}O_{11}]_n$ ← $C_{12}H_{22}O_{11}$ (চিনির অণু)

সেলিউলৌস অথবা শ্বেতসার খাদ্য

উল্লিখিত খাদ্য প্রণালীকে বলা হয় ফৌটসিনথসিস [Photosynthesis]। কারণ পানি এবং কার্বনডাইঅক্সাইয়ের মিশ্রণকে বিক্রিয়ার মাধ্যমে শর্করা জাতীয় খাদ্য ও সেলিউলৌস [*cellulose*] তৈরি এবং গাছের সবুজ রং ক্লরফিল সৃষ্টিতে যে শক্তির প্রয়োজন, তা সূর্যের আলো ফৌটন হিসেবে সরবরাহ করে। মানুষ এবং

www.pathagar.com

জীবজন্তুরা প্রধানত যে সমস্ত খাদ্য খায় তার মধ্যে শর্করা, শ্বেতসার [*ভাত, আলু, রুটি ইত্যাদি*] এবং শাকসবজি, সেলিউলৌস হল অন্যতম খাদ্য। চিনির অণু হচ্ছে শ্বেতসার এবং সেলিউলৌস তৈরির জন্য বিলডিং ব্লক হিসেবে কাজ করে যেমন একটা ইট দালানের জন্য। তাই বলা যায়, মানব সন্তান ও জীবের নিঃশ্বাসে নির্গত গ্যাস কার্বনডাইঅক্সাইড পানি ও সূর্যের আলো মিলেই সৃষ্টি করে গাছের শক্তি এবং খাবার। আর গাছের সাহায্যে তৈরি বিভিন্ন প্রকারের খাদ্যই হচ্ছে মানুষ ও জীবজন্তুর প্রধান খাদ্য।

ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে চিনির অণু হচ্ছে শর্করা অথবা সেলিউলৌস তৈরিতে বিলডিং ব্লক। জীবের শরীরে চিনির অণু ভেঙ্গে সৃষ্টি গ্লুকোজকে বলা হয় ব্লাড সুগার, যাকে বলা হয় জীবন শক্তির উপাদান। চিনি গ্লুকোজ] ভেঙ্গে শক্তি সৃষ্টির জন্য দরকার হয় ইনসুলিন। জীবের শরীরের অঙ্গ Pancreas [*পাকস্থলীর নিকটবর্তী পরিপাকস নিঃসরণকারী গ্ল্যান্ড*] সুস্থাবস্থায় পরিমিতভাবে ইনসুলিন সরবরাহ করে যাতে পর্যাপ্ত পরিমাণে শক্তিও উপাদান গ্লুকোজ ভেঙ্গে শক্তি তৈরি হয়। অন্যথা যাদের প্যাঙক্রিয়াস পর্যাপ্ত পরিমাণে ইনসুলিন তৈরিতে অক্ষম হয় তারাই হয় diabetic বা বহুমূত্র রোগগ্রস্ত। যার জন্য বহুমূত্র রোগীকে নিয়মিতভাবে ব্লাড সুগারের পরিমাণ নির্ধারণ করে ইনসুলিন গ্রহণ করতে হয়। ব্লাড সুগার গ্লুকোজ পর্যাপ্ত পরিমাণে না ভাঙ্গার কারণে ব্লাডে গ্লুকোজের পরিমাণ বেড়ে যায় এবং প্রস্রাবের সাথে অতিরিক্ত গ্লুকোজ বের হয়, তাতে বারবার প্রস্রাবের বেগ পায়। এজন্যই diabetic-কে বলা হয় বহুমূত্র রোগ। এজন্যই শর্করা জাতীয় খাদ্য বেশী পরিমাণে খাওয়া বহুমূত্র রোগীর জন্য বুদ্ধিমত্তার কাজ নয়।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বুঝা যায়, গ্লুকোজ হচ্ছে মানব শরীরে শক্তি যোগানোর প্রধান উপকরণ। ইনসুলিনের অভাবে গ্লুকোজ ভেঙ্গে শক্তি সৃষ্টি না হওয়ায় শরীরের বিভিন্ন অংশের জীবকোষ পর্যাপ্ত পরিমাণে শক্তি পায় না। এ কারণেই Diabetic ব্যক্তি দুর্বলতায় ভোগেন। মানুষের শরীরে প্রয়োজনীয় ও পর্যাপ্ত পরিমাণে শক্তি সর্বদাই সরবরাহের জন্য প্রধান খাদ্যের সাথে অন্যান্য বস্তু যেমন পানি, অক্সিজেন এবং ইনসুলিন অনবরতভাবে যে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটছে তাতে রয়েছে আল্লাহ তা'আলার নিদর্শন। এই বিক্রিয়া পদ্ধতি এতোই স্বতঃস্ফূর্ত যে খাবার পাকস্থলীতে প্রবেশ করার সাথে সাথেই বিক্রিয়া শুরু হয়ে যায়। তাই খাদ্য থেকে শক্তি নির্যাসের ব্যাপারে কাউকেও ভাবতে হয় না। যা হোক, এখন আলোচনায় ফিরে আসা যাক; মানুষ, জীবজন্তু ও গাছপালা এবং পানির সাথে আল্লাহ তা'আলা একটা নিবিড় সম্পর্ক সৃষ্টি করেছেন। তাই এরা সকলেই সমানভাবে পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। গাছপালা নিজের খাদ্য তৈরিতে

www.pathagar.com

জীবের নিঃশ্বাসের সহিত নির্গত গ্যাস কার্বনডাইঅক্সাইড ব্যবহার করে, আর খাদ্য প্রস্তুতির প্রণালীতে উপজাত হিসেবে জীব প্রাণীর জন্য অক্সিজেন সরবরাহ করে থাকে। উভয় দলই পানি ও সূর্যের আলোর উপর নির্ভরশীল।

আল্লাহ তা'আলাই মেঘ সৃষ্টি করেন, তা থেকে পৃথিবীর জমি ও জীব প্রাণীর জন্য প্রেরণ করেন বৃষ্টি "রহমত" হিসেবে, যা হচ্ছে মানব জাতির জন্য আল্লাহ তা'আলার অন্যতম নিদর্শন। বৃষ্টির পানি দিয়ে জমিকে করেন বিভিন্ন শস্য, ফুল ফলের জন্য উর্বর এবং মৃত গাছ-পালাকে করেন জীবিত। এগুলোর মাধ্যমে জীব প্রাণীর জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য সরবরাহ করেন। এই বাস্তব দৃশ্যমান ঘটনা প্রতি বৎসরই ঋতুর পরিবর্তনের সাথে মানুষের সামনে ঘটছে। অনাবৃষ্টির জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে খাদ্য উৎপাদনে ব্যাঘাত ঘটে। এগুলো আদম সন্তানরা বরাবরই সুস্পষ্টভাবে অবলোকন করছেন তবুও অধিকাংশ আদম সন্তান এই পরিবর্তনের পেছনে যে অদৃশ্য শক্তি কাজ করছে, সে সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করেন না। যা হোক বৃষ্টির পানি কিভাবে মানব কল্যাণে কাজ করে সে প্রসঙ্গে আল-কুরআনে বিস্তারিত বর্ণনা আল্লাহ তা'আলা দিয়েছেন :

وَهُوَ ٱلَّذِىٓ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجْنَا بِهِۦ نَبَاتَ كُلِّ شَىْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُّخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا
مُّتَرَاكِبًا وَمِنَ ٱلنَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّٰتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَٰبِهٍ
ٱنظُرُوٓا۟ إِلَىٰ ثَمَرِهِۦٓ إِذَآ أَثْمَرَ وَيَنْعِهِۦٓ إِنَّ فِى ذَٰلِكُمْ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٩٩﴾

"তিনিই আকাশ হইতে বারি বর্ষণ করেন; অতঃপর উহা দ্বারা আমি সর্বপ্রকার উদ্ভিদের চারা উদ্গত করি; অনন্তর উহা হইতে সবুজ পাতা উদ্গত করি, পরে উহা হইতে ঘন সন্নিবিষ্ট শস্য-দানা উৎপাদন করি এবং খেজুর বৃক্ষের মাথি হইতে ঝুলন্ত কাঁদি নির্গত করি আর আংগুরের উদ্যান সৃষ্টি করি এবং যায়তুন ও আনার; ইহারা একে অন্যের সদৃশ এবং বিসদৃশ; লক্ষ্য কর, উহার ফলের দিকে যখন উহা ফলবান হয় এবং উহার পরিপক্কতা প্রাপ্তির প্রতি। মু'মিন সম্প্রদায়ের জন্য উহাতে অবশ্য নিদর্শন রহিয়াছে।" *(৬-আন'আম : ৯৯)*

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنَّكَ تَرَى ٱلْأَرْضَ خَٰشِعَةً فَإِذَآ أَنزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ ٱهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ ٱلَّذِىٓ أَحْيَاهَا لَمُحْىِ
ٱلْمَوْتَىٰٓ إِنَّهُۥ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ﴿٣٩﴾

"এবং তাহার একটি নিদর্শন এই যে, তুমি ভূমিকে দেখিতে পাও শুষ্ক, উষর, অতঃপর আমি উহাতে বারি বর্ষণ করিলে উহা আন্দোলিত ও স্ফীত হয়; যিনি ভূমিকে জীবিত করেন তিনিই মৃতের জীবনদানকারী [*কিয়ামতের দিবসে*]। তিনি তো সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।" *(৪১-ফুস্সিলাত : ৯)*

www.pathagar.com

وَءَايَةٌ لَّهُمُ ٱلْأَرْضُ ٱلْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَٰهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ ۝

وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّٰتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَٰبٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ ٱلْعُيُونِ ۝

لِيَأْكُلُوا۟ مِن ثَمَرِهِۦ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ ۖ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ۝

"উহাদিগের জন্য একটি নিদর্শন মৃত ধরিত্রী, যাহাকে আমি সঞ্জীবিত করি এবং যাহা হইতে উৎপন্ন করি শস্য যাহা উহারা ভক্ষণ করে। উহাতে আমি সৃষ্টি করি খেজুর ও আংগুরের উদ্যান এবং উৎসারিত করি প্রস্রবণ, যাহাতে উহারা ভক্ষণ করিতে পারে ইহার ফলমূল হইতে, অথচ উহাদিগের হস্ত উহা সৃষ্টি করে নাই। তবুও কি উহারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবে না?" *(৩৬-ইয়াসিন : ৩৩-৩৫)*

وَٱخْتِلَٰفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن رِّزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيَٰحِ

ءَايَٰتٌ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۝

"নিদর্শন রহিয়াছে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য, রাত্রি ও দিবসের পরিবর্তনে, আল্লাহ্ আকাশ হইতে যে বারি বর্ষণ দ্বারা ধরিত্রীকে তাহার মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করেন তাহাতে এবং বায়ুর পরিবর্তনে।" *(৪৫-জাসিয়া : ৫)*

أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَتُصْبِحُ ٱلْأَرْضُ مُخْضَرَّةً ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ۝

"তুমি কি লক্ষ্য কর না যে, আল্লাহ বারি বর্ষণ করেন আকাশ হইতে যাহাতে সবুজ শ্যামল হইয়া উঠে ধরিত্রী? আল্লাহ সম্যক সূক্ষ্মদর্শী পরিজ্ঞাত।" *(২২-হজ : ৬৩)*

أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَسَلَكَهُۥ يَنَٰبِيعَ فِى ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِۦ زَرْعًا مُّخْتَلِفًا أَلْوَٰنُهُۥ ثُمَّ يَهِيجُ

فَتَرَىٰهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُۥ حُطَٰمًا ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَذِكْرَىٰ لِأُو۟لِى ٱلْأَلْبَٰبِ ۝

"তুমি কি দেখ না, আল্লাহ আকাশ হইতে বারি বর্ষণ করেন, অতঃপর ভূমিতে নির্ঝররূপে প্রবাহিত করেন এবং তা দ্বারা বিবিধ বর্ণের ফসল উৎপন্ন করেন, অতঃপর ইহা শুকাইয়া যায় এবং তোমরা ইহা পীতবর্ণ দেখিতে পাও, অবশেষে তিনি উহা খড়-কুটায় পরিণত করেন? ইহাতে অবশ্যই উপদেশ রহিয়াছে বোধশক্তি সম্পন্নদিগের জন্য।" *(৩৯-যুমার : ২১)*

وَٱلْأَرْضَ مَدَدْنَٰهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَٰسِىَ وَأَنۢبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍۭ بَهِيجٍ ۝

"আমি বিস্তৃত করিয়াছি ভূমিকে ও তাহাতে স্থাপন করিয়াছি পর্বতমালা এবং উহাতে উদ্গত করিয়াছি নয়নপ্রীতিকর সর্বপ্রকার উদ্ভিদ।" *(৫০-কাফ : ৭)*

ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ فِرَٰشًا وَٱلسَّمَآءَ بِنَآءً وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجَ بِهِۦ مِنَ ٱلثَّمَرَٰتِ رِزْقًا لَّكُمْ

فَلَا تَجْعَلُوا۟ لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٢﴾

"যিনি পৃথিবীকে তোমাদের জন্য বিছানা ও আকাশকে ছাদ করিয়াছেন এবং আকাশ হইতে পানি বর্ষণ করিয়া তাদ্বারা তোমাদের জীবিকার জন্য ফলমূল উৎপাদন করেন। সুতরাং জানিয়া শুনিয়া কাহাকেও আল্লাহর সমকক্ষ দাঁড় করাইও না।" *(২-বাকারাহ : ২২)*

উপরোল্লিখিত প্রতিটা আয়াতে বাস্তব নিদর্শনের উপমা দিয়ে আল্লাহ্ তা'আলা নিজ পরিচয় সুস্পষ্টভাবে মানব সন্তানের সামনে উপস্থাপন করেছেন।

বায়ুমণ্ডলের সৃষ্টিতে নিদর্শন

পানির মতোই বায়ু [*বায়ু হচ্ছে এখানে প্রধানত অক্সিজেন*] জীবন ধারণের জন্য একটা অত্যাবশ্যকীয় উপাদান। পানি ছাড়া যেমন ভূ-পৃষ্ঠের জীবন ফিরে আসে না তেমন বায়ুর অনুপস্থিতিতে জীব প্রাণীর প্রাণ একদণ্ডও টিকে থাকতে পারে না। প্রতিটা শ্বাসের সাথে প্রয়োজন মতো বিশুদ্ধ বায়ুর অনুপ্রবেশে জীব প্রাণীর দেহকে করে সঞ্জীবিত এবং বেঁচে থাকার আশ্বাস ও অনুপ্রেরণা দেয়। তাই সহজভাবে বিশুদ্ধ বায়ুর শ্বাস নিয়ে প্রশান্তি পাওয়ার যোগ্যতা হচ্ছে মানব সন্তানের জন্য আল্লাহ তা'আলার সীমাহীন অনুগ্রহ। যে মুহূর্তে মানব সন্তান শ্বাস নিতে পারেন না, শরীরে বায়ুর অনুপ্রবেশ বন্ধ হয়, সে ক্ষণেই সে হয়ে যায় পৃথিবীতে ইতিহাস। যার ফলে বায়ুর মূল্য ও প্রয়োজনীয়তা কতটুকু একমাত্র সেই ব্যক্তি বুঝতে পারেন যার শ্বাস গ্রহণে কষ্ট হয়। আমার পরিচিত এক ব্যক্তির বাবা হাঁপানী রোগাক্রান্ত ছিলেন, একবার তার বাসায় বেড়াতে গিয়ে বাবার শ্বাস কষ্ট দেখে আমার খুব খারাপ লেগেছিল। ব্যক্তিটি দুঃখের সহিত বলেছিলেন, 'বাবার এরকম কষ্ট আমার আর সহ্য হয় না, বাবার মৃত্যু হলে হয়তো এ কষ্ট থেকে শান্তি লাভ করতেন'। বিশুদ্ধ বায়ুর অতিপ্রাচুর্য থাকা সত্ত্বেও সহজভাবে শ্বাস নেয়ার যোগ্যতা তিনি হারিয়ে ফেলেছিলেন। তাই পর্যাপ্ত পরিমাণে বায়ুর প্রাপ্যতা ও শ্বাস গ্রহণের ক্ষমতা সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার।

ভূ-পৃষ্ঠের নিকটবর্তী বায়ুমণ্ডল [*atmosphere*], যেখানে জীবপ্রাণী ও উদ্ভিদের বসবাস, সেখানে স্বাস্থ্যকর বায়ু অক্সিজেন (O_2) এবং নাইট্রোজেন (N_2) এর সংমিশ্রণ [*প্রায় ২১% অক্সিজেন এবং ৭৮% নাইট্রোজেন*] দিয়ে বায়ুমণ্ডলকে আল্লাহ তা'আলা পরিবেষ্টন করেছেন। যাতে মানব সন্তান এবং তাদের সহযোগী প্রয়োজনীয় বস্তু সহজভাবে জীবন ধারণ করতে পারে। ভূ-পৃষ্ঠ থেকে যত উর্ধ্বে আরোহণ করা

www.pathagar.com

যায় অক্সিজেনের ঘনত্ব ততই কমতে থাকে। এজন্য মানুষ বেশী উঁচু পাহাড় বা পর্বতের চূড়ায় আরোহণ করলে অনেক সময় মাথা ঘুরানো এবং মাথা ব্যথা অনুভব করে। ভূ-পৃষ্ঠ থেকে বেশী উর্ধ্বে আরোহণ করার সময় সহজ শ্বাস ও জীবন ধারণের জন্য দরকার হয় কৃত্রিম অক্সিজেন ট্যাঙ্ক। ভূ-পৃষ্ঠের নিকটবর্তী বায়ুমণ্ডলের স্তরের বিস্তৃতি প্রায় ১২ কিঃ মিঃ পর্যন্ত, যাকে বলা হয় ট্রোপোসফিয়ার [*Troposphere*]। তার পরের স্তর প্রায় ২০ কিঃ মিঃ হচ্ছে ওজোন [O_3, *Ozone layer*]। এই স্তরের মাধ্যমে ভূ-পৃষ্ঠের বায়ুমণ্ডলে বসবাসকারী জীব প্রাণী ও বস্তুজগতকে সূর্যের আলোর সাথে আগত বিপজ্জনক অতিবেগুনী রশ্মি [*UV, Ultraviolet rays*] থেকে আল্লাহ্ তা'আলা রক্ষা করেছেন।

বায়ুমণ্ডলের অক্সিজেন শুধুমাত্র জীব প্রাণীর শ্বাস নেয়ার জন্য নয়, বরং জীবন যাপনে ব্যবহারিত আরও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বস্তুর সঠিক কার্যসাধনের জন্যও সৃষ্টি করেছেন। যেমন নদী পথে নৌকা বা জাহাজে ব্যবহারিত পালে, আকাশে ভাসমান পুঞ্জীভূত মেঘমালাকে বিভিন্ন জায়গায় সঞ্চালিত করায় বায়ুর ভূমিকা নিশ্চিতভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত। বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ তাই এ ব্যাপারে আমরা সকলেই পরিচিত। আল-কুরআন নাযিল হওয়ার সময় এবং পরবর্তীতে যন্ত্রে চালিত নৌকা ও জাহাজ আবিষ্কারের পূর্ব পর্যন্ত পালওয়ালা নৌকা এবং জাহাজেই মানুষ নদী-সাগর পাড়ি দিতেন এবং দেশ-বিদেশে ভ্রমণ ও ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য এগুলোই ছিল তাদের একমাত্র সম্বল। তাই মূলত বায়ুর গতি ও চলার দিকের উপর নির্ভর করত নদী এবং সাগরে চলাচলের সুবিধা অথবা অসুবিধা। এইভাবে ভ্রমণের এবং জীবনোপকরণ অন্বেষণ সহজ করার জন্যই দয়াময় পরম দয়ালু মহামহিমান্বিত আল্লাহ তা'আলা বায়ু প্রেরণ করেন। তাই বলা যায়, ভারসাম্য বিশুদ্ধ বায়ুমণ্ডল হচ্ছে মানব জাতির জন্য আল্লাহ তা'আলার অশেষ অনুগ্রহ এবং সুনিপুণ সৃষ্টির একটা অন্যতম নিদর্শন, যা জীবন ধারণ করার জন্য প্রতিমুহূর্তেই প্রয়োজন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন :

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَن يُرْسِلَ ٱلرِّيَاحَ مُبَشِّرَٰتٍ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِۦ وَلِتَجْرِىَ ٱلْفُلْكُ بِأَمْرِهِۦ وَلِتَبْتَغُوا۟ مِن

فَضْلِهِۦ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٤٦﴾

"তাহার নিদর্শনাবলীর একটি যে, তিনি বায়ু প্রেরণ করেন সুসংবাদ দিবার জন্য ও তোমাদিগকে তাহার অনুগ্রহ আস্বাদান করাইবার জন্য; এবং যাহাতে তাহার বিধানে নৌযানগুলি বিচরণ করে, যাহাতে তোমরা তাহার অনুগ্রহ সন্ধান করিতে পার ও তাহার প্রতি কৃতজ্ঞ হও।" *(৩০-রূম : ৪৬)*

www.pathagar.com

إِن يَشَأْ يُسْكِنِ ٱلرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَىٰ ظَهْرِهِۦٓ ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴿٣٣﴾

"তিনি ইচ্ছা করিলে বায়ুকে স্তব্ধ [*গতিরোধ*] করিয়া দিতে পারেন; ফলে নৌযানসমূহ নিশ্চল হইয়া পড়িবে সুমদ্র পৃষ্ঠে। নিশ্চয়ই ইহাতে নিদর্শন রহিয়াছে ধৈর্যশীল ও কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য।" *(৪২-শূ'রা : ৩৩)*

বর্তমানে বিজ্ঞানের অবদানে যন্ত্রচালিত উড়োজাহাজ, মোটরগাড়ী এবং পানিপথে জাহাজ আবিষ্কার বিশেষ করে উড়োজাহাজ এবং মোটরগাড়ীর ব্যবহার নিত্যনৈমিত্তিক ও নিত্যপ্রয়োজনীয় ব্যাপার হলেও আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ ও সৃষ্টির নিদর্শন বায়ুর প্রয়োজনীয়তার কোন পরিবর্তন হয়নি বরং আরও বেড়েছে। উড়োজাহাজ বায়ুমণ্ডলের উপর ভর করে বায়ুর সংমিশ্রণে জ্বালানী [*গ্যাসোলিন, প্রাকৃতিক তৈল*] দক্ষতার সহিত পুড়ে দ্রুত গতিতে চালিত হয়। অনুরূপভাবে মোটরগাড়ী গ্যাসোলিন পুড়ে চালিত হলেও গ্যাসোলিন বা জ্বালানীর দক্ষতা বাড়ানো এবং পরিষ্কারভাবে পুড়ার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে বায়ুর [*অক্সিজেনের*] প্রাপ্যতা এবং ব্যবহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। বায়ুর সংমিশ্রণ ছাড়া শুধুমাত্র গ্যাসোলিন ব্যবহার করলে গাড়ীর ইঞ্জিন পর্যায়ক্রমে হবে অকর্মণ্য এবং পরিবেশকে করবে দূষিত।

মোটরগাড়ী এবং উড়োজাহাজের জন্য ব্যবহার করা হয় উন্নতমানের বিশুদ্ধ গ্যাসোলিন। অকটেন [Octane] নম্বর দিয়ে গ্যাসোলিনের বিশুদ্ধতা এবং গুণাগুণ নির্ণয় করা হয়। ১০০% অকটেন যুক্ত গ্যাসোলিন ইঞ্জিনের দক্ষতা বাড়ানোর জন্য উত্তম। [*অরগ্যানিক রাসায়নিক, যা শুধুমাত্র কার্বন ও হাইড্রোজেনের সমন্বয়ে সৃষ্টি*], তবে কার্বন ও হাইড্রোজেনের বিন্যাস এবং সংগঠনে তফাৎ আছে। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায় : গ্যাসোলিনের একটা ফর্মূলা, C_7H_{16} [*Heptane*], হাইড্রোকার্বনের এই ফর্মূলাকে সাধারণত দুইটা সংগঠনে উপস্থাপন করা যায়। একটা হচ্ছে প্রশাখাযুক্ত শিকল [*branched-chain*], আর দ্বিতীয়টা সরল শিকল [*straightchain*]। প্রশাখাযুক্ত শিকলকে বলা হয় আইসোঅকটেন [*Isooctane*] এবং সরল শিকলকে বলা হয় হেপটেইন [*Heptane*]।

$CH_3 \qquad\qquad CH_3$

$CH_3\text{-}\ CH - CH_2\text{-}\ CH\text{-}\ CH_3$

CH_3

Isooctane, 100% Octane

$CH_3 - CH_2 - CH_2\text{-}\ CH_2 - CH_2 - CH_2 - CH_3$

Heptane, 0% Octane

www.pathagar.com

৮৯% গ্রেডের গ্যাসোলিন বলতে বুঝায়, ৮৯% পরিমাণ আইসোঅক্টেন, আর বাকী ১১% সরল শিকলের গ্যাসোলিন। বর্তমানে গাড়ীর গ্যাসোলিনে এথিল এ্যালকোল সংমিশ্রণ করে আমেরিকার, ইউরোপ এবং ব্রাজিলের বাজারে বিক্রি হচ্ছে। আধুনিক মোটরগাড়ীর কার্বোরেটারে গ্যাসোলিন ও অক্সিজেনের নির্দিষ্ট অনুপাতে মিশ্রণ হয়। গ্যাসোলিনের সাধারণ রাসায়নিক ফর্মূলা হচ্ছে, C_5H_{12} to $C_{12}H_{26}$। এই নির্দিষ্ট রাসায়নিক ফর্মূলার বিভিন্ন সংমিশ্রণের অনুপাত হিসেবে বিভিন্ন গ্রেডের গ্যাসোলিন বিক্রি হয়ে থাকে। যা হোক, গ্যাসোলিন মোটরগাড়ী, উড়োজাহাজ এবং অন্যান্য যন্ত্রে চালিত বস্তু যেখানেই ব্যবহার করা হোক, সব ক্ষেত্রেই গ্যাসোলিন ইঞ্জিনে বায়ুমণ্ডলের অক্সিজেনের সাথে মিশ্রিত হয়ে দক্ষতার সহিত পুড়ে সৃষ্টি করে পানি এবং কার্বনডাইঅক্সাইড। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ্য :

$2C_8H_{18}$ + $25(O_2) \rightarrow$ $18H_2O$ + $16CO_2$

গ্যাসোলিন অক্সিজেন পানি কার্বনডাইঅক্সাইড

উড়োজাহাজের ইঞ্জিনের সামনে থাকে অত্যন্ত শক্তিশালী পাখা, যা দ্বারা সম্মুখ থেকে বায়ু টেনে ইঞ্জিনের ভেতর ঢুকানো হয়ে থাকে, তাতে উড়োজাহাজের ডানার নীচে বায়ুর চাপ সৃষ্টি এবং উড়োজাহাজকে সামনে এগিয়ে যেতে সাহায্য করা হয়। যে চাপের উপর ভর করে উড়োজাহাজ ভেসে থাকে। আর অক্সিজেন ইঞ্জিনের চুল্লিতে গ্যাসোলিনের সাথে মিশে পুড়ে গাড়ীর মতোই তৈরি করে উপজাত হিসেবে পানি [H_2O] এবং কার্বনডাইঅক্সাইড [CO_2]। এই উপজাত উপাদান পানি এবং কার্বনডাইঅক্সাইড মিশ্রিত অবস্থায় অত্যন্ত সরু পথে ইঞ্জিনের পেছনের দিক দিয়ে তীব্র গতিতে বের হয়। যার জন্য পরিষ্কার আকাশে উড়ন্ত উড়োজাহাজের পেছনে সব সময় সাদা ধোঁয়ার লাইন দেখা যায়। উপজাতের এই মিশ্রণ তীব্র গতিতে বের হওয়ার সময় উড়োজাহাজকে সামনের দিকে ধাক্কা [*thurst*] দেয়, তাতে সে তীব্র গতিতে সামনে চলতে থাকে। শুধুমাত্র পানি এর কার্বনডাইঅক্সাইডই নয়, বিপুল পরিমাণের unreacted বায়ুও ইঞ্জিনের পেছন দিয়ে বের হয়। World Book of Encyclopedia থেকে jet engine কার্যক্রম সম্পর্কে উল্লেখ করা হলো।

Jet engines: The turbojet was the first successful jet engine and is still used on some airplanes. The turbojet takes air in through the front [*by powerful fans, known as turbofan*] and burns it with fuel. This process forms a powerful *jet exhaust*. The exhaust moves backward through the engine at tremendous speed, which causes the engine to move forward at an equal high speed. Before the jet exhaust passes out the engine's tail pipe, it spins a turbine wheel. The turbine runs the various parts of the engine. Almost all new airplanes have turbofan

www.pathagar.com

engines, Which are an improvement on the turbojet. A turbofan works much like a turbojet, but it has a fan at the front that draws in huge amounts of air. Only part of the air is burned with the fuel to form the jet exhaust. The rest is added to the exhaust is much more powerful and cooler than that of a turbojet. (*Vol. 1, p/229, 1992*) উড়োজাহাজকে সামনের দিকে দ্রুত গতিতে এগিয়ে যাওয়ায় Turbofan সাহায্যে অতিরিক্ত বায়ুর ব্যবহারকে নদী পথে চলমান নৌকায় ব্যবহারিত পালের সাথে তুলনা করা যায়। তাই সহজ ভাষায় বলা যায়, উড়োজাহাজ বাতাসের উপর ভর করে সাঁতার কেটে সামনের দিকে এগিয়ে যায় যেভাবে মানুষ পানিতে সাঁতরে সম্মুখে যায়। টার্বোফ্যানের পাখাকে মানুষের দুই হাতের সাথে এবং পেছনের টেইল পাইপ দিয়ে বের হওয়া গ্যাসকে মানুষের পায়ের সাথে তুলনা করা যায়।

অনুরূপভাবে চলন্ত গাড়ীর পেছনে-উপরে অথবা পার্শ্বে সংযুক্ত মাফলার দিয়ে সাদা-কালো ধোঁয়া বের হতে দেখা যায়। এই ধোয়াও গাড়ীর ইঞ্জিনে গ্যাসোলিন এবং অক্সিজেনের মিশ্রণ পুড়ে পানি ও কার্বনডাইঅক্সাইড তৈরি হওয়ার উদাহরণ। তবে গাড়ী যেহেতু মাটির উপর ভর করে দ্রুত গতিতে চলে সেহেতু গাড়ীর ইঞ্জিনের কার্যসাধন পদ্ধতি উড়োজাহাজের তুলনায় ভিন্ন। মোদ্দাকথা হলো, উভয় ক্ষেত্রেই গ্যাসোলিন দক্ষতার সাথে পুড়ার জন্য অক্সিজেন অত্যাবশ্যকীয়, তাই উভয় ক্ষেত্রেই উপজাত উপাদান হচ্ছে পানি এবং কার্বনডাইঅক্সাইড। গাড়ীর ইঞ্জিনের কার্য পদ্ধতি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হলো। গাড়ীর ইঞ্জিনের শক্তিকে সাধারণত cylinder পরিমাণ দিয়ে বুঝানো হয়। এই cylinder মধ্যে পিসটন উঠা-নামা করে গ্যাসোলিন এবং অক্সিজেনের মিশ্রণের চাপ সৃষ্টি করে স্পার্ক প্ল্যাগে ইগনাইট [*প্রজ্বলিত হওয়ায়*] হওয়ার জন্য পৌঁছে দেয়, তখন প্রজ্বলিত গ্যাস [*উপজাত উপাদান, পানি এবং কার্বনডাইঅক্সাইডের মিশ্রণ*] প্রসারিত হয়ে পিসটনকে পাওয়ার স্ট্রোকে নীচে নামার জন্য জোরে ধাক্কা মারে। এইভাবে ঘূর্ণায়মান দণ্ডের [*crankshaft*] সাহায্যে শক্তি প্রেরক ক্লাচ [*transmission rod*] দিয়ে শক্তি চাকার মধ্যে প্রেরণ করা হয়। এই কার্য পদ্ধতিটা পরিষ্কারভাবে বুঝার জন্য ইংরেজীতে বর্ণনা করা হলো।

The gasoline engine operates on a four-stroke cycle [*চার ঘাত-প্রতিঘাত আবর্তে*] in most cars. On the intake stroke, the piston moves down the cylinder and draws in a fuel-air mixture as the intake valve opens. The valve then closes, and the piston moves back up the cylinder on the compressed stroke, squeezing the fuel-air mixture. At the top of the stroke, the spark plug ignites the compressed mixture. The burning causes the gases [*waste products, water and carbon dioxide mixture*] to

www.pathagar.com

expand, forcing the piston down in the power stroke [*এই ধাপে পিস্টনের সাহায্যে ক্লাচে শক্তি প্রেরণ করা হয়*]. On the exhaust stroke, the piston moves up again and pushes the burned gases out the open exhaust valve [*এই ধাপে পানি ও কার্বনডাইঅক্সাইডের মিশ্রন মাফ্লার দিয়ে বের হয়*]. The exhaust valve then closes, the intake valves opens, and the cycle starts again.

During the power stroke, the connecting rod transfers energy from the piston to the crankshaft, which then transmits the energy to the transmission. For a car's wheels to turn, the up-and-down movement of the pistons must be coverted to rotary motion. The connecting rod and crankshaft do the job. The connecting rod turns the pistons' up-and-down motions into the crankshaft's rotary motion. (*p/956, World Book Encyclopedia, Vol 1, 1992*)

গাড়ীর মাফ্লার থেকে নির্গত কাল ধোঁয়ার সাথে থাকে অসম্পূর্ণ পোড়া গ্যাসোলিন থেকে সৃষ্টি কার্বন এবং অন্যান্য বিষাক্ত রাসায়নিক দ্রব্য যা পরিবেশ বায়ুমণ্ডলকে করে দূষিত এবং তাই ঘনবসতি বড় শহরে বায়ুমণ্ডল থেকে দুর্গন্ধও পাওয়া যায়। ঢাকার বায়ুমণ্ডল প্রায় সব সময় কুয়াশা ও ধোঁয়ার মিশ্রণ দিয়ে আবৃত থাকে এবং অনাকাঙ্ক্ষিত দুর্গন্ধ পাওয়া যায়। এজন্যই এই কাল ধোঁয়া মানুষ, জীবজন্তু এবং উদ্ভিদের জন্য অত্যন্ত বিপজ্জনক।

অক্সিজেনের আরেকটা উদাহরণ হচ্ছে প্রাকৃতিক গ্যাসকে [*মিথেন,* CH_4] পরিষ্কারভাবে দগ্ধ করায় তার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। বাংলাদেশের সকলেই প্রাকৃতিক গ্যাস সম্পর্কে জ্ঞাত আছেন। প্রাকৃতিক গ্যাস দিয়ে রান্না করার সময় চুল্লিতে গ্যাস পুড়ে যে নীল অগ্নিশিখার [*অত্যন্ত গরম*] সৃষ্টি হয়, সেটা তো অক্সিজেনের জন্যই হয়। তেমনি স্কুল, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থীরা ল্যাবরোটোরিতে গবেষণা করতে Bunsen Burner-এ প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহার করেন, তাতে দেখা যায় বার্নারে অক্সিজেন ইনলেট একটু খোলে দিলেই নীল বর্ণের অত্যন্ত গরম শিখার সৃষ্টি হয় আর অক্সিজেন ইনলেট বন্ধ করলেই শিখা হয়ে যায় কম তাপের এবং পীতবর্ণের কালো ধোঁয়া। অক্সিজেন আর গ্যাস অথবা গ্যাসোলিন একত্রে মিশ্রণ অবস্থায় পুড়ে রাসায়নিক পানি এবং কার্বনডাইঅক্সাইড তৈরি করে। তাতে অনেক শক্তি উপজাত হিসেবে ছেড়ে দেয়, এজন্য নীল বর্ণের শিখা পীতবর্ণের শিখা থেকে বেশি গরম হয়। যা হোক অক্সিজেনের অনুপস্থিতিতে অর্থাৎ গ্যাসের মিশ্রণ ছাড়াও গ্যাস পুড়বে তবে কাল কার্বন দিয়ে হাড়িপাতিল নষ্ট হবে এবং খাবার দূষিত করবে। যার জন্য কেরোসিনের বাতির

www.pathagar.com

চিমনীতে সব সময় কাল কার্বন জমা হতে দেখা যায়। অক্সিজেনের সহযোগিতায় প্রাকৃতিক গ্যাস পরিপূর্ণভাবে পোড়ার জন্য গ্যাসোলিনের মতোই কার্যসাধন পদ্ধতি ব্যবহার হয়।

$$CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O$$

বর্তমানে বায়ুর আরেকটা আকর্ষণীয় ব্যবহার হচ্ছে মহাশূন্যযানকে [*Space Shuttle*] ভূ-পৃষ্ঠ থেকে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি অতিক্রম করে উর্ধ্বগামী হতে সাহায্য করা। একাজে মহাশূন্যযানের মতো একটা বিশালকার ভারী বস্তুকে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি ভেদ করতে দরকার হয় অকল্পনীয় শক্তি। এই অস্বাভাবিক কাজ সম্পাদন করার জন্য মহাশূন্যযানের গায়ে লাগানো থাকে দু'টো Cigar-shaped tank, যার মধ্যে জমা থাকে অক্সিজেন ও হইড্রোজেনের তরল পদার্থ। এই দুই তরল পদার্থের সংমিশ্রণ ও সমন্বয়ে সামান্য বৈদ্যুতিক স্ফুলিঙ্গের মাধ্যমে রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া শুরু হয়, তাতে সৃষ্টি করে পানি [H_2O]। এই প্রতিক্রিয়ায় সৃষ্টি হয় অনেক শক্তি যা তাপ হিসেবে পানিকে বাষ্পে পরিণত করে, এই বাষ্প দু'টো Booster rocket পেছন দিয়ে দ্রুতগতিতে বের হয়, ফলে সৃষ্টি করে প্রচুর পরিমাণে শক্তি যার সাহায্যে মহাশূন্যযানটা মাধ্যাকর্ষণ শক্তিকে ঠেলে কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই মহাশূন্যেও দিকে উঠে যায়। আর পেছনে রেখে যায় বাষ্পীয় পানির একটা প্রচণ্ড আকারের ধোঁয়ার ঝড়। মহাশূন্যযানের গতি প্রদানে কার্য সাধন পদ্ধতি উড়োজাহাজের মতো হলেও Booster rocket ক্ষমতা অনেক বেশী। গতি সঞ্চারের পর, Cigar-shaped tank, Booster roket সহ খসে সাগরের উপর পড়ে যায় এবং যানটি তখন নিজস্ব গতিতে চলতে থাকে। এজন্যই আমেরিকার মহাশূন্যযানের launching pad হচ্ছে আটল্যান্টিক মহাসাগরের উপকূলে ফ্লোরিডায়।

সম্প্রতি আমেরিকায় বায়ুর সদ্ব্যবহারের আরেকটি নতুন প্রযুক্তির উদ্ভাবন হয়েছে এবং বাংলাদেশেও সমুদ্রের উপকূলে এই পদ্ধতি চালু আছে। পরিবেশকে দূষণমুক্ত রাখার প্রায়াসে [*কয়লার পরিবর্তে, কয়লা পোড়ে বিদ্যুৎ সৃষ্টি অত্যন্ত লাভজনক কিন্তু পরিবেশকে দূষিত করে*] এবং বিদ্যুৎ উৎপাদনে বিদেশী জ্বালানী তেলের নির্ভরতার বিকল্প হিসেবে সৃষ্টি হয়েছে বায়ুর শক্তি দিয়ে Wind mill ব্যবহার। এই কার্যসাধন পদ্ধতি হাইড্রো-ইলেকট্রিসিটির মতোই তবে কৃত্রিমভাবে পানির জলাধার সৃষ্টি করতে হয় না। উন্মুক্ত আকাশের নীচে খোলা জায়গায় স্থাপিত wind mill কোন কৃত্রিম বায়ুর চাপ ছাড়া সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্ তা'আলার নিয়ামত বায়ুমণ্ডলের উপর নির্ভরশীল, বায়ুর গতির চাপে wind mill-এর তিনটা ব্লেইড প্রচালিত হয়ে generator-এ শক্তি প্রেরণ করার মাধ্যমে বিদ্যুৎ তৈরি করে। তাতে বিষাক্ত কোন রাসায়নিক বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে না এবং অন্য কারও উপর নির্ভর

www.pathagar.com

করতে হয় না। এজন্যই এই পদ্ধতির নাম হচ্ছে গ্রীন শক্তি এবং বিশুদ্ধ শক্তির উৎস। উল্লিখিত আলোচনা থেকে নির্দ্বিধায় বলা যায়, আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ বায়ু, নদী ও সমুদ্রে পালবাহী নৌকা এবং আকাশের যান উড়োজাহাজ, মহাশূন্যযান এবং ভূ-পৃষ্ঠে গাড়ীর জন্য যেমন শক্তি সরবরাহে জ্বালানীর জন্য অত্যন্ত মূল্যবান সহায়ক তেমন জীব প্রাণীর জীবন ধারণের জন্য অন্যতম শক্তি। মানুষ প্রতিমুহূর্তে প্রতি শ্বাস-নিঃশ্বাসে অক্সিজেনের ব্যবহার করছে অথচ অধিকাংশ মানুষ এক মুহূর্তের জন্যও এই অনুগ্রহের কথা গভীরভাবে চিন্তা করে না এবং সঠিকভাবে আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করে কৃতজ্ঞতা আদায় করে না। তারা যে একমুহূর্ত পরিমাণ সময়ও আল্লাহ তা'আলার দয়া এবং তার উপর নির্ভর না করে চলতে পারবেন না সেটা তারা চিন্তা করেন না। আদম সন্তান তখনই ভাবনাগ্রস্ত হয় যখন প্রাকৃতিকভাবে অক্সিজেন টেনে নিঃশ্বাস নিতে পারেন না, কৃত্রিমভাবে অক্সিজেন সরবরাহ করে বেঁচে থাকেন। বিশুদ্ধ অক্সিজেনের সহিত বিভিন্ন খাদ্য থেকে জীবন শক্তি নির্যাস করার কি সম্পর্ক রয়েছে সে ব্যাপারে ইতোপূর্বে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। বায়ুর সৃষ্টি ও বণ্টন যদি মানব সন্তানের ক্ষমতার অধীনে আল্লাহ তা'আলা ন্যস্ত করতেন তাহলে মানব জাতির একটা বিরাট অংশ এই নিয়ামত থেকে বঞ্চিত থাকত। কিন্তু দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ তা'আলার সীমাহীন ক্ষমতার মধ্যে রেখেছেন। যার জন্য কেউ এই অত্যাবশ্যকীয় নিয়ামত থেকে বঞ্চিত হয় না, যদিও অধিকাংশ মানব সন্তান আল্লাহ তা'আলার সাথে শরীক করছে এবং সঠিকভাবে তার ইবাদত করছেন না। তাই সুনিশ্চিতভাবে বলা যায়, সবার জন্য এই অমূল্য নিয়ামতের পর্যাপ্ত পরিমাণে সর্বদাই সরবরাহ এবং বিনা মূল্যে তার ব্যবহার করার সুযোগ হচ্ছে দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্বের, নিপুণ সৃষ্টির এবং সীমাহীন রহমতের একটা অন্যতম নিদর্শন।

পাহাড়-পর্বতের সৃষ্টিতে নিদর্শন

সবুজ গাছ ও শস্য-শ্যামল ফুলে-ফলে পরিবেষ্টিত ভূ-পৃষ্ঠের সৌন্দর্য বৃদ্ধির আরেকটা বিশেষ অর্থপূর্ণ এবং সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত পাহাড়-পর্বতে রয়েছে আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টির অনবদ্য নিদর্শন। পাহাড়-পর্বতের গচ্ছিত সম্পদ মানব সন্তানের জীবনোপকরণ এবং সৌন্দর্য বৃদ্ধি ছাড়াও মানব জাতির কল্যাণে পাহাড়-পর্বত আরেকটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে, ঘূর্ণায়মান পৃথিবীকে নিজের কক্ষপথে [*orbit*] এবং অক্ষরেখায় [*axis, through the south and north pole and perpendicular to the equator plane*] স্থির রাখায়। যাতে নিজ কক্ষপথে আবর্তমান পৃথিবী নিজ অক্ষরেখায় ঘূর্ণনের সময় হেলে দুলে না পড়ে এবং ঝাঁকুনি

www.pathagar.com

না দেয় [*ঝাঁকুনি ও কম্পন যে কি রকম বিপজ্জনক ব্যাপার, মাঝে মধ্যে যে ভূমিকম্প হয় তাতে সেটা অনুমান করা যায়*]। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

وَأَلْقَىٰ فِى ٱلْأَرْضِ رَوَٰسِىَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَٰرًا وَسُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ۝

"এবং তিনি পৃথিবীতে সুদৃঢ় পর্বত স্থাপন করিয়াছেন, যাহাতে পৃথিবী তোমাদিগকে লইয়া আন্দোলিত না হয় এবং স্থাপন করিয়াছেন নদ-নদী ও পথ, যাহাতে তোমরা তোমাদিগের গন্তব্যস্থলে পৌঁছাতে পার।" *(১৬-নাহল : ১৫)*

وَجَعَلْنَا فِى ٱلْأَرْضِ رَوَٰسِىَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَّعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ۝

"এবং আমি পৃথিবীতে সৃষ্টি করিয়াছি সুদৃঢ় পর্বত যাহাতে পৃথিবী উহাদিগকে লইয়া এদিক-ওদিক ঢলিয়া না যায় এবং আমি উহাতে [*পৃথিবীতে*] করিয়া দিয়াছি প্রশস্ত পথ যাহাতে উহারা গন্তব্যস্থলে পৌঁছাতে পারে।" *(২১-আম্বিয়া : ৩১)*

خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ۖ وَأَلْقَىٰ فِى ٱلْأَرْضِ رَوَٰسِىَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَّةٍ ۚ وَأَنزَلْنَا

مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَنۢبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ۝

"তিনি আকাশমণ্ডলী নির্মাণ করিয়াছেন স্তম্ভ ব্যতীত, তোমরা ইহা দেখিতেছ; তিনিই পৃথিবীতে স্থাপন করিয়াছেন পর্বতমালা যাহাতে ইহা তোমাদিগকে লইয়া ঢলিয়া না পড়ে এবং ইহাতে ছড়াইয়া দিয়াছেন সর্বপ্রকার জীব-বস্তু এবং আমিই আকাশ হইতে বারি বর্ষণ করিয়া ইহাতে উদ্গত করি সর্বপ্রকার কল্যাণকর উদ্ভিদ।" *(৩১-লোকমান : ১০)*

অর্থাৎ ভূ-পৃষ্ঠে পাহাড়-পর্বত স্থাপন এবং সাগর-মহাসাগর প্রতিষ্ঠিত করে পৃথিবীকে আল্লাহ তা'আলা করেছেন অত্যন্ত ভারী, যাকে মালবাহী জাহাজ এবং গাড়ীর সাথে তুলনা করা যায়। মালবাহী নৌকা নদীতে এবং মালবাহী জাহাজ মহাসাগরের উঁচু ঢেউ ও তীব্র তরঙ্গের মধ্যে চলার সময় যেমন মালের ওজনে ভারী হওয়ায় স্থিরভাবে চলতে পারে, তেমন পৃথিবী পাহাড়-পর্বতের ভরে ভারী অবস্থায় নিজের অক্ষরেখায় ১০০০ মাইল বেগে ঘুরপাক খাচ্ছে। এ পর্যায়ে অক্ষরেখা ও কক্ষপথে পৃথিবীর পরিক্রমণ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো, কারণ এ দু'টোতে রয়েছে আল্লাহ তা'আলার নিদর্শনের সুস্পষ্ট ও পরিপূর্ণ রূপ।

অক্ষরেখায় ঘুরপাক : পৃথিবী নিজ অক্ষরেখায় এত দ্রুতবেগে ঘুরপাক খাচ্ছে অথচ আশ্চর্য ব্যাপার হচ্ছে ভূ-পৃষ্ঠের মানুষ এবং কোন বস্তুই সেটা বুঝতে পারে না এবং কোন সময়ই অনুভব করে না। সবকিছুই এক জায়গায় স্থির অবস্থায় আছে। অথচ মানুষ গাড়ীতে যখন ৪০/৫০ মাইল বেগে ভ্রমণ করে তখন তারা

www.pathagar.com

রাস্তার পার্শ্বে অবস্থিত বস্তুর দিকে লক্ষ্য করে বুঝতে পারে যেসব কিছু পেছনে ফেলে গাড়ী সামনে এগিয়ে যাচ্ছে। কারণ গাড়ীর তুলনায় যাত্রীরা খুব একটা ক্ষুদ্র বস্তু নয়। কিন্তু পৃথিবীর বিশাল সমতল ভূমির তুলনায় মানুষ এবং তার চারিপার্শ্বের বস্তু অতি ক্ষুদ্র, যার ফলে পৃথিবীর দ্রুতবেগে ঘুরপাকটা অনুভব করে না। তদুপরি আরেকটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে, মানুষ এবং তার চারিপার্শ্বের সকল বস্তুসহ পৃথিবী ঘূর্ণায়মান অবস্থায় আছে। আরও সহজভাবে বলা যায়, গাড়ী চলে রাস্তায় কিন্তু পৃথিবী নিজের অক্ষরেখায় ভর করে ঘুরপাক অবস্থায় থাকলেও, সে পরিক্রমণ করছে মহাশূন্যে। যার ফলে মহাশূন্যের যে দিকেই তাকানো হোক না কেন সবই একরকম এবং চোখের দৃষ্টি প্রতিবন্ধক হওয়ার মতো কিছুই নাই। আরেকটা উদাহরণ দেয়া যায়, উড়োজাহাজে ভ্রমণ করার সময়, বিশেষ করে মহাসাগরের উপর দিয়ে উড়ার সময়। উড়োজাহাজ যখন ভূ-পৃষ্ঠ থেকে সাত-আট মাইল ঊর্ধ্বে মেঘের উপর দিয়ে ভ্রমণ করে তখন উড়োজাহাজের জানালা দিয়ে বাইরে তাকালে মনে হয় উড়োজাহাজ একই জায়গায় স্থির হয়ে আছে অথচ উড়োজাহাজ কমপক্ষে ৫৫০ মাইল বেগে এগিয়ে যাচ্ছে। এক্ষেত্রেও ভূ-পৃষ্ঠ থেকে এত উপরে চোখের দৃষ্টির প্রতিবন্ধকতা না থাকায় উড়োজাহাজের গতি বুঝা যায় না তবে বায়ুমণ্ডলের অস্থিরতা থাকলে উড়োজাহাজের কম্পন থেকে অনুভব করা যায় যে, উড়োজাহাজ চলমান অবস্থায় আছে।

আরেকটা বিস্ময়কর বিষয় হচ্ছে, ঘূর্ণায়মান অবস্থায় ভূ-পৃষ্ঠ থেকে কোন বস্তু এবং সাগর বা নদীর পানি মহাশূন্যেও দিকে ছিটকে পড়ে যাচ্ছে না। এ প্রসঙ্গে উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যায় একটা ক্ষুদ্র পিপীলিকার সাথে, ছোট পিপীলিকাকে একটা বড় ভূগোলকের উপর রেখে ভূগোলকটাকে দ্রুত ঘুরাতে থাকলে দেখা যায়, পিপীলিকাটা স্থিরভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে, ঘূর্ণায়মান অবস্থায় সে ভূগোলক থেকে ছিটকে পড়ছে না। মানুষ, অন্যান্য চলন্ত জীব এবং সব জড়পদার্থ পিপীলিকার মতই বিশাল পৃথিবীর বুকে বিচরণ এবং অবস্থান করছে। মানুষ এবং চারিপার্শ্বের সব বস্তু ছিটকে পড়ছে না তার পেছনে অর্থাৎ সমস্ত বস্তুকে ভূ-পৃষ্ঠে আটকে রাখার জন্য আল্লাহ তা'আলা পৃথিবী এবং সমস্ত বস্তুর মধ্যে এক অদৃশ্য শক্তি সৃষ্টি করেছেন যাকে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি [Force of Gravity] বলা হয়। যা দ্বারা ভূ-পৃষ্ঠের সব বস্তুকে ম্যাগনেটের মতো পৃথিবী নিজের বুকে আটকে রেখেছে। মাধ্যাকর্ষণ শক্তি হচ্ছে একটা বিস্ময়কর বস্তু। বিজ্ঞানীরা মাধ্যাকর্ষণ ও মহাকর্ষণ [Gravitational Force] শক্তি ও তার প্রভাবকে সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করতে পারেন কিন্তু আজ পর্যন্ত কেউ, এমনকি আইনষ্টাইনও

www.pathagar.com

বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণ করতে পারেননি এই শক্তি উৎস কোথায়। পৃথিবী দক্ষিণ ও উত্তর মেরুকে কেন্দ্র করে নিজ অক্ষরেখায় ঘূর্ণায়মান আছে, তাতে সৃষ্টি হচ্ছে দুই মেরুর মধ্যে ম্যাগনেটিক ফ্লিড। এই ম্যাগনেটিক ফ্লিডের সাথে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির কোন সম্পর্ক নাই। মাধ্যাকর্ষণ শক্তি প্রকৃতপক্ষে কি বস্তু, এ ব্যাপারে অনেকেই প্রশ্ন করেছেন এবং আলোচনা হয়েছে, কেউ সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারেননি তাই মাধ্যাকর্ষণ শক্তি সম্পর্কে সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করা হলো :

Question: What is Gravity?

Answer: We don't really know. We can define what it is as a field of influence, because we know how it operates in the universe. And some scientists think that it is made up of particles called gravitons, which travel at the speed of light. However, if we are to be honest, we do not know what gravity 'is' in any fundamental way-we only knew how it behaves.

Here is what we do know....

Gravity is a force of attraction that exists between any two masses, any two bodies and any two particles. Gravity is not just the attraction between objects and the earth. It is an attraction that exists between all objects, everywhere in the universe. Sir Isaac Newton (1642-1727) discovered that a force is required to change the speed or direction of movement of an object. He also realized that the force called "gravity" must make an apple fall from a tree, or humans and animals live on the surface of our spinning planet [*ঘূর্ণায়মান পৃথিবীতে*] without being flung off [*ছিটকে পড়া ছাড়া*]. Furthermore, he deduced that gravity forces exist between all objects.

Newton's "law" of gravity is a mathematical description of the way bodies are observed to attract one another, based on many scientific experiments and observations. The gravitational equation says that the force of gravity is proporational to the product of the two masses (m_1 and m_2), and inversely proporational to the square of the distance (r) between their centers of mass. Mathematically speaking,

$$F = Gm_1m_2/ r^2$$

Where G is called the Gravitational Constant, it has a value of 6.6726 x $10^{-11}m^3kg^{-1}s^{-2}$.

Newton's second law states that gravitational force is equal to the product of a bod's mass and its acceleration, or F = ma. This means that two masses that are gravitionally attracted to each other

experience the same force, but that it translates into a much greater acceleration for a smaller object. Therefore, when an apple falls towards the Earth, both the Earth and the apple experience equal force, but the Earth accelerates towards the apple at a negligible speed, since it is so much more massive than apple.

Around the late 19th century, astronomers began to notice that Newton's law did not perfectly account for observed gravitational phenomena in our solar system, notably in the case of Mercury's orbit [*মারকিউরি (বৃহস্পতি) হচ্ছে সূর্যের নিকটবর্তী গ্রহ)*]. Albert Einstein's theory of general relativity [In general relativity, the effects of gravitational are ascribed to spacetime curvature (বেঁকে যাওয়া অবস্থায়) instead of force], published in 1915, resolved the issue of Mercury's orbit, but it has since been found to be incomplete as well, as it cannot account for phenomena described in quantum mechanics. Though Newton's law is not perfect, it is still widely used and taught because of its simplicity and close approximation or reality.

The effect of gravity extends from each object out into space in all directions, and for an infinite distance. However, the strength of the gravitational force reduces quickly with distance. Humans are never aware of the Sun's gravity pulling them, because the pull is so small at the distance between the Earth and sun. Yet, it is the Sun's gravity that keeps the earth in its orbit! Neither are we aware of the pull of lunar gravity on our bodies, but the Moon's gravity is responsible for the ocean tides on Earth (*Source:* www.starchild.gsfc.nasa.gov).

সৌরজগতের প্রতিটা গ্রহ সূর্যের মহাকর্ষণ শক্তির টানে সূর্যের চারিদিকে পরিক্রমণ করছে। সূর্যের আকার ও ভর অন্যান্য গ্রহের তুলনায় বহুগুণে বেশী তাই তার আকর্ষণ শক্তিও বেশী তবুও গ্রহগুলো সূর্যের দিকে দ্রুতবেগে ধাবিত না হয়ে একটা নির্দিষ্ট কক্ষপথে ও দূরত্বে পরিক্রমণ করছে। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির উৎস সম্পর্কে যেমন কেউ ব্যাখ্যা করতে পারে না তেমন সূর্যের মহাকর্ষণ শক্তির টানে কেন পৃথিবী সূর্যের একেবারে নিকটে গিয়ে হাজির হচ্ছে না তার ব্যাখ্যার কেউ দিতে পারে না। তবে আল-কুরআন থেকে জানা যায়, সৃষ্টিজগতের প্রতিটা বস্তু [*একমাত্র মানব ও জিন ছাড়া*] আল্লাহ্ তা'আলার আদেশে সর্বদাই বাধ্য থাকে। আল্লাহ্ তা'আলা এগুলো সৃষ্টি করে তাদেরকে যে দায়িত্ব দিয়েছেন এবং কাজে নিয়োজিত করেছেন, তা পালনে তারা কোন অন্যথা করে না। পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহ যদি নিজ কক্ষপথ ভ্রষ্ট হত তাহলে সৌরজগতের কোন কিছুরই অস্তিত্ব

www.pathagar.com

থাকতো না। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা এগুলো সৃষ্টি করেছেন একটা মহৎ উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য। এই সময় যেদিন শেষ হবে তখনই আসবে সেই মহপ্রলয়ের দিন, যখন আল্লাহ তা'আলার আদেশেই তারা নিজ নিজ কক্ষপথ থেকে সরে আসবে তখন সৌরজগতের আর কোন অস্তিত্ব থাকবে না। আল-কুরআনে এই মহাপ্রলয়ের সময় এই বস্তুগুলোর অবস্থা কেমন হবে তার সুস্পষ্ট বর্ণনা দিয়েছেন, অন্যত্র এ ব্যাপারে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। তবে চন্দ্র-সূর্যের কক্ষপথ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

وَٱلشَّمْسُ تَجْرِى لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ۚ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ۝ وَٱلْقَمَرَ قَدَّرْنَٰهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَٱلْعُرْجُونِ ٱلْقَدِيمِ ۝

لَا ٱلشَّمْسُ يَنۢبَغِى لَهَآ أَن تُدْرِكَ ٱلْقَمَرَ وَلَا ٱلَّيْلُ سَابِقُ ٱلنَّهَارِ ۚ وَكُلٌّ فِى فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ۝

"সূর্য তার নির্দিষ্ট অবস্থানে আবর্তন করে [*সূর্য হচ্ছে সৌরজগতের কেন্দ্রবিন্দু, সূর্যও নিজস্ব জায়গায় অবস্থান করে সৌরজগতের সবকিছুসহ আবর্তন করছে*]। এটা পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ আল্লাহর নিয়ন্ত্রণ [*আল্লাহ তা'আলার আদেশ*]। চন্দ্রের জন্যে আমি বিভিন্ন মনযিল নির্ধারিত করেছি। অবশেষে সে পুরাতন খর্জুর শাখার অনুরূপ হয়ে যায়। সূর্য নাগাল পেতে পারে না চন্দ্রের এবং দিনের অগ্রে চলে না রাত্রি [*তারা সর্বদাই আল্লাহ তা'আলার আদেশের আজ্ঞাবহ*]। প্রত্যেকেই আপন আপন কক্ষপথে সন্তরণ করে।" *(৩৬-ইয়াসিন : ৩৮-৪০)*

উল্লিখিত আয়াত থেকে সুনিশ্চিতভাবে বলা যায়, গ্রহগুলো আল্লাহ তা'আলার আদেশেই নিজ কক্ষপথে সন্তরণ করছে এবং কক্ষপথ বিচ্যুত হয়ে সূর্যের দিকে ধাবিত হচ্ছে না। পৃথিবীর সব বস্তুকে যে নিজের বুকে আটকে রেখেছে, সেটাও আল্লাহ তা'আলার আদেশের অদৃশ্য শক্তি দিয়ে। যাকে বৈজ্ঞানিকরা বলেন মাধ্যাকর্ষণ শক্তি তাই বৈজ্ঞানিকভাবে এটার উৎপত্তি সম্পর্কে প্রমাণ করা যায় না।

দিন-রাত্রির পরিবর্তনে নিদর্শন

প্রতি ২৪ ঘণ্টায় পৃথিবী নিজের অক্ষপথে একবার চক্কর দেয়, এজন্য পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন সময়ে দিন ও রাত্রি হয়ে থাকে। উল্লেখ্য বাংলাদেশ ও আমেরিকা ভূগোলকে অবস্থান হচ্ছে সরাসরিভাবে বিপরীত দিকে তাই বাংলাদেশে যখন রাত আমেরিকায় তখন দিন। পৃথিবী নিজ অক্ষপথে ঘুরপাকের মাধ্যমেই সৌরজগতে নিজস্ব কক্ষপথে সূর্যের চারিদিকে বৎসরে একবার পরিক্রমণ করে। পৃথিবী যেমন সম্পূর্ণভাবে গোলাকৃত নয় তেমন তার কক্ষপথও গোলাকার নয়, বরং ডিম্বাকৃতির [*Elliptical orbit*] কক্ষপথ। তাই পরিক্রমণের গতিবেগ সারা বৎসর এক রকম থাকে না, তবে কক্ষপথ যদি গোলাকৃতি হত, তাহলে পরিক্রমণের গতিবেগ সর্বদাই একরকম থাকতো। কক্ষপথ ডিম্বাকৃতির

www.pathagar.com

হওয়ায় সূর্যের চারিদিকে পরিক্রমণ করার সময় সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্ব বৎসরে বিভিন্ন সময় বাড়ে/কমে, এজন্যই দিন-রাত্রির দৈর্ঘের পরিবর্তন হয়, বিশেষ করে উত্তর মেরুর নিকটবর্তী দেশগুলোতে শীত ও গ্রীষ্মকালে এ ব্যাপারটা সুস্পষ্টভাবে লক্ষণীয়। যেমন ডিসেম্বর ও জানুয়ারীতে সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্ব কমে হয় ৯১.৪০ মিলিয়ন মাইল আর জুন-জুলাইতে দূরত্ব বেড়ে হয় ৯৪.৫০ মিলিয়ন মাইল। এ ব্যাপারটা পরিষ্কারভাবে বুঝার জন্য ইংরেজীতে ব্যাখ্যা দেয়া হলো :

When an object is in an elliptical orbit [*like the Earth*] around another larger [*more massive*] object, the larger object is not at the center of the ellipse. There are two points inside of an ellipse called the "foci" (*"foci" is the plural form of "focus"*). The larger object is at one of the two foci. For example, the sun is at one of the foci of Earth's elliptical orbit. If the "Eccentricity" [*ভিন্নকেন্দ্রী, ঘূর্ণায়মান গতিকে অগ্র-পশ্চাৎ গতিতে রূপান্তরিত করার কৌশল, Scientically, Eccentricity is the technical term that mathematicians and astronomers use to describe how nearly circular (or not) an ellipse is. Ellipse with a small eccentricity, like 0.1 Or 0.2, is almost as round as a circle. A long, thin ellipse might have an eccentricity of 0.8 or 0.9. A circle has an eccentricity of zero.*] of an ellipse is large, the foci are far apart. If the eccentricity is small, the foci are close together. This means the Earth's distance from the sun does vary. The point where the Earth is closest to the sun is called *perihelion* (from the *Greek peri*, close or near, and helion, means sun). Perihelion takes place on January 3rd, which, of course, is during winter for the Northern Hemisphere, and summer for the Southern Hemisphere. Similarly, the point where the Earth is farthest away from the sun is called *aphelion* (*Greek ap*, means away from). Aphelion takes place on July 4th, which is winter for the Southern Hemisphere and summer for the Northern Hemisphere.

Objects moving is elliptical orbits move fastest when they are closest to the central body, and most slowly when they are furthest from the central body. Therefore, the speed of the Earth is fastest when it is closest to the sun, in January, gets very little sun light [*when in the Northern Hemisphere is winter and day becomes very short*]. And slowest when it is farthest away from the sun, in July but gets maximum sun light which is perpendicular to the Earth's surface [*when in the Nothern Hemispere is summer, and day becomes very long*]. (*Sources:* www.analemma.com; *www. daphne .palomar.edu*)

www.pathagar.com

এইভাবে ঋতুর [*seasons*] ও দিন-রাত্রির পরিবর্তন হয়ে থাকে। ঋতুর পরিবর্তনের সাথে আরেকটা বিস্ময়কর বিষয় হচ্ছে যে, পৃথিবী নিজ অক্ষরেখায় ঘুরপাক খাওয়ার সময় ডিম্বাকৃতির কক্ষপথে ৯০°তে [*সমকোণে সমভূমির উপর*] স্থাপিত না হয়ে বরং উত্তর মেরু থেকে ২৩.৫° হেলান অবস্থায় কাত হয়ে ঘুরপাক করছে এবং নিজ কক্ষপথে সূর্যের চারিদিকে পরিক্রমণ করার সময় এই হেলান অবস্থার কোন পরিবর্তন হয় না। ২৩.৫°তে হেলে ঘুরপাক করার জন্য বৎসরের বিভিন্ন সময় সূর্যের তাপ পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় সরাসরি বা প্রত্যক্ষভাবে পায় তখনই হয় সে সমস্ত জায়গায় গ্রীষ্মকাল। এইভাবে সূর্যের আলো ও তাপ পৃথিবীতে বিভিন্ন জ্যামিতিক কোণে তারতম্যের সহিত পৌছার জন্যই শুধুমাত্র গ্রীষ্ম ও শীতকাল ছাড়াও বৎসরে আরও চার ঋতুর যেমন বসন্ত, হেমন্ত, বর্ষা এবং শরৎকালের আবির্ভাব ঘটে। তদুপরি অক্ষরেখায় ঘুরপাকের জন্য প্রতি ২৪ ঘণ্টায় পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় সূর্যের আলোও একই সময় এক রকমভাবে পৌছায় না তাই বিভিন্ন জায়গায় বিশেষ করে বিভিন্ন মহাদেশে দিন-রাত্রি পরিবর্তন হয়।

পৃথিবীর কক্ষপথ যদি ডিম্বাকৃতির না হয়ে বৃত্তাকার হত, তাহলে পৃথিবী সারাবৎসর একই গতিতে সূর্যকে কেন্দ্র করে পরিক্রমণ করতো তাতে শীত ও গ্রীষ্মকালে দিন-রাত্রির দৈর্ঘ্য এবং সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্বও সর্বদাই একরকম থাকতো। কিন্তু বাস্তবে বিশালাকার সূর্যের মহাকর্ষণ শক্তির প্রবল আকর্ষণে ডিম্বাকৃতি কক্ষপথে পরিভ্রমণের সময় পৃথিবী মাঝে মধ্যে সূর্যের কাছাকাছি চলে যায় [*ইতোপূর্বে এ ব্যাপারে আলোচনা করা হয়েছে*], তখনই পৃথিবীর পরিক্রমণের গতি বেড়ে যায় তাতে দিন-রাত্রির দৈর্ঘ্যের ব্যবধান হয়ে থাকে। পরিক্রমণের কক্ষপথ ডিম্বাকৃতি হওয়ায় পৃথিবী সূর্যের কাছাকাছি যায় বটে কিন্তু একটা নির্দিষ্ট সীমা কখনও অতিক্রম করে না। পৃথিবীর তুলনায় সূর্যের বিশালতা কতটুকু সেটা পর্যালোচনা করলে সহজে বুঝা যাবে সূর্যের মহাকর্ষণ শক্তির তেজ কি পরিমাণ হতে পারে। বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত হযেছে যে, বস্তুর প্রকৃতি ও আকারের উপর নির্ভর করে তার মহাকর্ষণ বা মাধ্যাকর্ষণ শক্তির ক্ষমতা। সূর্যের আকার, আয়াত এবং বহির্ভাগ বা পৃষ্ঠভাগের তাপমাত্রা সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের একটা ধারণা আছে তবে কেউ নিশ্চিতভাবে যথার্থ নম্বর দিতে পারেন না। পৃথিবীর সম্পর্কে নিশ্চিত নম্বর আছে।

The Sun: All the stars, including our sun, are gigantic balls of superheated gas, kept hot atomic reactions in their centers. In our Sun, this atomic reaction is hydrogen fusion [সংমিশ্রণ]: four hydrogen atoms are combined to form one helium atom. The temperature at the core

www.pathagar.com

of our sun is thought to be 36,000,000°F or about 20,000,000°C, and the surface temperature averages 11,000°F, or about 6,000°C. The diameter of the Sun is about 865,400 miles, and its surface area is approximately 12,000 times that of Earth.

The Earth: Earth, circling the Sun at an average distance of 93 million miles, is the fifth planet and the third from the Sun. It orbits the sun at an average speed of 67,000 mph, making one revolution in 365 days, 5 hours, 48 minutes, and 45.51 seconds. Similarly Earth completes one rotation on its axis [অক্ষরেখায়] every 23 hours, 56minutes, and 4.09 seconds. Earth is actually a bit pear-shaped rather than a true sphere. Earth has a diameter of 7,927 miles at the equator and a few miles less at the poles. It has an estimated mass of about sextillion tons, with an average density of 5.52 grams per cubic centimeter. Earth suface area encompasses 196,949,970 sq miles of which about three-fourths is water.

পৃথিবী বিশালাকার সূর্যের কাছাকাছি হলেও পৃথিবী সূর্যের অভ্যন্তরে প্রবেশ করছে না। অথচ বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত যে, ছোট বস্তু যখন বিশালাকার বস্তুর আকর্ষণে কাছাকাছি হয় তখন বড় বস্তুর তীব্র আকর্ষণে ছোটটার স্থিতিশীলতা হারিয়ে ফেলে। পক্ষান্তরে ছোটটার অস্তিত্ব আর থাকে না। কিন্তু সৌরজগতে সূর্য, পৃথিবী এবং অন্যান্য গ্রহের ক্ষেত্রে সেটা ঘটছে না। তাই বলাবাহুল্য, সৌরজগতের কেন্দ্র-বিন্দু সূর্য এবং অন্যান্য গ্রহ মহামহিমান্বিত পরাক্রমশালী আল্লাহ্ তা'আলার আদেশে সর্বদাই বাধ্য থেকে মানব জাতির সেবা করে যাচ্ছে, তবে যে দিন আল্লাহ্ তা'আলা আদেশ করবেন তাদের সীমা অতিক্রম করার জন্য সেদিন তারা একদণ্ডও অপেক্ষা করবে না। কারণ তাদেরকে এক মহৎ উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা সৃষ্টি করেছেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন :

مَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَآ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ عَمَّآ أُنذِرُوا۟ مُعْرِضُونَ ﴿٣﴾

"নভোমণ্ডল, ভূ-মণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছু আমি যথার্থভাবেই [*বিশেষ প্রয়োজনেই, উদ্দেশ্যেই*] এবং নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সৃষ্টি করেছি। আর কাফেররা যে বিষয়ে [*মহাপ্রলয়ের, কিয়ামতের দিবস সম্পর্কে, যেদিন সৌরজগৎ ও বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আল্লাহ্ তা'আলার আদেশে সব সীমা অতিক্রম করে একাকার হয়ে যাবে*] তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে, তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।" *(৪৬-আহ্‌ক্বাফ : ৩)*

www.pathagar.com

যা হোক, পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই আল্লাহ তা'আলা বিভিন্ন আকারে ও আয়তনে পাহাড়-পবর্ত স্থাপন করে পৃথিবীর ভারসাম্য রক্ষা করেছেন যাতে পৃথিবী বিশেষ কোন জায়গার ভারে হেলে দুলে না পড়ে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ভ্রমণ করলে দেখা যায় সব দেশেই পাহাড়-পর্বত অথবা সাগর-মহাসাগরে বিপুল পরিমাণ পানি গচ্ছিত আছে।

দক্ষিণ ও উত্তর মেরু : এই দুই মেরুকে কেন্দ্র করেই পৃথিবী নিজ অক্ষরেখায় ঘূর্ণায়মান, তাই দুই মেরু সম্পর্কে সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করা হলো। দক্ষিণ মেরুকে বলা হয়, Antartic [*কুমেরু অঞ্চলীয়*]। কুমেরু অঞ্চলীয় কাছাকাছি দেশগুলো হচ্ছে Australia, New Zealand, Argentina and Chile। দক্ষিণ মেরুর অবস্থান ও আয়তন বেশ বড় জায়গা জুড়ে। অথচ এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত দক্ষিণ মেরু রাত্রির অন্ধকারে ঢাকা থাকে, কারণ সূর্য তখন Equator [*বিষুবরেখার*] উপর সোজাসুজিভাবে আলো দেয়, এজন্যই বিষুবরেখা ও উত্তর মেরুর কাছাকাছি দেশগুলোতে এই সময় হয় গ্রীষ্মকাল। বিষুবরেখা হচ্ছে পৃথিবীর মাঝামাঝি জায়গায় পূর্ব-পশ্চিমে কল্পিত রেখা। এই রেখার সাহায্যে পৃথিবীকে দক্ষিণ ও উত্তর গোলার্ধে [*Hemisphere*] বিভক্ত করা হয়েছে যাতে এই দুই মেরুও নিকটবর্তী দেশগুলোর দিন-রাত্রি ও জল-বায়ুর পরিবর্তন সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে বুঝানো যায়। যা হোক বিষুবরেখা সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেয়া হলো।

The Equator: The Earth's equator is a circle going around the earth which is on a plane that is perpendicular to the earth's axis. The equator and the plane on which it lies are illustrated in the following image.

The Equinoxes [*সূর্যের বিষুবরেখা অতিক্রমের কাল, এ সময় দিন-রাত্রি সমান হয়, এটা ঘটে জুন মাসে*] : The equatorial plane is one of the most important in astronomy because it intersects the plane of the ecliptic and gives us a reference point in space by which we can measure the positions of stars. This plane also divides the earth into halves, the northern half being the northern hemisphere, the other half being the southern hemisphere. The intersection of these planes is a line, which for convenience we will call the lines of equinoxes. The real definition of equinox is the point on the celestial sphere which intersects this line, but since the celestial sphere is an imaginarysphere with any size, the equinoxes are really lines. Also, for some purposes and illustrations, it is more convenient to think of the equinoxes as a line extending into space.

www.pathagar.com

For other purposes, it is convenient to think of the equinoxes as directions. The two planes are illustrated below.

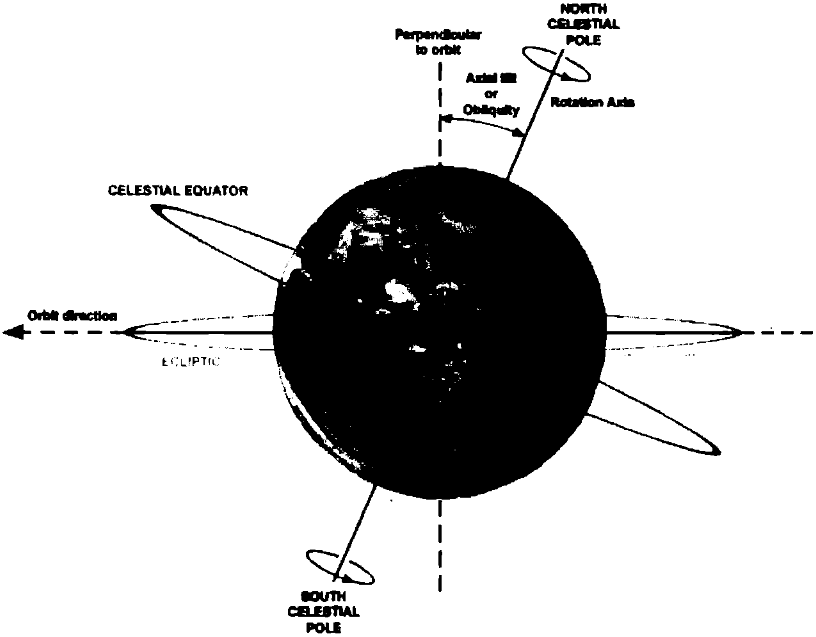

One half of this line is called the vernal equinox [*বসন্তকালীন সূর্যের বিষুবরেখা অতিক্রমের সময়*]; the other half is called the autumnal equinox. At two points in the earth's orbit this line intersects the sun. These two planes mark the start of two of the four seasons, autumn or spring. The autumnal equinox starts autumn around September 23. From earth, this marks the time when the sun looks as if it is crossing the plane of the equator on its way south. The vernal equinox starts spring around March 21. This marks the time when the sun looks as if it is crossing the plane of the equator on its way north. The earth carries the plane of the equator along with it. When the sun looks as if it is on its way north or south, the earth is actually carrying the equatorisal plane along so that it crosses the sun.

Perpendicular to this line of equinoxes is a line which contains the solistics [*নিরক্ষরেখার অঞ্চল, উত্তরায়ণ (গ্রীষ্মকাল), দক্ষিণায়ণ (শীতকাল)*]. The solistics are points on the ecliptic which start the other two seasons, summer and winter, when they cross the sun. The summer solistic is on half of

www.pathagar.com

this line, the winter solistic is the other half of this line. The half of this line that is north of the celestial equator is the summer solistic, the half that is south of the celestial equator is the winter solistic. Currently, the winter solistics starts winter for the northern hemisphere at about the time the earth is closest to the sun. This line is illustrated in the following example.

Because of centrifugal force involved when an object spins, the earth is not a perfect sphere, but is somewhat flattened at the poles and bulges out at the equator [*বিষুবরেখায় বাইরের দিকে স্ফীতি*]. The distance from any point on the equator to the center of the earth is longer than the distance from either pole to the center of the earth. This is illustratedin the following image, which is exaggerated for clarity. The form caused by this equatorial bulge is called a geoid.

উল্লিখিত সবকিছু ঘটছে ঋতু পরিবর্তনের জন্য, আর ঋতু পরিবর্তনের পেছনে রয়েছে পৃথিবীর ২৩.৫° হেলে থাকা এবং নিজ অক্ষরেখায় ঘূর্ণায়মান থাকার ক্ষমতা। আল্লাহ্ তা'আলার আদেশেই পৃথিবী এ কাজ সুষ্ঠুভাবে পালন করছে। আল্লাহ্ তা'আলার সাথে যদি কোন অংশীদার থাকতো তবে সবকিছু যে সুশৃঙ্খলভাবে চলছে তাতে অবশ্যই বিশৃঙ্খলা দেখা দিত কারণ সকলেই নিজ অংশ নিয়ে আলাদা হওয়ার চেষ্টায় করত। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন:

مَا ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُۥ مِنْ إِلَٰهٍ ۚ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍۭ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ سُبْحَٰنَ

ٱللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿٩١﴾

"আল্লাহ্ কোন সন্তান গ্রহণ করেননি এবং তার সাথে কোন মাবুদ নেই। থাকলে প্রত্যেক মাবুদ নিজ নিজ সৃষ্টি নিয়ে চলে যেত এবং একজন অন্যজনের উপর প্রবল হয়ে যেত। তারা যা বলে, তা থেকে আল্লাহ্ পবিত্র।" *(২৩-মু'মিনুন : ৯১)*

উত্তর মেরুকে বলা হয় Artic region, যা আর্টিক সাগর দিয়ে আবৃত। দক্ষিণ ও উত্তর মেরুও সারা বৎসর বরফে ঢাকা থাকে। তবে উত্তর মেরুর অর্থাৎ পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধে অবস্থিত দেশের পরিমাণ সবচেয়ে বেশী। উত্তর আমেরিকা, ইউরোপ, এশিয়া এবং উত্তর আফ্রিকার দেশগুলো। আলাসকা, উত্তর মেরুতে অবস্থিত একটা অন্যতম পরিচিত দেশ। উত্তর মেরু ডিসেম্বর থেকে মার্চ পর্যন্ত প্রায় ২৪ ঘন্টাই অন্ধকারে ঢাকা থাকে, তবে মার্চের মধ্যভাগ থেকে আগষ্ট পর্যন্ত সূর্যের আলোয় আলোকিত থাকে, এই সময়কে বলা হয় বসন্ত এবং গ্রীষ্মকাল তবে বাংলাদেশের মতো গরম নয়। বাংলাদেশের শীতকাল হচ্ছে আলাসকার

www.pathagar.com

গ্রীষ্মকাল। যা হোক বসবাসের জন্য পৃথিবীর সবচেয়ে কঠিন জায়গা হচ্ছে উত্তর ও দক্ষিণ মেরু। উত্তর মেরুতে মানুষের বসবাসের জন্য কিছু শহর থাকলেও দক্ষিণ মেরুতে কোন শহর নাই। একমাত্র Climate monitoring and Diagnostic Laboratory-তে বৈজ্ঞানিকদের অনেকেই অল্প সময়ের জন্য থাকেন এবং গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতিও বিশেষ ব্যবস্থায় সরবরাহ করা হয়। আর বিষুবরেখার উপর সূর্যের আলো সারা বৎসর প্রায় এক রকম থাকে তাই এই রেখার নিকটবর্তী দেশগুলোতে শীত ও গ্রীষ্মকালে তেমন ব্যবধান নাই, যেমন ব্রাজিল, কলম্বিয়া ও মালয়েশিয়া ইত্যাদি দেশসমূহ। এগুলোতে রয়েছে আল্লাহ তা'আলার সুস্পষ্ট নিদর্শন।

যা হোক এই দুই মেরুর অক্ষরেখায় পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘুরপাক করছে যার ফলে ঋতুর পরিবর্তন হচ্ছে। ঋতুর পরিবর্তনের মাধ্যমে মানুষের জীবনকে আল্লাহ তা'আলা করেছেন পৃথিবীতে বিচিত্রময়। উত্তর আমেরিকা এবং ইউরোপের অনেক দেশ শীতকালে বরফে ঢাকা থাকে তখন এই দেশের সবুজ গাছের পাতা ঝড়ে হয়ে যায় মরা এবং শুকনো গাছের মতো, অথচ মার্চের শুরুতে এই (কংকাল) মরা গাছগুলো রাতারাতি সবুজ পাতায় আবৃত হয়ে নয়নাভিরাম দৃশ্যের সৃষ্টি করে। এই আকর্ষিক পরিবর্তন হচ্ছে মানব জাতির জন্য আল্লাহ তা'আলার রহমত এবং আরেকটা অন্যতম প্রত্যক্ষ নিদর্শন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

وَءَايَةٌ لَّهُمُ ٱلْأَرْضُ ٱلْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَٰهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ ﴿٣٣﴾

وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّٰتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَٰبٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ ٱلْعُيُونِ ﴿٣٤﴾

لِيَأْكُلُوا۟ مِن ثَمَرِهِۦ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ ۖ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴿٣٥﴾

"উহাদিগের জন্য একটি নিদর্শন মৃত ধরিত্রী, যাহাকে আমি সঞ্জীবিত করি এবং যাহা হইতে উৎপন্ন করি শস্য যাহা উহারা ভক্ষণ করে। উহাতে আমি সৃষ্টি করি খেজুর ও আঙ্গুরের উদ্যান এবং উৎসারিত করি প্রস্রবণ, যাহাতে উহারা ভক্ষণ করিতে পারে ইহার ফলমূল হইতে, অথচ উহাদিগের হস্ত উহা সৃষ্টি করে নাই। তবুও কি উহারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ [*আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদকে স্বীকার করে তার অনুগত হওয়া*] করিবে না?" *(৩৬-ইয়াসিন : ৩৩-৩৫)*

উল্লিখিত সুদীর্ঘ আলোচনা থেকে সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায়, পৃথিবী, চন্দ্র এবং অন্যান্য গ্রহ প্রত্যেকেই নির্ধারিত কক্ষপথে সূর্যকে কেন্দ্র করে পরিভ্রমণ করছে। সূর্যের মহাকর্ষণ শক্তির সাহায্যে একজন অন্যজন থেকে একটা নির্দিষ্ট দূরত্বে থাকছে, তাতে সৌরজগতের সুশোভিত গঠন এবং মানব জাতির সেবায় তাদের

www.pathagar.com

কাজ সুপরিকল্পিতভাবে সংরক্ষিত হচ্ছে। এই অকল্পিত ও দুঃসাধ্য কাজের নিয়ন্ত্রণে রয়েছেন পরাক্রমশালী আল্লাহ তা'আলা। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলার সুনিশ্চিত ও সুস্পষ্টভাবে আল-কুরআনে বলেছেন :

وَءَايَةٌ لَّهُمُ ٱلَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ ٱلنَّهَارَ فَإِذَا هُم مُّظْلِمُونَ ۝٣٧ وَٱلشَّمْسُ تَجْرِى لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ۚ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ۝٣٨

وَٱلْقَمَرَ قَدَّرْنَٰهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَٱلْعُرْجُونِ ٱلْقَدِيمِ ۝٣٩

لَا ٱلشَّمْسُ يَنۢبَغِى لَهَآ أَن تُدْرِكَ ٱلْقَمَرَ وَلَا ٱلَّيْلُ سَابِقُ ٱلنَّهَارِ ۚ وَكُلٌّ فِى فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ۝٤٠

"উহাদিগের জন্য এক নিদর্শন রাত্রি, উহা হইতে আমি দিবালোক অপসারিত করি, সকলেই অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে এবং সূর্য ভ্রমণ করে উহার নির্দিষ্ট গন্তব্যের দিকে, ইহা পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞের নিয়ন্ত্রণ-নির্ধারিত। এবং চন্দ্রের জন্য আমি নির্দিষ্ট করিয়াছি বিভিন্ন মনযিল, অবশেষে উহা শুষ্ক বক্র, পুরাতন খর্জুর শাখার আকার ধারণ করে। সূর্যের পক্ষে সম্ভব নয় চন্দ্রের নাগাল পাওয়া এবং রজনীর পক্ষে সম্ভব নয় দিবসকে অতিক্রম করা [*তারা নিজের ইচ্ছায় চলে না*]; এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ কক্ষপথে ভাসমান অবস্থায় সন্তরণ করে।" *(৩৬-ইয়াসিন : ৩৭-৪০)*

উপরোল্লিখিত আয়াতে বর্ণিত বিষয়ের সাথে বর্তমানে বৈজ্ঞানিক তথ্যের কোন বিরোধ নাই। ১৪০০ শত বৎসর পূর্বে চাঁদের ক্রমশ পরিবর্তন যে পৃথিবী ও সূর্যের সাথে সম্পৃক্ত সেটা প্রমাণ করার কোন ব্যবস্থা মানুষের জানা ছিল না, অথচ এই আয়াতে বর্ণিত বিষয়ের প্রতিটা অক্ষর বর্তমানে পাওয়া বৈজ্ঞানিক তথ্যের সমর্থক। চাঁদ ও সূর্যের মহাকর্ষণ শক্তির প্রভাবেই সাগর মহাসাগরে জোয়ার-ভাটা হয়। চাঁদ যদি নিজস্ব কক্ষপথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পৃথিবীর কাছাকাছি চলে আসত, তাহলে চাঁদের মহাকর্ষণ শক্তির তীব্র প্রভাবে সাগরের পানি দিয়ে সমস্ত পৃথিবী তলিয়ে যেত। কিন্তু রূপালী চাঁদ আল্লাহ তা'আলার আদেশের গোলাম তাই মানব কল্যাণে নিজ কক্ষপথে স্থির থেকে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। পৃথিবীকে কেন্দ্র করে চাঁদ পৃথিবীর চারিদিকে পরিক্রমণ করছে, যার জন্য চাঁদ হচ্ছে পৃথিবীর উপগ্রহ। তবে চাঁদ নিজের কক্ষপথে পৃথিবীর চারদিকে পরিক্রমণ করার সময় পৃথিবীর মতো নিজ অক্ষরেখায় ঘূর্ণায়মান নয়। কারণ পৃথিবীর মতো চাঁদে ঋতু পরিবর্তনের কোন প্রয়োজন নাই। চাঁদকে আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি করেছেন মানব সন্তানের সেবা করার জন্য। যা হোক চাঁদ সম্পর্কে আরও বাড়তি বর্ণনা দেয়া হলো :

The moon is the earth's only natural satellite. Its average distance from the earth is 284,403 km. Its revolution period around the earth is the same length and direction as its rotation period, which results in

www.pathagar.com

the moon always keeping one side turned toward the earth and the other side turned away from the earth. This type of rotation is called synchronous rotation [*একইভাবে অনুবর্তী হয়ে আবর্তন করা*]. The different phases of the moon are caused by the angle from which an observer on earth can see the moon illuminated. The illumination exhibits different phases as the moon makes its way around the earth, which is completed in 29 days. When the earth is between the moon and the sun, the moon will be at its brightest, which is known as full moon. Illustrated pictures are as shown below : চাঁদের বিভিন্ন মনযিলের ছবি উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা হলো।

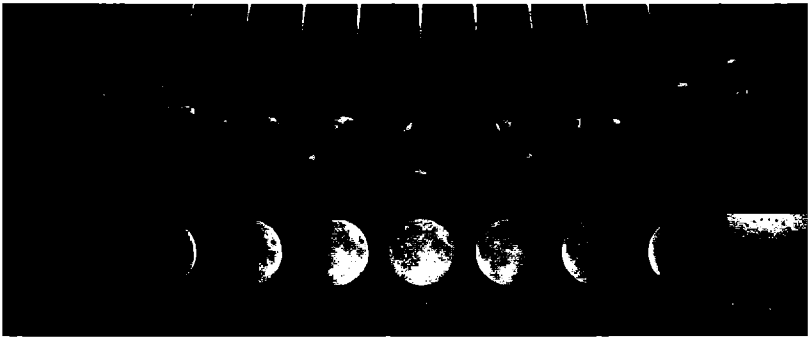

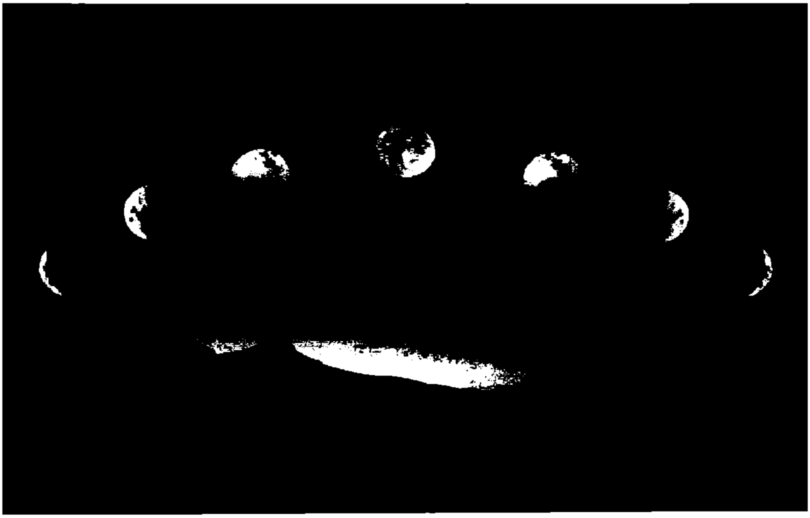

The Effects of the Moon : The moon has noticeable effects on the earth in the form of tides [*সাগরে জোয়ার-ভাটা*], but it also affects the

www.pathagar.com

motion and orbit of the earth. The moon does not orbit the center of the earth, rather, they both revolve around the center of their masses called the barycenter [*ভরের কেন্দ্র-বিন্দু*]. The sun acts on the earth and its moon as one entity with its center at the barycenter. Since the earth revolves around the barycenter, which in turn orbits the sun, the earth follows a wobbly path around the sun. This is illustrated in the following example. To complicate things further, the barycenter is not always in the same place due to the elliptical nature of the moon's orbit.

The sun attracts the moon is such a way that it perturbs its orbit every 31.807 days, this phenomenon is called evection [*সূর্যের প্রভাবে চাঁদের কার্যক্রমে বিঘ্ন ঘটানো*]. The moon also changes the position of the earth's equinoxes. The sun and moon each attract the earth's equatorial bulge, trying to bring it into alignment with both of them. This torque [*ঘূর্ণন করার শক্তিবিশেষ*] is counteracted by the rotation of the earth. The combination of these two forces is a slow rotation of the erath's axis, which in turn results a slow westward rotation of the equinoxes.

মানব জাতির তথা পৃথিবীর কল্যাণে আল্লাহ্ তা'আলা সূর্য ও চন্দ্র সৃষ্টি করেছেন। তাই তারা সম্মিলিতভাবে আল্লাহ্ তা'আলার নিয়ন্ত্রণে নির্দিষ্ট স্থানের অথবা কক্ষপথ থেকে বিচ্যুত না হয়ে ঋতুর পরিবর্তন সাধনে কাজ করে যাচ্ছে। মানুষ বিভ্রান্ত হয়ে ইবাদতে যাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলার শরীক করে তাদের পক্ষে এই অস্বাভাবিক কঠিন কাজ সম্ভব নয়। কারণ বিভ্রান্তদের ইবাদতের বস্তুসমূহ কাল্পনিক অথবা পূর্ববর্তী কোন জাতির আদি ইতিহাস সম্পৃক্ত বিশ্বাস ও ধারণা থেকে সৃষ্টি অথবা তাদের নিজ হাতে গড়া জড় পদার্থ/মূর্তি অথবা আল্লাহ্ তা'আলার সৃষ্টির বস্তু [*সূর্য, চন্দ্র, জিন, ফিরিশতা, পাহাড়, মানুষ ইত্যাদি*]। এদের উপমা দিয়ে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন :

قُلْ أَرَءَيْتُمْ شُرَكَآءَكُمُ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِى مَاذَا خَلَقُوا۟ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ أَمْ ءَاتَيْنَٰهُمْ

كِتَٰبًا فَهُمْ عَلَىٰ بَيِّنَتٍ مِّنْهُ ۚ بَلْ إِن يَعِدُ ٱلظَّٰلِمُونَ بَعْضُهُم بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا ﴿٤٠﴾

۞ إِنَّ ٱللَّهَ يُمْسِكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ أَن تَزُولَا ۚ وَلَئِن زَالَتَآ إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّنۢ بَعْدِهِۦٓ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴿٤١﴾

"বল, 'তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাহাদিগকে ডাক সেই সকল তথাকথিত অংশীদারের [*দেব-দেবী, মূর্তি, জিন, ক্ষমতাবান মানুষ ইত্যাদি*] কথা ভাবিয়া দেখিয়াছ কি? তাহারা পৃথিবীতে কিছু সৃষ্টি করিয়া থাকিলে আমাকে দেখাও অথবা আকাশমণ্ডলীর সৃষ্টিতে উহাদিগের কোন অংশ আছে কী, নাকি, আমি উহাদিগকে

www.pathagar.com

এমন কোন কিতাব দিয়াছি যাহার প্রমাণের উপর ইহারা নির্ভর করে? বস্তুত যালিমরা একে অপরকে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়া থাকে। আল্লাহ্ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীকে সংরক্ষণ করেন, যাহাতে উহারা স্থানচ্যুত না হয়, উহারা স্থানচ্যুত হইলে তিনি ব্যতীত কে উহাদিগকে সংরক্ষণ করিবে? তিনি অতি সহনশীল, ক্ষমাপরায়ণ।" *(৩৫-ফাতির : ৪০, ৪১)*

উল্লিখিত আলোচনা ও আয়াত থেকে সুস্পষ্ট বুঝা যায় যে, আল্লাহ্ তা'আলার আদেশেই তারা নিজ নিজ কক্ষপথে পরিক্রমণের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদত করছে। তারা সর্বদাই আল্লাহ্ তা'আলার বাধ্য থাকে তাই তাদের কারও সাধ্য এবং শক্তি নাই পরস্পরের কক্ষপথকে অতিক্রম করে সুশৃঙ্খল নিয়ন্ত্রণে বাধা সৃষ্টি করা। এই সমস্ত সবকিছুতেই রয়েছে আল্লাহ্ তা'আলার একত্ববাদের সুস্পষ্ট নিদর্শন।

বীজ ও গাছ পালায় নিদর্শন

আদম সন্তান পৃথিবীতে আগমনের পূর্বেই আল্লাহ্ তা'আলা পৃথিবীকে করেছিলেন বাসযোগ্য। সবুজ শ্যামল গাছপালা, নানা রংয়ের ফুল-ফল, নানা জাতের শস্য দিয়ে আবৃত করে পৃথিবীকে করেছিলেন মনোরম, মনোহর চিত্তাকর্ষক। জীবন ধারণের জন্য সব রকম উপকরণ সহজলভ্য হলেও আদম সন্তানের জীবনোপকরণ অর্জনের জন্য প্রথম থেকেই কৃষি কাজই প্রধান ভূমিকা পালন করে, যা আজ পর্যন্ত বিদ্যমান আছে। জাতি ধর্ম নির্বিশেষে মানব সভ্যতার উন্নয়নে কৃষির ভূমিকা অনস্বীকার্য। কৃষির ক্ষেত্রে উন্নতিই দেশকে সর্বোতভাবে উন্নতির শিখরে উপনীত হতে সাহায্য করেছে, উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায়, বর্তমান বিশ্বে রাজনৈতিক, সামরিক এবং প্রযুক্তিতে আমেরিকার অভূতপূর্ব শক্তির পেছনে রয়েছে কৃষির প্রধান ভূমিকা। কৃষি কাজের প্রথম ধাপ হচ্ছে মাটিতে বিভিন্ন শস্যের এবং ফুল-ফলের বীজ বপন করা। তাই বলা যায়, আদম সন্তানরা আজীবন দেখে আসছে মাটিতে একটা ছোট বীজ বপন করার পর, অঙ্কুরিত হয় একটা চারা গাছ। অথচ অধিকাংশ মানব সন্তানরা কোন সময় চিন্তা করে না যে, এই অতি ছোট বীজ থেকে কিভাবে একটা ছোট গাছ অঙ্কুরিত হয়।

বর্তমানে প্রায় সবদেশেই কৃষির ক্ষেত্রে গবেষণামূলক কাজে যথেষ্ট এগিয়ে আছে। নিয়ন্ত্রিত পানি সেচের ব্যবস্থায়, মাটির উর্বর ক্ষমতা বৃদ্ধিতে জৈবসার ব্যবহার এবং বিভিন্ন শস্যের উন্নতমানের বীজ সংরক্ষণে, বীজের প্রজনন ক্রিয়া সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন হয়েছে। মাটিতে বীজ রোপণের নানা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির আবিষ্কারে কৃষকরা সহজভাবে বীজ বপন করতে পারছেন, তাতে উৎপাদন

www.pathagar.com

ক্ষমতাও অপ্রত্যাশিতভাবে বেড়েছে, যেমন ইরি ধানের উৎপাদনশীলতা। তবুও মানুষ মাটিতে বীজ বপন করেই ক্ষান্ত হয়। বীজ থেকে কোন চারা অঙ্কুরিত না হলে তাদের করার কিছুই নাই। কৃষি বিজ্ঞানীরা বর্তমানে মাটিতে বীজ বপন ছাড়াও, শুধুমাত্র পানি, প্রয়োজনীয় তাপমাত্রা ও অন্যান্য রাসায়নিক প্রয়োগ করেও গবেষণাগারে এবং বৈজ্ঞানিকভাবে সৃষ্ট বোটানিক্যাল বাগানে বিভিন্ন গাছের চারা অঙ্কুরিত হওয়ার পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন। যেভাবেই করা হোক, তবুও বীজ থেকে গাছের চারা অঙ্কুরিত করায় তাদের ক্ষমতা অত্যন্ত সীমিত। অনেক সময় দেখা যায়, অতি যত্নে বীজ বপন করার পরও কোন চারা বের হয় না। কারণ আল্লাহ তা'আলাই বীজ থেকে গাছের চারা অঙ্কুরিত করেন, তার অনুগ্রহ ও ইচ্ছার উপরই নির্ভর করে শস্যের উৎপাদন এবং মাটির উর্বর ক্ষমতা। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

أَفَرَءَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ ﴿٦٣﴾ ءَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُۥٓ أَمْ نَحْنُ ٱلزَّٰرِعُونَ ﴿٦٤﴾ ءَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُۥٓ أَمْ نَحْنُ ٱلزَّٰرِعُونَ ﴿٦٤﴾

إِنَّا لَمُغْرَمُونَ ﴿٦٦﴾ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ ﴿٦٧﴾

"তোমরা যে বীজ বপন কর সে সম্পর্কে চিন্তা করিয়াছ কি। তোমরা কি উহাকে অঙ্কুরিত কর, না আমি অঙ্কুরিত করি? আমি ইচ্ছা করিলে ইহাকে খড়-কুটায় পরিণত করিতে পারি, তখন হতবুদ্ধি হইয়া পড়িবে তোমরা; বলিবে, 'আমাদিগের তো সর্বনাশ হইয়াছে! 'আমরা হৃত-সর্বস্ব হইয়া পড়িয়াছি।" *(৫৬-ওয়াকিয়া : ৬৩-৬৭)*

এ সমস্ত নিদর্শন আদম সন্তানরা সারাজীবন চোখের সামনে প্রত্যক্ষভাবে দেখছেন। কৃষকরা জমিতে বীজ বপন করে ভালো ফসল উৎপাদনের বড় আশা নিয়ে অপেক্ষা করেন। আদম সন্তানের প্রতি আল্লাহ তা'আলার সীমাহীন দয়া ও অনুগ্রহের জন্যই বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই ভালো ফসল উৎপাদন হয়। তবে অনেক ক্ষেত্রে যখন আশাতীত ফলন হয় না তখন তারা হতাশাগ্রস্ত হয়, বুদ্ধি ও ধীশক্তি হারিয়ে ক্ষমতাহীন হয়ে পড়েন। তাই দয়াময় আল্লাহ তা'আলা বেশীরভাগ ক্ষেত্রে সেটা করেন না। অথচ মানুষ এ ব্যাপারে চিন্তা না করে বরং ভালো ফলন হলে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ব্যতিরেকে উচ্ছ্বসিত হয়, আনন্দে আত্মহারা হয়ে ঔদ্ধত্য দেখিয়ে আল্লাহ তা'আলার সাথে শরীক স্থির করে অকৃতজ্ঞ বান্দা হয়। তবে ধীশক্তিসম্পন্ন বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা এই প্রত্যক্ষ নিদর্শনের মধ্যেই আল্লাহ তা'আলার আসল পরিচয় পেয়ে থাকে এবং কৃতজ্ঞতায় মাথা অবনত করে ইবাদত বন্দেগী করেন।

ভূপৃষ্ঠে পাহাড়-পর্বত, নদী, সাগর-মহাসাগর ও সমতল ভূমি দিয়ে আবৃত। এগুলোর মধ্যে রয়েছে একটা নির্ধারিত সমানুপাত। সমতল ভূমিতে মানুষের বসবাসের জন্য শহর গড়ে উঠায় ও কৃষি কাজের সহজ ব্যবস্থা রয়েছে তাই

www.pathagar.com

একমাত্র দক্ষিণ মেরু এবং মরুভূমির কিছু অংশ ছাড়া আর বাকী সমতল ভূমির প্রায় পুরোটাই ব্যবহার হচ্ছে শহর সৃষ্টিতে, শিল্পকারখানা প্রতিষ্ঠায় এবং কৃষি কাজে। বাংলাদেশের সমতল ভূমির প্রতিটা ইঞ্চি হচ্ছে উর্বর, কৃষির জন্য উপযোগী তাই ব্যবহারও হচ্ছে অত্যন্ত সতর্কতার সহিত। সমতল এবং উর্বর ভূমি যে কতটুকু মূল্যবান বস্তু সেটা বাংলাদেশীরা খুব ভালোভাবে জ্ঞাত আছেন। উর্বর ভূমি এবং বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্র সবুজ বৃক্ষের জন্য উপযোগী হওয়ায়, সমস্ত দেশ সারা বৎসর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য সবুজে, নানা মৌসুমের নানা রংয়ের ফুল-ফলে শোভিত থাকে। এজন্যই বিখ্যাত গানে বলা হয়েছে, 'এমন দেশ..., পৃথিবীর প্রায় সব দেশই সমতল ভূমির বিছানাতুল্য জমি, নানা রংয়ের বিচিত্রময় গাছপালা, ফুল-ফল এবং বিভিন্ন ধরনের শস্যাদি দ্বারা আবৃত আছে।

সবচেয়ে বিস্ময়কর বিষয় হচ্ছে, একই ধরনের মাটিতে একই সূর্যের আলো ও পানিতে অঙ্কুরিত গাছ উৎপাদন করে বিভিন্ন বর্ণের ফুল এবং বিভিন্ন বর্ণের ও স্বাদের ফল। আরও উৎপাদন করে নানা ধরনের শাক সবজি, যা মানুষ ও জীবজন্তুর জন্য ব্যবহার হয় জীবনোপকরণ হিসেবে। অথচ বেশীর ভাগ আদম সন্তানরাই এই বিস্ময়কর ও মনোহর সৌন্দর্যে অবাক হলেও তার পেছনে যে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তা'আলার সঠিক পরিচয় ও নিদর্শন সুস্পষ্টভাবে উপস্থিত আছে সে সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করেন না। এমনকি যারা এ সমস্ত নিয়ে রাত-দিন গবেষণারত আছেন তারাও এই নিদর্শনের সাহায্যে আল্লাহ তা'আলার আসল পরিচয় সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করেন না, তবে চিন্তাশীল ব্যক্তিদের কথা স্বতন্ত্র। তাই এই নিদর্শনের বিভিন্ন উপমা দিয়ে আদম সন্তানদের বুঝানোর জন্য আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجْنَا بِهِۦٓ أَزْوَٰجًا مِّن نَّبَاتٍ شَتَّىٰ ﴿٥٣﴾

"যিনি তোমাদিগের জন্য পৃথিবীকে করিয়াছেন বিছানা এবং উহাতে করিয়া দিয়াছেন তোমাদিগের চলিবার পথ, তিনি আকাশ হইতে বারি বর্ষণ করেন এবং আমি উহা দ্বারা বিভিন্ন প্রকারের উদ্ভিদ উৎপন্ন করি। তোমরা আহার কর ও তোমাদিগের গবাদি পশু চরাও; অবশ্যই ইহাতে নিদর্শন আছে বিবেকসম্পন্নদিগের জন্য।" *(২০-তাহা : ৫৩, ৫৪)*

فِيهَا فَٰكِهَةٌ وَٱلنَّخْلُ ذَاتُ ٱلْأَكْمَامِ ﴿١١﴾ وَٱلْحَبُّ ذُو ٱلْعَصْفِ وَٱلرَّيْحَانُ ﴿١٢﴾ فَبِأَىِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿١٣﴾

"তিনি পৃথিবীকে স্থাপন করিয়াছেন সৃষ্ট জীবের জন্য। ইহাতে রহিয়াছে ফলমূল এবং খর্জুর বৃক্ষ, যাহার ফল আবরণযুক্ত এবং খোসাবিশিষ্ট দানা ও সুগন্ধি গুল্ম। অতএব তোমরা উভয়ে [*মানব সন্তান ও জিন*] তোমাদিগের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে?" *(৫৫-রহমান : ১০, ১৩)*

www.pathagar.com

أَمَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَنۢبَتْنَا بِهِۦ حَدَآئِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَّا كَانَ

لَكُمْ أَن تُنۢبِتُوا۟ شَجَرَهَآ ۗ أَءِلَٰهٌ مَّعَ ٱللَّهِ ۚ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ ﴿٦٠﴾

"বরং তিনি, যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং আকাশ হইতে তোমাদিগের জন্য বর্ষণ করেন বৃষ্টি; অতঃপর আমি উহা দ্বারা মনোরম উদ্যান সৃষ্টি করি, উহার বৃক্ষাদি উদ্গত করিবার ক্ষমতা তোমাদিগের নাই। আল্লাহর সহিত অন্য কোন ইলাহ্ আছে কি? তবুও উহারা এমন এক সম্প্রদায় যাহারা সত্য বিচ্যুত হয়।" *(২৭-নমল : ৬০)*

هُوَ ٱلَّذِىٓ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً ۖ لَّكُم مِّنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ ﴿١٠﴾

يُنۢبِتُ لَكُم بِهِ ٱلزَّرْعَ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلنَّخِيلَ وَٱلْأَعْنَٰبَ وَمِن كُلِّ ٱلثَّمَرَٰتِ ۗ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١١﴾

"তিনিই আকাশ হইতে বারি বর্ষণ করেন; উহাতে তোমাদিগের জন্য রহিয়াছে পানীয় এবং উহা হইতে জন্মায় উদ্ভিদ যাহাতে তোমরা পশুচারণ করিয়া থাক। তিনি তোমাদিগের জন্য উহার দ্বারা জন্মান শস্য, যায়তুন, খর্জুর বৃক্ষ-দ্রাক্ষা এবং সর্বপ্রকার ফল। অবশ্যই ইহাতে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য রহিয়াছে নিদর্শন।" *(১৬-নাহল : ১০, ১১)*

وَهُوَ ٱلَّذِى مَدَّ ٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَٰسِىَ وَأَنْهَٰرًا ۖ وَمِن كُلِّ ٱلثَّمَرَٰتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ ۖ يُغْشِى

ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارَ ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣﴾

وَفِى ٱلْأَرْضِ قِطَعٌ مُّتَجَٰوِرَٰتٌ وَجَنَّٰتٌ مِّنْ أَعْنَٰبٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَىٰ بِمَآءٍ وَٰحِدٍ

وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِى ٱلْأُكُلِ ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٤﴾

"তিনিই ভূতলকে বিস্তৃত করিয়াছেন এবং উহাতে পর্বত ও নদী সৃষ্টি করিয়াছেন এবং প্রত্যেক প্রকারের ফল সৃষ্টি করিয়াছেন জোড়ায় জোড়ায়। তিনি দিবসকে রাত্রি দ্বারা আচ্ছাদিত করেন। ইহাতে অবশ্যই নিদর্শন রহিয়াছে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য। পৃথিবীতে রহিয়াছে পরস্পর সংলগ্ন; উহাতে আছে দ্রাক্ষা-কানন, শস্যক্ষেত্র, একাধিক শিরবিশিষ্ট অথবা এক শিরবিশিষ্ট খর্জুর বৃক্ষ- তাহারা সকলেই একই পানি দ্বারা উৎপন্ন হয় কিন্তু তবুও ফল হিসেবে উহাদিগের কতককে কতকের উপর আমি শ্রেষ্ঠত্ব দিয়া থাকি। অবশ্যই বোধশক্তিসম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য ইহাতে রহিয়াছে নিদর্শন।" *(১৩-রা'দ : ৩, ৪)*

فَأَنشَأْنَا لَكُم بِهِۦ جَنَّٰتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَٰبٍ لَّكُمْ فِيهَا فَوَٰكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿١٩﴾

وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَآءَ تَنۢبُتُ بِٱلدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِّلْءَاكِلِينَ ﴿٢٠﴾

www.pathagar.com

"অতঃপর আমি উহা [*বৃষ্টির পানি*] দ্বারা তোমাদিগের জন্য খর্জুর ও আঙ্গুরের বাগান সৃষ্টি করি; ইহাতে তোমাদিগের জন্য আছে প্রচুর ফল; আর উহা হইতে তোমরা আহার করিয়া থাক এবং সৃষ্টি করি এক বৃক্ষ যাহা জন্মায় সিনাই পর্বতে, ইহাতে উৎপন্ন হয় ভোজনকারীদিগের জন্য তৈল ও ব্যঞ্জন [যায়তুন বা জলপাই, Olive]।" *(২৩-মু'মিনূন : ১৯, ২০)*

وَٱلْأَرْضَ مَدَدْنَٰهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَٰسِىَ وَأَنۢبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍۭ بَهِيجٍ ۝ تَبْصِرَةً وَذِكْرَىٰ لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ ۝

"আমি বিস্তৃত করিয়াছি ভূমিকে ও তাহাতে স্থাপন করিয়াছি পর্বতমালা এবং উহাতে উদ্গত করিয়াছি নয়ন প্রীতিকর সর্বপ্রকার উদ্ভিদ, আল্লাহর অনুরাগী প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য জ্ঞান ও উপদেশস্বরূপ।" *(৫০-কাফ : ৭, ৮)*

উপরোল্লিখিত সব আয়াতে বর্ণিত সৃষ্টির নিদর্শনে আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদের সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। এই নিদর্শনগুলো মানব প্রতিমুহূর্তে দেখছেন, নিজের প্রয়োজনে ব্যবহার ও সৌন্দর্য উপভোগ করছেন এবং গল্পে কবিতায় নিজের হৃদয়ের আবেগ প্রকাশ করে প্রশংসা করছেন, অথচ এই বৈচিত্র্যময়, নয়নাভিরাম এবং সৌন্দর্যের বাহার সৃষ্টি একমাত্র মহিমান্বিত প্রজ্ঞাময় সর্বজ্ঞ আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্য কারও পক্ষে সম্ভব নয় সেটা নিয়ে মানবজাতির অধিকাংশ মানুষই গভীরভাবে চিন্তা করে না। অধিকাংশ বিজ্ঞানীরা, যারা বিভিন্ন রংয়ের গাছ ও ফুল-ফলের এবং শস্যের উৎকৃষ্টতায় জমি ও পানির ভূমিকা নিয়ে গবেষণায় রত আছেন, তারা আল্লাহ তা'আলার অনবদ্য সৃষ্টির নিপুণতা সম্পর্কে সাধারণ মানুষের তুলনায় বেশী জ্ঞান রাখেন অথচ তারাও আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদের বিশ্বাসে দৃঢ় নয়, এমনকি অনেকে আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন না। তাই বলা যায়, পার্থিব বিষয়ে তারা বুদ্ধিবৃত্তিক ব্যক্তি হিসেবে গণ্য হলেও আধ্যাত্মিক বিষয়ে তারা দুর্ভাগ্যবশতঃ অজ্ঞ। উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা সুস্পষ্টভাবে বলেছেন যে, এই সমস্ত নিদর্শন থেকে একমাত্র বোধশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিরাই অনুধাবন করতে পারবে আল্লাহ তা'আলার প্রকৃত পরিচয়। তাই আল-কুরআনে বর্ণিত এই নিদর্শনের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা মানব সন্তানকে স্মরণ করিয়ে বলেছেন যে, তোমরা যা কিছু প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে দেখছ ও ব্যবহার করছ, তার সৃষ্টিকর্তা, নিয়ন্ত্রণ ও বিধানকর্তা আল্লাহ তা'আলা, তিনি এক অদ্বিতীয় যার কোন শরীক নাই। যদি তার কোন অংশীদার অথবা শরীক থাকতো, তাহলে এই নিদর্শনগুলোর সৃষ্টিতে ও সৌন্দর্যের রক্ষণাবেক্ষণে, নিয়ন্ত্রণে নিয়মিতভাবে বাধার সৃষ্টি হত এবং খুঁত পাওয়া যেত। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

مَا ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُۥ مِنْ إِلَٰهٍ ۚ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍۭ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ سُبْحَٰنَ ٱللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ۝

www.pathagar.com

"আল্লাহ কোন সন্তান গ্রহণ করেননি এবং তার সাথে কোন মা'বুদ নেই। থাকলে প্রত্যক মা'বুদ নিজ নিজ সৃষ্টি নিয়ে চলে যেত এবং একজন অন্যজনের উপর প্রবল হয়ে যেত। তারা যা বলে, তা থেকে আল্লাহ পবিত্র।" *(২৩-মু'মিনুন : ৯১)*

ٱلَّذِى خَلَقَ سَبْعَ سَمَٰوَٰتٍ طِبَاقًا ۖ مَّا تَرَىٰ فِى خَلْقِ ٱلرَّحْمَٰنِ مِن تَفَٰوُتٍ ۖ فَٱرْجِعِ ٱلْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورٍ ۝

"তিনি সপ্ত আকাশ স্তরে স্তরে সৃষ্টি করেছেন। তুমি করুণাময় আল্লাহ তাআলার সৃষ্টিতে কোন তফাত দেখতে পাবে না। আবার দৃষ্টি ফিরাও; কোন ফটিল দেখতে পাও কি?" *(৬৭-মুলক : ৩)*

নদী, সমুদ্র, সাগর এবং তার পানিতে রয়েছে নিদর্শন

পাহাড়-পর্বতের মতোই নদী, সমুদ্র-সাগর ও তাতে গচ্ছিত বিপুল পরিমাণ পানি এবং সম্পদে রয়েছে আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টির নিদর্শন এবং তার সুস্পষ্ট পরিচয়। ভূ-পৃষ্ঠের দুই তৃতীয়াংশ জায়গা জুড়ে রয়েছে সাগর মহাসাগরের পানি। পাহাড়-পর্বতের মতোই সাগরের বিপুল পরিমাণ পানির ভর পৃথিবীকে করেছে ভারসাম্য এবং বৃষ্টি সৃষ্টির অন্যতম উৎস, ইতোপূর্বে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। তদুপরি নদী-সাগর মহাসাগরের আরেকটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহার হচ্ছে, পানি পথে নৌকা ও জাহাজ চলাচলে মানুষের গন্তব্যস্থানে পৌঁছার এবং প্রয়োজনীয় পণ্যদ্রব্য বিভিন্ন জায়গায় অতিসহজে সরবরাহের জন্য একটা অন্যতম ব্যবস্থা। পৃথিবীর প্রতি দেশেই প্রতিদিন মানুষ এই অন্যতম ব্যবস্থার সাথে সম্পৃক্ত আছে, ব্যবহার করছে, যা প্রত্যক্ষভাবে সবার সামনে সর্বদা প্রতীয়মান আছে। বর্তমানে যাতায়াতের এবং ভারী বস্তু বহন করার জন্য উড়োজাহাজ তৈরি হয়েছে। অল্প সময়ের মধ্যে পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে বিভিন্ন সময় নানা দুর্ঘটনায় মাল সরবরাহের সুন্দর দৃষ্টান্ত মানুষ দেখেছে, যেমন নিকট অতীতে ইন্দোনেশিয়ার সুনামী এবং বাংলাদেশের সিডর, আইলা এবং হেইতির ভূমিকম্প ইত্যাদি। তবুও এক মহাদেশ থেকে অন্য মহাদেশে, এক দেশ থেকে অন্য দেশে লক্ষ কোটি টন ভারী বস্তু সরবরাহে সাগরের পানি পথের বিকল্প এখনও আবিষ্কার হয়নি। উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হচ্ছে, খাদ্য শস্য, অন্যান্য পণ্যদ্রব্য, ভারী যন্ত্র, প্রাকৃতিক গ্যাস, তেল এবং বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক বস্তু বাণিজ্যিক কারণে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে প্রেরণ করায় পানি পথই একমাত্র পথ। মালবাহী একটা বড় জাহাজ যে পরিমাণ মাল বহন করতে পারে, তা উড়োজাহাজে করতে গেলে দরকার হবে অনেকগুলো বড় উড়োজাহাজ এবং বিপুল পরিমাণ অর্থ, তাতে বাণিজ্যিক দ্রব্যের দাম হয়ে যাবে মানুষের ক্রয় ক্ষমতার উর্ধ্বে। কয়েক বৎসর আগে পানি পথের ব্যবহারের একটা আশ্চর্যজনক দৃষ্টান্ত দেখেছিলাম, ব্রাজিলের ইথ্যানল শিল্পের

www.pathagar.com

জন্য জাপান তৈরি করে একটা বিরাট কারখানা। গোটা কারখানাটা সন্নিবেশিত অবস্থায় জাপান যখন জাহাজ যোগে ব্রাজিল পাঠিয়ে দেয় তখন এই মজার দৃশ্য ও অকল্পনীয় ঘটনা টিভিতে দেখানো হয়েছিল। মানব সভ্যতার প্রগতির সাথে প্রয়োজনীয়তা বেড়ে পৃথিবীর সব দেশের সাথে যোগাযোগ ও ব্যবসা-বাণিজ্য আরও বেড়ে গেছে তাতে পানি পথের ব্যবহারও অপ্রত্যাশিতভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। একমাত্র তেল বহনকারী জাহাজ ছাড়া অন্যান্য পণ্যদ্রব্য বহনকারী জাহাজের দুর্ঘটনা প্রকৃতপক্ষে অতিবিরল তাই অতি সহজে কোন প্রকার ঝুঁকি ব্যতিরেকে স্বাচ্ছন্দ্যে মানুষ পণ্যদ্রব্য পরিবহণ করছে। বস্তুত এই সবই হলো, আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টির অন্যতম নিদর্শন, যার মধ্যে এক সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তা'আলার সুনিশ্চিত পরিচয় পাওয়া যায়।

আল্লাহ তা'আলার সীমাহীন রহমত ও অনুগ্রহেই মানুষ সমুদ্র ও নদী পথে চলাচল করতে পারে এবং বিপদ-আপদে সাহায্য প্রাপ্ত হয়ে থাকে। আল্লাহ তা'আলাই সমুদ্রের পানিকে মানুষের বশবর্তী করেছেন যাতে মানুষ সমুদ্রে সহজে চলাচল করতে পারে। বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ- নদী-সমুদ্রের পানি পথে চলাচল এবং জীবনোপকরণ অর্জন বাঙালীদের জীবন যাপনের একটা অন্যতম অংশ। প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ জীবিকা অর্জনের জন্য নদী-সমুদ্রে আশ্রয় লয়। তাই বলা যায়, নদী ও সমুদ্রের অনুগ্রহের উপর তারা নির্ভরশীল অর্থাৎ দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ তা'আলাই তাদেরকে এই অনুগ্রহ প্রাপ্ত হওয়ায় সাহায্য করছেন। কারণ এই নিয়ামতের মালিক আল্লাহ তা'আলা, তার হুকুমেই নদী-সমুদ্র মানুষের জন্য শান্ত থাকে, যাতে মানুষ সহজে ভ্রমণ করতে এবং জীবিকা অনুসন্ধান করতে পারে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱلْفُلْكَ تَجْرِى فِى ٱلْبَحْرِ بِنِعْمَتِ ٱللَّهِ لِيُرِيَكُم مِّنْ ءَايَٰتِهِۦٓ ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴿٣١﴾

"তুমি কি লক্ষ্য করো না যে, আল্লাহর অনুগ্রহে নৌযানগুলি সমুদ্রে বিচরণ করে, যা দ্বারা তিনি তোমাদিগকে তাহার নিদর্শনাবলীর কিছু প্রদর্শন করেন। ইহাতে অবশ্যই নিদর্শন রহিয়াছে প্রত্যেক ধৈর্যশীল কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য।" *(৩১-লোকমান : ৩১)*

আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ না থাকলে নদী এবং সমুদ্রে ভ্রমণ মানুষের জন্য ছিল অত্যন্ত বিপজ্জনক। সমুদ্রের পাহাড় সমান তরঙ্গ সর্বদাই মানুষকে পরাহত করত। মাঝে মধ্যে নদী ও সমুদ্রে ভ্রমণে যে বিপদ একবারে ঘটে না সেটা মানব সন্তানরা ভালোভাবেই অবগত আছে। বিংশ শতাব্দীর শুরুতে টাইটানিক জাহাজের পরিণতি সম্পর্কে পৃথিবীর সব মানুষের জানা আছে। টাইটানিক নামকরণ হয়েছিল গ্রিক টাইটন শব্দ থেকে, যার অর্থ একদা পৃথিবী শাসনকারী দানব

পরিবারের একজন টাইটন। তাই জাহাজের নাম টাইটানিক [*বিশাল দানব*] নির্ধারণ করায় ছিল ঔদ্ধত্যপূর্ণ অভিব্যক্তি এবং আল্লাহ তা'আলার সাথে শিরক করা ব্যক্তির বা কল্পিত নাম। যাত্রার প্রারম্ভে জাহাজের মালিক অথবা প্রভাবশালী এক ব্যক্তির জাহাজ সম্পর্কে ঔদ্ধত্যপূর্ণ উক্তি ছিল যে, "স্বয়ং সৃষ্টিকর্তাও এই জাহাজ ডুবিয়ে দিতে পারবে না।" বাস্তবে দেখা গেল টাইটানিকের মতো বিশাল জাহাজ আটলান্টিক মহাসাগরে অপ্রত্যাশিতভাবে গচ্ছিত থাকা একখণ্ড বরফের সাথে ধাক্কা খেয়ে সাগরের পানিতে তলিয়ে গেল। এই ঘটনা হচ্ছে মানব জাতির উদ্ধত প্রকৃতি ব্যক্তিদের জন্য একটা গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা যে, পরাক্রমশালী আল্লাহ তা'আলার সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলে, তার পরিণতি হয় এরকম আকস্মিক ধ্বংসের মাধ্যমে। উদ্ধতদের শিক্ষা দেয়ার জন্য মহাসাগরের অথৈ পানির উত্তাল ঢেউ অথবা বায়ুর শক্তিশালী ঝড়ের দরকার হয় না, শুধুমাত্র দরকার হয় আল্লাহ তা'আলার আদেশের বাধ্য এক খণ্ড বরফের উত্তেজনাহীন শীতল প্রতিবন্ধকতা। তাই বলা যায়, মাঝে মধ্যে পানি পথে ভ্রমণে যা কিছু অঘটন ঘটে, তা আল্লাহ তা'আলার কাছ থেকে মানব সন্তানের জন্য পরীক্ষাস্বরূপ যাতে কৃতজ্ঞ ব্যক্তিদের তিনি বাছাই করতে পারেন। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ

بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ ۝

"যখন তরঙ্গ উহাদিগকে আচ্ছন্ন করে মেঘচ্ছায়ার মতো তখন উহারা আল্লাহকে ডাকে তাহার আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হইয়া। কিন্তু যখন তিনি উহাদিগকে উদ্ধার করিয়া স্থলে পৌঁছান তখন উহাদের কেহ কেহ সরল পথে থাকে; কেবল বিশ্বাসঘাতক, অকৃতজ্ঞ ব্যক্তিই তাহার নিদর্শনাবলী অস্বীকার করে।" *(৩১-লোকমান : ৩২)*

وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ ۝ إِن يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَىٰ ظَهْرِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ۝

أَوْ يُوبِقْهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَن كَثِيرٍ ۝

"তাহার অন্যতম নিদর্শন পর্বতসদৃশ সমুদ্রে চলমান নৌযানসমূহ। তিনি ইচ্ছা করিলে বায়ুকে স্তব্ধ করিয়া দিতে পারেন [*যন্ত্রে চালিত জাহাজ আবিষ্কারের পূর্বে বায়ুর উপরই মানুষকে নির্ভর করতে হত*]; ফলে নৌযানসমূহ নিশ্চল হইয়া পড়িবে সমুদ্র পৃষ্ঠে। নিশ্চয়ই ইহাতে নিদর্শন রহিয়াছে ধৈর্যশীল ও কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য অথবা তিনি তাহাদিগের কৃতকর্মের জন্য সেইগুলিকে বিধ্বস্ত করিয়া দিতে পারেন [*টাইটানিকের মতো*] এবং অনেককে তিনি ক্ষমা করেন।" *(৪২-শূ'রা : ৩২-৩৪)*

● اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝

www.pathagar.com

"আল্লাহই তো সমুদ্রকে তোমাদিগের কল্যাণে নিয়োজিত করিয়াছেন, যাহাতে তাহার আদেশে উহাতে নৌযানসমূহ চলাচল করিতে পারে এবং যাহাতে তোমরা তাহার অনুগ্রহ অনুসন্ধান করিতে পার ও তাহার প্রতি কৃতজ্ঞ হও।" *(৪৫-জাসিয়া : ১২)*

নদী ও সমুদ্রের পানি এবং তাতে গচ্ছিত বিপুল পরিমাণ সম্পদ হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার আরেকটা নিদর্শন। নদী ও সমুদ্রের পানি, পানের স্বাদে ও দেখতে একরকম নয়, মানব সন্তানরা সকলেই এ ব্যাপারে অবগত আছেন। একটার পানি সুমিষ্ট ও অপরটা হলো লোনা অথচ দুই জায়গায় থেকেই মানব সন্তানরা পায় মাছ, মাংস ও অলঙ্কারাদি। চলন্ত নদী আবার শেষ সীমায় মিলিত হয় সমুদ্রে, তা সত্ত্বেও লোনা ও সুমিষ্ট পানি একে অপরকে অতিক্রম করে না। কারণ আল্লাহ তা'আলাই তাদের মধ্যে রেখেছেন অন্তরায়, যাতে অত্যাবশ্যক পানির সদ্ব্যবহার মানুষের জন্য সহজ হয়। এগুলো হলো, আল্লাহ তা'আলার অন্যতম নিদর্শন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

أَمَّن جَعَلَ ٱلْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَٰلَهَآ أَنْهَٰرًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَٰسِىَ وَجَعَلَ بَيْنَ ٱلْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ۗ أَءِلَٰهٌ

مَّعَ ٱللَّهِ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٦١﴾

"বরং তিনি, যিনি পৃথিবীকে করিয়াছেন বসবাসোপযোগী এবং উহার মাঝে মাঝে প্রবাহিত করিয়াছেন নদী-নালা এবং উহাতে স্থাপন করিয়াছেন সুদৃঢ় পর্বত ও দুই দরিয়ার মধ্যে সৃষ্টি করিয়াছেন অন্তরায়; আল্লাহর সহিত অন্য কোন ইলাহ্ আছে কি? তবুও উহাদিগের অনেকেই জানে না।" *(২৭-নামল : ৬১)*

وَمَا يَسْتَوِى ٱلْبَحْرَانِ هَٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَآئِغٌ شَرَابُهُۥ وَهَٰذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ ۖ وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا

وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا ۖ وَتَرَى ٱلْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا۟ مِن فَضْلِهِۦ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٢﴾

"দরিয়া দুইটি একরূপ নহে- একটির পানি সুমিষ্ট ও সুপেয়, অপরটির পানি লোনা, খর। প্রত্যেকটি হইতে তোমরা তাজা গোশত আহার করো এবং অলংকার যাহা তোমরা পরিধান কর, এবং রত্নাবলী আহরণ করো এবং তোমরা দেখ উহার বুক চিরিয়া নৌযান চলাচল করে যাহাতে তোমরা তাহার অনুগ্রহ অনুসন্ধান করিতে পার এবং যাহাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হও।" *(৩৫-ফাতির : ১২)*

مَرَجَ ٱلْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ ﴿١٩﴾ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّا يَبْغِيَانِ ﴿٢٠﴾

"তিনি প্রবাহিত করেন দুই দরিয়া যাহারা পরস্পরে মিলিত হয়, কিন্তু উহাদিগের মধ্যে রহিয়াছে এক অন্তরায়, যাহা উহারা অতিক্রম করিতে পারে না [*কারণ তারা আল্লাহ তা'আলার আদেশের বাধ্য আবদ্*]।" *(৫৫-রহমান : ১৯, ২০)*

www.pathagar.com

উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, সাগর-মহাসাগরকে তিনি করেছেন লবণাক্ত, আর নদীগুলোকে করেছেন সুপেয় ও সুমিষ্ট। এই দু'টোর পানি এবং তার মধ্যে গচ্ছিত ধন-সম্পদ, মানব জাতির জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান।

সুপেয় ও সুমিষ্ট পানি শস্য উৎপাদনে সেচব্যবস্থা ও মানুষ এবং জীবজন্তুর পিপাসা নিবারণের জন্য সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। তদুপরি সাগর থেকে উৎপাদিত লবন [*সোডিয়াম ক্লোরাইড, খাওয়ার লবণ*] হচ্ছে জীবপ্রাণীর শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সচল ও কার্যক্ষম রাখার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ। তাছাড়া সুস্বাদু খাবারের স্বাদ নির্ধারণের জন্য অন্যতম উপাদান। সাগর থেকে উৎপাদিত লবণের উপরই পৃথিবীর সব মানুষ নিত্যদিনের লবণের চাহিদা মিটাতে পুরোপুরি নির্ভরশীল। তাই সাগরে গচ্ছিত অফুরন্ত সম্পদ লবণ উৎপাদনে নিয়োজিত শ্রমিকরা জীবনোপকরণ উপার্জনেও আল্লাহ তা'আলার এই নিয়ামতের উপর নির্ভরশীল।

এখন আলোচনা করা যাক, লবণ জীব প্রাণীর শরীরকে সচল রাখার জন্য কীভাবে সাহায্য করে। লবণ মানুষের শরীরে বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করার জন্য বৈদ্যুতিক সংকেত পরিবহণের জন্য electrolyte [*বিদ্যুৎ পরিবাহী, অজৈব রাসায়নিক পানিতে দ্রবীভূত হয়ে সৃষ্টি করে বিদ্যুৎ পরিবাহী আয়নস*] হিসেবে কাজ করে। শরীরের কোষসমষ্টি এই বিদ্যুৎ পরিবাহীর সাহায্যে বিদ্যুৎ পরিবহণের মাধ্যমে মগজের [brain] সাথে যোগাযোগ স্থাপন করে। মগজ এই বৈদ্যুতিক সংকেত দ্বারাই শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোর কার্যক্রম এবং তাদের সক্ষমতা নির্ণয় করে এবং শরীরের সুষ্ঠুতা নির্ধারণের জন্য নিয়মিতভাবে নাড়ির কম্পন [Pulse] সৃষ্টি করে। শরীরের মাংসপেশির প্রায় ৭০ ভাগ এবং মগজের প্রায় ৭৫ ভাগ হচ্ছে পানি। তাই শরীরের পানি, লবণ [*সোডিয়াম ক্লোরাইড*] এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎপরিবাহীর সাহায্যে বিদ্যুৎ পরিবহণের জন্য অন্যতম মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। বিদ্যুৎপরিবাহী হচ্ছে রাসায়নিক আয়নস্, যা Inorganic salts [*অজৈব লবণ*] যেমন, সোডিয়াম ক্লোরাইড [$NaCl$], ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড [$CaCl_2$], পটাসিয়াম ক্লোরাইড [KCl], ম্যাগনিসিয়াম ক্লোরাইড এবং সালফেট [$MgCl_2$, $MgSO_4$], ক্যালসিয়াম বাইকার্বনেট [$CaHCO_3$] ইত্যাদি। এই লবণগুলো পানি ছাড়া অন্য কোন মাধ্যমে দ্রবীভূত হয় না, তাই লবণ ভেঙ্গে আয়নস্ সৃষ্টি করতে পারে না। এই লবণগুলো পানি দ্রবীভূত হয়ে পজেটিভ (+) এবং নেগেটিভ (-) আয়নস্ সৃষ্টি করে, যাদরেকে বলা হয় বিদ্যুৎপরিবাহী বা ইলেকট্রোলাইট। এগুলো বৈদ্যুতিক সংকেত পরিবহণ করতে সাহায্য করে। যার জন্য বলা যায়, অতীব প্রয়োজনীয় লবণ বা ইলেকট্রোলাইটস হল মানুষের শরীরে বৈদ্যুতিক শক্তির উৎস [*Electrical energy source of human's body*]।

www.pathagar.com

প্রতিমুহূর্তের কার্যক্রম সঠিকভাবে সম্পাদন করার বা শরীরকে কার্যক্ষম রাখার জন্য মানুষের শরীর বিভিন্ন ধরনের শক্তি ব্যবহার করে, যেমন রাসায়নিক শক্তি [Chemical energy], বৈদ্যুতিক শক্তি [Electrical energy], Mechanical energy [যান্ত্রিক শক্তি], Electromagnetic energy [বিদ্যুৎ চুম্বকগুণসম্পন্ন শক্তি]। এগুলোর মধ্যে বৈদ্যুতিক শক্তির উৎস এবং ব্যবহারে ইলেকট্রোলাইটস, পজেটিভ এবং নেগিটিভ আয়নস্ যেমন সোডিয়াম ক্লোরাইড আয়ানস্ পানির উপস্থিতিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাই পানি হচ্ছে মানব শরীরের সবরকম কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করার জন্য প্রধান উপকরণ। যার ফলে "পানির অপর নাম হচ্ছে জীবন"। আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন : তিনি জীবন্ত সবকিছু পানি হতে সৃষ্টি করেছেন।

أَوَلَمْ يَرَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ أَنَّ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَٰهُمَا ۖ وَجَعَلْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ كُلَّ شَىْءٍ حَىٍّ ۖ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ﴿٣٠﴾

"যাহারা কুফরি করে তাহারা কি ভাবিয়া দেখে না যে, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী মিশিয়া ছিল ওতপ্রোতভাবে; অতপর আমি উভয়কে পৃথক করিয়া দিলাম; এবং প্রাণবান সমস্ত কিছু সৃষ্টি করিলাম পানি হইতে; তবুও কি উহারা বিশ্বাস করিবে না?" *(১৯-আম্বিয়া : ৩০)*

পর্যাপ্ত পরিমাণ পানি ছাড়া মানুষ, জীবজন্তু, গাছপালা ইত্যাদি কোন প্রাণবান বস্তুই সঠিকভাবে কাজ করতে পারে না। তাই dehydration [*জলশূন্যতা*] হচ্ছে প্রাণবান বস্তুর জন্য বড় শত্রু। এজন্যই জলশূন্যতা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য প্রতিদিন আমরা পর্যাপ্ত পরিমাণ পানি পান করি যাতে শরীরে পানির ভারসাম্যতা রক্ষা পায়। একজন স্বাস্থ্যবান ব্যক্তির শরীরে পানি এবং বিদ্যুৎপরিবাহীর ভারসাম্যতা রক্ষা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার কারণ প্রতিদিন একজন স্বাস্থ্যবান ব্যক্তির শরীর থেকে গড়পড়তায় প্রায় ১৩০০ মি. লি. পানি অথবা ইলেকট্রোলাইট দ্রবণ [*electrolyte solution*] প্রস্রাবে, ৬০০ মি. লি. ঘামের সাথে এবং ২০০ মি. লি. মলের সাথে শরীর থেকে বের হয়। এছাড়াও আরো অন্যান্যভাবে পানিশূন্যতা হতে পারে, যেমন : pregnancy, poor diet, use of diuretic [*tea, coffee and caffeinated drinks*], disease, vomiting, diarrhea, truma and excessive perspiration etc. মাধ্যমে শরীর থেকে পানি বের হয়। তবে এক্ষেত্রে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উল্লেখ্য যে, জলশূন্যতায় শরীর থেকে শুধুমাত্র পানি বের হয় না, বরং পানির সাথে অন্যান্য অতীব প্রয়োজনীয় ইলেকট্রোলাইটও বের হয়ে যায়। অতএব পিপাসা বা জলশূন্যতা নিবারণের জন্য শুধুমাত্র পানি পান করলে শরীরের জন্য পর্যাপ্ত নয়। শরীরে ইলেকট্রোলাইটের

www.pathagar.com

ভারসাম্যতা বজায় রাখার জন্য ভারসাম্য পানীয়, স্যালাইন এক্ষেত্রে অপরিহার্য। কারণ স্যালাইনে প্রয়োজনীয় ইলেকট্রোলাইট দিয়ে ভারসাম্য করা হয়।

এখন আলোচনা করা যাক একজন স্বাস্থ্যবান ব্যক্তির সুষ্ঠুভাবে জীবন ধারণে ইলেকট্রোলাইট কীভাবে কাজ করে এবং তার কতটুকু প্রয়োজন আছে। Mark T. Nielsen, Professor of Biology, University of Utah, Salt Lke City, Utah USA, এ সম্পর্কে যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা এখানে উল্লেখ করা হলো : Energy is an important factor in the function of our bodies. We often say, "I am lacking energy" or "I wish I had more energy." But, what is energy? Simply defined, energy is the capacity to do work or to place matter into motion. It is the use of energy by our body that creates the quality we call life.

"Electrolytes, or in other words compounds that are ionizable in solution (water), play an essential role in many body functions. Cell [মাংসকোষ] create electrical energy as ions [electrolytes] move from the solutions inside the cells of our body to the solutions outside the cells. This form of energy is a staple [প্রধান উপাদান] in the normal function of many body functions/systems. example, the nervous system uses electrical energy, termed nerve impulses, to transmit messages from one cell in the body to another cell in the body [this is the way cells communicate with the brain], This manifests as muscle movement, glandular [লালাগ্রন্থি] secretion [নিঃসরণ]; excretion [ঘর্ম, মল ইত্যাদি নিঃসরণ], temperature regulation and even mental thought. Let us analyze, in more detail, the role of certain ions in some body functions.

In the body, fluids both inside and outside the cels are electrolyte solutions. This means they are water suspensions of ions. The electrolyte solutions both inside and outside the cells contain equal amounts of positive (cations) and negative (anions) ions making the body as a whole electrically neutral, se in the table bottom.

www.pathagar.com

Table: Elements of the Human Body

Elements	% Body	Functional Significance
Oxygen	65	A major contributor to both organic and inorganic molecules; as a gas it is necessary forhe production of cellular energy.
Carbon	18.5	Th main component of all organic molecules, i.e. carbohydrates, lipids, proteins, and nucleic acids.
Hydrogen	10.00	Another copoment of all organic molecules; in its ionic form it is influential on the pH of the body fluids.
Nitrogen	3.00	An important structural component of all genetic material (nucleic acids).
Calcium	1.20	A building block of bones and teeth; its ionic form is essential in muscle contraction, impulse conduction in nerves, and blood clotting.
Phosphorus	1.00	Joins calcium to contribute to bone crystalline structure; present in nucleic acids and ATP (adenosine triphosphate).
Potassium	0.40	Its ionic form is the major cation (positive ion) in cells; necessary for condition of nerve impulses and muscle contraction.
Sulfur	0.30	Important component of muscle proteins.
Sodium	0.20	In ionic form is the most abundant cation (positive ion) outside the cell.
Chlorine	0.20	In ionic form is the most abundant anion (negative ion) outside the cell.
Magnesium	0.10	Found in bone and plays an important assisting role in many metabolic functions.
Iodine	0.10	Required in thyroid hormone, the body's main metabolic hormones.
Iron	0.10	Basic building block of the hemoglobin molecule which is a major transpoter of oxygen in body.

www.pathagar.com

The following elements are referred to as trace elements because they are required in very minute amounts. They are, however, important elements found as part of enzymes or are required for enzyme activation.

Chromium	Promotes glucose metabolism; helps regulate blood sugar.
Cobalt	Promotes normal red-blood cell formation.
Copper	Promotes normal red-blood cell formation; acts as a catalyst in storage and formation; acts as a catalyst in storage and release of iron to form hemoglobin; promotes connective tissue formation and central nervous system function.
Fluorine	Prevents detail caries.
Manganese	Promotes normal growth and development; promotes cell function; helps many body enzymes general energy.
Molybedenum	Promotes normal growth and development and cell function.
Selenium	Components, Vitamin E to act as an efficient anti-oxidant.
Vanadium	Plays role in metabolism of bones and teeth.
Zinc	Maintains normal taste and smell; aids wound healing; helps synthesize DNA and RNA.

The limiting boundary of the cell, the cell membrane, separates these ionic solutions.

Generally, a very small excess of anions accumulates immediately inside the cell membrane along its inner surface, and an equal number of cations accumulates immediately outside the membrane. This is the resting state of the cell. This difference in ion concentration on the adjacent surfaces of the cell membrane creates an electrical energy potential or electrochemical gradient (ঢালের মাত্রা). This is very similar to a battery where one end has a large concentration of positive charged particles and other end a greater concentration of negatively charged particles. Completing the circuit by connecting the ends of the battery allows charged particles to move between the two ends creating as an electrical current. A similar energy source arises in the body as charged ions move across the cell membrane.

www.pathagar.com

In our bodies, the nerous and muscular systems use the electrolyte properties of ionic sodium and potassium, assisted by lesser trace elements (e.g. copper) to generate currents across the membranes of their cells. This current, or movement of charged particles, results from the electrochemical gradient set up the two types of movement that produce the current. The chemical gradient results in the passive movement of ions from a region of higher concentration to a region of lower concentration. The electrical gradient creates a movement of ions of one charge to an area of ions of the opposite charge. The result of this current is the transmission of nerve impulses and the contraction of muscle tissue.

The ionic particles of the nervous impulse can be visualized in the following simplified process. Neurons, the conducting cells of the nervous system, communicate by generating and propagating action potentials. An action potential is an abrupt pulse-like change in the positive-negative charge differential on either side of the nerve cell membrane. This results in a change of the resting potential of the cell. This can be caused by any factor that suddenly increases the permeability of the cell membrane for positively charged, sodium ions. This movement of ions results in a flow of charged paricles into and out of the cell, creating an electrical current. The replication of this process to adjacent areas of the cell membrane forms the electrical message, or nervous impulse, that moves along the nerve cell toward another cell in the body. This propagated action potential then becomes the energy source that initiates body functions ranfing from muscle contration to creative thought.

Ions, as we can see, play an important role in the body. Calcium, potassium, sodium, chloride and copper ions are some key ions that participate in the body's electrical events. Potassium is the major positive ion inside the cell. Sodium is the major positive ion found in the fluid outside the cell. Ionic Chlorine is the most abundant negative ion. Imbalances of any of these ions or certain trace ions in the body or inhibition of sodium ion transport across the cell membranes can lead to dysfunction in the conduction of electrical messages. This dysfunction quickly leads to a general body disturbance and loss of ability to maintain somewhat stable internal conditions. We then come back to the problem we faced when we started this article saying, "We just do not have enough energy".

www.pathagar.com

Professor Nielsen-এর উপরোক্ত বর্ণনা থেকে পরিষ্কারভাবে বুঝা যায়, ইলেকট্রোলাইটস কীভাবে মানুষের ও জীব প্রাণীর শরীরে বিদ্যুৎ পরিবহণের মাধ্যমে মাংসপেশি এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কার্যক্রম ও কার্যকলাপ সঠিকভাবে সম্পাদন করতে সাহায্য করে। এ পর্যায়ে আরও গভীরভাবে আলোচনা করা যাক, ইলেকট্রোলাইটস, বিশেষভাবে খাওয়ার লবণ [*সোডিয়াম ক্লোরাইড, সাগরের সম্পদ*] কিভাবে শারীরিক কার্য পদ্ধতিতে অংশ গ্রহণ করে।

Mineral Resources International Technical Product Information, এ সম্পর্কে যেভাবে ব্যাখ্যা দিয়েছে : "Electrolytes" in fact, form the very basis of our being. Within the body, electrolytes are found in both intracellular [*মাংসপেশির অভ্যন্তরে*] and extracellular [*মাংসপেশির বাইরে*] fluid [water solution]. Intracellular fluid is the fluid found inside the cells of the body; extracellular fluid, the fluid outside the cells. For example, interstitial [*fluid occupying the extracellular space outside blood vessels*] and Plasma [*রক্ত কণিকা বাহক তরল পদার্থ (extracellular fluid found within the blood vessels)*] fluids.

Both extracellular and intracellular fluid contains dilute solution of electrolyte minerals that cells rely on to perform a number of functions. The primary electrolytes are found in plasma, for instance, sodium, then chloride followed by smaller concentrations of bicarbonate, protein, potassium, calcium, phosphate and magnesium. Cells [*including nerve, heart and muscle cells*] utilize electrolytes to carry electrical impulses across cell membranes to other cells and to regulate the activity of the nervous system and the muscles, including the heart. এজন্যই চিকিৎসকরা [হাতের] পাল্স গণনার মাধ্যমে heart beat and heart-এর primary condition বুঝতে পারেন।

The kidneys constantly regulate fluid absorption and secretion in addition to continually calibrating electrolyte's levels within the body; they filter electrolytes such as sodium and potassium, for instance, and either use them according to the body's need at that moment or excrete them via the urine of feces, if there is an excess of that element at the particular moment.

কিডনি, জীবপ্রাণীর অজান্তে অবিরামভাবে প্রতি সেকেণ্ডে তাদের শরীরের সুস্থতা রক্ষার্থে কাজ করে যায়। তাই কিডনির কার্যক্রমে ব্যর্থতা জীব প্রাণীর জন্য বিরাট সমস্যা। মানুষরা সাধারণত কিডনির কার্যকলাপ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করেন না যতক্ষণ না, কিডনি কার্যক্রমে বিফল হয়। প্রতিদিন মানুষ বিভিন্ন ধরনের খাবার

www.pathagar.com

খাচ্ছেন, যার মধ্যে সব রকমের পুষ্টিকর পদার্থ ছাড়াও অনেক অপ্রয়োজনীয় বস্তু থাকে। খাবার থেকে সব দরকারি উপকরণ আলাদা করে শরীরের পুষ্টি সাধন এবং অপ্রয়োজনীয় বস্তু [মল-প্রস্রাব], উপজাত হিসেবে শরীর থেকে নিয়মিতভাবে নিঃসরণ করা আল্লাহ্ তা'আলার নিদর্শনের মধ্যে গণ্য করা হয়। এখন আলোচনা করা যাক, সোডিয়াম এবং ক্লোরাইড কিভাবে জীব প্রাণীর শরীরকে কার্যক্ষম করার জন্য কাজ করে?

"Sodium [Na] is the primary cation [Na^+, positive ion] found in extracellular or intravascular [নালী অভ্যন্তরীণ] fluid and is the main regulator of extracellular fluid volume. In addition to this, sodium maintains acid-base balance, regulates the osmolality of vascular fluids and maintains the membrane potential of cells [ইতোপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে]. The normal concentration of sodium in the extracellular fluid is 135 to146 mEq/l; in perspiration it is 50 to 100 mEq/l [*milliEquivalent per liter*].

The shifting of sodium and potassium across the cell membranes helps to create an electrical potential that enables the muscles to contract and nerve impulses to be transmitted. Na-shifts into the cells as K-shifts outward the cells occur in order to maintain water balance and neuromuscular [*Brain muscles*] activity. Another important function of Na is that, it influences the solubility of the other blood minerals, thus preventing a build up of certain deposits within the bloodstream. Some Na is stored in the bones, and made it available as it is needed.

"Na is also lost with excessive perspiration, vomiting and diarrhea. It is also interesting to note that the thirst response is activated by Na and occurs after the total level of body water has been reduced. Even slight dehydration can reduce the blood volume thereby triggering the thirst response."

Chloride [Cl^-, negative ion of Chlorine] is a naturally-occuring element found aboundantly in nature. নানা ধরনের খাবারের সাথে এবং লবণের মাধ্যমে জীব প্রাণী ক্লোরাইড পেয়ে থাকে। তাই within the body, though it is an inorganic ion that makes up about 0.15% of our body weight, and is mainly found in the extracellular fluid along with sodium [as NaCl or Na^+Cl^-]. It occurs in plasma in concentration of 96 to 106 mEq/l [1mEq of Chloride is 35.5 mg], The highest amount of chloride can be found within the red blood cells [*Red blood cells, oxygen carrier,*

www.pathagar.com

decreasing of Red blood cells level is called Anemia or Anemic], and in a more concentrated form in gastrointestinal secretions [*খাদ্য হজম করার জন্য পাকস্থলীতে হাইড্রোক্লোরিক এ্যাসিড তৈরি হয়*].

The average concentration of chloride contained in the water of Ocean is 18.98% [*highly abundant*]. Similarly the most abundant anions [*mostly Cl^-, chloride anions*] found in plasma, and that concentration of this essential element is closely regulated by the kidneys. অর্থাৎ সাগরের পানির মতো মানুষের শরীরের তরল পদার্থেও কিডনির সাহায্যে আল্লাহ তা'আলা ক্লোরাইডের মতো গুরুত্বপূর্ণ ইলেকট্রোলাইটকে সংরক্ষণ করেছেন।

According to the National Academics of Science [USA], Chloride "is essential in maintaining fluid and electrolyte balance." It is involved in body water balance and acid-base balance. Chloride intricately involved in the exchange of oxygen and carbon dioxide within the red blood cells, which is known to be "Chloride shift". When red blood cells are properly oxygenated [নিঃশ্বাসের সাথে যে অক্সিজেন গ্রহণ করা হয়, লাল রক্তকণিকা তা আটক করে], Chloride will circulate from the red blood cells to the plasma where bicarbonate [HCO_3^-] will leave the plasma and shift to the red blood cells. This shift is essential in maintaining equilibrium within the body. In the cell, carbondioxide is produced from glucose and oxygen reaction. When carbondioxide dissolves in water, it makes bicarbonate ion, eventually carbondioxide transports to the lung by red blood cells in order to be expelled out.

অর্থাৎ red blood cells and plasma কার্যক্রম পদ্ধতি ঠিকমত কার্যকর করার জন্য ক্লোরাইড আয়ন সাহায্য করে। ইতোপূর্বে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে যে, আলু, ভাত, রুটি ইত্যাদি পাকস্থলীতে এনজাইমের উপস্থিতিতে পানি এবং এ্যাসিডের সাহায্যে ভেঙ্গে গ্লুকোজ তৈরি করে, তবুও বুঝার জন্য পুনরায় সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ করা হলো।

Carbohydrate + Water [Acid/Enzyme] → Glucose

গ্লুকোজকে বলা হয় ব্লাড সুগার, যা শরীরে শক্তির উৎস হিসেবে কাজ করে। রক্তের লাল কণিকার সাথে গ্লুকোজ শরীরের বিভিন্ন জায়গার মাংসপেশিতে ছড়িয়ে যায় এবং রক্তের লাল কণিকার সাহায্যে সরবরাহকৃত অক্সিজেনের সহিত প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে কার্বনডাইঅক্সাইড এবং পানি তৈরি করে। এই প্রতিক্রিয়া ঘটে রক্তের প্লাজমাতে, যার ফলে কার্বনডাইঅক্সাইড, প্লাজমার পানির সাথে মিশে bicarbonate anion [HCO_3^-] তৈরি হয়। এই বাইকার্বনেট, লাল রক্তকণিকার

www.pathagar.com

সাহায্যে ফুসফুসে স্থানান্তর হয় এবং কার্বনডাইঅক্সাইড হিসেবে নিঃশ্বাসের সহিত বের হয়। এই গুরুত্বপূর্ণ কাজে ক্লোরাইড, বাইকার্বনেটকে প্লাজমা থেকে লাল রক্তকণিকায় ট্রান্সফার করতে সাহায্য করে যাতে প্লাজমা পুনরায় অক্সিজেন এবং গ্লুকোজ থেকে কাবর্নডাইঅক্সাইড ও পানি তৈরি করতে পারে অর্থাৎ জীব প্রাণীর নিঃশ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগের সাথে ক্লোরাইড ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এই বিস্ময়কর রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া এবং নেগিটিভ ক্লোরাইড ও বাইকার্বনেট স্থলাভিষিক্ত জীবপ্রাণীর দেহ ও ব্রেইনকে সচল রাখার জন্য প্রতিমুহূর্তে ঘটছে। অথচ কাউকেও এই রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া ঘটা ও তাদের কার্যক্রম নিয়ে ভাবতে এবং কোন পরিশ্রম ও অর্থ খরচ করতে হয় না। তবে মাংসপেশিকে শক্তিশালী করার এবং হৃৎপিণ্ডের কার্যক্রমকে সচল রাখায় শারীরিক পরিশ্রম, বিশেষ করে নিয়মিতভাবে ব্যায়াম করা অত্যন্ত ভালো কাজ। পরিশ্রমী কাজ অথবা ব্যায়াম করলে হৃৎস্পন্দন এবং রক্তের চাপ বা সঞ্চালন বেড়ে যায়, যার ফলে অক্সিজেনের সরবরাহ বেড়ে বেশী পরিমাণে গ্লুকোজ ভেঙ্গে কার্বনডাইঅক্সাইড ও পানি তৈরি করে। তাই শারীরিক ব্যায়াম করার সময় বেশী পরিমাণে কার্বনডাইঅক্সাইড বায়ু এবং পানি ঘাম হিসেবে শরীর থেকে বের হয়। কার্বোহাইড্রাইড বা শ্বেতসার জাতীয় খাবার খেয়ে শারীরিক পরিশ্রম বা ব্যায়াম না করলে, গ্লুকোজ চর্বি হিসেবে লিভারে এবং শরীরের বিভিন্ন অংশে জমে যায়, তাতে শরীর হয় স্ফীত এবং বহুমূত্র রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ তা'আলা জীব প্রাণীর শরীরে অভিনব রাসায়নিক প্রতিক্রিয়ার ব্যবস্থা করেছেন এবং মানব সন্তানকে স্বাধীনতা দিয়েছেন শরীরের যত্ন নেয়ার ব্যাপারে। তাই যে কেউ খাদ্য গ্রহণে সংযমী হবে এবং নিয়মিতভাবে পরিশ্রম ও ব্যায়াম করবে, সে অবশ্যই এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার সাহায্য প্রাপ্ত হবে। যা হোক, জীব শরীরে বিভিন্ন প্রকারের রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার অনবদ্য অন্যতম সুস্পষ্ট নিদর্শন। জীব প্রাণী, তবে বিশেষভাবে মানব সন্তানের শরীরে সংঘটিত এই অকল্পনীয় রাসায়নিক প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে প্রাপ্ত পুষ্টি দিয়ে মানবের ব্রেইনকে আল্লাহ তা'আলা সমৃদ্ধ করেছেন যাতে তারা ধীশক্তি, বুদ্ধিমত্তা ও চিন্তাশক্তি ব্যবহার করে আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ ও নিদর্শন নিয়ে গভীরভাবে ধ্যান করতে পারেন এবং একমাত্র তারই ইবাদত করে কৃতজ্ঞ বান্দা হতে পারেন। অথচ অধিকাংশ মানব সন্তান শারীরিক বলিষ্ঠতা ও অদম্য মানসিক শক্তি এবং বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে ব্রেইনের অতুলনীয় ক্ষমতা নিয়ে গর্বিত হয় কিন্তু আল্লাহ তা'আলার নিদর্শনে তার আসল পরিচয় পাওয়া নিয়ে মাথা ঘামায় না।

Chloride also helps generate the Osmotic pressure [*আস্রবণ চাপ, মেমব্রেইন বা ঝিল্লির মধ্যে দিয়ে তরল পদার্থ ধীর গতিতে স্থানান্তর হয়, এজন্য দরকার হয় চাপের সৃষ্টি*] of body

www.pathagar.com

fluids and works with the other electrolytes in maintaining nerve transmission and normal muscle contraction and relaxation; in stimulating the liver to act as filter, separating waste and then eliminating it from the body; and assisting in bone and joint support and distributing hormones.

Chloride is also critical for digestion. It combines with the hydrogen ion in the stomach to form hydrochloric acid [HCl] or known as gastric juice. As we age, our bodies can screte less HCl which may impair the absorption and assimilation [*শরীরের মধ্যে শোষণ করে নেয়া অর্থাৎ আত্তীকরণ*] of many of the nutrients such as magnesium and calcium. Supplementary forms of chloride though can stimulate the production of HCl, necessary for the absorption and assimilation of minerals and nutrients found in the foods we eat and the supplements we consume.

Chloride is easily absorbed in the small intestine and is excreted via the urine and in perspiration. Chloride loss mirrors that of sodium loss, therefore conditions that deplete chloride, includes, Chronical diarrhea and vomiting, excessive perspiration, truma and renal disease. Symptoms of a chloride deficit include hair and tooth loss, poor muscular contraction and impaired digestion.

উপরোক্ত আলোচনা থেকে সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায়, অতিরিক্ত পরিশ্রমে ও শরীরচর্চায় যে ঘাম বের হয়, তাতে শুধুমাত্র শরীর থেকে পানি বের হয় না, বরং পানির সাথে অন্যান্য ইলেকট্রোলাইটসঃ সোডিয়াম, পজেটিভ আয়নস; ক্লোরাইড, নেগেটিভ আয়নস্ এবং পটাসিয়াম, পজেটিভ আয়নস্-সহ আরও কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ ইলেকট্রোলাইটস বের হয়। যার ফলে ঘাম শুকানোর পর, চামড়ার উপর জমা সোডিয়াম এবং পটাসিয়াম লবণের সাদা অথবা কালো ময়লার স্তর দেখতে পাওয়া যায়। তাই পরিশ্রান্ত ব্যক্তি ও ক্রীড়াবিদদের পিপাসা নিবারণের জন্য শুধুমাত্র পানি যথেষ্ট নয়। পান করার পানিতে প্রয়োজনীয় ইলেকট্রোলাইটের ভারসাম্য রক্ষা করা দরকার। বাংলাদেশে যে সমস্ত বোতল ওয়াটার পাওয়া যায়, সেগুলো প্রয়োজনীয় ইলেকট্রোলাইটস দিয়ে ভারসাম্য কিনা তা যাচাই করার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। বাংলাদেশের গ্রীষ্মকালে যখন গরম ও বাতাসের আর্দ্রতা বেড়ে যায় তখন শরীর থেকে প্রচুর ঘাম বের হয়, ঘামের সহিত শরীর থেকে ইলেকট্রোলাইটসও বের হয়। এজন্যই রিক্শা, ঠেলাগাড়ী চালক এবং মাঠে কৃষকরা যখন অক্লান্ত পরিশ্রম করেন তখন অতিশয় ঘর্মাক্ত হওয়ায় তারা জলশূন্যতা এবং ইলেকট্রোলাইটস শূন্যতায় ভোগেন, ভারসাম্য পানীয় পান না

www.pathagar.com

করায় পক্ষান্তরে নানা ধরনের অসুখে আক্রান্ত হয়ে পড়েন। তাই বলা যায়, শুধুমাত্র পানিতে সাময়িকভাবে পিপাসা নিবারণ হলেও, এক্ষেত্রে শরীরের পুরোপুরি শক্তি পুনরায় ফিরে পাওয়ার জন্য পান করার পানিতে অবশ্যই প্রয়োজনীয় ইলেকট্রোলাইটস দিয়ে ভারসাম্যতা রক্ষা করা দরকার।

সাগর-মহাসাগরে গচ্ছিত আল্লাহ তা'আলার অফুরন্ত নিয়ামত লবণ যে মানব সন্তানের সুষ্ঠু জীবন যাপনে কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ উপাদান সেটা উল্লিখিত আলোচনা থেকে সহজেই বুঝা যায়। পৃথিবীর প্রসিদ্ধ মহাসাগর, যেমন– দক্ষিণ-উত্তর প্রশান্ত, আটলান্টিক, ভারত, আরর্টিক মহাসাগর এবং আরব ও লৌহিত সাগর ইত্যাদিতে এতো বেশী পরিমাণে লবণ জমা আছে যে, বিজ্ঞানীরা আজ পর্যন্ত তার পরিমাণ নির্ধারণ করতে পারেননি। তবে বিজ্ঞানীরা একটা সাধারণ হিসাব দিয়ে বলেছেন ৫০ মিলিয়ন বিলিয়ন টন্‌স লবণ এই সাগর-মহাসাগরগুলোতে দ্রবীভূত অবস্থায় আছে। বিজ্ঞানীরা আরও বলেছেন, সমস্ত লবণ যদি সলিড অবস্থায় তুলে ভূ-পৃষ্ঠে ছড়িয়ে দেয়া যায়, তাহলে ৫০০ ফিট ঘনত্বের স্তর সৃষ্টি হত, যার উচ্চতা হবে প্রায় ৪০ তলা দালানের সমান।

সাগর-মহাসাগরের পানিতে গচ্ছিত লবণের ঘনত্ব বিজ্ঞানীরা সঠিকভাবে নির্ধারণ করতে পেরেছেন। গড়পড়তায় লবণের পরিমাণ হচ্ছে প্রতি হাজার পাউণ্ডে ৩০-৩৫ পাউণ্ড। বর্তমানে বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে মানব সন্তানরা চাঁদসহ মহাশূন্যের অনেক কিছুই আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছেন তা সত্ত্বেও বিজ্ঞানীরা এখনও সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করতে পারেননি যে, মহাসাগর কীভাবে সৃষ্টি হয়েছে এবং পানিতে এতো লবণ কোথা হতে জমা হয়েছে। বিজ্ঞানীরা এ সম্পর্কে সাধ্যানুযায়ী ব্যাখ্যা দেয়া চেষ্টা করেছেন। USA, Geological survey publication-এর বিজ্ঞানী, Herbert Swenson in his article "Why is the Ocean Salty?" under the tittle "The Origin of the Sea (Ocean)". বলেছেন : In popular language, "Ocean and Sea" are used interchangeably. Today's seas are the North and South Pacific, North and South Atlantic, Indian and Arctic Oceans and the Antartic waters or seas. Scientists believe that the seas are as much as 500 million years old, because animals that lived then occurred as fossils in rocks which once were under ancient seas. There are several theories about the origin of the seas, but no single theory explains all aspects of this puzzle. Many earth scientists agree with the hypothesis that both the atmosphere and the oceans have accumulated gradually through geologic time from some process of "degassing" of the earth's interior. According to this theory, the ocean

www.pathagar.com

had its origin from the prolonged escape of water vapor and other gases from the molten igneous rocks of the earth to the clouds surrounding the cooling earth. After the earth's surface had cooled to a temperature below the boiling point of water, rain began to fall and continued to fall foe centuries. As the water drained into the great hollows in the earth's surface, the primeval Ocean came into existence. The forces of gravity prevented the water from leaving the planet." এ বিষয়ে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায় কিছুটা সত্যতা থাকলেও সঠিক উত্তর পাওয়া সম্ভব নয়। তবে The "Big Bang Theory" বলে যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সব কিছুই প্রথমে বায়বীয় বা গ্যাসীয় অবস্থায় ছিল। পরবর্তীতে আল-কুরআনের আয়াত দিয়ে এটার সমর্থনে প্রমাণ নিয়ে আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ।

মানব সন্তানের জ্ঞান অত্যন্ত সীমিত। তাই গবেষণার মাধ্যমে কোন কিছু আবিষ্কারের পূর্বে, প্রকল্প হাতে নিয়েই বিজ্ঞানীদের অনেক চিন্তা-ভাবনা করে সফল গবেষণার জন্য out line project, scheme and process design and plan করতে হয়। উল্লিখিত বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায় বর্ণিত পদ্ধতিতে বায়বীয় থেকে পানি ও বৃষ্টি এবং তারপরে অজানা বৎসরে বৃষ্টির পানি জমে সাগর সৃষ্টি হওয়া কোন অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়, হয়ত এমন ভাবেই সাগর সৃষ্টি হয়েছে, আল্লাহ তা'আলা ভালো জানেন। এই ধরনের ব্যাখ্যা ছাড়া অন্য ধরনের ব্যাখ্যা দেয়া বা চিন্তা-ভাবনা করার রাস্তা মানব সন্তানের জন্য খোলা নাই। কারণ মানব সন্তান আবহমান কাল ধরে দেখে আসছে আকাশে জমাকৃত ভাসমান মেঘ থেকে বৃষ্টি হয় এবং বৃষ্টির পানিতে নদী-নালা, পুকুর ভরে উঠে। অতি বৃষ্টিতে বাংলাদেশ প্রায় প্রতিবছরই প্লাবিত হয়ে থাকে। তবে কোন সৃষ্টিকে অস্তিত্বে আনায় আল্লাহ তা'আলার পদ্ধতি সম্পূর্ণরূপে আলাদা, যা মানুষের চিন্তা-ভাবনার ও কল্পনার বহির্ভূত ব্যাপার। একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সবার স্মরণ রাখা দরকার যে, কোন কিছু প্রস্তুত করতে বা আবিষ্কারের পূর্বে মানব সন্তানের মতো আল্লাহ তা'আলাকে কোনো পরিকল্পনা এবং চিন্তা-ভাবনা করতে হয় না। বস্তুত মানব সন্তানের পক্ষে কোন কিছুই সৃষ্টি করা সম্ভব নয়, সে ক্ষমতা আল্লাহ তা'আলা মানব সন্তানকে দেননি। আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টির বস্তু যা কিছু মানুষের নিকট অজানা আছে, সেগুলো শ্রমসাধ্য গবেষণার মাধ্যমে মানুষ আবিষ্কার করতে পারে এবং যা আবিষ্কারের জ্ঞান আল্লাহ তা'আলা অনুগ্রহপূর্বক মানুষকে দিয়ে থাকেন, এর বহির্ভূত কোন কিছুই মানুষের জ্ঞান বা ক্ষমতার মধ্যে নাই। যা হোক, আল-কুরআনে আল্লাহ তা'আলা তার সৃষ্টির পদ্ধতি সম্পর্কে আদম সন্তানকে বিভিন্ন আয়াতে জ্ঞান দিয়েছেন। আল-কুরআন থেকে জানা যায়, আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টির পদ্ধতি দুই ধরনের :

www.pathagar.com

আমরুল্লাহ [*আদেশ দেয়ার সাথে সাথেই সৃষ্টি হয়ে যায়*]। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায়, আর-রূহ [*মানব সন্তান ও ফিরিশতা*], এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوحِ ۖ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّى وَمَآ أُوتِيتُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٨٥﴾

"তারা তোমাকে 'রূহ' সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বলে দাও : রূহ আমার পালনকর্তার আদেশে ঘটিত। এ বিষয়ে তোমাদের সামান্য জ্ঞানই দান করা হয়েছে।" *(১৭-বনী ইসরাঈল : ৮৫)*

এক দল ইয়াহুদী মদীনায় যখন রাসূল (সা.)কে আর-রূহ সম্পর্কে প্রশ্ন করেন তখন এই আয়াত নাযিল করে আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রশ্নের উত্তর দেন। যা হোক, এ প্রসঙ্গে আরও উদাহরণ দেয়া যায়, যেমন ঈসা (আ.) জন্ম সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ ٱللَّهِ كَمَثَلِ ءَادَمَ ۖ خَلَقَهُۥ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ ﴿٥٩﴾

"নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিকট ঈসার দৃষ্টান্ত আদমেরই মতো। তাকে মাটি দিয়ে তৈরি করেছিলেন এবং তারপর তাকে বলেছিলেন– হয়ে যাও, সঙ্গে সঙ্গে হয়ে গেলেন।" *(৩-ইমরান : ৫৯)*

এ ব্যাপারে আল-কুরআন থেকে আরও কিছু আয়াত উল্লেখ করা হলো :

بَدِيعُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ وَإِذَا قَضَىٰٓ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ ﴿١١٧﴾

"আল্লাহ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর স্রষ্টা এবং যখন তিনি কিছু করিতে সিদ্ধান্ত করেন শুধু বলেন, 'হও' আর উহা হইয়া যায়।" *(২-বাকারাহ : ১১৭)*

قَالَتْ رَبِّ أَنَّىٰ يَكُونُ لِى وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِى بَشَرٌ ۖ قَالَ كَذَٰلِكِ ٱللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ۚ إِذَا قَضَىٰٓ أَمْرًا

فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ ﴿٤٧﴾

"সে [*মরিয়ম (আ.)*] বলিল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে কোন পুরুষ স্পর্শ করে নাই, আমার সন্তান হইবে কিভাবে? তিনি বলিলেন, এইভাবেই; আল্লাহ যাহা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। তিনি যখন কিছু স্থির করেন তখন বলেন, 'হও' এবং উহা হইয়া যায়।" *(৩-ইমরান : ৪৭)*

إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَىْءٍ إِذَآ أَرَدْنَٰهُ أَن نَّقُولَ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ ﴿٤٠﴾

"আমি কোন কিছু ইচ্ছা করিলে সে বিষয়ে আমার কথা কেবল এই যে, আমি বলি, 'হও' ফলে উহা হইয়া যায়।" *(১৬-নাহল : ৪০)*

www.pathagar.com

إِنَّمَآ أَمْرُهُۥٓ إِذَآ أَرَادَ شَيْـًٔا أَن يَقُولَ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ

"তাহার ব্যাপার শুধু এই, তিনি যখন কোন কিছুর ইচ্ছা করেন, তিনি উহাকে বলেন, 'হও' পরে উহা হইয়া যায়।" *(৩৬-ইয়াসিন : ৮২)*

وَمَآ أَمْرُنَآ إِلَّا وَٰحِدَةٌ كَلَمْحٍۭ بِٱلْبَصَرِ

"আমার আদেশ তো একটি কথায় নিষ্পন্ন, চক্ষের পলকের মতো।" *(৫৪-কামার : ৫০)*

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যখন কোন কিছু সৃষ্টির ইচ্ছা করেন বা সিদ্ধান্ত নেন তা চক্ষের পলকে সৃষ্টি হয়। আর দ্বিতীয় সৃষ্টির পদ্ধতিকে বলা হয় :

(২) আলামাল্লাহ : যে সৃষ্টিতে একটা নির্দিষ্ট সময় লাগে। বিশ্বজাহান ও মানুষ, জীবজন্তুর নশ্বর দেহ, উদ্ভিদসমূহ, খনিজপদার্থ, আরও অনেক কিছু ইত্যাদি সৃষ্টি আল্লাহ তা'আলার আদেশেই হয় তবে একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে একটা বিশেষ সুশৃঙ্খল পদ্ধতি অনুসরণে সৃষ্টি হয়। বিশ্বজাহানের সৃষ্টির ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

وَهُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ فِى سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُۥ عَلَى ٱلْمَآءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا

"তিনিই আসমান ও জমিন ছয় দিনে তৈরি করেছেন, তার আরশ ছিল পানির উপরে, তিনি তোমাদেরকে পরীক্ষা করতে চান যে, তোমাদের মধ্যে কে সবচেয়ে ভালো কাজ করে।" *(১১-হূদ : ৭)*

এই আয়াত থেকে একটা বিষয় সুস্পষ্ট যে, আকাশ ও জমিন সৃষ্টির পূর্বে আল্লাহ তা'আলার আরশ ছিল পানির উপরে। রাসূল (সা.) এ ব্যাপারে বলেছেন : *"আদিতে একমাত্র আল্লাহ-ই ছিলেন এবং তিনি ছাড়া আর কিছুই ছিল না। অতঃপর পানির উপর তার আরশ স্থাপিত হলো। পরে যিকরের আঁধারে [লাওহে মাহফুযে] প্রত্যেক জিনিসের বিবরণ লিপিবদ্ধ করলেন এবং আসমান-জমিন সৃষ্টি করলেন।" (সহীহ আল-বুখারী, খণ্ড ৩, নং ২৯৫১)।* তাই বৃষ্টির মাধ্যমে আকাশ থেকে পানি ঝরে সাগরের সৃষ্টি হলেও, পানির সৃষ্টি সম্পর্কে মানুষের কোন জ্ঞান নাই। আল-কুরআনের অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা পানি সম্পর্কে বলেছেন :

أَوَلَمْ يَرَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ أَنَّ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَٰهُمَا ۖ وَجَعَلْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ كُلَّ شَىْءٍ حَىٍّ ۖ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ

"কাফিররা কি ভেবে দেখে না যে, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর মুখ বন্ধ ছিল, অতঃপর আমি উভয়কে খুলে দিলাম এবং প্রাণবন্ত সবকিছু আমি পানি থেকে সৃষ্টি করলাম। এরপরও কি তারা বিশ্বাস করবে না?" *(২১-আম্বিয়া : ৩০)*

www.pathagar.com

وَٱللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَآبَّةٍ مِّن مَّآءٍ فَمِنْهُم مَّن يَمْشِى عَلَىٰ بَطْنِهِۦ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِى عَلَىٰ رِجْلَيْنِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِى عَلَىٰٓ أَرْبَعٍ يَخْلُقُ ٱللَّهُ مَا يَشَآءُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ

"আল্লাহ্ প্রত্যেক চলন্ত জীবকে পানি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। তাদের কতক চার পায়ে ভর দিয়ে চলে; আল্লাহ্ যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সবকিছু করতে সক্ষম।" *(২৪-নূর : ৪৫)*

অর্থাৎ জীব প্রাণী ও চলমান সবকিছুই আল্লাহ্ তা'আলা পানি থেকে সৃষ্টি করেছেন। তাই বলা যায়, সবকিছু সৃষ্টি করার পূর্বে আল্লাহ্ তা'আলা পানি সৃষ্টি করেছেন। তদুপরি মানব সন্তানের সৃষ্টির ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন :

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمْ فِى رَيْبٍ مِّنَ ٱلْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَـٰكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ ۚ وَنُقِرُّ فِى ٱلْأَرْحَامِ مَا نَشَآءُ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوٓا۟ أَشُدَّكُمْ ۖ وَمِنكُم مَّن يُتَوَفَّىٰ وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰٓ أَرْذَلِ ٱلْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنۢ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْـًٔا ۚ وَتَرَى ٱلْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَآ أَنزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ ٱهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنۢبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍۭ بَهِيجٍ

"হে লোকসকল! যদি তোমরা পুনরুত্থানের ব্যাপারে সন্দিগ্ধ হও, তবে [*ভেবে দেখ*] আমি তোমাদেরকে মৃত্তিকা থেকে [*মানব জাতির পিতা আদমকে*] সৃষ্টি করেছি। এরপর বীর্য থেকে, এরপর জমাট রক্ত থেকে, এরপর পূর্ণাকৃতিবিশিষ্ট ও অপূর্ণাকৃতিবিশিষ্ট মাংসপিণ্ড থেকে, তোমাদের কাছে ব্যক্ত করার জন্য। আর আমি এক নির্দিষ্ট কালের জন্য মাতৃগর্ভে যা ইচ্ছা রেখে দেই, এরপর আমি তোমাদেরকে শিশু অবস্থায় বের করি; তারপর যাতে তোমরা যৌবনে পদার্পণ কর। তোমাদের কেউ কেউ মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং তোমাদের মধ্যে কাউকে নিষ্কর্মা বয়স পর্যন্ত পৌঁছানো হয়, যাতে সে জানার পর জ্ঞাত বিষয় সম্পর্কে সজ্ঞান থাকে না। তুমি ভূমিকে পতিত দেখতে পাও, অতঃপর আমি যখন তাতে বৃষ্টি বর্ষণ করি, তখন তা সতেজ ও স্ফীত হয়ে যায় এবং সর্বপ্রকার সুদৃশ্য উদ্ভিদ উৎপন্ন করে।" *(২২-হজ্জ : ৫)*

হাদীস থেকে এ ব্যাপারে আরও বিস্তারিতভাবে জানা যায়। *আবদুল্লাহ (রা.) বলেন, সত্যবাদী ও সত্যের বাহক রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন : "আমি আমাদের আপন আপন মাতৃগর্ভে বীর্যের আকারে চল্লিশ দিন পর্যন্ত অবস্থান করি। অতঃপর জমাট বাঁধা রক্তে পরিণত হয়ে অনুরূপ [চল্লিশ দিন] থাকে। তারপর মাংসপিণ্ডের আকার ধারণ করে তদ্রূপ [চল্লিশ দিন] থাকে। এরপর আল্লাহ্ একজন ফিরিশতাকে পাঠান এবং [তাকে] চারটি বিষয়ের আদেশ দেন। তাকে নির্দেশ দেয়া হলো, এ*

www.pathagar.com

ব্যক্তির [জীবনের ভালো-মন্দ] আমল, রিযিক, জীবনকাল এবং নেককার হবে কি পাপিষ্ঠ সব লিপিবদ্ধ কর। অতঃপর তার মধ্যে 'রূহ' ফুঁকে দেয়া হয়। অতএব তোমাদের কোন ব্যক্তি আমল করতে থাকে, এমনকি তার ও বেহেশতের মধ্যে আর মাত্র এক হাতের ব্যবধান থাকে। এমনি সময় তার [পূর্বে] লিখিত নিয়তি প্রকাশ হয়ে পড়ে এবং সে জাহান্নামী ব্যক্তির মতো আমল শুরু করে। আর এক ব্যক্তি আমল করতে থাকে; এমনকি তার ও দোজখের মধ্যে শুধুমাত্র এক হাত দূরত্ব থাকে। এমনি সময় তার [পূর্বে নির্ধারিত] লিখিত নিয়তি প্রকাশ হয়ে পড়ে। তখন সে বেহেশতীদের [অনুরূপ] আমল শুরু করে।" (সহীহ্ আল-বুখারী, খণ্ড ৩, নং ২৯৬৮)

আল-কুরআনের অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, আকাশমণ্ডলী এবং জমিনে যা কিছু আছে সবই ধোঁয়া অথবা বায়বীয় ছিল। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং তাদের মধ্যে যা কিছু আছে সব সৃষ্টির ইচ্ছা করলেন, সবকিছু সাথে সাথেই সৃষ্টি হয়ে আল্লাহ্ তা'আলার ক্ষমতার ও আদেশের কাছে আত্মসমর্পণ করল। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন :

ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ ﴿١١﴾

"অতঃপর তিনি আকাশের দিকে মনোনিবেশ করেন যা ছিল ধূম্রপুঞ্জ বিশেষ। অনন্তর তিনি উহাকে ও পৃথিবীকে বলিলেন, 'তোমরা উভয়ে আস ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায়।' উহারা বলিল, 'আমরা আসিলাম অনুগত হইয়া।" *(৪১-ফুসসিলাত : ১১)*

সাগরে গচ্ছিত লবণের উৎস কোথায়?

সাগরে এত লবণ কোথা থেকে এসেছে, এ ব্যাপারে বিজ্ঞানীরা ব্যাখ্যা দেয়ার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। ইতোপূর্বে উল্লিখিত প্রবন্ধে বলা হয়েছে : Sea water has been defined as a weak solution of almost every thing [*সাগরের পানিতে বস্তুজগতের অনেক কিছুই মিশ্রণ অবস্থায় আছে*]. Ocean water is indeed a complex solution of mineral salts and of decayed biological matter that results from the teeming [*মানুষের বসবাসের জায়গায় এবং কৃষিজমি থেকে সবকিছুই পরিশেষে সাগরের দিকে ধাবিত হয়*] life in the seas. Most of the ocean's salts were derived from gradual processes such as the breaking up of the cooled igneous rocks of the Earths crust by weathering and erosion, the wearing down of mountains, and the dissolving action of rains and streams which transported their minerals washings to the sea. Some of the Ocean's salts have been dissolved from rocks and sediments

www.pathagar.com

below its floor. Other sources of salts include the solid and gaseous materials that escaped from the Earth's crust through volcanic vents or that originated in the atmosphere."

যা হোক এই ব্যাখ্যায় লবণের প্রকৃত উৎস সম্পর্কে কোন definite answer নাই। বস্তুত এ বিষয়ে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কোন নির্ভরযোগ্য নির্দিষ্ট উত্তর পাওয়া সম্ভব নয়। লবণের উৎস সম্পর্কে যদি উল্লিখিত ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য হিসেবে ধরা যায়, তাহলে বলা যায় নদী-নালা সবই লবণাক্ত হওয়ার কথা। পাহাড়-পর্বত ও জমি থেকে পাথর অথবা লবণ জাতীয় সবকিছুই বৃষ্টির পানিতে ধুয়ে প্রথমে নদীর মাধ্যমে সাগরে যায়। উল্লেখ্য, বাংলাদেশের বুক চিরে মেঘনা, যমুনা, পদ্মা, শীতলক্ষ্মা, ধলেশ্বরী ইত্যাদি নদী সাগরে গিয়ে মিলিত হয়, অথচ এই নদীর পানি লবণাক্ত নয়, মিষ্টি ও সুপেয়। বরং আল্লাহ তা'আলা, আল-কুরআনে বলেছেন তিনি সাগর-মহাসাগরকে করেছেন লবণাক্ত আর নদীকে করেছেন সুপেয়, এটাই হচ্ছে সন্তোষজনক উত্তর। পৃথিবীর ক্ষণস্থায়ী জীবনে মানুষ ও জীবজন্তুর জীবন যাপনকে সহজ করার জন্য এবং মানব সন্তানের কল্যাণে আল্লাহ তা'আলা সাগর ও নদী সৃষ্টি করেছেন। কিভাবে এবং কখন সৃষ্টি করেছেন, তা জানা আমাদের জন্য কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নয়। তবে জ্ঞান সম্প্রসারণের জন্য শিক্ষার্থীরা গবেষণার কাজে আত্মনিয়োগ করে সম্ভাবনা উত্তর অনুসন্ধান করতে পারেন। মানব সন্তানকে আল্লাহ তা'আলা সে সুযোগ দিয়েছেন, সবকিছুর সৃষ্টি এবং নিদর্শন নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করতে আদেশ দিয়েছেন। তাই বলা যায় এ সম্পর্কে গবেষণা করা কোন অন্যায় নয় বরং প্রশংসনীয় কাজ। এইভাবে ধীশক্তিসম্পন্ন বুদ্ধিবৃত্তিক ব্যক্তিরা আল্লাহ তা'আলার প্রকৃত পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে জ্ঞান লাভ করতে পারবেন। পৃথিবী এবং আকাশমণ্ডলীতে যা কিছু আছে তারা সকলেই সর্বদাই আল্লাহ তা'আলার আদেশের অনুগত এবং তার ইবাদত বন্দেগীতে সর্বদাই মশগুল আছে কিন্তু মানব সন্তানরা সেটা বুঝতে পারে না। সাগরের পানিতে বিপুল পরিমাণ লবণ থাকা সত্ত্বেও সাগরের সাথে সংযুক্ত সুমিষ্ট পানির সংস্পর্শে এসেও সুমিষ্ট পানিতে মিশে ছড়িয়ে পড়ে না। অথচ রাসায়নিকের সহজাত প্রকৃতি এবং The second law of thermodynamics এর ভিত্তিতে বিচার করলে বলা যায় লবণের এ ধরনের প্রকৃতি সম্পূর্ণ বিপরীত এবং অযৌক্তিক। The second law of thermodynamics বলে রাসায়নিক সব সময় বেশি ঘনত্ব দ্রবণ থেকে কম ঘনত্বের দ্রবণে স্থানান্তর হয় যতক্ষণ পর্যন্ত দুই দ্রবণের মধ্যে ভারসাম্য সৃষ্টি না হয়। অথচ সাগর ও নদীর পানির মধ্যে এরকম ঘটনা ঘটছে না, লবণের এই অযৌক্তিক ব্যবহার সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক কোন ব্যাখ্যা আছে কিনা আমার জানা নাই। তবে আল-কুরআনে আল্লাহ তা'আলার এই

অযৌক্তিকতার উত্তর দিয়েছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলার আদেশেই লবণ সাগরের পানিতে অবস্থান করছে। নদীর পানি সুস্বাদু, সুমিষ্ট এবং সাগরের পানি লবণাক্ত সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন :

"তিনিই দুই দরিয়াকে মিলিতভাবে প্রবাহিত করিয়াছেন, একটি মিষ্ট, সুপেয় এবং অপরটি লোনা, খর; উভয়ের মধ্যে রাখিয়া দিয়াছেন এক অন্তরায়, এক অনতিক্রম্য ব্যবধান।" *(২৫-ফুরকান : ৫৩)*; তিনি প্রবাহিত করেন দুই দরিয়া যাহারা পরস্পর মিলিত হয়, কিন্তু উহাদিগের মধ্যে রহিয়াছে এক অন্তরাল যাহা উহারা অতিক্রম করিতে পারে না।" *(৫৫-রহমান : ১৯, ২০)*

লবণাক্ত পানি ও সুমিষ্ট পানির মধ্যে অন্তরাল হলো, আল্লাহ্ তা'আলার আদেশ। সুপেয় ও লবণাক্ত পানি একটা নির্ধারিত সীমারেখায় অবস্থান করে কর্তব্য পালনের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদত করছে। এর বিপরীতে মানব সন্তানের মত যদি নদী-নালার ও সাগরের পানি অবাধ্য হত তাহলে লবণাক্ততার জন্য মানব সন্তান ও যাবতীয় বস্তুজগত ভূ-পৃষ্ঠে জীবন যাপন করতে পারত না। সিডরের পরে বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের অনেক জমি লবণাক্ত পানিতে ডুবে যায়, যার জন্য এই সমস্ত জমিতে ধান ও অন্যান্য শস্য উৎপাদন করা সম্ভব হচ্ছে না। তাই বলা যায়, সাগরের পানি ও নদীর মধ্যে সংযোগ থাকলেও লবণাক্ত পানির লবণ সুপেয় পানির মধ্যে প্রবেশ করছে না, এটা হলো, মানব সন্তানের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহ। যা হোক, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অন্যান্য বস্তুর ইবাদত ও সিজদাহ করার সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন :

أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يَسْجُدُ لَهُۥ مَن فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَن فِى ٱلْأَرْضِ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ وَٱلنُّجُومُ وَٱلْجِبَالُ وَٱلشَّجَرُ وَٱلدَّوَآبُّ

وَكَثِيرٌ مِّنَ ٱلنَّاسِ ۖ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ ٱلْعَذَابُ ۗ وَمَن يُهِنِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُۥ مِن مُّكْرِمٍ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ۩ ﴿١٨﴾

"তুমি কি দেখ না যে, আল্লাহকে সিজদাহ্ করে যাহা কিছু আছে আকাশমণ্ডলীতে ও পৃথিবীতে– সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্রমণ্ডলী পবর্তরাজি, বৃক্ষলতা, জীবজন্তু এবং সিজদা করে, মানুষের মধ্যে অনেকে? আবার অনেকের প্রতি অবধারিত হইয়াছে শাস্তি *[তাদের স্বাধীনতার অপব্যবহার করার জন্য]*। আল্লাহ্ যাহাকে হেয় করেন তাহার সম্মানদাতা কেহই নাই। আল্লাহ্ যাহা ইচ্ছা তাহা করেন।" *(২২-হজ : ১৮)*

একমাত্র আদম সন্তানরা ছাড়া, ভূপৃষ্ঠে ও আকাশমণ্ডলীতে যা কিছু আছে, তারা বিনাদ্বিধায় আল্লাহ্ তা'আলার আদেশের অনুগত এবং আল্লাহ্ তা'আলার আদেশে তারা সর্বক্ষণ মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত আছে। সুমিষ্ট ও লবণাক্ত পানির মধ্যে যে অন্তরায় অথবা বাধা আছে, সেটা কী আল্লাহ্ তা'আলার সুস্পষ্ট নিদর্শন নয়? দুর্ভাগ্যবশতঃ সুমিষ্ট ও লবণাক্ত পানি নিয়ে যারা গবেষণা করেন তাদের অনেকেই

www.pathagar.com

এই সুস্পষ্ট নিদর্শনের গুরুত্ব বুঝতে পারেন না তাই আল্লাহ তা'আলার প্রকৃত পরিচয় নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করেন না। এক্ষেত্রে মানব সন্তানের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং ভূমিকা হচ্ছে যে, তারা যে সমস্ত জিনিস এবং তাতে অন্তর্নিহিত নিদর্শন প্রতিদিন ব্যবহার করছেন এবং দেখছেন, সেগুলো নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করার সদিচ্ছায় অনুপ্রাণিত হওয়া এবং অন্যদেরকে অনুপ্রাণিত করা। মানব সন্তানের উচিত, সাগর থেকে উৎপাদিত লবণ মানুষের জীবন ধারণের জন্য কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে সেটা বুঝে আল্লাহ তা'আলার সীমাহীন অনুগ্রহ এবং অফুরন্ত নিয়ামতের জন্য একমাত্র তারই ইবাদত করে শুকরিয়া আদায় করা।

মানব সন্তানের নিত্যদিনের প্রয়োজন মিটানোর জন্য লবণ যদি কৃত্রিমভাবে শিল্প কারখানায় তৈরি করতে হত, তাহলে লবণের দাম তাদের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে থাকতো। সাগরে অফুরন্ত মওজুদ লবণ, আল্লাহ তা'আলার নিয়ামত মানব সন্তানের জন্য সহজলভ্য হওয়ায় মানুষ সেটা বুঝতে পারে না। যা হোক মানুষের খাদ্য উপকরণ ছাড়াও সাগরের সহজলভ্য লবণের [সোডিয়াম ক্লোরাইডের] আরেকটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও উল্লেখযোগ্য ব্যবহার হচ্ছে সোডিয়াম ক্লোরেইট [*$NaClO_3$, Sodium Chlorate*] তৈরির কারখানায়। সোডিয়াম ক্লোরেইট হচ্ছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রাসায়নিক দ্রব্য যা প্রতিদিন মিলিয়নস টন ব্যবহার করা হয় ক্লোরিন ডাইঅক্সাইড [*ClO_2, Chlorine dioxide*] শিল্পে। সারা বিশ্বের মানুষের প্রতিদিনের ব্যবহারে শত কোটি টন কাগজকে সাদা করার জন্য ক্লোরিন ডাইঅক্সাইড bleaching agent হিসেবে ব্যবহার করা হয়। ইতোপূর্বে কাগজকে সাদা করার জন্য এলিমেন্টাল ক্লোরিন Cl_2 ব্যবহার করা হত, যা পরিবেশের জন্য অত্যন্ত বিপজ্জনক রাসায়নিক তাই উত্তর আমেরিকা, ইউরোপ এবং অন্যান্য শিল্পোন্নত দেশে ক্লোরিনের ব্যবহার অবৈধ ঘোষণা করা হয়েছে। সাগরের সহজলভ্য লবণের আরেকটা উল্লেখযোগ্য ব্যবহার হচ্ছে সোডিয়াম হাইড্রোঅক্সাইড [$NaOH$, ক্ষার] তৈরি শিল্পে। সোডিয়াম হাইড্রোঅক্সাইড অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রাসায়নিক, যা শুধুমাত্র সাবান শিল্পে নয় বরং ঔষুধ এবং প্রতিদিনের নিত্যপ্রয়োজনীয় অন্যান্য রাসায়নিক শিল্পে ব্যবহার হচ্ছে। এই সমস্ত রাসায়নিক শিল্পে যদি সাগরের সহজলভ্য লবণ ব্যবহার করা না যেত, তাহলে কাগজসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় বস্তুর সরবরাহ করা এবং তার দাম অধিকাংশ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে থাকতো। তাই সুদৃঢ় প্রত্যয়ে বিনাদ্বিধায় সুস্পষ্টভাবে বলা যায়, এই সমস্ত নিয়ামত হলো, মানব জাতির জন্য আল্লাহ তা'আলার সীমাহীন অনুগ্রহ ও দয়ার একটা অন্যতম নিদর্শন।

www.pathagar.com

গবাদি পশুতে নিদর্শন

গবাদি পশু মানব সন্তানের নিত্যদিনের সঙ্গী। জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে পৃথিবীর প্রত্যেক দেশের মানুষ, সুষ্ঠু সুন্দর স্বস্তি এবং পুষ্টিসাধক জীবন যাপনের স্বার্থে গবাদি পশুর উপর নির্ভরশীল। এজন্য বলা যায়, গবাদি পশু এবং জীবজন্তু, আদম সন্তানের জীবনে প্রয়োজনীয় উপকরণের মধ্যে একটা অর্থবহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ জন্মের পর গ্রামেই বসবাস করেন। জন্মের পর থেকেই তারা গবাদি পশুর সাথে পরিচিতি লাভ করেন এবং অনেকের ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠে। এ কারণেই উন্নতশীল দেশের তুলনায় উন্নয়নশীল দেশের মানুষরা গবাদি পশুর লালন-পালনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকে এবং জীবন যাপনের উপকরণ অর্জনে অনেকেই গবাদি পশুর উপর পুরোপুরি নির্ভরশীল হয়। গবাদি পশুকে ব্যবহার করতে মানুষের সব রকম স্বাধীনতা আছে, ইচ্ছানুসারে তারা গবাদি পশুকে শুধুমাত্র খাদ্য উপকরণই নয় বরং হাল-চাষে, ভারী বোঝা বহনে এবং সেচকাজে ব্যবহার করতে পারেন। তাছাড়া অনেক সময় বিনা অজুহাতে শাস্তি দিতেও মানুষ দ্বিধাবোধ করে না। এক্ষেত্রে গবাদি পশুর প্রতিবাদ করার শক্তি ও ভাষা নাই। গবাদি পশুরা প্রকৃতিগতভাবেই মানুষের অভিভাবকত্বে সর্বদা বাধ্য থাকে তাই নিজের অভিভাবককে ভয় ও শ্রদ্ধা করে। চিরপরিচিত এই নিরীহ বন্ধুসুলভ গবাদি পশুতে আবার আল্লাহ তা'আলার নিদর্শন থাকতে পারে একথা ভাবতেই অবাক লাগে। যা হোক আল-কুরআনের আয়াতের মাধ্যমে আমরা ইনশাআল্লাহ অনুসন্ধান করবো কি ধরনের নিদর্শন গবাদি পশুতে রয়েছে।

যন্ত্রচালিত যানবাহন আবিষ্কারের পূর্বে জীবজন্তু-গবাদি পশুই ছিল মানুষের জন্য একমাত্র যানবাহন। শুধুমাত্র ব্যবসা-বাণিজ্যের ভ্রমণে ভারবাহী পশু হিসেবে এবং মানব সন্তানের শারীরিক পুষ্টি সাধনে মাংস জোগানদার ছাড়াও গবাদি পশু মানব সন্তানের কল্যাণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পুষ্টিকর খাদ্য দুগ্ধ সরবরাহ করে থাকে। তাই জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে আদম সন্তানের প্রতিটা মানুষই গবাদি পশুর দুধ থেকে পুষ্টি লাভ করে থাকে। গবাদি পশুর মধ্যে বিশেষভাবে গরু, মহিষ, উট, অশ্ব এবং ছাগলের ভূমিকা দুধ উৎপাদনে উল্লেখযোগ্য। গবাদি পশুরা নিঃস্বার্থভাবে মানব সন্তানের নিত্যপ্রয়োজন মিটাতে এবং কল্যাণ সাধনে ও সমৃদ্ধিতে সেবা করে যাচ্ছে। তাই বলাবাহুল্য, গবাদি পশুর সৃষ্টি এবং তাদের নিরীহ বন্ধুসুলভ স্বভাব হচ্ছে মানব সন্তানের জন্য আল্লাহ তা'আলার একটা বিশেষ অনুগ্রহ ও দয়া। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য, নূহ (আ.) সময় মহাপ্লাবনে আল্লাহ তা'আলা সব অকৃতজ্ঞ অবিশ্বাসীদের ধ্বংস করলেও প্রতিটা জীবজন্তু, পশু-পাখী, পোকা-

মাকড়, গাছ-পালা এবং ফুল-ফল ইত্যাদি মানব সন্তানের প্রয়োজনীয় সবকিছুই এক জোড়া করে রক্ষা করেন *(ইবনে কাসীর)*। যাতে পরবর্তীতে এগুলোর অস্তিত্বের বিলুপ্ত না হয় এবং পুনরুৎপাদন করে মানব সন্তানের জীবন যাপনে সাহায্য করতে পারে। এ ব্যাপারে নূহ (আ.)কে আল্লাহ তা'আলা আদেশ করেন :

قَالَ رَبِّ انْصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ ﴿٢٦﴾

فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ

اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ ﴿٢٧﴾

"নূহ বলিয়াছিল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে সাহায্য করো, কারণ উহারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলিতেছে।' অতঃপর আমি তাহার নিকট ওহী করিলাম, 'তুমি আমার তত্ত্বাবধানে ও আমার ওহী অনুযায়ী নৌযান নির্মাণ কর, অতঃপর যখন আমার আদেশ আসিবে ও উনুন উথলিয়া উঠিবে তখন উঠাইয়া লইও প্রত্যেক প্রজাতির এক এক জোড়া [*নারী-পুরুষ*] এবং তোমার পরিবার-পরিজনকে, তাহাদিগের মধ্যে যাহাদিগের [*স্ত্রী ও পুত্র সন্তান*] বিরুদ্ধে পূর্বে সিদ্ধান্ত হইয়াছে তাহাদিগের সম্পর্কে তুমি আমাকে কিছু বলিও না, তাহারা তো নিমজ্জিত হইবে।" *(২৩-মু'মিনুন : ২৬, ২৭)*

উল্লিখিত আয়াত থেকে সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায়, জীবজন্তুসহ মানব জাতির চারিপার্শ্বে অবস্থিত প্রয়োজনীয় সবকিছু মহাপ্লাবনে ধ্বংস হওয়া থেকে আল্লাহ তা'আলা রক্ষা করেছেন, এটা মানব সন্তানের জন্য আল্লাহ তা'আলার অশেষ দয়া, ভালোবাসা ও অনুগ্রহের অনবদ্য সুস্পষ্ট নিদর্শন। যা হোক, সুমিষ্ট পুষ্টিকর এবং বিশুদ্ধ দুগ্ধ গাভীর উদর অর্থাৎ রক্ত এবং মলের মাঝামাঝি জায়গা থেকে উৎপাদিত হয়। বিশুদ্ধ দুগ্ধ থেকে নানা প্রকার পুষ্টিকর ও সুস্বাদু খাবার তৈরি করে বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে সেগুলো পরিবেশন এবং ভক্ষণ করে আদম সন্তানরা প্রশান্তি লাভ করে থাকেন। অথচ তারা উপলব্ধি করতে পারেন না যে, এই অতিপরিচিত প্রয়োজনীয় সুমিষ্ট সুস্বাদু দুধে রয়েছে আল্লাহ তা'আলার সুস্পষ্ট নিদর্শন। গবাদি পশু থেকে উৎপাদিত দুগ্ধ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٥﴾ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ ﴿٦﴾

وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿٧﴾

وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٨﴾

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ ﴿٦٦﴾

www.pathagar.com

"তিনি আন'আম [*উট, অশ্ব, গরু, মেষ, ছাগল, ভেড়া ইত্যাদি*] সৃষ্টি করিয়াছেন; তোমাদিগের জন্য উহাতে শীত নিবারক উপকরণ ও বহু উপকার রহিয়াছে এবং উহা হইতে তোমরা আহার্য [*দুগ্ধ ও মাংস*] পাইয়া থাক এবং তোমরা যখন গোধূলিলগ্নে উহাদিগকে চারণভূমি হইতে গৃহে লইয়া আস এবং প্রভাতে যখন উহাদিগকে চারণভূমিতে লইয়া যাও তখন তোমরা উহার সৌন্দর্য উপভোগ করো এবং উহারা তোমাদিগের ভার বহন করিয়া লইয়া যায় দূর দেশে যেথায় প্রাণান্ত ক্লেশ ব্যতীত তোমরা পৌঁছাতে পারিতে না। তোমাদিগের প্রতিপালক অবশ্যই দয়ার্দ্র, পরম দয়ালু। তোমাদিগের আরোহণের জন্য ও শোভার জন্য তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন অশ্ব, অশ্বতর ও গর্দভ এবং তিনি সৃষ্টি করেন এমন অনেক কিছু যাহা তোমরা অবগত নহ। অবশ্যই আন্'আমের মধ্যে তোমাদিগের জন্য শিক্ষা আছে। উহাদিগের উদরস্থিত গোবর ও রক্তের মধ্যে হইতে তোমাদিগকে পান করাই বিশুদ্ধ দুগ্ধ যাহা পানকারীদিগের জন্য সুস্বাদু।" *(১৬-নাহল : ৫-৮, ৬৬)*

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ

"এবং তোমাদিগের জন্য অবশ্যই শিক্ষণীয় বিষয় আছে আন্'আমে; তোমাদিগকে আমি পান করাই উহাদিগের উদরে যাহা [*দুগ্ধ*] আছে তাহা হইতে এবং উহাতে তোমাদিগের জন্য রহিয়াছে প্রচুর উপকারিতা; তোমরা উহা হইতে ভক্ষণ করো।" *(২৩-মু'মিনুন : ২১)*

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ

وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ

"উহারা কি লক্ষ্য করে না যে, নিজ হাতে সৃষ্ট বস্তুদিগের মধ্যে উহাদিগের জন্য আমি সৃষ্টি করিয়াছি আন্'আম এবং উহারাই এইগুলির অধিকারী? এবং আমি এইগুলিকে তাহাদিগের বশীভূত করিয়া দিয়াছি। এইগুলির কতক তাহাদিগের বাহন ও উহাদিগের কতক তাহারা আহার করে। তাহাদিগের জন্য এইগুলিতে আছে বহু উপকারিতা আর আছে পানীয় বস্তু। তবুও কি তাহারা কৃতজ্ঞ হইবে না?" *(৩৬-ইয়াসিন : ৭১, ৭৩)*

اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْعَامَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ

وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ

وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ

"আল্লাহই তোমাদিগের জন্য আন্'আম সৃষ্টি করিয়াছেন, কতক আরোহণ করিবার

জন্য এবং কতক তোমরা আহারও করিয়া থাক। ইহাতে তোমাদিগের জন্য রহিয়াছে প্রচুর উপকার, তোমরা যাহা প্রয়োজনবোধ কর, ইহা দ্বারা তাহা পূর্ণ করিয়া থাকে এবং ইহাদের উপর ও নৌযানের উপর তোমাদিগকে বহন করা হয়। তিনি তোমাদিগকে তাহার নিদর্শনাবলী দেখাইয়া থাকেন। সুতরাং তোমরা আল্লাহর কোন কোন নিদর্শনকে অস্বীকার করিবে?" *(৪০-গাফির : ৭৯, ৮০)*

উপরোক্ত আয়াত থেকে পরিষ্কারভাবে বুঝা যায়, বিশ্বজাহানের অন্যান্য সৃষ্টিতে যেমন আল্লাহ তা'আলার একটা সুনির্দিষ্ট সুপরিকল্পিত উদ্দেশ্য অন্তর্নিহিত আছে তেমন নিরীহ বন্ধুসুলভ বাধ্য প্রাণীর মধ্যেও, অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার নিপুণ সৃষ্টির ছোট-বড় কোন কিছুই উদ্দেশ্যহীনভাবে নয় তাই প্রতিটা সৃষ্টিতে রয়েছে আল্লাহ তা'আলার সুনিশ্চিত সুস্পষ্ট নিদর্শন। আন'আম বা গবাদি পশু হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার অন্যান্য নিদর্শনের মতোই একটা অন্যতম নিদর্শন। এই নিদর্শন প্রতিটা আদম সন্তানের জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত এবং সর্বদা তাদের ধরা ছোঁয়ার মধ্যে আছে তাই মানুষ, আল্লাহ তা'আলাকে জানার জন্য যদি গভীরভাবে চিন্তা করে, তাহলে এই নিদর্শনগুলোকে চিহ্নিত এবং স্বীকার করে আল্লাহ তা'আলাকে অবশ্যই জানতে পারবে। বিশেষভাবে গবাদি পশুর দুগ্ধ হচ্ছে অন্যতম নিদর্শন, কারণ বিজ্ঞানীরা আজও দুধের বিকল্প সুস্বাদু বস্তু আবিষ্কার করতে পারেননি। দুধের মূল অংশ চর্বির বিকল্প হিসেবে কৃত্রিমভাবে তৈরি চর্বি সম্পৃক্ত অথবা চর্বিবিহীন দুধ তৈরি হয়েছে তাতে দুধের স্বাদ ঘোলে মিটানোর সাথে তুলনা করা যায়। সুস্বাদু ও পুষ্টিতে উৎকৃষ্ট গবাদি পশুর দুধের সাথে কৃত্রিমভাবে তৈরি দুধের কোন তুলনা হয় না। তাই বলা যায়, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টির নিদর্শনের মতোই এই সমস্ত ব্যবহারিক নিদর্শন নিয়ে একমাত্র বোধশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিরাই চিন্তা করবেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَٰفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ لَءَايَٰتٍ لِّأُو۟لِى ٱلْأَلْبَٰبِ ﴿١٩٠﴾

رَبَّنَآ إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ ٱلنَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُۥ ۖ وَمَا لِلظَّٰلِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ ﴿١٩٢﴾

"আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে, দিবস ও রাত্রির পরিবর্তনে নিদর্শনাবলী রহিয়াছে বোধশক্তিসম্পন্ন লোকের জন্য, যাহারা দাঁড়াইয়া, বসিয়া এবং শুইয়া আল্লাহকে স্মরণ করে এবং আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা করে এবং বলে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি ইহা নিরর্থক সৃষ্টি করো নাই, তুমি পবিত্র, তুমি আমাদিগকে অগ্নিশাস্তি হইতে রক্ষা করো।" *(৩-ইমরান : ১৯০, ১৯২)*

ধীশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিরাই একমাত্র আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টির নিদর্শনে, তার প্রকৃত পরিচয় সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করে, আল্লাহ তা'আলাকে একমাত্র মা'বুদ হিসেবে

www.pathagar.com

গ্রহণ করবে এবং স্বীয় পাপের শাস্তি থেকে মুক্তি লাভের জন্য একমাত্র তারাই আল্লাহ তা'আলার কাছে ক্ষমাপ্রার্থী হবেন। যা হোক, বাঙালীদের সামাজিক জীবন ও সংস্কৃতির একটা বৃহত্তর অংশ দখল করে রেখেছে গবাদি পশুর দুধ থেকে তৈরি বিভিন্ন সুস্বাদু খাবার। পৃথিবীর এমন কোন জাতি নাই যারা দুধের উপকারিতা সম্পর্কে অবহিত নয় বা অস্বীকার করতে পারে। পর্যাপ্ত পরিমাণে দুধ লাভের জন্য গবাদি পশুর যথার্থ যোগান, যত্নে এবং পুষ্টিসম্পন্ন খাদ্য সরবরাহে মানুষ কখনও অবহেলা করে না অথচ দুধ কিভাবে তৈরি হচ্ছে এবং তৈরির পেছনে যে পরাক্রমশালী দয়াময় আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ ও সুস্পষ্ট নিদর্শন রয়েছে সেটা হয়ত চিরদিন মানুষের কাছে অজানা থেকে যায়। আল-কুরআন ছাড়া অন্য আসমানী কিতাবে গবাদি পশুর দুধ সম্পর্কে কোন বর্ণনা নাই তাই আহ্‌লে কিতাবীরা এবং মানব সন্তানের অন্যেরা সম্পর্কে অবহিত নয়। মুসলিমরা আল-কুরআনে বিশ্বাসী অথচ মুসলিমদের একটা বিরাট অংশ আল-কুরআনে উল্লিখিত এই সুস্পষ্ট নিদর্শন সম্বন্ধে অবগত নয়। তাই এই নিদর্শন ব্যবহার করে মানব জাতির কাছে আল-কুরআনের শাশ্বত পবিত্র বাণীর প্রচারেও তারা সক্রিয় ও সচেতন নয়। তবে বর্তমানে মুসলিমদের বিশেষ কিছু সংগঠন এ মহৎ কাজে উদ্বুদ্ধ হয়ে উদ্যোগ নিয়েছেন, এটা নিঃসন্দেহে একটা সন্তোষজনক ও গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

সবকিছু জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টিতে রয়েছে নিদর্শন

জোড়া শব্দটা অত্যন্ত আকর্ষণীয় ও গুরুত্বপূর্ণ শব্দ। জোড়া ছাড়া কোন কিছুই করা সম্ভব নয়, যেমন প্রেম ভালোবাসায়, বন্ধুত্বে, মান-অভিমানে, তর্ক-বিতর্কে, ঝগড়া-বিবাদে, তালি দিতে ও নিঃসঙ্গ জীবনে প্রশান্তি লাভে এবং পুনরুৎপাদনে জোড়ার কোন বিকল্প নাই। ফলে মানব জাতির গোড়া পত্তনে, মানব জাতির পিতা-মাতা আদম-হাওয়া (আ.)কে আল্লাহ তা'আলা জোড়া হিসেবে বেহেশতে বসবাসের আদেশ দেন এবং পরবর্তীতে পৃথিবীতে এক সাথে প্রেরণ করেছিলেন। নূহ (আ.) জাতির পাপীদের যখন আল্লাহ তা'আলা মহাপ্লাবন দিয়ে ধ্বংস করেন তখন প্রত্যেক প্রাণীর এক জোড়া করে নৌযানে তুলে নিতে নূহ (আ.)কে আল্লাহ তা'আলা আদেশ দিয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

وَيَٰٓـَٔادَمُ ٱسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿١٩﴾

"এবং বলিলাম, 'হে আদম! তুমি ও তোমার সঙ্গিনী জান্নাতে বসবাস কর এবং যথা ও যেথায় ইচ্ছা আহার করো; কিন্তু এই বৃক্ষের নিকটবর্তী হইও না, হইলে তোমরা যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হইবে।" *(৭-আরাফ : ১৯)*

www.pathagar.com

فَأَوْحَيْنَآ إِلَيْهِ أَنِ ٱصْنَعِ ٱلْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَآءَ أَمْرُنَا وَفَارَ ٱلتَّنُّورُ فَٱسْلُكْ فِيهَا مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ

ٱثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلَا تُخَٰطِبْنِى فِى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓا۟ إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ ﴿٢٧﴾

"অতঃপর আমি তাহার নিকট ওহী করিলাম, 'তুমি আমার তত্ত্বাবধানে ও আমার ওহী অনুযায়ী নৌযান নির্মাণ করো, অতঃপর যখন আমার আদেশ আসিবে ও উনুন উথলিয়া উঠিবে তখন উঠাইয়া লইও প্রত্যেক প্রজাতির এক এক জোড়া [*নারী-পুরুষ*] এবং তোমার পরিবার-পরিজনকে, তাহাদিগের মধ্যে যাহাদিগের [*স্ত্রী ও পুত্র সন্তান*] বিরুদ্ধে পূর্বে সিদ্ধান্ত হইয়াছে তাহাদিগের সম্পর্কে তুমি আমাকে কিছু বলিও না, তাহারা তো নিমজ্জিত হইবে।" *(২৩-মু'মিনুন : ২৭)*

জোড়ার প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারে আরেকটা উল্লেখ্য উদাহরণ হচ্ছে, Hollywood, Blue Lagon নামে একটা সিনেমা করেছে, তাতে দেখানো হয়েছে প্রশান্ত মহাসাগরে ভ্রমণকারী একটা জাহাজ ঝড়ের কবলে পড়ে ডুবে গেলে একজন বৃদ্ধসহ দু'টো অবুঝ শিশু বেঁচে যায়। অতঃপর বৃদ্ধ ব্যক্তি অচিরেই মারা গেলে দু'টো অবুঝ শিশু পরস্পরের প্রতি নির্ভরশীল হয়ে জনমানবহীন একটা দ্বীপের জঙ্গলে সব রকম প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ক্রমেই বেড়ে উঠে। এই জনমানবহীন, খাদ্যবিহীন জঙ্গলে নানা প্রতিকূলে গাছের ফল-মূল খেয়ে দু'টো শিশু মান-অভিমানে ও ঝগড়া-বিবাদে দিন যাপন করতে থাকে। দু'জনেরই শারীরিক পরিবর্তন দেখা দেয় তবে মেয়েটা যখন নারী প্রকৃতির রূপ প্রকাশের মাধ্যমে নারীত্ব অর্জন করলো তখন সে ভীষণ ভয় পেয়ে যায় এ ভেবে যে, সে অচিরেই মারা যাবে। নারীত্বের রূপ সম্পর্কে তাদের কোন ধারণা না থাকলেও এই দ্বীপের জঙ্গলে ছেলেটিই তার একমাত্র সাথী ও বন্ধু, তাই এই অজ্ঞাত বিপদের সময় সাথী হিসেবে মেয়েটাকে নানাভাবে সান্ত্বনা ও ভরসা দেয়। জঙ্গলে, দুইজনে মিলে কুঁড়ে ঘর নির্মাণ করে পাশাপাশি ঘুমিয়ে সময় পার করতে থাকে। এইভাবে নারী-পুরুষ হিসেবে মানব প্রকৃতির প্রভাবে তারা পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে আরও বেশী কাছাকাছি হলে যৌন প্রশান্তি লাভ করে। ফলে মেয়েটা অন্তঃসত্ত্বা হয় এবং সন্তান প্রসব করে। এই সিনেমা থেকে শিক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, মানব সন্তানের সুষ্ঠু ও স্বস্তির জীবন যাপনে পরিপূর্ণভাবে প্রশান্তির জন্য কমপক্ষে একটা জোড়া দরকার। অবুঝ শিশু হলেও, দুইজন হওয়ায় তারা সব রকম সংকটে, প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিপদ-আপদে পরস্পরের জন্য সাহস ভরসার উৎস ছিল। বিশাল সাগরের বুকে ছোট্ট একটা দ্বীপের গভীর জঙ্গলে তারা সৃষ্টি করেছিল নিজেদের

www.pathagar.com

আপন ভুবন এবং পেয়েছিল বেঁচে থাকার জন্য উদ্দীপ্ত প্রেরণা। তাই নিঃসন্দেহে বলা যায়, দুইজনের পরিবর্তে শুধুমাত্র একজন হলে, সে নিঃসঙ্গ জীবনে অচিরেই সাগরের শিহরণমূলক কলরোলে হারিয়ে যেত। অনুরূপভাবে Jungle Boy and Tarzan সিনেমায় দেখানো হয়েছে, মানবহীন জঙ্গলে মানব সন্তান জীব জন্তুর সাথে সখ্যতায় জঙ্গলে বসবাস করে জীবজন্তুর স্বভাব নিয়েই বড় হয়। নিজের একাকীত্ব দূর করার জন্য একটা শিম্পানজিকে খেলার বন্ধু ও জোড়া হিসেবে গ্রহণ করে। এক্ষেত্রে তার সাথে কোন মানব সন্তান না থাকলেও জীবজন্তু ছিল। তবে সমজাতির বা সমগোষ্ঠীর মধ্যে বিপরীত লিঙ্গের জোড়াই জীবনের পরিপূর্ণতা অর্জনে জীবন উপভোগ্য করার এবং প্রশান্তি লাভের জন্য সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাই বলা যায়, স্বস্তি ও শান্তির এবং পরিপূর্ণতার জন্য সমজাতির জোড়ার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

মানব সন্তানের মতই পৃথিবীর সব সমজাতির মধ্যে রয়েছে জোড়া। মানুষ, জীবজন্তু, পাখী এবং জলজন্তুর ব্যাপারে এটা সুস্পষ্টভাবে পরিষ্কার। অন্যান্য সৃষ্টি যেমন মাছ, জলপ্রাণী, কীট-প্রত্যঙ্গ, পোকা-মাকড়, উভয়চর প্রাণী, ফুল-ফল, উদ্ভিদ, শাকসবজি, অনেক অদৃশ্য বস্তু ইত্যাদির মধ্যেও জোড়া [নারী-পুরুষ] রয়েছে অথচ বোঝা যায় না এবং খালি চোখে সাধারণত দেখা যায় না। তবে বিজ্ঞানীরা বিশেষ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রায় সবকিছুরই বিপরীত লিঙ্গের জোড়া নির্ধারণ করতে পারেন, অর্থাৎ মানব সন্তান ও অন্যান্য স্তন্যপায়ী প্রাণীর মতোই সব কিছুতেই রয়েছে স্ত্রী ও পুলিঙ্গের জোড়া। সবকিছুর প্রজননের জন্যই আল্লাহ তা'আলা জোড়া সৃষ্টি করেছেন এবং এজন্যই নূহ (আ.)-কে আল্লাহ তা'আলা প্রতি প্রজাতির এক জোড়া নৌযানে তুলে নিতে আদেশ দিয়েছিলেন। যাতে মানব সন্তানের মতোই প্রজননের মাধ্যমে তারা মানবের পৃথিবীর জীবনকে করতে পারে উপভোগ্য এবং সচলতায় সজীব ও পরিপূর্ণতায় সমৃদ্ধ এবং আকর্ষণীয়। সবকিছুর মধ্যে জোড়া হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার নিপুণ সৃষ্টির একটা অন্যতম নিদর্শন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা অনেক আয়াত নাযিল করেছেন :

وَٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْأَزْوَٰجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ ٱلْفُلْكِ وَٱلْأَنْعَٰمِ مَا تَرْكَبُونَ ﴿١٢﴾

"এবং যিনি যুগলসমূহের প্রত্যেককে সৃষ্টি করেন এবং যিনি তোমাদিগের জন্য সৃষ্টি করেন এমন নৌযান ও আন'আম যাহাতে তোমরা আরোহণ করো।" *(৪৩-যুখরুফ : ১২)*

www.pathagar.com

وَهُوَ ٱلَّذِى مَدَّ ٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَٰسِىَ وَأَنْهَٰرًا ۖ وَمِن كُلِّ ٱلثَّمَرَٰتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ ۖ يُغْشِى
ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارَ ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۝

"তিনিই ভূতলকে বিস্তৃত করিয়াছেন এবং উহাতে পর্বত ও নদী সৃষ্টি করিয়াছেন এবং প্রত্যেক প্রকারের ফল সৃষ্টি করিয়াছেন জোড়ায় জোড়ায়। তিনি দিবসকে রাত্রি দ্বারা আচ্ছাদিত করেন। ইহাতে অবশ্যই নিদর্শন রহিয়াছে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য।" *(১৩-রা'দ : ৩)*

خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ ٱلْأَنْعَٰمِ ثَمَٰنِيَةَ أَزْوَٰجٍ ۚ يَخْلُقُكُمْ فِى بُطُونِ أُمَّهَٰتِكُمْ
خَلْقًا مِّنۢ بَعْدِ خَلْقٍ فِى ظُلُمَٰتٍ ثَلَٰثٍ ۚ ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلْكُ ۖ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ ۝

"তিনি তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন একই ব্যক্তি হইতে। অতঃপর তিনি তাহা হইতে তাহার সাথি সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি তোমাদিগকে দিয়াছেন আট প্রকার আন'আম [*গরু, ছাগল, ভেড়া, উট, মহিষ, ঘোড়া, গাধা ইত্যাদি, প্রত্যেকেই জোড়ায় জোড়ায়*]... ।" *(৩৯-যুমার : ৬)*

উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন এই সমস্ত নিদর্শনের মাধ্যমে একমাত্র চিন্তাশীল ব্যক্তিরাই আল্লাহ তা'আলার আসল পরিচয় সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করবে। আল্লাহ তা'আলা জোড়া সম্পর্কে আরও বলেছেন :

فَاطِرُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا وَمِنَ ٱلْأَنْعَٰمِ أَزْوَٰجًا ۖ يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ ۚ لَيْسَ كَمِثْلِهِۦ
شَىْءٌ ۖ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ۝

"তিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা, তিনি তোমাদিগের মধ্য হইতে তোমাদিগের জোড়া সৃষ্টি করিয়াছেন এবং আন'আমের মধ্য হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন আন'আমের জোড়া; এইভাবে তিনি তোমাদিগের বংশ বিস্তার করেন; কোন কিছুই তাহার সদৃশ নহে, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।" *(৪২-শূরা : ১১)*

وَمِن كُلِّ شَىْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۝

"আমি প্রত্যেক বস্তু সৃষ্টি করিয়াছি জোড়ায় জোড়ায়, যাহাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ করো।" *(৫১-যারিয়াত : ৪৯)*

سُبْحَٰنَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْأَزْوَٰجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنۢبِتُ ٱلْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ۝

"পবিত্র ও মহান তিনি, যিনি উদ্ভিদ, মানুষ এবং উহারা যাহাদিগকে জানে না তাহাদিগের প্রত্যেককে সৃষ্টি করিয়াছেন জোড়া জোড়া করিয়া।" *(৩৬-ইয়াসিন: ৩৬)*

www.pathagar.com

সূরা ইয়াসিনের ৩৬ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তা'আলার নিজের পরিচয় দিয়ে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে, দৃশ্য ও অদৃশ্য সবকিছুই আল্লাহ তা'আলা জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন। পৃথিবীতে বহু সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম প্রাণী আছে যাদেরকে অণুবীক্ষণ যন্ত্র ছাড়া চোখে দেখার কোন উপায় নাই। বর্তমানে বিজ্ঞানীরা এরকম অনেক প্রাণীর অনুসন্ধান পেয়েছেন। তাছাড়াও আরো ক্ষুদ্র প্রাণী বা জোড়া আছে যাদের অস্তিত্ব হচ্ছে মানব সন্তানের অগোচরে, যেমন প্রতিটা বস্তুর পরমাণুতে রয়েছে ইলেকট্রোন এবং প্রোটনের জোড়া। মানব সন্তানের দৃষ্টির অগোচরে রয়েছে বেহেশত ও দোজখের জোড়া। অনুরূপভাবে ইহকালের জোড়া হচ্ছে পরকাল আর দিনের জোড়া রাত্রি। এ প্রসঙ্গে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে তবুও আলোচিত বিষয়কে আরও পরিষ্কার করার জন্য আবারও উল্লেখ করা হল। নূহ (আ.) সময় মানব সন্তানের সব পাপীদের আল্লাহ তা'আলা ধ্বংস করলেও মানব জাতির এবং অন্যান্য বস্তুর প্রজন্মের জন্য সব বস্তুর জোড়ায় জোড়ায় তিনি রক্ষা করেছেন। এ ব্যাপারে সূরা হূদে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءَ أَمْرُنَا وَفَارَ ٱلتَّنُّورُ قُلْنَا ٱحْمِلْ فِيهَا مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ

ٱلْقَوْلُ وَمَنْ ءَامَنَ ۚ وَمَآ ءَامَنَ مَعَهُۥٓ إِلَّا قَلِيلٌ ﴿٤٠﴾

"অবশেষে যখন আমার আদেশ আসিল এবং উনুন উথলিয়া উঠিল, আমি বলিলাম, 'ইহাতে উঠাইয়া লও প্রত্যেক শ্রেণীর যুগল, যাহাদিগের বিরুদ্ধে পূর্ব-সিদ্ধান্ত হইয়াছে, তাহারা ব্যতীত তোমার পরিবার-পরিজনকে এবং যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহাদিগকে।' তাহার সঙ্গে ঈমান আনিয়াছিল অল্প কয়েক জন।"

তাই বলা যায়, সব বস্তু জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেই আল্লাহ তা'আলা কাজ শেষ করেননি বরং পুনরুৎপাদনের পদ্ধতি চালু রাখার জন্য প্রতিটা বস্তুর জোড়া রক্ষণাবেক্ষণ করছেন। আল্লাহ তা'আলা, দৃশ্য ও অদৃশ্য বস্তুর সৃষ্টিকর্তাই নন, তিনি রক্ষক, নিয়ন্ত্রক, নিয়োক্তা, সর্বজ্ঞ, অসীম, সর্বশক্তিমান এবং শেষ বিচার দিবসের একচ্ছত্র অধিপতি, অর্থাৎ মহামহিমান্বিত আল্লাহ তা'আলার সদৃশ কেউ নাই। এত দীর্ঘ আলোচনার মূল উদ্দেশ্য হল, আদম সন্তানের চারিদিকে উপস্থিত চিরপরিচিত বস্তুতে আল্লাহ তা'আলার নিদর্শন দিবালোকের মতো বিদ্যমান তাই এই নিদর্শনের মাধ্যমে কিভাবে আল্লাহ তা'আলাকে সঠিকভাবে জানা যায় এবং আল্লাহ তা'আলার সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে সঠিক জ্ঞান অর্জন করার সামান্যতম চেষ্টা। আল-কুরআন, আল্লাহ তা'আলার পবিত্র বাণী এবং তাতে বর্ণিত বিভিন্ন নিদর্শনে আল্লাহ তা'আলার পরিচয় হচ্ছে সঠিক ও নির্ভুল। তাই আল-কুরআনের

www.pathagar.com

আয়াতের মাধ্যমে তার সঠিক পরিচয় অনুসন্ধানের চেষ্টা করা হয়েছে। বস্তুত আল-কুরআন হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার সব নিদর্শনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নিদর্শন, যাকে অলৌকিক নিদর্শন বলা হয়। এই নিদর্শন আদম সন্তানের হাতের নাগালে আছে এবং প্রতিদিনই এই অলৌকিক নিদর্শনের প্রভাব প্রত্যক্ষভাবে প্রমাণিত হচ্ছে। প্রতিদিনই আদম সন্তানরা এই নিদর্শনের সংস্পর্শে এসে আল্লাহ তা'আলার প্রকৃত পরিচয় পেয়ে একত্ববাদে বিশ্বাস স্থাপন করে আত্মত্যাগী ও আত্মসমর্পণী বান্দায় পরিণত হচ্ছেন। যার জন্য সুনিশ্চিতভাবে বলা যায়, পবিত্র আল-কুরআন এবং তাতে বর্ণিত নিদর্শনেই রয়েছে মহামহিমান্বিত সৃষ্টিকর্তা, প্রতিপালক দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ তা'আলার সুস্পষ্ট পরিচয়।

মানব সন্তানের জ্ঞানের সীমা নির্ধারিত

মানব সন্তানকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করে, তাদের জীবন যাপনকে সহজ ও প্রশান্তিময় করার জন্য প্রয়োজনীয় বিদ্যাবুদ্ধি ও জ্ঞান দিয়ে আল্লাহ তা'আলা মানব সন্তানকে করেছেন সমৃদ্ধ। তবে তাদের জন্য জ্ঞানের একটা সীমা নির্ধারণ করেছেন যা অতিক্রম করা সম্ভব নয়। তবুও এই সীমা লঙ্ঘনে অজ্ঞতাবশতঃ বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন গবেষণায় আত্মনিয়োগ করে গবেষণায় পাওয়া তথ্যের ভ্রান্ত ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করেন। বিশ্বজাহানের প্রকৃতি এবং মানব দেহের বিভিন্ন অঙ্গনে গবেষণায় লিপ্ত থাকা বিজ্ঞানীরাই আল্লাহ তা'আলার নিদর্শন সম্পর্কে বেশি জ্ঞান রাখেন। গবেষণা চলাকালে নিদর্শনের প্রয়োজনীয়তা, অপ্রত্যাশিত কার্যক্ষমতা [*মানব দেহের অভ্যন্তরীণ কার্যক্রম*], অকল্পনীয় শৃঙ্খলা [*বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সুশৃঙ্খল বিন্যাস*] ইত্যাদি সুস্পষ্টভাবে তাদের কাছে প্রকাশ পায়। তা সত্ত্বেও বেশীরভাগ বিজ্ঞানীরাই আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্ব, ক্ষমতা ও সর্বদা সর্বক্ষেত্রে তার পরিব্যাপ্তি এবং উপস্থিতি সম্পর্কে সন্দিহান থাকেন। তাদের জ্ঞানের গরিমায় ঔদ্ধত্য ব্যক্তিত্বই এই সন্দিগ্ধচিত্ত গ্রহণে সাহায্য করে, বস্তুত তাদের হৃদয় হয় আধ্যাত্মিকভাবে অন্ধ। এই ধরনের ব্যক্তিদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَٰدِلُ فِى ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَٰبٍ مُّنِيرٍ ۝٨

ثَانِىَ عِطْفِهِۦ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ۖ لَهُۥ فِى ٱلدُّنْيَا خِزْىٌ ۖ وَنُذِيقُهُۥ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ۝٩

أَفَلَمْ يَسِيرُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَآ أَوْ ءَاذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا ۖ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى ٱلْأَبْصَٰرُ

وَلَٰكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِى فِى ٱلصُّدُورِ ۝٤٦

"মানুষের মধ্যে কেহ কেহ আল্লাহ সম্বন্ধে বিতণ্ডা করে; তাহাদিগের না আছে

জ্ঞান, না আছে পথ নির্দেশক, না আছে কোন দীপ্তিমান কিতাব। সে বিতণ্ডা করে ঘাড় বাকাইয়া লোকদিগকে আল্লাহর পথ হইতে ভ্রষ্ট করিবার জন্য। তাহার জন্য লাঞ্ছনা আছে ইহলোকে এবং কিয়ামত দিবসে আমি তাহাকে আস্বাদ করাইব দহন যন্ত্রণা। তাহারা কি দেশ ভ্রমণ করে নাই? তাহা হইলে তাহারা জ্ঞানবুদ্ধিসম্পন্ন হৃদয় ও শ্রুতিশক্তিসম্পন্ন শ্রবণের অধিকারী হইতে পারিত। বস্তুত চক্ষু তো অন্ধ নয়, বরং অন্ধ হইতেছে বক্ষস্থিত হৃদয়।" *(২২-হজ : ৮-৯, ৪৬)*

বিজ্ঞানীদের অনেকেই শুধুমাত্র নিজেরা বিপথগামী হয়েছেন তা নয়, বরং তাদের দেয়া বিভ্রান্ত তত্ত্ব বহু আদম সন্তানকে বিপথগামী করেছে এবং করছে। তাদের মধ্যে বিজ্ঞানী ডারউইন অন্যতম। মানব সন্তানের উৎপত্তির ব্যাপারে Evolution Theory [*বিবর্তন প্রক্রিয়ার তত্ত্ব*] দিয়ে মানব জাতির আদি পিতাকে বানর বানাতেও তিনি দ্বিধাবোধ করেননি। ডারউইন হয়তো ভুলে গিয়েছিলেন যে, মানবজাতির আদি পিতা যদি বানর হয়, তবে সে নিজেও বানরের গোষ্ঠী। আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টি শ্রেষ্ঠ মানব সন্তান সব সৃষ্টির উপর কর্তৃত্ব পেয়েছে, ফিরিশতা দিয়ে সিজদা করিয়ে আল্লাহ তা'আলা মানব সন্তানকে উঁচু সম্মানে অধিষ্ঠ করেছেন। এত সম্মান, ক্ষমতা, চিন্তাশক্তি, ধীশক্তি ও মেধাসম্পন্ন সৃষ্টির বিকাশ ঘটেছে বানর থেকে, এটা নিঃসন্দেহে অদ্ভুত অযৌক্তিক তত্ত্ব, যাকে পাগলের প্রলাপ বলা যায়। আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত আসমানী কিতাবের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ধর্ম [*ইসলাম, খৃষ্টান ও ইহুদী*] ছাড়াও কোন ধর্মই এই অযৌক্তিক তত্ত্বের পক্ষে সমর্থন করে না। অথচ এক শ্রেণীর বিজ্ঞানীরা আজও এই তত্ত্বের পক্ষ সমর্থনে এবং তার প্রগতিতে সবকিছু লালন করে যাচ্ছেন। অন্যান্য জীবজন্তুর মতো বানর হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার আরেকটা সৃষ্টি। বানরের নিজস্ব চরিত্র, শারীরিক গঠন, আচার-আচরণ ইত্যাদি মানব চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য থেকে সম্পূর্ণরূপে বিভিন্নতর। তাই মানব সন্তানের মধ্যে যাদের আচরণ ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বানরের মতো হয়, তাদেরকে বলা হয় অমার্জিত ব্যক্তি। তবে আচার আচরণের ভিত্তিতে মানুষের মধ্যে অনেকেই বানরের চরিত্র সদৃশ হয়। কারণ মানব সন্তানের চরিত্রে মনুষ্যত্বপূর্ণ এবং মনুষ্যত্বহীন ব্যক্তিত্বের প্রভাব সমানভাবে উপস্থিত থাকে। তাই বিভিন্ন কাজে-কর্মে, ধর্মীয় বিশ্বাসে, নিষ্ঠুরতায়, হিংস্রতায় তারা জীবজন্তু থেকেও অধম হতে পারে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা সুস্পষ্টভাবে আল-কুরআনে বলেছেন :

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا
وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ

"আমি তো বহু জিন ও মানবকে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করিয়াছি; তাহাদিগের

www.pathagar.com

হৃদয় আছে কিন্তু তদ্দারা তাহারা উপলব্ধি করে না, তাহাদিগের চক্ষু আছে তা দ্বারা দেখে না এবং তাহাদিগের কর্ণ আছে তা দ্বারা শ্রবণ করে না; ইহারা পশুর মতো, বরং উহা অপেক্ষাও অধিক বিভ্রান্ত! তাহারাই গাফিল।" *(৭-আরাফ : ১৭৯)*

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার সুস্পষ্ট নিদর্শন প্রত্যক্ষভাবে দেখে, শুনে এবং বুঝেও তারা আল্লাহ তা'আলার পরিচয় সম্পর্কে উদাসীনতায় অজ্ঞতায় বসবাস করে নিদর্শন সম্পর্কে বিভ্রান্তি ব্যাখ্যা দিয়ে অন্যদের বিপথগামী করে।

এজন্যেই আল্লাহ তা'আলা মানব জাতির একটা দলকে তাদের অবাধ্যতা, ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ ও ধর্মীয় বিশ্বাস এবং বিধান সম্পর্কে বিশ্বাসঘাতকতার জন্য শাস্তিস্বরূপ "বানর বানিয়ে দিয়েছিলেন"। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ ٱلَّذِينَ ٱعْتَدَوْا۟ مِنكُمْ فِى ٱلسَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا۟ قِرَدَةً خَٰسِـِٔينَ ﴿٦٥﴾

فَجَعَلْنَٰهَا نَكَٰلًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٦٦﴾

"তোমাদের [*ইহুদীরা*] মধ্যে যাহারা শনিবার* সম্পর্কে সীমালঙ্ঘন করিয়াছিল তাহাদিগকে তোমরা [*এই ঘটনা মদীনার ইহুদীরা নিজেদের ইতিহাস থেকে জানতো*] নিশ্চিতভাবে জান। আমি তাহাদিগকে বলিয়াছিলাম, 'তোমরা ঘৃণিত বানর হও'। আমি ইহা তাহাদের সমসাময়িক ও পরবর্তীদের শিক্ষা গ্রহণের জন্য দৃষ্টান্ত ও মুত্তাকীদের জন্য উপদেশস্বরূপ করিয়াছি।" *(২-বাকারাহ : ৬৫, ৬৬)*

قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَٰلِكَ مَثُوبَةً عِندَ ٱللَّهِ ۚ مَن لَّعَنَهُ ٱللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ ٱلْقِرَدَةَ وَٱلْخَنَازِيرَ

وَعَبَدَ ٱلطَّٰغُوتَ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ عَن سَوَآءِ ٱلسَّبِيلِ ﴿٦٠﴾

"বল, 'আমি কি তোমাদিগকে ইহা অপেক্ষা নিকৃষ্ট পরিণামের সংবাদ দিব যাহা আল্লাহর নিকট আছে? যাহাকে আল্লাহ লা'নত করিয়াছেন, যাহার উপর তিনি ক্রোধান্বিত, যাহাদিগের কতককে তিনি বানর ও কতককে শূকর করিয়াছেন এবং যাহারা তাগূতের 'ইবাদত করে মর্যাদায় তাহারাই নিকৃষ্ট এবং সরল পথ হইতে সর্বাধিক বিচ্যুত।" *(৫-মায়িদা : ৬০)*

فَلَمَّا عَتَوْا۟ عَن مَّا نُهُوا۟ عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا۟ قِرَدَةً خَٰسِـِٔينَ ﴿١٦٦﴾

---

* তাহাদের দ্বীনের বিধানে সপ্তাহের এই একটা দিন আল্লাহর ইবাদতের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। এই দিনে পার্থিব জীবনের কাজ-কর্ম ছিল নিষিদ্ধ। ইহার অমান্যকারীর শাস্তি ছিল হত্যা। লোহিত সাগরের উপকূলবর্তী 'আকাবা'র অধিবাসীরা এই দিনে মৎস্য শিকার করিয়া আল্লাহর আদেশ লঙ্ঘন করায় তাহাদেরকে আল্লাহ শাস্তি দিয়েছিলেন।

www.pathagar.com

"তাহারা যখন নিষিদ্ধ কার্য ঔদ্ধত্যসহকারে করিতে লাগিল তখন তাহাদিগকে বলিলাম, 'ঘৃণিত বানর হও'।" *(৭-আরাফ : ১৬৬)*

ইহুদীর মধ্যে যারা সা'বাতের সীমালঙ্ঘন করেছিল তারাই বানর হয়েছিল। তবে একটা বিষয় স্মর্তব্য যে, বানর এবং শূকরের অস্তিত্ব পূর্বে থেকেই ছিল। এ ব্যাপারে হাদীস থেকে সুস্পষ্টভাবে জানা যায় : ইবনে মা'সূদ (রা.) বলেন, রাসূল (সা.) প্রশ্ন করা হয়েছিল যে, বর্তমানে যে বানর এবং শূকর আছে তারা কি ইহুদীদের মধ্যে থেকে রূপান্তরিত বানর? উত্তরে রাসূল (সা.) বলেছেন : *আল্লাহ তা'আলা কখনও কোন জাতিকে রূপান্তর করে ধ্বংস করেননি এবং রূপান্তরদের মধ্যে থেকে কোন প্রজন্মের সৃষ্টিও করেননি, বানর এবং শূকরের অস্তিত্ব পূর্বে থেকেই ছিল [যারা বানর হয়েছিল, তাদের কোন বংশধর বা প্রজন্ম নাই]।" (মুসলিম ৪:২০৫১)*

শনিবারে বা সা'বাতের দিনে মাছ ধরা ছিল নিষিদ্ধ। ইহুদীদের ঈমান ও আনুগত্যের দৃঢ়তা পরীক্ষা করার জন্যই আল্লাহ্ তা'আলা এই ব্যবস্থা করেছিলেন তাই শনিবারেই লৌহিত সাগরে বেশী মাছ পাওয়া যেত। ইহুদীদের একটা লোভাতুর দল আল্লাহ্ তা'আলার আদেশ উপেক্ষা করে শনিবারে মাছ ধরে ফলে ক্রোধান্বিত হয়ে আল্লাহ্ তাদেরকে বানর করে দেন। শনিবারের ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন :

وَسْـَٔلْهُمْ عَنِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِى كَانَتْ حَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِى ٱلسَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ
شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَٰلِكَ نَبْلُوهُم بِمَا كَانُوا۟ يَفْسُقُونَ ﴿١٦٣﴾

وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا ٱللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا۟ مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿١٦٤﴾

فَلَمَّا نَسُوا۟ مَا ذُكِّرُوا۟ بِهِۦٓ أَنجَيْنَا ٱلَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ ٱلسُّوٓءِ وَأَخَذْنَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ بِعَذَابٍۭ بَـِٔيسٍۭ بِمَا كَانُوا۟ يَفْسُقُونَ ﴿١٦٥﴾

"এবং তাহাদিগকে প্রশ্ন কর সেই শহরের কথা যাহা দরিয়ার পাড়ে ছিল, যখন তাহারা ছুটির দিন [*শনিবার, সা'বাত*] সীমালঙ্ঘন করিত, যখন ছুটির দিন মাছ ভাসিয়া তাহাদের নিকট আসিত। কিন্তু যেদিন ছুটি থাকিত না সেই দিন আসিত না, এইভাবে আমি তাহাদের পরীক্ষা করিয়াছিলাম যেহেতু তাহারা সীমালঙ্ঘন করিত। যখন তাহাদের এক দল বলিত, 'তোমরা কেন এমন লোককে নসিহত করিতেছ যাহাদের আল্লাহ বিনাশ করিবেন অথবা কঠিন শাস্তি দিবেন?' তাহারা জওয়াব দিত, তোমাদের প্রভুর নিকট নির্দোষ হইবার জন্য এবং এই জন্যেও যে, হয়তো তাহারা পরহেযগার হইবে। অবশেষে যখন তাহারা তাহাদিগকে যে সকল উপদেশ দেওয়া হইয়াছিল তাহা ভুলিয়া গেল, তখন আমি সেই সকল লোককে উদ্ধার করিলাম যাহারা কু-কার্য করিতে মানা করিত এবং যাহারা জুলুম

www.pathagar.com

করিতেছিল তাহাদিগকে কঠিন শাস্তি দিলাম [*বানর বানিয়ে*], যেহেতু তাহারা পাপ করিয়া যাইতেছিল।" *(৭-আরাফ : ১৬৩, ১৬৫)*

যা হোক, এখন আলোচনায় ফিরে আসা যাক, বিবর্তন প্রক্রিয়ার ব্যাপারে একটা বিষয় অস্বীকার করা যাবে না যে, প্রতিটা স্পীশীজ বা প্রজাতির মধ্যে বিবর্তন ঘটে। যেমন উদ্ভিদ, জীবপ্রাণী এবং ফুল-ফলের নিজস্ব প্রজাতিতে রংয়ের, আকৃতিতে, গঠনে, উচ্চতায় পরিবর্তন হচ্ছে বা হয়েছে। তবে হাতি থেকে ঘোড়া, কুকুর থেকে শিয়াল, গরু থেকে গাধা, ছাগল থেকে ভেড়া, সিংহ থেকে বাঘ, কুমির থেকে হাঙ্গর, সর্প থেকে কুমির, জিব্রা থেকে জিরাফ ইত্যাদির বিকাশ ঘটেনি এবং কোন বিজ্ঞানীই এরকম দাবী করেননি। আসমানী কিতাব প্রেরণ করে মানব জাতিকে আল্লাহ্ তা'আলা সুস্পষ্টভাবে অবহিত করেছেন যে, আদম হচ্ছেন তাদের আদি পিতা। মাটি থেকে মানুষের আকৃতিতেই আল্লাহ্ তা'আলা আদম (আ.)কে সৃষ্টি করেছেন এবং আদম থেকেই সারা দুনিয়ায় মানব জাতি ছড়িয়ে পড়েছে। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন :

وَمِنْ ءَايَـٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَآ أَنتُم بَشَرٌ تَنتَشِرُونَ ۝٢٠

"তাহার নিদর্শনাবলীর মধ্যে এক নিদর্শন এই যে, তিনি মৃত্তিকা হইতে তোমাদিগকে [*প্রথম আদম (আ.)কে*] সৃষ্টি করিয়াছেন। এখন তোমরা মানুষ, পৃথিবীতে ছড়িয়ে আছ।" *(৩০-রূম : ২০)*

এর বিপরীতে ডারউইন তত্ত্ব দিলেন যে, বানর থেকে বিবর্তন হয়ে মানুষ মনুষ্যাকৃতি ধারণ করেছে। তাই বলা যায়, মানবকে বিপথগামী করার জন্য এর চেয়ে বড় অস্ত্র আর নাই। যা হোক এ পর্যায়ে ডারউইনের তত্ত্ব সম্পর্কে আরও বর্ধিত আলোচনা করার প্রয়োজন অনস্বীকার্য। বর্তমানে অপ্রত্যাশিত বৈজ্ঞানিক উন্নতিতে, বিশেষভাবে মানব দেহের জটিল গঠন সংক্রান্ত বিষয় সম্পর্কে বিজ্ঞানে পাওয়া তত্ত্বের ভিত্তিতে বলা যায় ডারউইনের মানব বিকাশের তত্ত্ব ক্রটিযুক্ত ও ভিত্তিহীন। কারণ ডারউইনের তত্ত্ব হচ্ছে simple process, based on natural selection. Darwin's general theory presumes the development of life from non-life and stresses a purely naturalistic [*স্বভাববাদী*], "descent with modification". That is, complex creatures evolve from more simplistic ancestors naturally over time. In a nutshell, as random genetic mutations [বংশানুগতির রূপান্তর] occur within an organism's genetic code, the beneficial mutations are preserved because they aid survival- a process known as "natural selection". These beneficial mutations are passed on to the next generation [এক্ষেত্রে ডারউইনের

www.pathagar.com

মন্তব্য ছিল সঠিক, কারণ বর্তমানে genetic code (DNA) সম্পর্কে পাওয়া তত্ত্বে একথাই বলে। ডিএনএ কে মানুষের বংশানুগতির তথ্য নির্ধারণ করার জন্য ব্যবহার করা হয়। তাই পিতা-মাতা থেকে ডিএনএ তাদের সন্তানদের মধ্যে স্থানান্তর হয়।]. Over the time, beneficial mutations accumulate and the result is an entirely different organism (not just a variation of the original, but an entirely different creature). এখানেই ডারউইনের তত্ত্ব ব্যর্থ, একটা বিশেষ প্রাণীসত্তার মধ্যে রূপান্তর হয়, যেমন মানব সন্তানের শারীরিক গঠন, গায়ের রং, চেহারার আকৃতি, উচ্চতা ইত্যাদির রূপান্তর সব সময় দেখা যাচ্ছে। তবে মানব থেকে অন্য প্রাণীসত্তার সৃষ্টি হয়নি অথবা অন্য প্রাণী থেকেও মানবের রূপান্তর হয়নি। Darwin wrote, "....Natural selection acts only by taking advantage of slight successive variations; she can never take a great and sudden leap, but must advance by short and sure, though slow steps." [*Charles Darwin, "On the Origin of Species by Means of Natural Selection" 1859, p/162*]. Thus, Darwin conceded that, "If it could be demonstrated that any complex organ existed, which could not possibly have been formed by numerous, successive, slight modifications, my theory would absolutely break down." [*Ibid, p/158*]. Such a complex organ would be an "irreducibly complex system" [বহু অংশবিশিষ্ট এমন একটা জটিল বস্তু, যা থেকে একটা অংশ সরিয়ে নিলে, বস্তুটা কার্যক্ষমতা হারিয়ে ফেলে] is one composed of multiple parts, all of which are necessary for the system to function. If even one part is missing, the entire system will fail to function. Every individual part is integral. Thus, such a system could not have evolved slowly, piece by piece. মানব ও জীব প্রাণীর দেহ হচ্ছে তেমন এটা যন্ত্র, যা থেকে হৃৎপিণ্ডটা কেটে ফেললে দেহের কার্যক্ষমতা বন্ধ হয়ে যায়। এটা একটা সাধারণ উদাহরণ, যদি জীব প্রাণীর কোষবিশিষ্ট পর্যায়ে বিচার করা হয় তাহলে এ ব্যাপারটা আরও পরিষ্কারভাবে বুঝা যায়। Darwin's Theory of Evolution is a theory in crisis in light of the tremendous advances we've made in molecular biology, biochemistry and genetics over the past fifty years. We now know that there are in fact tens of thousands of irreducibly complex systems on the cellular level. Specified complexity pervades the microscopic biological world. Molecular biologist Michael Denton wrote, "Although the tiniest bacterial cells are incredibly small, weighing less than 10^{-12} grams, each is in effect a vertable micro-miniaturized factory containing thousands of exquisitely designed pieces of intricate molecular machinery, made up altogether of one hundred thousand million atons, far more complicated than any

www.pathagar.com

machinery built by man and absolutely without parallel in the non-living world [*Maichael Denton, "Evolution: A Theory in Crisis" 1986, p/250*].

And we don't need a microscope to observe irreducible complexity. The eye, the ear and the heart are all examples of irreducible complexity, though they were not recognized as such in Darwin's day. Nevertheless, Darwin confessed, "To suppose that the eye with all its inimitable contrivances for adjusting the focus to different distances, for admiting different amounts of light, and for the correction of spherical and chromatic aberration, could have been formed by natural selection, seems, I freely confess, absured in the highest degree." [*Charles Darwin, "On the Origin of Species by means of Natural Selection," 1859, p/155.*]. Charles Darwin's theory was based largely on observations which he made during his 5-year voyage around the world the HMS Beagle (1831-36].

যা হোক, ডারউইনের তত্ত্ব বিশেষ করে মানব ক্রমবিকাশের ব্যাপারে বৈজ্ঞানিকভাবেই ভিত্তিহীন হিসেবে প্রমাণিত হচ্ছে। মানব দেহ এবং তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মাইক্র লেবেলে এতোই জটিল যা Natural Selection এর মাধ্যমে সম্ভব নয়। অথচ একশ্রেণীর বিজ্ঞানীরা এই তত্ত্বের ন্যায্যতা ও সত্যতা নিয়ে বিতর্ক করেন এবং দৃঢ়ভাবে তাদের দাবী প্রতিষ্ঠা করার জন্য সংঘবদ্ধভাবে সংগ্রাম করছেন। এই ধরনের লোকদের ব্যাপারেই আল্লাহ তা'আলা সূরা আল-হজ, আয়াত নম্বর ৪৬ এ উল্লেখ করেছেন। বিজ্ঞানীদের চিন্তাশক্তি, দৃষ্টি ও শ্রবণ শক্তি সাধারণ মানুষের চেয়ে আলাদা তারা প্রতিটা বস্তুকে ভিন্নভাবে দেখেন, বিচার করেন ও গুণাগুণ নির্ধারণ করেন তাই তাদেরকে বলা হয় ধীশক্তিসম্পন্ন বুদ্ধিবৃত্তিমূলক জ্ঞানী ব্যক্তি। অথচ বিজ্ঞানীদের একটা দল আল্লাহ তা'আলার নিদর্শন নিয়ে গবেষণায় আত্মনিয়োগ করে স্বচক্ষে নিদর্শন দেখেও আল্লাহ তা'আলার আসল পরিচয় সম্পর্কে উদাসীন এবং এমনকি অনেকেই আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্বকে অস্বীকার করেন। ডারউইন ছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম তাই নিজেকে বানরের বংশের মানুষ হিসেবে আখ্যাত করতে দ্বিধা করেননি। বস্তুত এই শ্রেণীর ব্যক্তিদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন তারা জীবজন্তু থেকেও খারাপ এবং উদাসীন ও বিপদগামী।

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ ءَاذَانٌ

لَّا يَسْمَعُونَ بِهَآ أُو۟لَٰٓئِكَ كَٱلْأَنْعَٰمِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْغَٰفِلُونَ ﴿١٧٩﴾

"আর আমি জাহান্নামের জন্য বহু জিন ও মানুষ সৃষ্টি করিয়াছি। তাহাদের অন্তর আছে কিন্তু তাহারা তাহা দ্বারা বুঝিতে চায় না, তাহাদের চোখ আছে, কিন্তু

www.pathagar.com

তাহারা উহা দ্বারা দেখে না এবং তাহাদের কান আছে, তাহারা শুনিতে চায়না উহা দ্বারা। উহারাই জানোয়ার বরং পশুর চেয়েও অধম, উহারাই বেখেয়াল থাকে।" *(৭-আরাফ : ১৭৯)*

কারণ জীবজন্তুর চোখ, কান এবং হৃদয় আছে, তবুও তারা সৃষ্টির সেরা নয়, খলিফার সম্মানে ভূষিত হয়নি। তাদের আচরণ সম্পূর্ণরূপে তাদের নিজস্ব, যে উদ্দেশ্যে তারা সৃষ্টি হয়েছে সে দায়িত্ব তারা পরিপূর্ণভাবে পালন করে যাচ্ছে। মানুষকে আল্লাহ্ তা'আলা সৃষ্টি করেছেন এবং খলিফার দায়িত্ব দিয়েছেন একটা মহৎ উদ্দেশ্যে তাই মানব সন্তানের চোখ, শ্রবণশক্তির, হৃদয় দিয়ে বুঝার এবং ভাষায় প্রকাশ করার ক্ষমতা ও তার ব্যবহার হবে সম্পূর্ণরূপে আলাদা। মানব সন্তানের এই সমস্ত ফ্যাকাল্টিসমূহকে আল্লাহ্ তা'আলা দিয়েছেন তাদের জন্য নিয়ামত হিসেবে তবুও এগুলোর সদ্ব্যবহার তারা করে না বরং ভাষায় সত্যের বিরোধিতা করে জন্তুর আচরণ গ্রহণ করে যখন অকৃতজ্ঞ হয় তখনই মনুষ্য শ্রেষ্ঠত্ব হারিয়ে তারা হয়ে যায় জন্তুর চেয়েও নিকৃষ্ট। মানুষের এই অমূল্য ফ্যাকাল্টির প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন :

قُلْ هُوَ ٱلَّذِىٓ أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَـٰرَ وَٱلْأَفْـِٔدَةَ ۖ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿٢٣﴾

"তুমি বল, 'তিনিই যিনি তোমাদিগকে সৃজন করিয়াছেন এবং তোমাদের চক্ষু, কর্ণ এবং হৃদয় গড়িয়াছেন, কিন্তু তথাপি তোমরা অল্পই শোকর করিয়া থাক।" *(৬৭-মুলক : ২৩)*

তদুপরি মানসিক শক্তির স্বাধীন ব্যবহার এবং নাফসের চাহিদা ও ভালো-মন্দ যাচাই করার জ্ঞান দিয়ে পরিপূর্ণ করেছেন যাতে তারা প্রকৃত সত্য অনুসন্ধান করে নাফস বা আত্মাকে পবিত্র করতে পারেন। তাই যারা এই ফ্যাকাল্টিগুলো ব্যবহার করে ধীশক্তির মাধ্যমে বিচার করে আল্লাহ্ তা'আলার একত্ববাদে বিশ্বাস স্থাপন করে নিজ আত্মাকে পবিত্র করবেন, তারাই কৃতকার্য হবেন এবং শ্রেষ্ঠ আসনে ভূষিত হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করবেন, অন্যথা তারা অকৃতকার্যদের অন্তর্ভুক্ত হবেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন :

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّىٰهَا ﴿٧﴾ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَىٰهَا ﴿٨﴾ قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّىٰهَا ﴿٩﴾ وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّىٰهَا ﴿١٠﴾

"এবং মানুষের আত্মার কসম ও যিনি তাহাকে জ্ঞান ও বিবেক দ্বারা ঠিকভাবে শোভিত করিয়াছেন। অতঃপর তাহাকে তার অসৎকর্ম ও সৎকর্মের জ্ঞান দান করিয়াছেন, নিশ্চয় সে-ই মুক্তি পাবে যে তাহার আত্মাকে পাপ হইতে বিরত রাখিয়া পবিত্র করিয়াছে। আর নিশ্চয় সে-ই নিরাশ হইবে যে তাহার আত্মাকে নীচ করিয়া ফেলিয়াছে। *(৯১-শামস্ : ৭-১০)*

www.pathagar.com

যাহোক ডারউইন ক্রমবিকাশ তত্ত্বের সত্যতা ও ন্যায্যতার সম্পর্কে Dr. Maurice Bucaille, "What is the Origin of Man? বইয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন। বর্তমানে, টার্কির বিজ্ঞানী হারুন ইয়াহিয়াও এ ব্যাপারে বিস্তর প্রবন্ধ ও বই লিখেছেন। মানব সৃষ্টির প্রক্রিয়া সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা আল-কুরআনে সুস্পষ্টভাবে বলেছেন :

ٱلَّذِىٓ أَحْسَنَ كُلَّ شَىْءٍ خَلَقَهُۥ ۖ وَبَدَأَ خَلْقَ ٱلْإِنسَٰنِ مِن طِينٍ ۝ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُۥ مِن سُلَٰلَةٍ مِّن مَّآءٍ مَّهِينٍ ۝

"তিনি তার প্রত্যেকটি সৃষ্টিকে সুন্দর করিয়াছেন এবং কাদামাটি হইতে মানব [*আদম (আ.)কে*] সৃষ্টির সূচনা করিয়াছেন। অতঃপর তিনি তার [*আদম (আ.)*] বংশধর সৃষ্টি করেছেন তুচ্ছ পানির নির্যাস হইতে।" *(৩-সাজদাহ : ৭, ৮)*

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمْ فِى رَيْبٍ مِّنَ ٱلْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَٰكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ

ثُمَّ مِن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ ۚ وَنُقِرُّ فِى ٱلْأَرْحَامِ مَا نَشَآءُ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ

طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوٓا۟ أَشُدَّكُمْ ۖ وَمِنكُم مَّن يُتَوَفَّىٰ وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰٓ أَرْذَلِ ٱلْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنۢ بَعْدِ عِلْمٍ

شَيْـًٔا ۚ وَتَرَى ٱلْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَآ أَنزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ ٱهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنۢبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍۭ بَهِيجٍ ۝

"হে মানুষসকল! যদি পুনরায় বাঁচিয়া উঠিবার বিষয়ে তোমাদের কোন সন্দেহ থাকে তবে মনি রাখিও, নিশ্চয় আমি তোমাদিগকে সৃজন করিয়াছি মাটি হইতে, তৎপর বীর্য হইতে, অতঃপর জমাট রক্ত হইতে, পরে আকৃতিযুক্ত ও আকৃতিবিহীন মাংস খণ্ড হইতে, উদ্দেশ্য যেন আমি তোমাদের নিকট আপন মহিমা প্রকাশ করিতে পারি এবং আমি তাহাকে এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত যতদিন ইচ্ছা মায়ের গর্ভে রাখিয়া দেই, তারপর তোমাদিগকে শিশুর আকারে বাহির করি যেন তোমরা আপন যৌবনে পৌছাতে পার এবং তোমাদের মধ্যে এমনও কেহ কেহ আছে যাহাদের প্রাণ পূর্বেই লইয়া যাওয়া হয়, আবার এমনও কতক আছে যাহাদের অপদার্থ অকর্মণ্য বৃদ্ধ বয়সে পৌছান হয়, যাহার ফলে তাহারা জানিবার পরেও স্মরণ রাখিতে অক্ষম হয়।..." *(২২-হজ : ৫)*

যা হোক, গবেষণা ও চিন্তা-ভাবনা করে নতুন নতুন আবিষ্কারের যোগ্যতা আছে বিধায় মানব সন্তান অন্যান্য সৃষ্টির তুলনায় আলাদা। তাই গবেষণার মাধ্যমে নতুন নতুন আবিষ্কারে আল্লাহ তা'আলার নিদর্শন দেখে আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদকে স্বীকার করা হচ্ছে মানব সন্তানের ধর্মীয় মৌলিক দায়িত্ব ও কর্তব্য। গবেষণার মাধ্যমেই মানুষ নতুন নতুন বস্তু আবিষ্কার করে জীবন যাপন সহজ করায় আজ প্রশংসিত এবং ক্রমশ তা আরও সমৃদ্ধ হচ্ছে ও দ্রুত গতিতে এগিয়ে

www.pathagar.com

যাচ্ছে। বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার অগ্রগতিতে মহাশূন্যের অভিযান হচ্ছে উল্লেখযোগ্য। স্যাটেলাইটের যুগে, যোগাযোগ ব্যবস্থাসহ সৌরজগতের বিন্যাস বা কসমোলজি, The Study of Universe সম্পর্কে বিজ্ঞান অভূতপূর্ব অবদান রেখেছে। বিশেষভাবে American Space Program এক্ষেত্রে প্রশংসার দাবিদার। NASA [National Aeronautics and Space Administration] এর অন্যতম Space Telescope, Hubble, যা দ্বারা নতুন নতুন নক্ষত্র, নক্ষত্রমণ্ডলীর ছায়াপথ এবং সুপারনোভা আবিষ্কার করতে পেরেছে। তদুপরি ১৯৬৯ সালে চাঁদে অবতরণ এবং মাঝে মধ্যে মহাশূন্যে যেয়ে স্যাটেলাইট মেরামত করতে মহাশূন্যে হাঁটা, এগুলো নিঃসন্দেহে মানব জাতির জন্য একটা বিরাট পদক্ষেপ, অস্বাভাবিক সাফল্য এবং মানুষ যে আল্লাহ তা'আলার অন্যতম সৃষ্টি তার সুস্পষ্ট প্রমাণ। আল্লাহ তা'আলাই অনুগ্রহপূর্বক মানব সন্তানকে এ ধরনের অনপেক্ষিত বিস্ময়কর অতুলনীয় যোগ্যতা দিয়েছেন যাতে তারা কৃতজ্ঞ বান্দা হতে পারে।

www.pathagar.com

অধ্যায় : ৫

ইসলাম ও বিজ্ঞান

এ পর্যায়ে ইসলাম ও বিজ্ঞান সম্পর্কে আলোচনা না করলে আলোচিত বিষয়টার সঠিক মূল্যায়ন অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। অনেকেই অজ্ঞতাবশতঃ মন্তব্য করে থাকেন বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা হচ্ছে ইসলাম বিরোধী। এ রকম মন্তব্য করার পেছনে হয়ত বিশেষ কিছু বিজ্ঞানীদের ইসলামী মূল্যবোধ এবং আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে অযৌক্তিক ঔদ্ধত্যপূর্ণ উক্তি এবং লাগামহীন জীবন যাপনই দায়ী। দুর্ভাগ্যবশতঃ তারা আল্লাহ তা'আলার সঠিক পরিচয় সম্পর্কে অজ্ঞ এবং উদাসীন। অথচ তাদের গবেষণার ফল এবং বর্তমানে ব্যবহারিত সব বস্তুর আবিষ্কারে, তৈরিতে, বিবর্তনে বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানীদের অবদান অনস্বীকার্য। এক্ষেত্রে যোগাযোগ ব্যবস্থা, চিকিৎসা, চিত্তবিনোদনের সামগ্রী এবং কৃষির ক্ষেত্রে ও জীবন যাপনের মান উন্নয়নে বিজ্ঞানের অবদান বিশেষভাবে উল্লেখ্য। তাই বলাবাহুল্য, বিজ্ঞান সম্পর্কে অজ্ঞ ব্যক্তিদের মনে রাখা উচিত, সর্বজ্ঞতা, সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ ও আদেশ ছাড়া কোন কিছুই সংঘটিত হয় না, এমনকি একটা গাছের পাতাও ঝরে পড়ে না তাঁর আদেশ ব্যতিরেকে। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

ـــــ وَمَا تَسۡقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعۡلَمُهَا ـــــ ۝٥٩

"...এবং এমন একটি পাতাও ঝরে না যাহা তিনি জানেন না [*তার আদেশের বহির্ভূত হয় না*]...।" *(৬-আন'আম : ৫৯)*

মানব জাতির কল্যাণে যত ধরনের পন্থার আবর্তন হয়েছে তা আল্লাহ তা'আলার আদেশে হয়েছে, আর অকল্যাণের সবকিছু শয়তানের অনুপ্রেরণায় মানব প্রবৃত্তির অবৈধ চাহিদায় স্বাধীন চিত্তের কারণে করেছে এবং হচ্ছে। তাই বলা যায়, মানব কল্যাণে বিজ্ঞানের সব আবিষ্কার আল্লাহ তা'আলার আদেশে হয়েছে এবং গবেষণা করার ধৈর্য, প্রবল অনুরাগ, যোগ্যতা ও জ্ঞানও আল্লাহ তা'আলা বিজ্ঞানীদের দিয়ে থাকেন। এক্ষেত্রে জাতি ধর্ম কোন ব্যাপার নয়, সকলেই আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টি। বিজ্ঞানীদের আবিষ্কার জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকলের মঙ্গলের জন্য ব্যবহার হয়ে থাকে। তিনি মানব সন্তানকে বিজ্ঞানের শিক্ষা দিয়েছেন যাতে মানব সন্তান গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলে আল্লাহ তা'আলার নিদর্শন দেখতে পায়। প্রয়োজনীয় বিষয়ে নতুন নতুন আবিষ্কারে তারা আল্লাহ তা'আলার নিয়ামত অনুসন্ধান করতে

www.pathagar.com

পারে। সূরা আল-আলাকের প্রথম পাঁচ আয়াত রাসূলের (সা.) উপর সর্বপ্রথম নাযিল হয়। তাতে আল্লাহ তা'আলা মানব জাতিকে সর্বপ্রথমেই জ্ঞান ও শিক্ষা সম্পর্কে অবহিত করেছেন। এজন্যও আদম সন্তান অন্যান্য সৃষ্টির তুলনায় সম্পূর্ণরূপে ভিন্নতর। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

ٱلَّذِى عَلَّمَ بِٱلْقَلَمِ ۝ عَلَّمَ ٱلْإِنسَٰنَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۝

"যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন, শিক্ষা দিয়াছেন মানুষকে যাহা সে জানিত না-" *(৯৬-আলাক : ৪, ৫)*

মানব সন্তান ধীশক্তি ও বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে গবেষণার মাধ্যমে অজানাকে আবিষ্কার করতে, জানতে এবং ভাষায় প্রকাশ করতে পারে। আল্লাহ তা'আলার সীমাহীন অনুগ্রহেই এগুলো হয়ে থাকে। আল্লাহ তা'আলাই বিশেষ কিছু মানব সন্তানকে জানার সুযোগ করে দেন। অন্যথা সব মানুষই নিজের চেষ্টায় বিজ্ঞানী বা গবেষক এবং ধীশক্তিসম্পন্ন ও বুদ্ধিবৃত্তিমূলক ব্যক্তি হতে পারতেন। বাস্তবে এটা একেবারেই অসম্ভব। মানব সমাজের শৃঙ্খলতা ও সংহতি বজায় রাখার জন্য বিদ্যাবুদ্ধি ও জ্ঞানে এবং ধন-সম্পদে মানব সন্তানকে আল্লাহ তা'আলাই করেছেন বিভিন্নতায় বিভক্ত যাতে সমাজের সবরকম কাজই সুচারুরূপে ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হতে পারে। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

وَهُوَ ٱلَّذِى جَعَلَكُمْ خَلَٰٓئِفَ ٱلْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَٰتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِى مَآ ءَاتَىٰكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُۥ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝

"এবং তিনিই তোমাদিগকে করিয়াছেন দুনিয়ার খলিফা এবং কাহাকেও কাহারও উপর মর্যাদা [*শিক্ষা, জ্ঞান, ধন-সম্পত্তি ইত্যাদি*] দান করিয়াছেন যেন তিনি তোমাদের পরীক্ষা করিতে পারেন, তোমাদের যাহা দিয়াছেন তাহা দ্বারা। নিশ্চয়, তোমার প্রভু সত্বর শাস্তি দান করেন এবং অবশ্যই তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" *(৬-আন'আম : ১৬৫)*

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَٰتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ۝

"তাহারা কি তোমার প্রভুর দয়া বিতরণ করিবার অধিকারী যে, তাহারা নিজেদের মন মতো নবুয়ত দান করিবে? আমিই তাহাদের মধ্যে এই দুনিয়ায় তাহাদের রিযক বন্টন করিয়া দেই এবং তাহাদের একজনকে অন্যজনের উপর সম্মানে উচ্চ করিয়াছি এই হেতু যে, তাহাদের একে অন্যের উপর কর্তৃত্ব করে; কিন্তু তোমার

www.pathagar.com

প্রভুর দয়া তাহার চেয়ে উত্তম যাহা [*দুনিয়ার ধন*] তাহারা জমা করিয়া রাখিতেছে।" *(৪৩-যুখরুফ : ৩২)*

বিজ্ঞানের জ্ঞানও অন্যান্য নিয়ামতের মতোই আল্লাহ্ তা'আলার একটা অন্যতম নিয়ামত। মানব সন্তানের মধ্যে একশ্রেণীর ব্যক্তিরাই এই নিয়ামতের ভাগীদার হয়, যাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে (অধ্যবসায়) আবিষ্কৃত বস্তু মানব জাতির কল্যাণে ব্যবহার হয়ে থাকে। তাই বলা যায়, ধর্ম ও বিজ্ঞানের সম্পৃক্ততা নিয়ে কোন সমস্যা নাই, সমস্যা হচ্ছে কিছু কিছু বিজ্ঞানীকে নিয়ে যারা নিজেদের আবিষ্কারে আল্লাহ্ তা'আলার নিদর্শনে সাক্ষ্য বহন করার পরও অজ্ঞতা, উগ্রতা ও গৌরববশতঃ আল্লাহ্ তা'আলার শক্তি ও তাঁর আধিপত্যকে অস্বীকার করেন। তাওহীদে বিশ্বাস স্থাপন করা থেকে দূরে থাকেন এবং আল্লাহ্ তা'আলার প্রকৃত পরিচয়ের পরিষ্কার ধারণা থেকে নিজেকে দূরে রাখেন এবং মাঝে মধ্যে বিতর্কমূলক কথা বলেন। যা দ্বারা মানব সন্তানের অনেকেই তাওহীদে অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার একত্ববাদে ও অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন না করায় অনুপ্রাণিত হয়ে বিপথগামী হয়। এ ব্যাপারে উল্লেখ্য, ডারউইনের Evolution Theory গত ১৫০ বৎসর ধরে বিশেষভাবে একশ্রেণীর বিজ্ঞানী ও তাদের অনুসারীদেরকে আল্লাহ তা'আলার পরিচয় সম্পর্কে বিভ্রান্ত করতে সাহায্য করেছে। আরেকটা বিশেষ উদাহরণ হচ্ছে বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী Albert Einstein, যার নাম জানে না এমন লোক পাওয়া দুষ্কর। গত শতাব্দীতে Albert Einstein ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী, বর্তমানেও হয়ত তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ। Relativity Theory দিয়ে বিজ্ঞানীদের মধ্যে শীর্ষস্থান দখল করেছেন। Wikipedia, the free Encyclopedia থেকে পাঠকদের সৌজন্যে তার ধর্মীয় বিশ্বাস সম্পর্কে উল্লেখ করা হলো : Although he [Albert Einstein] was raised Jewish, he was not a believer in Judaism. He simply admired the beauty of nature and universe. From a letter written in English, dated March 24, 1954, Einstein wrote, "It was, of course, a lie what you read about my religious convictions, a lie which is being systematically repeated. I do not believe in a personal God and I have never denied this but have expressed it clearly". He further said, "If something is in me which can be called religious then it is the unbounded admiration for the structure of the world so far as our science can reveal it." অর্থাৎ অদৃশ্যে আল্লাহ্ তা'আলার অস্তিত্বে তিনি বিশ্বাস করতেন না।

He also said [*in an essay reprinted in living philosohies, Vol. 13 (1931)*] : A knowledge of the existence of something we cannot penetrate, our perceptions of the profoundest reason and the most radiant beauty,

www.pathagar.com

which only in their most primitive forms are accessible to our minds-it is this knowledge and this emotion that constitute true religiosity; in this sense, and this (sense) alone, I am a deeply religious man'.

The following is a response made to Rabbi Herbert Goldstein of the International Synagogue in New York which read, "I believe in Spinoza's [another Philosopher] God who reveals himself in the orderly harmony of what exists, not in a God who concerns himself with the facts and actions of human beings." অর্থাৎ বিশ্বজাহানের সুশৃঙ্খল সুবিন্যস্ত নিয়ন্ত্রণে আল্লাহ্ তা'আলার আধিপত্যে সে বিশ্বাস করলেও মানুষের কৃতকর্মের বিচার, শেষ বিচার দিবসের উপর তার কোন বিশ্বাস ছিল না। আল্লাহ তা'আলা আদম সন্তানকে সৃষ্টি করেছেন একমাত্র তার ইবাদত করার জন্য। তাই ভালো-মন্দ যাচাই করে ভালো কাজ করা এবং সবকিছুতে আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করাই হচ্ছে মানব সন্তানের জীবন যাপনের মুখ্য উদ্দেশ্য। অন্যথা ভালো কাজের কোন মূল্য থাকবে না আল্লাহ্ তা'আলার বিধানে। ধর্মীয় বিশ্বাস ও ভালো-মন্দ কাজের ভিত্তিতে মানুষের বিচার হবে শেষ বিচার দিবসে। তাহলে দুনিয়াতে ভালোর কোন অস্তিত্ব থাকতো না। এ জন্যই ঈমানের একটা অন্যতম অঙ্গ হচ্ছে শেষ বিচার দিবসের বিচারে বিশ্বাস। However, summarizing his religious beliefs, he once said, "My religion consists of a humble admiration of the illimitable superior spirit [অন্তহীন, অসীম শক্তি] who reveals himself in the slight details we are able to perceive with our frail and feeble mind." আল্লাহ্ তা'আলা সম্পর্কে অজ্ঞ আরবীয়দের এই ধরনের বিশ্বাস ছিল। তারা আল্লাহ্ তা'আলার অস্তিত্বে বিশ্বাস করত অথচ শেষ বিচার দিবসে পুনরুত্থানে এবং শেষ বিচারে তারা বিশ্বাস করত না, ফলে তারা ছিল অবিশ্বাসী এবং অজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত।

He also expressed admiration for Buddhism, which he said, "has the characteristics of what would be expected in a cosmic religion for the future. It transcends [*সীমা ছাড়িয়ে*] a personal God, avoids dogmas [*অন্ধ বিশ্বাস ও গোঁড়ামি*] and theology [*ধর্ম তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা*]; it covers both the natural and the spiritual and it is based on a religion sense aspiring from the experience of all things, natural and spiritual, as a meaningful unity". উল্লিখিত বর্ণনা থেকে সহজেই বুঝা যায়, খ্যাতনামা বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনষ্টাইনের বিশেষ কোন ধর্মে বিশ্বাস ছিল না অর্থাৎ অন্তহীন সীমাহীন প্রকৃতিই ছিল তার কাছে সৃষ্টিকর্তার সমতুল্য। সীমাহীন বিশ্বজাহানের সৃষ্টিকর্তা, প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলার বহু নিদর্শন নিয়ে গবেষণা করার সুযোগ হয়েছিল তার তাই সাধারণ বিজ্ঞানী ও মানুষের তুলনায় আল্লাহ্ তা'আলার সীমাহীন শক্তি সম্পর্কে

www.pathagar.com

তার বেশী জ্ঞান থাকার কথা। সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তি বলে কিছু আছে সেটাতে বিশ্বাস করলেও তার ধর্মীয় বিশ্বাসের কোন নির্দিষ্ট ভিত্তি ছিল না।

Victor J. Stenger, author of "Has Science Found God?" wrote of Einstein's presumed Pantheism [ঈশ্বর সবকিছুতে আছে এবং সবকিছুই ঈশ্বর], "Both deism [একাত্মবাদ] traditional Judeo-Christian-Islamic theism [আস্তিক] must also contrasted with Panteism, the notion attributed to Baruch Spinoza that the deity is associated with the order of nature or the universe itself. This also crudly summarizes the Hindu view and that of many indigenious religion around the world. When modern scientists such as Winstein and Stephen Hawking mention "God" in their writings, this is what they seem to mean "that God is Nature". God is nature in modern time becomes 'Mother nature". যা হোক উপরোল্লিখিত বিজ্ঞানী আইনষ্টাইনের বিভিন্ন মন্তব্য থেকে সহজেই বুঝা যায় যে, সে প্রকৃতি এবং বিশ্বজাহানের সুবিন্যস্ত সুশৃঙ্খল কার্যে বিস্ময়বিমুগ্ধ ছিলেন, অথচ প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ তা'আলা যে এ সমস্ত নিয়ন্ত্রণ করছেন এবং সবকিছুই আল্লাহ তা'আলার আদেশের গোলাম, সে সম্পর্কে বিখ্যাত বিজ্ঞানীর কোন জ্ঞান ছিল না অথবা এ ব্যাপারে তিনি ছিলেন উদাসীন। তাই Victor Stenger conclusion অতি সহজ ভাষায় পরিষ্কারভাবে আইনষ্টাইনের ধর্ম বিশ্বাস সম্পর্কে বলেছেন "God is Nature". শুধুমাত্র আইনষ্টাইন নন অনেক বিজ্ঞানী এবং অবিজ্ঞানীরা এরকম মন্তব্য করে থাকেন। একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে স্মর্তব্য যে, এই সমস্ত বিজ্ঞানীদের অবদান আজ মানব জাতি বিভিন্নভাবে উপভোগ করছে তাই তাদের ধর্মীয় বিশ্বাসের ভিত্তিতে তাদেরকে ঘৃণা করার অধিকার কারও নাই। আইনষ্টাইন সম্পর্কে আলোচনা করার কারণ হচ্ছে, আসমানী কিতাব সম্পর্কে অজ্ঞতা বড় বিজ্ঞানীকেও আল্লাহ তা'আলার প্রকৃত পরিচয় থেকে দূরে রাখে। যার জন্য গবেষণায় পাওয়া নিদর্শনের সত্য মূল্যায়ন করে বিশ্বজাহানের প্রতিপালকের পরিচয় সুস্পষ্টভাবে নিরূপণ করতে পারেন না। ধর্মীয় বিশ্বাসের জন্য প্রতিটা আদম সন্তানকে এককভাবে আল্লাহ তা'আলার কাছে জবাবদিহি করতে হবে তাই এই ধরনের ব্যক্তিরা যে ধর্মীয় বিশ্বাস নিয়ে মারা গেছেন তার জবাবদিহি তাকেই একা করতে হবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন :

وَكُلَّ إِنسَٰنٍ أَلْزَمْنَٰهُ طَٰٓئِرَهُۥ فِى عُنُقِهِۦ ۖ وَنُخْرِجُ لَهُۥ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ كِتَٰبًا يَلْقَىٰهُ مَنشُورًا ﴿١٣﴾

"এবং আমি প্রত্যেক মানুষের গলায় তাহার অদৃষ্টকে [*যে কাজ ও বিশ্বাসে সে অধিষ্টিত*] লাগাইয়া দিয়াছি এবং কিয়ামতের দিন আমি তাহার সম্মুখে বাহির

www.pathagar.com

করিব তাহার আমলনামার কিতাব, সে তাহা সুস্পষ্ট দেখিতে পাইবে।" *(১৭-বনী ইসরাঈল : ১৩)*

مَّنْ عَمِلَ صَٰلِحًا فَلِنَفْسِهِۦ ۖ وَمَنْ أَسَآءَ فَعَلَيْهَا ۗ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّٰمٍ لِّلْعَبِيدِ ﴿٤٦﴾

"যে ব্যক্তি সৎকাজ [*তাওহীদের ভিত্তিতে ধর্মীয় বিশ্বাসে অধিষ্ঠিত হয়ে ভালো কাজ করা*] করে, সে নিজের আত্মার মঙ্গলের জন্যই তাহা করে আর যে কু-কর্ম [*অবিশ্বাস হচ্ছে প্রধান বিষয়, তবে বিশ্বাসী হয়েও যারা অন্যায় অবৈধ কাজে জড়িত হয়*] করে সে নিজেরই ক্ষতি করে; তোমার প্রভু একজনের দায়ে কখনও অন্যজনকে শাস্তি দিবেন না, কেননা তিনি তাহার আপন বান্দাদের প্রতি কখনও অবিচার করেন না।" *(৪১-ফুসসিলাত : ৪৬)*

এজন্যই সব মানুষের প্রতি বিশেষভাবে এই ধরনের বিজ্ঞানীদের প্রতি যে শ্রদ্ধা আমাদের আছে সেটা সর্বদাই অটুট থাকবে। আইনষ্টাইনের মতো একজন সফল বিজ্ঞানী প্রকৃতি ও বিশ্বজাহানের উপর অগাধ জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও এবং আল্লাহ তা'আলার নিদর্শনের সাথে সুস্পষ্টভাবে পরিচিত হওয়ার পরেও দুর্ভাগ্যবশতঃ আসল সত্যকে অস্বীকার করেছেন অথবা সত্যের প্রকৃত জ্ঞান তার হৃদয়ে অনুপ্রবেশ করেনি অর্থাৎ সত্যের আলো থেকে তিনি বঞ্চিত ছিলেন। আবার অনেক বিজ্ঞানী যেমন, French Medical Doctor, Maurice Bucaille, আল্লাহ তা'আলার নিদর্শনের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার প্রকৃত পরিচয় পেয়ে "The Bible The Qur'an and Science" বই লিখেছেন এবং আল্লাহ তা'আলার কাছে আত্মসমর্পণ করে মুসলিম হয়েছেন। গবেষণায় পাওয়া বৈজ্ঞানিক ঘটনার সাথে বাইবেল এবং আল-কুরআনে উল্লিখিত নিদর্শনের তুলনা করে উপসংহারে বলেছেন যে, বর্তমানে পাওয়া বৈজ্ঞানিক ঘটনা আর আল-কুরআনে উল্লিখিত নিদর্শনের সাথে হুবহু মিল রয়েছে। তাই বলাবাহুল্য, অনেক বিজ্ঞানী তার গবেষণায় প্রকৃত সত্য দেখতে পান এবং প্রকৃত সত্যকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত এবং মানব জাতিকে অবহিত করার জন্য চেষ্টা করেন। বৈজ্ঞানিক গবেষণায় যখন কোন ব্যক্তি অথবা বিজ্ঞানী আল-কুরআনে উল্লিখিত নিদর্শনের সত্যতা দেখতে পায় তখন তার ধর্মীয় বিশ্বাসের পরিবর্তন হয় এবং বিশ্বাসের ভিত্তি আরও দৃঢ় হয়। এজন্যই সুনিশ্চিত ও দৃঢ়ভাবে বলা যায় যে, বিজ্ঞানের সাথে ইসলামের এবং আল-কুরআনের কোন বিরোধ নাই বরং সব ব্যাপারেই বৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রয়োজন অনস্বীকার্য। কারণ আল্লাহ তা'আলা আদম সন্তানকে আদেশ দিয়েছেন যে, তারা যেন গবেষণার মাধ্যমে আল-কুরআন সম্পর্কে এবং তার নিদর্শনের ব্যাপারে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করে। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

www.pathagar.com

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَآ ﴿٢٤﴾

"তাহারা কি চিন্তা [*গবেষণার মাধ্যমে*] করিয়া কুরআন বুঝিতে চায় না, তাহাদের মনের উপর কি মোহর মারিয়া তালা লাগান হইয়াছে যে, তারা উপদেশ মানে না?" *(৪৭-মুহাম্মদ : ২৪)*

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেছেন, যারা ধীশক্তিসম্পন্ন বুদ্ধিবৃত্তিক ও সন্ধিৎসু এবং প্রকৃত সত্যকে জানতে আগ্রহী, তারাই একমাত্র নিদর্শনের মাধ্যমে সত্যের আলো দেখতে পাবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

إِنَّ فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ لَءَايَٰتٍ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾ وَفِى خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِن دَآبَّةٍ ءَايَٰتٌ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿٤﴾

وَٱخْتِلَٰفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن رِّزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيَٰحِ

ءَايَٰتٌ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٥﴾

"আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে নিদর্শন রহিয়াছে মু'মিনদিগের জন্য। তোমাদিগের সৃজনে এবং জীবজন্তুর বিস্তারে নিদর্শন রহিয়াছে নিশ্চিত বিশ্বাসীদিগের জন্য; নিদর্শন রহিয়াছে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য, রাত্রি ও দিবসের পরিবর্তনে, আল্লাহ আকাশ হইতে যে বারি বর্ষণ দ্বারা ধরিত্রীকে তাহার মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করেন তাহাতে এবং বায়ুর পরিবর্তনে।" *(৪৫-জাসিয়া : ৩, ৪)*

দি বিগ-ব্যাং তত্ত্ব এবং ব্ল্যাক হোল

সাগর-মহাসাগরের সৃষ্টি ও লবণাক্ততার মতোই বিশ্বজাহানের বিন্যাস এবং তার সৃষ্টির ব্যাপারে বিজ্ঞানীরা, বিশেষ করে Cosmologist বা মহাজাগতিক বিজ্ঞানীরা তত্ত্ব দিয়ে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন, আজও এ ব্যাপারে বিরতিহীনভাবে গবেষণা চলছে। এ ব্যাপারে উল্লেখ্য, "The Big Bang Cosmology, or The Big Bang Model or The Big Bang Theory and Blackhole" হচ্ছে অন্যতম। এই তত্ত্বের ব্যাপারে সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করার পূর্বে দেখা যাক আল্লাহ তা'আলা পৃথিবী ও আকাশমণ্ডলীর সৃষ্টি সম্পর্কে আল-কুরআনে কী বলেছেন। আল-কুরআনের ৫ জায়গায় আল্লাহ তা'আলা এ সম্পর্কে বলেছেন যে, আকাশ-জমিন এবং তার মধ্যে যা কিছু আছে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন :

إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ فِى سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يُغْشِى ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارَ يَطْلُبُهُۥ

حَثِيثًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ وَٱلنُّجُومَ مُسَخَّرَٰتٍۭ بِأَمْرِهِۦٓ ۗ أَلَا لَهُ ٱلْخَلْقُ وَٱلْأَمْرُ ۗ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٥٤﴾

www.pathagar.com

"তোমাদিগের প্রতিপালক আল্লাহ যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী ছয় দিনে সৃষ্টি করেন; অতঃপর তিনি আরশে সমাসীন হন। তিনিই দিবসকে রাত্রি দ্বারা আচ্ছাদিত করেন [সূর্য তার আদেশে উদয় হয় এবং অস্ত যায়] যাহাতে উহাদিগের একে অন্যকে দ্রুতগতিতে অনুসরণ করে, আর সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্ররাজি যাহা তাহারই আজ্ঞাধীন, তাহা তিনিই সৃষ্টি করিয়াছেন। জানিয়া রাখ, সৃজন ও আদেশ তাহারই। মহিমাময় প্রতিপালক আল্লাহ।" *(৭-আরাফ : ৫৪)*

وَهُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ فِى سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُۥ عَلَى ٱلْمَآءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۗ وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُم مَّبْعُوثُونَ مِنۢ بَعْدِ ٱلْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ إِنْ هَـٰذَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ۝٧

"তিনিই আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী ছয় দিনে সৃষ্টি করেন, তখন তাহার আরশ ছিল পানির উপর, তোমাদিগের মধ্যে কে কার্যে শ্রেষ্ঠ তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য। মৃত্যুর পর তোমরা পুনরুত্থিত হইবে; তুমি ইহা বলিলেই কাফিরগণ নিশ্চয় বলিবে, ইহাতো সুস্পষ্ট যাদু।" *(১১-হূদ : ৭)*

ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِى سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ۖ مَا لَكُم مِّن دُونِهِۦ مِن وَلِىٍّ وَلَا شَفِيعٍ ۚ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ۝٤

"আল্লাহ তিনি আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী ও উহাদিগের অন্তবর্তী সমস্ত কিছু সৃষ্টি করিয়াছেন ছয় দিনে। অতঃপর তিনি আরশে সমাসীন হন। তিনি ব্যতীত তোমাদিগের কোন অভিভাবক নাই এবং সাহায্যকারীও নাই; তবু কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করিবে না?" *(৩২-সিজদাহ : ৪)*

وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِى سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ ۝٣٨

"আমি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং উহাদিগের অন্তর্বর্তী সমস্ত কিছু সৃষ্টি করিয়াছি ছয় দিনে; আমাকে কোন ক্লান্তি স্পর্শ করে নাই।" *(৫০-কাফ : ৩৮)*

هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ فِى سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ۚ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِى ٱلْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا ۖ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ ۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝٤

"তিনিই ছয় দিনে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন; অতঃপর 'আরশে' সমাসীন হইয়াছেন। তিনি জানেন যাহা কিছু ভূমিতে প্রবেশ করে ও যাহা কিছু উহা হইতে বাহির হয় এবং আকাশ হইতে যাহা কিছু নামে ও আকাশে যাহা কিছু উত্থিত হয়। তোমরা যেখানেই থাক না কেন তিনি তোমাদিগের সঙ্গে আছেন; তোমরা যাহা কিছু করো আল্লাহ তাহা দেখেন।" *(৫৭-হাদীদ : ৪)*

www.pathagar.com

ইবনে কাসীর (রহ.) সূরা আল-আরাফের ৫৪ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় আত-তবারী থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন যে, উল্লিখিত আয়াতে ছয় দিন হচ্ছে শনি, রবি, সোম, মঙ্গল, বুধ এবং বৃহস্পতিবার, আর শুক্রবার হলো শেষ দিন, যে দিন সমস্ত সৃষ্টি একত্রে জামাত করে এবং আদম (আ.) কে শুক্রবারে সৃষ্টি করা হয়। ইহুদীদের বিশ্বাস শনিবারে কোন কিছুই সৃষ্টি করা হয় নাই, তাই শনিবার হচ্ছে সপ্তম দিন (আস-সাবাত) অর্থাৎ বিশ্রামের দিন। এজন্যই গোঁড়া ইহুদীরা আস-সাবাতে বা শনিবারে কোন কাজকর্ম করেন না এবং খাবারও অনেক বেছে খান। যা হোক, ছয় দিনের ব্যাপারে হাদীস থেকে জানা যায় : Abu Huraira (RA) said, Allah's Messenger (SA) told me "Allah created the dust on Saturday, and He created the mountains on Sunday, and the He created the trees on Monday, and He created unpleasant things on Tuesday and He created the light on Wednesday and He spread the creatures throughout it on Thursday and He created Adam after 'Asr on Friday'. He was teh last created during the last hour of Friday, between 'Asr and the night'. (*Ahmed, 2:327; Muslim No. 2149; Ibn Kathir, Vol. 4, Page 77*)

মুসলিমদের জন্য শুক্রবার হচ্ছে জামা'আতের [*জুমু'আ*] দিন। কারণ এই দিন সমস্ত সৃষ্টি জামা'আতে শরীক হয়। বস্তুত শুক্রবারকেই আল্লাহ্ তা'আলা সকলের জন্য জামা'আতের দিন হিসেবে ধার্য করেছিলেন কিন্তু পূর্ববর্তী দুই দল, আহ্লে কিতাবীরা [ইহুদী এবং খৃষ্টান] এই দিন থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে হাদীস থেকে জানা যায় :

The Messenger of Allah (SA) said, "We are the last (to come) but the first on the Day of Resurrection, though the former nations were given the Scriptures before us. And this was their day [*Friday*] the celebration of which was made compulsory for them, but they differed about it. So, Allah gave us guidance to it, and all other people are coming after us: The Jews tomorrow [*Saturday*] and the Christians, the day after tomorrow [*Sunday*]." *(Fath Al-Bari 11:526; Ibn Kathir, Vol. 9, Page 639)*

The Messenger of Allah (SA) further said, "Allah diverted those [Jews & Christians] who were before us from Friday. For the Jews there was Saturday, and the Christians there was Sunday. Allah then brought us and guided us to Friday. He made them; Friday, Saturday

www.pathagar.com

and Sunday, and it is in this order they will come after us on the Day of Resurrection. We are the last of among teh People of this world and the first among the created to be judged on the Day of Resurrection". *(Muslim 2:586, Ibn Kathir, Vol. 9, Page 639)*

যা হোক অনেকের প্রশ্ন থাকতে পারে যে, উল্লিখিত আয়াতে যে ছয় দিনের কথা আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, এই দিনগুলির দৈর্ঘ্য কত? আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া আর কেউ জানে না এই দিনের পরিমাণ কত। এই দিনের দৈর্ঘ্য ও পরিমাণ কত সেটা জানা আমাদের ধর্মীয় বিশ্বাসের জন্য কোন জরুরি ব্যাপার নয়। পৃথিবীর একদিনের পরিমাণ ২৪ ঘন্টা, সেটা বৎসর গণনা ও সময়ের ভিত্তিতে আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদত করার জন্যই আল্লাহ্ তা'আলা নির্ধারণ করেছেন। মহাশূন্যে দিন রাত্রি নাই এবং আল্লাহ্ তা'আলার কাছে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নাই, সময় তারই সৃষ্টি এবং সবকিছু তার জ্ঞানের আওতাভুক্ত। তবে আল্লাহ্ তা'আলা আল-কুরআনে তার একদিনের দীর্ঘতা পৃথিবীর সময়ের তুলনায় কি পরিমাণ হতে পারে তা বুঝানোর জন্য একটা উদাহরণ দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন :

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ ۚ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ﴿٤٧﴾

"তাহারা তোমাকে শাস্তি ত্বরান্বিত করিতে বলে, অথচ আল্লাহ্ তাহার প্রতিশ্রুতি কখনও ভঙ্গ করেন না, তোমার প্রতিপালকের একদিন তোমাদিগের গণনায় সহস্র বৎসরের সমান।" *(২২-হজ : ৪৭)*

يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ﴿٥﴾

"তিনি আকাশ হইতে পৃথিবী পর্যন্ত সমুদয় বিষয় পরিচালনা করেন, অতঃপর একদিন সমস্ত কিছুই তাহার সমীপে সমুত্থিত হইবে- যে দিনের পরিমাণ হইবে তোমাদিগের হিসাবে সহস্র বৎসরের সমান।" *(৩২-সিজদাহ : ৫)*

আল্লাহ্ তা'আলা আরও বলেছেন :

تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ﴿٤﴾

"ফিরিশতা এবং রূহ *[জিব্রাঈল (আ.)]* আল্লাহর দিকে ঊর্ধ্বগামী হয় এমন একদিনে তাহা পার্থিব পঞ্চাশ (৫০) হাজার বৎসরের সমান।" *(৭০-মা'আরিজ: ৪)*

ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন এই আয়াতে উল্লিখিত ৫০ হাজার বৎসর হলো, "শেষ বিচারের দিন"। আল্লাহ্ তা'আলা অবিশ্বাসীদের জন্য শেষ বিচারের দিনকে ৫০ হাজার বৎসরের সমান করেছেন। *(আত-তবারী ২৩:৬০৩; ইবনে কাসীর, খণ্ড ১০,*

www.pathagar.com

পৃষ্ঠা ১৫৭) উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা দিনের দৈর্ঘ্যতার উদাহরণ দিয়ে বুঝাতে চেয়েছেন বিচার দিবস হবে অত্যন্ত কঠিন ও ভয়াবহ, যা মানুষরা কোনভাবেই কল্পনা করতে পারে না। এজন্যই আল-কুরআনে এ দিনের ভয়াবহতা ও মানুষের উৎকণ্ঠা সম্পর্কে বিভিন্নভাবে বর্ণনা দিয়েছেন যাতে তারা সতর্ক হতে পারে। তবে একটা বিষয় সুস্পষ্টভাবে বলা যায়, ছয় দিনের সাথে পৃথিবীর দিনের দৈর্ঘ্যের কোন সম্পর্ক নাই।

এখন দেখা যাক, সবকিছু সৃষ্টির পূর্বে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর অবস্থা কি রকম ছিল। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা কি বলেছেন :

أَوَلَمْ يَرَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ أَنَّ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَٰهُمَا ۖ وَجَعَلْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ كُلَّ شَىْءٍ حَىٍّ ۖ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ﴿٣٠﴾

"যাহারা কুফরি করে তাহারা কি ভাবিয়া দেখে না যে, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী মিশিয়া ছিল ওতপ্রোতভাবে; অতঃপর আমি উভয়কে পৃথক করিয়া দিলাম এবং প্রাণবান সমস্ত কিছু সৃষ্টি করিলাম পানি হইতে; তবুও কি উহারা বিশ্বাস করিবে না?" *(২১-আম্বিয়া : ৩০)*

وَٱلسَّمَآءَ بَنَيْنَٰهَا بِأَيْي۟دٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ﴿٤٧﴾

"আমি আকাশ নির্মাণ করিয়াছি আমার ক্ষমতাবলে এবং আমি অবশ্যই মহাসম্প্রসারণকারী।" *(৫১-যারিয়াত : ৪৭)*

অর্থাৎ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং সৌরজগতে যা কিছু আছে সবই ছিল একটা কেন্দ্র বিন্দুতে মিশ্রিত। এই বিন্দু থেকে আল্লাহ তা'আলা সবকিছু সৃষ্টি করে তাদের সম্প্রসারণ ঘটান। যেমন আল্লাহ তা'আলা আকাশকে করেছেন পৃথিবীর জন্য খুঁটিবিহীন ছাদ। মাধ্যাকর্ষণ শক্তির সাহায্যে আল্লাহ তা'আলা আকাশকে পৃথিবীর উপর ঘরের ছাদের মতো ধরে রেখেছেন। আল-কুরআন যখন নাযিল হয় তখন আরবীয় এবং পৃথিবীর কোন মানুষেরই মাধ্যাকর্ষণ শক্তি সম্পর্কে কোন জ্ঞান ছিল না। তবুও আরবের এই স্বর্ণতুল্য মানুষগুলো বিনা প্রশ্নে আল-কুরআনে বর্ণিত মহাসত্যকে মনে প্রাণে বিশ্বাস করেছিলেন। পৃথিবী ও আকাশ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ۖ وَأَلْقَىٰ فِى ٱلْأَرْضِ رَوَٰسِىَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَّةٍ ۚ وَأَنزَلْنَا

مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَنۢبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ﴿١٠﴾

"তিনি আকাশমণ্ডলী নির্মাণ করিয়াছেন খুঁটি ব্যতীত- তোমরা ইহা দেখিতেছ; তিনিই পৃথিবীতে স্থাপন করিয়াছেন পর্বতমালা যাহাতে ইহা তোমাদিগকে লইয়া

www.pathagar.com

ঢলিয়া না পড়ে এবং ইহাতে ছড়াইয়া দিয়েছেন সর্বপ্রকার জীবজন্তু এবং আমিই আকাশ হইতে বারি বর্ষণ করিয়া ইহাতে উদ্গাত করি সর্বপ্রকার কল্যাণকর উদ্ভিদ।" *(৩১-লোকমান : ১০)*

মাধ্যাকর্ষণ শক্তি হচ্ছে খুঁটির সমতুল্য, বর্তমানে বিজ্ঞানীরা এ ব্যাপারে নিশ্চিত হয়েও বুঝতে পারেন না কারণ অধিকাংশ বিজ্ঞানীদের আসমানী কিতাব সম্পর্কে জ্ঞান অতি সামান্য অথবা বুঝার সদিচ্ছা তাদের অনেকের নাই। মানব সন্তান জন্মের পর থেকেই প্রতিদিন দেখছে যে, আকাশ হচ্ছে পৃথিবীর উপর ঘরের ছাদের মতো অথচ যার মধ্যে কোন খুঁটি নাই। বর্তমানে বিজ্ঞানের অপ্রত্যাশিত অগ্রগতিতে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, মাধ্যাকর্ষণ শক্তিই সৌরজগতের সবগ্রহ উপগ্রহকে নির্দিষ্ট জায়গায় এবং দূরত্বে স্থির রেখেছে, তাই বলা যায় এই মাধ্যাকর্ষণ শক্তিই হচ্ছে তাদের মধ্যে খুঁটি। এই মাধ্যাকর্ষণ শক্তি হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার আদেশ, সকল গ্রহ-উপগ্রহ ও পৃথিবী এই আদেশের গোলাম। যার জন্য সূর্য, চন্দ্র ও পৃথিবী নিজস্ব কক্ষপথে সন্তরণ করছে এবং ঘূর্ণায়মান অবস্থায় আছে। মানব সন্তান প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে এই নিদর্শনের সত্যতা দেখছে এবং নিদর্শন থেকে সুবিধা ভোগ করছে অথচ অতিশয় আশ্চর্য ব্যাপার হচ্ছে, মানব সন্তান এত বেশী গাফিল, উদাসীন ও নির্বোধ যে, তাদের অধিকাংশই আসল সৃষ্টিকর্তাকে বাদ দিয়ে নিজেদের মনগড়া সৃষ্টি বাতিল শক্তিকে মা'বুদ হিসেবে সাব্যস্ত করে এবং বিশ্ব প্রতিপালকের সাথে তারই অন্য সৃষ্টিকে শরীক করে। তাই বলা যায়, আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ মানব সন্তানের এই অধঃপতন হচ্ছে তার জন্য বিরাট পরাজয়, লজ্জা এবং দুঃখের ব্যাপার এবং শয়তানের প্রতিজ্ঞায় সাহায্য করা।

যা হোক, আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানী এবং মহাজাগতিক বিজ্ঞানীরা, যেমন আইনষ্টাইন, ফ্রিরিডম্যানন [রাশিয়ার গণিতজ্ঞ] এবং আরও অন্যান্যরা তাদের প্রদত্ত The Big Bang Therory of Model মাধ্যমে উল্লিখিত আয়াতে *(সূরা আম্বিয়া : আয়াত নং ৩০, সূরা যারিয়াত, আয়াত নং ৪৭)* বর্ণিত ঘটনার সত্যতা প্রমাণ করেছেন। এই বিজ্ঞানীদের মতে বিশ্বজাহান অর্থাৎ পৃথিবী ও সৌরজগতে যা কিছু আছে সবই এক বিন্দুতে ছিল এবং বিগ্ ব্যাং-এর *[প্রচণ্ড বা আকস্মিক শব্দে ফেটে পড়া বা ছড়িয়ে যাওয়া]* মাধ্যমে ফেটে পড়ে সম্প্রসারণ করে। এই সম্প্রসারণ এখনও চলছে। বিগ্ ব্যাং তত্ত্বে অনেক speculation/assumption *[অনুমান বা ধারণা]* আছে, তা সত্ত্বেও এই তত্ত্বে এক মহাসত্য বহন করছে। বর্তমানে আমেরিকান বিজ্ঞানীরা NASA, মাধ্যমে মহাশূন্যে Hubble Space Telescope install করে নতুন নতুন Galaxies *[নক্ষত্রপুঞ্জ]* এবং bright rare stars, যাকে বলা হয়

www.pathagar.com

Supernova of Big Bang আবিষ্কার করেছেন এবং আরো নতুন আবিষ্কারের প্রত্যাশায় প্রতিনিয়ত চেষ্টা করছেন। এই নতুন নতুন আবিষ্কারের ফলে বিজ্ঞানীরা মন্তব্য করেছেন যে, Universe expanding অর্থাৎ মহাবিশ্বের সম্প্রসারণ চলছে। আয়াত নং ৪৭, আল্লাহ্ তা'আলা এই সম্প্রসারণের কথাই বলেছেন।

উদাহরণ দিতে হবে নবেল প্রাইজ থেকে মহাশূন্যে ও বস্তুজগতের ব্যাপারে মানব সন্তানের জ্ঞানের পরিধি বিভিন্ন আবিষ্কারের মাধ্যমে প্রতিদিনই পর্যায়ক্রমে সম্প্রসারণ এবং নতুন নতুন আঙ্গিকে তার ব্যাপ্তিতা লাভ করছে। প্রায় এক শতাব্দীর পূর্বে মানব সন্তানের মহাশূন্য এবং পৃথিবীর অনেক বস্তুজগতের জ্ঞান ছিল অত্যন্ত সীমিত বিশেষ করে মহাজাগতিক জ্ঞান। American NASA and Russian Space Program নিঃসন্দেহে বলা যায়, এক্ষেত্রে অভূতপূর্ব অবদান রেখেছে। মহাবিশ্বের সম্প্রসারণের সাথে সম্প্রসারণ করছে মানব সন্তানের জ্ঞানের পরিধি। দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ তা'আলাই অনুগ্রহপূর্বক মানব সন্তানকে এই সুযোগ দিয়েছেন। আদম সন্তানরা যে এ রকম সুযোগ পাবে এবং নতুন নতুন আবিষ্কারে আল্লাহ তা'আলার বিভিন্ন নিদর্শনের অনুসন্ধান পাবে সে কথা ১৪০০ বৎসর পূর্বে আল্লাহ তা'আলা আল-কুরআনে উল্লেখ করে বলেছেন আল-কুরআন যে আল্লাহ্ তা'আলার সত্য বাণী সেটাও প্রমাণ করবে :

سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿٥٣﴾

"এখন আমি তাদেরকে আমার নিদর্শনাবলী প্রদর্শন করব পৃথিবীর দিগন্তে এবং তাদের নিজেদের মধ্যে; ফলে তাদের কাছে ফুটে উঠবে যে, এ কুরআন সত্য। তোমার পালনকর্তা সর্ববিষয়ে সাক্ষ্যদাতা, এটা কি যথেষ্ট নয়?" *(৪১-হা-মীম-সিজদাহ : ৫৩)*

যা হোক মানুষের এই সফলতা ও জ্ঞান অর্জনে অগ্রগতির যে উজ্জ্বল উদাহরণ সৃষ্টি করেছে তাতে নিঃসন্দেহে বলা যায়, মানুষ হলো আল্লাহ্ তা'আলার সৃষ্টির মধ্যে অন্যতম ও সেরা সৃষ্টি। তাই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হচ্ছে, সৃষ্টির সেরা মানব, পৃথিবীর জন্য আল্লাহ তা'আলার নিয়োজিত প্রতিনিধি, সব রকম জ্ঞান অর্জনের যোগ্যতাসম্পন্ন এবং আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহের উপর সর্বদাই পুরোপুরি নির্ভরশীল হওয়া সত্ত্বেও, কিভাবে পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ আল্লাহ তা'আলার সাথে, ইবাদতে তারই সৃষ্টি অন্য বস্তুকে শরীক হিসেবে সাব্যস্ত করতে পারে? এই প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান করা প্রত্যেকটা মানব সন্তানের নৈতিক দায়িত্ব।

অতি আশ্চর্য ও আকর্ষণীয় ব্যাপার হচ্ছে প্রায় ১৪০০ বৎসর পূর্বে আল্লাহ্ তা'আলা মানব জাতির কল্যাণে মুক্তির সনদ হিসেবে আল-কুরআন নাযিল করে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি সম্পর্কে যে সত্য সুস্পষ্টভাবে সহজ ভাষায় মানুষের কাছে

www.pathagar.com

প্রকাশ করেছেন, একবিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানীরা তার সমান্যতম বুঝতে পেরেছেন বা বুঝার চেষ্টা করছেন। যদিও বিগ্ ব্যাং তত্ত্বে অনেক অনুমান সংযোগ করা হয়েছে, তবুও বর্তমানে মানুষের কাছে বিদ্যমান তিনখানা আসমানী কিতাবের [*তাওরাত, ইঞ্জীল এবং আল-কুরআন*] মধ্যে, একমাত্র আল-কুরআনেই বিজ্ঞানীদের দেওয়া বিগ্ ব্যাং তত্ত্বের সমর্থনে আয়াত আছে। এই আয়াতগুলো হচ্ছে আল-কুরআনের অলৌকিক নিদর্শন এবং আল-কুরআনের মতো কিতাব আল্লাহ তা'আলা ছাড়া আর কেই নাযিল করতে পারবে না তার সমর্থনে সুস্পষ্ট প্রমাণ। কারণ ১৪০০ বৎসর পূর্বে এই ধরনের অদৃশ্য জ্ঞান কোন মানুষের পক্ষেই জানা সম্ভব ছিল না। যা হোক, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সবকিছু সম্প্রসারণ হওয়ার পর, তারা সকলেই সর্বদাই আল্লাহ তা'আলার আদেশের অনুগত থাকবে বলে আত্মসমর্পণ করেছে। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

• قُلْ يَتَوَفَّىٰكُم مَّلَكُ ٱلْمَوْتِ ٱلَّذِى وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ۝

وَلَوْ تَرَىٰٓ إِذِ ٱلْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا۟ رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَآ أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَٱرْجِعْنَا نَعْمَلْ صَٰلِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ ۝

"অতঃপর তিনি আকাশের দিকে মনোনিবেশ করেন যাহা ছিল ধূম্রপুঞ্জ বিশেষ। অনন্তর তিনি উহাকে ও পৃথিবীকে বলিলেন, 'তোমরা উভয়ে আস ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায়।' উহারা বলিল, 'আমরা আসিলাম অনুগত হইয়া। অতঃপর তিনি আকাশমণ্ডলীকে দুইদিনে সপ্তাকাশে পরিণত করিলেন এবং প্রত্যেক আকাশে উহার বিধান ব্যক্ত করিলেন; এবং আমি নিকটবর্তী আকাশকে সুশোভিত করিলাম প্রদীপমালা দ্বারা এবং সুরক্ষিত। ইহা পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ আল্লাহ্‌র ব্যবস্থাপনা।" *(৩২-সাজদা : ১১, ১২)*

১২ নম্বর আয়াত আলোচনার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আয়াত। এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা সপ্তাকাশের কথা উল্লেখ করেছেন, এই সপ্তাকাশ যে কত বড় এবং কী পরিমাণ তার বিস্তৃতি একমাত্র আল্লাহ তা'আলা ব্যতিরেকে আর কেই সেটা জানেন না। বর্তমানে বিজ্ঞানের অবদানে মানব সন্তান নিকটবর্তী আকাশের অত্যন্ত ক্ষুদ্রাংশ সম্পর্কে সামান্যতম জ্ঞান অর্জন করতে পেরেছে তাই বলা যায় তাদের জ্ঞানের পরিধি নিকটবর্তী আকাশেই সীমাবদ্ধ। নিকটবর্তী আকাশকে আল্লাহ তা'আলা প্রদীপমালা অর্থাৎ সূর্য ও নক্ষত্ররাজি দিয়ে শোভিত করেছেন। প্রতিদিন রাতের আঁধারে যে সমস্ত নক্ষত্র দেখা যায়, পৃথিবী থেকে তাদের অনেকগুলোর দূরত্ব সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের একটা নির্দিষ্ট ধারণা আছে। পৃথিবী থেকে সূর্য, চন্দ্র এবং সৌরজগতের অন্যান্য গ্রহের দূরত্ব সঠিকভাবে নির্ধারণ করা সম্ভব হয়েছে। তবে সৌরজগতের নিকটবর্তী নক্ষত্রের দূরত্ব এত বেশী যে কোন অংকের নম্বর দিয়ে সেটা প্রকাশ করা যায় না, তাই বিজ্ঞানীরা আলোকবর্ষকে

www.pathagar.com

একক (unit) হিসেবে ব্যবহার করে নক্ষত্রের দূরত্ব অংকে প্রকাশ করেন। আলোকবর্ষ হচ্ছে এক বৎসরে সূর্যের আলো যে দূরত্ব ভ্রমণ করে, সে পরিমাণ দূরত্ব। সূর্যের আলো প্রতি সেকেণ্ডে ১৮৬,৩০০ মাইল ভ্রমণ করে। এই হিসাবে ৩৬৫ দিনে সূর্যের আলো ভ্রমণ করে ৬ ট্রিলিয়ন মাইল অর্থাৎ ৬০০০,০০০,০০০,০০০ মাইলস অথবা ৬.০×১০^{১৩} মাইলস। এই ভিত্তিতে বিজ্ঞানীদের হিসেবে সৌরজগতের নিকটবর্তী ৫০টা নক্ষত্রের দূরত্ব হচ্ছে ১০ আলোকবর্ষ এবং সবচেয়ে নিকটবর্তী নক্ষত্রের দূরত্ব হচ্ছে ৪.২ আলোকবর্ষ। এই নম্বরগুলো সম্পর্কে বোধগম্য ধারণা দেয়ার জন্য বিজ্ঞানীরা কিছু বাস্তব উদাহরণ দিয়ে বুঝাতে চেয়েছেন, তার তিনটা উদাহরণ এখানে উল্লেখ করা হলো :

Films like Star Wars create the impression that travelling from star to star is only a bit more complex than driving down to the corner store for a loaf of bread. In fact, distances in the universe are so vast it is hard to comprehend them. Everyday speeds will not being to cover the distances in the universe. For example;

In a jetliner, at 550 miles (900 km) an hour, we can cover distance 10 times as fast as in a car. The United States is 51/2 hours wide, and two days will take us around the world. The Moon is three weeks away, Venus over 5 years, the Sun 20 and Pluto, the outermost planet, is still 750 years away. The nearest star is still so far away as to be unimaginable: 52 million years.

At 18,000 miles (29,000 km) an hour, the Space Shuttle crosses the United States in 10 minutes and circles the Earth in an hour and a half. In 13 hours it covers the distance to the Moon, but even so would take two months to cover the distance to Venus and seven to cover the distance to the sun. Pluto is still over two years away. The nearest star is still 160,000 years away.

Most of the stars we see with the naked eye at night are within a few hundred light years [আলোকবর্ষ]. A few are as far away as 2000 light years, only about 1/50 the diameter of our Galaxy.

এই নক্ষত্রগুলোর অবস্থিতি হচ্ছে নিকটবর্তী আকাশে অর্থাৎ সবচেয়ে নীচের আকাশে, আর বাকী ছয়টা আকাশ হচ্ছে মানব সন্তানের চিন্তা ও ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। এই সমস্ত নিদর্শনের সাহায্যে আল্লাহ তা'আলার আসল পরিচয় সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করলে মানুষের চিন্তা শক্তি হিমশীতল হয়ে যায় এবং ধীশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিরা হয়ে যায় নির্বাক। মহিমান্বিত, প্রতাপশালী, সর্বজ্ঞ, সর্বক্ষমতার অধিকারী দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ তা'আলার শক্তি, ক্ষমতা ও বিশালতা সম্পর্কে ধারণা

www.pathagar.com

করার যোগ্যতা মানব সন্তানের মগজে ও বিদ্যাবুদ্ধিতে আছে, একথা বিশ্বাস করা যায় না। অথচ এই মানব সন্তানরা, যারা তুচ্ছ তরল পদার্থ থেকে সৃষ্টি, চিন্তা শক্তিতে প্রখর হলেও শারীরিক শক্তিতে অত্যন্ত দুর্বল এবং যারা প্রতিমুহূর্তে প্রতি নিঃশ্বাসে আল্লাহ তা'আলার দয়া ও অনুগ্রহের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল, তারাই অজ্ঞতা ও অন্ধতায় ঔদ্ধত্যের সহিত আল্লাহ তা'আলার সাথে অন্য কাউকে শরীক স্থির করে অথবা আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্বে অবিশ্বাস করে। তবুও দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ তা'আলা আল-কুরআন নাযিল করে মানব সন্তানদের অতি সহজ ভাষায় সুস্পষ্টভাবে আহ্বান করেছেন যাতে তারা অন্ধত্ব ও ভ্রান্তপথ ত্যাগ করে বিশ্বাসী হওয়ার সুযোগ পায়। আল্লাহ তা'আলা নিজের সম্পর্কে বর্ণনা করে মানব সন্তানকে আহ্বান করে বলেছেন :

ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ ۖ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ خَٰلِقُ كُلِّ شَىْءٍ فَٱعْبُدُوهُ ۚ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ وَكِيلٌ ﴿١٠٢﴾

لَّا تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَٰرُ وَهُوَ يُدْرِكُ ٱلْأَبْصَٰرَ ۖ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ ﴿١٠٣﴾

قَدْ جَآءَكُم بَصَآئِرُ مِن رَّبِّكُمْ ۖ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِۦ ۖ وَمَنْ عَمِىَ فَعَلَيْهَا ۚ وَمَآ أَنَا۠ عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ ﴿١٠٤﴾

"এই তো আল্লাহ, তোমাদিগের প্রতিপালক; তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নাই; তিনিই সবকিছুর স্রষ্টা; সুতরাং তোমরা তাহার 'ইবাদত করো; তিনি সবকিছুর তত্ত্বাবধায়ক। তিনি দৃষ্টির অধিগম্য নহেন কিন্তু দৃষ্টিশক্তি তাহার অধিগত; এবং তিনিই সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক পরিজ্ঞাত। তোমাদিগের প্রতিপালকের নিকট হইতে তোমাদিগের নিকট স্পষ্ট প্রমাণ [*আল-কুরআন*] অবশ্য আসিয়াছে; সুতরাং কেহ উহা দেখিলে [*পাঠ করে শিক্ষা গ্রহণ করে তদনুযায়ী বিশ্বাস ও জীবন যাপন করলে*] উহা দ্বারা সে নিজেই লাভবান হইবে, আর কেহ না দেখিলে তাহাতে সে নিজেই ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। আমি [*রাসূল (সা.)*] তোমাদিগের সংরক্ষক নহি।" *(৬-আন'আম : ১০২, ১০৪)*

আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে মানব সন্তানের অন্ধত্ব দূর করার জন্য আল্লাহ তা'আলা আসমানের উদাহরণ দিয়ে আরও বলেছেন :

قُلْ مَن رَّبُّ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ قُلِ ٱللَّهُ ۚ قُلْ أَفَٱتَّخَذْتُم مِّن دُونِهِۦٓ أَوْلِيَآءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا ۚ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِى ٱلظُّلُمَٰتُ وَٱلنُّورُ ۗ أَمْ جَعَلُوا۟ لِلَّهِ شُرَكَآءَ خَلَقُوا۟ كَخَلْقِهِۦ فَتَشَٰبَهَ ٱلْخَلْقُ عَلَيْهِمْ ۚ قُلِ ٱللَّهُ خَٰلِقُ كُلِّ شَىْءٍ وَهُوَ ٱلْوَٰحِدُ ٱلْقَهَّٰرُ ﴿١٦﴾

"বল, 'কে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর প্রতিপালক?' বল, ['*তিনি*] আল্লাহ্।' বল, 'তবে কি তোমরা অভিভাবকরূপে গ্রহণ করিয়াছ আল্লাহর পরিবর্তে অপরকে

www.pathagar.com

যাহারা নিজদিগের লাভ বা ক্ষতি সাধনে সক্ষম নহে?' বল, 'অন্ধ ও চক্ষুষ্মান [*যে আল-কুরআনের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে প্রকৃত সত্য দেখতে পায়*] কি সমান অথবা অন্ধকার [*আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে সব প্রকার ভ্রান্ত ধারণা*] ও আলো [*ইসলাম ও আল-কুরআনের বিধান*] কি এক?' তবে কী তাহারা আল্লাহর এমন শরীক করিয়াছে, যাহারা আল্লাহর সৃষ্টির মতো সৃষ্টি করিয়াছে, যে কারণে সৃষ্টি উহাদিগের মধ্যে বিভ্রান্তি ঘটাইয়াছে! বল, 'আল্লাহ্ সকল বস্তুর স্রষ্টা; তিনি এক, পরাক্রমশালী।" *(১৩-রা'দ : ১৬)*

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱذْكُرُوا۟ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ ۚ هَلْ مِنْ خَٰلِقٍ غَيْرُ ٱللَّهِ يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ ۚ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ ﴿٣﴾

"হে মানুষ! তোমাদিগের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ করো। আল্লাহ্ ব্যতীত কি কোন স্রষ্টা আছে, যে তোমাদিগকে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী হইতে রিয্ক দান করেন?' তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নাই। সুতরাং কোথায় তোমরা বিপথে চালিত হইতেছে?" *(৩৫-ফাতির : ৩)*

ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ خَٰلِقُ كُلِّ شَىْءٍ لَّآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ ﴿٦٢﴾ كَذَٰلِكَ يُؤْفَكُ ٱلَّذِينَ كَانُوا۟ بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿٦٣﴾

"এই তো আল্লাহ্, তোমাদিগের প্রতিপালক, সবকিছুর স্রষ্টা তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নাই; সুতরাং তোমরা কীভাবে বিপথগামী হইতেছ? এইভাবেই বিপথগামী হয় তাহারা, যাহারা আল্লাহর নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করে।" *(৪০-মু'মিন : ৬২)*

আল্লাহ তা'আলার অনবদ্য নিদর্শনের জ্ঞান লাভ করেও একমাত্র স্বাধীন চিত্ত সম্পৃক্ত আদম ও জিন সন্তানরাই প্রবৃত্তির চাহিদায় আত্মসমর্পণ করে, অজ্ঞতায় সত্য পরিত্যাগ করে বিভ্রম হয়। কিন্তু বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বাকী সবকিছুই আল্লাহ তা'আলার মহিমা, প্রশংসা ও স্তুতিগানে সবদাই ব্যস্ত আছে বা থাকে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

هُوَ ٱللَّهُ ٱلْخَٰلِقُ ٱلْبَارِئُ ٱلْمُصَوِّرُ ۖ لَهُ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ ۚ يُسَبِّحُ لَهُۥ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿٢٤﴾

"তিনিই আল্লাহ্ সৃজনকর্তা, উদ্ভাবনকর্তা, রূপদাতা, সকল উত্তম নাম তাহারই। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে, সমস্তই তাহার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।" *(৫৯-হাশর : ২৪)*

আল-কুরআনে আল্লাহ তা'আলা আরও বলেছেন যে, তিনি মানব সন্তানের জন্যই সবকিছু সৃষ্টি করেছেন :

هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ لَكُم مَّا فِى ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ ٱسْتَوَىٰٓ إِلَى ٱلسَّمَآءِ فَسَوَّىٰهُنَّ سَبْعَ سَمَٰوَٰتٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٩﴾

www.pathagar.com

"তিনি পৃথিবীর সবকিছু তোমাদের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন, তৎপর তিনি আকাশের দিকে মনোসংযোগ [*ইস্তাওয়া*] করেন এবং উহাকে সপ্তাকাশে বিন্যস্ত করেন; তিনি সর্ববিষয়ে সবিশেষ অবহিত।" *(২-বাকারাহ : ২৯)*

উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, পৃথিবী এবং নিম্ন আকাশের মধ্যে যা কিছু আছে সবই মানব সন্তানের কল্যাণে আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি করেন, তারপর সপ্তাকাশ সৃষ্টি করেন। নিম্ন আকাশ হচ্ছে পৃথিবীর উপরে ছাদস্বরূপ, পৃথিবীর যে কোন জায়গায় যাওয়া যায় আকাশকে সবজায়গায় ছাদ হিসেবেই মনে হয়। তাই বলা যায়, পৃথিবী হচ্ছে মানব সন্তানের আবাসস্থান অর্থাৎ ঘরের ভিত্তি আর আকাশ হচ্ছে খুঁটিবিহীন ঘরের উপর সুদৃঢ় ছাদ। তাই ঘরের ভিত্তি প্রথমে স্থাপন করেই তার জন্য আল্লাহ তা'আলা প্রদীপমালার সম্পৃক্ত সুশোভিত ছাদের সৃষ্টি করেছেন, অবশ্য এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন। এজন্যই আরও বলা যায়, পৃথিবীতে আবাসিক মানব সন্তান, জীবজন্তু এবং গাছপালার রক্ষণাবেক্ষণের জন্যই সুশৃঙ্খল সুশোভিত সৌরজগত পরিবেষ্টিত আকাশ করেছেন। মানুষ হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টির কেন্দ্রবিন্দু, এই কেন্দ্রবিন্দুর রক্ষণাবেক্ষণের জন্যই তার সমস্ত সৃষ্টি। যার ফলে মানব সন্তানের উচিত আল্লাহ তা'আলার পরম দয়া ও অনুগ্রহের জন্য সর্বদাই একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই স্তুতিগান, প্রশংসায় আত্মনিয়োগ করে ইবাদত করা এবং আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত বিধি-নিষেধের প্রয়োজনীয়তা, ব্যবহারিক উপকারিতার মূল্যায়ন করে জীবনের প্রতিক্ষেত্রে প্রয়োগ করা।

সপ্তাকাশের নিকটবর্তী আকাশই হচ্ছে মানব সন্তানের স্বল্প জ্ঞানের সীমায় সীমাবদ্ধ। মানুষ রাত্রিতে খালি চোখে যে তারকারাজি দেখতে পায়, সেগুলো অত্যন্ত বিশাল হওয়া সত্ত্বেও দূরত্বের কারণে খুবই ছোট দেখায়। তাদের দূরত্ব এত বেশী যে বিজ্ঞানীরা অংকের কোন সংখ্যা দিয়ে নয় বরং আলোক-বর্ষের সংখ্যা দিয়ে দেখিয়েছেন, আলোকবর্ষের সংখ্যার ভিত্তিতেই মহাজাগতিক বিজ্ঞানীরা বিগ্ ব্যাং তত্ত্বে বলেছেন, The Universe has a finite age (~13.70 Billion years) । তাই মানব সন্তান শুধুমাত্র ১৩.৭ বিলিয়ন আলোকবর্ষ পর্যন্ত দূরত্বে যে তারকারাজি আছে তাদের দেখতে পায় অর্থাৎ অনেক তারকার আলো ১৩.৭ বিলিয়ন বৎসর ভ্রমণ করে পৃথিবীতে পৌঁছেছে। এটাই হচ্ছে মহাশূন্যের ব্যাপারে মানব সন্তানের জ্ঞানের এবং চিন্তাশক্তির সীমানা। বিগ্ ব্যাং তত্ত্বে এই সীমানার বাইরে মহাশূন্যের বিস্তৃতি নিয়ে বিজ্ঞানীরা কোন মন্তব্য করেননি বা করতে পারেননি তাই বিজ্ঞানীদের মতে এই অভাবনীয় বিস্তৃতি মহাশূন্যই হচ্ছে নিকটবর্তী আকাশ, অবশ্য এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন।

www.pathagar.com

যা হোক, নিকটবর্তী আকাশকে আল্লাহ্ তা'আলা তারকারাজি ও আলোকবর্তিকা এবং আলো ও তাপ দানকারী প্রদীপ সূর্য দিয়ে সুসজ্জিত করেছেন যাতে মানব সন্তান, জীবজন্তু, অন্যান্য জীব প্রাণী এবং উদ্ভিদসমূহ পরস্পরের এবং সূর্যের আলো এবং তাপের উপর নির্ভরশালী হয়ে সুষ্ঠু সাবলীলভাবে বংশানুক্রমে জীবন যাপন করতে পারে। তদুপরি নক্ষত্ররাজির আরেকটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহার হচ্ছে গভীর অন্ধকারে মরুভূমি এবং সাগরে যাতায়াতে মানব সন্তানের জন্য সঠিক দিক নির্ণয়ের উপাদান হিসেবে কাজ করা। বিজ্ঞানের অস্বাভাবিক অগ্রগতি সত্ত্বেও আকাশ পথে, সাগরে ও মরুভূমিতে ভ্রমণের সময় নাবিকরা আজও নক্ষত্ররাজির সাহায্যে সঠিকভাবে দিক নির্ণয় করে থাকেন, ইতোপূর্বে এ সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন :

وَلَقَدْ زَيَّنَّا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنْيَا بِمَصَٰبِيحَ وَجَعَلْنَٰهَا رُجُومًا لِّلشَّيَٰطِينِ ۖ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ ٱلسَّعِيرِ ۝

"আমি নিকটবর্তী আকাশকে সুশোভিত করিয়াছি প্রদীপমালা দ্বারা এবং উহাদিগকে করিয়াছি শয়তানের প্রতি নিক্ষেপের উপকরণ এবং উহাদিগের জন্য প্রস্তুত রাখিয়াছি জ্বলন্ত অগ্নির শাস্তি।" *(৬৭-মুলক : ৫)*

উল্লিখিত আয়াতের ব্যাখ্যায় *কাতাদা (রা.) বলেন, এসব তারকারাজির সৃষ্টির উদ্দেশ্য তিনটি। আসমান সুসজ্জিত করা, শয়তানদের বিতাড়িত করা এবং পথ ও দিক-নির্ণয়ের নিদর্শন হিসেবে বানানো হয়েছে। যে এই তিনের অতিরিক্ত অন্য কোন ব্যাখ্যা দিল সে ভুল করলো, নিজের প্রাপ্য হারালো এবং এমন ব্যাপারে মাথা খাটালো যে ব্যাপারে তার কোন জ্ঞান নেই। (সহীহ আল-বুখারী, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ২৬৭)*

সূরা আল-মুলকের ৫ নম্বর আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, "শয়তানকে বিতাড়িত" করার জন্য প্রদীপমালাকে (তারকারাজি) উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করেন।

এই চিত্তাকর্ষক বিষয় নিয়ে আলোচনা আরও কিছুটা বর্ধিত করা হলো। গ্রাম বাংলার অন্ধকার রাতে আকাশের দিকে দৃষ্টি রাখলে অনেক সময় দেখা যায় হঠাৎ একটা আগুনের ফুল্‌কি দ্রুতবেগে আকাশের একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ছুটে গেল, যাকে বাংলা শব্দে বলা হয় "উল্কা" এবং যার ইংরেজী শব্দ হচ্ছে Meteors। এই উল্কার উৎপত্তি হচ্ছে Asteroids [*ক্ষুদ্র গ্রহ*] থেকে। ক্ষুদ্র গ্রহের অবস্থান হচ্ছে মঙ্গল [Mars] এবং বৃহস্পতি [Jupitar] গ্রহের মাঝামাঝি জায়গায়। তাই উল্কার দ্বারা মহাশূন্য আবৃত আছে তার প্রমাণ হলো আল-কুরআনের আয়াত। বিজ্ঞানীরা বলেন, উল্কা যখন পৃথিবীর নিকটবর্তী

www.pathagar.com

বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে তখন বায়ু বা অক্সিজেনের সহিত বিক্রিয়ার মাধ্যমে আগুনের ফুলকি তৈরি হয়। প্রকৃতপক্ষে মহাশূন্যে এই ধরনের উল্কা সব সময়ই আগুনের ফুলকি সৃষ্টি করছে তবে দূরত্বের জন্য খালি চোখে সেগুলো দেখা যায় না। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

وَأَنَّا لَمَسْنَا ٱلسَّمَآءَ فَوَجَدْنَٰهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا ﴿٨﴾

وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَٰعِدَ لِلسَّمْعِ ۖ فَمَن يَسْتَمِعِ ٱلْـَٔانَ يَجِدْ لَهُۥ شِهَابًا رَّصَدًا ﴿٩﴾

وَأَنَّا لَا نَدْرِىٓ أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَن فِى ٱلْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ﴿١٠﴾

وَأَنَّا مِنَّا ٱلصَّٰلِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَٰلِكَ ۖ كُنَّا طَرَآئِقَ قِدَدًا ﴿١١﴾

وَأَنَّا ظَنَنَّآ أَن لَّن نُّعْجِزَ ٱللَّهَ فِى ٱلْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُۥ هَرَبًا ﴿١٢﴾

وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا ٱلْهُدَىٰٓ ءَامَنَّا بِهِۦ ۖ فَمَن يُؤْمِنۢ بِرَبِّهِۦ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا ﴿١٣﴾

وَأَنَّا مِنَّا ٱلْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا ٱلْقَٰسِطُونَ ۖ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُو۟لَٰٓئِكَ تَحَرَّوْا۟ رَشَدًا ﴿١٤﴾

"এবং আমরা [জিনরা] চাহিয়াছিলাম আকাশের তথ্য সংগ্রহ করিতে কিন্তু আমরা দেখিতে পাইলাম কঠোর প্রহরী ও উল্কাপিণ্ড দ্বারা আকাশ পরিপূর্ণ; 'আর পূর্বে আমরা আকাশের বিভিন্ন ঘাঁটিতে সংবাদ শুনিবার জন্য বসিতাম কিন্তু তখন কেহ সংবাদ শুনিতে চাহিলে সে তাহার উপর নিক্ষেপের জন্য প্রস্তুত জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ডের সম্মুখীন হয়। 'আমরা জানি না জগৎবাসীর অমঙ্গলই অভিপ্রেত, না তাহাদিগের প্রতিপালক তাহাদিগের মঙ্গল চাহেন না 'এবং আমাদিগের কতক সৎকর্মপরায়ণ এবং কতক ইহার ব্যতিক্রম, আমরা ছিলাম বিভিন্ন পথের অনুসারী [*পূর্ববর্তী কিতাবের অনুসারী অথবা শিরকে জড়িত ছিল*]; 'এখন আমরা বুঝিয়াছি যে, আমরা পৃথিবীতে আল্লাহকে পরাভূত করিতে পারিব না এবং পলায়ন করিয়াও তাহাকে ব্যর্থ করিতে পারিব না। 'আমরা যখন পথ-নির্দেশক বাণী [*আল-কুরআনের বাণী*] শুনিলাম তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিলাম। যে ব্যক্তি তাহার প্রতিপালকের প্রতি বিশ্বাস করে তাহার কোন ক্ষতি ও কোন অন্যায়ের আশঙ্কা থাকিবে না। 'আমাদিগের কতক আত্মসমর্পণকারী এবং কতক সীমালঙ্ঘনকারী; যাহারা আত্মসমর্পণ করে তাহারা সুচিন্তিতভাবে সত্যপথ বাছিয়া লয়।" *(৭২-জিন : ৮-১৪)*

উল্লিখিত আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, (১) আকাশ উল্কাপিণ্ড দ্বারা পরিপূর্ণ। আকাশের গোপন তথ্য সংগ্রহ করা থেকে শয়তানদের বিরত রাখার জন্য আল্লাহ তা'আলা উল্কাপিণ্ড ব্যবহার করেন। অনেকেই মনে করতে পারেন এই আয়াত

www.pathagar.com

থেকে বুঝা যায় আল-কুরআন নাযিল হওয়ার সময় জিনরা গোপন তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করত, এখন তো আর আল-কুরআন নাযিল হচ্ছে না তবু কেন আকাশ উল্কা দিয়ে পরিপূর্ণ থাকবে। মানব জাতির ব্যাপারে গোপন তথ্য আল্লাহ তা'আলা সব সময়ই ফিরিশতাদের কাছে প্রকাশ করেন এবং জিন শয়তানরাও সব সময়ই এই গোপন সংগ্রহে ওঁত পাতিয়া বসে থাকে তাই আজও মাঝে মধ্যেই উল্কার স্ফুলিঙ্গ দেখতে পাওয়া যায়। (২) জিনরা আল-কুরআন নাযিল হওয়ার পূর্বেও আকাশের বিভিন্ন ঘাঁটিতে বসে গোপন তথ্য সংগ্রহ করতে চেষ্টা করতো অর্থাৎ আজও করে। (৩) জিন সম্প্রদায়কে আল্লাহ তা'আলা মানুষের তুলনায় বেশী শক্তিশালী হিসেবে সৃষ্টি করে অদৃশ্যভাবে আকাশে উড়ে বেড়ানোর ক্ষমতা দিয়েছেন। (৪) জিন জাতি মানব সন্তানের মতোই ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কিছু জানে না। (৫) জিনরা মানব সন্তানের মতই চিন্তা-ভাবনায় এবং বিশ্বাস-অবিশ্বাস করার স্বাধীনতা নিয়ে সৃষ্টি হয়েছে। (৬) অভিশপ্ত শয়তান হচ্ছে জিনদের মধ্যে থেকে। এ সম্পর্কে আল-কুরআন থেকে পরিষ্কারভাবে জানা যায় যে, জিন জাতির মধ্যে থেকে আল্লাহ তা'আলার আদেশের অবাধ্য হয়েছিল সর্বপ্রথম "ইবলিস" [শয়তান]। ফলে সে হচ্ছে অভিশপ্ত, শয়তান [অবাধ্য] নামে আখ্যাত হয়ে মানব ও ভালো জিনদের শত্রু হয়েছে। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَٰٓئِكَةِ ٱسْجُدُوا۟ لِءَادَمَ فَسَجَدُوٓا۟ إِلَّآ إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ ٱلْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِۦٓ ۗ أَفَتَتَّخِذُونَهُۥ

وَذُرِّيَّتَهُۥٓ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِى وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّۢ ۚ بِئْسَ لِلظَّٰلِمِينَ بَدَلًا ۝٥٠

"এবং স্মরণ করো, আমি যখন ফিরিশতাগণকে বলিয়াছিলাম, 'আদমের প্রতি সিজদা করো' তখন সকলেই সিজদা করিল ইবলিস ব্যতীত; সে জিনদিগের একজন, সে তাহার প্রতিপালকের আদেশ অমান্য করিল। তবে কি তোমরা আমার পরিবর্তে উহাকে এবং উহার বংশধরকে [*ইবলিসের বংশধর সকলেই শয়তান, আদম (আ.) যেমন মানব জাতির পিতা তেমন ইবলিস হচ্ছে শয়তান জাতির পিতা*] অভিভাবকরূপে গ্রহণ করিতেছ? উহারা তো তোমাদিগের শত্রু। যালিমদের এই বিনিময় কত নিকৃষ্ট।" *(১৮-কাহফ, ৫০)*

ইবলিসের বংশধর ইবলিসের মতোই শয়তান/অবাধ্য এবং মানব সন্তানের শত্রু ["মানবতার শত্রু কে" বইয়ে, এ ব্যাপারে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে]। তাই ইবলিস এবং তার অনুগামীরা মানব সন্তানকে আল্লাহ তা'আলার আসল পরিচয় সম্পর্কে বিভ্রান্ত তথ্য দিয়ে অবিশ্বাসী হওয়ায় অনুপ্রাণিত করে এবং অদৃশ্যে থেকে নিয়মিতভাবে এ কাজ করে যাচ্ছে।

(৭) তবে জিন জাতির সকলেই শয়তানের দলভুক্ত নয়। মানব সন্তানের মতোই

www.pathagar.com

জিন জাতির অনেকেই আল-কুরআনে এবং শেষ রাসূল (সা.) উপর বিশ্বাস স্থাপন করে আত্মসমর্পণকারী মুসলিম হয়েছে। এ ব্যাপারেও উল্লিখিত আয়াত থেকে পরিষ্কারভাবে বুঝা যায়। তাছাড়াও আল্লাহ তা'আলা এ সম্পর্কে আরও বলেছেন :

وَإِذْ صَرَفْنَآ إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ ٱلْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقُرْءَانَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوٓا۟ أَنصِتُوا۟ فَلَمَّا قُضِىَ وَلَّوْا۟ إِلَىٰ قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ ﴿٢٩﴾

قَالُوا۟ يَٰقَوْمَنَآ إِنَّا سَمِعْنَا كِتَٰبًا أُنزِلَ مِنۢ بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِىٓ إِلَى ٱلْحَقِّ وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٣٠﴾

يَٰقَوْمَنَآ أَجِيبُوا۟ دَاعِىَ ٱللَّهِ وَءَامِنُوا۟ بِهِۦ يَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣١﴾

"স্মরণ করো, আমি তোমার প্রতি আকৃষ্ট করিয়াছিলাম একদল জিনকে, যাহারা কুরআন পাঠ শুনিতেছিল, যখন উহারা তাহার নিকট উপস্থিত হইল, উহারা একে অপরকে বলিতে লাগিল, 'চুপ করিয়া শ্রবণ করো।' যখন কুরআন পাঠ সমাপ্ত হইল উহারা উহাদিগের সম্প্রদায়ের নিকট ফিরিয়া গেল সতর্ককারীরূপে, উহারা বলিয়াছিল, হে আমাদিগের সম্প্রদায়! আমরা এমন এক কিতাবের পাঠ শ্রবণ করিয়াছি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে মূসার পরে, ইহা উহার পূর্ববর্তী কিতাবকে সমর্থন করে এবং সত্য ও সরল পথের পরিচালিত করে [*এই সমস্ত জিনরা ছিল আহ্‌লে কিতাবে বিশ্বাসী*]। 'হে আমাদিগের সম্প্রদায়! আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বানকারীর প্রতি সাড়া দাও এবং তাহার [*রাসূল (সা.)*] প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করো, আল্লাহ্ তোমাদিগের পাপ ক্ষমা করিবেন এবং মর্মন্তুদ শাস্তি হইতে তোমাদিগকে রক্ষা করিবেন।" *(৪৬-আহ্‌কাফ : ৩০, ৩১)*

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনে কাসীর (রহ.), ইমাম আহমদের মুসনাদ থেকে ইবনে আব্বাসের (রা.) বর্ণিত হাদীস উল্লেখ করে বলেছেন যে, রাসূল (সা.) [*নবুওয়াতের প্রথম দিকে*] কখনও জিনদের নিকট আল-কুরআন পাঠ করেননি এবং তাদেরকেও দেখেননি। রাসূল (সা.) সাহাবাদের সহ একবার "ওকায" বাজারের দিকে যাচ্ছিলেন তখন শয়তানরা আকাশের গোপন সংবাদ শুনতে বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং যখনই শয়তানরা আকাশের সংবাদ শুনতে যায় তখনই আগুনের ফুলকি দ্বারা বিতাড়িত করা হয় [*সূরা জিনের আয়াত নং ৯ দ্রষ্টব্য*]। অতঃপর, শয়তানরা যখন নিজ সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে যায়, তখন সম্প্রদায় জিজ্ঞাসা করে তাদের কি হয়েছে। শয়তানরা উত্তরে বলে 'যখনই আমরা আকাশের গোপন সংবাদ শুনতে যাই তখনই আগুনের ফুলকি দিয়ে আমাদেরকে বিতাড়িত করা হয়'। সম্প্রদায়ের অন্যরা বলল, 'এ ধরনের ঘটনা ঘটেছে, তার কারণ নিশ্চয়ই একটা বিরাট কিছু ঘটেছে।' সুতরাং তোমরা সারা দুনিয়া পূর্ব-পশ্চিমে ভ্রমণ করে দেখ, কি ঘটনা ঘটেছে? তারপর তারা পূর্ব-পশ্চিম এবং সারা দুনিয়াতে ভ্রমণ করে দেখতে লাগল কি কারণে তাদেরকে আকাশের গোপন সংবাদ শুনতে বাধা দেয়া হচ্ছে। তাদের মধ্যে থেকে একটা দল "তিহমাহর" দিকে [*আল-মদীনা থেকে প্রায় ৭২ মাইল পশ্চিমে*

www.pathagar.com

একটা গ্রাম] জিনরা রাসূল (সা.) দেখতে পেল 'ওকাযে' যাওয়ার রাস্তায় নাক্‌লাহ নামক স্থানে। রাসূল (সা.) তখন সাহাবীদের নিয়ে ফজরের নামায পড়ছিলেন। এমতাবস্থায় জিনরা যখন আল-কুরআন পাঠ শুনতে পেল তখন তারা থেমে গেল এবং বলল, 'আল্লাহর শপথ! এটাই আকাশের গোপন সংবাদ শুনতে আমাদেরকে বাধা দিয়েছে।" তারা নিজ সম্প্রদায়ের নিকটে গিয়ে বলল, 'হে আমাদের সম্প্রদায়! আমরা নিঃসন্দেহে এমন এক কিতাবের [*আল-কুরআনের]* আবৃত্তি শুনছি, যা সত্য পথের দিকে পরিচালনা করে।" সুতরাং আমরা ইহাতে বিশ্বাস করেছি এবং আমরা আমাদের প্রভু আল্লাহর সাথে অন্য কাউকেও শরীক করিব না।" তারপর আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন :

قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ ٱسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ ٱلْجِنِّ فَقَالُوٓا۟ إِنَّا سَمِعْنَا قُرْءَانًا عَجَبًا ﴿١﴾

يَهْدِىٓ إِلَى ٱلرُّشْدِ فَـَٔامَنَّا بِهِۦ ۖ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَآ أَحَدًا ﴿٢﴾

"বল, 'আমার প্রতি ওহী প্রেরিত হইয়াছে যে, জিনদিগের একটি দল মনোযোগসহকারে শ্রবণ করিয়াছে এবং বলিয়াছে, 'আমরা তো এক বিস্ময়কর কুরআন শ্রবণ করিয়াছি, যাহা সঠিক পথ-নির্দেশ করে; ফলে, আমরা ইহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি। আমরা কখনও আমাদিগের প্রতিপালকের কোন শরীক স্থির করিব না।" *(৭২-জিন : ১, ২)*

অর্থাৎ জিনরা নিজ সম্প্রদায়ের কাছে গিয়ে যে কথাগুলো বলেছিল, আল্লাহ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে রাসূল (সা.)-কে সেগুলো জানিয়ে দিলেন। *(আহমদ ১:২৫২, সহীহ আল-বুখারী ৭৭৩, ৪৯২১)*। ইবনে আব্বাসের (রা.) বর্ণনা এবং সূরা আল-আহকাফ, ২৯ নম্বর আয়াতের ভিত্তিতে ইবনে কাসীর (রহ) মন্তব্য করেছেন যে, রাসূল (সা.) জানতেন না যে, একদল জিন তার আবৃত্তি শুনছে। কারণ সূরা জিনের আয়াত নম্বর ২, আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন জিন সম্প্রদায় আল-কুরআন শুনে নিজেরাই নিজ সম্প্রদায়ের কাছে দাওয়াত দিয়েছে। জিন সম্প্রদায় থেকে কখনও কোন নবী-রাসূল প্রেরণ করা হয়নি। রাসূল (সা.) ছিলেন মানব জাতি এবং জিনদের কাছে প্রেরিত সর্বশেষ রাসূল। একমাত্র মানব সন্তানকেই আল্লাহ্ তা'আলা নবী-রাসূল হিসেবে প্রেরণ করেছেন তাতে কোন সন্দেহ নাই, আল-কুরআন থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। আল্লাহ্ তা'আলা এ ব্যাপারে বলেছেন : "তোমার পূর্বেও একমাত্র মানুষকেই তাদের নিজদের নিকট রাসূল হিসেবে প্রেরণ করিয়াছিলাম, যাহাদিগের নিকট ওহী পাঠাতাম।" *(১০-ইউনুস)* *(ইবনে কাসীর, খণ্ড ৯, পৃষ্ঠা ৭৬)*

www.pathagar.com

রাসূল (সা.)-এর সপ্তাকাশে ভ্রমণ

আলোচনার বিষয়ে আবার ফিরে আসা যাক, আল্লাহ্ তা'আলা সপ্তাকাশ সৃষ্টির কথা বলেছেন, এই সপ্তাকাশ যে কত বড় তা চিন্তা-ভাবনা করার ক্ষমতা কারও নাই। তবে মানব সন্তানের মধ্যে একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার হাবিব (সা.)ই জীবিত থাকা অবস্থায় আল্লাহ্ তা'আলার সীমাহীন ভালোবাসা ও অনুগ্রহের পরবশে সপ্তম আকাশে আল্লাহ্ তা'আলার আরশের কাছে পর্যন্ত গিয়ে তাঁর সান্নিধ্য লাভ করায় সৌভাগ্যবান হয়েছিলেন। মিরাজের বর্ণনায় রাসূল (সা.) এর হাদীস থেকে সেটা সুস্পষ্টভাবে জানা যায়। আল্লাহ্ তা'আলার 'আরশ' হচ্ছে সপ্তমাকাশে "সিদ্‌রাত আল-মুন্‌তাহা"। সিদ্‌রাত আল-মুন্‌তাহা হচ্ছে বদরি বৃক্ষ, এই পর্যন্ত হলো শেষ সীমানা যা অতিক্রম করার ক্ষমতা কারও নাই এমনকি জিব্রাঈল (আ.) অনুমতি পান না। আর-মিরাজের হাদীস সহীহ্ আল-বুখারী, মুসলিম এবং সিহাহ্ সিত্তার অন্যান্য হাদীস গ্রন্থ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। মিরাজের বর্ণনায় রাসূল (সা.) বলেছেন : জিব্রাঈল (আ.), রাসূল (সা.) কে মক্কায় অবস্থিত পবিত্র ঘর কা'বা থেকে ঘোড়া [*আল-বোরাক*] যোগে দূরবর্তী মসজিদে [*জেরুজালেমে অবস্থিত মসজিদ আল-আক্‌সা*] নিয়েছিলেন। যেখানে আল-বোরাককে মসজিদের নিকট রেখে রাসূল (সা.) সমস্ত নবী-রাসূলদের নিয়ে দুই রাকাত নামায আদায় করতে ইমামতি করেন। তারপর জিব্রাঈল (আ.) একই ঘোড়ার সাহায্যে রাসূল (সা.) কে আকাশে নিয়ে যান। তারা প্রথম আকাশে পৌঁছে জিব্রাঈল (আ.) আকাশের দ্বাররক্ষীকে দরজা খুলতে আদেশ দিলেন। দরজা খোলার পর মানব জাতির পিতা আদম (আ.)-কে দেখতে পেলেন। রাসূল (সা.) আদম (আ.)-কে সালাম দিলেন এবং তিনিও স্বাগতম জানিয়ে রাসূল (সা.) এর নবুওয়াতে বিশ্বাস স্থাপন করলেন। রাসূল (সা.), আদম (আ.) এর ডান পার্শ্বে শহীদ এবং পুণ্যবান সন্তানদের আত্মা এবং বাম পার্শ্বে পাপী এবং অবাধ্য সন্তানদের আত্মা দেখতে পেলেন।

জিব্রাঈল (আ.) তারপর রাসূল (সা.)-সহ দ্বিতীয় আকাশে পৌঁছে, আকাশরক্ষীকে দরজা খুলতে আদেশ করলেন। সেখানে রাসূল (সা.) ইয়াহিয়া এবং ঈসা ইবনে মরিয়ম (আ.)কে দেখতে পেয়ে সালাম দিলেন। তারা সালামের উত্তর দিয়ে স্বাগতম জানালেন এবং রাসূল (সা.) এর নবুওয়াতে বিশ্বাস স্থাপন করলেন। তারপর তারা উভয়ে তৃতীয় আকাশে ইউসুফ (আ.)কে দেখতে পেয়ে সালাম দিলেন। ইউসুফ (আ.) স্বাগতম জানালেন এবং রাসূল (সা.) এর নবুওয়াতে বিশ্বাস স্থাপন করলেন। তারপর জিব্রাঈল (আ.) এবং রাসূল (সা.) চতুর্থ আকাশে পৌঁছে সেখানে ইদ্রীস (আ.)-কে দেখে সালাম দিলেন, ইদ্রীস (আ.) সালামের

www.pathagar.com

উত্তর দিয়ে রাসূল (সা.) এর নবুওয়াতে বিশ্বাস স্থাপন করলেন। তারপর রাসূল (সা.)কে পঞ্চম আকাশে নেয়া হলে তিনি সাক্ষাৎ পেলেন হারুন (আ.) এর সাথে এবং সালাম দিলেন, হারুন (আ.) সালামের উত্তর দিয়ে রাসূল (সা.) এর নবুওয়াতে বিশ্বাস স্থাপন করলেন। ষষ্ঠ আকাশে মূসা (আ.) এর সাথে সাক্ষাৎ হলে, সালাম দিলেন। মূসা (আ.) সালামের উত্তর দিয়ে রাসূল (আ.) এর নবুওয়াতে বিশ্বাস স্থাপন করলেন। রাসূল (সা.) যখন মূসা (আ.)-কে ছেড়ে এগিয়ে যাচ্ছিলেন তখন মূসা (আ.) কান্না শুরু করলেন। রাসূল (সা.) তার কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন, মূসা (আ.) উত্তরে বললেন "তিনি দেখতে পেলেন যে তার পরে একজনকে [*মুহাম্মদ (সা.)*] রাসূল করে পাঠানো হয়েছে, যিনি মূসা (আ.) তুলনায় অনেক বেশী অনুসারীদেরকে বেহেশতে নিতে সক্ষম হয়েছেন। তারপর রাসূল (সা.) যখন সপ্তম আকাশে গেলেন সেখানে ইব্রাহীম (আ.)-কে দেখতে পেয়ে সালাম দিলেন। ইব্রাহীম (আ.) সালামের উত্তর দিয়ে তার নবুওয়াতে বিশ্বাস স্থাপন করলেন। তারপর রাসূল (সা.)কে সিদ্‌রাতুল মুন্‌তাহাতে নেয়া পর আল-বাইত-আল-মা'মুর দেখানো হলো। *(বাইত আল-মা'মুর হচ্ছে সপ্তাকাশে কা'বার মতো ঘর, যেখানে প্রতিদিন ৭০ হাজার ফিরিশতা তাওয়াফ করেন। যারা একবার তাওয়াফ করেন তারা কিয়ামতের আগে আর দ্বিতীয়বার আসার সুযোগ পাবেন না।)*

অতঃপর আল্লাহর হাবিব (সা.)কে আল্লাহ তা'আলার সন্নিকটে উপস্থিত করা হলে তিনি মহিমান্বিত আল্লাহ তা'আলার সান্নিধ্য লাভের সাক্ষী হওয়ায় শিহরিত হলেন। সেখানে আল্লাহ তা'আলার হাবিব এবং বান্দা (সা.) কাছে যা নাযিল করার করলেন এবং রাসূল (সা.) উম্মতের জন্য প্রতিদিন ৫০ ওয়াক্ত নামায ধার্য করলেন। ফেরার পথে রাসূল (সা.) যখন মূসা (আ.)-কে বললেন যে, তার উম্মতের জন্য প্রতিদিন ৫০ ওয়াক্ত নামায আদায় করার আদেশ দিয়েছেন। মূসা (আ.), রাসূল (সা.)-কে বললেন, 'তোমার অনুসারীরা এত বেশী নামায আদায় করতে পারবে না। তোমার প্রভুর নিকট ফিরে যাও এবং অনুরোধ কর, এর পরিমাণ কমানোর জন্য।" রাসূল (সা.) জিব্রাঈল (আ.) সাথে পরামর্শ করলে, তিনি সমর্থন দিয়ে বললেন, "তুমি যদি চাও করতে পার" এবং জিব্রাঈল (আ.) সাথে রাসূল (সা.) আবার মহান আল্লাহর সন্নিকটে আরোহণ করলেন। পরাক্রমশালী মহিমাময় আল্লাহ তা'আলা ১০ বেলা নামায আদায় করা কমালেন। রাসূল (সা.) যখন ষষ্ঠ আকাশে অবতরণ করে মূসা (আ.)-কে বললেন দশ বেলা কমানো হয়েছে, তখন মূসা (আ.) অনুরোধ করে বললেন, 'তুমি আবারও যাও মহিমাময় আল্লাহর নিকট। কেননা তোমার উম্মত নামায আদায় করতে সক্ষম হবে না।" এইভাবে রাসূল (সা.) বারবার আল্লাহ তা'আলার নিকট অনুরোধ করলে অবশেষে আল্লাহ তা'আলা পাঁচ বেলা নামায ধার্য করলেন। তারপরেও

www.pathagar.com

মূসা (আ.) আবার অনুরোধ করলেন কিন্তু রাসূল (সা.) বললেন, 'আমি আমার প্রভুর নিকট বারবার অনুরোধ করে এখন ভীষণভাবে লজ্জিত। আমি ক্ষান্ত দিয়ে আল্লাহ তা'আলার আদেশ মেনে নিলাম।" তারপর যখন রাসূল (সা.) আরও কিছু এগিয়ে গেলেন তখন কাউকে [*আল্লাহ তা'আলাকে*] বলতে শুনলেন, 'আমি আমার আদেশ বলবৎ রেখেছি এবং আমার বান্দাদের ভার বোঝা কমিয়ে দিয়েছি [*৫ বেলা নামায আদায় করলে ৫০ বেলার পুণ্য পাওয়া যাবে*]" ।

যা হোক খালি চোখে আল্লাহ্ তা'আলাকে দেখার ব্যাপার নিয়ে আলেমদের বিভিন্ন মতামত রয়েছে। তাই বেশীর ভাগ তফসীরকারকগণ বলেছেন খালি চোখে আল্লাহ্ তা'আলাকে দেখার পক্ষে কোন সঠিক প্রমাণ বা তথ্য নাই। তবে ইবনে আব্বাস (রা.), এক ব্যাখ্যায় বলেছেন "রাঅ্যায়ে" শব্দের অর্থ হচ্ছে খালি চোখে দেখা। আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন :

مَا كَذَبَ ٱلْفُؤَادُ مَا رَأَىٰٓ ﴿١١﴾ أَفَتُمَٰرُونَهُۥ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ ﴿١٢﴾ وَلَقَدْ رَءَاهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ﴿١٣﴾

عِندَ سِدْرَةِ ٱلْمُنتَهَىٰ ﴿١٤﴾ عِندَهَا جَنَّةُ ٱلْمَأْوَىٰٓ ﴿١٥﴾

"রাসূলের অন্তর মিথ্যা বলেনি যা সে দেখেছে। তোমরা কি বিষয়ে বিতর্ক করবে যা সে দেখেছে? নিশ্চয় সে তাকে [*জিব্রাঈল (আ.) আসল আকৃতিতে*] আরেকবার দেখেছিল, সিদরাতুল মুনতাহার নিকটে, যার কাছে অবস্থিত বসবাসের জান্নাত।" *(৫৩-নাজ্ম : ১১-১৫)*

সাম্প্রতিক মুসলিম আলেমদের মধ্যে খালি চোখে দেখার ব্যাপার নিয়ে বিতর্ক হয় যদিও আল্লাহ্ তা'আলা এ বিষয়ে বিতর্ক করতে মানা করেছেন। কেউ দাবী করেন রাসূল (সা.) মিরাজের রাত্রে খালি চোখে আল্লাহ্ তা'আলাকে দেখেছেন। অথচ পূর্ববর্তী আলেম [*আস-সুয়ূতি (রহ.)*] এবং সাহাবা-সাহাবীদের বর্ণনা ও রাসূল (সা.) ভাষা থেকে সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায়, রাসূল (সা.) সিদরাতুল মুন্তাহায় একমাত্র নূর ছাড়া আর কিছু দেখতে পাননি। তফসীর আল-জালালাইন [*ইমাম আস-সুয়ূতি (রহ.)*] বলেছেন, রাসূল (সা.) সিদরাতুল মুনতাহার নিকট খালি চোখে জিব্রাঈল (আ.)-কে আসল আকৃতিতে দেখেছেন *(আন-নাজ্ম, ব্যাখ্যা, পৃষ্ঠা ১১৩৭)*। সূরা আন-নাজমের ১২ ও ১৩ নম্বর আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, 'রাসূল (সা.) দুইবার হৃদয় দিয়ে আল্লাহ্ তা'আলাকে দেখেছেন (খালি চোখে নয়) *(সহীহ্ মুসলিম, ১:১৫৮; আত-তবারী, ২২:৫০৭)* মাসরুখ (রা.) বলেছেন, 'আমি আয়েশার (রা.) কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, মুহাম্মদ (সা.) কি আল্লাহ তা'আলাকে খালি চোখে দেখেছেন? আয়েশা (রা.) উত্তরে বললেন, 'তোমার প্রশ্ন শুনে আমার চুল দাঁড়িয়ে যাচ্ছে [*ভয়ে*]। আমি বললাম, শুন! আয়াত নম্বর।

www.pathagar.com

لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ ءَايَٰتِ رَبِّهِ ٱلْكُبْرَىٰٓ

"নিশ্চয় সে তার প্রতিপালকের মহান নিদর্শনাবলী অবলোকন করেছে।" *(৫৩-নাজম : ১৮)*। তখন আয়েশা (রা.) বললেন, 'তোমার বোধশক্তি কোথায় উড়ে বেড়াচ্ছে? ইহা ছিল জিব্রাঈল [*রাসূল (সা.) জিব্রাঈল (আ.)-কে খালি চোখে দুইবার দেখেছেন*]। যদি কেউ দাবী করে যে, মুহাম্মদ (সা.) তার প্রতিপালককে দেখেছেন অথবা নাযিলকৃত কিতাবের একাংশ গোপন করেছেন অথবা রাসূল (সা.) পাঁচটা গোপন বিষয়ে জানেন, যা একমাত্র আল্লাহ তা'আলা ছাড়া আর কেউ জানেন না। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُۥ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ ٱلْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِى ٱلْأَرْحَامِ ۖ وَمَا تَدْرِى نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ۖ

وَمَا تَدْرِى نَفْسٌۢ بِأَىِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌۢ

"নিশ্চয় আল্লাহর কাছেই কিয়ামতের জ্ঞান রয়েছে। তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং গর্ভাশয়ে যা থাকে, তিনি তা জানেন। কেউ জানে না আগামীকল্য সে কি উপার্জন করবে এবং কেউ জানে না কোন্ দেশে সে মৃত্যুবরণ করবে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সর্ববিষয়ে সম্যক জ্ঞাত।" *(৩১-লোকমান : ৩৪)*। তাহলে বস্তুত! সে আল্লাহ তা'আলার বিরুদ্ধে এক মহামিথ্যার অবতারণা করবে। তদুপরি, আল-কুরআন থেকে দু'টো আয়াত পাঠ করেন :

لَّا تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَٰرُ وَهُوَ يُدْرِكُ ٱلْأَبْصَٰرَ ۖ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ

"দৃষ্টিসমূহ [*মানুষের দৃষ্টি*] তাকে [*আল্লাহ তা'আলাকে*] পেতে পারে না, অবশ্য তিনি দৃষ্টিসমূহকে পেতে পারেন। তিনি অত্যন্ত সূক্ষ্মদর্শী, সুবিজ্ঞ।" *(৬-আন'আম)*

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ ٱللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَآئِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِىَ بِإِذْنِهِۦ مَا يَشَآءُ ۚ إِنَّهُۥ عَلِىٌّ حَكِيمٌ

"কোন মানুষের জন্য এমন হওয়ার নয় যে, আল্লাহ তার সাথে কথা বলবেন; কিন্তু ওহীর মাধ্যমে অথবা পর্দার অন্তরাল থেকে [*মিরাজে মুহাম্মদ (সা.) এবং তূর পাহাড়ে মূসা (আ.) এর সাথে আল্লাহ তা'আলা কথা বলেছেন*] অথবা তিনি কোন দূত [*জিব্রাঈল (আ.)কে*] প্রেরণ করবেন, অতঃপর আল্লাহ যা চান, সে তা তার অনুমতিক্রমে পৌঁছে দিবে। নিশ্চয় তিনি সর্বোচ্চ প্রজ্ঞাময়।" *(৪২-শূরা : ৫১)*, আল্লাহ তা'আলাকে খালি চোখে দেখার কথা আয়েশা (রা.) বাতিল করে দেন।" এই আয়াত থেকে সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায়, সিদরাতুল মুনতাহায় একটা পর্দার অন্তরাল থেকে আল্লাহ তা'আলা তার হাবিব (সা.)-এর সাথে কথা বলেছেন। জিব্রাঈল (আ.)কে প্রকৃত আকৃতিতে রাসূল (সা.) দুইবার দেখেছেন : "একবার সিদরাত আল-মুনতাহাতে,

www.pathagar.com

অন্যবার হেরা পর্বতে, এ সময় জিব্রাঈল (আ.) ছয়শত পাখাবিশিষ্ট অবস্থায় ছিলেন, যা দিগন্তবৃত্তে আবৃত ছিল।" *(সহীহ মুসলিম, নম্বর ১৭৪, ১৭৭)*

আবু যার (রা.) বলেছেন, 'আমি রাসূল (সা.) জিজ্ঞাসা করেছিলাম, আপনি কি আল্লাহ তা'আলাকে দেখেছেন? রাসূল (সা.) বললেন, "কিভাবে আমি আল্লাহ্কে দেখব, সেখানে ছিল আলো? অন্যত্র রাসূল (সা.) আরো বলেছেন, 'আমি শুধু আলো দেখেছি।"*(সহীহ মুসলিম, ১:১৬১)*। এই হাদীসের ভিত্তিতে যদি কেউ মনে করেন যে, এই আলোই হচ্ছেন আল্লাহ তা'আলা। তাহলে সেটা হবে তার নিজস্ব বিশ্বাস যার পক্ষে কোন সঠিক দলিল নাই। কারণ রাসূল (সা.) নিশ্চিতভাবে বলেননি যে, তিনি আল্লাহ তা'আলাকে দেখেছেন। তাই সহীহ হাদীস ও আল-কুরআনের অন্যান্য আয়াতের উদ্বৃতি দিয়ে আহল-আস্-সুন্নাহর বেশীর ভাগ আলেমরা বলেন যে, রাসূল (সা.) যদি আল্লাহ তা'আলাকে খালি চোখে দেখতেন তাহলে সে কথা অবশ্যই সাহাবীদের কাছে বর্ণনা করতেন। *(ইবনে কাসীর; খণ্ড ৯:৩১৫)*। এ পর্যায়ে আরেকটা বিষয় উল্লেখ করা বাঞ্ছনীয় যে, রাসূল (সা.) আল-কুরআনের আয়াত এবং আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় এবং লাভজনক জ্ঞানের কোন কিছুই তার উম্মতের কাছে গোপন করেননি। ইস্‌রা এবং মিরাজ হচ্ছে সম্পূর্ণ আলাদা ধরনের ঘটনা, যেখানে মহিমান্বিত আল্লাহ তা'আলার সান্নিধ্য লাভ এবং জিব্রাঈল (আ.)কে আসল আকৃতিতে দেখার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

যা হোক, মিরাজে যে সমস্ত উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেছে এবং আল্লাহ তা'আলার যে সমস্ত নিদর্শন রাসূল (সা.) দেখেছেন সেগুলোর সম্পর্কে সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করা হলো। কারণ এই অদৃশ্য নিদর্শন থেকে শিক্ষা নেয়ার গুরুত্বও আল-মিরাজের একটা অন্যতম বিষয়। (১) রাসূল (সা.) এর বক্ষ বিদীর্ণ করে, তা যমযমের পানি দ্বারা ধৌত করে অতঃপর জ্ঞান ও ঈমানে পরিপূর্ণ একটা স্বর্ণ পাত্র এনে রাসূল (সা.) এর বক্ষে ঢেলে দিয়ে আবার বন্ধ করা। (২) দু'টো স্বর্ণের পাত্র আনা হয়। একটাতে দুধ এবং অন্যটাতে মদ-সুরা ছিল। রাসূল (সা.)কে আদেশ করা হয়েছিল দু'টোর যে কোন একটা পছন্দ করার জন্য। তিনি দুধের পাত্র পছন্দ করে দুধ পান করলেন। ফিরিশতা বললেন, 'তুমি আল-ফিতরা বা সহজাত প্রকৃতিতে হেদায়েত প্রাপ্ত হয়েছ।" তুমি যদি শরাব পছন্দ করতে তাহলে তোমার অনুসারীরা বিপথগামী হত।" (৩) রাসূল (সা.) বলেছেন, 'তিনি নাইল এবং ইউফ্রেরাটস্, নদী দু'টো প্রকাশ্যের এবং দু'টো গোপন নদী দেখেছেন। প্রকাশ্যের নদী দু'টো দেখার তাৎপর্য হচ্ছে, এই নদীর আশে পাশে দ্বীন ইসলাম সম্প্রসারিত হয়ে স্থায়ী হবে এবং তাদের বাসিন্দারা দ্বীন ইসলামকে সযত্নে লালন করবে এবং তা বংশ পরম্পর চলতে থাকবে। বর্তমানে এটা সবার কাছে সুস্পষ্ট কারণ নদী

www.pathagar.com

দু'টোর আশে পাশে সবগুলো দেশই হলো, মুসলিমদের বাসস্থান। যদিও শত শত বৎসর যাবৎ রাজনৈতিক সংঘাতের কারণে এই দেশগুলোতে অনেকবার উত্থান পতন হয়েছে তবুও দ্বীন ইসলাম বহাল তবীয়তে আছে। যতদিন খিলাফত টিকে ছিল, এই দুই নদীর পার্শ্বের দেশই ছিল খিলাফতের কেন্দ্রবিন্দু অর্থাৎ রাজধানী। বর্তমানে ইরাকের যে অবনতি হয়েছে, সেটা দুনিয়ার চাকচিক্যের ও প্রতিপত্তির প্রতি বেশী আকৃষ্ট হওয়ার জন্য। ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞতা ও ধর্মীয় বিধি-নিষেধের অবাধ্যতা এবং প্রবৃত্তির অবৈধ চাহিদায় ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণের কারণে ইরাকে বিদেশী অমুসলিম শক্তির অনুপ্রবেশ ঘটেছিল। ফলে মুসলিমদের স্বাভাবিক জীবন যাপনে বাধাবিঘ্নের সৃষ্টি হওয়ায় যন্ত্রণার আগুন জ্বলেছিল। এই অনুপ্রবেশ শুধুমাত্র ইরাকে সামরিক কারণে ঘটেছে তা নয়, বরং বিদেশী সংস্কৃতির প্রভাবে ইসলাম বিরোধী সাংস্কৃতিক আগ্রাসনে প্রায় সব মুসলিম দেশই আক্রান্ত হয়েছে। সংস্কৃতি হচ্ছে একটা জাতির সঠিক মূল্যায়নের ও পরিচয়ের ক্ষেত্রে অন্যতম উপাদান হিসেবে কাজ করে। এজন্যই কোন জাতির স্বরূপতা ধ্বংস করতে হলে প্রথমেই সে জাতির ধর্মীয় ও জাতীয় সংস্কৃতিকে কলুষিত করতে হয়। এ কাজটা সুচতুর ইংরেজ ও ফরাসীরা মুসলিম দেশের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সতর্কতার সহিত করেছেন। তাতে অধিকাংশ মুসলিমরা বিভিন্নভাবে বিভ্রমে পড়লেও দ্বীনে অটল বিশ্বাসী এবং দৃঢ়চিত্ত মুসলিমরা এখনও ইসলামী সংস্কৃতিকে লালন করে যাচ্ছেন। মুসলিমদের একটা দল কোনদিন কারও নিকট ধর্মীয় মূল্যবোধকে বিসর্জন দিয়ে আত্মসমর্পণ করেননি এবং ইনশাআল্লাহ ভবিষ্যতেও করবেন না। তাই মিসর, ইরাক, তুর্কী, চাঁদ ও সুদান এবং অন্যান্য মুসলিম দেশের ধর্মপ্রাণ মুসলিমরা আপ্রাণ চেষ্টা করছেন বিদেশী অসুমলিম শক্তির অভিসন্ধিমূলক চক্রান্ত ও সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের হাত থেকে মুক্তি লাভের জন্য। তবে একটা কথা সকলের মনে রাখতে হবে এই সংগ্রাম বা চেষ্টার মূল শক্তি হচ্ছে ধর্মীয় মূল্যবোধের অনুপ্রেরণা যা বর্তমানে ধর্মের নামে ঘটিত সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের বহির্ভূত ব্যাপার। তাই মুসলিমদের বর্তমান পরিস্থিতি হচ্ছে বস্তুত মুসলিম জাতি বা উম্মার জন্য এক মহাপরীক্ষা। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য মুসলিম উম্মতকে আল-কুরআন ও আল-সুন্নাহর আদর্শে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত বিধানে পুরোপুরিভাবে আত্মসমর্পণ করে সমস্ত সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড পরিহার করতে হবে।

(৪) রাসূল (সা.) দোজখের রক্ষী, মালেককে [*ফিরিশতার নাম*] দেখার সুযোগ পেয়েছিলেন। যার চেহারায় রয়েছে ভয়ঙ্কর চিহ্ন ও রাগান্বিত ছায়া। তিনি (সা.) আরও দেখেছেন কিছু ব্যক্তিকে দোজখে যারা ইয়ামিতের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করেছিল। তাদের মুখের আকৃতি হলো, উঠের সাদৃশ্য, লৌহিত তপ্ত

পাথর গিলার পর তাদের পেছন দিক দিয়ে আবার বের হচ্ছে। তিনি (সা.) আরও দেখেছেন সুদ খাওয়া লোকদের, যারা দোজখে আছে। তাদের পেট হচ্ছে অত্যন্ত বড়, যা নিয়ে ঘুরে বেড়ানো তাদের অত্যন্ত কঠিন কাজ এবং দোজখে অনুপ্রবেশ করার পর তাদেরকে ফেরাউনের লোক দিয়ে হাটানো হচ্ছে। একই দোজখে তিনি দেখতে পেলেন যিনাকারীদের, তাদেরকে উপহার দেয়া হচ্ছে সুস্বাদু এবং পঁচা দুর্গন্ধযুক্ত মাংস কিন্তু তারা পঁচা দুর্গন্ধটা বেছে নিল। লম্পট, অসৎচরিত্র এবং কামুক নারীদের দেখতে পেলেন যে, তাদের স্তনের সাহায্যে ঝুলন্ত অবস্থায় রাখা হয়েছে। এইগুলো আল্লাহ তা'আলার অদৃশ্য নিদর্শন যা থেকে মুসলিমদের শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে।

(৫) মিরাজের ঘটনাকে কেন্দ্র করে মক্কার কাফেররা নানা ধরনের প্রশ্ন করে রাসূল (সা.)-এর সাহায্যে আনীত নিগূঢ় সত্যকে বানচাল করার চেষ্টা করেছিল। রাসূল (সা.) তাদের প্রতিটা প্রশ্নের উত্তর সঠিকভাবে দিয়েছিলেন। *(The Sealed Nectar, by Safi-ur-Rahman Al-Mubarakpuri, Maktaba Dar-us-Salam, Sudi Arabia, Page #149)*

উল্লিখিত নিদর্শনগুলো হচ্ছে গোপন নিদর্শন, যা অবিশ্বাসী ও পাপীদের জন্য পরকালের শাস্তি হিসেবে আল্লাহ তা'আলা তৈরি করে রেখেছেন। আল্লাহ তা'আলার হাবিব, আখেরী নবী ও মানব জাতির জন্য প্রেরিত 'রহমত' ও মুক্তির সুসংবাদদাতা এবং সতর্ককারী ছাড়া অন্য কোন নবী-রাসূলদের জীবদ্দশায় এরকম অকল্পনীয় ঘটনা ঘটেনি। রাসূল (সা.), মানব জাতির জন্য আল্লাহ তা'আলার প্রেরিত শেষ রাসূল, তাই মানব জাতিকে এই সমস্ত বাস্তব অথচ অদৃশ্য নিদর্শনের মাধ্যমে শেষবারের মতো সতর্ক করতে পারেন। এটাও মিরাজের একটা কারণ হতে পারে তবে আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন। আল-কুরআন ও শেষ রাসূলে বিশ্বাসী যারা, তাদের জন্য এই সমস্ত নিদর্শন হচ্ছে সুসংবাদ এবং সতর্কতা দু'টোই। এই সমস্ত নিদর্শনে পাপীদের জন্য প্রস্তুত আল্লাহ তা'আলার শাস্তি এবং শাস্তি দানে যে, আল্লাহ তা'আলা অত্যন্ত কঠিন, সে পরিচয়ও পাওয়া যায়। এই সমস্ত নিদর্শন থেকে জ্ঞান লাভ করে মুসলিমরা যাতে পরাক্রমশালী, ক্ষমাপরায়ণ আল্লাহ তা'আলার শাস্তি থেকে নিজেদের রক্ষার চেষ্টা এবং দৃঢ় প্রত্যয়ের সহিত সংগ্রাম করতে পারেন, এটাও মিরাজের আরেকটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাই রাসূল (সা.) সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّآ أَرْسَلْنَٰكَ شَٰهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿٤٥﴾ وَدَاعِيًا إِلَى ٱللَّهِ بِإِذْنِهِۦ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا ﴿٤٦﴾

وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا ﴿٤٧﴾

"হে নবী! আমি তো তোমাকে পাঠাইয়াছি সাক্ষীরূপে এবং সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে, আল্লাহর অনুমতিক্রমে তাহার দিকে আহ্বানকারীরূপে এবং উজ্জ্বল প্রদীপরূপে [*রাসূল (সা.) জীবন যাপনে, ব্যক্তি চরিত্রে এবং কাজকর্মে আল-কুরআনের বিধানসমূহ জ্যোতি হিসেবে প্রতিফলিত হয়েছে, তাই তিনি হচ্ছেন আকাশে প্রজ্বলিত চাঁদের মতো*]। তুমি মু'মিনদিগকে সুসংবাদ দাও যে, তাহাদিগের জন্য আল্লাহর নিকট রহিয়াছে মহাঅনুগ্রহ।" *(৩৩-আহ্যাব : ৪৫-৪৭)*

আল-ইসরা ওয়াল মিরাজ হচ্ছে রাসূল (সা.)কে দেয়া আল্লাহ তা'আলার অনেক নিদর্শনের মধ্যে একটা অন্যতম অলৌকিক নিদর্শন। মহামহিমান্বিত সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী প্রজ্ঞাময় আল্লাহ তা'আলা ছাড়া তার সৃষ্টির অন্য কোন মানব সন্তান এ ধরনের অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটাতে পারবে না। যার জন্য রাসূল (সা.) মাধ্যমে ঘটানো মিরাজ বস্তুত মানব জাতির জন্য একটা শিক্ষামূলক অলৌকিক ঘটনা তাই বুদ্ধিবৃত্তিমূলক ও ধীশক্তিসম্পন্ন মুসলিম ব্যক্তিরা এই সমস্ত নিদর্শন থেকে প্রতিনিয়তই শিক্ষা লাভ এবং অন্যদের কাছে সঠিকভাবে প্রচারের মাধ্যমে মিরাজের গুরুত্বের মূল্যায়ন করছেন। তাতে মহামহিমান্বিত আল্লাহ তা'আলার আসল পরিচয় অন্যের কাছে সুস্পষ্টভাবে উদ্ভাসিত হচ্ছে। এজন্যই বলা যায় মিরাজ ও তার অলৌকিকতার প্রভাব আজও বিদ্যমান এবং কিয়ামত পর্যন্ত ইনশাআল্লাহ মানব সন্তানের জন্য বিদ্যমান থাকবে।

অনেকের প্রশ্ন থাকতে পারে যে, বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে আল-মিরাজ নিঃসন্দেহে একটা অস্বাভাবিক ঘটনা, তাহলে এটা কিভাবে ঘটতে পারে? আল-মিরাজ সম্পর্কে কোন প্রকার সন্দেহপ্রবণ হয়ে এ ধরনের প্রশ্ন করার অবকাশ মুসলিমদের জন্য নাই। তবে সন্দেহবশতঃ নয় বরং জ্ঞান এবং দৃঢ় বিশ্বাস অর্জনের জন্য গবেষণা করায় কোন দোষ নাই। একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সবার স্মরণ রাখা উচিত আল্লাহ তা'আলার অনেক কুদরতী কর্ম এবং অলৌকিক নিদর্শন বিজ্ঞানের আলোকে অথবা গবেষণায় বিশ্লেষণ এবং উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। উল্লেখ্য যে, মূসা (আ.) এর হাতের লাঠি জীবন্ত সাপে পরিণত এবং দর্শকের দৃষ্টিতে হাত শুভ্র উজ্জ্বল প্রতিভাত হওয়া, বিজ্ঞানের কোন ফর্মূলা দিয়ে বিশ্লেষণ করা সম্ভব নয়। আল-মিরাজ তিনিই ঘটিয়েছেন, যিনি সপ্তাকাশের এবং পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই সৃষ্টি করেছেন এবং প্রতিনিয়ত নিয়ন্ত্রণ করছেন। আল্লাহ তা'আলা যা খুশি তাই করেন, তাঁর প্রজ্ঞা, জ্ঞান ও শক্তিতে সবই সম্ভব এবং সহজ। মানব জাতির জন্য সবচেয়ে বড় অলৌকিক নিদর্শন হচ্ছে আল-কুরআন, তাই আল-কুরআনে যারা দৃঢ় বিশ্বাসী তাদের এ ধরনের প্রশ্ন থাকা উচিত নয়। আল-মিরাজের অলৌকিক ঘটনা ও নিদর্শন যেমন তৎকালীন মাক্কায় অনেক নতুন মুসলিমদের হৃদয়ে

www.pathagar.com

ইসলাম সম্পর্কে সাময়িকভাবে কিছুটা সংশয়ের সৃষ্টি করেছিল তেমনি আল-কুরআন ও রাসূল (সা.) এর নবুওয়াত সম্পর্কে সুনিশ্চিত ও সুনিবিড়ভাবে বিশ্বাসে অধিষ্ঠিত ব্যক্তির আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল। তৎকালীন অজ্ঞ আরবীয় সমাজে আল-ইসরা ওয়াল-মিরাজ যে কত বড় বিস্ময়কর ও আশ্চর্যজনক ঘটনা ছিল তা বর্তমানের যান্ত্রিক ও রকেটের যুগে অনুধাবন করা সম্ভব নয়। যে যুগে মাক্কা থেকে প্যালেষ্টাইন পৌঁছতে লেগে যেত বহুদিন, সে সময় আল্লাহ তা'আলার হাবিব (সা.) ঘোষণা করলেন যে, গত রাতে তিনি মক্কা থেকে শুধুমাত্র প্যালেষ্টাইন নয় বরং সপ্তাকাশে পর্যন্ত পৌঁছে আল্লাহ তা'আলার সান্নিধ্য লাভ করে আবার মক্কায় ফিরে এসেছেন। এ ঘোষণায় অজ্ঞ সমাজে যার অধিকাংশ সাধারণ মানুষ হচ্ছে অবিশ্বাসী তাদের মনে অতি সহজেই সন্দেহের উদ্রেক হতে পারে। কিন্তু গভীর ঈমানে প্রতিষ্ঠিত হৃদয়ই একমাত্র এই সন্দেহের অবকাশ থেকে অনেক উপরে বসবাস করছিলেন। তাদের মধ্যে অন্যতম ও শ্রেষ্ঠ একজন আবু বকর আস-সিদ্দীক (রা.)। রাসূল (সা.) এর মুখ থেকে সরাসরি আল-মিরাজের বর্ণনা না শুনে অন্যদের কাছ থেকে জানতে পারলেন যে, মুহাম্মদ (সা.) দাবী করেছেন যে গত রাত্রে তিনি মক্কা থেকে জেরুজালেম হয়ে সপ্তাকাশে ভ্রমণ করে আবার মক্কায় ফিরে এসেছেন। এ কথা শুনে আবু বকর (রা.) বললেন, 'রাসূল (সা.) যদি সত্যিই এই দাবী করে থাকেন, তাহলে আমি তাতে বিশ্বাসী"। মক্কার কাফেররা প্রশ্ন করেছিল, 'তুমি কিভাবে এই অস্বাভাবিক ঘটনায় বিশ্বাস করতে পার? উত্তরে আবু বকর (রা.) বললেন, 'এর চেয়ে বড় ঘটনা হচ্ছে রাসূল (সা.) এর কাছে আল-কুরআন নাযিলের কাহিনী, সেটাতে আমি বিশ্বাসী। সুতরাং আল-মিরাজের ঘটনা আমার জন্য অবিশ্বাসের কিছু নয়।" তার এই অগাধ বিশ্বাসের পুরস্কার হিসেবে সেইদিন থেকেই আবু বকর (রা.) 'আস-সিদ্দীক" উপাধি লাভ করলেন *(ইবনে কাসীর, ইবনে হিশাম, ১:৩৯৯)*, যার দ্বিতীয় আর কোন উদাহরণ নাই। তাই বলা যায়, আল-মিরাজের নিদর্শনে আল্লাহ তা'আলার শক্তি ও প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা'আলা কে! সে সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করে তাঁর উপর দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস স্থাপন করা মুসলিমের জন্য ফরয দায়িত্ব। বস্তুত সব মুসলমানই এই পবিত্র ঘটনায় দৃঢ়ভাবে বিশ্বাসী এবং নিদর্শন থেকে শিক্ষা লাভ করে থাকেন।

যা হোক, উল্লিখিত দীর্ঘ হাদীস থেকে জানা যায়, আল্লাহ তা'আলার হাবিব, মানব জাতির জন্য প্রেরিত 'রহমত' এবং শেষ রাসূলই আদম সন্তানের মধ্যে একমাত্র ব্যক্তি, যিনি আল্লাহ তা'আলার অসীম অনুগ্রহে "সিদরাত-আল-মুনতাহার" নিকটবর্তী হয়ে বিশ্বপ্রতিপালকের সান্নিধ্য লাভ করেছেন। যার জন্য রাসূল (সা.) এর মিরাজ হচ্ছে মানব জাতির জন্য এক অবিস্মরণীয় ঘটনা। রাসূল (সা.)কে

www.pathagar.com

সৃষ্টির অদৃশ্য নিদর্শন দেখানোর এবং রাসূল (সা.) এর মানসিক প্রশান্তির জন্যই আল্লাহ তা'আলা রাসূল (সা.)কে নবুওয়াতের প্রথম দিকে মক্কা জীবনের কঠিন সময়ে আল-মিরাজ ঘটিয়েছিলেন। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

"পবিত্র ও মহিমময় তিনি যিনি তাঁহার বান্দাকে [রাসূল (সা.)] রজনীযোগে ভ্রমণ করাইয়াছিলেন মস্‌জিদুল হারাম হইতে মস্‌জিদুল আকসায় যাহার পরিবেশ আমি করিয়াছিলাম বরকতময়, তাহাকে আমার নিদর্শন দেখাইবার জন্য; তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।" *(১৭-বনী ইসরাঈল : ১)*। আল-মিরাজ ছিল তৎকালীন মক্কাবাসী ও মুসলিমদের জন্য এক মহাপরীক্ষা। এটা এমন এক অকল্পনীয় ঘটনা যার বৃত্তান্ত শুনে অনেক দুর্বলচিত্তের ও দুর্বল ঈমানের ব্যক্তিদের সাময়িকভাবে পদস্খলন হয়েছিল। তবে বেশীর ভাগ মুসলিমদের ঈমান আরও মজবুত হয়েছিল। আল-মিরাজে বর্ণিত অদৃশ্য নিদর্শনসমূহ সত্যি, যার সম্পর্কে মানব সন্তানকে অবহিত করার জন্যই আল্লাহ তা'আলা রাসূল (সা.) এর মাধ্যমে আল-মিরাজ সংঘটিত করেছেন। আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভালো জানেন।

সিদ্‌রাত-আল-মুনতাহা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা

সিদরাত আল-মুনতাহা সম্পর্কে ইবনে মা'সূদ (রা.) বর্ণনা করেছেন : 'যখন রাসূল (সা.)-কে মিরাজে নেয়া হয়, তিনি সিদরাত আল-মুনতাহাতে আরোহণ করেন যা সপ্তম আকাশে। যেখানে পৃথিবী থেকে যা কিছু আরোহণ করে, তার সবই থেমে যায় এবং যা কিছু সপ্তম আকাশের উপর থেকে অবতরণ করে তাও থেমে যায়।" অর্থাৎ সিদরাত আল-মুনতাহা হচ্ছে পৃথিবী ও সপ্তম আকাশ এবং আল্লাহ তা'আলার আরশের মধ্যে শেষ সীমানা, যা আল্লাহ তা'আলার নূর এবং অসাধারণ জাঁকজমক রং দিয়ে সজ্জিত ও আবৃত। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

وَلَقَدْ رَءَاهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ﴿١٣﴾ عِندَ سِدْرَةِ ٱلْمُنتَهَىٰ ﴿١٤﴾ عِندَهَا جَنَّةُ ٱلْمَأْوَىٰٓ ﴿١٥﴾ إِذْ يَغْشَى ٱلسِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ ﴿١٦﴾

"নিশ্চয়ই সে [মুহাম্মদ (সা.)] তাহাকে [জিব্রাঈল (আ.)] আরেকবার দেখিয়াছিল, প্রান্তবর্তী বদরি বৃক্ষের [সিদরাত আর-মুনতাহা] নিকট, যাহার নিকট অবস্থিত বাসোদ্যান [মু'মিনদের জন্য বেহেশত], যখন বৃক্ষটি, যা দ্বারা আচ্ছাদিত হইবার তা দ্বারা ছিল আচ্ছাদিত [যখন রাসূল (সা.) বৃক্ষটির নিকটবর্তী হয়েছিলেন]।" (৫৩-নাজম : ১৩-১৬)

রাসূল (সা.), জিব্রাঈল (আ.) কে প্রকৃত আকৃতিতে প্রথমবার দেখেছিলেন হেরা পর্বতের গুহায়, যখন প্রথম আল-কুরআন নাযিল হয়। আর দ্বিতীয়বার দেখলেন সপ্তম আকাশে "সিদরাত আল-মুনতাহার" নিকট। ইবনে মা'সূদ (রা.) আরও

www.pathagar.com

বলেছেন, "রাসূল (সা.)কে সিদরাত আল-মুনতাহায়, তিনটি জিনিস দেয়া হয়। যেমন দিন রাত্রে পাঁচ ওয়াক্ত নামায, সূরা আল-বাকারাহর শেষ ২৮৪-২৮৬ আয়াতসমূহ এবং তার উম্মতের মধ্যে যারা আল্লাহ তা'আলার সাথে অন্য কাউকে শরীক করবে না তাদেরকে বড় পাপ থেকে মুক্তি দেয়ার প্রতিশ্রুতি।" (আহমদ ৬:২৪১; ১:৪২২, ইবনে কাসীর)

আল-মিরাজের ঘটনা ও নিদর্শনসমূহ থেকে একটা বিষয়ে নিশ্চিত যে, রাসূল (সা.) এবং তার উম্মত ছাড়া আর কেউ এ রকম অনুগ্রহ ও দয়ার ভাগীদার হওয়ায় সৌভাগ্যবান হয়নি। এটাও বস্তুত আল্লাহ তা'আলার একটা নিদর্শন, যা মুসলিমরা প্রতিনিয়ত পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের মধ্যে একনিষ্ঠভাবে আত্মসমর্পণ করে আল-কুরআন পাঠ করে উল্লিখিত আয়াতসমূহের সাক্ষ্য হিসেবে কাজ করছেন। তাই মুসলিম হওয়া অথবা মুসলিম মা-বাবার ঘরে জন্ম নেয়া হচ্ছে মানব সন্তানের জন্য আল্লাহ তা'আলার সব অনুগ্রহের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ অনুগ্রহ। নিয়মিতভাবে পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করা এমন এক ইবাদত, যা রাসূল (সা.)-কে মিরাজের মাধ্যমে বিশেষভাবে সপ্তম আকাশে সিদরাত আল-মুনতাহার নিকটে হাজির করে কোন প্রকার তৃতীয় মাধ্যম [*জিব্রাঈল (আ.)*] ব্যতীত সরাসরিভাবে মুসলিমদের জন্য আল্লাহ তা'আলা নির্ধারণ করেছেন অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা পর্দার আড়াল থেকে রাসূল (সা.)-এর সাথে কথা বলে পাঁচ ওয়াক্ত নামায নির্ধারণ করেন, যা ইতোপূর্বে উল্লিখিত হাদীস থেকে বুঝা যায়। ফলে পাঁচ ওয়াক্ত নামায নিয়মিতভাবে আদায় করা প্রকৃত বিশ্বাসী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচিত হওয়ার জন্য বাহ্যিক কৃতকর্ম। পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায়ের মাধ্যমে বাহ্যিকভাবে প্রমাণ হয় যে, মুসলিমরা একনিষ্ঠভাবে এক প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলার ইবাদতে অন্যদের তুলনায় সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন। কারণ ঈমান ও বিশ্বাস এবং নিয়তের বসবাস হচ্ছে প্রতিটা মানুষের হৃদয়ে অন্ধকারে, যা একমাত্র আল্লাহ তা'আলা ছাড়া এর কেউ জানেন না। তাই নামাযের মাধ্যমেই হৃদয়ের বিশ্বাস ও নিয়তের বহির্প্রকাশ ঘটে এবং মুসলমান হিসেবে অন্যদের কাছে পরিচিতি লাভ করেন। তদুপরি যে জায়গায় নামায আদায় করা হয়, সে জায়গায়ও তার পক্ষে নামায আদায়ের ব্যাপারে সাক্ষ্য হিসেবে থাকে। রাসূল (সা.) নামায আদায়ের গুরুত্ব সম্পর্কে বলেছেন : "*নামায হচ্ছে তাদের [অমুসলিম] এবং আমাদের মধ্যে ব্যবধান। যে কেউ নামায ত্যাগ [ইচ্ছাকৃতভাবে ত্যাগ করে এবং মনে করে নামাযের কোন প্রয়োজন নাই] করবে বা করে, সে হলো, অবিশ্বাসী।" (আন-নাসাঈ, খণ্ড ১:৪৬৬)*

ইতোপূর্বে অনেকবার উল্লেখ করা হয়েছে যে, মানুষ ও জিন জাতিকে আল্লাহ

www.pathagar.com

তা'আলা সৃষ্টি করেছেন এজন্য যে, তারা একমাত্র আল্লাহ তা'আলারই ইবাদত করবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

"আমি সৃষ্টি করিয়াছি জিন এবং মানুষকে এই জন্য যে, তাহারা আমারই ইবাদত করিবে।" *(৫১-যারিয়াত : ৫৬)*

মানুষ ও জিন জাতি ইবাদতের মাধ্যমেই সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তা'আলার নিকট আত্মসমর্পণ করবে। তাই একনিষ্ঠ অন্তরে বিনয়ানবত হয়ে সিজদার মাধ্যমে আত্মসমর্পণ করা হলো, সর্বোত্তম আত্মনিবেদন। কারণ নিজের আত্মসম্মান, গৌরব, ঔদ্ধত্য, বংশমর্যাদা, শিক্ষামর্যাদা, জাতি-বর্ণ ও ধন-সম্পত্তির গৌরব পরিহার করে বিনম্রতায় মাথা মাটিতে রেখে পুরোপুরি বশ্যতা স্বীকার করেই নামাযে সিজদাহ করা হয়। যার ফলে সব ইবাদতের মধ্যে নামাযই হচ্ছে সর্বোচ্চ ব্যবস্থা, যার মাধ্যমে সমগ্রভাবে আত্মসমর্পণ করা যায়। কারণ নামাযের প্রধান স্ত স্ত হচ্ছে সিজদা করা তাই নামায আদায় করা ব্যতিরেকে ইসলামী মূল্যবোধে সিজদার মাধ্যমে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণের আর কোন দ্বিতীয় ব্যবস্থা নাই। এজন্য ইসলামী বিধানে একমাত্র আল্লাহ তা'আলা ছাড়া সৃষ্টির আর কোন বস্তু এবং মানুষের প্রতি সিজদা করা সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ বা হারাম। সিজদাহ করা যেহেতু আত্মসমর্পণের জন্য শ্রেষ্ঠ ব্যবস্থা সেহেতু মানুষ ছাড়াও সৃষ্টির বাকী সবকিছুই আল্লাহ তা'আলার কাছে সর্বতোভাবে নিজেকে নিবেদন করার জন্য স্বতঃস্ফূর্তভাবে সিজদাহ করে। তবে দুঃখজনক হলেও সত্যি যে, মানব সন্তানের অধিকাংশই ইচ্ছাকৃতভাবে আল্লাহ তা'আলার প্রতি সিজদাহ করে না, অথচ সিজদার মাধ্যমে ইবাদত করার জন্যই তাদের কে সৃষ্টি করা হয়েছে। অন্যান্য বস্তুর সিজদা করার ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يَسْجُدُ لَهُۥ مَن فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَن فِى ٱلْأَرْضِ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ وَٱلنُّجُومُ وَٱلْجِبَالُ وَٱلشَّجَرُ وَٱلدَّوَآبُّ

وَكَثِيرٌ مِّنَ ٱلنَّاسِ ۖ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ ٱلْعَذَابُ ۗ وَمَن يُهِنِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُۥ مِن مُّكْرِمٍ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ۩ ﴿١٨﴾

"তুমি কি দেখ না যে, আল্লাহকে সিজদা করে যাহা কিছু আছে আকাশমণ্ডলীতে ও পৃথিবীতে,-সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্রমণ্ডলী, পর্বতরাজি, বৃক্ষলতা, জীবজন্তু এবং সিজদা করে মানুষের মধ্যে অনেকেই? আবার অনেকের প্রতি অবধারিত হয়েছে শাস্তি। আল্লাহ যাহাকে হেয় করেন তার সম্মানদাতা কেউ নাই; আল্লাহ যাহা ইচ্ছা তাহা করেন।" *(২২-হজ : ১৮)*

ইবাদতে বিশেষভাবে নামাযে সিজদা করায় কোন প্রকার অবমাননা ও অসম্মান

www.pathagar.com

নয় বরং বান্দা হিসেবে প্রতিপালক আল্লাহ্ তা'আলাকে সিজদা করার যোগ্যতা এবং তৌফিক অর্জন করা মানুষের জন্য প্রকৃত মান-সম্মানের, মর্যাদার এবং আত্মশান্তির ব্যাপার। মানুষ, আল্লাহ্ তা'আলার সেরা সৃষ্টি, অন্য সব সৃষ্টি মানুষের সেবায় নিয়োজিত তাই মানব সন্তান একমাত্র তার প্রতিপালক ছাড়া সৃষ্টির অন্য কারও কাছে মাথা অবনত করা এবং সিজদাবনত হতে পারে না। সব মানুষই আদম সন্তান হিসেবে সমান, ফলে মনুষ্যত্বের প্রাণীর মতো কাজ সে করতে পারে না। বস্তুত আল্লাহ্ তা'আলাকে সিজদা না করা মানুষের জন্য অমনুষ্য এবং মর্যাদাহানির ব্যাপার। অথচ এই সেরা মানুষরাই অজ্ঞতায়, অন্ধতায় অন্য মানুষ [*রাজা, বাদশাহ, ধর্মগুরু, প্রভাবশালী ব্যক্তি ইত্যাদির*] কাছে এবং নিজ হাতে গড়া মূর্তির প্রতি সিজদাবনত হয়।

ইসলামী শরীয়তে সিজদার পদ্ধতি একটা অভিনব ব্যবস্থা, যা অন্য সব ধর্মের পদ্ধতি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা ও সর্বদিক দিয়ে পরিশুদ্ধি ও পবিত্রতায় পরিপূর্ণ। আমেরিকান এক খৃষ্টান ধর্মগুরু মসজিদে গিয়ে মুসলিমদের নামাযে সিজদা করা দেখে বলেছিলেন "পরাক্রমশালী মহামহিমান্বিত বিশ্বপ্রতিপালকের কাছে আত্মসমর্পণ করার এর থেকে আর কোন বিশুদ্ধ ও শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি হতে পারে না।" নামাযে সিজদা করার পদ্ধতিই তাকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হওয়ায় অনুপ্রাণিত করেছিল। নামাযের মধ্যে সিজদা করায় মুসলিমরা যে অন্যদের চেয়ে ভিন্ন তা প্রমাণ করে কারণ নামাযের নির্ধারিত সময়ে অমুসলিমরা সিজদা না করে আল্লাহ্ তা'আলার আব্‌দ হওয়া থেকে নিজেকে বঞ্চিত করেন এবং আল্লাহ্ তা'আলার আব্‌দ হিসেবে আত্মসমর্পণ করতে অস্বীকার করেন। তাই প্রকৃতপক্ষে সে হচ্ছে অকৃতজ্ঞ বান্দা এবং অজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত। সিজদা না করে অবাধ্যতায় সে ঔদ্ধত্যপরায়ণ হয়ে আল্লাহ্ তা'আলার প্রভুত্ব, প্রতিপত্তি ও প্রশংসিত হওয়ার যোগ্যতাকে এবং সার্বভৌমত্বের অবমাননা করে। আল্লাহ্ তা'আলার প্রভুত্বকে মেনে ইবাদত করার ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন :

قُلْ أَفَغَيْرَ ٱللَّهِ تَأْمُرُوٓنِّىٓ أَعْبُدُ أَيُّهَا ٱلْجَٰهِلُونَ ﴿٦٤﴾

وَلَقَدْ أُوحِىَ إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَٰسِرِينَ ﴿٦٥﴾

بَلِ ٱللَّهَ فَٱعْبُدْ وَكُن مِّنَ ٱلشَّٰكِرِينَ ﴿٦٦﴾ وَمَا قَدَرُوا۟ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِۦ ﴿٦٧﴾

"বল, 'হে অজ্ঞ ব্যক্তিরা! তোমরা কি আমাকে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের ইবাদত করিতে বলিতেছ? তোমার প্রতি ও তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি অবশ্যই ওহী হইয়াছে, 'তুমি আল্লাহর শরীক স্থির করিলে তোমার কর্ম তো নিষ্ফল হইবে এবং

www.pathagar.com

তুমি হইবে ক্ষতিগ্রস্ত। 'অতএব তুমি আল্লাহরই ইবাদত করো এবং কৃতজ্ঞ হও। উহারা আল্লাহর যথোচিত সম্মান করে না।" *(৩৯-যুমার : ৬৪-৬৭)*

এ জন্যই সূরা আন-নাজমের আয়াত নং ৬২, সিজদার আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মানব সন্তানকে বিশেষভাবে মুসলিমদের সরাসরি আদেশ দিয়ে বলেছেন :

فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا ۩ ﴿٦٢﴾

"অতএব আল্লাহকে সিজদা করো এবং তাহার ইবাদত করো।" *(৫৩-নাজম : ৬২)*

তাই বলাবাহুল্য, নামাযে সিজদা করার মাধ্যমে সাক্ষ্য দিতে হয় যে, মুসলিমরা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রতিপালক একমাত্র আল্লাহ তা'আলারই আব্‌দ এবং আদম সন্তান হলেও অন্যদের তুলনায় ইবাদতে তারা সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র, অর্থাৎ নামাযের সময় হলে মু'মিন বান্দারা নামায আদায় না করে অবিশ্বাসীদের মতো পার্থিব জীবনের কাজকর্ম, ব্যবসা-বাণিজ্য ও ক্রীড়া-কৌতুক এবং চিত্ত বিনোদনের বিষয় নিয়ে ব্যস্ত থাকতে পারে না। সে অবশ্যই আল্লাহ তা'আলার আহ্বানে সাড়া দিয়ে নিজের প্রবৃত্তির চাহিদাকে উপেক্ষা করে নামাযে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণের মাধ্যমে প্রতিপালকের হক আদায় করবে। নামাযের মধ্যেই সে পাবে আত্মশুদ্ধি, আত্মশক্তি, আত্মসংযমের এবং আধ্যাত্মিকভাবে চিত্তবিনোদনের খোরাক। নামাযে আল্লাহ তা'আলার শাশ্বত পবিত্র শ্রুতিমধুর চিত্তোন্নতি বাণী পাঠ করে প্রতিপালকের সহিত সরাসরি যোগাযোগ সৃষ্টি করে নিজের সুখ দুঃখের কথা বলবে এবং ভ্রান্ত পথ থেকে দূরে থাকার জন্য আরজি পেশ করবে। সূরা আল-ফাতিহা পাঠের মাধ্যমেই এ কাজ করা যায়। এ কাজ সময় মত আদায় করতে অনুগ্রহপ্রাপ্ত হয়েছেন, এজন্য আল্লাহ তা'আলার প্রতি ভালোবাসায় এবং কৃতজ্ঞায় তার হৃদয় হবে প্রশান্তিতে উচ্ছ্বসিত, উজ্জীবিত ও উদ্দীপিত। অমুসলিমরা নামায আদায় করে না, কারণ নামায আদায় করার কোন প্রয়োজন আছে সেটা তারা বিশ্বাস করে না, অনুরূপভাবে মুসলিমরা যদি নামায না পড়ে তাদের মতো ব্যবহার করেন, তাহলে কি এই মুসলিমরা অবিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হয় না? নিয়মিতভাবে নামায আদায় করা অথবা না করা ব্যক্তি সম্পর্কে *রাসূল (সা.) বলেছেন, "যে কেউ নামাযের প্রতি যত্নবান হবে এবং সঠিকভাবে আদায় করবে, শেষ বিচার দিনে নামায হবে তার জন্য আলো অথবা সাক্ষ্যপ্রমাণ অথবা ত্রাণকর্তা। আর যে ব্যক্তি নামাযের প্রতি যত্নবান হয় না এবং সঠিকভাবে আদায় করবে না, নামায তার জন্য আলো, সাক্ষ্যপ্রমাণ অথবা ত্রাণকর্তা হবে না। শেষ বিচার দিনে সে উপস্থিত হবে কারুন, ফেরাউন, হামান এবং ওবায়ে ইবনে খালাফের সাথে।" (আহমদ, আত-তবারানী এবং ইবনে হাববান)*

www.pathagar.com

উল্লিখিত হাদীসের ব্যাখ্যায় *ইবনে আল-কাইউম (রহ.) বলেছেন, যে নামায পড়ে না, সে অবশ্যই ধন-সম্পত্তি, রাজ্য, কাজকর্ম এবং ব্যবসা বাণিজ্য নিয়ে ব্যস্ত থাকে। যদি কেউ ধন-সম্পত্তির কারণে নামায ত্যাগ করে, সে হাশরের মাঠে উপস্থিত হবে কারুনের সাথে। যদি কেউ রাজ্যের কারণে নামায ত্যাগ করে সে হবে হামানের [ফেরাউনের মন্ত্রী, যে রাজ্যের দালান তৈরির দায়িত্বে নিয়োজিত ছিল] সাথে। আর ব্যবসা বাণিজ্যের কারণে যদি কেউ নামায ত্যাগ করে সে হবে ওবায়ে ইবনে খালাফের সাথে।' (ফিক্হ আস-সুন্নাহ, আস-সাইয়েদ সাবিক, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা নম্বর ৭৭)*। অর্থাৎ ইচ্ছাকৃতভাবে যে নামায আদায় করে না, শেষ বিচার দিনে হাশরের মাঠে সে উপস্থিত হবে অবিশ্বাসী নেতাদের সাথে। নিয়মিতভাবে সময় মতো নামায আদায় না করা অথবা ইচ্ছাকৃতভাবে নানা অজুহাতে নামায ছেড়ে দেয়া হচ্ছে মুসলিমদের জন্য গর্হিত পাপ। কারণ হাশরের মাঠে মুসলিমদের বিচার সর্বপ্রথম নামায দিয়েই আল্লাহ্ তা'আলা শুরু করবেন। এ সম্পর্কে রাসূল (সা.) বলেছেন : *শেষ বিচারের দিনে নামাযই হলো সর্বপ্রথম ইবাদত যার হিসাব হবে। তাই যদি নামায আদায়ে কোন ঘাটতি না থাকে বা ঠিক থাকে তাহলে অন্যান্য কর্মও ঠিক থাকবে এবং ইহাতে যদি ঘাটতি থাকে বা পালন না করা হয়, তাহলে অন্যান্য কর্মেও গলদ থাকবে" (আত-তবারী)*। নামায হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার কাছে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করার সর্বোত্তম পন্থা। নামায আদায়ের মাধ্যমে আব্দ স্বীকৃতি ও সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া আর কোন উপাস্য নাই এবং তারই উপর আব্দরা সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল। কারণ আব্দরা বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ্ তা'আলা পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ, চিরন্তন, তার কাছে আত্মসমর্পণ করা ছাড়া অনন্তকাল আখেরাতের প্রশান্তি লাভ করা যাবে না। তাই বলাবাহুল্য, নামাযের প্রতিষ্ঠান হচ্ছে মানব সন্তানের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার সুস্পষ্ট নিদর্শন এবং নামাযের মাধ্যমেই বান্দার প্রকৃত পরিচয় প্রতিষ্ঠিত হয়।

ব্ল্যাক হোল (কৃষ্ণ বিবর)

যা হোক, এখন আলোচ্য বিষয়বস্তুতে ফিরে আসা যাক। দি বিগ ব্যাং তত্ত্ব অনুযায়ী সম্প্রসারণের বিপরীতে বিজ্ঞানীরা মহাশূন্যের আরেকটা পরিস্থিতির উপস্থিতির [*সংকোচন, contraction*] প্রস্তাব দিয়েছেন, যাকে বিজ্ঞানীরা বলেন ব্ল্যাক হোল [*কৃষ্ণ বিবর*]। ব্ল্যাক হোল হচ্ছে মহাশূন্যে উপস্থিত Celestial [স্বর্গীয়] বস্তু, যার মাধ্যাকর্ষণ শক্তি [Gravitional Energy] এত তীব্র যে, কোন কিছুই তার গ্রাস থেকে মুক্তি পায় না। এমনকি তীব্রগতিসম্পন্ন আলো পর্যন্ত এই ব্ল্যাক হোলের মাধ্যাকর্ষণ শক্তির গ্রাস থেকে রেহায় পায় না। ইংরেজীতে ব্ল্যাক হোলের

www.pathagar.com

সংজ্ঞা হলো : Black hole in astronomy, Celestial object of such extremely intense gravity that it attracts everything near it and in some instances prevents everything, including light from escaping." বিজ্ঞানীদের মতে ব্ল্যাক হোল সৃষ্টি হয় প্রথমে মৃত নক্ষত্ররাজি থেকে, যখন নক্ষত্র তার steady source of nuclear energy হারিয়ে ফেলে। এমতাবস্থায় উল্লিখিত নক্ষত্র সম্প্রসারিত শক্তি আর তৈরি করতে পারে না তাই মাধ্যাকর্ষণ শক্তির অস্তিত্ব তার মধ্যে আর থাকে না। মৃত নক্ষত্রের সম্প্রসারণ শক্তি যখন সংকোচন শক্তিতে পরিণত হয় তখন সংকোচন এত বেশী তীব্র গতিতে হয় যে, তার নিকটবর্তী সব কিছুই এই সংকোচনে আক্রান্ত হয়। বাংলাদেশীরা ঘূর্ণিঝড় সম্পর্কে অভিজ্ঞ, ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টি হয় নিম্নচাপের কারণে ঊর্ধ্বচাপ এলাকা থেকে বাতাস ও বৃষ্টি তীব্র গতিতে নিম্নচাপ এলাকার দিকে প্রবাহিত হয়, তাই ঘূর্ণিঝড়ের তীব্রতা নির্ভর করে নিম্নচাপের ও তাপমাত্রার পরিমাণের উপর। অনুরূপভাবে মৃত নক্ষত্রের আকার ও মহাকর্ষণ সম্প্রসারণ শক্তির উপর নির্ভর করে সংকোচন বা ব্ল্যাক হোলের শক্তি। আল-কুরআনে মৃত বা অস্তমিত নক্ষত্রের ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা উল্লেখ করে আল-কুরআন সম্পর্কে শপথ করে বলেছেন যে, আল-কুরআন হচ্ছে মর্যাদাপূর্ণ বিবরণ, আল্লাহ্ তা'আলার পবিত্র বাণী, যা সযত্নে সংরক্ষিত আছে আল-লাওহে আল-মাহফুযে। তাই অস্তমিত নক্ষত্রের মতোই আল-কুরআনকে নিয়ে তোমরা যেভাবে চিন্তা করছ, সেটা ঠিক নয়। আল-কুরআন কোন মানুষের, যাদুকরের, জিনের কথা নয় বরং মহামহিমান্বিত, প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্ তা'আলার পবিত্র বাণী। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন :

• فَلَآ أُقْسِمُ بِمَوَٰقِعِ ٱلنُّجُومِ ﴿٧٥﴾ وَإِنَّهُۥ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ ﴿٧٦﴾ إِنَّهُۥ لَقُرْءَانٌ كَرِيمٌ ﴿٧٧﴾

فِى كِتَـٰبٍ مَّكْنُونٍ ﴿٧٨﴾ لَّا يَمَسُّهُۥٓ إِلَّا ٱلْمُطَهَّرُونَ ﴿٧٩﴾

"অতএব, আমি তারকারাজির অস্তাচলের শপথ করছি, নিশ্চয় এটা এক মহাশপথ- যদি তোমরা জানতে। নিশ্চয় এটা সম্মানিত কুরআন, যা আছে এক গোপন কিতাবে [*আল-লাওহে আল-মাহফুয*], যারা পাক-পবিত্র, তারা [*ফিরিশতা এবং মুসলিমরা পাক শরীরে ওযূ ছাড়া*] ব্যতীত অন্য কেউ একে স্পর্শ করবে না।" *(৫৬-ওয়াক্বিয়া : ৭৫-৭৯)*

তাই বলা যায়, মহাশূন্যে যে মৃত নক্ষত্রের সৃষ্টি হচ্ছে তাতেও কোন সন্দেহ নাই। বৈজ্ঞানিকভাবে আবিষ্কৃত ব্ল্যাক হোলের অস্তিত্ব এই আয়াতের পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় সত্য, আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন। ব্ল্যাক হোল বা কৃষ্ণ বিবরের আবিষ্কার হয়েছে গত শতাব্দীতে, তাই পূর্ববর্তী যুগের স্কলাররা উল্লিখিত আয়াতের ব্যাখ্যায় শুধুমাত্র অস্তমিত নক্ষত্রের কথা উল্লেখ করেছেন। তবে

www.pathagar.com

বর্তমানে অনেক স্কলার এই আয়াতকে আরও ব্যাপক করে কৃষ্ণ বিবরকে তারা ব্যাখ্যায় সংযোগ করেছেন। আল-কুরআন এমন এক কিতাব, তার পবিত্র আয়াতের অর্থ বহুবিধ হতে পারে। যা হোক, মাধ্যাকর্ষণ শক্তি অত্যন্ত জরুরি বস্তু, যার সাহায্যে মহাশূন্যের সমস্ত গ্রহ উপগ্রহ এবং নক্ষত্রপুঞ্জ পরস্পরের সহিত এক অদৃশ্য বন্ধনে আবদ্ধ। যে শক্তির সাহায্যে তারা একটা নির্দিষ্ট কক্ষপথে একটা নির্ধারিত দূরত্বে সন্তরণ পরিভ্রমণ করছে অর্থাৎ তারা সকলেই ভারসাম্য রক্ষা করে চলছে। মহাশূন্যের নক্ষত্ররাজি ও গ্রহ-উপগ্রহের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত ভারসাম্যতার সম্পর্কে আল-কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

وَٱلسَّمَآءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ ٱلْمِيزَانَ ۝٧

"তিনি আকাশকে করেছেন সমুন্নত এবং স্থাপন করেছেন তুলাদণ্ড [*মাধ্যাকর্ষণ শক্তির সাহায্যে ভারসাম্য*]।" *(৫৫-রহমান : ৭)*

অর্থাৎ নক্ষত্ররাজির মধ্যে যে অদৃশ্য মাধ্যাকর্ষণ শক্তি কাজ করছে সেটা হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার আদেশ, ইতোপূর্বে এ সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। তবে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা কোন সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দিতে পারেননি তবুও সহজভাবে বুঝানোর জন্য একটা ব্যবহারিক উদাহরণ দেয়া হল। *"একটা রশির একপ্রান্তে যখন ভারী একটা বস্তু বেঁধে অন্যপ্রান্ত ধরে ঘুরানো হয়, তখন ভারী বস্তুটা হাত থেকে ছুটে দূরে যেতে চায়, কিন্তু রশি দিয়ে বাঁধা অবস্থায় হাতের শক্তিকে ভেদ করে ছুটে যেতে পারে না। হাতের শক্তি রশির মাধ্যমে ভারী বস্তুটাকে ধরে রাখে এবং ভাসমান অবস্থায় হাতের উপর ভর দিয়ে একটা নির্দিষ্ট দূরত্বে ঘূর্ণায়মান অবস্থায় থাকে। হাতের শক্তি, রশির মাধ্যমে বস্তুটাকে ধরে রাখায় মাধ্যাকর্ষণ শক্তির মতো কাজ করে।"*

ইতোপূর্বে আলোচনায় পারমাণবিক শক্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তাই এই ব্যাপারে সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করার প্রয়োজন আছে, কারণ পারমাণবিক শক্তি সম্পর্কে অধিকাংশ মানুষের পরিষ্কার কোন জ্ঞান নাই। মহাশূন্যে অবস্থিত সব তারকা সূর্যের মতোই পারমাণবিক প্রতিক্রিয়ার [Nuclear reaction] মাধ্যমে শক্তি ও আলোর সৃষ্টি করে। নক্ষত্রের মধ্যে সূর্য হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে নিকটবর্তী তারকা। বিজ্ঞানীরা বলেন, সূর্য যে আলো ও তাপ সৃষ্টি করছে সেটা পারমাণবিক প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমেই সৃষ্টি হয়। সূর্যের পুরোটাই হাইড্রোজেন পরমাণু দিয়ে ভর্তি। হাইড্রোজেন পরমাণু নিজের মধ্যে পারমাণবিক সংমিশ্রণ [Nuclear Fusion] প্রতিক্রিয়ায় হিলিয়াম গ্যাস তৈরি করে। এই পদ্ধতিতে হাইড্রোজেনের চারটা পরমাণু সংমিশ্রণ হয়ে একটা হিলিয়াম পরমাণু তৈরি করার সময় কিছুটা ভর

ধ্বংস হয়ে শক্তিতে পরিণত হয়। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায় "The helium nucleus contains two protons [p^+] and two neutrons [n]. The mass of these four particles is 4.0320 amu*. Whereas, the actual mass of helium nucleus is only 4.0015 amu. The missing mass amounts to 0.0305 amu. এই পদ্ধতিকে "Thermonuclear reaction" বলা হয়, কারণ এই ধরনের প্রতিক্রিয়া শুরু করতে দু'টো পরমাণুর কেন্দ্রের একই ধরনের ধনাত্মক [*পজেটিভ চার্য*] চার্যের যে বিকর্ষণ শক্তি আছে, তাকে অতিক্রম করে সংমিশ্রণের জন্য দরকার হয় মিলিয়নস ডিগ্রি অব তাপমাত্রা। তাই নিয়ন্ত্রণাধীনে হাইড্রোজেন সংমিশ্রণের মাধ্যমে পারমাণবিক শক্তি-সৃষ্টির কোন শক্তি উৎপাদন কারখানা আজও সৃষ্টি হয়নি। তবে অনিয়ন্ত্রিত পারমাণবিক বোমা [*হাইড্রোজন বোমা*] ইতোমধ্যে আমেরিকানরা সৃষ্টি করেছে। সূর্যের এবং অন্যান্য নক্ষত্রের পারমাণবিক সংমিশ্রণের প্রতিক্রিয়া শুরু করার জন্য কোথা থেকে এই বিপুল পরিমাণ তাপ সরবরাহ করা হয়েছে সে ব্যাপারে বিজ্ঞানীদের কোন ধারণা নাই। তবে মুসলমানদের বিশ্বাস যে, আল্লাহ তা'আলার আদেশেই এই প্রতিক্রিয়া শুরু হয়েছে, কারণ ইতোপূর্বে উল্লিখিত আল-কুরআনের বিভিন্ন আয়াত থেকে বুঝা যায় সৃষ্টির সবকিছুই একমাত্র মানব সন্তান ছাড়া বাকী সকলেই সর্বদাই আল্লাহ তা'আলার আদেশের গোলাম, তাই বলা যায় হাইড্রোজেন পরমাণু গোলাম হিসেবে আল্লাহ তা'আলার আদেশ মেনে চলছে। যা হোক সূর্যের মধ্যে উৎপাদিত শক্তিই আলো এবং তাপ হিসেবে পৃথিবীতে আসছে। বিজ্ঞানীরা হিসাব করে বের করেছেন যে, এক গ্রাম হাইড্রোজেনকে হিলিয়ামে পরিণত করলে যে পরিমাণ শক্তি পাওয়া যায়, একই পরিমাণ শক্তি উৎপাদনের জন্য প্রয়োজন হয় ২০ টন কয়লা। বিজ্ঞানী আইনষ্টাইনের দেয়া শক্তি ও ভরের সমীকরণ থেকে পারমাণবিক সংমিশ্রণে উৎপাদিত শক্তির পরিমাণ নির্ণয় করা যায়। এই সমীকরণ হচ্ছে, $E = mc^2$, where E= Energy, m = mass; C = Velocity of light [= 10^{10} cm/sec = 186,000 miles/sec]; এই সমীকরণ অনুযায়ী হিসাব করলে এক গ্রাম হাইড্রোজেন থেকে হিলিয়ামে পরিণত করতে যে পরিমাণ শক্তি উৎপাদিত হয়, তার পরিমাণ হচ্ছে ২৮.৩০ মিলিয়ন ইলেকট্রন ভোল্টস, *(John Hill & Doris Kolb, Chemistry for Changing Time, 8th Edition, Chapter 4, Page # 99)*

বর্তমান বিজ্ঞানীদের মতে, সূর্যের মধ্যে ৭০ ভাগ হচ্ছে হাইড্রোজেন এবং ২৮ ভাগ হিলিয়াম এবং বাকী ২ ভাগ অন্যান্য ধাতু। আজ পর্যন্ত ইলিমেন্টেসের Periodic Table এ সর্বমোট ১০৯টা ইলিমেন্টস সংযোগ করা হয়েছে, তার মধ্যে ৯১টা হচ্ছে ভূপৃষ্ঠে প্রাকৃতিকভাবে পাওয়া। প্রাকৃতিকভাবে পাওয়া ইলিমেন্টসের ৭০টার অস্তিত্ব পাওয়া গেছে সূর্যের মধ্যে। সূর্য থেকে আগত আলোর বর্ণালির ধরন পর্যবেক্ষণ করে বিজ্ঞানীরা ৭০টা বিভিন্ন প্রাকৃতিক উপাদানের উপস্থিতি

www.pathagar.com

নির্ধারণ করেছেন। হিলিয়াম হচ্ছে নোবল প্রাকৃতিক গ্যাস, যার ফলে কোন রাসায়নিক প্রতিক্রিয়ায় সে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে না অর্থাৎ সে হচ্ছে নিষ্ক্রিয় (ইনার্ট)। এমনকি নিজে অন্যান্য গ্যাসের মতো অণুতে রূপান্তরিত না হয়ে পরমাণু হিসেবে সুস্থিত (ষ্টেইবল)। আশ্চর্য ব্যাপার হচ্ছে, ভূপৃষ্ঠে হিলিয়ামের উপস্থিতি আবিষ্কারের পূর্বে বিজ্ঞানীরা সূর্যের মধ্যে হিলিয়ামের অস্তিত্ব শনাক্ত করেছেন এজন্যই এই গ্যাসের নামকরণ হয়েছে গ্রিক শব্দ হিলিয়াম দিয়ে, যার অর্থ সূর্য, [*World Book Encyclopedia, Vol. 18, Page # 974-981*]। পারমাণবিক প্রতিক্রিয়ায় সূর্য প্রতি সেকেণ্ডে ৩৮৬ বিলিয়নস মেগাওয়াটস শক্তি উৎপাদন করছে। এজন্য প্রতি সেকেণ্ডে ৭০০,০০০,০০০ টনস হাইড্রোজেন রূপান্তরিত হয়ে প্রায় ৬৯৫,০০০,০০০ টনস হিলিয়াম তৈরি হচ্ছে, তাতে ৫,০০০,০০০ টনস শক্তি গামা-রশ্মি হিসেবে মহাশূন্যে বিচ্ছুরণ হচ্ছে। এই হিসাব অনুসারে Cosmologist বলেন, সূর্যে যে পরিমাণ হাইড্রোজেন গ্যাস জমা আছে তাতে সূর্য আরও পাঁচ বিলিয়ন বৎসর ধরে আলো এবং তাপ সৃষ্টি করতে সক্ষম অর্থাৎ বিজ্ঞানীরা স্বীকার করছেন একসময় সৌরজগৎ ধ্বংস হয়ে যাবে, পবিত্র আল-কুরআনে এটাকেই কিয়ামতের প্রলয় বলা হয়েছে। তবে কিয়ামতের সময় সীমা আল্লাহ তা'আলা ছাড়া আর কেউ জানেন না, এ সম্পর্কে আল-কুরআনে বহু আয়াত আছে, যেমন :

يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَىٰهَا ۖ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّى ۖ لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَآ إِلَّا هُوَ ۚ ثَقُلَتْ فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ

لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً ۗ يَسْـَٔلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِىٌّ عَنْهَا ۖ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ ٱللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝

"তোমাকে জিজ্ঞেস করে, কিয়ামত কখন অনুষ্ঠিত হবে? বল, এ খবর তো আমার প্রতিপালকের কাছেই রয়েছে। তিনিই তা অনাবৃত করে দেখাবেন নির্ধারিত সময়ে। আসমান ও জমিনের জন্য সেটি অতি কঠিন বিষয়। যখন তা তোমাদের উপর আসবে অজান্তেই এসে যাবে। তোমাকে জিজ্ঞেস করতে থাকে, যেন তুমি তার খবর সম্পর্কে অবগত আছ। বলে দাও, এর সংবাদ বিশেষ করে আল্লাহর নিকটই আছে। কিন্তু অধিকাংশ লোকই ইহা উপলব্ধি করে না।" *(৭-আরাফ: ১৮৭)*

এ সম্পর্কে রাসূল (সা.) *বলেছেন : "অদৃশ্যের চাবি হচ্ছে পাঁচটি।" অতঃপর তিনি তিলাওয়াত করলেন : নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছেই কিয়ামতের জ্ঞান রয়েছে। তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং গর্ভাশয়ে যা থাকে, তিনি তা জানেন। কেউ জানে না আগামীকল্য সে কি উপার্জন করবে এবং কেউ জানে না কোন দেশে সে মৃত্যুবরণ করবে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সর্ববিষয়ে সম্যক জ্ঞাত"। (৩১/৩৪)।" (সহীহ আল-বুখারী, খণ্ড ৪, হাদীস নম্বর ৪৪১৪)*

যা হোক, গামা-রশ্মি সূর্যের অন্তর্স্থল থেকে ভ্রমণ করে সূর্যের বহির স্তরে পৌঁছা

পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ে absorbed and reemit করে নিম্ন শক্তিসম্পন্ন আলোতে পরিণত হয়, যাকে বলা হয় Visible light *[দৃশ্যমান আলো]* গামা-রশ্মি, রঞ্জনরশ্মির সদৃশ তবে রঞ্জনরশ্মির তুলনায় আরও বেশী শক্তিশালী। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ্য, রঞ্জনরশ্মির গতিকে সামান্য সীসার পাতলা স্তর দিয়ে থামিয়ে দেয়া যায়, কিন্তু গামা-রশ্মির গতিরোধ করতে গেলে দরকার হয় ২-৩ ফুট প্রস্থ সীসার স্তর অথবা concrete wall। আলো ও তাপ ছাড়াও সূর্য থেকে low density charged particle (mostly electrons and protons) বের হয়, যাকে বলা হয় সৌরঝড় (solar wind)। সূর্যের কেন্দ্রবিন্দুর ব্যাসার্ধের প্রায় ২৫% সূর্যের অন্তর্স্থল, এই অন্তর্স্থলের অবস্থা হচ্ছে অত্যন্ত চরম, যার তাপমাত্রা হচ্ছে ১৫.৬ মিলিয়ন সেন্টিগ্রেড এবং তার চাপ (প্রেসার) হচ্ছে ২৬০ মিলিয়ন অ্যাটমাসফিয়ার। ভূপৃষ্ঠের বায়ুর চাপ হচ্ছে এক অ্যাটমাসফিয়ার যাকে ৭৬০ মি:মি: মারকারি দিয়ে প্রকাশ করা হয়। পৃথিবীর মানুষ এবং জীবজন্তু, গাছপালা ও অন্যান্য বস্তুর জন্য আলো এবং নিয়ন্ত্রিত তাপ সরবরাহের এক বিস্ময়কর ব্যবস্থা আল্লাহ্ তা'আলা করেছেন। এটা চিন্তাশীল মানুষের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার একটা অন্যতম নিদর্শন। আল্লাহ্ তা'আলার আদেশের গোলাম হয়ে সূর্য পৃথিবীকে পর্যাপ্ত পরিমাণে আলো ও তাপ দিয়ে যাচ্ছে। তাই মানুষ এবং পৃথিবীর সকল বস্তু বিনা পরিশ্রমে, অর্থ ব্যয়ে নিয়মিতভাবে সূর্যের আলো থেকে উপকৃত হচ্ছেন। সূর্যের তাপ ও আলো ছাড়া পৃথিবীতে কোন কিছুরই অস্তিত্ব থাকবে না। দক্ষিণ মেরুতে সূর্যের আলো খুব বেশী ক্ষণ থাকে না তাই সারা বৎসর তাপমাত্রা কম থাকাতে বরফ দিয়ে ঢাকা থাকে। যার ফলে এই মেরুতে কোন গাছপালার অস্তিত্ব নাই, মানুষ সেখানে বসবাস করতে পারে না একমাত্র পুলার ভাল্লুক ছাড়া। সূর্য থেকে পৃথিবীকে আল্লাহ্ তা'আলা এমন একটা দূরত্বে এবং পরিস্থিতিতে প্রতিষ্ঠিত করেছেন যাতে ভূপৃষ্ঠের অধিকাংশ অংশে আলো ও তাপমাত্রা ভারসাম্য অবস্থায় বিতরণ হতে পারে। আল্লাহ্ তা'আলার এই সীমাহীন অনুগ্রহ ও দয়া সম্পর্কে অধিকাংশ মানব সন্তান গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করে না। এ জন্যই আল্লাহ্ তা'আলার মহিমা ও শক্তি সম্পর্কে জানার জন্য এই সমস্ত নিদর্শন নিয়ে চিন্তা-ভাবনা কারার জন্য মানব সন্তানকে আল্লাহ্ তা'আলা আদেশ দিয়েছেন।

সূর্য, সৌরজগতে সবচেয়ে শক্তিশালী নক্ষত্র, তাই তার Magnetic field অত্যন্ত শক্তিশালী যাকে বলা হয় Magnetosphere। পারমাণবিক প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমেই এই ম্যাগনেটোস্ফিয়ার সৃষ্টি হয়, এই ম্যাগনেটোস্ফিয়ারই হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে মহাকর্ষণ শক্তি, যার সাহায্যে সূর্য সৌরজগতের সব গ্রহকে একটা নির্দিষ্ট দূরত্বে রেখেছে। সৌরজগতের গ্রহগুলো হচ্ছে Earth, Mercury, Venus, Mars,

www.pathagar.com

Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune and Pluto, যারা সূর্যের মহাকর্ষণ শক্তির সাহায্যে নির্দিষ্ট দূরত্বে সূর্যের চারিদিকে ঘূর্ণায়মান অবস্থায় আছে। আল্লাহ তা'আলার আদেশে সূর্যের পারমাণবিক প্রতিক্রিয়া যখন বন্ধ হয়ে যাবে তখন সূর্য তাপ আর আলো কোন কিছুই উৎপাদন করতে পারবে না, অর্থাৎ সূর্যের আলো যখন নিভে যাবে মহাকর্ষণ শক্তিও তখন হারিয়ে যাবে, সূর্য হয়ে যাবে অন্যান্য মৃত নক্ষত্রের মতো ব্ল্যাক হোল। যার বিপরীত মাধ্যাকর্ষণ শক্তির টানে পৃথিবীসহ সৌরজগতের সব গ্রহ এক সঙ্গে গুটিয়ে যাবে অর্থাৎ সৌরজগৎ ধ্বংস হবে। সৌরজগতে সূর্য সবচেয়ে বড় নক্ষত্র হওয়ায় তার ভরও সৌরজগতের প্রায় ৯৯.৮% ভর। যার জন্য সূর্যের সংকোচন শক্তি অথবা বিপরীত মাধ্যাকর্ষণ শক্তি হবে অন্যান্য গ্রহের তুলনায় অকল্পনীয়ভাবে বেশি। তাই সৌরজগতের কোন গ্রহই সম্প্রসারণের বিপরীত সংকোচন শক্তি থেকে মুক্তি পাবে না অর্থাৎ কিয়ামতের দিন সূর্যের আলো নির্বাণ হয়ে নিস্তেজ হবে তাতে সব গ্রহ ঝরে পড়বে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

فَإِذَا ٱلنُّجُومُ طُمِسَتْ ۝٨

"অতঃপর যখন নক্ষত্রসমূহ নির্বাপিত হবে।" *(৭৭-মুরসালাত : ৮)*

وَخَسَفَ ٱلْقَمَرُ ۝٨

"চন্দ্র জ্যোতিহীন হয়ে যাবে [*সূর্যের কোন আলো থাকবে না*] এবং সূর্য ও চন্দ্রকে একত্রিত করা হবে [*পৃথিবীর উপগ্রহ চন্দ্র পৃথিবীসহ সূর্যের মধ্যে মিশে যাবে*]।" *(৭৫-কিয়ামা : ৮)*

إِذَا ٱلشَّمْسُ كُوِّرَتْ ۝١ وَإِذَا ٱلنُّجُومُ ٱنكَدَرَتْ ۝٢

"যখন সূর্য আলোহীন হয়ে যাবে, যখন নক্ষত্র মলিন হয়ে যাবে।" *(৮১-তাকভীর : ১, ২)*

وَإِذَا ٱلْكَوَاكِبُ ٱنتَثَرَتْ ۝٢

"যখন নক্ষত্রসমূহ ঝরে পড়বে।" *(৮২-ইনফিতার : ২)*

এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন সূর্যের মধ্যে ব্ল্যাক হোল হবে কিনা। তবে উল্লিখিত আয়াত থেকে বুঝা যায়, কিয়ামতের দিন সূর্য নিজস্ব আলো হারিয়ে ফেলবে এবং কখন এই মহাপ্রলয় ঘটবে তা আল্লাহ তা'আলা ছাড়া আর কেউ জানেন না। এই আয়াতের আলোকে বিচার করলে বলা যায় বিজ্ঞানীদের দেয়া ব্ল্যাক হোল তত্ত্বের যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। তবে একথা সত্য যে, ব্ল্যাক হোল কত দিন আগে সৃষ্টি হয়েছে এবং কি পরিমাণে আছে তা একমাত্র আল্লাহ তা'আলা ছাড়া আর কেউ জানেন না। আল-কুরআন যখন নাযিল হয় তখন বিগ ব্যাং তত্ত্ব

www.pathagar.com

ও মহাশূন্যে সম্পর্কে মানব সন্তানের কোন ধারণা ছিল না। আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহে বিজ্ঞানীদের অক্লান্ত পরিশ্রমে মহাশূন্য সম্বন্ধে মানব সন্তান আজ অনেক কিছু জানতে পেরেছেন এবং পর্যায়ক্রমে মানব সন্তানের জ্ঞান মহাশূন্য ও আরও অনেক অদৃশ্য বস্তু সম্পর্কে বৃদ্ধি পাচ্ছে। যার ফলে আল্লাহ তা'আলার নিখুঁত এবং ভারসাম্য সৃষ্টির অনেক অদৃশ্য নিদর্শন মানুষের কাছে আরও পরিষ্কার হচ্ছে। মানব সন্তানকে আল্লাহ তা'আলা বিজ্ঞানের জ্ঞান দিয়ে সমৃদ্ধ করেছেন যাতে গবেষণার মাধ্যমে এই সমস্ত নিদর্শন দেখার সুযোগ পায়, তাই নিঃসন্দেহে বলা যায়, মানব সন্তান হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টির কেন্দ্রবিন্দু আর সৃষ্টির বাকী সবকিছু হলো মানুষের সেবায় নিয়োজিত। আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্বের নিদর্শন মহাশূন্যের নিখুঁত ও ভারসাম্য সৃষ্টির মধ্যে অন্তর্নিহিত আছে। আল্লাহ তা'আলা নিখুঁত ত্রুটিহীন তাই মহাশূন্যের সৃষ্টিও নিখুঁত ও ত্রুটিহীন। এই নিখুঁত সৃষ্টি ও তার নিয়ন্ত্রণ পরাক্রমশালী আল্লাহ তা'আলা ছাড়া আর কেউ করতে পারবে না। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে যা কিছু আছে সকলেই আল্লাহ তা'আলার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণায় সর্বদা ব্যস্ত আছে। এ সত্য প্রসঙ্গে বহু সূরার শুরুতে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَٰوَٰتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝ لَهُ مُلْكُ السَّمَٰوَٰتِ وَالْأَرْضِ ۖ يُحْيِي وَيُمِيتُ ۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ ۖ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝

"নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, সবাই আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করে। তিনি শক্তিধর; প্রজ্ঞাময়। নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের রাজত্ব তারই। তিনি জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান। তিনি সবকিছু করতে সক্ষম। তিনিই প্রথম, তিনিই সর্বশেষ, তিনিই প্রকাশমান ও অপ্রকাশমান এবং তিনি সর্ববিষয়ে সম্যক পরিজ্ঞাত।" *(৫৭-হাদীদ : ১-৩)*

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۖ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝

"নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, সবই আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করে। তিনি পরাক্রমশালী মহাজ্ঞানী।" *(৫৯-হাশর : ১-৩)*

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۖ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝

"নভোমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, সবই আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করে। তিনি পরাক্রান্ত প্রজ্ঞাময়।" *(৬১-ছফ : ১)*

উপরোল্লিখিত আয়াতে উদ্ধৃত তসবীহ "সাব্বাহা বা সুবহানাল্লাহ" বলতে বুঝায় : আল্লাহ তা'আলা সবরকম ত্রুটি থেকে মুক্ত, কোন কিছুর সাথে তার তুলনা হয় না, তার আগে কেউ ছিল না, পরেও কেউ থাকবে না, তিনি ছাড়া অন্য কোন

www.pathagar.com

সৃষ্টিকর্তা, প্রতিপালক, নিয়ন্ত্রণকর্তা নাই, তাকে কেউ জন্ম দেয়নি, তিনি কাউকে জন্ম দেননি তবে তিনি সবকিছু সৃষ্টি করেছেন, তার কোন শরীক বা সমকক্ষ কেউ নাই। এগুলো দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে ঘোষণা করাই হচ্ছে তার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করা। এগুলো উল্লেখ করে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِى لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَٰلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَٰدَةِ هُوَ ٱلرَّحْمَٰنُ ٱلرَّحِيمُ ﴿٢٢﴾

هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِى لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلْمَلِكُ ٱلْقُدُّوسُ ٱلسَّلَٰمُ ٱلْمُؤْمِنُ ٱلْمُهَيْمِنُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْجَبَّارُ ٱلْمُتَكَبِّرُ سُبْحَٰنَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٢٣﴾

هُوَ ٱللَّهُ ٱلْخَٰلِقُ ٱلْبَارِئُ ٱلْمُصَوِّرُ لَهُ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ يُسَبِّحُ لَهُۥ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿٢٤﴾

"তিনিই আল্লাহ তা'আলা, তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নাই; তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্যকে জানেন। তিনি পরম দয়ালু, অসীম দাতা। তিনিই আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নাই। তিনিই একমাত্র মালিক, পবিত্র, শান্তি ও নিরাপত্তাদাতা, আশ্রয়দাতা, পরাক্রান্ত, প্রতাপান্বিত, মাহাত্ম্যশীল। তারা যাকে অংশীদার করে আল্লাহ তা'আলা তা থেকে পবিত্র। তিনিই আল্লাহ তা'আলা, স্রষ্টা, উদ্ভাবক, রূপদাতা, উত্তম নামসমূহ তারই। নভোমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, সবই তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করে। তিনি পরাক্রান্ত প্রজ্ঞাময়।" *(৫৯-হাশর : ২২-২৪)*

আর তাহ্মীদ বা হাম্‌দ হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ, রহমত, দয়া, সৃষ্টির প্রতি দরদের প্রশংসা করা। তাই কোন ব্যাপারে অনুগ্রহ প্রাপ্ত হলে সাথে সাথেই আল্‌হামদু লিল্লাহ বলে প্রশংসা করে শুকরিয়া আদায় করতে হয়। এ ব্যাপারে উল্লেখ্য যে, আল-কুরআন হচ্ছে মানবজাতির জন্য আল্লাহ তা'আলার সব অনুগ্রহের মধ্যে সর্বোত্তম সর্বশ্রেষ্ঠ অনুগ্রহ, যা প্রতিমুহূর্তে সর্বপরিস্থিতিতে মানব সন্তানকে হেদায়েতের সহজ সরল রাস্তা প্রদর্শন করে, সত্য-মিথ্যা যাচাইয়ের সুযোগ দিচ্ছে। তাই আল-কুরআন নাযিল করার, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টির এবং দিন রাত্রির পরিবর্তনের জন্য সব প্রশংসা পাওয়ার মালিক মহামহিমান্বিত আল্লাহ তা'আলা। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِىٓ أَنزَلَ عَلَىٰ عَبْدِهِ ٱلْكِتَٰبَ وَلَمْ يَجْعَل لَّهُۥ عِوَجَا ﴿١﴾

"সব প্রশংসা আল্লাহর যিনি নিজের বান্দার প্রতি এ গ্রন্থ নাযিল করেছেন এবং তাতে কোন বক্রতা রাখেননি।" *(১৮-কাহ্ফ : ১)*

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ ٱلظُّلُمَٰتِ وَٱلنُّورَ ثُمَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ﴿١﴾

"সর্ববিধ প্রশংসা আল্লাহরই জন্য যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন এবং অন্ধকার ও আলোর উদ্ভব করেছেন। তথাপি কাফেররা স্বীয় পালনকর্তার সাথে অন্যান্যকে সমতুল্য স্থির করে।" *(৬-আন'আম : ১)*

www.pathagar.com

অনুরূপভাবে পরকালে পরহেযগার ব্যক্তির জন্য চিরপ্রশান্তির বেহেশত হবে আল্লাহ তা'আলার দয়া ও অনুগ্রহের দান হিসেবে তাই বেহেশতবাসীরা সর্বদাই আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা করবেন। নবী-রাসূলরা এবং অন্যান্য আদম সন্তানরা আল্লাহ তা'আলার সীমাহীন অনুগ্রহে বেহেশতবাসী হয়ে শেষ বিচারে সফলতা অর্জন করায় তারা সবকলেই কৃতজ্ঞ বান্দা হিসেবে আল্লাহ তা'আলার হাম্দ করবে। এ প্রসঙ্গে আল-কুরআনে বহু আয়াত আছে, তবে আলোচনা সংক্ষিপ্ত রাখার জন্য কিছু আয়াত এখানে উল্লেখ করা হলো :

وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ ۖ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ

لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ ۖ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ ۖ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٤٣﴾

"তাদের অন্তরে যা দুঃখ ছিল, আমি তা বের করে দেব। তাদের তলদেশ দিয়ে নির্ঝরিণী প্রবাহিত হবে। তারা বলবে ঃ আল্লাহর শোকর, যিনি আমাদেরকে এ পর্যন্ত পৌঁছিয়েছেন। আমরা কখনও পথ পেতাম না, যদি আল্লাহ আমাদের পথ প্রদর্শন করতেন। আমাদের প্রতিপালকের রাসূল আমাদের কাছে সত্য কথা নিয়ে এসেছিলেন। আওয়ায আসিবে ঃ এটি জান্নাত! তোমরা এর উত্তরাধিকারী হলে তোমাদের কর্মের প্রতিদানে।" *(৭-আরাফ : ৪৩)*

وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ ۖ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ ﴿٧٤﴾

"তারা বলবে, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাদের প্রতি তার ওয়াদা পূর্ণ করেছেন এবং আমাদেরকে এ ভূমির উত্তরাধিকারী করেছেন। আমরা জান্নাতের যেখানে ইচ্ছা বসবাস করব। মেহনতকারীদের পুরস্কার কতই চমৎকার।" *(৩৯-যুমার : ৭৪)*

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ ۚ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ ﴿٣٩﴾

"সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই, যিনি আমাকে [*ইব্রাহীম (আ.)*] এই বার্ধক্যে ইসমাঈল ও ইস্হাক দান করেছেন নিশ্চয় আমার পালনকর্তা দোয়া শ্রবণ করেন।" *(১৪-ইব্রাহীম : ৩৯)*

فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٢٨﴾

"যখন তুমি [*নূহ (আ.)*] ও তোমার সঙ্গীরা নৌকায় আরোহণ করবে, তখন বল : আল্লাহর শোকর, যিনি আমাদেরকে যালিম সম্প্রদায়ের কবল থেকে উদ্ধার করেছেন।" *(২৩-মু'মিনুন : ২৮)*

www.pathagar.com

وَهُوَ ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ لَهُ ٱلْحَمْدُ فِى ٱلْأُولَىٰ وَٱلْءَاخِرَةِ ۖ وَلَهُ ٱلْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۝

"তিনিই আল্লাহ! তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নাই। ইহকাল ও পরকালে তারই প্রশংসা। বিধান তারই ক্ষমতাধীন এবং তোমরা তারই কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে।" *(২৮-কাসাস : ৭০)*

আল-কুরআনে বর্ণিত পরকাল সম্পর্কে এই সকল অদৃশ্য সংবাদ অনুগ্রহপূর্বক আল্লাহ তা'আলা মানব জাতিকে অবহিত করেছেন যাতে তারা পরকালের সফলতা অর্জনে অনুপ্রাণিত হয়। অনুরূপভাবে আল-কুরআনে বর্ণিত সকল নিদর্শনের মতোই আল-কুরআন হচ্ছে মানব সন্তানের জন্য আল্লাহ তা'আলার সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন। যাহোক আল-কুরআন এবং আল-কুরআনে সৃষ্টির সম্পর্কে উল্লিখিত নিদর্শন কি আল্লাহ তা'আলার প্রকৃত পরিচয় নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করতে মানব সন্তানকে উদ্বুদ্ধ করে না? যারা ধীশক্তিসম্পন্ন চিন্তাশীল, জ্ঞানী ও বুদ্ধিবৃত্তিমূলক ব্যক্তি, তারা অবশ্যই আল্লাহ তা'আলার নিদর্শনের মাধ্যমে জ্ঞান অর্জন করে আবদ্ধ হয়ে আল্লাহ তা'আলার কাছে আত্মসমর্পণ করতে দ্বিধাসংকোচ করবে না। প্রকৃতপক্ষে এটাই হচ্ছে মানব সন্তানের সহজাত প্রকৃতি [*আল-ফিত্‌রাত*], যে প্রকৃতিতে মানব সন্তানকে আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি করেছেন, এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِى فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ ٱللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ

وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝

"তুমি একনিষ্ঠভাবে নিজেকে ধর্মের উপর [*আল্লাহ তা'আলার নাযিল করা বিধানের উপর*] প্রতিষ্ঠিত রাখ। এটাই আল্লাহর প্রকৃতি [*সর্বদাই আল্লাহ তা'আলার অনুগত থাকা*], যার উপর তিনি মানব সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর সৃষ্টির কোন পরিবর্তন নাই। এটাই সরল ধর্ম। কিন্তু, অধিকাংশ মানুষ জানে না।" *(৩০-রুম : ৩০)*

আল্লাহ তা'আলা ন্যায়বিচারক

আল্লাহ তা'আলার আসল পরিচয় সম্পর্কে আলোচনার আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, তিনি সার্বভৌমত্বের ও বিশ্বজাহানের অধিপতি, মালিক অথচ মানব সন্তানের প্রতিটা কর্মের ব্যাপারে তিনি ন্যায়বিচারক, সহনশীল ও ভালোবাসায় পরিপূর্ণ। মানব সন্তানরা যখন অন্যের উপর ক্ষমতাশালী ও আধিপত্যের মালিক হয়, তখন তারা ন্যায়বিচার ত্যাগ করে হয়ে যায় স্বৈরাচারী, নিষ্ঠুর এবং দুর্নীতিবাজ। তাদের ক্ষমতার প্রসার যত বেশী হয়, ততই নিষ্ঠুর, অন্যায়,

www.pathagar.com

অবিচারে তারা হয়ে যায় স্বৈরাচারী। তাদের মেজাজ খেয়াল খুশির উপর নির্ভর করে অধীনস্থ মানুষের ভাগ্য। রাজা-বাদশাহ, স্বৈরাচারী রাষ্ট্রপতি এবং নৈরাজ্যবাদীদের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। আল্লাহ তা'আলা ন্যায় বিচারক, ন্যায় বিচারে তিনি সবার উপরে, তাই মানব সন্তানদের ন্যায় বিচার ও ন্যায়নীতিসম্পন্ন শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আদেশ দিয়েছেন, ন্যায় শাসন ও ন্যায় বিচারের মানদণ্ড হিসেবে আল-কুরআন নাযিল করেছেন এবং রাসূলের মাধ্যমে ন্যায় বিচারের ব্যবহারিক উদাহরণ সৃষ্টি করেছেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ۖ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ

بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ ۚ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

"আমি আমার রাসূলগণকে সুস্পষ্ট নিদর্শনসহ প্রেরণ করেছি এবং তাদের সাথে অবতীর্ণ করেছি কিতাব ও ন্যায়নীতি, যাতে মানুষ ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করে। আর আমি নাযিল করেছি লৌহ, যাতে আছে প্রচণ্ড রণশক্তি এবং মানুষের বহুবিধ উপকার। এটা এজন্যে যে, আল্লাহ জেনে নিবেন কে না দেখে তাকে ও তাঁর রাসূলগণকে সাহায্য করে। আল্লাহ শক্তিধর, পরাক্রশালী।" *(৫৭-হাদীদ : ২৫)*

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

"আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ এবং আত্মীয়-স্বজনকে দান করার আদেশ দেন এবং তিনি অশ্লীলতা, অসঙ্গত কাজ এবং অবাধ্যতা করতে বারণ করেন। তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন-যাতে তোমরা স্মরণ রাখ।" *(১৬-নাহল : ৯০)*

অথচ মানব সন্তানরা ক্ষমতাশালী হয়ে অন্যদের উপর আধিপত্য পেয়ে ভুলে যায়, তাদের ক্ষমতাশালী হওয়ার যোগ্যতা হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার অপরিসীম অনুগ্রহের নিদর্শন। এই নিদর্শনের যথাযথ মর্যাদা রক্ষা করতে আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত পবিত্র বিধানের আলোকে ন্যায় বিচার ও ন্যায়নীতিসম্পন্ন শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব ক্ষমতাসীন ব্যক্তিদের উপর। কারণ সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব, প্রভুত্ব আল্লাহ তা'আলার, তাই মানব সমাজের শাসন ব্যবস্থা তার প্রতিষ্ঠিত দ্বীনের বিধান ব্যতিরেকে অন্য কারও আধিপত্যে রচিত বিধানের অধীনে হতে পারে না এবং ভারসাম্য ন্যায়নীতি ভিত্তিক শাসন ও জীবন ব্যবস্থা দিতে পারে না। আকাশমণ্ডলীতে অবস্থিত নক্ষত্রপুঞ্জের মধ্যে যে ভারসাম্য সেটা তারই আদেশে প্রতিষ্ঠিত ন্যায় বিধানের অধীনে তাই এর মধ্যে রয়েছে আল্লাহ তা'আলার সার্বভৌমত্বের, প্রভুত্বের, কর্তৃত্বের সুস্পষ্ট প্রমাণ ও নিদর্শন। আল্লাহ তা'আলা মানব সন্তানের মতো নারী অথবা পুরুষ নন, মানুষের মতো আল্লাহ তা'আলার

www.pathagar.com

নিজস্ব কোন জাত বা গোষ্ঠী নাই এবং লোভলালসা ও সব রকম ব্যক্তি স্বার্থের ঊর্ধ্বে তিনি। তাই মানুষের মতো কারও জন্য বিশেষভাবে পক্ষপাতিত্ব তার নাই, তবে তার অনুরক্ত, ভক্ত, আত্মত্যাগী এবং আত্মসমর্পণী বান্দাকে ইহকালে হেদায়েতের পথে অধিষ্ঠিত থাকতে সাহায্য করেন যাতে পরকালে সে আল্লাহ্ তা'আলার অশেষ রহমতে স্থান পেতে পারে। ইহকাল জীবনে ভালো-মন্দ সকল মানুষই আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহ প্রাপ্ত হয়ে থাকে, সকলের প্রার্থনাই তিনি কবুল করেন। আদম সন্তানের লোভলালসা, ব্যক্তি, গোষ্ঠী স্বার্থ এবং নিজ জাতির প্রতি বিশেষ টান থাকে, ফলে মানুষ স্বার্থবাদী হয়ে ব্যক্তি, গোষ্ঠীর স্বার্থে হয় স্বার্থান্ধ। নারী ও পুরুষ বিভক্ত হওয়ায় পুরুষ শাসিত সমাজে, আদম সন্তানরা বিপরীত লিঙ্গের প্রতি নানাভাবে অবিচার, শোষণ ও নির্যাতন করে থাকে। একদল অন্যদলের উপর প্রাধান্য বিস্তারে আধিপত্যের প্রত্যাশায় সর্বদাই সংগ্রাম করে। ক্ষমতাবানরা ক্ষমতা এবং শোষকরা শোষণ বৃদ্ধির কাজে সব সময় অগ্রণী। তাই শোষিতেরা শোষকের বিরুদ্ধে সংগ্রামে দিবানিশি রত থাকে, বাঁচার তাগিদে তাদেরকে এই জীবন মরণ সংগ্রামে বাধ্য করা হয়। ক্ষমতাশালীরা নিজের স্বার্থে আল্লাহ্ তা'আলার বিধান অনুযায়ী ন্যায়নীতিসম্পন্ন ন্যায় বিচার ও শাসন ব্যবস্থা অধিষ্ঠিত সমাজ প্রতিষ্ঠায় বিমুখ হয় এবং নানা প্রকার অন্যায়, অবিচারে জড়িত হয়ে আল্লাহ্ তা'আলার অবাধ্য অকৃতজ্ঞ বান্দা হিসেবে চিহ্নিত হয়। তবে একটা সুস্পষ্ট সত্য কথা সবার মনে রাখতে হবে যে, শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা এবং ন্যায় বিচারের ভারসাম্য রক্ষার ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'আলার প্রদত্ত বিধানের বিকল্প আর কিছু নাই। কারণ আদম সন্তানের লোভলালসা, পক্ষপাতিত্ব, স্বার্থ ও প্রবৃত্তির চাহিদার প্রভাব কোনভাবেই ভারসাম্য ন্যায়নীতিসম্পন্ন সুষ্ঠু সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার জন্য অগ্রণী হতে এবং সে রকম শাসন ব্যবস্থাও রচনা করতে দিবে না।

যা হোক, উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা আল-হাদীদের বা লৌহের কথা উল্লেখ করে বলেছেন, লৌহে রয়েছে সর্বপ্রকার ক্ষমতা এবং মানবের জন্য অনেক উপকারিতা। লৌহ থেকে তৈরি করা হয় নানা ধরনের অস্ত্রসামগ্রী। অন্যায়, অবিচার স্বৈরাচার সরকারী, যুদ্ধবাজ এবং দুর্নীতি দমনে যা ব্যবহার করে মানব সন্তানরা প্রতিষ্ঠা করবে আল্লাহ্ তা'আলার বিধান অনুযায়ী ন্যায় বিচারের শাসন। তাই এই লৌহতে রয়েছে আল্লাহ্ তা'আলার নিদর্শন, কারণ লৌহ দিয়ে মানব সন্তানদের আল্লাহ্ তা'আলা পরীক্ষায় রেখে দেখছেন কারা এই নিদর্শন ব্যবহার করে আল্লাহ্ তা'আলার বিধান প্রতিষ্ঠায় প্রত্যয়ী হয়। অথচ লৌহের ব্যবহার ন্যায়ের পরিবর্তে অন্যায়, অবিচার, ক্ষমতা লোভীদের স্বৈরাচারী শাসন বজায় রাখায় বেশী ব্যবহার করা হয়। এক্ষেত্রে মানব সন্তান সম্পূর্ণরূপে পরাজিত এবং আল্লাহ্ তা'আলার নিয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞ।

www.pathagar.com

আলোচিত পূর্বোল্লিখিত নিদর্শনসমূহ ১৪০০ বৎসর পূর্বে আল্লাহ তা'আলা, তাঁর পবিত্র বাণীর মাধ্যমে মানব জাতির চিন্তা ভাবনার উৎস হিসেবে আল-কুরআনের অংশ করেছেন, যাতে তারা নিদর্শনের বাস্তবতার মধ্যে আল-কুরআনের সত্যতা সম্পর্কে সুনিশ্চিত হয়ে হেদায়েত প্রাপ্ত হতে পারে। তাই বলা যায়, এই সমস্ত বাস্তব নিদর্শনে রয়েছে পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় সার্বভৌমত্বের মালিক আল্লাহ তা'আলা সুস্পষ্ট পরিচয় এবং আল-কুরআন যে আল্লাহ তা'আলারই শাশ্বত বাণী তার অনবদ্য সুস্পষ্ট প্রমাণ।

কিয়ামতের নমুনা বর্ণনায় আল্লাহ্ তা'আলার পরিচয়

এখন দেখা যাক, কিয়ামতের নমুনা সম্পর্কে আল-কুরআনে আল্লাহ্ তা'আলা আর কি বলেছেন, বিশেষভাবে সৌরজগৎ এবং মানব সন্তানের চিরপরিচিত পাহাড়-পর্বত ও সমুদ্রের ব্যাপারে।

وَمَا قَدَرُوا۟ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِۦ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُۥ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ وَٱلسَّمَٰوَٰتُ مَطْوِيَّٰتٌۢ بِيَمِينِهِۦ ۚ سُبْحَٰنَهُۥ وَتَعَٰلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٦٧﴾

"উহারা আল্লাহর যথোচিত সম্মান দেয় না। কিয়ামতের দিন সমস্ত পৃথিবী থাকিবে তাহার হাতের মুষ্টিতে এবং আকাশমণ্ডলীকে গুটাইয়া লইবেন তাহার ডান হাতে। পবিত্র ও মহান তিনি, উহারা যাহাকে শরীর করে তিনি তাহার উর্ধ্বে।" *(৩৯-যুমার : ৬৭)*

يَوْمَ نَطْوِى ٱلسَّمَآءَ كَطَىِّ ٱلسِّجِلِّ لِلْكُتُبِ ۚ كَمَا بَدَأْنَآ أَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيدُهُۥ ۚ وَعْدًا عَلَيْنَآ ۚ إِنَّا كُنَّا فَٰعِلِينَ ﴿١٠٤﴾

"সেইদিন [*কিয়ামতের দিন*] আকাশমণ্ডলীকে গুটাইয়া ফেলিব, যেভাবে গুটান হয় লিখিত দফতর; যেভাবে আমি প্রথম সৃষ্টির সূচনা করিয়াছিলাম, সেইভাবে পুনরায় সৃষ্টি করিব; প্রতিশ্রুতি পালন আমার কর্তব্য, আমি ইহা পালন করিবই।" *(২১-আম্বিয়া : ১০৪)*

শেষ বিচার দিন সম্পর্কে, রাসূল (সা.) বলেছেন : *"কিয়ামত দিন তোমরা আল্লাহর সামনে উলঙ্গ অবস্থায় একত্রিত হবে– যেমন প্রথম দিন সৃষ্টি শুরু করেছিলাম তেমনি তার পুনরাবৃত্তি করবো, এটা আমার একটা ওয়াদা, তা পূরণ করা আমার দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত।" (২১:১০৪) অতঃপর সর্বপ্রথম ইব্রাহীমকে পোশাক পরানো হবে। সাবধান হয়ে যাও, আমার উম্মতের কিছু লোককে ধরে আনা হবে। তাদেরকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। তখন আমি বলবো, হে আমার রব! এরা তো আমার উম্মত। জবাবে আমাকে বলা হবে, তুমি জানো*

না তোমার পরে এরা কত নতুন কথা তৈরি করেছিল। আমি তখন আল্লাহর সৎ বান্দা ঈসার মতো বলবো : "ওয়া কুন্‌তু আলাইহিম শাহীদাম্‌ মা দুমতু" যতদিন আমি তাদের মধ্যে ছিলাম, ততদিন আমি ছিলাম তাদের রক্ষণাবেক্ষণকারী।" কিন্তু আমার পর তুমিই তাদের সাক্ষী। তখন বলা হবে, তুমি এদের কাছ থেকে চলে আসার পর এরা [তোমার দ্বীন থেকে] মুখ ফিরিয়ে নিয়ে উল্টো পথে চলেছিল।" *(সহীহ আল-বুখারী, খণ্ড ৪, নম্বর ৪৩৭৯)*

জাতি ধর্ম নির্বিশেষে অধিকাংশ আদম সন্তানই কিয়ামতের মহাপ্রলয় নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে না, এমনকি মহাজাগতিক বিজ্ঞানী ও অধিকাংশ মুসলিমরাও এ দলের অন্তর্ভুক্ত। তাই আমি বিশ্বাস করি মহাপ্রলয়ের ব্যাপারে আল-কুরআনে যে সমস্ত আয়াত আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেছেন তা নিয়ে বিভিন্নভাবে আলোচনা করার প্রয়োজন আছে, যাতে আল-কুরআনে বিশ্বাসীরা [*মুসলিমরা*] এ ব্যাপারে উদাসীনতা বর্জন করে বাস্তবতায় ফিরে এসে সতর্ক হতে পারেন। এই লেখা শুরু করার আগে আমিও এ ব্যাপারে উদাসীন ছিলাম, আমার প্রতি দয়াময় আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহের জন্য শত কোটি বার শুকরিয়া আদায় করছি। যা হোক, আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন কিয়ামতের দিনে আকাশমণ্ডলী ও সৌরজগতের সবকিছু নিজ হাতের মুঠায় গুটাইয়া তুলে নিবেন অর্থাৎ সবকিছু মিলেমিশে এক অংশ হয়ে যাবে। সূর্য ও তারকাপুঞ্জের অবস্থা কি হবে সে ব্যাপারে ইতোপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। তবে সাগর ও পাহাড়-পর্বত সম্পর্কে আরও কিছু আয়াত উল্লেখ করে আলোচনা করা হলো। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন :

يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَّهِيلًا ﴿١٤﴾

"সেই দিবসে পৃথিবী ও পর্বতমালা প্রকম্পিত হইবে এবং পর্বতসমূহ বহমান বালুকারাশিতে পরিণত হইবে।" *(৭৩-মুয্‌যাম্‌মিল)*

يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ ﴿٦﴾

"সেইদিন প্রথম শিঙ্গা-ধ্বনি প্রকম্পিত করিবে।" *(৭৯-নাযিয়াত : ৬)*

وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً ﴿١٤﴾

"পর্বতমালাসহ পৃথিবী উৎক্ষিপ্ত হইবে এবং একই ধাক্কায় উহারা চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যাইবে।" *(৬৯-হাক্কা : ১৪)*

এই পরিস্থিতিতে পৃথিবীর বুকে সুদৃঢ় স্থিরভাবে প্রতিষ্ঠিত পাহাড় পর্বত অকল্পনীয় ভূমিকম্পে ধুলার কণার মতো উড়ে যাবে। পৃথিবী মাধ্যাকর্ষণ শক্তিহারা হয়ে যাবে তাই সাগরের পানিও স্ফীত হয়ে দ্রুতগতিতে বিক্ষিপ্ত হবে। ঘূর্ণিঝড়ের ফলে

www.pathagar.com

সাগরের জলোচ্ছ্বাস থেকে আমরা এ সম্পর্কে কিছুটা অনুমান করতে পারি তবে কিয়ামতের প্রলয় সম্পর্কে কল্পনা করার মতো মানসিক শক্তি মানব সন্তানের নাই।

দৃশ্যমান বিভিন্ন নিদর্শনে আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্ব ও প্রকৃত পরিচয় অনুসন্ধান করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিধায়, মহাশূন্যের নিদর্শন, নদী-সমুদ্রের পানিতে গচ্ছিত সম্পদ এবং নিয়ামতের নিদর্শন নিয়ে এতো দীর্ঘ আলোচনা করা হলো। যাতে সুস্থ মস্তিষ্কের বিবেক বুদ্ধিসম্পন্ন একজন সাধারণ মানুষ আল্লাহ তা'আলার পরিচয় সঠিকভাবে জানার এই সমস্ত নিদর্শন নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করতে পারে। বস্তুত এই অতি পরিচিত নিদর্শনসমূহ নিয়ে চিন্তা-ভাবনার জন্য অনেক বড় বিদ্বান, বিজ্ঞানী হওয়া অথবা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উচ্চ শিক্ষার কোন ডিগ্রির প্রয়োজন হয় না। দয়াময় পরম দয়ালু প্রজ্ঞাময় আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক আদম সন্তানকে চক্ষু, কর্ণ ও হৃদয় দিয়েছেন। এগুলো দিয়ে সে নিদর্শন দেখবে, নিদর্শনের বর্ণনা শ্রবণ করে ধীশক্তির আলোকে সবকিছুর সত্যতা ও ন্যায্যতা বিচার করে হৃদয় দিয়ে সত্যের উৎকৃষ্টতা স্বীকার করবে। এই সকল নিদর্শনের সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, নিয়ন্ত্রণকারী আল্লাহ তা'আলাকে একমাত্র মা'বুদ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে তারই ইবাদতে আত্মসমর্পণ করে কৃতজ্ঞ বান্দা হয়ে শুকরিয়া আদায় করবে। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

وَهُوَ الَّذِيٓ أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَٰرَ وَالْأَفْـِٔدَةَ ۚ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿٧٨﴾

"তিনিই তোমাদিগের জন্য কর্ণ, চক্ষু ও অন্তঃকরণ সৃষ্টি করিয়া দিয়াছেন; তোমরা অল্পই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া থাক।" *(২৩-মু'মিনুন : ৭৮)*

উপরোল্লিখিত আয়াতের সত্যতা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান, মানব সন্তানের অধিকাংশই এ ব্যাপারে উদাসীন বিবেক বুদ্ধিহীন, তারা সঠিকভাবে আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করে এই সমস্ত নিয়ামতের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না এবং সর্বতোভাবে আত্মসমর্পণ করে না। বিপরীতে আদম সন্তানরা আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহে প্রদত্ত নিয়ামতকে [*চক্ষু, কর্ণ ও অন্তঃকরণ*] বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই লাগামহীনভাবে অপ্রয়োজনীয় কাজে ব্যবহার করে নিজেরা বস্তুত অনন্তকাল পরজীবনের ক্ষতি বৃদ্ধি করছে। তাই প্রতিনিয়ত আল্লাহ তা'আলার নিদর্শন দেখা ও উপভোগ করা সত্ত্বেও হৃদয়ের দৃষ্টিতে তারা আসল সত্য দেখে না এবং উপলব্ধি করতে পারে না যে, পরামক্রমশালী মহামহিমান্বিত একমাত্র মা'বুদ আল্লাহ তা'আলাই সমস্ত প্রশংসা পাওয়া মালিক। যার ফলে সৃষ্টিকর্তা, প্রতিপালক, একমাত্র উপাস্য হিসেবে আদম সন্তানের ইবাদত বন্দেগী, জীবন-মরণ সবই আল্লাহ তা'আলার জন্য। এ ব্যাপারে আদম সন্তানকে আল-কুরআনে আদেশ দিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

www.pathagar.com

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٢﴾ لَا شَرِيكَ لَهُ ۖ وَبِذَٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٦٣﴾

قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ ۚ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ ثُمَّ إِلَىٰ

رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿١٦٤﴾

"বল, 'আমার সালাত, আমার ইবাদত, আমার জীবন ও আমার মরণ জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহরই উদ্দেশ্যে। তাহার কোন শরীক নাই এবং আমি ইহাই আদিষ্ট হইয়াছি এবং আত্মসমর্পণকারীদিগের মধ্যে আমি প্রথম। বল, 'আমি কি আল্লাহকে ছাড়িয়া অন্য প্রতিপালককে খুঁজিব? অথচ তিনিই সবকিছুর প্রতিপালক! প্রত্যেকে স্বীয় কৃতকর্মের জন্য দায়ী এবং কেহ অন্য কাহারও ভার বহন করিবে না। অতঃপর তোমাদিগের প্রত্যাবর্তন তোমাদিগের প্রতিপালকের নিকটেই, তৎপর যে বিষয়ে তোমরা মতান্তর ঘটাইয়াছিলে তাহা তিনি তোমাদিগকে অবহিত করিবেন।" *(৬-আন'আম : ১৬২-১৬৪)*

মানব সন্তানের মধ্যে যারা চক্ষু দিয়ে নিদর্শন দেখে না, কর্ণ দিয়ে নিদর্শনের বর্ণনা শ্রবণ করে না এবং হৃদয় দিয়ে সত্য যাচাই করে উপলব্ধি করতে পারে না, বরং অবহেলায়, অজ্ঞতায় ঔদ্ধত্য দেখিয়ে সত্যকে অস্বীকার করে, তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা আল-কুরআনে সুস্পষ্ট বর্ণনা দিয়েছেন :

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ ۖ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا

وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا ۚ أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ﴿١٧٩﴾

"আমি তো বহু জিন ও মানবকে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করিয়াছি; তাহাদিগের হৃদয় আছে কিন্তু তাদ্বারা তাহারা উপলব্ধি করে না; তাহাদিগের চক্ষু আছে তা দ্বারা দেখে না এবং তাহাদিগের কর্ণ আছে তা দ্বারা শ্রবণ করে না; ইহারা পশুর ন্যায়, বরং উহা অপেক্ষাও অধিক বিভ্রান্ত। তাহারাই গাফিল।" *(৭-আরাফ : ১৭৯)*

তাই বললে অত্যুক্তি হবে না যে, উল্লিখিত নিদর্শনের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার প্রকৃত পরিচয় পাওয়ার পর, একজন সুস্থ মস্তিষ্কের বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি হিসেবে আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে মহাসত্য তাওহীদকে অস্বীকার করার অধিকার আর তার থাকে না। তা সত্ত্বেও যারা তাওহীদকে অস্বীকার করবেন, করেন বা করছেন, তাদের অবস্থা উপরোক্ত আয়াতে বর্ণিত ব্যক্তিদের মতো। আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভালো জানেন।

www.pathagar.com

উপসংহার

এই লেখার মূল উদ্দেশ্য ছিল, পবিত্র শাশ্বত বাণী আল-কুরআনে আল্লাহ্ তা'আলা নিজের পরিচয় সম্পর্কে কী বলেছেন এবং বর্ণিত নিদর্শনের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার আসল পরিচয় সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা। বস্তুত আল-কুরআন এবং শেষ রাসূল (সা.) মানব জাতির কাছে প্রেরিত আল্লাহ্ তা'আলার আসল পরিচয় ও অস্তিত্বের সুস্পষ্ট নিদর্শন। অতএব এই দুই নিদর্শনের মাধ্যমে এই লেখায় আল্লাহ্ তা'আলার পরিচয় সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করার চেষ্টা করা হয়েছে। তা সত্ত্বেও যদি কেউ প্রশ্ন করেন যে, "আল্লাহ্ তা'আলার অস্তিত্ব যে আছে তার প্রমাণ কি? এর বিপরীতে প্রশ্ন করা যায়, "আল্লাহ্ তা'আলার অস্তিত্ব যে নাই, তার প্রমাণ কি"। আল্লাহ্ তা'আলার অস্তিত্ব অনস্বীকার্য, তাঁর সার্বভৌমত্ব সর্বত্র বিরাজমান, তিনিই একমাত্র সৃষ্টিকর্তা, প্রতিপালক নিয়ন্ত্রক এবং সবকিছু তার বিধানের অন্তর্ভুক্ত। আল-কুরআনে বর্ণিত নিদর্শনে আল্লাহ্ তা'আলার পরিচয় সুস্পষ্টভাবে দেখানো হয়েছে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলার অস্তিত্ব নাই, সেটা প্রমাণ করার সাধ্য কোন আদম সন্তানের নাই, এ রকম কোন বইও নাই এবং আজ পর্যন্ত এ ব্যাপারে কোন ব্যবস্থাও আবিষ্কার হয়নি, যদিও আদম সন্তানের একটা সংখ্যা লঘিষ্ঠ দল কোন প্রমাণ ছাড়াই শয়তানের প্রভাবে নাস্তিকতা গ্রহণ করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলার অস্তিত্বকে যারা অস্বীকার করে তারা বস্তুত নিজের অস্তিত্বকে অস্বীকার করে থাকে। কারণ দয়াময় আল্লাহ্ তা'আলার অস্তিত্ব ও দয়া ব্যতিরেকে বিশ্বজাহানের কোন কিছুই অস্তিত্বে থাকতো না। তবুও একটা অতিক্ষুদ্র দল ব্যতীত সব আদম সন্তানই আল্লাহ্ তা'আলার অস্তিত্বকে অস্বীকার করেন না। কারণ এ ধরনের প্রকৃতি মানব সন্তানের সহজাত প্রকৃতির [*আল-ফিতরাত*] বিপরীতে। শয়তান অদৃশ্য জিন জাতির অন্তর্ভুক্ত, আল্লাহ্ তা'আলার পবিত্র আদেশের অবাধ্য হয়ে উদ্ধত প্রকৃতির কারণে অভিশপ্ত এবং শয়তান হিসেবে আখ্যায়িত হয়েছে। সে মানব জাতির শত্রু, আদম সন্তানকে বিপথগামী করায় যে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, সেও আল্লাহ্ তা'আলার একত্ববাদকে অস্বীকার করে না বরং আল্লাহ্ তা'আলার শাস্তি ও শক্তিকে ভয় করে। বলাবাহুল্য অধিকাংশ মানুষ যে গর্হিত পাপে জড়িত আছে সেটা আল্লাহ্ তা'আলার অস্তিত্বকে নিয়ে নয় বরং আল্লাহ তা'আলার সাথে অন্য কাউকে শরীক হিসেবে দাঁড় করানোর পাপের কারণে। এজন্যই আল-কুরআনে আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা দিয়ে বলেছেন যে, যারা আল্লাহ্ তা'আলার একত্ববাদ, একচ্ছত্র আধিপত্যে, সার্বভৌমত্বে বিশ্বাস করে না, অন্যদেরকে তার শরীক স্থির করে, তাদেরকে জিজ্ঞাসা করো

www.pathagar.com

"আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী কে সৃষ্টি করেছেন, তারা উত্তর দিবে "আল্লাহ তা'আলা"। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ ﴿٦١﴾

وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿٦٣﴾

"যদি তুমি উহাদিগকে [*অবিশ্বাসীদেরকে*] জিজ্ঞাসা করো, 'কে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন এবং চন্দ্র-সূর্যকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছেন? উহারা অবশ্যই বলিবে, 'আল্লাহ"। তা হইলে, উহারা কোথায় ফিরিয়া যাইতেছে। যদি তুমি উহাদিগকে জিজ্ঞাসা করো, ভূমি মৃত হইবার পর আকাশ হইতে বারি বর্ষণ করিয়া কে উহাকে সঞ্জীবিত করেন? উহারা অবশ্যই বলিবে, "আল্লাহ"। বল, প্রশংসা আল্লাহরই। কিন্তু উহাদিগের অধিকাংশই ইহা অনুধাবন করে না।" *(২৯-আনকাবূত : ৬১)*

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্বে অধিকাংশ মানব সন্তানের বিশ্বাস আছে। এটাই হচ্ছে সহজাত প্রকৃতি, যে প্রকৃতির প্রভাবে মানুষ আল্লাহ তা'আলাকে সৃষ্টিকর্তা হিসেবে স্বীকার করে অথচ আল্লাহ তা'আলার সান্নিধ্য লাভে অজ্ঞতাবশতঃ মানুষ অন্য বস্তুর কাছে প্রার্থনা করে থাকে যদিও বান্দা হিসেবে সরাসরি আল্লাহ ত'আলার কাছে প্রার্থনা করা তার জন্য উত্তম। তবে মানুষ যখন কোন বিপদের সম্মুখীন হয় তখন দৃঢ় চিত্তে তারা এক আল্লাহ তা'আলার কাছে প্রার্থনা করে এবং এক অদ্বিতীয় আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্য কেউ তাদের সাহায্য করতে পারবে না সেটা বিশ্বাস করেই প্রার্থনা করে থাকেন। তাদের ডাকে সাড়া দিয়ে দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে বিপদ থেকে উদ্ধার করেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ﴿٦٥﴾

لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿٦٦﴾

"উহারা যখন নৌযানে আরোহণ করে তখন উহারা বিশুদ্ধচিত্ত হইয়া একনিষ্ঠভাবে আল্লাহকে ডাকে; অতঃপর তিনি যখন স্থলে ভিড়াইয়া উহাদিগকে উদ্ধার করেন, তখন উহারা শিরকে লিপ্ত হয় [*বিপদ থেকে মুক্তি পেয়েই আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহের কথা ভুলে যায় এবং অন্য কাউকে শরীক বানিয়ে ইবাদত করে*]।

ফলে, উহাদিগের প্রতি আমার দান উহারা অস্বীকার করে এবং ভোগ বিলাসে মত্ত থাকে; অচিরেই উহারা জানিতে পারিবে [*মৃত্যুর সাথে সাথেই কবরে জানতে পারবে*]।" *(২৯-আনকাবূত : ৬৫, ৬৬)*

وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا ﴿٦٧﴾

www.pathagar.com

"সমুদ্রে যখন তোমাদিগকে বিপদ স্পর্শ করে তখন কেবল তিনি ব্যতীত অপর যাহাদিগকে তোমরা আহ্বান করিয়া থাক তাহারা অন্তর্হিত হইয়া যায় [*তাদের কোন ক্ষমতা নাই, তাই ডাকলেও সাড়া দিবে না*]; অতঃপর তিনি যখন তোমাদিগকে উদ্ধার করিয়া স্থলে আনেন তখন তোমরা মুখ ফিরাইয়া লও। মানুষ অতিশয় অকৃতজ্ঞ।" *(১৭-বনী ইসরাঈল : ৬৭)*

বিপদ থেকে মুক্তি পেয়েই মানুষ হয় অকৃতজ্ঞ এবং অবিশ্বাসে উদ্ধত। বেশিরভাগ আদম সন্তানই এই ধরনের অবাধ্য প্রকৃতির তবে এর ব্যতিক্রমেও অনেকেই আছেন যারা বিপদে আল্লাহ তা'আলাকে ডেকে সত্যপথের সন্ধান পেয়েছেন অর্থাৎ তাদের অন্ধ বিশ্বাসের এবং অন্ধতার সংশোধন হয়েছে। এ সম্পর্কে উল্লেখ্য ইক্‌রিমাহ বিন আবি জাহল (রা.) ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার পূর্বের কাহিনী। Muhammad bin Ishaq reported from Ikrimah bin Abi Jahl that when the Messenger of Allah (SA) conquered Makkah, he (Ikrimah) ran away, fleeing from him. When he was on the sea, headed for Ethiopia, the ship started to rock and the crew said, "O people! Pray sincerely to your Lord alone, for no one can save us from this except Him." Ikrimah said: "By Allah, if there is none who can save us on the sea exept Him, then there is none who can save us on land except Him either, O Allah, I vow to You that if I come out of this, I will go and put my hand in the hand of Muhammad and I will find him kind and merciful." And this is what indeed did happen. (At-Tabarani) আবু জাহলের পুত্র বাবার মতোই ইসলামের ঘোর বিরোধী ছিল এবং বিভিন্নভাবে মুসলিমদের অনেক কষ্ট দিয়েছিল তাই রাসূল (সা.) বিজয়ী হিসেবে মক্কায় প্রবেশ করলেন তখন ইক্‌রিমা (রা.) জীবনের ভয়ে মক্কা ত্যাগ করে লৌহিত সাগর পাড়ি দিয়ে ইথিওপিয়ায় যাচ্ছিলেন।

বর্তমানে শিরকে জড়িত সম্প্রদায় সম্পর্কে উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায়, যেমন খৃষ্টান, মূর্তিপূজক [*হিন্দু ও বৌদ্ধ*], সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদে বিশ্বাসী সম্প্রদায়, এদের সকলেই অজ্ঞতায় ভ্রান্তি বিশ্বাসে বিশেষ কোন ব্যক্তি, মূর্তি এবং রাজনৈতিক মতবাদকে আল্লাহ তা'আলার সাথে শরীক করছেন। মানব সন্তানের সহজাত প্রকৃতি সম্পর্কে ইতোপূর্বে বিভিন্ন প্রসঙ্গে অনেকবার আলোচনা করা হয়েছে তবুও পাঠকদের সৌজন্যে আবারও এ সম্পর্কে সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করা হলো। কারণ সহজাত প্রকৃতিই হচ্ছে মানব প্রকৃতি, এই প্রকৃতির জন্য আদম সন্তান অন্যান্য জীবপ্রাণীর তুলনায় সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন এবং মর্যাদাসম্পন্ন। আল্লাহ তা'আলাই একমাত্র সৃষ্টিকর্তা সেটা স্বীকার করে, তার সার্বভৌমত্বে আত্মসমর্পণী হয়ে মানুষ যে প্রতিমুহূর্তে তারই উপর পুরোপুরি নির্ভরশীল এই

www.pathagar.com

সত্যকে মেনে নেয়া হচ্ছে মানুষের সহজাত প্রকৃতি [*আল-ফিতরাত*]। এই প্রকৃতিতে সম্পৃক্ত করে আল্লাহ তা'আলা আদম সন্তানদের সৃষ্টি করেছেন। মানুষের সহজাত প্রকৃতি সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِى فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ ٱللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ

وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

"তুমি একনিষ্ঠ হইয়া নিজকে দ্বীনে [*ইসলামে*] প্রতিষ্ঠিত করো। আল্লাহর প্রকৃতির [*ফিতরাতুল্লাহ*] অনুসরণ করো, যে প্রকৃতি অনুযায়ী তিনি মানুষ সৃষ্টি করিয়াছেন; আল্লাহর সৃষ্টির কোন পরিবর্তন নাই। ইহাই সরল দ্বীন; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না।" *(৩০-রূম : ৩০)*

"ফিতরাতুল্লাহ" আল্লাহর প্রকৃতি হচ্ছে যে, তিনি এক অদ্বিতীয়, তাঁর কোন শরীক নাই, সমকক্ষ কেউ নাই, সমস্ত কিছু তারই উপর নির্ভরশীল, তিনি [*আস-সামাদ*] কারও উপর নির্ভরশীল নহেন। এ ব্যাপারে আল-কুরআনে আল্লাহ তা'আলা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন :

ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلْحَىُّ ٱلْقَيُّومُ ۚ لَا تَأْخُذُهُۥ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ۚ لَّهُۥ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ ۗ مَن ذَا ٱلَّذِى

يَشْفَعُ عِندَهُۥٓ إِلَّا بِإِذْنِهِۦ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۖ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَىْءٍ مِّنْ عِلْمِهِۦٓ إِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ

كُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ ۖ وَلَا يَـُٔودُهُۥ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ ٱلْعَلِىُّ ٱلْعَظِيمُ ﴿٢٥٥﴾

"আল্লাহ তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ নাই। তিনি চিরঞ্জীব, স্বাধিষ্ঠ-বিধাতা। তাহাকে তন্দ্রা অথবা নিদ্রা স্পর্শ করে না। আকাশ ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে সমস্তই তাহার। কে সে, যে তাহার অনুমতি ব্যতীত তাহার নিকট সুপারিশ করিবে? তাহাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে যাহা কিছু আছে তাহা তিনি অবগত। যাহা তিনি ইচ্ছা করেন তদ্ব্যতীত তাহার জ্ঞানের কিছুই তাহারা আয়ত্ত করিতে পারে না। তাহার আসন আকাশ ও পৃথিবীময় পরিব্যাপ্ত; ইহাদের রক্ষণাবেক্ষণ তাহাকে ক্লান্ত করে না; তিনি মহান শ্রেষ্ঠ।" *(২-বাকারাহ : ২৫৫)*

هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِى لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ عَٰلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَٰدَةِ ۖ هُوَ ٱلرَّحْمَٰنُ ٱلرَّحِيمُ ﴿٢٢﴾

هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِى لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلْمَلِكُ ٱلْقُدُّوسُ ٱلسَّلَٰمُ ٱلْمُؤْمِنُ ٱلْمُهَيْمِنُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْجَبَّارُ ٱلْمُتَكَبِّرُ ۚ سُبْحَٰنَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٢٣﴾

هُوَ ٱللَّهُ ٱلْخَٰلِقُ ٱلْبَارِئُ ٱلْمُصَوِّرُ ۖ لَهُ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ ۚ يُسَبِّحُ لَهُۥ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿٢٤﴾

"তিনিই আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নাই; তিনি অদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা; তিনি দয়াময় পরম দয়ালু। তিনিই আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ্

www.pathagar.com

নাই। তিনি অধিপতি, তিনিই পবিত্র, তিনিই শান্তি, তিনিই নিরাপত্তা বিধায়ক, তিনিই রক্ষক, তিনিই পরাক্রমশালী, তিনিই প্রবল, তিনিই অতীব মহিমান্বিত; উহারা যাহাকে শরীক স্থির করে আল্লাহ তাহা হইতে পবিত্র মহান। তিনিই আল্লাহ সৃজনকর্তা, উদ্ভাবনকর্তা, রূপদাতা, সকল উত্তম নাম তাহারই, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে সমস্ত তাহার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।" *(৫৯-হাশর : ২২-২৪)*

উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা, নিজের প্রকৃতির কথা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যাতে মানুষ সহজে আল্লাহ তা'আলার আসল প্রকৃতি সম্পর্কে বুঝতে পারে। এই প্রকৃতিতে বিশ্বাস করার যোগ্যতা দিয়েই আদম সন্তানকে আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি করেছেন। তাই তাওহীদে তথা দ্বীন ইসলামে বিশ্বাস করাই হচ্ছে মানুষের সহজাত প্রকৃতি। সকল আদম সন্তানের জন্মের পূর্বেই তাদের নিকট থেকে আল্লাহ তা'আলা অঙ্গীকার নিয়েছেন যে, তারা এক আল্লাহ তা'আলাকে মা'বুদ হিসেবে বিশ্বাস করবে। তাই এই প্রকৃতি নিয়েই মানুষ জন্ম গ্রহণ করে থাকেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِىٓ ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا۟ بَلَىٰ

شَهِدْنَآ أَن تَقُولُوا۟ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَٰفِلِينَ ﴿١٧٢﴾

أَوْ تَقُولُوٓا۟ إِنَّمَآ أَشْرَكَ ءَابَآؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّنۢ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴿١٧٣﴾

"স্মরণ করো, তোমার প্রতিপালক আদম সন্তানের পৃষ্ঠদেশ হইতে তাহার বংশধরকে বাহির করেন এবং তাহাদিগের নিজদিগের সম্বন্ধে স্বীকরোক্তি গ্রহণ করেন এবং বলেন, 'আমি কি তোমাদিগের প্রতিপালক নহি?' তাহারা বলে, 'নিশ্চয়ই; আমরা সাক্ষী রহিলাম।' এই স্বীকৃতি গ্রহণ এইজন্য যে, তোমরা যেন কিয়ামতের দিন না বল, 'আমরা তো এ বিষয়ে গাফিল ছিলাম' কিংবা তোমরা যেন না বল, 'আমাদিগের পূর্ব-পুরুষরাই তো আমাদিগের পূর্বে শিরক করে, আর আমরা তো তাহাদিগের পরবর্তী বংশধর; তবে কি পথভ্রষ্টদিগের কৃতকর্মের জন্য তুমি আমাদিগকে ধ্বংস করিবে?" *(৭-আরাফ : ১৭২)*

উপরোল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা সকল মানব সন্তানকে অবহিত করার জন্য বলেছেন যে, তোমরা যে শিরক করছ এবং তার পেছনে তোমাদের যে যুক্তি আছে, তার কোনটাই শেষ বিচার দিবসে তোমাদের সমর্থনে সহায্যে আসবে না। কারণ, আল্লাহ তা'আলা যে একমাত্র মা'বুদ সেটা স্বীকৃতি তোমরা [*রূহ হিসেবে*] জন্মের পূর্বে দিয়েছ তাই আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত আসমানী কিতাবের [*আল-কুরআনের*] মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদ সম্পর্কে স্মরণ করিয়ে উপদেশ

www.pathagar.com

দিলে তোমাদের রূহ [*মাটির দেহে সম্পৃক্ত হয়ে আত্মায় পরিণত হয়, ইতোপূর্বে এ সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে*], সহজাত প্রকৃতির প্রভাবে তাওহীদে বিশ্বাস করায় উদ্বুদ্ধ হয়, রূহ এই যোগ্যতা নিয়েই পৃথিবীতে এসেছে। অথচ অধিকাংশ আদম সন্তান তাওহীদে বিশ্বাসী নয়, তার পেছনে একটা কারণ আছে, আল্লাহ তা'আলার দ্বীনের আলো তোমাদের নিকট পৌছলে অথবা কেউ যদি আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত কিতাবের মাধ্যমে তাওহীদের দাওয়াত দেয় তখন সেটা গ্রহণ না করা হচ্ছে বস্তুত জন্মের পূর্বে তোমাদের দেয়া নিজের স্বীকারোক্তিকে অস্বীকার করা। আদম সন্তানকে একথা সুস্পষ্টভাবে স্মরণ করানোর জন্য আল্লাহ তা'আলা আসমানী কিতাবসহ নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন। পরবর্তীতে প্রয়োজন অনুযায়ী আসমানী কিতাব এবং তাওহীদের বাণীসহ নবী-রাসূল মান বজাতির কাছে প্রেরণ করা হবে, যে প্রতিজ্ঞাও আদম-হাওয়াকে দুনিয়াতে পাঠানোর সময় আল্লাহ তা'আলা করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে আল-কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٣٨﴾

وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٣٩﴾

"আমি হুকুম করিলাম, তোমরা সকলেই নীচে নামিয়া যাও। অতঃপর যখন তোমাদিগের নিকট আমার পক্ষ থেকে হেদায়েত আসিবে, তখন যাহারা আমার নসীহত মানিবে, তাহাদের কোন ভয়ও নাই, শোকও নাই।' আর যাহারা কাফির [*জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও তাওহীদকে ইচ্ছাকৃত অস্বীকার করবে*] হইবে ও আমার নিশানাকে [*নবী-রাসূল ও আসমানী কিতাব*] মিথ্যা বলিবে, তাহারা হামেশা [*অনন্তকাল, সূরা আন-নিসা, আয়াত নম্বর ৪৮ ও ১১৬ দ্রষ্টব্য*] আগুনে থাকিবে। *(২-বাকারাহ : ৩৮, ৩৯)*

সব নবী-রাসূলরাই ছিলেন আত্মসমর্পণকারী [মুসলিম], ফলে সকলেই এক আল্লাহ্‌র একত্ববাদের অর্থাৎ তাওহীদের দাওয়াতই মানব জাতির কাছে পৌছে দিয়েছেন। কাজেই মানব জাতির মধ্যে যাদের কাছে আল-কুরআনের সাহায্যে সত্য দ্বীনের বা তাওহীদের বাণী যখন পৌছে যায়, আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদে বিশ্বাস না করার কোন অজুহাত তখন আর তাদের থাকে না। এজন্যই আল-কুরআনের বাণী সুস্পষ্টভাবে আকর্ষণীয় পদ্ধতিতে মানুষের কাছে পৌছাতে মুসলিমদের ব্যক্তি চরিত্র সংশোধন করা ও ধর্মীয় মূল্যবোধের গুরুত্ব বুঝা এবং সহনশীল হয়ে, ধৈর্যসহকারে প্রচার করার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। বর্তমানে অধিকাংশ মুসলিমদের কার্যকলাপ ও ব্যবহার হচ্ছে ইসলামী শ্রেষ্ঠ মূল্যবোধের বিধি-বিধানের বিপরীতে তাই আল-কুরআনের পবিত্র বাণী অন্যদের কাছে পৌছাতে বিঘ্নিত হচ্ছে। ইসলামী দ্বীন বা মূল্যবোধের উৎকৃষ্টতা নিয়ে মানুষের

www.pathagar.com

মনে যে সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছে তার জন্য মুসলিম উম্মতের একটা গোষ্ঠী নিশ্চিতভাবে দায়ী।

যা হোক, মানব সন্তানরা কেন নিজেদের সহজাত প্রকৃতির বিপরীতে জীবন যাপন করে এবং তাওহীদে বিশ্বাস করা পরিত্যাগ করে আল্লাহ্ তা'আলার সাথে শরীক স্থির করতে উদ্বুদ্ধ হয়ে থাকেন, সে সম্পর্কে রাসূল (সা.) হাদীস থেকে জানা যায়। রাসূল (সা.) বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন "I created my servants Hunafa [i.e. monotheists], then the Shaitan misled them from their religion." *(Muslim 4:2197)* সহীহ্ আল-বুখারীতে সংকলিত হাদীসে রাসূল (সা.) আরও নির্দিষ্ট করে বলেছেন আল-ফিতরাত থেকে কিভাবে আদম সন্তান দূরে থাকে। Narrated Abu Huraira (RA): The Messenger of Allah (SA) said, "Every child is born on the state of Fitrah [true nature, ability to believe in Oneness of Allah (SWT)] and his parents convert him/her to Judaism or Christianity or Magianism [*অগ্নি ও মূর্তিপূজক*], as an animal delivers a perfect baby animal. Do you find it mutilated [*পরিবার ও সমাজের প্রভাবে সত্য প্রকৃতিতে মিথ্যার আশ্রয় পায়*]? *(Sahee Al-Bukhari, Vol. 2, H. No. 467)*

উল্লিখিত গুরুত্বপূর্ণ হাদীসসমূহ থেকে পরিষ্কারভাবে বুঝা যায় মানুষের সহজাত প্রকৃতির পরিবর্তন কিভাবে হয়ে থাকে। নিজ প্রবৃত্তির অবৈধ চাহিদা, সমাজে প্রতিষ্ঠিত বিভ্রান্তি রীতিনীতি, বংশ পরম্পরে ধর্মীয় বিশ্বাসে, মানুষের সৃষ্টি মনগড়া আদর্শে ও রাজনৈতিক মতবাদে এবং পার্থিব জীবনের প্রতি অতিশয় আকৃষ্ট হয়ে অজ্ঞতায় ঔদ্ধত্য দেখিয়ে ধর্মীয় মূল্যবোধ থেকে বিচ্যুত হয়ে ইবাদতে আল্লাহ্ তা'আলার সাথে নানাভাবে শরীক স্থির করে থাকেন। এ ব্যাপারে উল্লেখ্য, সমাজতন্ত্রী এবং সাম্যবাদীরা, বিশেষ বিজ্ঞানী ও তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরা অনেকেই প্রকৃতিকে [*Nature*] সবকিছুর নিয়ন্ত্রণে প্রধান শক্তি হিসেবে কাজ করে বলে বিশ্বাস করেন, তাই প্রকৃতিকে বলা হয় Mother nature। এটা একটা সাধারণ উক্তি তবে অনেকেই বিশ্বাস করেন যে, প্রকৃতির নিজস্ব ক্ষমতা রয়েছে তাই সে নিজের ক্ষমতা বলে সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। ইতোপূর্বে বিখ্যাত বিজ্ঞানী আইনষ্টাইনের ধর্মীয় বিশ্বাস নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। আইনষ্টাইন বিশ্বাস করতেন সবকিছুর উপরে সর্বোচ্চ ক্ষমতাবান কেউ আছেন, তবে প্রকৃতিই সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করে। এই ধরনের বিশ্বাসের ফলে অজ্ঞতাবশতঃ প্রকৃতিকে আল্লাহ্ তা'আলার সাথে শরীক করা হয়। অথচ তাদের অনেকেই আল্লাহ্ তা'আলা যে আসল সৃষ্টিকর্তা সেটা বিশ্বাস করেন। আল্লাহ্ তা'আলার সাথে শরীক স্থির করা দুইভাবে হতে পারে, প্রথমতঃ সরাসরিভাবে শরীক স্থির করা [*গুরুতর পাপ*], যেমন

www.pathagar.com

কাউকে আল্লাহ্ তা'আলার পুত্র হিসেবে নির্ধারণ করা এবং কোন বস্তুর বা মানুষের প্রত্যক্ষ দৃষ্টিগোচর আকৃতিকে অথবা কোন ব্যক্তিকে নিরাকার অদৃশ্য আল্লাহ তা'আলার অবতার হিসেবে গণ্য করে তাদের কাছে বিপদ-আপদ থেকে মুক্তির অথবা কোন কল্যাণের জন্য সাহায্য প্রার্থনা করা। তদুপরি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা যে, এই সমস্ত বস্তুর ভালোমন্দ নির্ধারণে, বন্টনে এবং বিপদ-আপদ থেকে উদ্ধার করার এবং সর্বোচ্চ ক্ষমতাবান আল্লাহ্ তা'আলার সান্নিধ্য লাভে সাহায্য করার ক্ষমতা আছে। দ্বিতীয় শরীক হচ্ছে, পরোক্ষভাবে [*লঘুতর শিরক*], আল্লাহ্ তা'আলার সাথে শরীক স্থির করা। এই ধরনের শিরক থেকে মুক্ত থাকা অত্যন্ত কঠিন কাজ তাই প্রতি পদক্ষেপে সতর্কতা অবলম্বন করার প্রয়োজন আছে। যার ফলে এই ধরনের শিরকে জড়িত হওয়া প্রায় সব বিশ্বাসীদের জন্যই সম্ভব। আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদে বিশ্বাসী হয়েও জীবন যাপনে তার প্রদত্ত বিধিবিধান উপেক্ষা করা, ইবাদতে বিশেষ করে নামায আদায়ে অবহেলা, পার্থিব জীবনের সফলতায় ব্যস্ত থেকে নামায পরিত্যাগ করা এবং আল্লাহ্ তা'আলার নিয়ামতের জন্য কৃতজ্ঞতা না দেখানো ইত্যাদি। সরাসরিভাবে কোন বস্তু বা ব্যক্তিকে আল্লাহ্ তা'আলার সাথে শরীক স্থির করাকে আল্লাহ্ তা'আলা আল-কুরআনে সবচেয়ে গর্হিত পাপ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। বান্দার অন্যান্য পাপকে আল্লাহ্ তা'আলা ইচ্ছা করলে ক্ষমা করে দিবেন কিন্তু "শিরক করা বা শিরকে লিপ্ত ব্যক্তিকে' আল্লাহ্ তা'আলা ক্ষমা করবেন না বলে আল-কুরআনে ঘোষণা দিয়েছেন :

إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِۦ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُ ۚ وَمَن يُشْرِكْ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱفْتَرَىٰٓ إِثْمًا عَظِيمًا ﴿٤٨﴾

إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِۦ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُ ۚ وَمَن يُشْرِكْ بِٱللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَٰلًۢا بَعِيدًا ﴿١١٦﴾

إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِۦٓ إِلَّآ إِنَٰثًا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَٰنًا مَّرِيدًا ﴿١١٧﴾ لَّعَنَهُ ٱللَّهُ ۘ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿١١٨﴾

وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَءَامُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ ءَاذَانَ ٱلْأَنْعَٰمِ وَلَءَامُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ ٱللَّهِ ۚ وَمَن

يَتَّخِذِ ٱلشَّيْطَٰنَ وَلِيًّا مِّن دُونِ ٱللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا ﴿١١٩﴾

يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ ۖ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَٰنُ إِلَّا غُرُورًا ﴿١٢٠﴾ أُو۟لَٰٓئِكَ مَأْوَىٰهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا ﴿١٢١﴾

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ۖ

وَعْدَ ٱللَّهِ حَقًّا ۚ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ قِيلًا ﴿١٢٢﴾

"আল্লাহ্ তাহার শরীক করার অপরাধ ক্ষমা করবেন না। ইহা ব্যতীত অন্যান্য অপরাধ যাহাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন : এবং যে-কেহ আল্লাহর শরীক করে সে

www.pathagar.com

এক মহাপাপ করে। আল্লাহ্ তাহার শরীক করার অপরাধ ক্ষমা করেন না, ইহা ব্যতীত সবকিছু যাহাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন এবং কেহ আল্লাহর শরীক করিলে সে ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট হয়। তাহার পরিবর্তে তাহারা দেবীরই পূজা করে এবং বিদ্রোহী শয়তানেরই পূজা করে। আল্লাহ্ তাহাকে [*শয়তানকে*] লা'নত করেন এবং সে বলে, 'আমি অবশ্যই তোমার বান্দাদের এক নির্দিষ্ট অংশকে আমার অনুসারী করিয়া লইব এবং তাহাদিগকে পথভ্রষ্ট করিবই; তাহাদের হৃদয়ে মিথ্যা বাসনার সৃষ্টি করিবই, আমি তাহাদিগকে নিশ্চয় নির্দেশ দেব এবং তাহারা পশুর কর্ণচ্ছেদ করিবেই এবং তাহাদিগকে নিশ্চয় নির্দেশ দেব এবং তাহারা আল্লাহর সৃষ্টি বিকৃত করিবেই। আল্লাহর পরিবর্তে কেহ শয়তানকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করিলে সে প্রত্যক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সে [*শয়তান*] তাহাদিগকে প্রতিশ্রুতি দেয় এবং তাহাদের হৃদয়ে মিথ্যা বাসনার সৃষ্টি করে এবং শয়তান তাহাদিগকে যে প্রতিশ্রুতি দেয় তাহা ছলনামাত্র। ইহাদেরই আশ্রয়স্থল জাহান্নাম, উহা হইতে তাহারা নিষ্কৃতির উপায় পাইবে না এবং যাহারা ঈমান [*ইসলাম দ্বীনে*] আনয়ন করে ও সৎকাজ করে তাহাদিগকে দাখিল করিব জান্নাতে, যাহার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, সেখানে তাহারা চিরস্থায়ী হইবে; আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য; কে আল্লাহ্ অপেক্ষা অধিক সত্যবাদী।" *(৪-নিসা : ৪৮, ১১৬-১২২)*

উল্লিখিত আয়াতে শরীক স্থির করার পেছনে কারণ কি এবং কার ইন্ধনে মানুষ শিরকের মতো গর্হিত পাপে লিপ্ত হয় সেটা সুস্পষ্টভাবে আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেছেন যাতে আদম সন্তানরা সতর্ক হতে পারে। তদুপরি আয়াত নম্বর ১২২, আল্লাহ তা'আলা আদম সন্তানের একাংশের কথা উল্লেখ করে দেখিয়েছেন কারা এই গর্হিত পাপ থেকে মুক্ত এবং শাস্তির পরিবর্তে পরকালে তাদের জন্য কেমন পুরস্কার রয়েছে। আল-কুরআন ছাড়া আর অন্য কিতাবে এমনকি পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবেও এ ধরনের সতর্কতা ও আশ্বাস বাণী নাই। তাই আল-কুরআনে বিশ্বাস করে বর্ণিত বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন না করলে কেউ আল্লাহ তা'আলার কঠিন শাস্তি ও সীমাহীন দয়া, রহমত এবং বিভিন্ন নিয়ামত সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা সুনিশ্চিতভাবে পাবেন না তাই দুর্ভাগ্যবশতঃ আল্লাহ্ তা'আলার পরিচয়, রহমত, আশ্বাস ও হুঁশিয়ারি বাণী থেকে বঞ্চিত থাকবেন। এ কারণেই আল-কুরআনের পবিত্র ও শাশ্বত বাণী মানুষের কাছে সহজভাবে প্রচার করায় মুসিলমরা দায়বদ্ধ এবং এ ব্যাপারে তারা অবহেলা করলে সেটা হবে মানব জাতির প্রতি অবিচার। মানব জাতির উপর সাক্ষী হিসেবে নিয়োজিত করে আল্লাহ্ তা'আলা মুসলিমদের উপর আল-কুরআনের পবিত্র বাণী প্রচারের দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন :

www.pathagar.com

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَٰكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا۟ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ

"এবং এইরূপে আমি তোমাদিগকে ভারসাম্যশীল [*ওসাত*] জাতি করিয়াছি যেন তোমরা লোকদিগের সাক্ষী হইতে পার এবং রাসূল তোমাদের সাক্ষী হইতে পারে।..." *(২-বাকারাহ : ১৪৩)*

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ ۗ

"মানুষের মধ্যে যত দল বাহির হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে তোমরাই সবচেয়ে ভাল, কেননা, তোমরা ভাল কাজের আদেশ দাও এবং মন্দ কাজে নিষেধ করো এবং আল্লাহর উপর বিশ্বাস রাখ।..." *(৩-ইমরান : ১১০)*

যে সময় আল-কুরআন নাযিল হয়েছিল, তখনকার মতো আজও অধিকাংশ মানব সন্তান নিজের হাতে তৈরী মূর্তি অথবা কল্পিত কোন চরিত্রকে [*ফিরিশতা বা জিন*] আল্লাহ তা'আলার শরীক স্থির করছেন। বস্তুত অধিকাংশ মানব সন্তানের আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গির ও ধর্মীয় চিন্তা-ভাবনার কোন পরিবর্তন হয়নি যদিও অন্য ধর্ম থেকে ইসলাম ধর্মে অনুপ্রবেশ করা ব্যক্তিদের পরিমাণ অপ্রত্যাশিতভাবে বেড়ে গেছে। রাসূল (সা.) বিশিষ্ট সাহাবা আদ-দাহাক (রা.) বলেছেন' "মুশরিকরা [*মক্কার*] দাবী করত ফিরিশতারা হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার কন্যা সন্তান এবং আরও বলত, আমরা আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভের জন্যই তাদের ইবাদত করি [*আল্লাহ তা'আলার সাথে শরীক স্থির করি*]"। তাই তারা ফিরিশতাকে "ইলাহ" হিসেবে গণ্য করত এবং কল্পিত নারীর আকৃতিতে মূর্তি তৈরি করে বলত "এই মূর্তিগুলো হলো, আল্লাহ তা'আলার কন্যা সন্তান। *(আত-তবারী, ৯: ২০৯; ইবনে কাসীর, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৫৮৪)*। বর্তমানেও পূর্বের মতো আল্লাহ তা'আলার সান্নিধ্য লাভের আশায় মানুষ বিবিধ পন্থার আবিষ্কার করেছে তাই নিজের নাফসের অবৈধ চাহিদায় খেয়াল খুশি মতো অপ্রতিপাদ্য [unjustifiable] পন্থার সৃষ্টি করে নিজেরাই বিভ্রান্ত হচ্ছেন। এমনকি মুসলিমদের অনেকেই দুর্ভাগ্যবশতঃ মানুষের সৃষ্ট পন্থায় আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভের চেষ্টা করেন, যাকে বলা যায় সংক্ষিপ্ত রাস্তা। অথচ আল-কুরআন এবং সহীহ ও গ্রহণযোগ্য হিসেবে সনাক্ত হাদীসে এই সৃষ্ট পন্থার সমর্থনে কোন সুস্পষ্ট দলিল নাই। উপরোল্লিখিত আয়াতের ভিত্তিতে বলা যায়, এই সমস্ত মূর্তি ও আবিষ্কৃত বিবিধ পন্থা এবং হৃদয়ের ভ্রান্ত আশা হচ্ছে অদৃশ্য শয়তানের অনুপ্রেরণার কাছে আত্মসমর্পণকারীদের কাজ। মুসলিম, খৃষ্টান ও ইয়াহুদী সকলেই আসমানী কিতাবের মাধ্যমে জানে যে, শয়তান অবাধ্যতা ও উদ্ধত প্রকৃতির কারণেই অভিশপ্ত হয়ে আল্লাহ তা'আলার রহমত থেকে নিরাশ

www.pathagar.com

হয়েছে। এজন্যই সৃষ্টির সেরা আদম সন্তানদের সরল পথ [*সিরাতুল মুস্তাকিম*] থেকে বিপথগামী করার কাজে সে দিবানিশি নিয়োজিত আছে। একাজে সে ঔদ্ধত্যের সহিত প্রতিজ্ঞা করেছে যে, সকল আদম সন্তানকে সে বিপথগামী করবে। আদম সন্তানের নাফসে, মানসিক চিন্তা-ভাবনায় বিভ্রান্তিমূলক আশা ও প্রবৃত্তিতে অবৈধ চাহিদার সৃষ্টি করবে এবং আল্লাহ তা'আলা যে সুন্দর গঠন ও আকৃতিতে মানুষ সৃষ্টি করেছেন সেখানেও পরিবর্তন ঘটাতে অনুপ্রাণিত করবে *(সূরা নিসা, আয়াত নম্বর ১১৮-১১৯ দ্রষ্টব্য)*। আজকের প্রগতিশীল দুনিয়ায় বিশেষ করে পাশ্চাত্য দেশের নারী-পুরুষ উভয়ে শরীরে নানা আকৃতির টাট্টু অঙ্কন করে অন্যদের আকৃষ্ট করতে চায় এবং ভ্রান্তি বিলাসে অনুপ্রাণিত হয়ে সৌন্দর্য বৃদ্ধি করতে চেষ্টা করে। এ সমস্ত সবই হচ্ছে অদৃশ্য শয়তানের কাজ। তাই যারা এই গর্হিত কাজে জড়িত আছেন এবং অন্যদের সাহায্য করেন তাদের অভিভাবক হলো, অভিশপ্ত শয়তান [*এ প্রসঙ্গে "মানবতার শত্রু কে" বইয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে*]।

যা হোক ইতোপূর্বে উল্লিখিত আয়াত এবং আলোচনা থেকে নিশ্চিতভাবে বলা যায়, আল্লাহ তা'আলার শরীক স্থির করানোতে এবং সত্যবিমুখতায় আদম সন্তানের অভিভাবক হচ্ছে অভিশপ্ত শয়তান। পার্থিব জীবনে মানুষ প্রবৃত্তির অবৈধ চাহিদায় অপ্রাসঙ্গিক অপ্রয়োজনীয় চিন্তা-ভাবনা এবং উদ্ধত প্রকৃতিকে পুঁজি করেই সে আদম সন্তানকে বিপথগামী করে। শয়তানের অনুপ্রেরণায় নাফসের অপ্রকৃষ্ট প্রভাবে ক্ষণস্থায়ী পার্থিব জীবনের চাকচিক্য, ভোগ-বিলাস, প্রতিপত্তি ও ক্ষমতার লিপ্সা এবং ধন-দৌলতের প্রতি অতিশয় আকর্ষণ মানুষের কাছে হয়ে যায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ফলে অনন্ত জীবন পরকালের গুরুত্ব হয়ে যায় গৌণ। এজন্যই বিপথগামী আদম সন্তানের কাছে এই দুনিয়ায় শয়তান হয়ে যায় পরম বন্ধু অথচ শেষ বিচারের কঠিন দিনে বিপথগামী আদম সন্তানের অপরাধ ও অবাধ্য কাজের জন্য মানুষকে দায়ী করে শয়তান নিজেকে নির্দোষ হিসেবে ঘোষণা দিবে। এমনকি আদম সন্তানের জন্য প্রেরিত আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত পথ [*দ্বীন ইসলাম*] এবং পরকাল সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার প্রতিশ্রুতি যে সত্য ছিল সেটাও সে স্বীকার করবে। বিশ্বাসঘাতক ধোঁকাবাজ শয়তানের আসল চরিত্র সম্বন্ধে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

وَقَالَ الشَّيْطَٰنُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ ۖ وَمَا كَانَ لِيَ

عَلَيْكُم مِّن سُلْطَٰنٍ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي ۖ فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُم ۖ مَّا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ

www.pathagar.com

وَمَآ أَنتُم بِمُصْرِخِيَّ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَآ أَشْرَكْتُمُونِ مِن قَبْلُ إِنَّ ٱلظَّٰلِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

"যখন সবকিছুর মীমাংসা হইয়া যাইবে [*শেষ বিচার দিনে*] তখন শয়তান বলিবে, "আল্লাহ তোমাদিগকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন সত্য প্রতিশ্রুতি, আমিও তোমাদিগকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলাম, কিন্তু আমি তোমাদিগকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি রক্ষা করি নাই। আমার তো তোমাদিগের উপর কোন আধিপত্য ছিল না, আমি কেবল তোমাদিগকে আহ্বান করিয়াছিলাম [*অবাধ্য কাজে, অবিশ্বাসে জড়িত থাকতে অনুপ্রেরণা দিয়ে, প্রলোভন দেখিয়ে*] এবং তোমরা আমার আহ্বানে সাড়া দিয়েছিলে [*প্রবৃত্তির অবৈধ নীতি বর্জিত চাহিদায় আত্মসমর্পণ করে*]। সুতরাং তোমরা আমার প্রতি দোষারোপ করিও না [*তোমাদের অধঃপতনের জন্য*], তোমরা নিজদিগকেই দোষারোপ কর। আমি তোমাদিগের উদ্ধারে সাহায্য করিতে সক্ষম নহি এবং তোমরাও আমার উদ্ধারে সাহায্য করিতে সক্ষম নহ [*কেউ কারও সাহায্যে আসবে না, এমনকি নিজের আত্মীয়-স্বজনরা*]।" তোমরা যে পূর্বে আমাকে আল্লাহর শরীক করিয়াছিলে [*তার অনুপ্রেরণায় আল্লাহ তা'আলার আদেশের অবাধ্য হয়েছিলে*]" তাহার সহিত আমার কোন সম্পর্ক নাই। জালিমদিগের জন্য তো মর্মন্তুদ শাস্তি আছেই।" *(১৪-ইব্রাহীম : ২২)*

এই আয়াতে উল্লিখিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আয়াতের শেষাংশে আল্লাহ তা'আলা উল্লেখ করেছেন। শেষ বিচার দিবসে মানব সন্তানের অদৃশ্য শত্রু শয়তান যা বলবে, তা মানব সন্তানকে অবহিত করে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন' "তোমরা যে পূর্বে আল্লাহর শরীক করিয়াছিলে", এই অংশের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত সত্যপথ [*দ্বীন ইসলাম*] ব্যতীত মানুষের সদিচ্ছায় তৈরি জীবন বিধানের সব মতবাদ, আদর্শ এবং পথ হলো শয়তানের পথ। আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত বিধান পরিত্যাগ করে শয়তানের আধিপত্যে প্রবৃত্তির অবৈধ চাহিদায় মানুষ সব রকম ভ্রান্ত পথ অনুসরণ করে। এভাবে মানুষ না বুঝে শয়তানকেই আল্লাহ তা'আলার সাথে শরীক স্থির করে থাকেন। শেষ বিচার দিবসে শয়তান নিজেই আদম সন্তানকে সত্য কথা জানিয়ে দিয়ে তাদের সাথে সব সম্পর্ক ত্যাগ করবে।

আখেরাতের মতোই পার্থিব জীবনেও বিশ্বাসঘাতক শয়তান আদম সন্তানকে খারাপ কাজে লিপ্ত করে বিভিন্ন ধরনের অন্যায় করতে বাধ্য করার পর মানুষ যখন বিপদের সম্মুখীন হয় তখন শয়তান মানুষের কোন সাহায্যে আসে না। অন্যায়কারীরা যখন জেল হাজতে জীবন কাটায় অথবা মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত হয়, তখন শয়তান তাদের ত্যাগ করে অর্থাৎ মানুষের মধ্য থেকে যারা অন্যায়কারীকে নানা প্রলোভনে অন্যায় করতে অনুপ্রাণিত করেছিল তারা সব সময় ধরা-ছোঁয়ার বাইরে

www.pathagar.com

থেকে যায়। বিচারের সম্মুখীন হয়ে অনেক অন্যায়কারীরা যখন নিজেদের ভুল বুঝতে পারেন তখন পেছনে ফেরার কোন রাস্তা আর থাকে না। আর অন্যায়কারীদের পেছনে যে সমস্ত গডফাদার থাকেন তারাও শয়তানের মতোই গা ঢাকা দেন। শয়তানের এ রকম কার্যকলাপ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন :

كَمَثَلِ ٱلشَّيْطَٰنِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَٰنِ ٱكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّى بَرِىٓءٌ مِّنكَ إِنِّىٓ أَخَافُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿١٦﴾

"ইহাদিগের [*মোনাফেক এবং শয়তানের অনুসারী সকল মানব সন্তান*] তুলনা, শয়তান- যে মানুষকে বলে 'কুফরি করো'; অতঃপর যখন সে কুফরি করে শয়তান তখন বলে, 'তোমার সহিত আমার কোন সম্পর্ক নাই, আমি জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করি।" *(৫৯-হাশর : ১৬)*

অতএব উপরোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে বলার অপেক্ষা রাখে না যে, আল্লাহ্ তা'আলার সৃষ্টির মধ্যে শয়তান যেমন শ্রেষ্ঠ বিশ্বাসঘাতক তেমন গডফাদার এবং অন্যায়ে জড়িত করার উত্তেজক নেতারা হল, মানব জাতির মধ্যে বড় বিশ্বাসঘাতক, কারণ বিপদের সময় শয়তানের মতোই তারাও অন্তর্ধান করে থাকেন। বস্তুত অধিকাংশ মানব সন্তান আল্লাহ্ তা'আলাকে সৃষ্টিকর্তা, প্রতিপালক, সার্বভৌমত্বের মালিক, সর্ববিষয়ের নিয়ন্ত্রক হিসেবে গ্রহণ করলেও শয়তানের প্রভাবে আল্লাহ্ তা'আলার সাথে বিভিন্নভাবে তারা শরীক দাঁড় করায়। আল-কুরআনে শয়তানের উদ্দেশ্য ও কার্যকলাপ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা নানাবিধ উপমা দিয়ে মানব জাতিকে সতর্ক এবং শয়তানের অনুপ্রেরণা থেকে মুক্তির ব্যবস্থা কি তারও বর্ণনা করেছেন। তাই আল্লাহ্ তা'আলার আসল পরিচয় সম্পর্কে সুনিশ্চিতভাবে সুস্পষ্ট জ্ঞান অর্জন করে তার দয়া, অনুগ্রহ এবং শক্তির কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করা হলো, শয়তানের প্রভাব থেকে দূরে থাকার আরেকটা অন্যতম নিদর্শন। বর্তমানে অধিকাংশ মানব সন্তানই পরিবারের ধর্ম বিশ্বাস ও সমাজে প্রতিষ্ঠিত ভ্রান্তি রীতিনীতি এবং সংস্কৃতির প্রতি গৃহাসক্ত হয়ে প্রচলিত নিয়মের কাছে আত্মসমর্পণ করে আল্লাহ্ তা'আলার আসল পরিচয় সম্পর্কে বিভ্রান্তিতে আছেন। তাদের মধ্যে যারা সমাজে প্রচলিত ধর্মীয় বিশ্বাসের জটিলতায় [*খৃষ্টান ধর্মে ঈসা (আ.) অবস্থান সম্পর্কে*] আল্লাহ্ তা'আলার আসল পরিচয় সম্পর্কে যখন সন্দেহপ্রবণ হয়ে সত্যানুসন্ধানে ব্রতী হন, তখন তারা আল-কুরআনের সংস্পর্শে এসে আল্লাহ্ তা'আলার আসল পরিচয় সম্পর্কে পরিষ্কারভাবে জ্ঞান অর্জন করেন। আল্লাহ্ তা'আলার সীমাহীন দয়ায় তাদের অধিকাংশ ব্যক্তিই ইসলামের আলোতে প্রবেশ করে আত্মসমর্পণকারী বান্দা হয়ে যান। এটাই আল-কুরআনে বর্ণিত আল্লাহ্ তা'আলার নিদর্শনের অলৌকিক ক্ষমতা এবং নিদর্শনের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলার পরিচয় লাভের ফলাফল।

www.pathagar.com

মুসলিম উম্মত তাওহীদে এবং আল-কুরআনে বিশ্বাসী হয়েও অধিকাংশ মুসলিম আল-কুরআনে বর্ণিত নিদর্শনে আল্লাহ তা'আলার পরিচয় সম্পর্কে জ্ঞাত নয়, তাই যারা আল্লাহ্ তা'আলার আসল পরিচয় [*অন্তর্যামী, সর্বজ্ঞ, জ্ঞানের মাধ্যমে সর্বত্র উপস্থিত আছেন, সবকিছু দেখছেন, শেষ বিচার দিবসে কর্ম ফলের বই উপস্থিত করবেন ইত্যাদি*] সম্পর্কে অজ্ঞতার অন্ধকারে বসবাস করছেন, তাদের সকলের উচিত, বরং বলা যায় ফরয দায়িত্ব হচ্ছে আল-কুরআনে বর্ণিত আল্লাহ্ তা'আলার আসল পরিচয় সম্পর্কে পরিষ্কারভাবে জ্ঞান অর্জন করে আল্লাহ তা'আলার সীমাহীন শক্তির কাছে আত্মসমর্পণ করে, জীবন যাপনের সর্বত্র আল্লাহ-সচেতনতা অবলম্বন করা। বস্তুত আল্লাহ্ তা'আলার আসল পরিচয় সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করার পর কোন মু'মিনই [*যার অন্তরে দৃঢ় ঈমান আছে*] আল্লাহ্ তা'আলাকে ভালোবেসে, সচেতন না হয়ে, সব কাজে তাকে স্মরণ না করে এবং তার সীমাহীন দয়া ও রহমত থেকে নিরাশ হয়ে জীবন যাপন করতে পারবেন না। আল্লাহ্ তা'আলার আসল পরিচয়ের জ্ঞান, তার প্রতি একনিষ্ঠ ভালোবাসা এবং শেষ বিচারে জবাবদিহিতার ভয়ই মু'মিনকে জীবন যাপনের প্রতি পদক্ষেপে ন্যায়নীতি অনুসরণে সত্য ও ন্যায় পথে কাজ করার শক্তি ও সাহস দিবে। এ পর্যায়ে একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে স্মর্তব্য যে, শুধুমাত্র তাওহীদে বিশ্বাস করে দ্বীন ইসলামে আত্মসমর্পণের মাধ্যমে বিশ্বাসীর খাতায় নাম লিখলেই দায়িত্ব শেষ হয় না। যারা এ রকম নামে মাত্র মুসলিম বা আত্মসমর্পণকারী তাদের ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন :

• قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنَّا قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا۟ وَلَـٰكِن قُولُوٓا۟ أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ ٱلْإِيمَـٰنُ فِى قُلُوبِكُمْ ۖ وَإِن تُطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَـٰلِكُمْ شَيْـًٔا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٤﴾

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا۟ وَجَـٰهَدُوا۟ بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ أُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلصَّـٰدِقُونَ ﴿١٥﴾

"বেদুঈনরা [*আরবীয়রা*] বলে, 'আমরা ঈমান আনিলাম'; তুমি বল, 'তোমরা তো অবশ্য ঈমান আন নাই তবে বরং বল, আমরা মুসলমান [*অনুগত*] হইয়াছি', আর এখনও তোমাদের অন্তরে ঈমান প্রবেশ করে নাই [*আল্লাহ তা'আলার বিধিনিষেধে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করে নাই*]। আর যদি তোমরা আল্লাহ্ ও তাহার রাসূলের তাঁবেদারি [*অনুসরণ*] কর তবে তিনি তোমাদের কার্য সকলের মধ্য হইতে পুরস্কার হিসেবে তোমাদের কিছুই কম দিবেন না, নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। নিশ্চয়, ঐ সকল লোকই প্রকৃত মু'মিন [*অন্তরে ঈমান দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত*] যাহারা আল্লাহ্ ও তাহার রাসূলের প্রতি ঈমান আনিয়াছে এবং তারপর আর কখনও কোন

www.pathagar.com

সন্দেহ করে নাই এবং আল্লাহর পথে আপন মাল ও আপন জান দ্বারা জিহাদ করিয়াছে [*আল্লাহ তা'আলা ও রাসূল (সা.)-কে ভালোবেসে তারা আল্লাহর বিধান মানতে যে কোন ক্ষতি গ্রহণ করতে প্রস্তুত থাকে এমনকি জীবন দিতেও দ্বিধাবোধ করবে না*], এই সকল লোক, ইহারাই সত্যবাদী [*যখন তারা বলে যে, আমরা মু'মিন*]।" *(৪৯-হুজুরাত : ১৪, ১৫)*

উপরোক্ত উল্লিখিত ১৪ নম্বর আয়াতে উল্লিখিত বেদুঈনের মতো বিশ্বাসে প্রতিষ্ঠিত মুসলিমদের পরিমাণ বর্তমানে সবচেয়ে বেশী। কারণ আল্লাহ্ তা'আলার নির্ধারিত জীবনাদর্শের মূল্যবোধের ভিত্তিতে কোন মুসলিম দেশেই শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত নাই তাই মুসলিম নাগরিকদের জীবন যাপনে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়ভাবে ইসলামী মূল্যবোধ ও সংস্কৃতি প্রয়োগের জন্য বাধ্যতামূলক কোন নিয়ম নাই। মুসলিমদের নৈতিক চরিত্রের পরিশোধন ও ঈমানের দৃঢ়তা বৃদ্ধির জন্য গঠনমূলক পদ্ধতি এবং উদাহরণ সৃষ্টির কোন ব্যবস্থা নাই, যা ছিল রাসূল (সা.)-এর মিশনের প্রধান উদ্দেশ্য এবং মুসলিমদের শিক্ষা দেয়ার জন্য প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থা। রাসূল (সা.)-এর শিক্ষানীতি ও পদ্ধতি সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন :

هُوَ ٱلَّذِى بَعَثَ فِى ٱلْأُمِّيِّـۧنَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا۟ عَلَيْهِمْ ءَايَـٰتِهِۦ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَـٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ

وَإِن كَانُوا۟ مِن قَبْلُ لَفِى ضَلَـٰلٍ مُّبِينٍ ۝٢

"তিনিই যিনি নিরক্ষর [*ধর্ম সম্পর্কে অশিক্ষিত*] মানুষের মধ্য হইতে রাসূল পাঠাইয়াছেন, সে তাহার নিদর্শন [*আল-কুরআনের আয়াত*] সকল তাহাদের নিকট আবৃত্তি করিয়া শুনায় ও তাহাদিগকে অনাচার [*অন্যায় ও অসৎ কর্ম*] হইতে মুক্ত [*আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে পবিত্র করে*] রাখে এবং তাহাদিগকে কিতাব ও জ্ঞান-গরিমা [*জীবন-যাপনে আল-কুরআন প্রয়োগ করার পদ্ধতি অর্থাৎ সুন্নাহ্*] শিক্ষা দেয়, কেননা ইতোপূর্বে তাহারা তো অবশ্যই স্পষ্ট পথ-ভ্রান্তিতে ছিল।" *(৬২-জুমু'আ : ২)*

রাসূল (সা.) পরে খোলাফায়ে রাশেদীন এবং কয়েক শতাব্দী যাবৎ অন্যান্য খলিফার আমলে উল্লিখিত আয়াতে বর্ণিত পদ্ধতির কার্যক্রম সরকারীভাবে প্রচলন ছিল। তবে পরবর্তীতে যখন পরিবার ভিত্তিক রাজতন্ত্রের শাসন চালু হয় তখন ক্রমাগতভাবে এই পদ্ধতির অবনতি ঘটে। তবে গত দুই শতাব্দীতে মুসলিমরা ইসলামী মূল্যবোধের মূল ভিত্তির শাসন ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে পরিহার করেছেন তাই এই পদ্ধতির কোনো গুরুত্ব তারা আর দিচ্ছেন না। এখন প্রতিটা মুসলিম দেশে সরকারীভাবে ইসলামী শিক্ষার জন্য শিক্ষানীতি থাকলেও, সার্বিকভাবে সমাজের সর্বস্তরে প্রয়োগের কোন ব্যবস্থা নাই তবে ব্যক্তি বা বিশেষ কোন গোষ্ঠীর উদ্যোগে সাধারণ মানুষের মধ্যে চালু আছে। কিন্তু আল-কুরআনের শিক্ষার যথাযথ মূল্যায়ন করে সকলের মধ্যে আত্মশুদ্ধির কোন ব্যবস্থা নাই। তৎকালীন

www.pathagar.com

বেদুঈনরাও ইসলামী মূল্যবোধের বিধিনিষেধ এবং আল-কুরআনে বর্ণিত আল্লাহ তা'আলার পরিচয় সম্পর্কে প্রথম দিগে অজ্ঞ ছিল তাই তাদের বিশ্বাসের দৃঢ়তা ও ঈমানের গভীরতা ছিল অত্যন্ত দুর্বল তবুও তারা মনে করতো বিশ্বাসী হিসেবে জ্ঞানী তাই যথার্থ মর্যাদা পাওয়ার যোগ্যতা তাদের আছে। ইবনে কাসীর (রহ.) ব্যাখ্যায় বলেছেন : "আত্মসমর্পণ করে ইসলামে অনুপ্রবেশ করা আর বিশ্বাসের দৃঢ়তা ও গভীর ঈমানের মধ্যে অনেক তফাত আছে, আহল-আস-সুন্নাহ ওয়াল-জা'মাহর সকল আলেমরাই এ রকম মন্তব্য করেছেন। জিব্রাঈল (আ.) বিখ্যাত হাদীস থেকে এর সমর্থনে প্রমাণ পাওয়া যায়। জিব্রাঈল (আ.) মুসলিমদের দ্বীন শিক্ষা দেয়ার জন্য রাসূল (সা.)কে প্রশ্ন করেছিলেন ইসলাম, ঈমান এবং এহ্সান সম্পর্কে। যদিও তাওহীদের এবং রাসূলের (সা.) উপর বিশ্বাস স্থাপন করে ঈমানদার হয়ে ইসলাম ধর্মে প্রবেশ করতে হয় তবুও আলেমরা বলেন ইসলাম হচ্ছে ঈমানের বহির্প্রকাশ কারণ ঈমানের দৃঢ়তাই ইসলামের সব স্তম্ভগুলো যথাযথভাবে পালন করতে উদ্বুদ্ধ করে এবং এহ্সানের মাধ্যমে ইবাদত সম্পন্ন করতে সর্বদাই চেষ্টা করে।

জিব্রাঈল (আ.)-এর হাদীস সম্পর্কে আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : একদিন নবী (সা.) লোকদের সামনে বসেছিলেন। এমন সময় একজন লোক এসে তাকে জিজ্ঞাসা করল, 'ঈমান কি?" তিনি বললেন, ঈমান এই যে, তুমি আল্লাহ্, তার ফিরিশতা, (*পরকালে*) তার সাথে সাক্ষাৎ ও তার রাসূলগণের প্রতি বিশ্বাস রাখবে। মরণের পর আবার জীবিত হতে হবে, তাও বিশ্বাস করবে। লোকটি জিজ্ঞাসা করল, 'ইসলাম কি?" তিনি বললেন, ইসলাম এই যে, তুমি আল্লাহর 'ইবাদত করতে থাকবে এবং তার সাথে (কাউকে) শরীক করবে না, নামায কায়েম করবে, নির্ধারিত ফরয যাকাত দিবে এবং রমযানের রোযা রাখবে। সে জিজ্ঞাসা করল, এহ্সান কি?' তিনি বললেন,' (*এহ্সান এই যে*) তুমি (*এমনভাবে আল্লাহর*) ইবাদত করবে যেন তাকে দেখছ; যদি তাকে না দেখ, তিনি তোমাকে দেখছেন (*বলে অনুভব করবে*)। সে জিজ্ঞাসা করল, 'কিয়ামত কখন হবে?' তিনি বললেন, 'এ ব্যাপারে যাকে প্রশ্ন করা হয়েছে তিনি প্রশ্নকারীর চেয়ে বেশী জানেন না। তবে আমি তোমাকে তার (*কিয়ামতের*) লক্ষণ বলে দিচ্ছি, 'যখন বাঁদি তার মনিবকে প্রসব করবে এবং কালো উটের রাখালরা যখন দালান কোঠা নিয়ে পরস্পর গর্ব করবে। যে পাঁচটি জিনিসের জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ রাখেন; কিয়ামতের জ্ঞান তারই অন্তর্ভুক্ত। এরপর নবী (সা.) এই আয়াত (সূরা লোকমান, আয়াত নম্বর ৩৪) পাঠ করেন :

www.pathagar.com

إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُۥ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ ٱلْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِى ٱلْأَرْحَامِ ۖ وَمَا تَدْرِى نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ۖ

وَمَا تَدْرِى نَفْسٌۢ بِأَىِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌۢ ﴿٣٤﴾

"আল্লাহর নিকটই কিয়ামতের জ্ঞান রয়েছে। আর তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং মাতৃগর্ভে কি আছে তিনিই জানেন। কোন জীবই আগামীকাল কী উপার্জন করবে তা জানে না এবং কোন জমিনে সে মরবে তাও জানে না। আল্লাহই সব জানেন ও খবর রাখেন"। এরপর লোকটি চলে গেল। তিনি [রাসূল (সা.)] বললেন, তোমরা তাকে ফিরিয়ে আন। কিন্তু সাহাবীরা দেখতে পেলেন না। তখন তিনি বললেন, 'ইনি (ছিলেন) জিব্রাঈল (আ.); লোকদের তাদের দ্বীন শিক্ষা দিতে এসেছিলেন।" *(সহীহ আল-বুখারী, খণ্ড ১, নম্বর ৪৮)*

এই হাদীস থেকে বুঝা যায়, ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভ বিশ্বাস করলেই মুসলিম হওয়া এবং ইসলামের অন্তর্ভুক্ত হওয়া যায় তবে গভীর ঈমানে প্রতিষ্ঠিত হয়ে এহসানের সাথে ইবাদত করার মর্যাদায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য অনেক মেহনত করতে হয়। কারণ আল্লাহ তা'আলার পবিত্র কিতাব আল-কুরআনে বর্ণিত বিধিনিষেধ ও রাসূল (সা.) সুন্নাহতে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ না করলে ঈমানদার ও এহসানের মর্যাদায় উত্তীর্ণ হওয়া যায় না অর্থাৎ জীবন যাপনের সর্বক্ষেত্রে ইসলামী শরীয়তের নিয়মাবলী পরিপূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। তাই যারা আল্লাহ তা'আলার পরিচয় সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে জ্ঞান অর্জন করে আত্মত্যাগী ও সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণী হয়ে বিশ্বাসী হয়, তারাই ঈমানদারের মর্যাদায় উত্তীর্ণ হয়। এ কাজে যারা অগ্রণী বা চেষ্টা করেন তাদের সম্পর্কে *রাসূল (সা.) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমার বান্দা আমার সম্পর্কে যে রূপ ধারণা পোষণ করে আমি তার জন্য সেইরূপই। যখন সে আমাকে স্মরণ করে আমি তখন তার সাথে থাকি। যদি সে মনে মনে আমাকে স্মরণ করে, আমি তাকে মনে মনে স্মরণ করি। আর যদি সে লোকজনের [জামায়াতের] মধ্যে আমাকে স্মরণ করে আমিও এমন এক জামায়াতের মধ্যে তাকে স্মরণ করে থাকি যা তার জামায়াত থেকে উত্তম। আর যে আমার দিকে এক বিঘত অগ্রসর হয় আমি তার দিকে এক গজ অগ্রসর হই। আর যে আমার দিকে এক গজ অগ্রসর হয় আমি তার দিকে এক 'বা' [দুই হাত বিপরীত দিকে লম্বালম্বিভাবে বিস্তার করলে যতখানি জায়গা হয় তাকে 'বা' বলে] পরিমাণ অগ্রসর হই। আর যে আমার দিকে হেঁটে হেঁটে অগ্রসর হয় আমি তার দিকে দৌড়ে দৌড়ে অগ্রসর হই।" (সহীহ আল-বুখারী, হাদীসে কুদসী)*

উল্লিখিত অতি মূল্যবান ও অর্থবহ হাদীসে রাসূল (সা.), তার উম্মতকে সুসংবাদ দিয়েছেন। এই হাদীস থেকে সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায়, আল্লাহ তা'আলার স্মরণ

www.pathagar.com

অর্থাৎ নিয়মিতভাবে ইবাদতে তাকে স্মরণ করলে তার ফযীলত কি পরিমাণ। একনিষ্ঠ অন্তঃকরণে মহব্বতের সহিত আল্লাহ তা'আলাকে স্মরণ করার মাধ্যমে হালাল কোন কিছুর জন্য আবদার করলে, আল্লাহ তা'আলা সে আবদার পূরণ করে থাকেন অর্থাৎ পূরণ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। পার্থিব জীবনে নিষ্ঠুর বাস্তবতায় আমরা নানা ধরনের অপ্রীতিকর ও অবৈধ কাজে লিপ্ত হয়ে আবার বিবেকের কাছে জবাবদিহি করে হতাশায় নিরাশ হই। বস্তুত কোন ব্যাপারেই হতাশ হওয়া ঈমানদারের জন্য বুদ্ধিমানের কাজ নয়, আল্লাহ তা'আলা আর-রহমান আর-রহিম গফুরুর রহিম, তাই তিনি ক্ষমা করতে ভালোবাসেন। ইচ্ছাকৃত অথবা অনিচ্ছায় কোন অন্যায়ে জড়িত হয়ে নিজের উপর জুলুম করে আল্লাহ তা'আলার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলে ক্ষমা করার প্রতিশ্রুতি তিনি তার ইবাদীকে দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

• قُلْ يَـٰعِبَادِىَ ٱلَّذِينَ أَسْرَفُوا۟ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا۟ مِن رَّحْمَةِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿٥٣﴾

"বল, 'হে আমার বান্দাগণ! তোমরা যাহারা নিজদিগের প্রতি অবিচার করিয়াছ–আল্লাহর অনুগ্রহ হইতে নিরাশ হইও না; আল্লাহ সমুদয় পাপ ক্ষমা করিয়া দিবেন। তিনি তো ক্ষমাশীল, পরমদয়ালু।" *(৩৯-যুমার : ৫৩)*

অতএব বলাবাহুল্য, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা, অধিপতি প্রতিপালক সম্পর্কে সঠিকভাবে জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে একনিষ্ঠভাবে তাকে স্মরণ করলে, আমরা ইনশাআল্লাহ তার সাহায্য প্রাপ্ত হতে পারব। এই ব্যাপারে আমাদের হৃদয়ে সুনিশ্চিতভাবে দৃঢ় বিশ্বাস থাকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। দৃঢ় বিশ্বাসে অধিষ্ঠিত হতে আল্লাহ তা'আলার সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান অর্জন করা নিঃসন্দেহে অপরিহার্য পদক্ষেপ। কারণ আল্লাহ তা'আলার আসল পরিচয় সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনই আব্দকে তার সীমাহীন অনুগ্রহ ও রহমত থেকে বঞ্চিত না হওয়ার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাতে সাহায্য করবে। আল্লাহ তা'আলার সঠিক পরিচয়ের উপর প্রকৃত জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে বান্দারা যদি আল্লাহ তা'আলাকে বেশি বেশি স্মরণের মাধ্যমে সচেতন হয়, তাহলে দৈনন্দিন জীবনে বিভিন্ন কাজে কর্মে সেটার প্রতিফলন ঘটবে এবং সর্বদাই ন্যায়পথ অনুসরণে সঠিক কাজ করায় অনুপ্রাণিত হয়ে সাহায্য প্রাপ্ত হবেন। আব্দ-এর মর্যাদা সম্পর্কে *রাসূল (সা.) বলেছেন যে, আল্লাহ বলেন : "যে ব্যক্তি আমার কোন বান্দার [পরহেযগার বা ওয়ালীর] সাথে শত্রুতা পোষণ করবে, আমি [আল্লাহ তা'আলা] তার বিরুদ্ধে অবশ্যই যুদ্ধ ঘোষণা করব। আমি যা কিছু দ্বীনের দায়িত্ব আমার বান্দার উপর দিয়েছি, তা ব্যতীত অন্য কোন কিছুর সাহায্যে আমার নৈকট্য লাভ করতে পারবে না এবং তার নিয়মিত অবিরাম নাওয়াফেল বন্দেগীর মাধ্যমে সে আমার কাছাকাছি হতে থাকে। অবশেষে আমি*

www.pathagar.com

তাকে ভালোবাসতে থাকি। অতঃপর আমি তার কান হয়ে যাই, যা দ্বারা সে শুনতে পায়; আমি তার চোখ হয়ে যাই, যা দিয়ে সে দেখতে পায়; আমি তার হাত হয়ে যাই যার সাহায্যে সে স্পর্শ করে এবং আমি তার পা হয়ে যাই, যা দ্বারা সে চলাফেরা করে। আর সে যদি আমার নিকট কিছু প্রার্থনা করে, আমি তাকে অবশ্যই প্রদান করি। আর সে যদি আমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে, আমি তাকে অবশ্যই আশ্রয় প্রদান করি। আমি যে কাজ করতে চাই তা করতে কোন দ্বিধাসংকোচ করি না, যতটা দ্বিধাসংকোচ করি একজন মু'মিন বান্দার জীবন নিতে; সে মৃত্যুকে অপছন্দ করে এবং আমিও তাকে কষ্ট দিতে অপছন্দ করি।"
(সহীহ আল-বুখারী, কুদ্সী হাদীস)

উপরোক্ত পবিত্র হাদীস থেকে সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায়, আল্লাহ্ তা'আলা শাস্তি দানে যেমন কঠোর তেমন ক্ষমা করতেও অতিশয় দয়ার্দ্র, বান্দাদের ক্ষমা করতে ভালোবাসেন এবং বান্দার উপর তার যোগ্যতার অধিক কোন দায়িত্ব ও ভারবোঝা অর্পণ করেন না। নিজ গরিমায় সীমাহীন জ্ঞানের সাহায্যে সর্বদাই বান্দার সাথে আছেন এবং তার কার্যকলাপ দেখছেন, আল্লাহ্ তা'আলার দয়া ও সাহায্য ছাড়া তার কোন পথ নাই। মৃত্যুর পর আল্লাহ্ তা'আলার কাছে জবাবদিহিতার জন্য তাকে অবশ্যই ফিরে যেতে হবে। এগুলোতে যারা দৃঢ়বিশ্বাসে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গভীর জ্ঞানের অধিকারী তারাই ফরয ইবাদত ছাড়াও অতিরিক্ত ইবাদত [নাওয়াফেল] করেন। আল্লাহ্ তা'আলার সম্পর্কে সুনিশ্চিত জ্ঞান থাকায় এবং আল্লাহ্ তা'আলাকে গভীরভাবে ভালোবাসায় তারা প্রতিকাজে প্রতিমুহূর্তে সবরকম অন্যায়, অসৎ ও ইসলামী বিধিবিধানের বহির্ভূত সমস্ত কাজ থেকে নিজেদের বিরত রাখেন অথবা আল্লাহ্ তা'আলার প্রদত্ত বিধিনিষেধ মানার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন । অতএব অবৈধ কাজ ও অন্যায় থেকে বিরত থাকার জন্য যে আত্মত্যাগ, অধ্যবসায়, ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার প্রয়োজন এবং যে মানসিক ও আধ্যাত্মিক শক্তি দরকার, তার যোগান আল্লাহ্ তা'আলাই দিয়ে থাকেন, অর্থাৎ মু'মিন বান্দার কান, চোখ, হাত, পা, প্রবৃত্তির চাহিদা এবং হৃদয়ের চিন্তা-ভাবনা সবই আল্লাহ্ তা'আলার আদেশের নিয়ন্ত্রণে থাকে। কাজেই এসব বান্দারা অতি সহজেই বুঝতে পারেন যে, আল্লাহ্ তা'আলার সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান অর্জনের প্রতিফল হচ্ছে তাদের পার্থিব জীবনের সবকিছুই আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য তাই সর্বদাই তারা তার হুকুমের অধীনে আত্মসমর্পণকারী। নবী-রাসূলরা সকলেই এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে আউলিয়ারা ছাড়াও আরও কিছু বান্দা এ দলের অন্তর্ভুক্ত। এইভাবে আত্মসমর্পণ করার জন্যই আল্লাহ্ তা'আলা, তার প্রিয় রাসূল (সা.) এবং বন্ধু ইব্রাহীম (আ.) এর উপমা দিয়ে সকল বান্দাদের আদেশ দিয়েছেন :

مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُۥ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ۖ وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَىٰٓ إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٦٠﴾

قُلْ إِنَّنِى هَدَىٰنِى رَبِّىٓ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِّلَّةَ إِبْرَٰهِيمَ حَنِيفًا ۚ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿١٦١﴾

قُلْ إِنَّ صَلَاتِى وَنُسُكِى وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِى لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿١٦٢﴾ لَا شَرِيكَ لَهُۥ ۖ وَبِذَٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا۠ أَوَّلُ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿١٦٣﴾

قُلْ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْغِى رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَىْءٍ ۚ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ ثُمَّ إِلَىٰ

رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿١٦٤﴾

وَهُوَ ٱلَّذِى جَعَلَكُمْ خَلَٰٓئِفَ ٱلْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَٰتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِى مَآ ءَاتَىٰكُمْ ۗ إِنَّ رَبَّكَ

سَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُۥ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌۢ ﴿١٦٥﴾

“যে ব্যক্তি নেকী আনিবে সে পাইবে তাহার দশগুন পুরস্কার, আর যে ব্যক্তি গোনাহ লইয়া আসিবে, সে পাইবে উহারই প্রতিফল, আর কোন অবিচার করা হইবে না তাহাদের প্রতি। বল, ‘অবশ্যই আমার প্রভু আমাকে সত্য পথে হেদায়েত করিয়াছেন, সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ইব্রাহীমের পথ এবং সে মুশরিক ছিল না। বল, ‘আমার নামায, আমার বন্দেগী, আমার জীবন এবং আমার মরণ সবই সৃষ্টির প্রভু আল্লাহর উদ্দেশ্যে। তাহার শরীক নাই এবং এই সম্বন্ধেই আমার নিকট আদেশ আসিয়াছে আর আদেশ পালনকারীদের মধ্যে আমিই সবচেয়ে আগে অনুগত [*মুসলমান*]। বল, ‘আমি কি আল্লাহ ছাড়া অন্য প্রভুর ইবাদত করিব, যখন তিনি সমস্ত জিনিসের প্রভু! আর যে ব্যক্তি অন্যায় করে, সে নিজেরই ক্ষতি করে এবং কেহই অন্যের পাপের বোঝা বহন করিবে না। তারপর তোমাদিগকে তোমাদের প্রভুর নিকট ফিরিয়া যাইতে হইবে। তখন তিনি তোমাদিগকে জানাইয়া দিবেন, যে বিষয়ে [*তাওহীদ পরিহার করে শিরকে লিপ্ত হয়ে বিভিন্ন ধর্মের জন্ম দেয়ায়*] তোমরা বিরোধ করিতেছ এবং তিনিই তোমাদিগকে করিয়াছেন দুনিয়ার মালিক [*খলিফা*] এবং কাহাকেও কাহারও উপর মর্যাদা [*শিক্ষায়, ধন-সম্পত্তিতে, বিবেক-বুদ্ধিতে, নেতৃত্ব দেয়ার যোগ্যতায়, বিজ্ঞানের জ্ঞানে*] দান করিয়াছেন যেন তিনি তোমাদের পরীক্ষা করিতে পারেন, তোমাদের যাহা দিয়াছেন তাহা দ্বারা। নিশ্চয়, তোমার প্রভু সত্বর শাস্তি দান করেন এবং অবশ্যই তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।”

(৬-আন'আম : ১৬০-১৬৫)

১৬৩ নম্বর আয়াতে, একাত্ববাদের ঘোষণা দিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন তোমরা একত্ববাদে বিশ্বাস স্থাপন করে আত্মসমর্পণী বান্দা হয়ে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাক। তৎপর ১৬৪ নম্বর আয়াতে বলেছেন, অন্যথা যেদিন আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে অবহিত করবেন কারা সত্য দ্বীনে প্রতিষ্ঠিত ছিল সেদিন তোমাদের

www.pathagar.com

প্রতিকার করার কিছুই থাকবে না। যা হোক, সার্বভৌমত্বের একচ্ছত্র অধিকারী, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে যা কিছু আছে তার সৃষ্টিকর্তা, নিয়ন্ত্রণকর্তা, রক্ষণাবেক্ষণকারী একমাত্র উপাস্যের প্রকৃত পরিচয় কি সেটা পরিষ্কারভাবে জানার জন্যে, তাঁর সৃষ্টির নিদর্শনের মাধ্যমে জ্ঞান অর্জন করা যে কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ তা সুস্পষ্টভাবে বুঝানোর জন্যই আলোচিত অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। তবে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মনে রাখতে হবে যে, আল্লাহ তা'আলার বাণীর এবং তার নিয়ামতের যেমন অন্ত নাই তেমন তার নিদর্শনের কোন অন্ত নাই, কারণ তার বাণী এবং সৃষ্টির সব নিয়ামতই নিদর্শনের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তা'আলার বাণী এবং নিয়ামত সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

قُل لَّوْ كَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمَـٰتِ رَبِّى لَنَفِدَ ٱلْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَـٰتُ رَبِّى وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِۦ مَدَدًا ﴿١٠٩﴾

"বল : আমার প্রতিপালকের বাণী, লেখার জন্যে যদি সমুদ্রের পানি কালি হয়, তবে আমার প্রতিপালকের বাণী শেষ হওয়ার আগেই সে সমুদ্র নিঃশেষিত হয়ে যাবে। সাহায্যার্থে অনুরূপ আরেকটি সমুদ্র এনে দিলেও।" *(১৮-কাহ্ফ : ১০৯)*

وَإِن تَعُدُّوا۟ نِعْمَةَ ٱللَّهِ لَا تُحْصُوهَآ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٨﴾

"যদি আল্লাহর নিয়ামত গণনা করো, শেষ করতে পারবে না। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু।" *(১৬-নাহল : ১৮)*

আল্লাহ তা'আলার নিয়ামত ও অনুগ্রহ ছাড়া আমরা যেমন এক মুহূর্ত অস্তিত্বে থাকতে পারব না তেমন তার অনবদ্য নিদর্শনের স্বীকৃতি না দিয়ে প্রত্যক্ষ সাক্ষী না হয়ে আমরা জীবন যাপন করতে পারব না। তবুও আধ্যাত্মিকভাবে দুর্বল মানব সন্তান প্রকৃত সত্যের স্বীকৃতি না দিয়ে, আল্লাহ তা'আলার অনবদ্য নিদর্শন সম্পর্কে উদাসীন থেকে অবহেলায় জীবন কাটিয়ে পরকালে চলে যান। অতঃপর প্রকৃত সত্যের সম্মুখীন হয়ে পার্থিব জীবনের কৃতকর্মের জন্য নিজেকে ধিক্কার দিয়ে নিজের হাত নিজেই কামড়াবেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

وَيَوْمَ يَعَضُّ ٱلظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَـٰلَيْتَنِى ٱتَّخَذْتُ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلًا ﴿٢٧﴾

يَـٰوَيْلَتَىٰ لَيْتَنِى لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا ﴿٢٨﴾ لَّقَدْ أَضَلَّنِى عَنِ ٱلذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَآءَنِى ۗ وَكَانَ ٱلشَّيْطَـٰنُ لِلْإِنسَـٰنِ خَذُولًا ﴿٢٩﴾

"যালিম সেদিন আপন হস্তদ্বয় দংশন করতে করতে বলবে, হায় আফসোস। আমি যদি রাসূলের সাথে পথ অবলম্বন করতাম। হায় আমার দুর্ভাগ্য, আমি যদি অমুককে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম। আমার কাছে উপদেশ আসার পর সে আমাকে তা থেকে বিভ্রান্ত করেছিল। শয়তান মানুষকে বিপদকালে ধোঁকা দেয়।" *(২৫-ফুরকান : ২৭-২৯)*

www.pathagar.com

আল-কুরআন হচ্ছে মানব সন্তানের জন্য আল্লাহ তা'আলার অন্যতম নিদর্শন। তাই আল-কুরআনে বর্ণিত নিদর্শনের উদ্বৃতি দিয়ে আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদ সম্পর্কে যখন কাউকে স্মরণ করানো হয় তখন তাকে অবশ্যই নিদর্শন থেকে শিক্ষা লাভ করতে হবে। যারা পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে গর্ব এবং দম্ভ করে নিদর্শন [*আল-কুরআন*] থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবেন তাদের অন্তরকে আল্লাহ তা'আলা তালাবদ্ধ করে দিবেন যাতে তারা নিদর্শন থেকে কোন শিক্ষা গ্রহণ না করতে পারেন। এ ব্যাপারে আল-কুরআন থেকে জানা যায়,

سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ
الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ ﴿١٤٦﴾

"আমি আমার নিদর্শনসমূহ থেকে তাদেরকে ফিরিয়ে রাখি, যারা পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে গর্ব করে। যদি তারা সমস্ত নিদর্শন প্রত্যক্ষ করে ফেলে, তবুও তা বিশ্বাস করবে না। আর যদি হেদায়েতের পথ দেখে [*স্মরণ করানো হয়*], তবে সে পথ গ্রহণ করে না। অথচ গোমরাহির পথ দেখলে তাই গ্রহণ করে নেয়। এর কারণ, তারা আমার নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা বলে মনে করেছে এবং তা থেকে তারা উদাসীন।" (৭-আরাফ : ১৪৬)

পরিশেষে আলোচিত বিষয়বস্তুর গুরুত্ব এবং ভাবার্থ বিবেচনা করে আমরা দৃঢ়তার সহিত বিশ্বাস করি এই আলোচনা থেকে জ্ঞান অর্জন করলে ইনশাআল্লাহ উপকৃত হবেন। আমরা প্রার্থনা করি আল্লাহ তা'আলা যেন তার সীমাহীন রহমত দিয়ে সকলের হৃদয়-মন প্রকৃত সত্যের দিকে অগ্রসর হওয়ার পথ উন্মুক্ত এবং আমাদের ভুল-ভ্রান্তির জন্য ক্ষমা করে দেন, 'আমিন'।

www.pathagar.com

সহায়ক পুস্তক

আল-কুরআনের বাংলা, ইংরেজী অনুবাদ এবং তাফসির

- "আল-কুরআনুল করীম" ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ অনূদিত, প্রকাশনায় : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের পক্ষে হাফেজ মঈনুল ইসলাম, বায়তুল মুকাররম, ঢাকা ১৯৮৬।

- "পবিত্র কোরআনুল করীম" মাওলানা মহিউদ্দীন খান, খাদেমুল-হারামাইন বাদশাহ ফাহদ কোরআন মুদ্রণ প্রকল্প

- "কোরআন শরীফ" অধ্যক্ষ আলী হায়দার চৌধুরী, ঝিনুক পুস্তিকার পক্ষে রূহুল আমিন নিজামী কর্তৃক, ৩/১৩ লিয়াকত এভিনিউ, ঢাকা ১৯৯২।

- "তাফহীমুল কুরআন", সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, অনুবাদ : মুহাম্মদ আবদুর রহীম, আধুনিক প্রকাশনী; ২৫ শিরিশদাস লেন, বাংলাবাজার, ঢাকা ১৯৮৭।

- Tafsir Al-Jalalayn, Jalalu'd-din Al-Mahalli and Jalalu'd-din As-Suyuti, English Translation by Aisha Bewley, Production: Bookwork, Norwich, Dar Al Taqaw Ltd. 7A Melcombe Street, Baker Street, London NW1 6AE.

- "The Noble Qur'an", Dr. Muhammad Muhsin Khan & Dr. Muhammad Taqi-ud-Din Al-Hilali; Islamic University, Al-Madinah Al-Munawwarh, vol. 1-9; Darussalam Publishers and Distributors, Riyadh, Saudi Arabia ১৯৯৩.

- "Tafsir Ibn Kathir" Darussalam Publishers and Distributors, Riyadh, Houston, New York, Lahore 2000.

- "Al-Qur'an" The Guidance for Mankind, Muhammad Farooq-i-Azam Malik, The Institute of Islamic Knowledge, Houston, Texas, U.S.A 1997.

- "The Holy Qur'an" Abdullah Yusuf Ali, Revised and Edited by The Presidency of Islamic Researchers, IFTA, Call and Guidance, The Custodian of the Two Holy Mosque King Fahd Complex for Printing of the Holy Qur'an, Saudi Arabia 1992.

- "The Noble Qur'an" Dr. Thomas B. Irving [Al-Hajj Ta'lim Ali], Amana Books, Brattleboro, Vermont, U.S.A 1992.

- "In the Shade of The Qur'an [Fi Zilal al-Qur'an], Sayyid Qutb; translated and Edited by M.A. Salahi & A.A. Shamis, vol. 1-4; The Islamic Foundation Markfield Conference Centre, Markfield, Leicester, UK 2001.

-"Towards Understanding the Qur'an" Sayyid Abul Al'a Mawdudi, translated and Edited by Zafar Ishaq Ansari, The Islamic Foundation, Markfield Dawah Centre, Markfield, Leicester, UK 1992.

- "Meaning of The Qur'an (word-for-Word English Translation, Published by Abdul Naeem for Islamic Book Service, 2241, Kucha Chelan, Darya Ganj, New Delhi-110 002; 2003

www.pathagar.com

হাদীস শরীফ

– সহীহ্ আল-বুখারী, খণ্ড ১-৬; সম্পাদনা, আবদুল মান্নান তালিব, আধুনিক প্রকাশনী, ২৫ শিরিশ দাস লেন, ঢাকা ১৯৮২।

– Sahee Al-Bukhari, vol. 1-9; Arabic-English, Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan, Published by Dar Ahya Us-Sunnah Al-Nabawiya, Saudi Arabia.

– সহীহ্ মুসলিম, খণ্ড ১-৮ একত্রে, অনুবাদক মাওলানা মোহাম্মদ আজিজুল হক, সোলেমানিয়া বুক হাউস, ৩৬, ৪৫ বাংলাবাজার, ঢাকা।

– তিরমিযী শরীফ, খণ্ড ১-৬ একত্রে, অনুবাদক মাওলানা মোহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমান, সোলেমানিয়া বুক হাউস, ৩৬, ৪৫ বাংলাবাজার, ঢাকা।

– আবু দাউদ শরীফ, খণ্ড ১-৫ একত্রে, অনুবাদক মাওলানা মোহাম্মদ মিজানুর রহমান জাহেরী, সোলেমানিয়া বুক হাউস, ৩৬, ৪৫ বাংলাবাজার ঢাকা।

– সুনানু নাসাঈ, খণ্ড ১-৫ একত্রে, অনুবাদক মাওলানা মোহাম্মদ মিজানুর রহমান জাহেরী, সোলেমানিয়া বুক হাউস, ৩৬, ৪৫ বাংলাবাজার, ঢাকা।

– "রিয়াদুস সালেহীন" খণ্ড ১-৪, ইমাম মুহিউদ্দীন ইয়াহইয়া আননব্বী; সম্পাদনায় আবদুল মান্নান তালিব; বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, প্রকাশনায় এ. কে. এম নাজির আহমদ, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা ১৯৯০।

"Sahee Muslim" Translated by Abdul Hamid Siddiqi, Corrected and revised by Dr. Hussain; shaykh Muhammad Ashraf Boosellera & Exporters, Lahore 1990.

– "Sunan Abu Dawud, English Translation with Explanatory Notes by Prof. Ahmad Hasan, Islamic Research Institute, Islamabad, Kitab Bhavan, 1784, Kalan Mahal, Darya Ganj, New Delhi-110002; 2001.

– "Sunan Ibn-i-Majah, English Version by Muhammad Tufail Ansari, Kitab Bhavan, New Delhi-110002; 1994.

– "Ar-Raheeq Al-Makhtum" [The Sealed Nectar]; Biography of the Noble Prophet by Safiur-Rahman Al-Mubarakpuri, Islamic University, Al madina Al-Munawwara, Darussalam Publishers, Riyadh Saudi Arabia 1996. [*This book was awarded First Prize by the Muslim World League at world-wide competition on the biography of the Prophet (SA) held at Makka Al-Mukarrama in 1399 H/1979.*]

– The Muslim Family: Vol.1-4; "The Quest for Love & Mercy-1; Closer than a Garment-2; The Fragile Vessels-3; Our Precious Sprouts-4; by Muhammad al-Jibaly; Al-Kitab & as-Sunnah Publishing, Arlington, Texas U.S.A 2000.

– "The Rights and Responsibilities of Marriage" Audio Lecture in CD (1-16) by Shaykh Hamza Yusuf Hanson, Alhambra Productions, Hayward, California, U.S.A. 2002; www.alhambraproductions.com.

– "The Resurgent Voice of Muslim Women" by Rasha al-Disuqi Ph.D., Foundation for Islamic Knowledge Lombard, Illinois, USA 1999.

www.pathagar.com

– "Zad-ul Ma'ad fi Hadyi Khairi-l 'Ibad (Provisions for the Hereafter, From the Guidance of Allah's Best Worshipper), Ibn Qayyim al-Jauziyyah, Translated by Jalal Abualrub, Madinah Publishers and Distributors, Orlando Florida, USA 2000.

– "Stories of the Prophets [নবীদের কাহিনী] by Imam Ibn Kathir, translated by Shaykh Muhammad Mustafa Gemeriah, Office of the Grand Imam, Shaykh Al-Azhar, El-Nour for Publishing, Distributed and Translation Est. Mansoura, Egypt.

– "Islam Our Choice" by Debrah L. Dirks & Stephane Parlove, Amana Publications, 10710 Tucker Street, Beltsville, Maryland 20705, USA 2003.

– "The Sun is Rising in the West" New Muslims Tell About Their Journey to Islam by Muzaffar Haleem, Co-author; Betty (Batul) Bowman, Amana Publishers,, Beltsville, Maryland, USA 1999.

– On Disciplining The Soul & On Breaking the Two Desires, Imam Al-Ghazali, The Islamic Texts Society, 22a Broolands Avenue, Cambridge CB2 2DQ, UK 2001.

– Breast-Feeding Best for Babies" by Rebecca D. Williams, U.S. Food and Drug Administration, Dept of Health and Human Services, USA.

– "Al-Halal Wal Haram Fil Islam" [The Lawful and The Prohibited in Islam] by Dr. Yusuf Al-Qaradawi, translators, Kamel El-Helbawy, M. Moinuddin Siddiqui, Syed Shuky, American Trust Publications, Plainfield Indiana, USA 1994.

– CDC (Center for Disease Control and Prevention), Department of Public Health, USA.

– The Ryrie Study Bible, New American Standard Translation by Charles Caldwell Ryrie, Th.D., Ph.D., Moody Press, Chicago USA 1978.

– ইংরেজী-বাংলা অভিধান, Editor, Zillur Rahman Siddiqui, Professor, Dept. of English, Jahangirnagar University, Savar, Bangla Academy.

www.pathagar.com

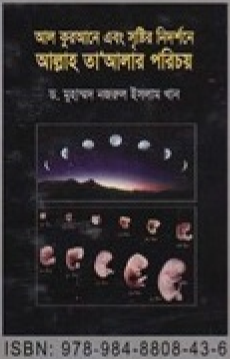

ISBN: 978-984-8808-43-6

আহসান পাবলিকেশন
কাটাবন বাংলাবাজার মগবাজার
www: ahsanpublication.com

www.pathagar.com